

রাজতরঙ্গিণী ।

(কল্পণ কৃত ।)

উত্তরপ্রদেশ, কলিকাতা স্ট্রেন্টোল, শ্রীম্‌ট মুরারিচাঁদ ও নড়াইল
ভিক্টোরিয়া কলেজ সমূহের ভূতপূর্ব সংস্কৃত অধ্যাপক
এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক

শ্রীরামচরণ বিদ্যাবিনোদ স্মৃতিরত্ন

শ্রীদুর্গানাথ শাস্ত্রী কাব্যরত্ন এম, এ,
অনুবাদক ।

তৃতীয় প্রণয় ।

অষ্টম তরঙ্গ ।

মূল ও বঙ্গানুবাদ ।

কলিকাতা ।

১৩১২ সাল ।

মূল্য এক টাকা মাত্র ।

১২৬২

অষ্টম তরঙ্গ

—•••—

প্রোঢ়াঃ কঙ্কুকিনো জরদ্বয়বৃষঃ কুজস্তবহারহ্যতি-
নিব্যাশ্তোপি বহিষ্কৃতঃ পরিকরঃ সোরং নমস্তোপ্যহো ।
অর্দ্ধাশ্বদসতীকৃতাস্তগবতা চারিচ্চর্যাবিদা
স। ভিন্দাদুরিতং চরাচরগুরোরহঃপুরং পার্কতী ॥ ১

ছমকোশপ্রসাদোভূৎকক্ষিকালং নবো নৃপঃ ।

শ্রাও সম্বাদিব পাথোধিরবাজিতবিধানৃতঃ ॥ ২

রমণী-সদয় রহস্তজ, প্রোক্ষিত শ্রেই, ভাবান বিশ্বগুরু মহাদেব শকর,
পার্কতী দেবীকে গৃহিণী রূপে নিজ দেহাঙ্কে চির প্রতিষ্ঠিত করিয়াই,
নবীনাদিগের চির অগ্নিস্নেহ অথচ নিজেই নিত্যসংচর ভূমীকে কুজ
বলিয়া, বৃষটীকে জরাগ্রস্ত মনে করিয়া, সর্পশুলিকে বহু পুরাতন
বলিয়া এবং নিজের তুলায় ধবল কান্তিকেও কুৎসিত মনে করিয়া
ভ্যাগ করিয়াছিলেন। এহেন দেবী পার্কতী আমাদের অমঙ্গল বিনাশ
করুন । ১

যেক্রপ সমুদ্র মহনের পূর্বে গরল ও স্ত্রী সমুদ্রে বিচরমান
খাঙ্কিলেও প্রকাশ পায় নাই, সেইরূপ নবীন ভূপতি উচ্চল
কিছুদিনের জন্ত কাহারও প্রতি রোষ বা সন্তোষের ভাব প্রকাশ
করেন নাই । ২

সোদরো ডামরৌযশ্চ তস্ত্রাতৃত্যং ভূশোন্মদৌ ।

মেঘস্তেব পুরোবাতাবগ্রহৌ ক্ষুর্তিহারণৌ ॥ ৩

যৎকিঞ্চনবিধায়াসীদ্ভ্রাতা যন্তোবনোন্মদঃ ।

রাজো হুপ্রক্রিয়া দৌঃস্থ্যকরী বাৎসল্যাশালিনঃ ॥ ৪

সোনিশং হি গজাক্রটো বিকোশাসিঃ পরিলম্ ।

আত্মসারাং মহীং পীতরসাং রবিবিবাকরোং ॥ ৫

একীভূতানমূলকান্ ডামরান্নির্দধাধিনা ।

ইত্যুক্তং তেন নোর্বীভূৎসঠৈকাগ্রো বচোগ্রহীৎ ॥ ৬

দস্তবো মজ্জিসামন্তা দৈবাজ্যোচ্চুঃ সহোদরঃ ।

ভূনিকোশেত্যভূৎকিং ন ভূপতেস্তস্ত সংকটম্ ॥ ৭

যেদ্রুপ প্রতিকূল পবন এবং গ্রীষ্মাধিক্য, জলদের ক্ষুর্তি হরণ করে, সেইরূপ উচ্চল সহোদর সুস্মল এবং ডামরেরা নবীন রাজার প্রভাব হানি করিতেছিল । ৩

যৌবনমন্ত রাজভ্রাতা সুস্মল যথেষ্ট ব্যবহার করিতে লাগিলেন, বাৎসল্যবশতঃ রাজা কিন্তু কোন অপ্রীতিকর প্রতিকার করেন নাই । ৪

সুস্মল প্রতিদিন গজাক্রট হইয়া উলঙ্গ রূপাণ হস্তে পরিলমণ করিতেন এবং সূর্য্য যেদ্রুপ ভূমির রস শোষণ করে, তিনিও সেইরূপ প্রজাদিগের অর্থ শোষণ করিতে লাগিলেন । ৫

ডামরদিগকে একমতাবলম্বী দেখিয়া সুস্মল রাজকে পরামর্শ দিয়াছিলেন—উহাদিগকে অগ্নিতে পুড়াইয়া মারা হউক । ধর্ম্মভীক্ রাজা কিন্তু তাহার এই পরামর্শ গ্রাহ করেন নাই । ৬

মন্ত্রী ও সামন্তগণ দস্যুপ্রায়, সহোদর রাজ্যকামী, প্রজাবর্গ নিঃস্ব, সুতরাং রাজার সঙ্কটের অভাব ছিল না । ৭

অধিরাজ্যভিষেকং সংকৃত্য ভ্রাতরং ততঃ ।

পাতুং লোহরসংবদ্ধং প্রাহিণোন্নগুলাস্তরম্ ॥ ৮

দ্বিরদাসুধপত্ন্যপ্তকোশামাত্যাদি স ব্রজন্ ।

নিনার্য সৰ্বং বাৎসল্যাদিনিষিদ্ধোগ্রজন্মনা ॥ ৯

আশঙ্ক্য কোটীভূত্যেভাঃ প্রবেশে প্রত্যবস্থিতম্ ।

উৎকৰ্ব্বজং প্রতাপাখ্যং সহ নিন্তেত্রবীচ তান্ ॥ ১০

কুর্বাণমুং নৃপনহং প্রাতিহার্যং সমাচরন্ ।

নম্রাঃ স্বভূতাবলুভুভুজো ভূম্যানস্তরাঃ ॥ ১১

দিনানি সপ্ত সংক্ৰমে যার্গে তদহযায়িনাম্ ।

গায়নঃ কনকো লঙ্কাবরো দেশান্তরং যমো ॥ ১২

রাজা 'চল' নামটিকে রাঙ্গো অভিবিক্ত করিয়া পরিতুষ্ট করত লোহর সংবদ্ধ অন্তান্ত প্রদেশ রক্ষার জন্য তাঁহাকে প্রেরণ করিলেন । ৮

যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতা হস্তী, অস্ত্র, পদাতি, অশ্বারোহী ও অমাত্যাদি লইয়া প্রস্থান করিলেন, তখন জ্যেষ্ঠ, বাৎসল্যবশতঃ তাঁহাকে কিছুই বলিতে পারেন নাই । ৯

সুন্দর আশঙ্ক্য করিলেন—কোটী হুর্গের সাময়িক কৰ্ম্মচারিগণ তাঁহার নগর প্রবেশে বাধা দিতে পারে, এইজন্য তিনি উৎকৰ্ব্ব-পুত্র প্রতাপকে সঙ্গে লইয়াছিলেন । তিনি হুর্গ রক্ষিগণের সম্মুখীন হইয়া বলিলেন—আমি এই প্রতাপকে রাজ্যোদ্ধার করিয়া স্বয়ং তাহার প্রতিহারস্বরূপ কার্য্য করিব । এই কথা শুনিয়া তথাকার সামন্ত-ভূমিগণ ভৃত্যবৎ অবনতমস্তকে তাঁহাকে নমস্কার করিলেন । ১০।১১

পাৰ্থমধ্যে তদীয় অনুচরগণের গন্তব্যপথ সাতদিনকাল বন্ধ ছিল । গীতবাদ্যবিশাদ গায়ন কনক এই অবকাশে দেশান্তরে প্রস্থান করেন ।

বারাগ্রাং বিজহতা নির্দেদবশতঃ তদুত্যাগ করেন । হর্ষ নরপতির
 হর্ষভূতভূত্বতোষু ব্যস্তঃ নিজে কৃতজ্ঞতা ॥ ১৩
 উদ্যোগির্বোহং দাক্ষিণ্যাদহ্যনামুচ্চলঃ পুনঃ ।
 সেবাস্বত্যা সুবীঃ সেহে চন্দনো ভোগিনামিব ॥ ১৪
 তথা জনকচন্দ্রেণ দর্পাদ্যবজ্ঞঃ তদা ।
 রাজ্যে ডামরাস্তাসুতথা নইপ্রভা ইব ॥ ১৫
 অভয়স্তোরশাভত্বং নরাধামজীজনং ।
 রাজ্যাং বিভবমত্যাং যং ভোজো হর্বনুপায়জঃ ॥ ১৬
 জাতং মৃতদিত্তপুত্রানন্তরং গুরুভিঃ শিশুং ।
 আয়ুকামৈস্তমাবদাভ্যভিক্ষাচরাভিধম্ ॥ ১৭
 দ্যাক্ষমপ্যরিসংতানতস্বদ্বৈনাপ্রিযোচিতম্ ।
 বরক্ষ তদগিরা রাজা রাজ্যাস্তাঙ্কে সমর্পয়ৎ ॥ ১৮

তিনি বারাগ্রসী ধামে নির্দেদবশতঃ তদুত্যাগ করেন । হর্ষ নরপতির
 ভূত্যবর্গ মধ্যে হইরাই কৃতজ্ঞতা সম্প্রদী প্রকাশ পাইয়াছিল । ১২।১৩

অপরদিকে চন্দনবৃক্ষ যেমন মর্পের সকল অত্যাচার নীরবে সহ
 করে, সেইরূপ সুবুদ্ধি রাজা উচ্চল, ডামরদিগের কৃত পূর্ষ উপকার
 স্মরণ করিয়া, উচ্চপদ দানে পুরস্কৃত করিয়া নীরবে তাহাদের কৃত
 অপরাধ সহ করিয়াছিলেন । ১৪

তৎকালে জনক চন্দ্রেণ দর্পোদ্ধত হইয়া একরূপ ব্যবহার করিতে
 আরম্ভ করিলেন, বাহার ফলে রাজা ও ডামরদিগের প্রভাৎ যেন
 হতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল । ১৫

উদ্যোগির্বোহং দাক্ষিণ্যাদহ্যনামুচ্চলঃ পুনঃ
 ভোজের এক পুত্র জন্মিয়াছিল । দুই তিমটী পুত্রের মৃত্যুর পর
 এই পুত্রটী জন্মগ্ৰহণ করায়, গুরুজনেরা পুত্রের দীর্ঘজীবন কামনায়

তমাদায় স্বয়ং বাসৌ যাবদ্রাজ্যকরোন্নয়নঃ ।

তাবদভ্যারেপিতজ্ঞে নীতিকৌটিল্যমুচ্চলঃ ॥ ১৯

তুল্যোৎসাহাসহিষ্ণুত্বাদষ্টে কুপাস্ত ডামরাঃ ।

এষ এবাতিসংকারান্তবাস্তবিশদাশয়ঃ ॥ ২০

ইতি সংচিন্ত্য স দ্বারদিংসাং তস্তোদঘোষয়ৎ ।

যথা বিকারং প্রায়যুর্ভীমাদেবাদয়োথিলাঃ ॥ ২১

তেবাং তস্ত চ মাৎসর্যং যদাপর্যাপ্তিমাষযৌ ।

তদাশ্রোত্বাশ্রিতা ভৃত্যাঃ পণং চক্রুযুঃসবঃ ॥ ২২

তাহার “ভিক্ষাচর” এই অভব্য নাম দিয়াছিলেন। উচ্চলের রাজ্যারোহণ কালে উক্ত শিশুর বয়স দুই বৎসর মাত্র ছিল। শত্রুকুলের একমাত্র বংশধর অবস্থা বধা হইলেও, জনকচন্দ্রেরই পরামর্শে উচ্চল তাহাকে বধ না করিয়া, তাহার লালন পালন জন্ত রাজ্যী জগন্মতীর ক্রোড়ে অর্পণ করিয়া ছিলেন। ১৬—১৮

জনকচন্দ্র উক্ত শিশুকে উপলক্ষ্য করিয়া, অথবা স্বয়ং, রাজ্য করিবার অভিপ্রায় করিবানাত্র ইঙ্গিতজ্ঞ উচ্চলও কুটনীতি অবলম্বন করিলেন। ১৯

রাজতুলা উৎসাহ সম্পন্ন জনকচন্দ্রকে দেখিলে অশিষ্ট ডামরেরা তাহার উপর কুপিত হউক কিংবা সে সংকারাতিশয় দর্শনে আমাকে সরল জায় ভাবুক, এইরূপ চিন্তা করিয়া রাজ্য ঘোষণা করিলেন— জনকচন্দ্রকে দ্বারাপতিত্ব দিতে ইচ্ছা করিয়াছি। ইহাতে ভীমাদেব প্রভৃতি সমস্ত ডামর বিকৃত ভাবাপন্ন হইল। ২০-২১

যখন জনকচন্দ্র ও ডামরদিগের পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষ্যা পরিবর্দ্ধিত হইল, তখন উভয় পক্ষের অশুচরেরা বৃদ্ধ পণ করিয়াছিল। ২২

দ্বিধুঃ আপতিস্তেবাং সেতুপৃষ্ঠে রণং মিথঃ ।
 বার্যমাণোপি সচিবৈরাকরোহ চতুর্দিকাম্ ॥ ২৩
 দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্তে তু ডামরৈরুভয়াশ্রিতৈঃ ।
 অথ প্রারভ্যতাকস্মাৎসংরুদ্ধৈর্দারুনো রণঃ ॥ ২৪
 সেতুদ্বারধ্বনা যুদ্ধে লগ্নে বাহু সারিস্তটায় ।
 যোধা জনকচন্দ্রস্ত শরবর্ষমবাধিবন্ ॥ ২৫
 বাহুঃ শরাঃ সমীংকারান্তেষ্পৃষ্টনৃপবিগ্রহাঃ ।
 গয়াঃ হস্তেষদৃশস্ত কোপেনেব প্রকম্পিনঃ ॥ ২৬
 আকুষা দোভাং ভূপালং বলাদিব ততোলুগাঃ ।
 প্রবিষ্টা মণ্ডপদ্বারং চক্রিরে নিহিতার্গলম্ ॥ ২৭

রাজা গোপনে থাকিয়া সেতুপৃষ্ঠে উভয় পক্ষের যুদ্ধ দেখিবার জন্য মন্ত্রীদিগের নিষেধ সত্ত্বেও চৌতীরার উপরে উঠিয়াছিলেন । ২৩

উভয় পক্ষের ডামরদিগের মধ্যে প্রথমে দ্বন্দ্ব যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল কিন্তু পরে ক্রোধে রাগির সঙ্গে সঙ্গে তুমুল বিবাদ বাধিয়া গিয়াছিল । ২৪

সেতুর নিকটে ঘাইবার পথদ্বয় মধ্যে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হইল, তখন নদীর সৈকত হইতে জনকচন্দ্রের পক্ষীয় সৈন্যগণ উচ্চশব্দে লক্ষ্য করিয়া বাণ বর্ষণ করিতে লাগিল । বাণগুলি রাজার গাত্রাশ্রয় করিতে না পারিয়াই সেন ক্রোধে শন্ শন্ শব্দে স্তম্ভে বিদ্ধ হইয়া কম্পিত হইতে লাগিল । ২৫২৬

তাহাতে রাজ স্তম্ভচরণ ভীত হইয়া ভূপালকে ভুজবেষ্টনে উপর হইতে নিয়ে টানিয়া লইয়া দ্বারের অর্গল বন্ধ করিয়া দিয়াছিল । ২৭

শস্ত্রং জনকচন্দ্রাচ্ছা ভীমাদেবাদয়োপিত্তে ।
 চতুক্ষিকার্য্যং চক্ৰবৃন্ততোন্তুত্বং জিঘাংসবঃ ॥ ২৮
 তুমুলে তত্রশস্ত্রাঙ্গং ভীমাদেবানুগোভিনঃ ।
 তীক্ষ্ণো জনকচন্দ্রস্ত কালপাশান্নদ্রোহীর্জুনঃ ॥ ২৯
 স বীক্ষ্য স্বং ক্ষতং দ্রোহং প্রসক্তং ভূভুজা বিদন্ ।
 পাদপ্রহারাদিনদে ক্রোদাদ্ধারি নৃপোকসঃ ॥ ৩০
 অভয়ে তত্র সংক্রাসাংস্তানদ্রোণাস্তরং গতম্ ।
 অধাবৎকৃষ্ণদ্বীকৌ ভীমাদেবৌ জিঘাংসয়া ॥ ৩১
 শুভচন্দ্রমন্তবিলোক্য তদোহগণনাংগতিঃ ।
 মগ্নং জনকচন্দ্রস্ত রূপাণেন দ্বিধা ব্যাধাৎ ॥ ৩২

ইহার পর জনকচন্দ্র এবং ভীমাদেব স্ব স্ব অমুচরবর্গের সহিত উৎকৃষ্ট তরবারি হস্তে পরস্পরের নিধন বাসনায় চতুক্ষিকার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল । ২৮

এই গোলযোগের সময় ভীমাদেবের দুর্ব্বল সহচর কালপাশের পুত্র অর্জুন অলক্ষে জনকচন্দ্রের দেহে অস্ত্রাঘাত করিয়াছিল । ২৯

জনকচন্দ্র এইভাবে আহত হইয়া মনে করিয়াছিলেন যে রাজার ষড়্‌ঘস্ত্রেই এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছে । এই মনে করিয়া তিনি রাজার প্রাসাদে পদাঘাত করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ৩০

কিন্তু দ্বার অভয় রহিল দেখিয়া জনকচন্দ্র প্রাণ ভয়ে একটা স্তান-দ্রোণীর ভিত্তরে প্রবেশ করিয়াছিল । ভীমাদেব তাহাকে হত্যা করিবার মানসে উৎকৃষ্ট অসি হস্তে তাহার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিল । ৩১

একটি ক্ষুণ্ণের পশ্চাতে লুকাইয়া ভীমাদেবের আয়ব্যয় দেখক,

ভস্মিন্হতে তদুজ্জ্বলো গগ্গলজ্যো প্রধাবিতৌ ।

স এব করবালেনালাকিতোকৃত বিকর্তৌ ॥ ৩০

অবভজ্য তরুং বজ্রঃ সূচিরং নাবতিষ্ঠতে ।

উদগ্রকর্ণা চ পুমান্বিহত্যাত্মনতং রিপুন্ম ॥ ৩১

// স হি দ্বিজাঙ্গে তজ্জায়ে হর্ষাঙ্কাহাননস্তরম্ ।

অন্যানানতিরিক্তৈর্ঘল্লিভিঃ পট্টৈর্বহস্তত ॥ ৩২

যদ্বোপকর্তৃরপ্যেব জ্যোহং যৎস্বামিনো ব্যাধাৎ ।

ঔৎকট্যাংপাপমনস্তস্ত কিপ্রমেব ক্ষম্যং যযৌ ॥ ৩৩

জনকচন্দ্রকে পলায়ন করিতে দেখিয়া অসির দ্বারা বিখণ্ডিত করিয়া ফেলিয়াছিল । ৩২

জনক চন্দ্রকে হত্যা করিবার পরও উক্ত ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় নাই । জনকচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, গগ্গ ও সডডকে ধাবিত হইতে দেখিয়া উক্ত ব্যক্তি উভয় ভ্রাতাকেই অস্ত্রাঘাতে আহত করিয়াছিল । ৩৩

যেমন বজ্র তরুশিরে পতিত হইয়া তাহার বিশ শাখার নর শর অধিকক্ষণ অবস্থান করে না, তেমনি ভীমকর্ণা পুরুষও অত্যন্ত শত্রুকে বিনাশ করিয়া অধিক দিন জীবিত থাকে না । ৩৪

এইরূপে জনকচন্দ্র, রাজা হর্ষের মৃত্যুর পরে তিন পক্ষ মাত্র জীবিত থাকিয়া তাত্র মাসে মল চাক্রে মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিলেন । ৩৫

কিংবা তিনি যে পবন উপকারক প্রভুর বিদ্রোহাচরণ করিয়া ঔৎকট পাপ করিয়াছিলেন, সেই পাপের ফলেই সহসা তাহার বিলয় ঘটিয়াছিল ইহাও মনে করা চলে । ৩৬

সান্ত্বন্যে কোপশোকাবাহিকুর্কতি কুদ্রিমৌ ।

ভীমাদেবঃ পলায়িষ্ট গগংগস্ত ব্যাখসীমূপে ॥ ৩৭

প্রহিতে লোহরং গগংগে স্বম্ভ্রাঘদিতুং কৃতম্ ।

অস্তান্তেন ব্যাস্জাস্ত শোৰীৱন্তেপি ডামরাঃ ॥ ৩৮

উপারাপকৃতৈঃ প্রাপ্তরাজ্যং দম্মাভিকঙ্কিতম্ ।

এবং শনৈরবষ্টস্তং ভেজে ভূপতিকচ্চলঃ ॥ ৩৯

/ তেনাথ ককৈস্থৈর্যেণ দিনৈরেব জিগীষুণা ।

ত্যাজিতাঃ ক্রমরাজ্যাস্তর্হয়সৈন্যাদি ডামরাঃ ॥ ৪০

ততো মড়বরাজ্যং স প্রস্থিতো বিপ্রিয়প্রিয়ান্ ।

ডামরান্ কালিদমুখায়ক্কা শূলে ব্যাপাদয়ৎ ॥ ৪১

ইল্লারাজ্যেপি বলবাংস্তেন ক্রাস্তকৃতিঃ ক্রমাৎ ।

বটৈর্নগর এবোঠৈরবন্ধনেন ঘাতিতঃ ॥ ৪২

জনকচন্দ্রের যুত্বাতে রাজা অস্তরে পরিভুষ্ট হইয়াও বাহ্যভাবে কোপ ও শোক প্রকাশ করায়, ভীমাদেব ভীত হইয়া পলায়ন করিয়াছিল এবং গগংগ রাজাকে বিশ্বাস করিয়া তাহার নিকট অবস্থান করিয়াছিল । ৩৭

রাজা গগংগের ক্ষতাবোধে অস্ত্র তাহাকে লোহর দেশে যাইতে বলিয়া এবং ভীত ডামরদিগকে স্বদেশ যাইবার অস্ত্র অনুমতি দিগাছিলেন । ৩৮

- নীতিজ্ঞ রাজা ভেদনীতির বলে ডামর দম্মাদিগকে কাশ্মীর হইতে অপসারণ পূর্বক ক্রমশঃ স্বরাজ্যে লুপ্ত হইয়া বাসিলেন । ৩৯

এইরূপে রাজ্যের উপভব শাস্ত্র হইলে, তিনি ক্রমরাজ্যের জ্ঞানভিগামী হইয়া তদ্রূপে ডামরগণকে এমন বশে আনিলেন, যে

প্রাগ্জন্মপ্রেমসংস্কারাদন্তরজ্ঞতয়াথবা ।

তন্ত পুত্র ইব প্রীতির্গগ্গ এব ব্যবহৃত ॥ ৪৩

ন সেহে নামমাং যঃ কণ্টকানাং প্রিয়প্রজঃ ।

বৃপো গগ্গায় চুক্রোধ সাপরাধায় ন কচিৎ ॥ ৪৪

রাজ্যারন্তেহুক্রেন ভীমাদেবেন ধীমতা ।

ভীক্রে শূভাবহে শিক্রে যে স মন্ত্রবদাম্বয়ং ॥ ৪৫

একমা লোকবার্তার্থং প্রাহাং প্রভৃতি নির্গতঃ ।

বহিরুদ্ভিত্ত বাহালীরচারীদাদিনক্ষয়ম্ ॥ ৪৬

অনুরোধানশীলেন ক্রাণা নামাপি বৈরিণঃ ।

অর্দ্ধরাত্রেপি যাত্ৰাভিত্তেনাচ্ছিত্তত বিপ্লবঃ ॥ ৪৭

তাহারা তাহাদের অশ্বরোহী সৈন্যগুলিকে বিদায় দিতে বাধ্য হইল। তদনন্তর রাজা মডুব রাজ্যে গমন করিয়া বিদ্রোহী কালিয় প্রভৃতি ডামরদিগকে শূলারোপিত করিয়া বধ করিয়াছিলেন। এই সময়ে রাজ্যাবর্দ্ধন-প্রয়াসী ইল্লারাজ রাজ্যের আদেশে একান্ত নগর মধ্যে ক্ষুদ্র গুকে নিহত হইলেন। ৪০—৪২

পূর্বেজন্মের সংস্কারবশতই হউক অথবা জন্মের মর্য্যভিজ্ঞতা-বশতই হউক রাজা গগ্গকে, পুত্রতুল্য স্নেহ করিতেন। যে প্রজাবৎসল রাজা, শত্রুদিগের নাম পর্য্যন্ত সহ্য করিতে পারিতেন না, তিনিই শত অপরাধেও গগ্গের উপর কখন কুপিত হইতেন না। ৪৩, ৪৪

রাজ্যারন্তের পূর্বে তিনি ভীমাদেবের নিকট হইতে যে দুইটি উপদেশ পাইয়াছিলেন তাহা মন্ত্রের দ্বারা সর্বদা স্মরণ রাখিতেন। সেই উপদেশ দুইটিতে—(১) তিনি প্রজাদিগের প্রকৃত অবস্থা জানিবার

তন্ত্ৰেবালুপ্তধৈৰ্য্যস্ত রাজ্ঞাং মধ্যে মনশ্বিনঃ ।

কার্পণ্যোপহতঃ বৃত্তং নাপ্যভুবমলীমসম্ ॥ ৪৮

অত্ৰোচ্চলসদাচারজাহ্নুবীজলমজ্জনাৎ ।

কুন্‌পোদীঃপোদ্ভুতো গিরঃ পাপুপানেষ্যতে ॥ ৪৯

ভেনাহুপচিভাঙ্গেন প্রায়শো বিনিবারিতাঃ ।

অনুরূপেব সদৃষ্টধ্বংসিনো ধ্বাস্তসকরাঃ ॥ ৫০

প্রায়োপবিষ্টপ্রময়ে দেহত্যাগপ্রতিজ্ঞা ।

নিবন্ধা প্রত্যবেক্ষাং ধৰ্ম্মাধ্যক্ষানকারয়ৎ ॥ ৫১

জন্ত প্রাতঃকাল হইতে সন্ধ্যাকাল পর্য্যন্ত বাহিরে দরবার করিতেন ।

(১) যদি অধ্বরাতিথেও শত্রুর নাম পর্য্যন্ত শুনিতে পাইতেন তাহা হইলে কাল বিলম্ব না করিয়া তাহার দমনের জন্ত ব্যবস্থা করিতেন । ৪৫—৪৭

রাজগণের মধ্যে ধীরপ্রকৃতি এবং বুদ্ধিমান মনস্বী রাজা উচ্চলের কোন কার্য্যই কার্পণ্যদোষবুক্ত বা পাপবুক্ত হয় নাই । ৪৮

আমার ইতিবৃত্ত কু-নৃপতিগণের পাপ চরিত্র বর্ণনে এতাবৎ কলুষিত হইয়াছিল এক্ষণে রাজা উচ্চলের সদাচাররূপ জাহ্নুবীর পবিত্র জলে পুত হইবে । ৪৯

যদিও তাঁহার, যামি অমাত্যাদি সপ্ত রাজ্যাস্ত পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই, তথাপি অন্ধহীন অরুণের উদয়ে বিলীযমান অন্ধকারের জ্বায়ে তদীয় রাজ্যের সমস্ত আপদ নিবারিত হইয়াছিল । ৫০

রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন—যদি কেহ প্রায়োপোবেশনে প্রাণ ত্যাগ করে, তাহা হইলে তিনি আত্মহত্যা করিবেন । সুতরাং ধৰ্ম্মাধিকারগণ এ বিষয়ে সতত দৃষ্টি রাখিতে বাধ্য হইতেন । ৫১

নিশম্য ক্লপণশাস্তং ক্রন্দিতং তদনিষ্টকং

বভূব তস্ত স্বাঙ্গাপি নানিগ্রাহ্যে মহাত্মনঃ ॥ ৫২

কার্ষিণো যন্ত বা দোষাদাক্ষীক্রন্দিতমুজ্জ্বলো ।

তস্ত স্ববাক্যবাক্যৈবৈবন্ত স্বনুকূলে শশাম তৎ ॥ ৫৩

অবলাহুগ্রহব্যগ্রো তস্মিনাজনি সর্বতঃ ।

বাস্তব্যা বলিনস্তদুদবলাস্বধিকারিণঃ ॥ ৫৪

✕সোশ্বেতৈকশ্চবিন্দ্রাজ্যেত্যজ্ঞাতা কথিতং জনৈঃ ।

যং যং স্বদোষমশ্রৌষীতং তং দুরিতমত্যজ্ঞং ॥ ৫৫

যেন কেনাপি সংপ্রাপ্তঃ প্রাপ্ত্যুপায়েন পার্থিবাঃ ।

অমোঘদর্শনঃ সোভূৎকল্পবৃক্ষ ইবার্থিনাম্ ॥ ৫৬

তিনি আর্ন্তব্যক্তির করুণ রোদনধ্বনি শুনিয়া নিতান্ত শোকার্ত হইতেন এবং নিজকে অনিষ্টকারী বুঝিলে স্বয়ং দণ্ডিত হইতে কুণ্ঠিত হইতেন না । যদি কোন কর্মচারীর দোষে কোন ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইয়া রোদন করিত তাহাহইলে রাজা সেই কর্মচারীর আত্মীয় স্বজনকে রোদন কারাইয়া আর্ন্তের রোদন নিবারণ করিতেন । ৫২।৫৩

রাজা দুর্বলদিগের প্রতি অহুগ্রহ প্রদর্শনে সতত ব্যস্ত ছিলেন বলিয়া, পুংবাসীদিগকে বলবান, এবং রাজকর্মচারীদিগকে দুর্বল বলিয়া প্রতীয়মান হইত । ৫৪

রাজা একাকী ছদ্মবেশে অধীরোহণে নগর ভ্রমণ করিতেন । সেই সময় প্রজারা তাঁহাকে চিনিতে না পারিয়া যদি তাঁহার কোন দোষের বিষয় উল্লেখ করিত, তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার পরিহার করিতেন । ৫৫

আর্থিগণ যে কোন উপায়েই হউক একবার রাজার সাক্ষাৎ

সুধাবৰ্ষী শ্ৰিগালাপীপ্ৰীতিনামৈৰ্জ্জনপ্রিয়ঃ ।

নাশকংসেবকাংস্ত্যক্তুং বিশস্তভবনেষপি ॥ ৫৭

শ্রাদ্ধশ্রমে: প্রতিকলং তস্ত সেবাবিধায়িত্তিঃ ।

প্রাপ্তং জিহুয়াবারানুকরণান্বপি দর্শনম্ ॥ ৫৮

সেবামানঃ সদাক্ষিণ্যঃ ক্ষণেনৈব ফলপ্রদঃ ।

কষ্টেস্তজ্জালিকৈরুপ্তঃ শাশ্বীৰ্ণ ন বভূব স্ফ ॥ ৫৯

বাস্তব্যানাং নিশম্যাক্তিং তেন দৈন্ত্রনিবারণম্ ।

চক্রে শিত্রেব পূজাণাং সংত্যক্তেতরকৰ্ম্মণা ॥ ৬০

অসংচিতানি সোম্যানি বিক্রীণানোল্লবেতনৈঃ ।

হৃভিকমুদগাহবেব জঘান জনবংলঃ ॥ ৬১

পাইলেই তাহার রাজদর্শন বিফল হইত না । কেন না রাজা প্রার্থীর পক্ষে কল্পতরু তুল্য ছিলেন । ৫৬

রাজা বাক্যে সুধাবর্ষী, শ্ৰিগালাপী এবং বহুবর্গের মধ্যে প্রণয়ো-
পহার দ্বারা এক লোকপ্রিয় ছিলেন । এইজন্য তিনি বিশ্রাম গৃহেও
সেবক হীন হইয়া থাকিতে পারিতেন না । ৫৭

সেবকেরা মনোমত পুরস্কার লাভ করিত বলিয়া, তাঁহার সেবা
শ্রাঘনীয় বলিয়া মনে করিত এবং রাত্রিকালেও তিন চারি বার তাঁহার
দর্শন পাইত । ৫৮

যেমন ঐশ্বর্যজালিকের সম্মুখোপিত বৃক্ষ সমস্ত ফল প্রসব করিয়া
লোকের বিষময় বৃদ্ধি করে, সেইরূপ তিনিও সেবকদিগকে সমস্ত সমস্ত
পুরস্কার দান করিতেন । ৫৯

প্রজাদিগের দুঃখের ব্যর্থতা শুনিতে পাইলেই, তিনি সর্বকর্ম্ম পরি-
ত্যাগ করিয়া পুত্রদুঃখাপহারী পিতার স্থায় দুঃখ নিবারণ করিতেন । ৬০

নিবার্য চৌষাচরণাংকুপার্জন্তরানপি ।

কোশাধ্যক্ষান বিদধচ্চকারাগ্রহ্যজীবিকান্ ॥ ৬২

কঃ সংবিভাগ্যেহন্তব্য বিপদঃ কন্ত মণ্ডলে !

ইত্যধিব্যাস্তদৈকৈকং চারৈশ্চিহ্নাপরোভবৎ ॥ ৬৩

তন্ত্ৰৈকোপ্যর্থ নৈম্পুহ্নং নাম কোপি মহান্গুণঃ ।

অহুশক্তো গুণৈগুণৈস্তৈ রাজ্ঞঃ পল্লবিতোভবৎ ॥ ৬৪

স স্থিত্যে দণ্ডবন্দ্য্যানঘান্নেষভয়ান্নম্ ।

তেষাং নারত্ব সংকল্প শুদ্ধয়ে তাংস্বকারয়ৎ ॥ ৬৫

কোন হানে ছুর্ভিক্ষের মূচনা হইলেই প্রজাবৎসল রাজা
স্ব সঞ্চিত খাদ্য শস্য অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া ছুর্ভিক্ষ নিবারণ
করিতেন । ৬১

তিনি দরাবশতঃ তত্ত্বদিগকে চৌষাষুতি পরিত্যাগ করাইয়া,
ধনাধ্যক্ষের পদে নিয়োজিত করিয়া তাহাদের সহপায়ে জীবিকার্জনের
পন্থা করিয়া দিতেন । ৬২

রাজা মধ্যে “কোন প্রজার সাহায্যের প্রয়োজন” “কোন সামন্ত-
রাজ্যের বিপদ নিবারণ আবশ্যক” প্রভৃতি নানা তথ্য দূতমুখে জানিবার
জন্ত সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন । ৬৩

রাজার ধনে নিম্পুহ্ন নামক মহাশুণটি তাঁহার অজ্ঞাত শূণ
গুলিকে পল্লবিত করিয়াছিল । ৬৪

তিনি দণ্ডবিধির মর্যাদা রক্ষার্থ অপরাধীদিগের অর্থদণ্ড করিতেন
বটে, কিন্তু পাপম্পর্শ ভয়ে তাহা গ্রহণ করিতেন না—কোন সংকার্ষে
ব্যয় করিতেন । ৬৫

প্রস্তুতস্থার্থিনে দাতুং বস্ত তন্তৈকসংখ্যায়া ।
 সহস্রসংখ্যায়া দানশ্রদ্ধাগাংপূর্ণতাং যদি ॥ ৬৬
 শ্রদ্ধার্থো যুখ্য মহং দেহি দেহীতি গাং বদন্ ।
 তথাস্মৈ দেহি দেহীতি বদনাতা স শুক্রবে ॥ ৬৭
 অমৃতদাত্তং ক্ষিপ্তকালং ক্লীণসংখ্যামসংকুতম্ ।
 নেতৃদূতাদিনীতর্কিং ন তদন্তমদৃশত ॥ ৬৮
 উৎসবে দৈত্যবিজ্ঞপ্তৌ বজ্রেন কার্যাসাধনে ।
 আলম্ব্যলীনশাখীব ন সোলভ্যলোভবৎ ॥ ৬৯
 উৎসবে শিবরাত্র্যাদৌ জনতাং সে'সিচক্ৰনৈঃ ।
 গ্রহযোগে পয়ঃপূরৈর্মহেন্দ্রে ইব মেদিনীম্ ॥ ৭০

রাজা কাহাকেও একটি দ্রব্য দিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হইয়া,
 দানকালে প্রতিশ্রুতির সহস্রগুণ অধিক দান করিতেন । ৬৬

প্রার্থিগণের মুখ হইতে “আমাকে দেন আমাকে দেন” এই বাক্য
 উচ্চারিত হইবামাত্র রাজমুখ হইতে “ইহাকে দেও উহাকে দেও” শব্দ
 প্রতিনিয়ত শুনা যাইত । ৬৭

রাজার প্রদত্ত কোন বস্তুর মূল্যই অল্প ছিল না কিংবা কোন দ্রব্য
 বিলম্বে বা অল্প পরিমাণে বা অশ্রদ্ধার সহিত বিতরিত হইত না
 কিংবা কোন কর্মচারী বা রাজদূত তাহার কোন অংশ আত্মসাৎ
 করিতে পারিত না । ৬৮

রাজা উৎসব সময়ে প্রজার দৈত্য দূর করণার্থ বহুপরিমাণে
 পারিতোষিক দিতেন । তিনি চিত্রিত বৃক্ষের স্থায় ফলদানশূন্য
 ছিগেন না । ৬৯

ইজ্ঞদেব যেমন গ্রহযোগবিশেষে প্রচুর পরিমাণে বারিপাত করেন

তাহুলদানব্যসনং পর্য্যটোৎসবতা তথা ।

নাভূক্বর্বনুপতাপি তাদৃক্তাত্ত বাদুশী ॥ ৭১

লোষ্ট্রমাত্রাবশেষেপি লক্রে নৃপপদে যথায় ।

স দানবিভ্রমীংস্তাত্তে ধনদেনাপি হুকরাঃ ॥ ৭২

নির্ম্মাণলোঠনৈধীর্গামজস্যঃ রাজিনাং ক্রটয়ৈঃ ।

বাস্মীরকোপি চক্রে স ন মৃদুকবসাকনমঃ ॥ ৭৩

অধ্বজধ্বনিযোগেন প্রাণবিস্তাসনৈস্তথা ।

বভূব সৰ্ব্বকৃত্যজঃ সোত্তরায়েব দেহিনাম্ ॥ ৭৪

সেইরূপ রাজা উচ্চল শিবরাত্রি ও অস্তান্ত উৎসব সময়ে পারিতোষিক
রুটি করিতেন । ৭০

তাহুল-বিতরণে-আসক্তি এবং উৎসবে অমিত ধনব্যয়িতা
ইহার বৈকুণ্ঠ ছিল ; হর্ষদেবের সময়েও তাহা দেখা যায়
নাই । ৭১

যখন উচ্চল রাজ্য প্রাপ্ত হন, তখন মৃৎপিণ্ড মাত্র তাঁহার
সিংহাসন ছিল কিন্তু তাহার দান শৌণ্ড দেখিয়া কুবেরও ঐরূপ
ব্যাপার দুঃসাধ্য বলিয়া মনে করিতেন । ৭২

কাশ্মীর রাজবংশজাত হইয়াও, রাজা উচ্চল কখন বড় বড় মন্দির
নিৰ্ম্মাণে এবং লুণ্ঠনে ; কিংবা অশ্রুক্রয়ে স্বীয় ধন কখন মুক্তিকা ও
চৌরস্বাৎ করেন নাই । ৭৩

রাজা সকলদিকেই এবং সর্ববিষয়েই মনোযোগ দেওয়ায় রাজ্য-
সংক্রান্ত সকল বিষয়েই সুবিদিত ছিলেন ; এইজন্যই তিনি প্রজাদিগের
প্রাণাপেক্ষা প্রিয় ছিলেন । ৭৪

ভোগানাজোচিতাধিপ্ৰা ভৈষজ্যং ব্যাধিপীড়িতাঃ ।

বেতনং বৃত্তিহীনাস্ত তস্মাৎসমুপলভিরে ॥ ৭৫

পিত্ত্যোপরাগিকেষাংনির্মিত্যাময়াতিবৃ ।

গোসহস্রাংহেমাংসংভবৈঃ শোভজদ্বিজান্ ॥ ৭৬

নন্দিকেষ্ট্রে পুরং কুৎসং দধ্ময়ুৎপাতবহিনা ।

পূর্বাধিকগুণঃ তেন নবং রাজ্যে ব্যাধীয়ত ॥ ৭৭

ঐক্রেমরযোগেশ্বরংভূস্থানযোজনম্ ।

জীর্ণোদ্ধতিব্যসনিনা কৃতং তেন স্মকর্ষণা ॥ ৭৮

হর্ষদেবেন যো নিন্তে ত্রীপরীহাসকেশবঃ ।

পরিত্যাসপু্রে তং স নবং নরপতির্বাধাৎ ॥ ৭৯

কোন ব্রাহ্মণ পীড়িত হইলে, রাজার নিকটে রাজতুল্য ঔষধ ও পথ্য এবং জীবিকাহীন ব্রাহ্মাণেয়া বৃত্তি, প্রাপ্ত হইতেন । ৭৫

পিত্তশ্রাব উপলক্ষে কিংবা শাস্তি স্বস্তায়নাদি গ্রহশাস্তি কালে এবং সূর্য্য চন্দ্রাদির গ্রহণ সময়ে রাজা সহস্র সহস্র গো অশ্ব এবং স্বর্ণাদি ব্রাহ্মণগণকে দান করিতেন । ৭৬

দৈববিপাকে সমস্ত নন্দীক্ষেত্র নামক নগরটি দগ্ধ হইয়া গিয়াছিল । তিনি এরূপ নবীনভাবে সেই নগরটি পুনর্নির্মিত করিয়াছিলেন, যে তাহা পূর্বাৎশোভাময় হইরাছিল । ৭৭

বার্ষিক রাজা জীর্ণমন্দিরসংস্কারে আসক্তি বশতঃ ঐক্রেমর, যোগেশ এবং ভূস্থান পুনর্গঠন করিয়াছিলেন । ৭৮

পূর্বে হর্ষ নরপতির রাজত্বকালে ত্রীপরীহাসকেশবের মূর্তি অপহৃত হইয়াছিল, এক্ষণে নরপতি পরিত্যাসপু্রে উক্ত বিগ্রহের নবমূর্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । ৭৯

/প্রাথমিকতত্ত্বকাব্যাদি ভূষিতো হর্ষনীভয়া ।

তেন ত্রিভুবনস্বামী নিলোভেন মহীভুজা ॥ ৮০

জয়পীড়াহতং হর্ষোৎপাটনে পৃষ্টমগ্নিনা ।

সিংহাসনং নবং চক্রে স রাজ্যককুদং নৃপঃ ॥ ৮১

লঙ্কা তদধাখ্যারোহং ভক্তুঃ প্রেমাতিকুলভম্ ।

সামান্তরাপি দেবীকং জয়মত্যা ন দৃষিতম্ ॥ ৮২

সা হানুশ স্তম্ভাধুর্ভাগ্যগসংপ্রিয়তানটৈঃ ।

অস্তম্ভার্ভপরিজ্ঞানযুথৈর্ভব্যাতবদগুণৈঃ ॥ ৮৩

লঙ্কতৃপালবংশভ্যা নার্যাঃ ক্রোধাৎপ্রভাসু যৎ ।

রাক্ষস উব ভজায় লাবণ্যাললিতা অপি ॥ ৮৪

নিলোভ রাজা পূর্ববর্ণিত হর্ষানীত শুকাবলীর দ্বারা ত্রিভুবন
স্বামীর মন্দির স্মরণোচিত করিয়াছিলেন । ৮০

রাজা জয়পীড়ের রাজত্বকালে যে রাজসিংহাসন রাজার বিপুল
ঐশ্বর্যের পরিচায়ক ছিল এবং রাজা হর্ষের পতন সময়ে যাহা
ভস্মীভূত হইয়াছিল, তিনি পুনরায় বহুব্যয়ে সেই রাজসিংহাসন নির্মাণ
করিয়াছিলেন । ৮১

পতির প্রণয়বশতঃই রাজসিংহাসনের অর্ধভাগিনী নীচকুলজাত
জয়মতী অতি হর্ষত “দেবী” পদবী লাভ করিয়াও তাহা দৃষিত করেন
নাই । ৮২

জয়মতি দয়া, মাধুর্য্য, মাধুজনপ্রিয়তা, নীতিকুশলতা, আর্জুনের
ক্লেশ হরণাদি প্রশংসনীয় গুণ সমূহে অলঙ্কৃত ছিলেন । ৮৩

প্রায়ই দেখা যায়, ভূপতির প্রণয় লাভ করিয়া বহুসংখ্যক

প্রিয়প্রজাতায়মন্তো গুণঃ সর্বগুণাগ্রণীঃ

উচ্চলম্মাপতেরাসৌদৰ্ঘ্য নৈস্পৃহশালিনন ॥ ৮৫ —

জিহ্বাসবঃ পাপকামাঃ পরম্বাদায়িনশ্চ তাঃ ।

রক্ষাংস্তদ্বিকৃতা নাম তেভ্যো রক্ষেনিমাঃ প্রজাঃ ॥ ৮৬

তেনেতিহাসিনীং নীতিং শ্রদ্ধাধানেন সৰ্বদা ।

যেন সংপঠতা শ্লোকং কায়স্থোন্মূলনং কৃতম্ ॥ ৮৭

যন্তে বিমুচিকাশূলম্ শাসেভ্যঃ কিলেত্তরে ।

রম্ভাশুকারিণো বিশ্বং প্রজারোগা নিয়োগিনঃ ॥ ৮৮

পিতরং কর্কটো হস্তি মাতরং হস্তি পুত্ৰিকা ।

হস্তি সৰ্বং তু কায়স্থঃ কৃতম্ প্রাপ্তসংভবঃ ॥ ৮৯

রমণী, লাবণ্যবতী হইয়াও, একমাত্র প্রজাগণের প্রতি নিষ্ঠুরতাবশতঃ
রাক্ষসীর ভায় রাজ্যনাশিনী হইয়া উঠে । ৮৪

ভূপতি উচ্চল অর্থ বিষয়ে একান্ত নিস্পৃহ এবং প্রজাৎসল
ছিলেন । ইহা ব্যতীত তাঁহার অপর একটি মহৎ গুণ ছিল । শাস্ত্রে
লিখিত আছে—“জিহ্বাস্রু, খল হৃদয়, পরদনহারী শঠ রাক্ষসগণ, রাজ-
কর্মচারী” এই নাম হইয়া রাজ্যে প্রজাদিগের সর্বনাশ করে । রাজা
স্বীয় প্রজাগণকে এই রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধার করিবেন ।” শাস্ত্রোক্ত
এই নীতি বাক্য রাজা সর্বদাই স্মরণ রাখিবেন এবং তদনুসারে
কায়স্থদিগের (রাজকর্মচারীদিগের) উন্মূলন সাধন করেন । যেহেতু
রাজ নিয়োজিত কর্মচারী, বিমুচিকা, শূল, সম্যাস প্রভৃতি আশু-বিনাশী
যোগের অপেক্ষা অতিরিক্ত প্রজাক্ষয়কারী মহামারী ভূল্য রোগবিশেষ ।
কর্কট, জনককে বিনাশ করে, পিপীলিকা মাতাকে বিনাশ করে ; কিন্তু
রাজকর্মতাপ্রাপ্ত কৃতম্ কায়স্থ (কর্মচারী) সকলকে বিনাশ করে ।

গুণালমৰ্য্য সুবতা যেনৈবোথাপ্যভে নঠঃ ।

বেতাল ইব কায়স্থতমেবাহস্তি হেলায়া ॥ ২০

বিষবৃকো নিয়োগী চ যদেবাপ্রিত্য বৰ্জতে ।

চিত্রং কৰোতি তৈশ্চব স্থানজানতিগম্যতাম্ ॥ ২১

ভেন তে শ্রাবুজা মানকৃতিকার্যনিবারণৈঃ ।

কারাগ্রবেশৈশ্চ খলাঃ শমঃ নীতাঃ পুদে পুদে ॥ ২২

/কার্যনিবার্য বহুশঃ সহোত্তামহত্তমান ।

ভগ্নানুজময়ং বাসঃ কারাগারং পর্য্যধাপয়ৎ ॥ ২৩

সকার্যবেদং হস্তায় সত্যায় চারণোচিতম্ ।

অকাঃস্বত্বত্বেচ্ছাবনং ডোস্তমোধবৎ ॥ ২৪

স প্রাংস্তব্বৈষ্টিতশ্চক্রকীরেণোংফলনপুনঃ ।

শূনহন্তঃ সজানকঃ কেবামাসীর হস্তকং ॥ ২৫

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, যদি নঠ কায়স্থকে উচ্চপদ প্রদান করিয়া সম্মানিত করে, তাহা হইলে সেই কায়স্থই অবলীলাক্রমে বেতালের হস্তে প্রভুকে অর্হত করে । নিয়োগী (কর্মচারী) এবং বিষবৃক যাহার আশ্রয়ে বর্জিত হয়, আশ্রয়ের বিষয় সেই আশ্রয়কেই স্থানচ্যুত করিয়া তাহার স্থান অধিকার করে । পূর্বোক্ত কারণে নরপতি উচ্চ পদপ্রদান কর্ত্তব্য কর্মচারীদের মধ্যে কাহারও পদবনতি, কাহারও পদচ্যুতি, কাহারও বা কারাবাস ঘটাইয়া রাজ্য মধ্যে শান্তি স্থাপন করিয়াছিলেন । ৮৫—২২

মহন্তর সহস্র প্রতীক পদচ্যুত করিয়া কারাগারে নিক্ষেপ করিয়া শপ-নির্মিত বস্ত্র পরিধান করাইয়াছিলেন । ২৩

রাজা ভূতিভিষকে অপদস্থ করাইবার জন্য, সস্ত্রীক চারগদিগের

সদীর্ঘদশনঃ সাম্যবাদঃ স্ত্রীবিট্যকিতম্ ।

প্রিয়বেশ্যঃ কঞ্চিদগ্রে নৃত্যবাস্তবকারয়ঃ ॥ ৯৬

বহুভাষ্য শকটে নখঃ ক্ষুরলুনাক্ষিপ্তকম্ ।

অকারয়ঃ সটাক্ততটীনপিষ্টকটাকিতম্ ॥ ৯৭

তে কুস্তবাদনৈর্দুগ্ধমণ্ডনৈশ্চাকিতাভিধাঃ ।

নিয়োগিনো ভয়মানাঃ সর্বতঃ ব্যতিমায়বুঃ ॥ ৯৮

বেশে সজ্জিত করিয়া পথে গান গাহিয়া বেড়াইতে এবং ডোম জাতীয় ঘোড়াদিগের স্তায় দৌড়াইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাহারা দীর্ঘবপু জটিল শ্রবণ, প্রকাণ্ড পাগড়ী, হস্তে শূল এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ উরু ও জাম্বু দেখিয়া সকলেই হাস্য করিত। ৯৪।৯৫

অপর একজন বেশ্যাসিক্ত রাজকর্মচারীকে লাজিত করিবার জন্য তিনি, তাহাকে একটি বেস্তা, একজন চাটুকার এবং একজন গায়ক সঙ্গে লইয়া নানারূপ মৃগভবী করিয়া ও মস্তক হেলাইয়া নৃত্য ও বাদ্য করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। ৯৬

অপর একজন উৎপীড়ক রাজকর্মচারীকে দণ্ডিত করিবার জন্য তাহাকে নখাবহায উল্লুক শকটে বন্ধন করতঃ, মস্তকের অর্ধাংশ ক্ষুর মুণ্ডিত ও অপবাক্তে চীনদেশীয় সিন্দুর মাখাইয়া নগর ভ্রমণ করাইলেন। ৯৭

এইরূপে দণ্ডিত রাজকর্মচারীরা মৃগভাণ্ডসহ পথে পথে নানাবিধ ক্রীড়া দেখাইতে বাধ্য হইত এবং তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত করিয়া তত্বপরি এক একটা “অপনাম” লিখিয়া দেওয়া হইত এবং তাহারা সেই নামে জন সমাজে পরিচিত থাকিত। ৯৮

কার্যক্রম মলক্লিষ্টকীর্ণবস্ত্রাবগুণনাঃ ।

সর্গাধিনো ব্যভাব্যস্ত কেপাটন্তঃ প্রতিকল্পম্ ॥ ৯৯

বুধাবুধাঃ সুপ্রাপ্যঃ পাণ্ডিত্যং ভূজবৎপরে ।

মদ্য বালা ইবাচার্যগৃহে প্রারেভিরে শ্রুতম্ ॥ ১০০

কেপু্যচৈরটসিঁকাকাঃ সাদরং স্তোত্রপাঠিনঃ ।

কৃতানুপাঠাঃ আপঠ্যৈঃ প্রাছে লোকমহাসদৃশম্ ॥ ১০১

মাতা অস্মা স্মৃতা ভাষা আপি কৈরপ্যাকার্ষত ।

সামন্তসেবনং কার্ষপ্রাষ্ট্যে সুরতসেবয়া ॥ ১০২

জাতকশ্বপ্নশকুনশ্ললক্ষণনিরীক্ষণম্ ।

কারয়ন্তিঃ শঠৈরষ্টৈর্গণকাঃ পরিধেদিভাঃ ॥ ১০৩

এইরূপে বহুসংখ্যক কর্মচারী পদচ্যুত হইয়া, মলিন ছিন্নবস্ত্রে দেহ আবৃত করিয়া প্রতিরাত্রিতে ভিক্ষার্থ পর্যাটন করিত । ৯৯

আর কতিপয় বৃদ্ধ, বাল্য ও যৌবন অবহেলায় যাপন করিয়া, পাণ্ডিত্য অনায়াসলভ্য মনে করিয়া ভূজপত্রের স্থায় আচার্য্য গৃহে বিদ্যালিকা আরম্ভ করিয়াছিলেন । ১০০

আরও কতিপয় ব্যক্তি প্রভাত কাগেই কতকগুলি বালক বালিকা সঙ্গে লইয়া ভিক্ষার্থ নানাধিগ ভদ্রী সহকারে উচ্চৈঃস্বরে এমনভাবে শ্লোক পাঠ করিত, যাহা দর্শনে লোকে হাস্য সম্বরণ করিতে পারিত না । ১০১

কতিপয় হীনচেতা পদচ্যুত কর্মচারী কার্য্যপ্রাপ্তির জন্ত স্বীয় যাতা, ভগিনী, কন্যা ও ভাৰ্য্যাকে সামন্তগণের উপভোগার্থ পাঠাইয়া দিত । ১০২

আরও কতিপয় পদচ্যুত শঠ কর্মচারী সর্গদা নৈবজ্ঞদিগকে

পিপাচা ইব শুকান্তা ক্রকশাকচাঃ কৃশাঃ ।

বকাঃ পটৈর্যভ্যাজ্য শূক্লামুখরাজ্জয়ঃ ॥ ১০৪

নৃপেণ কার্ঘ্যেণ দর্পলিঙ্গনাশে বিপাটিতে ।

অক্লোজ্যীতিপরিজ্ঞানক্ষমত্বং সমজায়তে ॥ ১০৫

ভারতন্তুবরাজাদিস্তোত্রপাঠমশিশ্রয়ন্ ।

তে দুর্গোক্তারিণীবিজ্ঞাজপং চোদক্লোচনাঃ ॥ ১০৬

ইথং দৌঃস্থ্যাদয়ে দীর্ঘে মজ্জন্তো নিত্যদুর্জনাঃ ।

তন্নিব্রাজনি কায়স্থা ব্যলোক্যন্ত পদে পদে ॥ ১০৭

ভিন্নসন্ধানভূষধদানভোজ্যাদিদ্বেকনৈঃ ।

নহি মোহয়িতুং শক্তাঃ প্রাজ্ঞাঃ তং তেত্তরাজবৎ ॥ ১০৮

জাতকোষ্ঠী, স্বপ্নদর্শন, ছুনিমিত্ত লক্ষণ এবং শারীরিক লক্ষণাদি দেখাইয়া বিরক্ত করিয়া তুলিত । ১০৩

কয়েদীদিগের ক্রকশকেশ ও শ্রুঙ্গ, শুক বদন, কৃশ দেহ এবং শূকল বক্রনজন্ত শকার্যমান চরণদ্বয় দেখিয়া লোকে তাহাদিগকে পিপাচ মনে করিত । ১০৪

গর্কিত কন্দুচাঁরাদিগের রাজাজায় পদচূতি ঘটিলে দর্পনাশ হেতু তাহারা জ্ঞাতিদিগকে চিনিতে পারিরাছিল । ১০৫

তাহারা তখন মহাভারতোক্ত সুবরাজাদি স্তোত্র পাঠ এবং অশ্রুপূর্ণনয়নে দুর্গোক্তারিণী মন্ত্র জপ করিত । ১০৬

তাহার রাজ্যকালে এইরূপে নিত্যদুঃস্থ কায়স্থেরা (কৰ্মচারীরা) দুর্ভাগ্য বশতঃ দীর্ঘকাল দুঃখসাগরে মগ্ন ছিল । ১০৭

রাজা প্রজাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া অল্প রাজার জ্ঞায় তাহাকে কেহ শত্রুর সহিত সন্ধির উপায় দেখাইয়া বা

তান্ প্রজাকণ্টকান্দুষ্ঠানরুতবীরকৃতানিশম্ ।

ভৈরবঃ শুচিভিরধারৈকঃ স বিশানীযরো বশান্ ॥ ১০৯

ভূতেশত যথা পুরী হতবহগ্ৰষ্টা স্বদাজ্ঞাবলা-

ভুজঃ স্বাঃ শ্রিয়মাণাদ সঙ্গসা তদ্বৎসমস্তানিমাম্ ।

“স্বঃ কাশ্যকুটুম্বিকৃষ্ণিসচিব প্রায়েণ পক্ষানলী-

লৌচানুচ্চল্লদেব নিবৃতিস্বখস্থিত্য পুরীঃ স্বাঃ ক্রিয়াঃ ॥ ১১০

শিবরাক্ষ্যৎসবে শ্লোকমমুঃ শিবরথ্যভিঃ ।

রিদাম্ পাঠজেন হঠাৎসর্কাধাকো ব্যধীয়ত ॥ ১১১

ভূমি অর্থ প্রদান অথবা ভোজাদি উপহার দিয়া মুগ্ধ করিতে পারিত না । ১০৮

হিরয়কি নরপতি এইরূপে প্রজাদিগের শত্রু, দুই কর্মচারী-
গুলিকে নিকশিত করিয়া সেইস্থলে পবিত্র স্বভাব, বিশ্বস্ত,
যোগ্য ব্যক্তিগণকে নিযুক্ত করিয়া, তাহাদিগকে সর্বদা শাসনে
রাখিতেন । ১০৯

— হে রাজন ! (উচ্চল দেব) ভূতেশপুরী ভয়সাৎ হইয়া,
আপনার আজ্ঞায় যেমন স্বীয় সৌন্দর্য্য পুনঃপ্রাপ্ত হইয়াছে,
সেইরূপ কাশ্যকুটুম্ব (কর্মচারী) রাক্ষসকুটুম্ব, অপ্রীতিকর রাজবিধান,
দুই মন্ত্রী ও প্রয়োপবেশন এই পুরী পক্ষবিধ অনলে পীড়িত হইয়াছিল।
আপনি তাহাদের উৎখাত করিয়া এক্ষণে
সেই রাজধানীকে নিক্রমেণে সুব্যবস্থা দ্বারা সুশী করিতে আজ্ঞা
করুন । ১১০

উক্ত শ্লোক শিবরথ নামা পণ্ডিত শিবরাজির উৎসবে পাঠ
করায় রাজা তাহাকে সর্কাধাক পদ প্রদান করিয়াছিলেন । ১১১

বাবহা সানভিজোপি ককিংকালমদৌশং ।
 শুচিহাদাৰ্ঘ্যভাজঃ স ক্রাসনুভূতয়গস্থিতিম্ ॥ ১১২
 শীঘ্রদগুদ্বয়ুচ্চ ওতেজসন্তত তূপতেঃ ।
 কুরাহুদিত্ত কারহাকৌমভিক্ৰমন্তত ॥ ১১৩
 নহি কুদ্রাধকারহপিশাচাবিষ্টবৈরিণাম্ ।
 শংসন্ত্যস্তরিতঃ দগুং দগুনীতিবিশারদাঃ ॥ ১১৪
 চিরেণ দণ্ডিতা হেতে কুয়ুর্দগুভয়াদব্রবম্ ।
 লকাস্তরাঃ প্রাণহরং কচ্ছুঃ কিকিংপ্রশাসিতুঃ ॥ ১১৫
 দগুানাং দগুমানানাং পুত্রস্বামিত্রবান্ধবাঃ ।
 রাজা বিচারনীলেন ন তেনোপক্রতাঃ কচিং ॥ ১১৬

রাজা উচ্চল বাবহারশাস্ত্রে সাতিশয় পারদর্শী ছিলেন না বটে, কিন্তু আচারে বিচারে শুচি ছিলেন বলিয়া আৰ্য্যস্বভাব সজ্জনগণ তদীয় শাসনকালকে সত্যযুগের সহিত তুলনা করিতেন । ১১২

তিনি অতি সত্বর দণ্ডবিধান করিতেন ও অতীব তেজস্বী ছিলেন, ক্রুর কারহ (কৰ্মচারী) গণের উপরি তাহার ঐজাব লক্ষ্য করিয়া সুখীসমাজ তাহার আদরই করিত । ১১৩

দগুনীতিবিদগণ কতিপয়স্থলে কিপ্রদণ্ডবিধানের প্রশংসা করিয়াছেন ।
 যথা—কদম্ব, লুক কারহ (কৰ্মচারী) পিশাচাবিষ্ট ব্যক্তি ও রিপু ; ১১৪

দগুর্হ ব্যক্তির। যদি সত্বরে দণ্ডিত না হয়, তবে তাহার।
 তৎকালমধ্যে দগুনীতারই বিনাশ চেষ্টা করিয়া থাকে । ১১৫

জ্ঞান-বিচার-পরায়ণ রাজা অপরাধাদিগকে দণ্ডিত করিতেন বটে
 কিন্তু তাহাদিগের জাতি, পুত্র, স্ত্রী, কি মিত্র অপর কাহারও
 আনষ্ট করিতেন না । ১১৬

কর্ণেজপালোষ্টধরপ্রমুখাংস্তেন জুখদৈঃ ।

কর্মভিঃ ক্লিষ্টতাক্ষাপি পৈশ্চল্যস্ত বিলৌকতঃ ॥ ১১৭

বিশ্বভিঃ লকরাজ্যানাং পূর্বসংকল্পবাসনাঃ ।

প্রয়াস্তি প্রাপ্তজহ্বাং গর্ভবাসম্ভূতা ইষ ॥ ১১৮

প্রাগ্রাজ্যাধিগমাৎকিক্রিৎসদসম্ভব্যাচিস্তয়ৎ ।

রাজ্যে তন্ন বিসম্মার জাতিস্মর ইবোচ্চলঃ ॥ ১১৯

দদর্শ শজোরদ্রোহান্ত্রোহাযুধা পুরাতনান্ ।

কর্তব্যাহুগুণং ভেষাং প্রতিপত্তিমদর্শয়ৎ ॥ ১২০

শ্বরেম্বোপপতিঃ পূর্বপতিদ্রোহং কুযোষিতঃ ।

পূর্বসাম্যারিতাং চান্ত কুইত্যন্তেষরো জড়ঃ ॥ ১২১

তিনি লোষ্টধর প্রমুখ চক্রান্তকারীদিগকে কঠোরদণ্ডে দাণ্ডিত করিয়া খলতার পথ পর্য্যন্ত রুদ্ধ করিয়াছিলেন । ১১৭

যেমন জননীজ্ঞারে বাসকালে জীবের যে বাসনাসমূহ থাকে ভূমিষ্ট হইবামাত্র জীব তাহা বিশ্বৃত হয়, সেইরূপ রাজ্যলাভের প্রাকালে নৃপতিদিগের যে সমস্ত স্মৃদুত সংকল্প থাকে তাহা সিংহাসনা-
য়োহণের সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বতির অতল সলিলে নিমগ্ন হয় । ১১৮

কিন্তু উচ্চনরাজ্য জাতিস্মরের জায় রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে যে সাল সং অসং সংকল্প মনে স্থান দিয়াছিলেন তাহা বিশ্বৃত হয় নাই । ১১৯

যদি কেহ শত্রুপক্ষ হইয়া প্রকৃতপক্ষে রাজদ্রোহিতা বর্জিত অথবা স্বপক্ষীয় কোন ব্যক্তি যদি আন্তরিক দ্রোহভাবাপন্ন বলিয়া জ্ঞান হইত তিনি যগোপযুক্ত হও ও পুরস্কার বিধান দ্বারা তাহার পরিচয় দিতেন । ১২০

উপপতি যেমন কলট' দ্রোলোকে পূর্ব স্বামীব প্রতি বিশ্বাস

শেখাহিদেহায়েদিত্তা সমং প্রজাপি রাজ্যভূং ।
 তন্নিপরিণতা ননং কৃত্যাকৃত্যবিবেকরি ॥ ১২২
 তথাহেকস্ত বণিজো ব্যবহৃত্ত সোভবৎ ।
 বিবাদে সংশয়ং ছিন্নম্নেবং হেয়াত্তগোচরে ॥ ১২৩
 সৌহনারুঢ়সম্ভাবে ব্যাপদোপদিকং ধনী ।
 ভাসীচকার দীর্ঘারলক্ষং কোপি বণিগৃহে ॥ ১২৪
 তেনোপযুজ্যমানা চ ব্যয়েষু বণিজঃ করাৎ ।
 কিয়ততাপি গৃহীতাভূদন্তমাত্রাস্তবাস্তরা ॥ ১২৫
 ত্রিংশদ্বিশতিবাতাসু সমাসু ভাসদারিণম্ ।
 গৃহীতশেষং দাতুং স ধনং প্রার্থয়তাথ তম্ ॥ ১২৬

যাতকতার কথা মনে করে না, তেমনি অড় বুদ্ধি রাজা ও পূর্ব নর-
 পতির বিপক্ষে বিরোধী ভূতোর ব্যবহার স্বরণ রাখেন না । ১২১

রাজা উচ্চল যোগ্যাযোগ্যের বিচার সক্ষম ছিলেন বলিয়া মনে
 হয় তিনি নাগরাজ বাসুকীর নিকট হইতে পৃথিবীর ভার গ্রহণ
 কালে তাঁহার জ্ঞানও সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ১২২

এক বণিকের অভিযোগে কোন সাক্ষী না থাকায় বিচারকদিগের
 মনে মামলার সুনানির সময়ে নানা সন্দেহ উদয় হইয়াছিল । রাজা
 উচ্চল সেই মোকদ্দমাটির সুন্দর নিষ্পত্তি করিয়াছিলেন । মামলাটি
 এই ;—কোন সময়ে এক ধনী ব্যক্তি কোনরূপ সাক্ষী না রাখিয়া নিজের
 বন্ধু এক বণিকের নিকট একলক্ষ দিল্লার (মুদ্রা) গচ্ছিত রাখিয়াছিল ।
 পরে উক্ত ধনী মৃত্যু মধ্যে বণিকের নিকট হইতে সামান্য পরিমাণে
 টাকাও গ্রহণ করিয়াছিল । এইভাবে ২০১৩০ বৎসর গত হইলে উক্ত

বণিক্তু কুকৃতী তত্ত্ব ভাসগ্রাসায় সোম্ভমঃ ।
 কালাপহারমকরোত্তৈঃ কনুমধীর্ষিষৈ ॥ ১২৭
 স্রোতোভিব্যস্তমছোখো লভ্যং মেঘমুখৈঃ পরঃ ।
 প্রাপ্তভূঁয়ন্ত নাভ্যেব বণিঙ্ তন্ত্রস্ত বস্তনঃ ॥ ১২৮
 তৈলমিষ্টমুখঃ স্বলালাপো মৃদাকৃতির্ভবন্ ।
 ভাসগ্রাসবিবাদোদ্রো বণিধ্যাত্রাভিশব্যতে ॥ ১২৯
 বিবাহে শ্রেষ্ঠিনা শাঠ্যং শ্রিতৈঃ প্রাক্সধ্যাদর্শনৈঃ ।
 মুক্তং মুক্তং জায়মানং প্রাণান্তেপি ন মুচ্যতে ॥ ১৩০

ধনী অবশিষ্ট অর্থের জন্ত বণিকের নিকট প্রার্থনা করে । কিন্তু বণিক উক্ত অর্থ অপহরণ মানসে নানা প্রকার ছলনায় বিলম্ব ঘটাইতে থাকে । নদী সমূহ সমুদ্রকে স্রোতোবেগে যে জল দান করিয়া থাকে অন্তরূপে তাহা ফিরাইয়া পাওয়া যায়, অর্থাৎ স্বর্ধাকিরণে সমুদ্র হইতে জল বাষ্পাকারে উৎখিত হইয়া পরে মেঘরূপে বরিষণ করে, কিন্তু এই দুর্ভূত বণিকের গ্রাস হইতে অর্থ ফিরাইয়া পাইবার কোন আশাই ছিল না । যখন কোন ব্যক্তি উক্ত বণিকের নিকট অর্থ গচ্ছিত রাখিতে যাইত, তখন বণিক মিষ্টভাষী ও স্বলালাপী হইত এবং নম্র প্রকৃতি ধারণ করিত, কিন্তু গচ্ছিত অর্থ প্রত্যাপন কালে ব্যাঘ্রের মত ভীষণ মূর্ধি ধারণ করিত । বেস্তা, বণিক, রাজ কর্মচারী এবং লোক এই চারি শ্রেণী স্বভাবতঃই বঞ্চক, ইহার উপর যদি তাহারা প্রকর উপদেশ প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে তাহারা বিবধর অপেক্ষা ভীষণাকার ধারণ করে । উক্ত বণিক মোকদ্দমার সময়ে একান্ত বীতরাগ, সেম মূদ্রা প্রত্যাপন করিয়া গোলযোগ মিটাইতে যেন একান্ত

নিসর্গবন্ধক। বেস্তা: কার্য়হে। দিবিরে। বণিক্ ।

শুভ্রপদেশোপকারৈর্কিনীষ্টা: সবিধানিবো: ॥ ১৩১॥

চন্দনাকাসিকৈ বেস্তান্তকে ধূমাদিবাসিনি ।

বিশ্বস্ত: স্তাৎকিরাতে যো বিপ্রকৃষ্টে নাপদ: ॥ ১৩২

লগাটদৃক্‌পুটশ্রোত্রবন্দহস্তচন্দন: ।

যড়িন্দুরশ্চিক ইব কণাংপ্রাপান্তকুবণিক্ ॥ ১৩৩

পাণ্ডুস্তামোয়িধ্বাদ্র: সূচ্যাত্তো গহনোদর: ।

তুঘীকলোপম: শ্রেষ্ঠী রক্তং মাংসং চ কর্ণতি ॥ ১৩৪

সৌখ নি:শেষিতমিব: ক্রুদ্ধো নির্দক্কারিণ: ।

গণনাপত্রিকাং তস্ত সজ্জভক্ষমদর্শয়ৎ ॥ ১৩৫

যদাদৌ শ্রেয়স ইতি স্তত্তমশ্রেয়সে পদম্ ।

আন্তরেবতায়ৈ সেতোগৃহীতা বটশ্রুতি দ্বয়া ॥ ১৩৬

অভিলাষী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাহার প্রাণান্ত হইলেও সে দেয় অর্থ প্রত্যার্ণ করে নাই । ১২৩—১৩১

কপালে চন্দনাকিত, শ্বেত বস্ত্র পরিহিতা, এবং সুগন্ধ বাসিত কিরাতকে যে বিশ্বাস করে তাহার বিপদ অতি নিকট। বণিক লগাটে, চক্ৰ প্রোস্তে, কর্ণমূলে, এবং বক্ষ:স্থলে চন্দন চিহ্ন ধারণ করিয়া যড়িন্দু চিহ্নিত বৃশ্চিকের দ্বায় কণমধ্যেই প্রাণ হরণ করে। ১৩২।১৩৩

শ্রেষ্ঠীর হৃদয়ে অগ্নি, বাহিরে যেমনজল, স্তন্য মুখ বৃহৎ উদর শ্বেত কৃষ্ণ তুঘী কলের দ্বায় আকৃতি। লোকের রক্ত মাংস শোষণই ইহার ব্যবসায়। ১৩৪

যখন বণিক দেখিল আর কোন ছল টিকিবে না, তখন দ্রুত হইয়া একটা হিসাব পত্র দাখিল করিয়া সেই ধনীকে

ছিরোপানংকমহবন্ধে শতং চর্মকুতেপিতম্ ।

বিপাদিকাকুতে দাত্তা নীতং পক্ষাশতো যুতম্ ॥ ১৩৭

ফোটনে ভাণ্ডারস্ত ক্রন্দন্ত্যাঃ কুপমার্পিতম্ ।

কুলাল্যা বহুশঃ পশু ভূর্জে লগ্নং শতদ্রবম্ ॥ ১৩৮

শিশুভ্যোস্ত বিড়ালস্ত ক্রীড়াঃ পোষায় মৃষিকাঃ ।

ক্ৰমা শতেন বাৎসল্যাদিটাম্ভস্তরসস্তথা ॥ ১৩৯

চরণোদ্বর্তনং সর্পিঃ শালিচূর্ণং চ সপ্তভিঃ ।

ক্রীতং শঠৈঃ শ্রাদ্ধপক্ষ্মনানে চ যুতমানিকম্ ॥ ১৪০

নীতং ক্ষৌদ্রার্জকং কাসায়াশাদ্যদর্জকেণ তে ।

সোব্যক্তজিহ্বাঃ কিং বেত্তি বক্তৃং লগ্নং শতং ততঃ ॥ ১৪১

বলির'ছিল। গচ্ছিত টাকার সুদ দিবার কথা ছিল না, এবং এক সময়ে সেতু পার হইবার জন্য ৬০০ শত টাকা লইয়াছিলে। একটা ছিন্ন পাছকা এবং চাবুক মোচামতের জন্য ১০০, শত টাকা এবং দাসীর পদতলে ক্ষতায়োগ্য জন্য ৫০, টাকার যুত ক্রয় করা হইয়াছে। এক সময়ে এক কুস্তকার পত্নী কলসী ভাঙ্গিয়া ফেলায় তুমি দয়া প্রবশ হইয়া ৩০০, শত টাকা দিয়াছিলে। দেব সমস্ত হিসাবই ভূর্জিপত্রে লিখিত আছে। তোমার বিড়াল শাবক-দিগের আহার জন্য ঝাঁজার হইতে ইন্দুর ছানা, এবং মৎস্যের ঝোল ক্রয় করিবার জন্য ১০০, শত টাকা ব্যয় হইয়াছে, পার্থক্য শ্রাবের দান কালে মধু, যুত, এবং বেসম এবং পদ তল মর্দনের জন্য মাখন ক্রয় করিতে ৭০০, শত টাকা লাগিয়াছে। তোমার কনিষ্ঠ পুত্রের কাসি হইলে ১০০, শত টাকার আদা এবং মধু কিনিতে হইয়াছিল, শিশু এখনও কথা কহিতে পারে না, সত্য মিথ্যাকি করিয়া বলিবে ? একটা

বৃষণোৎপাটিকো ভিক্ষাচরন্তে হঠধাকৈঃ ।

যো বারিতো যদ্বপটুত্বৈশ্চ দত্তং শতত্বয়ম্ ॥ ১৪২

আনীতে ভট্টপাদানাং যধ্যং সৰ্বব্যয়োপরি ।

শতং শতত্বয়ং ধূপশন্ধামূলপলাঙমু ॥ ১৪৩

ইত্যাত্তচিত্ততায়ুক্তাপরিহার্যব্যয়ানসৌ ।

তুৈশ্চকীকৃত্য গণনাং লাভোপি শনৈকৈৰ্বাধ্যং ॥ ১৪৪

বর্ষমাসগ্রহতিথিপ্রত্যাবৃদ্ধিঃ পুনঃ পুনঃ ।

সংসারশ্বেষ তত্ত্বান্তং ন যযৌ নন্তিতাঙ্গুলৈঃ ॥ ১৪৫

স মূলগ্রহণং পিণ্ডীকৃত্যথ সকলান্তরম্ ।

প্রসারিতৌষ্ঠস্তনুগে মৌলধনভাষাঙ্গুচ্ছ ॥ ১৪৬

শল্যমুদর নিষ্ক্রেপং নয়োজ্জাসধনং ত্বিদম্ ।

বিস্রজদত্তং নির্দত্তং দৌরতাং সকলান্তরম্ ॥ ১৪৭

কলহ পটু কোষোৎপাটিক ভিক্ষুককে নিবারণ করিতে না পারিয়া ৩০০, শত টাকা দিয়াছিলে—দেখ সমস্তই লেখা আছে। ঐক সময়ে তোমার শুককে আনাইয়া, ধূপ ধূনা সন্মূল এবং পলাঙ দিয়াছিলে। তাহাতে আনুমানিক ১০০।২০০, ব্যয় হইয়াছিল—ইহারও হিসাব ধরিতে হইবে। এইরূপ বেশ অর্থের হিসাব করিয়া তাহার উপর হুদ ধরিয়াছিল। ইহার পর বর্ষচক্রের জায়গা সে ক্রমাগত অঙ্গুলির পর্ক গণনা করিতে করিতে অবশেষে চকু অর্ধ মুদিত ও ওষ্ট প্রসারিত করিয়া বলিয়াছিল—এই তোমার পূর্ণ হিসাব। ১৪৫—১৪৬

তুমি আমার শল্য উদ্ধার কর, তোমার জন্তধন লইয়া যাও এবং যে “উজ্জাস” (গৃহীত) ধন তুমি লইয়াছ, তাহা হুদ সনেত প্রত্যর্পণ কর। ১৪৭

তৎস ধর্ম্যং বচো জ্ঞাননৃকণমুচ্চুসিতোভবৎ ।
 কুরং ক্ষৌদ্রোপলিপ্তং তু ধাত্বা পশ্চাদ্ভূতপ্যত ॥ ১৪৮
 যুক্ত্যাপহ্নুতসর্বস্বং ক্রৌর্যানার্যমথার্থকঃ ।
 বিবাদে নাশকজ্জৈতুং নাপি হেয়া বিচারকাঃ ॥ ১৪৯
 হেইয়ৈবনিশ্চিতস্বয়ং পুরো ভ্রষ্টং ততো নৃপঃ ।
 তদিত্থমিতি নিশ্চিত্য বণিজং তমভাষত ॥ ১৫০
 অতাপি স্তাসদীপ্তারাঃ সন্তি চেত্তৎপ্রদর্শ্যতাম্ ।
 অংশঃ কিমপি ততস্ততো বচ্শ্বিষথোচিতম্ ॥ ১৫১
 তথা কৃতে তেন বীক্ষ্য দীপ্তারামস্ত্রিণোব্রবীৎ ।
 রাজভিত্তাবিনাং রাজ্ঞাং নাম্না টকঃ ক্রিয়েত কিম্ ॥ ১৫২
 ন চেৎকলশভূপালকালে স্তাসীকৃতেষমী ।
 দীপ্তারেষু কুতষ্টকা মন্মামান্কা অপি স্থিতাঃ ॥ ১৫৩

তাহার এই বাক্য শুনিয়া ধনী মনে করিল—ইহা জায়া প্রস্তাব।
 কিন্তু পরে যখন বুঝিতে পারিল—যে প্রস্তাবটি মধুমাখা ছুরিকা
 ব্যতীত আর কিছুই নহে—তখন তাহার আর কোভের সীমা
 রহিল না । ১৪৮

অতঃপর বণিক কপটতাপূর্বক সর্বস্ব উপহরণ করিয়াছে বলিয়া ধনী
 রাজস্বারে বিচার প্রার্থনা করিল । কিন্তু সে এই বিবাদে জয়লাভ করিতে
 পারিল না । বিচারকেরাও কোন সিদ্ধান্ত করিতে পারিলেন না ;
 তখন বিচারকগণ “আমাদের দ্বারা সীমাংসা অসম্ভব” বলিয়া সমস্ত
 কাগজ পত্র রাজা উচ্চলের নিকটে প্রেরণ করিলেন । রাজাও “তাহা
 এইরূপ বটে” অবধারণ করিয়া বণিককে বলিলেন—যদি গচ্ছিত দিমা-
 নের কিয়দংশ অবশিষ্ট থাকে, তাহা আনিয়া দেখাও পরে আমি ইতি

নিম্নিষ্টেনৈষ লক্ষণ বণিকস্বাধ্যবাহরং ।

বণিজ্যে দ্রবিনেনায়মপ্যাত্তেনাস্তরাস্তরা ॥ ১৫৪

তস্মাৎতদা যদেভেন গৃহীতং দীমতাং ততঃ ।

তদাপ্রভৃত্যস্তয়াবজ্ঞাতোস্তৈষ বণিজ্যোর্থিনঃ ॥ ১৫৫

হাসনানেহসটৈশ্চ প্রভৃত্যস্মৈ প্রায়চ্ছতু ।

লক্ষাদধিত্তাভাভং কিং বাচ্যং মৌলিকে ধনে ॥ ১৫৬

অবধারয়িতুং শক্যং মাদৃশৈঃ সঘৃণৈরিয়ং ।

শ্রীমশ্বরবদ্রোক্তাদিক্ষেবু তু যুজ্যতে ॥ ১৫৭

কর্তব্যতা বিধান করিব । তদনুসারে কতকগুলি দিনার আনীত হইলে রাজা সেই গুলি পরীক্ষা করিয়া মন্ত্রীদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন— রাজারা কখন ভাবী রাজাদিগের নামে মুদ্রা অঙ্কিত করেন কিনা ? যদি তাহা না করেন, তাহা হইলে যে দিনার রাজা কলসের সমস্ত গচ্ছিত রাখা হইয়াছিল, তাহাতে আমার নামাঙ্কিত মুদ্রা দেখা যায় কেন ? ইহাতে অনুমান হয়—এই বণিক স্বপ্রয়োজনে গচ্ছিত লক্ষ দিনার ব্যবহার করিয়াছে এবং এই অর্থীও সময়ে সময়ে বণিকের নিকট যে সমস্ত দ্রব্যাদি লইয়াছে, তাহাতেও সেই অর্থ ব্যয় হইবার সম্ভাবনা স্তব্ধতাং যদি বাদী, প্রতিবাদী বণিককে গৃহীত দ্রব্যের মূল্য এবং তাহার সুদ দিতে বাধ্য হয়, তাহা হইলে এই বণিকও উক্ত লক্ষ মুদ্রার গচ্ছিত রাখার দিন হইতে আজি পর্য্যন্ত সুদ দিতে বাধ্য হইবে। ইহার উপর মুক্ধনও দিতে হইবে। ১৪৯—১৫৬

মাদৃশ সদয় হৃদয় বিচারকের ইহাই ব্যবস্থা। কিন্তু ইদৃশস্থলে শ্রীমশ্বর মহোদয়ের কঠোর বিচার প্রণালী প্রয়োজ্য। ১৫৭

বিবাদে সংদিহানস্ত যুক্তং ক্ষান্ত্যামুশাসনম্ ।

ভাব্যং দণ্ডধরাচারৈঃ প্রযুক্তকুশভে: পুন: ॥ ১৫৮

অতিহার্যেষু শল্যেষু মহামর্দগতেষিব ।

সবিবাদেষু চোপেক্ষাং কালাপেক্ষী ব্যধারূপ: ॥ ১৫৯

পপ্রথৈ পা থিবন্তেথং নিশ্চোত্তং তস্ত পালনম্ ।

প্রজায়ু জাগরুকস্ত মনোরিব মনস্বিন: ॥ ১৬০

সখ্যং কাণেনির্ব্যাপেক্ষমিনতাংকারহীন সতী

ভাবো বীতজনাপবাদ উচিতোক্তিস্থঃ সমস্তপ্রিয়ম্ ।

বিভক্তা বিভবাহিতা তরুণিমা পারিগ্ৰবদোজ্জ্বিতো

রাজস্বং বিকলকমত্র চরমে কালে কিলেত্যন্থথা ॥ ১৬১

যদি কোন মোকদ্দমায় অর্থী এবং প্রত্যর্থীর ভয় প্রমাদ মাত্র প্রকাশিত হয়, তাহা হইলে বিচারক কঠোর দণ্ড দিবেন না, কিন্তু যে ক্ষেত্রে কোন প্রকার প্রতারণার অভিপ্রায় প্রকাশ পায়, সেই ক্ষেত্রে কঠোর দণ্ডের ব্যবস্থা করিবেন । ১৫৮

যে রাজা ক্ষেত্র বুঝিয়া সময়োচিতকালে, তিনি সন্ধিদ্ধ বিচার স্থলে দেহের কোমল স্থল হইতে বিদ্ধ শবোদ্ধারের ভায় অতি ধীরতার সহিত বিচার কার্য্য নির্বাহ করিবেন । ১৫৯

এই বিচার ফল প্রকাশিত হইলে মহামতি মহুর "ভায় রাজা উচ্চল "প্রজাপালনে সদাই জাগরুক" এই প্রশংসাবাদ উঠিয়াছিল । রাজা স্বৈচ্ছা প্রণোদিত হইয়াই প্রজা পালন করিতেন, কাহারও অনুরোধে বা প্রশংসার আশায় করিতেন না । ১৬০

স্বার্থপরতাহীন সখ্য, গর্বহীন শৌর্য, জনাপবাদ বর্জিত সতীন্দ্র, সর্বলোক বঞ্জন বাক্যপটু, প্রতিপত্তিশালিনী বিভা, চপলতা বর্জিত

যং তাদৃশোপি রাজেন্দ্রচক্রমাঃ স কিলাত্বং ।

মাংসর্গ্যবেশবৈবস্তাদোষোকাবর্ধভীষণঃ ॥ ১৬২

উদার্গশৌর্ধ্যধৈর্ঘ্যগুণতাক্ষ্যামংসরঃ ।

বভূব সংখ্যাভীতানাং মানপ্রাণহরো নৃণাম্ ॥ ১৬৩

মানোরতৈশ্চ ভূয়োপি বাকৃপাকৃষ্যাকৃষা হতৈঃ ।

লাঘবং প্রত্যাগালম্ভঃ পার্থিবোপ্যমুভাবিতঃ ॥ ১৬৪

প্রসুপ্তানাং ফণীক্কাণামিব কোপোদ্ভবং বিনা ।

তেজোবিস্মৃজিতং জেয়ং নহি নাম শরীরিণাম্ ॥ ১৬৫

বিবিধে ভূতসর্গেন্নিহ চ কশ্চিৎস বিজ্ঞতে ।

বপুর্কিংশচরিজাদি যন্ত দেবৈর্ন দুর্ষিতম্ ॥ ১৬৬

যৌবন, আর নিষ্কলঙ্ক রাজত্ব—এই যুগের শেষ কলিকালে এই সকল
বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী হইয়াছে । ১৬১

হায় ! এই রাজকুল চক্রমা উচ্চল, তাদৃশ গুণসম্পন্ন হইয়াও
ত্রকমাত্র মাংসর্গ্য দোষেই উদ্ধাবর্ষী গ্রাহের ভ্রায় ভীষণরূপে প্রতীক্শ-
মান হইয়াছিলেন । ১৬২

তিনি কাহারও উদার্য্য, শৌর্ধ্য, ধৈর্ঘ্য বা যৌবনের উদ্দামতা
দেখিলেই ক্রীড়াস্বীত হইতেন এবং তৎপ্রযুক্ত বহুসংখ্যক লোকের প্রাণ
এবং মান নাশ করিয়াছিলেন । তাঁহার পক্ষবাক্যে মর্দ্যাহত হইয়া
অনেক অভিমানী পুরুষও ঠিক উপযুক্ত প্রহ্লাত্তরদানে রাজার মানহানি
করিত । ইহা জানা উচিত নহে কি যে নিদ্রিত সর্পের ভ্রায় কোন
নিরীহ ব্যক্তিও পদাহত হইলে স্বীয় প্রমত্তম বা তেজ প্রকাশে
কুণ্ঠিত হয় না । এই বৈচিত্র্যময় জীবজগতে এমন একটা পুরুষও

জাতিঃ পঙ্করহাদপুংকশিতাক্রান্তঃ শিরঃপণ্ডনং
 প্রভ্রষ্টচুচিশীলতাদিবিগ্ণাচারপ্রদৃষ্টঃ যশঃ ।
 বিশ্বশ্রুতি প্রভৃতবিষয়ব্যাপ্তিস্পৃশো হুঃসহা
 দোষা যত্র পুরোস্ত তত্র কতমো নির্দোষতোৎসেকভূঃ । ১৬৭
 অবিচার্যেতি ভূপালঃ স চকারানুজীবিনাম্ ।
 বংশচারিত্রদেহাদিদোষোদেয়াষণমধ্বহু ॥ ১৬৮
 অন্তোক্তদেবমুৎপাত্ত সংখ্যাতীতা মহাভটাঃ ।
 যুদ্ধপ্রকালুতা তেন দ্বন্দ্বযুদ্ধেষু ঘাতিতাঃ ॥ ১৬৯
 মাসার্দ্ধদিনমাহেজ্জমহাশুবসরেষু সঃ ।
 নিনাদ্য যোদ্ধাস্থানকানন্তোত্তপ্রধনৈর্ধনম্ ॥ ১৭০

দৃষ্টিগোচর হয় না ঘাহার দেহে বেশ ভূষায় ও চরিত্রে কোনরূপ দোষ
 স্পর্শে নাই । ১৬৩—১৬৬

যিনি বিশ্বশ্রুতি, তাঁহারই উৎপত্তি পক্ষেজাত কমল হইতে
 তাঁহারই মূর্তি শোণিতবর্ণে রঞ্জিত । তাঁহার একটা মস্তক ছিন্ন ।
 তাঁহারই যশ, পবিত্রাচারাদি হইতে পরিলষ্ট হওয়ায় দূষিত । যদি
 আদি পুরুষ এই সকল হুঃসহ দোষ দৃষ্ট হইতেন, তাহা হইলে কে
 আপনাকে নির্দোষ বলিয়া গর্ব করিতে পারে ? ১৬৭

রাজাও বিচার না করিয়া অনুজীবীগণের বংশ, চরিত্র ও দেহাদি
 হইতে দোষ উদেয়াষণ করিতেন । ১৬৮

তিনি যোদ্ধাদিগের পরস্পরের মধ্যে ধ্বংস উৎপাদিত করিয়া দ্বন্দ্ব
 ঘটাইয়া অনেককে নিপাতিত করিয়াছিলেন । ১৬৯

প্রতিপক্ষেই মহেজ্জ উৎসব দিনে পুরস্কারের প্রলোভন দেখাইয়া
 তিনি যোদ্ধাদিগকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে লিপ্ত করিতেন । কখন এমন উৎসব

স নাকুহংসঃ কশিচ্ছদা যত্র নৃপাদনে ।
 ভূমিন্ সিজা বক্তেন হাহাকারো ন চোক্তযৌ ॥ ১৭১
 নৃত্যন্ত ইব নির্যাতা গৃহেভ্যা বংশশোভিনঃ ।
 বান্ধবৈর্নিজিরে যোধা লুনাধাঃ পার্থিবাজনাং ॥ ১৭২
 সিন্ধুশ্চামকচাংশ্চাক্ষশ্চানাকল্পশোভিনঃ ।
 হতযৌক্য ভটান্নাজা মুমূদে ন তু বিব্যথে ॥ ১৭৩
 নার্যো রাজগৃহং গম্বা প্রত্যাহাতেষু ভর্তৃষু ।
 মেনিরে দিবসং লক্ষমনাস্থা নত্যমস্তথা ॥ ১৭৪
 ভবেত্তত্তদহং কুর্যামিত্যহংক্রিয়য়া বদন্ ।
 সাচিব্যমবাহতবাকৈস্তৈত্ত্বৈতৈরজিগ্রহং ॥ ১৭৫

সংঘটিত হইত না, যাহাতে না রাজপ্রাসাদস্থিত আকর্ণভূমি হাহাকার
 শব্দেপূর্ণ ও রক্তপাতে আর্জি না হইত । ১৭০।১৭১

উচ্চবংশীয় বীরপুরুষেরা উৎসব দর্শনের উৎসাহে তথায় সমাগত
 হইয়া দ্বন্দ্ব যুদ্ধের ফলে হতাজ হইয়া আত্মীয় স্বজন কর্তৃক গৃহে নীত
 হইত । ১৭২

সিন্ধু শ্চাম কুস্তল, চাক্ষশ্চ, সুবেশধারী বীরপুরুষগণকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে
 হত দেখিলে রাজার মনে দুঃখ হইত না বরং তিনি পরিতুষ্ট
 হইতেন । ১৭৩

যাহাদের পতিগণ রাজত্ববনে গমন করিয়া অক্লান্ত শরীরে
 গৃহে প্রত্যাগমন করিত, তাহাদের রমণীগণ সে দিনটাকে
 শুভদিন মনে করিত, কেননা ভবিষ্যতের জন্ত তাহারা নিরাপদ
 ভাবিত না । ১৭৪

"আমি যাহা করিব, তাহাই হইবে" কাহারও প্রতিবাদ গ্রাহ্য

প্রবর্তমানাংস্তানেষ বিদ্বেশকলুষাশয়ঃ ।

হতাদিকারাবিদধে বহুশশচ বিমানিতান্ ॥ ১৭৬

দঙ্ককঃ কম্পনাধীশঃ প্রবৃক্কৌ তত্র সক্রুধি ।

বিক্রতো বিষলাটায়ান্ নিপত্য নিহতঃ খশৈঃ ॥ ১৭৭

তেন স্ববর্জিতো দ্বারাদীপ্তরো রক্তকাভিধঃ ।

হতাদিকারো বিদধে বিভূতিং বীক্ষ্য ভূয়সীম্ ॥ ১৭৮

মাণিক্যসৈন্তপতিনা দ্বারেকস্মান্নিবারিতে ।

খিগ্নেন বিজয়ক্ষেত্রে চক্রে ব্রতপরিগ্রহঃ ॥ ১৭৯

কম্পনাত্তাদিকারস্থাঃ প্রবীরাস্তিলকাদয়ঃ ।

কাকবংশা মাদবেন তৎকোপং নাশুভাবিতাঃ ॥ ১৮০

নহে এইরূপ অহংকার করিয়া তিনি, অনেক ভৃত্যকে মাদ্রিষ্ট গ্রহণ করাইয়াছিলেন। ১৭৫

এই ঈর্ষ্যাই তাঁহার চরিত্রকে কলুষিত করিয়াছিল। তিনি উচ্চ-পদস্থ বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে পদচ্যুত ও অবমানিত করিয়াছিলেন। ১৭৬

কম্পনাধিপতি বা প্রধান সেনাপতি দঙ্কক, রাজাকে তাহার পদোন্নতির জন্য অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইতে দেখিয়া বিষলতায় পলায়ন করেন এবং তথায় খশদিগের হস্তে নিহত হন। ১৭৭

উচ্চসই স্বয়ং রক্তকে দ্বারাদিপতি নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার প্রভূত ঈর্ষ্যা দেখিয়া আবার তাহাকে পদচ্যুত করিয়াছিলেন। ১৭৮

সেনাপাত মাণিক্য অকস্মাৎ দ্বাররক্ষা কার্য্য হইতে অপসারিত হওয়ায়, মনের খেদে বিজয়ক্ষেত্রে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া রহিলেন।

তিলকাদি কাকবংশীয় বীর পুরুষগণ প্রধান সৈন্তাধ্যক্ষের অধিকার পাইয়াছিলেন ; তাঁহারা নিতান্ত বিনয় নম্র ছিলেন বলিয়া রাজকোপে পতিত হইয়েন নাই। ১৮০

ভোগসেনো নিরহুগঃ ক্ষীণবাসা কৃতোভবৎ ।

তেনাতিসেবাশ্রীতেন রাজস্থানাদিকারভাক্ ॥ ১৮১

যন্তেক্ষবাদশীযুদ্ধে সাক্ষসৈস্তোপি বিক্রমঃ ।

ক্ষুব্দবদাগগচ্ছন্তোপি রৌদ্রমালোক্য বিক্রমম্ ॥ ১৮২

যেপি সডডাভিধানশ্চ পুত্রাঃ সামান্তশস্ত্রিণঃ ।

তানডডচ্ছুডডব্যডডান্স মস্ত্রিণঃ সমপাদয়ৎ ॥ ১৮৩

পুত্রো বিজয়সিংহশ্চ তৎসেবাত্যক্তহৃদশৌ ।

তিলকো জনকশ্চাত্তামমাত্যশ্রেণীমধ্যাগৌ ॥ ১৮৪

যমৈলাভায়বাণাদিমুখ্যা দ্বারাদিনায়কাঃ ।

কস্তান্সমর্থঃ সংগ্যাভুঃ তড়িত্তরলসম্পদঃ । ১৮৫

ভোগসেন রাজার সতত সেবা করিতেন ; কিন্তু উপযুক্ত অনুচর ও পরিচ্ছদাদি ছিল না ; তজ্জন্ত রাজা প্রীত হইয়া তাঁহাকে প্রধান ধর্ম্মাধিকারী পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন । ১৮১

ইক্ষবাদশী যুদ্ধে তাঁহার প্রচণ্ড বিক্রম দেখিয়া গগ্গ চন্দ্রও সসৈন্তে ক্ষুব্ধবৎ পলায়ন করিয়াছিলেন । ১৮২

সড্‌ড নামক একজন সামান্ত সৈনিক ছিল, তাহার বড্‌ড, ছুড্‌ড ও ব্যড্‌ড নামে কতিপয় পুত্র ছিল ; রাজা তাহাদিগকে মস্ত্রিপদ দিয়াছিলেন । ১৮৩

বিজয়সিংহের পুত্রদ্বয় তিলক ও জনক অমাত্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়া রাজসেবা করিয়া হৃদশা হইতে মুক্ত হইয়াছিল । ১৮৪

দ্বার আদি কার্য্যাধিকারী—যম, ঐল, অভায় বাণ প্রমুখ বিদ্যাৎ তুল্য কণিক সম্পদশালাদিগের সংগ্যা কে করিতে পারে ? ১৮৫

দ্বিজাঃ প্রশস্তকলশাদয়ঃ পূর্বে তদন্তরে ।

প্রাপুর্কালক্ষ্যমাস্তঃ স্বজীর্ণানোকহবিভ্রমম্ ॥ ১৮৬

কন্দর্পঃ স্নাত্ত্বজা দূতৈঃ সমানীতোপি নাদদে ।

তস্তাসহনতাং বীক্ষ্য প্রার্থিতোপাধিকারিতাম্ ॥ ১৮৭

অস্থানাচারসংলাপব্যবহারাদি মণ্ডলে ।

নবমেবাতবৎসর্কং তদ্বিভ্রভিনবে নৃপে ॥ ১৮৮

(লক্ষ্মীঃ কার্ষণচূর্ণিকা বেণেব বশবস্তিনঃ ।

ধীরানপি বিধায়েয় করোত্যান্মার্গবস্তিনঃ ॥ ১৮৯

সপিণ্ডানামপি ব্যক্তশীলবীক্ষণতৎপরা ।

প্রোততেব নরেন্দ্রশ্রীজাতিস্নেহাপকারিণী ॥ ১৯০

প্রশস্ত কলশাদি ছই তিন জন পুরাতন কর্ম্মচারী এই নবীন ভৃত্য
বর্গমধ্যে যেন উদ্ভানত্ব নবতরুস্বজি মধ্যস্থিত জীর্ণ বৃক্ষের স্তায় দৃষ্ট
হইতেছিল । ১৮৬

এই সময়ে দূত প্রেরণ করিয়া রাজা কন্দর্পকে পুনরানয়ন করেন ;
কিন্তু রাজকার্য্য গ্রহণে অনুরুদ্ধ হইয়াও রাজার অসহিষ্ণুতা দেখিয়া
তিনি আর রাজ কার্য্য গ্রহণ করেন নাই । ১৮৭

নবীন ভূপতির রাজত্বকালে রাজসভা, আচরণ পদ্ধতি, তর্ক বিতর্ক
আলাপাদি, এবং মোকদ্দমার বিচার প্রণালী প্রভৃতি যেন রাজ্যের
সর্বত্র নব নব বেশ ধারণ করিয়াছিল । ১৮৮

যেমন ব্যবসিনিতা আভিচারিক সম্বোধন চূর্ণক দ্বারা মণ্ডিত হইয়া
পুরুষকে বশীভূত করিয়া অপথে লটয়া যায়, সেইরূপ ধন সম্পদও
স্বাস্থ্যকে অধীন করিয়া কুপথের পথিক করে । ১৮৯

যেমন প্রোতত্ব, সপিণ্ডদিগেরও (জাতি) চরিত্রাচরণাদি স্পষ্ট-

সমস্তসংপৎপূর্ণোপি যশ্মাংসুসঙ্গভূপতিঃ ।

দখৌ ভ্রাতৃবন্ধনং রাজ্যাপহরণোক্ততঃ ॥ ১২১

অকস্মাদশৃণোচ্ছোনমিব তং শীঘ্রপাভিনম্ ।

হানং বরাহবার্তাখ্যমুল্লঙ্ঘ্যায়াতমগ্রজঃ ॥ ১২২

কিশিকারী বিনির্গত তমপ্রাপ্তপদং ততঃ ।

নিপত্য সৈন্তৈর্কচ্ছলৈঃ সোপকারমকারয়ৎ ॥ ১২৩

বিদ্রুতশাস্পদে তন্ত নানোপকরণৈশ্চুতৈঃ ।

তাঙ্কুলবেলাকূটৈশ্চ সামগ্রী সমভাবাত ॥ ১২৪

রূপে দেখিতে পাও বলিয়া তাহাদের হৃদয় হইতে তদ্রূপে সেই বিদ্রুত করে সেইরূপ রাজশ্রী ও রাজজ্ঞাতিদিগের হৃদয় হইতে প্রীতি-স্নেহাদি দূরিত করিয়া থাকে । ১২০

বোধ হয়, পূর্বোক্ত কারণেই রাজভ্রাতা সুসঙ্গ সর্ক সম্পদে পূর্ণ হইয়া ও জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার রাজ্যহরণ অভিলাষে হঠাৎ যুদ্ধোত্তম করিয়াছিলেন । ১২১

অনুজ ভ্রাতা শ্রোনের দ্বায় তীব্রবেগে বরাহ বার্তা উল্লঙ্ঘন করিয়া হঠাৎ আগত প্রায়, অগ্রজ (নৃপতি) এই বার্তা পাইলেন । ১২২

অনুজের আগমনবার্তা পাইয়াই অগ্রজ উচ্চল অবিনশে সৈন্তে নির্মিত হইলেন ; বরাহবার্তা হলে সুসঙ্গ দৃঢ়মূল না হইতে হইতেই ভ্রাতৃহন্তে সম্পূর্ণরূপে পরাভূত হইলেন । ১২৩

অগত্যা সুসঙ্গ পলায়ন করিতে বাধ্য হইলেন ; তিনি কিরূপ সামগ্রীসম্ভার ও যুদ্ধোপকরণ লইয়া আসিয়াছিলেন ; তৎপরিচয়ক শিবিরে তাঙ্কুলরাশি ও খাদ্যাদির পরিমাণেই তাহা অনুমিত হইয়াছিল । ১২৪

কৃতকার্যপর্যাবৃত্ত্যাসাবরূঢ়োপি পার্থিবঃ ।

প্রত্যাবৃত্তঃ সমশ্লগোদন্তেহ্যঃ ক্রুরবিক্রমম্ ॥ ১২৫

গগ্গচক্রস্তদাদেশাদিগত্বা বহুলসৈনিকঃ ।

চক্রে স্তম্ভসলভূপালবলনির্দলনং ততঃ ॥ ১২৬

অসংখ্যঃ সৌমসলৈর্যোধৈরাহব।য়াসানঃসহৈঃ ।

ক্লাস্তিক্রিমানোত্তানেষু ছানারীণামমুচ্যত ॥ ১২৭

ভত্ৰপ্রসাদস্তান্ধ্যং প্রাণৈর্যুধি সমর্পিতৈঃ ।

রাজপুত্রৌ গতৌ তত্র সহদেবযুধিষ্ঠিরৌ ॥ ১২৮

বরাহান্‌সুস্মলানীকান্‌গগ্গস্তান্‌প্রাপ বিক্রতান্ ।

চক্রে ভূরিভুরঙ্গস্ত যৈভূপস্তাপি কৌতুকম্ ॥ ১২৯

নৃপতি উচ্চল বিজয়লাভ করিয়া প্রত্যাবর্তনকালে সংবাদ পাইলেন—পরদিনই পরাক্রান্ত স্তম্ভসল পুনরায় অভিযান করিয়া আসিতেছেন। ১২৫

তখন রাজার আদেশ পাইয়া গগ্গ চক্র বহুল সৈন্যসহকারে যাত্রা করিয়া স্তম্ভসলর সৈন্যদলকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন। ১২৬

স্তম্ভসল-বোধগণ সমুখ যুদ্ধে নিতান্ত ক্লাস্ত হইয়া (যেন) বিশ্রামার্থ শিবাঙ্গনাদিগের গগনোদ্যানে প্রবেশ করিয়াছিল। ১২৭

সহদেব এবং যুধিষ্ঠির নামক রাজপুত্রদ্বয় সমুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিয়া প্রভুর প্রসাদ ঋণ পরিশোধ করিলেন। ১২৮

স্তম্ভসলরাজের বাহিনী হইতে কতিপয় উৎকৃষ্ট অশ্ব পরিত্রষ্ট হইয়া পড়ে; গগ্গ সেইগুলি প্রাপ্ত হইয়া নরপতি উচ্চলের নিকট প্রেরণ করেন; তাঁহার অসংখ্য অশ্ব থাকিলেও সেগুলি দেখিয়া নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছিলেন। ১২৯

নিবিষ্টকটকং তং স শ্রদ্ধা সেল্যপুরাধনা ।

ক্রমরাজ্যোন্মুখং যাস্তং দ্রুতমহসবর্ণং ॥ ২০০

অবিষাগাপসরণিঃ প্রয়ত্নাদগ্রজয়না ।

প্রবিবেশ দরদেহঃ পবিত্রৈষপরিচ্ছদঃ ॥ ২০১

দন্তার্গং তস্ত রাজা ডামরং লোষ্ট্রিকাভিধম্ ।

স সেল্যপুরতঃ হস্তা নগরং প্রাবিশন্ততঃ ॥ ২০২

তস্মিন্দুরং গতে বৈরকলুবোপি স নাদদে ।

ব্রাতৃঃসহৈরসংরম্ভং গ্রহীতুং লোহরং গিরিম্ ॥ ২০৩

কলহঃ কালিন্দ্ররাদীশো দৌহিত্রীং পুত্রবদগৃহে ।

যামবর্জিত স্নেহাদপুত্রঃ পিতৃবর্জিতাম্ ॥ ২০৪

রাজা: বার্তা পাইলেন যে, সুসল ক্রমরাজ্যভিমুখে যাইতেছেন ; এবং সেল্যপুরা পশ্চিমোধ্য শিবির সন্ন্যবেশ করিয়াছেন ; তৎক্ষণাৎ তিনিও তদভিমুখে ধাবিত হইলেন । ২০০

অগ্রজকে প্রতিবাত্রে পশ্চাদ্ধাবিত হইতে দেখিয়া, অমুজ সুসল কলসংখ্যক অহুচরসহ দরদদেশে প্রবেশ করিলেন । ২০১

সেল্যপুরীয় ডামর লোষ্ট্রক সুসলকে অবাধে পথ ছাড়িয়া দেওয়াত, রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহার প্রাণদণ্ড করিয়া তৎপরে রাজধানীতে প্রতিগত হইলেন । ২০২

সুসল দূরদেশে পলায়ন করিলে, নৃপতি ভ্রাতারপ্রতি বৈরাচরণ করিয়াও, তাহার প্রতি স্নেহবশতঃ, লোহররাজ্য বিনাযুদ্ধে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন নাই । ২০৩

কালিন্দ্রর অদিপতি রাজা কলহের পুত্র সন্তান ছিল না ; তিনি স্বীয় দৌহিত্রী রাজা বিজয়পালের পিতৃহীনা কন্যা সর্গগুণবতী মেঘ-

রাজো বিজয়পালস্ত সূতাং সুসঙ্গভূপতিঃ ।
 উপয়েমে স তাং শ্রীমাননঘাং মেঘমঞ্জরীম্ ॥ ২০৫
 তস্ত প্রজাবাধিষ্ঠানাদ্বিশোরপি ন লোহরে ।
 শক্তিরাসীদ্বিক্কানামপি বাধায় বৈরিণাম্ ॥ ২০৬
 ধীরঃ সুসঙ্গদেবোপি মার্গৈর্নির্গত্য দুর্গমৈঃ ।
 আসদুদ্ভুরিভিস্রীষ্টৈঃ শোকীং দুর্গিরিবস্বনা ॥ ২০৭
 প্রশান্তে বাসনে তস্মিন্দীরস্তোচ্চলভূপতেঃ ।
 অস্ত্রেপি বাসনাভায়া উৎপন্নধ্বংসিনোভবন্ ॥ ২০৮
 ভীমাদেবঃ সমাদায় ভোজং কলশদেবজম্ ।
 সাহায্যকার্যমানিস্তে দরদ্রাজং জগদলম্ ॥ ২০৯

মঞ্জরীকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিয়াছিলেন ; শ্রীমান রাজা সুসঙ্গ
 মেঘমঞ্জরীকে বিবাহ করেন । কানিজর রাজার এরূপ প্রজাপ হিল
 যে তাঁহার ভয়ে কোন শত্রু লোহরের একটা শিশুরও অনিষ্ট করিতে
 পারিত না । ২০৪—২০৬

এদিকে সুবুদ্ধি সুসঙ্গদেব অসংখ্য দুর্গম পথ অতিক্রম করিয়া
 চলিলেন এক কয়েক মাস নানাস্থানে অতিবাহিত করিয়া পার্বত্য-
 পথদিয়া পুনরায় স্বীয় রাজ্যে উপস্থিত হইলেন । ২০৭

সুসঙ্গাভিযান ও তৎসংক্রান্ত উপদ্রব প্রশমিত হইলে সুবিচক্ৰ
 উচ্চমরাজের শাসনকালে অচিরহারা অনেকগুলি গোলযোগ দেখা
 গিয়াছিল । ২০৮

ভীমাদেব, বর্ণগত কলশদেবের পুত্র ভোজকে হস্তগত করিয়া
 স্বীয় দলপুষ্টির অভিপ্রায়ে দরদ্রাজ জগদলকে স্বপক্ষে আনয়ন
 করেন । ২০৯

महेश्वर। इक्ष्वाकुशतृतीयवर्षाभ्यांभवत् ।

ভ্রাতা দর্শনপালিত সঙ্গপালিত তদ্বদ ॥ ২১০

ନୀତିକ୍ଷେପେନ ତତ୍ତ୍ୱେ ବାଚ୍ୟା ମାତ୍ରେବ ଦରଶନୀଶ୍ଚର: ।

অক্কেপাহারিত্তঃ প্রাণাৎপ্রত্যাবৃত্ত্য নিজাঃ ভুবন্ ॥ ২০১

স্বাস্থ্যমঙ্গলাচ্ছন্নং ভোজ্যেবিক্ষেপমশ্রমশূন্যম্ ।

ভেদে সুসঙ্গদেবশু সঙ্গপালোমুজীবিভিতাম্ ॥ ২১২

गृहीतार्थेन हृत्तेन निष्ठेनैव प्रदर्शितः ।

ভোজঃ ক্ষিপ্ৰং নৃপাংপ্রাপ নিব্ৰহ্ম তদ্বরোচিতম্ ॥ ২১৩

দেবেশ্বরাকুজঃ পিতৃকোপি দৈরাজ্যলাভসঃ ।

ডায়রানাপ্রিতে রাজি নিৰ্যাত্তে ব্যক্তপক্ষিঃ ॥ ২১৪

রাজা হর্ষের এক দাসী পুত্র ছিল। তাহার নাম সহল দর্শনপালের
ভ্রাতা সঞ্জয়। তাহার সহায় হইয়াছিল। ২১০

বিশ্ব নীতি রাজা উচ্চলের সামপ্রয়োগে দর্শনীয় শত্রুতায়
বিরত হইয়া স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন . ২১১

সহল প্রকল্পভাবে তাহার অনুগমন করিলে ভোজও স্বীয় রাজ্যে
প্রবেশ করিলেন; তখন সঞ্জপাল স্তম্ভসদেবের ভৃত্যকে স্বীকার
করিলেন। ২১২

কিন্তু ভোজের বেতনাভাগী কর্মচারীরা রাজা উচ্চলের নিকট
উৎকোচ দিয়া ভোজকে ধরাইয়া দেওয়াতে, ভোজ ত্বরবৎ লাহিত
হইয়াছিলেন। ২১৩

দেবেশ্বরের পুত্র পিথও রাজ্যার্থী হইয়াছিলেন; কিন্তু নৃপতি ডামরসৈন্য লইয়া যুদ্ধার্থ নির্গত হইলেই পিথ দূরদেশে পলায়ন করিলেন। ২১৪

বিচারপরিহারেণ ধাবন্তঃ সৰ্বতো জড়াঃ ।

তিৰ্য্যক্ ইব হস্তায় প্রসিক্শবণা জনাঃ ॥ ২১৫

মল্লস্ত রামলাখ্যোহং স্মরাসং দিগন্তরে ।

অট্টমদঃ কশ্চিদেবং চক্রিকাচতুরো বদন্ ॥ ২১৬

নিজে প্রবন্ধিং ব্যামুটৈর্কহভিক্শিপ্পবপ্রিয়ৈঃ ।

ধনগানাদিদানেন ভূমিপৈতু ম্যানস্তরৈঃ ॥ ২১৭

গ্রীষ্মে প্রবিষ্টঃ কশ্মীরানেকাকৌ ঘৰ্ম্মপীড়িতঃ ।

ব্যধীয়ত ছিন্ননাসঃ পরিজ্ঞায় নৃপামুপৈঃ ॥ ২১৮

কটকে পৰ্বটনাঙ্কঃ স এব দদৃশো পুনঃ ।

স্বজাত্যুচিতভক্ষাদিবিক্রমী সন্নিভং জর্জরৈঃ ॥ ২১৯

এইরূপে অনেকানেক প্রসিদ্ধ ব্যক্তি পশুদং নিবিচারে চারিদিকে
পলায়নপর হইয়া কেবল হাত্তাম্পদ হইয়াছিল । ২১৫

অট্টমদ নামক কুটিলনীতি চতুর একব্যক্তি এইরূপ রটনা করে
যে আমি মল্লের পুত্র, আমার নাম রামল ; আমি এতদিন দেশান্তরে
বাস করিতেছিলাম । তাহার বাক্যে বিমোহিত হইয়া কতিপয় বিপ্লব-
প্রিয় সামন্ত তাহার সহিত যোগদান করে । প্রতিনিধী সামন্তরাজারা
তাহাকে ধন সম্পদ প্রদান ও রাজোচিত সম্মান দেখাইয়া বর্জিত
করিয়া ভুলে । ২১৬ ২১৭

গ্রীষ্মকাল সমাগত হইলে ঐ ব্যক্তি একাকী কশ্মীররাজ্যে
প্রবেশ করে ; এবং গ্রীষ্মাধিক্যে নিতান্ত পীড়িত হইয়া পড়ে ;
রাজার অকৃতবগণ তাহাকে চিনিতে পারিয়া ধৃত করে এবং তাহার
নাশিকা ছেদন করিয়া দেয় । ২১৮

সে যখন রাজকটকমধ্যে ভ্রমণ করিতে করিতে সে জাতীয়

মিথ্যেব নীতিকোটিল্যে ক্রিয়তে দ্ব্যদ্ব্যশ্রমঃ ।

শক্যতেপরথা কতুং ন দৈবস্ত মনীষিতম্ ॥ ২২০

শাস্ত্রাপি জলতি কাপি কচিদীপ্তাপি শাম্যতি ।

দৈববাতবশাচ্ছক্তিঃ পুংসঃ কক্ষাগ্রিসংনিভা ॥ ২২১

পলায়নৈর্নাপয়াতি নিশ্চলা ভবিতব্যতা ।

দোহনঃ পুচ্ছসংলীনা বহ্নিজালেব পক্ষিণঃ ॥ ২২২

নাচ্ছিন্নবহ্নিবিষশস্ত্রশরপ্রয়োগৈ-

র্ম স্বভূপাতরভসেন ন চাভিচারৈঃ ।

শক্য। নিহন্তমসযো বিধুরৈরকাণ্ডে

ভোক্তব্যভোগনিয়তোচ্ছৃসিতস্ত জন্তোঃ ॥ ২২৩

ব্যবসায়ানুরূপ ভক্ষ্যদ্রব্যাদি বিক্রয় করিতেছিল, লোকে দেখিয়া চিনিতে পারিয়া উপহাস করিয়াছিল । ২১৯

লোকে সম্পত্তি লাভ করিবার জন্য উন্নতির আশায় কতই না কুটিলনীতি অবলম্বন করে ; কিন্তু তাহাদিগের এত পরিশ্রম বৃথা ; কেননা দৈবের মনে যাহা আছে, তাহার অন্তথা কে করিবে ? ২২০

যেমন দাবানল শাস্ত্র হইয়াও কোথায়ও আবার বায়ুবশে জলিয়া উঠে ; কোথায় বা জলিয়াও নিভিয়া যায় ; সেইরূপ পুরুষশক্তিকেও অদৃষ্টবলে কখনও উদ্দীপিত কখন বা নির্দীপিত দেখা যায় । ২২১

আরও দেখ, কেহ পলায়ন করিয়াও ভবিতব্যতার হাত ছাড়াইতে পারে না ; যেমন পক্ষীর পুচ্ছ অগ্নি লাগিয়া থাকিলে কোথায়ও উড়িয়া যাইলেও তাহার নিস্তার থাকে না, সেইরূপ অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গেই চলিতে থাকে । ২২২

যতদিন কর্মকল ভোগের অবসান না হয়, ততদিন শত্রুর সহস্র চেষ্টাতেও জীবের জীবন যায় না । বহ্নিপ্রয়োগ, বিষদান, শস্ত্র প্রহার

ভিক্ষাচরঃ সমাবিষ্টবধো জয়মতীগৃহাং ।

নক্তং বধ্যভূবং নিস্ত্রে বধ্যকৈঃ পার্থিবাজ্ঞয়া ॥ ২২৪

প্রাণি প্রক্ষেপ্য নিক্ষেপ্য বিতস্তায় সন্নীরণৈঃ ।

কিশ্তুভটং স্বর্ণং স্পন্দমানবক্ষাঃ কৃপালুনা ॥ ২২৫

বিজেনৈকেন সংপ্রাপ্তাশ্চিরাহুগতচেতনঃ ।

আগমত্যভিনানয়া জ্ঞাতির্দিক্কেতি গৌরবাৎ ॥ ২২৬

শাহিনুজৌভিকস্তায় দত্তশ্চতুরয়া তয়া ।

নৌতো দেশান্তরং গুঢ়ং ববুধে দক্ষিণাপথে ॥ ২২৭

শরভেন প্রভৃতি যাহা কিছু বধোপায় আছে, অকালে প্রয়োগ করিলে কিছুতেই প্রাণনাশ হয় না । ২২৩

ভিক্ষাচরের জীবনে উহা প্রমাণিত হইয়াছে । রাজা কতিপয় ঘাতকে আদেশ দেন, যেন রাজী জয়মতীর গৃহ হইতে বাহিরে যোগে ভিক্ষাচরকে বধ্যভূমিতে লইয়া গিয়া হত্যা করা হয় ; ঘাতকেরা তদনুসারে ঐ শিক্কে লইয়া যায় এবং পার্বণে আছাড় দিয়া মৃতবোধে বিতস্তার জলে ফেলিয়া দেয় । শিক্কেবহ বাবুবেগে চালিত হইয়া তটে নিক্ষিপ্ত হয় ও কিয়ৎকাল পরে তাহার বক্ষস্পন্দন করিতে থাকে । এমন সময় এক কৃপালু ব্রাহ্মণ দেখিতে পাইয়া শিক্কে স্বগৃহে লইয়া যায় ; তথায় তাহার সম্পূর্ণরূপে চেতনা সন্ধার হয় । ২২৪।২২৫

তৎপরে ব্রাহ্মণ ঐ শিক্কে আশ্রমতী নামী মহিলার হস্তে প্রদান করেন ; হর্ষরাজ-মহিষী শাহিনুজৌর গৌরব করিয়া দাক্ষকুল-জ্ঞাতি আশ্রমতীকে দিক্ নামে সম্বোধন করিতেন ; অচতুরা দিক্ সেই শিক্কে সম্বোধনে দক্ষিণাত্যে লইয়া যান ও তথায় শিক্কে বয়ঃপ্রাপ্ত হয় । ২২৬।২২৭

স বৃত্তপ্রত্যভিজ্ঞোথ পুত্রবয়সবর্ণনা ।

মালবেশেণ শত্ৰুজ্ঞবিজ্ঞাত্যাসমকারিত ॥ ২২৮

অন্তর্দীপ্যং যাতয়িত্বা তত্শূলাবয়সং শিশুন্ ।

রক্ষিতো জয়মতৌব স কিলেত্যপরেক্রবন্ ॥ ২২৯

দেশান্তরাগতান্দুতাত্ত্বাং বার্তীমুপলব্ধবান্ ।

অত এবাভবন্তস্তা ভূভূদ্বিরলিতাদরঃ ॥ ২৩০

বহিরপ্রতিভিন্দন্তৎস ধীরো মার্গবর্ত্তিভিঃ ।

চক্রে তদপ্রবেশায় সংবন্ধং স্থিতিবৈঃ সমন্ ॥ ২৩১

ঈর্ষ্যামগোপয়দ্রাবীঃ শঙ্কামচ্ছাদয়নিপোঃ ।

স্বয়মজ্ঞাভিগম্যস্বং করোতি হি জড়ো জনঃ ॥ ২৩২

মালবেশে, নরবর্ণা তাহাকে প্রাপ্ত হইয়া পরিচয় জানিতে পারিলেন এবং স্বীয় রাজধানীতে রাখিয়া পুত্রবৎ পালন করিতে লাগিলেন; সঙ্গে সঙ্গে অন্ত্র শস্ত্রাদি বিদ্যা বিষয়ে সুশিক্ষিত করিয়া তুলিলেন । ২২৮

রাজ্য জয়মতী ভিক্ষাচরের তুল্যবয়স অন্ত্রএক শিশুকে যাতকহস্তে সমর্পণ করিয়া, রাজপুত্রের প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এরূপ একটা জনবহু শুনিতে পাওয়া যায় । ২২৯

রাজ্য বিদেশাগত দূতমুখে এই ব্যাপার অবগত হইয়া একাধা রাজ্য জয়মতীর দ্বারা হইয়াছে ননে করিয়া, রাজ্যের প্রতি ক্রমশঃ বিকৃত হইয়া উঠেন । ২৩০

কিন্তু মনোগত ব্যাপার কিছুমাত্র বাহিরে প্রকাশ না করিয়া, সুধীর নৃপতি কান্দীশ-প্রান্ত-দেশীয় রাজসুগণের সহিত এরূপ সন্ধিবন্ধন ও মৌহান্দী স্থাপন করিলেন, যাহাতে উক্তবকালে ভিক্ষাচর কান্দীশ-রাজ্যে প্রবেশ কালীন পথ না পান । ২৩১

ভিক্ষাচরে হতে বালং কক্ষিদাদায় তৎসমম্ ।
 তন্মায়া খ্যাতিমনয়দ্বিদ্ভৈবেত্যপরেক্রবন ॥ ২৫৩
 তথ্যেন সোস্ত্র মিথ্যা বা প্রতিষ্ঠাং তাং তথাপ্তবান্ ।
 যথা লঘুত্বমানেভুং ন দৈবেনাপ্যশক্যত ॥ ২৫৪
 স্বপ্নেন্দ্রজালমায়ানামপি নির্বিষয়া ইমাঃ ।
 কৰ্মবৈচিত্র্যাজনিতাঃ কাশ্চিদাশ্চর্যবিশ্লেষঃ ॥ ২৫৫
 স রাজবীজী নাশায় বিশাং প্লুতং ব্যবৰ্জিত ।
 পুরগ্রামাদিদাহায় কক্ষান্তরিব পাবকঃ ॥ ২৫৬

যিনি নারীর নিকটে হৃদয়গত জীর্ণা গোপন না করেন ; শত্রুর নিকট আন্তরিক আশঙ্কা প্রচ্ছন্ন না রাখেন ; তিনি মুচুজনের জ্ঞান সহজে অপরের দ্বারা পরাভূত হইবার মত কার্য্য করেন । ২৫২

পক্ষান্তরে, অনেকের মুখে একরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, ভিক্ষাচরকে নিহত দেখিয়া, দিদা অপর একটি তৎসদৃশ শিশুকে ভিক্ষাচর নামে দাক্ষিণাত্যে পরিচিত করাইয়া ছিলেন । ২৫৩

একথা সত্য হউক কিম্বা মিথ্যা হউক, কিন্তু মালবদেশে ভিক্ষাচর যেকরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন, তখন তাঁহার যশোলাভের কথা দৈবেয়ও অসাধ্য ছিল । ২৫৪

বৈচিত্র্যপূর্ণ প্রাক্তন কর্মবশে যে সকল আশ্চর্য্যকর দেখা যায়, তাহা স্বপ্নের অগোচর, ইন্দ্রজালের অসাধ্য ও মায়ার অজীত । ২৫৫

সেই রাজবংশজাত ভিক্ষাচর গোপনভাবে পরিবর্তিত হইয়া, শুদ্ধ দাক্ষিণী গুহ জননের জ্ঞান, প্রজাকুলের বিনাশার্থ এক নগর ও গ্রামাদির দাহনার্থই যেন রক্ষিত হইয়াছিল । ২৫৬

বোহত্যাত্তিকসীমনি প্রতিবিবা বীরবিষম্মারুহঃ
 কালে প্রাবুপজ্ঞতাচ্ছসলিলে মুচ্ছ ত্যগন্ত্যোদয়ঃ ।
 সর্গচ্ছেদবিধিক্কাশুদয়তো দৃষ্ট ১ কিলোপদ্রবা-
 সংধত্তে প্রতিকারকল্পনমহো দীর্ঘাবলোকী বিধিঃ ॥ ২৩৭
 অজায়ত বিপশ্মজ্জগদুচ্চরণকমঃ ।
 তন্নির্যেব সগে বস্মাংসুসঙ্গল্লাপত্তেঃ সূতঃ ॥ ১৩৮
 তজ্জন্মকালানারভ্য সর্কতো জয়মার্জয়ন্ ।
 নানাম্বর্থং নৃপত্তন্ত জয়সিংহ ইতি বাধ্যৎ ॥ ২৩৯
 শাস্তেঃ সর্কার্থসিদ্ধাখ্যা যথা সর্কার্থসিদ্ধিভিঃ ।
 তথা তন্তাভিধাবর্থা নাত্যজ্জরুচিশকতাম্ ॥ ২৪০

বিষবৃক্ষের সন্নিকটেই বিষনাশিনী লতা জন্মিতে দেখা যায় ; বর্ষার
 উপক্রমে সলিলের স্বচ্ছতা নাশ হইলেই পুনরায় অগস্ত্যের উদয় হয়
 (অগস্ত্যোদয় হইলেই জল নির্মল হয়) ; হস্তিনাশকারী উপদ্রবসমূহ
 প্রাজ্জ্বলিত হইলেই, দীর্ঘদর্শী বিধাতা তৎসমূহের সঙ্গে সঙ্গে আশ্চর্য্য
 প্রতিকার কল্পনা করেন । ২৩৭

যেহেতু, ঠিক সেই সময়েই সুসঙ্গল নরপতির একটি নবকুমার
 বিপদ সলিলে নিমগ্ন প্রায় অগস্ত্যের উদ্ধার সমর্থ হইয়াই (যেন)
 জন্মিয়াছিল । ২৩৮

এই শিশুর জন্মসময় হইতেই জয়সী অর্জিত দেখিয়া নৃপতি স্বীয়
 পুত্রের জয়সিংহ এই সার্বক নাম রাখিয়াছিলেন । ২৩৯

যেমন ধর্ম্মপ্রচারক শাক্য সিংহের অপরা নাম সর্কার্থ সিদ্ধ, সর্ব
 প্রকার সিদ্ধি লাভ হেতু সার্বক ও তাহাতেই রূঢ় হইয়া আছে,

মুদ্রাং সঙ্কল্পমস্তাভ্যে তদীরস্তাভ্যাপাগতাম্ ।

বিলোকোচ্চলদেবোভূত্বিমমুদ্রাভ্যেতি ॥ ২৪১

বালশৈবোভ্যমুদ্রাভ্যে বৈরং পিতৃপিতৃব্যয়োঃ ।

নিবারয়ন্তী বিদধে স্তুতিতঃ মণ্ডলদ্বয়ম্ ॥ ২৪২

স স্বর্গিণঃ পিতুর্নামা ততঃ স্তুতসিদ্ধয়ে ।

চকোরোচ্চলভূপালঃ পৈতৃকে স্তুতিগুণে মঠম্ ॥ ২৪৩

গোভূমিহেমবস্ত্রান্নদাতা ভস্মিন্নমহোৎসবে ।

আশ্চর্যকল্পবৃক্ষস্বং ত্যাগী সর্বার্থিনামগাং ॥ ২৪৪

প্রসাদৈঃ প্রহিতৈস্তেন মহার্থৈঃ শ্রাদ্ধ্যসংপদা ।

মহাস্তোপি দিগন্তেষু পার্থিবা বিস্ময়ং যযুঃ ॥ ২৪৫

সেইরূপ জয়সিংহ এই শকার্থানুগত আখ্যাও সামান্য ভাবে ব্যবহৃত হইলেও ক্রটি শব্দের শক্তিসূচক হয় নাই । ২৪০

শিষ্ঠের কুসুম-রাগ-রক্ত চরণতলে চিহ্নাদি দেখিয়া উচ্চল রাজাও ভ্রাতার প্রতি বৈরভাব পরিত্যাগ করিলেন । ২৪১

বালকের চরণ চিহ্নই পিতা ও পিতৃব্যের শত্রুতা বিদূরিত করিল ; তখন উভয় রাজ্যই (কান্দীর ও লোহর) সুস্থভাবে রহিল । ২৪২

তদনন্তর শ্রীয বংশের ভাবী প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনা করিয়া রাজা উচ্চল বাসভবনের উপরি স্বর্গীয় পিতৃদেবের নামে পুণ্যার্থে একটি মঠ নির্মাণ করিলেন । উক্ত মঠ প্রতিষ্ঠাকালে মহোৎসব হইয়াছিল । দানশীল রাজা সর্বপ্রকার প্রার্থীদিগকে গো, ভূমি সুবর্ণ বস্ত্র ও অন্নদান করিয়া অদ্বুত কল্পতরুর ছায়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ২৪৩।২৪৪

উচ্চলের সম্পদের সীমা ছিল না, তিনি প্রান্তদেশীয় সামন্ত রাজগণকে ও অন্যান্য প্রদেশীয় রাজগণকে যে সকল মহানুভব

/ তত্ প্রসাধিগতাং শ্রিয়ং নেতুং পরাক্র্যতাম্ । -

বিহারং সমঠং দেবী জয়মতাপি নির্মমে ॥ ২৪৬

কেবাংচিংপূর্বপুণ্যানাং বিরহেণ মহীভুজঃ ।

হতানীষ্টাভিধানোভূম্ঠা নবমঠাধ্যয়া ॥ ২৪৭

সুলাং স্বসারমুদিশ্চ পরশ্বিন্ধুগুলে পিতুঃ ।

বিহারোপি কৃতস্তেন নৌচিতাং খ্যাতিমায়মৌ ॥ ২৪৮

মৃত্যোর্মন্তকপাতিস্বং তস্তাকলয়তঃ কিল ।

ন নিষ্ঠাং স্বপ্রতিষ্ঠাসু স প্রাপেদে ব্যয়স্থিতিঃ ॥ ২৪৯

উপহার প্রেরণ করিয়াছিলেন, তদদর্শনে তাঁহার বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলেন । ২৪৫

/ দেবী জয়মতীও ভর্তার প্রসাদে প্রচুর সম্পদ লাভ করিয়া স্বয়ং মঠ যুক্ত একটি বিহার নির্মাণ করিয়া ঐশ্বর্য্যের পরিচয় দিয়াছিলেন । ২৪৬

কিন্তু রাজার পূর্বজন্মের কোন পাপ ছিল বলিয়া, তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মঠটিকে লোকে “নব মঠ” বলিত, প্রকৃত নাম কেহই করিত না । ২৪৭

এমন কি ভদ্রীয় সোদরা সুলায় নামেও নব মঠের নিকটে একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন, তাহাও নামানুরূপ খ্যাতি প্রাপ্ত হয় নাই । ২৪৮

হঠাৎ মৃত্যু হইতে পারে এই চিন্তা তাহার মনে উদ্ভিত না হওয়ায় সম্ভবতঃ প্রতিষ্ঠিত মঠ ও বিহারের নিত্য সেবার জন্য কোনরূপ স্থায়ী বৃত্তির বিধান করেন নাই । ২৪৯

কদাচিত্ত্রমরাজ্যস্থো ব্রহ্ম, যথিং স্বয়ংভুবম্ ।

যযৌ বর্হণচক্রাখ্যং গিরিগ্রামং স ভূপতিঃ ॥ ২৫০

তং কমলেশ্বরগ্রামাধরনা যান্তবলৈরনু ।

অকস্মাদেভ্য তত্রত্য্যশৌর্য্যশ্চাশালশক্তিগণঃ ॥ ২৫১

প্রজিহৌষু ভিরপ্যাশু তস্মিন্নত্যন্নসৈনিকে ।

ন তৈঃ প্রহৃতমুদ্রোজো বটন্তস্তস্তিহাযুধৈঃ ॥ ২৫২

অথ হারিতমার্গঃ স গহনে গিরিগহবরে ।

ভ্রমরম্মানুযায়োকাং ক্ষণদামত্যাবাহরৎ ॥ ২৫৩

উচ্চাচর কণে তস্মিন্ধক্কাবारेषু হুঃসহা ।

নাতি রাজেতি দুর্কীর্তী সর্বতঃ ক্ৰোভকারিণী ॥ ২৫৪

কটকান্নিঃস্রতাত্মা বাত্যোঃ গিরিগহবরে ॥

সা হুঃপ্রবৃদ্ধিদীর্ঘজং পুরেবণ্য ইবাসদৎ ॥ ২৫৫

কোন সময়ে রাজা স্বপ্নে অগ্নি দেগিবার জন্ত ক্রমবাক্যে উপস্থিত
ন, তথা হইতে বর্হ-চক্র নামক গিরি গ্রামে গমন করেন । ২৫০

যে সময়ে রাজা কমলেশ্বর গ্রামের পথে যাইতেছিলেন, সেই
সময়ে তত্রত্য সশস্ত্র চণ্ডাল চৌরেরা তাহার উপর অস্ত্রধাত ক্রিতে
উত্তত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার তেজস্বিনী মূর্তি দেখিয়া তাহাদের হস্ত
স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছিল । ২৫১—২৫৩

অনন্তর তিনি সেই দুর্গম গিরিগহবরে পথ ভ্রষ্ট হইয়া কতিপয়
অশ্বের সঙ্গে সমস্ত রাজি ভ্রমণে ধাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন । ২৫৪

ইত্যবসরে সেনানিবাসে “রাজা নাই” এরূপ একটা জনবহু
প্রচারিত হওয়ার সৈন্তদল চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল । ২৫৫

যেমন গিরিগহবর হইতে সামান্ত বাত্যা উঠিয়া ক্রমশঃ সমস্ত

নগরাধিকৃতস্তস্মিন্ক্ষেপে ছুড্ডাভিধোভবৎ ।

শক্তিগঃ কামদেবস্ত কুল্যো রডডাদিসৌদরঃ ॥ ২৫৬

কৃষ্ণা পুরক্ষোভশাস্তিঃ শত্রোকঃ স নৃপাস্পদে ।

প্রবিশ্য ত্রাতৃভিঃ সার্কং কার্ষশেষমচিক্ষরৎ ॥ ২৫৭

নৃপং কং কুর্শ্ব ইত্যেবং তাম্ভিচিক্ষয়তোব্রবীৎ ।

সড্ডাভিধোপি কামন্থঃ কুটুম্বিকুটীশয়ঃ ॥ ২৫৮

যুযমেব স্নহবক্কৃত্যবাঙ্কলাহুর্জয়াঃ ।

রাজ্যং কুরুত সংপ্রাপ্য রাষ্ট্রমেবমকষ্টকম্ ॥ ২৫৯

তেনৈবনুজ্ঞান্তে গাংগা জাতরাজ্যস্পৃহান্ততঃ ।

সিংহাসনাধিরোহায় কিপ্রমাসন্নমুত্ততাঃ ॥ ২৬০

অরণ্যকে বিচলিত করে, সেইরূপ এই সামান্ত ঘটনা রাজধানী মধ্যে প্রচারিত হইয়া একটা বৃহৎ ব্যাপারের সৃষ্টি করিয়াছিল। ২৫৫

কামদেব নামক কোন সৈনিকের কুলজাত রডডাদির সহচর ছুড্ডা নামক একব্যক্তি তৎকালে নগরাধিকারী ছিল। সে কোনরূপে নগরের চাকল্য নিবারণ করিয়া ত্রাতৃগণের সহিত রাজত্ববনে প্রবেশ করিয়া শেষ কর্তব্য সন্ধানে পরামর্শ করিতে লাগিল। কাহাকে রাজপদে অধিষ্ঠিত করা হইবে? এই চিন্তায় যখন তাহার ব্যস্ত ছিল, এমন সময়ে রাজকুটুম্বদিগের মধ্যে চক্রান্ত ঘটাইবার উদ্দেশে সড্ডা নামক একজন কাদম্ব বলিল—সেখ তোমরা এক্ষণে স্নহব, বক্ক ও বাঙ্কল ভৃত্যবর্গ দ্বারা বেষ্টিত হওগার, হুর্জয় বল সম্পন্ন ; অতএব এই অনায়াস-লব্ধ রাজ্য নিকটকে ভোগ কর। ২৫৬—২৫৯

তাহার এই কথা শুনিয়া সেই পার্শ্ববাসিগণের অন্তঃকরণে

ঐশ্বর্যবদেবস্ত বংশা এত ইতি শ্রুতিঃ ।

তদধিয়েভুৎসর্কেবাং রাজ্যোৎসুকাপ্রদামিনী ॥ ২৬১

অত এবাভবৎক্রোধং তেষাং কুসুমহৃক্তিভিঃ ।

সা বাসমান্ধঃসংলীনা সদাচারানপেক্ষিণাম্ ॥ ২৬২

কথং ন প্রতিভাষেবা সড্ডস্তাপি কুপক্ৰুতিঃ ।

ভারিকস্ত কুলে জাতো লুবটস্ত হি সোধমঃ ॥ ২৬৩

ক্ষেমদেবাভিধানস্ত পুত্রোপ্যন্ননিম্নোগিনঃ ।

কুরাশয়মভ্রমহাসাহসিকোচিতম্ ॥ ২৬৪

চৌর্ধেণ স্বর্ণভূজারং হতবাহুপতেগৃহাং ।

সজ্জাবিতোপি গান্ধীৰ্ম্মাজ্জায়ি স কিলেজ্জিতৈঃ ॥ ২৬৫

রাজ্যলিপ্সা জাগিয়া উঠিল এবং সম্বরে সিংহাসনে আরোহণ করিতে উত্তত হইল । ২৬০

// এইরূপ জনপ্রবাদ আছে—ইহারা ঐশ্বর্যবদেবের বংশ সন্তৃত । এই বংশের উৎপন্ন সকলেরই রাজা হইবার উৎসুকা জন্মিত । ২৬১

এইজন্যই এই সদাচার পরিভ্রষ্ট পাপিষ্ঠেরা কুবুদ্ধি মিত্রের বাক্যে রাজদ্রোহী হইত এবং সর্বদাই অন্তরে রাজ্য বাসনা গোষণ করিত । ২৬২

সড্ড কেন এই কুকার্য্যকে মনে উদ্ভিত হইতে না দিবে ? সে নরাদম, লুবট নামক এক ভারবাহকের কুলে জন্মিয়াছিল । ২৬৩

ক্ষেমদেব নামক কোন ক্ষুদ্র কর্মচারীর এক পুত্রও হুঃসাহসিক-মূলভ কুরভাবাপন্ন হইয়াছিল । ২৬৪

ইত্যপূর্বে রাজভবন হইতে সে একটা স্বর্ণভূজার অপহরণ করে ; আকার ইঙ্গিতে উহাকে সন্দেহ হয়, কিন্তু সে ধূর্ত একরূপ গান্ধীৰ্ম্ম্য প্রকাশ করিয়াছিল যে আর ধরা পড়িল না । ২৬৫

সাসিধেহুর্নিরুক্ষীষো বিহসন্নখিলানুস্রবাৎ ।
 রাজপুত্র ইবাত্যন্নং স ত্রৈলোক্যমমৃতত ॥ ২৬৬
 তস্ত চিন্তা কাচিদাসীৎসদা দৌল্যায়তোজুলীঃ ।
 বা রাজ্যাহেতুঃ ক্রুরেণ ফলেন সমভাব্যত ॥ ২৬৭
 তদপিরা নিজসংকল্পাদপি তে রাজ্যলালসাঃ ।
 নৃপং জীবন্তমাকর্ষ্য ততোভূবনহতস্পৃহাঃ ॥ ২৬৮
 ন ক্ষুরন্ন চ সংমীলন্ন বা শূণ্ড ইবানিশম্ ।
 তেষাং চেতসি সংকল্পস্তদাপ্রভৃতি সোক্তবৎ ॥ ২৬৯
 অশুস্থিরাদরেণাথ শনৈকৈঃ পৃথিবীভূজা ।
 নিম্নিবে মধ্যমাং বৃত্তিং রাজস্থানান্নিবার্য তে ॥ ২৭০

সে তরবারি লইয়া নয়শিরে বেড়াইত ; সকল গোকেকেই হাঙ্গ
 বিক্রপ করিত ; যেন এক রাজপুত্র ; সমস্ত ত্রৈলোক্যও তাহার পক্ষে
 যেন সামান্ত বস্তু । ২৬৬

সে সর্বদাই অজুলী সকালন করিয়া কি এক চিন্তা করিত ;
 তাহার যে রাজ্যলাভের জন্তই চিন্তা, তাহা তাহার কটুকলেই
 প্রমাণিত হইয়াছিল । ২৬৭

তাহার বাক্যে এবং নিজেদের সঙ্কল্পেও বটে, ছুড়াদিরা
 রাজ্যলোলুপ হইয়াছিল, কিন্তু যেমন সংবাদ আসিল, রাজা উচ্চল
 জীবিত আছেন, অমনি তাহার হতাশ হইয়া পড়িল । ২৬৮

তদবধি তাহাদিগের চিন্তে রাজা হইবার সঙ্কল্প সর্বক্ষণ জাগরুক
 ছিল, স্পষ্টতঃ বাহিরে প্রকটিত না হইলেও, দিবানিশি যেন, না শূণ্ড
 না উন্নীলিত, ভাবে থাকিত । ২৬৯

রাজার আদর ক্রমশঃ লোপ পাইল তাহার রাজসভার কণ্ঠ
 হইতে পদচ্যুত হইল, সামান্ত কার্যে বহিল মাত্র । ২৭০

প্রকৃত্য কক্ষবাগ্নাজা সর্বেষামেব সর্কদা ।

তেষামপ্যকরোদজ্ঞান্তরে মর্শ্বস্পৃশঃ কথাঃ ॥ ২৭১

তে রাজো হর্ষভূতভূতঃ পিতরি প্রময়ং গতে ।

মাতৃস্তাকণ্যমন্তায়া বিধবায়া গৃহেবসন্ ॥ ২৭২

তৈশ্চত্বাসত্তকো নাম শত্রুভূৎপ্রাতিবেশিকঃ ।

সুহৃদতোথ বিশ্বস্তো জননীজারশকয়া ॥ ২৭৩

অসতীমপি কিং নৈতে ব্রহ্মহ্মিতি ভূপতিঃ ।

বিচার্য কোপান্তমাতুর্নাসাচ্ছেদমকারয়ৎ ॥ ২৭৪

তাং কথাং স নৃপস্তেষাং পরোকমুদঘোষয়ৎ ।

ক পুত্রাশ্চিন্ননাসায়া দদমিত্যম্বিষে চ ॥ ২৭৫

রাজা সকলকেই সর্কদা কক্ষ বাক্য বলিতেন ; এই অবসরে তাহাদিগকেও মর্শ্বাস্তিক বাক্য বলিতে লাগিলেন । ২৭১

হর্ষ রাজার শাসনকালে তাহাদিগের পিতার মৃত্যু ঘটে, তাহাদিগের বিধবা মাতা যৌবনমত্তা ছিল । তাহারা মাতার গৃহেই থাকিত । মন্তাসত্তক নামক সৈনিক তাহাদিগের প্রতিবেশী, বিশ্বস্ত ও সুহৃদ ছিল, উহারা ঐ ব্যক্তিকে জননীর জার মনে করিয়া বধ করে ; ভূপতি এই ব্যাপারের তদন্ত করেন ও বিচার করিয়া স্থির করেন যখন উহাদের মাতা অসতী, তখন উহারা কেন তাহার নিগ্রহ করিল না, অতএব ক্রুদ্ধ হইয়া উক্ত রমণীর নাসা কর্ত্ত্ব ছেদনের আজ্ঞা দিয়াছিলেন । ২৭২—২৭৪

ভূপতি প্রায়ই তাহাদের অসাক্ষাতে ভৃত্যদিগকে জিজ্ঞাসা করিতেন, সেই ছিন্ননাসার পুত্রেরা কোথায় ? ইহার উপর নাসিকা ছেদন ঘটনা স্বয়ং বর্ণনাও করিয়াছিলেন । ২৭৫

বৃহদগজাদিগঞ্জেশং কৃত্বা কার্যান্যাবারয়ৎ ।

স কায়াস্বকৃতাস্তবৎ ভজসভমশি প্রভুঃ ॥ ২৭৬

পীড়িতস্তেন রৌদ্রেণ নিজোধ গণনাপতিঃ ।

কোশোৎপত্তাপহন্তারং তং নৃপায় জবেদয়ৎ ॥ ২৭৭

প্রবেশভাগিকপদে হতে রাজা কৃৎ ততঃ ।

স তুরো রডভুজুডাদীনৈপ্রৈয়ৎপূর্কচিহ্নিতে ॥ ২৭৮

জিবাংসবন্তে নৃপতিং প্রসজাপেক্ষিণঃ পরৈঃ ।

সমগংসত হুশ্রষ্টৈরথ হংসরথাদিভিঃ ॥ ২৭৯

প্রজিহীষু ভিক্করীশং পীতকোশোঃ সমেত্য তৈঃ ।

চতুস্পকানি বর্ষাণি নাবাপ্যবসরঃ কচিৎ ॥ ২৮০

কায়স্থদিগের পক্ষে কৃতাস্ততুল্য নরপতি যদিও পূর্বে সভকে বৃহদগজাদি গঞ্জেশর অধিকার দিয়াছিলেন ; অধুনা তাহাকে তৎপদ হইতে অপসারিত করিলেন । ২৭৬

অনন্তর একদিন সভের অধীনস্থ হিসাবরক্ষক তৎকর্তৃক পদপিপীড়িত হইয়া রাজসমীপে নিবেদন করে যে, সভ বহুপরিমাণে রাজকোষ অপহরণ করিয়াছে । ২৭৭

রাজা হুজুবণে নিতান্ত রোষাবিষ্ট হইয়া তাহাকে প্রবেশভাগিকের কর্ম হইতে অপসারিত করিলেন ; তখন সেই তুরকর্ষী সভ রডভুজুডাদিকে পূর্ক সঙ্কলিত রাজদ্রোহের পরামর্শে প্ররোচিত করিল । ২৭৮

তখন তাহার রাজাকে হত্যা করিতে ইচ্ছুক হইল এবং হংসরথ প্রভৃতি অস্ত্রাস্ত্র কতিপয় দ্বর্ষি ব্যক্তির সহিত পরামর্শ করিতে লাগিল । ২৭৯

তাহারা কোশ পান করিয়া রাজহত্যায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইল বটে

বহুভির্কছা ভির্নৈর্কছকাণং বিচিস্তিতঃ ।

ন ভেদমগমম্বজ্ঞঃ স চিত্রং লোকদ্রুতৈঃ ॥ ২৮১

তুর্ভেতাং কুরুতে শত্ৰুপো মর্শম্পৃশং কথাম্ ।

ইতি প্রত্যেকযুক্ত । তে বিরাগং পার্থিবভজন্ ॥ ২৮২

তৈরুদঃপার্শ্বপৃষ্ঠাদি গুটৈর্কর্মভিরাগ্নসৈঃ ।

প্রচ্ছান্ত পার্থিবোজস্রমহুসশ্চে জিবাংস্রভিঃ ॥ ২৮৩

অসহো বিরহং সোদুং যাং প্রাসাদয়িতুং ন কাম্ ।

রাজাপি সংদখে চেষ্ঠাং প্রাক্ প্রাকৃতভুজসবৎ ॥ ২৮৪

স্বভাববৈপরীত্যেন নাশচিহ্নেন স স্থিরাম্ ।

জয়মত্যা সতাপ্রীতিং তদাদাদৎসবদ্বয়ম্ ॥ ২৮৫

কিন্তু চারি পাঁচ বৎসর কাল মধ্যে কোন সময়ে রাজাকে প্রহার করিবার অবসর পায় নাই । ২৮০

বহুকাল হইতে এই বড়যন্ত্র চলিতেছিল ; অনেক লোকও ইহাতে যৌগ দিয়াছিল ; তাহাদিগের মধ্যে মতভেদও ছিল ; কিন্তু কি আশ্চর্য্যের বিষয় ! পূর্বে প্রজাদিগের দুর্ভাগ্য বশতই এই চক্রান্তের ব্যাপার প্রকাশ পায় নাই । ২৮১

“রাজা তোমাকেই ত সেই মর্শভেদী বাক্য বলিয়াছেন” এই কথা তাহারা পরস্পরকে বলিয়া রাজার বিরুদ্ধে চক্রান্ত ব্যাপারটি সজীব রাখিয়াছিল । ২৮২

রাজজিবাংস্ররা, সর্বদাই স্ব স্ব উরু, পার্শ্ব ও পৃষ্ঠদেশ লোহ বর্ষাবৃত্ত করিয়া সর্বদা রাজার অনুসরণ করিত । ২৮৩

পূর্বে যিনি জয়মতীর বিরহ সহনে অসমর্থ হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার নিমিত্ত রাজা হইয়াও কত যত্নই না করিয়াছেন ; সেই রাজা,

রক্ষাং ভিক্ষাচরত্যাহ্নিমিত্তং তত্র কেচন ।

কেচিদ্ধু বিদ্যাৎসদৃশীং প্রেমাং তরলবৃত্তিতাম্ ॥ ২৮৬

অথ বহু লভুভতু রাষ্ট্রজা বিজ্জলাভিধা ।

কৃতপাণিগ্রহাশ্রাপাৰাভ্যঃ বসুধাভুজঃ ॥ ২৮৭

সংগ্রামপালে নৃপতৌ তপ্তিন্নবসরে মৃতে ।

তৎস্বল্পঃ সোমপালাখ্যঃ পিত্র্যং রাজ্যং সমাদধে ॥ ২৮৮

রাজ্যার্থমগ্রজং বদ্ধা সোভ্যষিত্যত চাক্রিকৈঃ ।

ইতি কোপান্নরেক্রোধভুৎক্রোধরাজপুত্রীং প্রতি ॥ ২৮৯

আজ দুই বৎসর ধরিয়া জয়মতীকে গভীর অশ্রদ্ধা দেখাইয়া আনিত-
ছেন ; স্বভাবের এইরূপ পরিবর্তন বিনাশ কালের পূর্ব
লক্ষণ । ২৮৪।২৮৫

জয়মতীর প্রতি রাজার এতাদৃশ বীতরাগ হইবার কারণ, কেহ
কেহ এইরূপ নির্দেশ করেন যে জয়মতী ভিক্ষাচরকে রক্ষা করিয়া-
ছিলেন ; রাজা তাহা অবগত হইয়াই অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইলেন ।
কোন কোন ভাবকের মত এই, প্রেমের গতিই বিদ্যাৎ সদৃশ তরল ;
কোথাও চির স্থির থাকে না । ২৮৬

অনন্তর ভূপতি বর্তুল নেশাধিপতির কল্পা বিজ্জলার পাণিগ্রহণ
করিলেন, তিনি ভর্তার সাতিশয় প্রণয়ভাগিনী হইয়াছিলেন । ২৮৭

এই সময়ে রাজা সংগ্রামপালের মৃত্যু হয় ; তৎপুত্র সোমপাল
পৈতৃক রাজ্য প্রাপ্ত হইলেন । ২৮৮

ক্রোধকরীবা রাজ্যার্থ তদীয় অগ্রজকে কারাবদ্ধ করিয়া সোম-
পালকে অভিবিক্ত করিয়াছে, এই বার্তা পাইয়া নরপতি রাজপুত্রীর
রাজ্যের উপরি সক্রোধ হইয়াছিলেন । ২৮৯

লক্ষ্মীহৈৰ্য্যপ্রতিভুবঃ পুত্রায়াঃ পাণিমজিগ্রহৎ ।

স্বাপঃ সৌভাগ্যলেখায়াঃ সৌমপালেন রাজতা ॥ ২৯০

অর্থিচিন্তামণেশত্ৰুত্বাঃ প্রীণতো নিধিলাঃ প্রজাঃ ।

নানাব্যয়োর্জিতো য়েজ্ঞে পশ্চিমঃ স মহোৎসবঃ ॥ ২৯১

যাতে জামাতরি স্নাত্ত্যক্রে নিখিলতদ্বিগঃ ।

নিবৃত্তীঃ কিমপি ক্রুধ্যন্ক্রুধ্যন্ত ব্যসজ্জয়ৎ ॥ ২৯২

ভোগসেনোপি ভূপেন কালে তন্নিশ্চয়মহুয়া ।

নিবারিতো দ্বারকাৰ্য্যৎসবৈরঃ সমপশ্চত ॥ ২৯৩

বিজ্ঞাতঃ স হি কাৰ্য্যাহো নির্জিতাধিলভামরঃ ।

সুসলস্বাপতিং জেতুং প্রতস্থে গোহরং পুরা ॥ ২৯৪

রাজা সৌমপালের দ্বারা সুস্থিরা মুক্তিমতী লক্ষ্মীর স্তায় স্বীয় তনয়া সৌভাগ্যলেখার পাণিগ্রহণ সংস্কার করাইয়াছিলেন । ২৯০

প্রজাবর্গের প্রীতি সম্পাদন জন্ত এই বিবাহোৎসবে দানশীল রাজা প্রভূত ধন ব্যয় করিয়াছিলেন । এই উৎসবই তাঁহার জীবনের শেষ উৎসব হইয়াছিল । ২৯১

তাঁহার জামাতা গ্রহণ করিবার পর, তিনি সামান্ত কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া তন্ত্রীদিগকে বৃত্তিচ্যুত করিয়াছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহী কৰ্মচারী-দিগকে মুক্তি দিয়াছিলেন । ২৯২

এই সময়ে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বারপতি ভোগসেনকে দ্বার বন্ধা কাৰ্য্য হইতে অপসারিত করার, তিনিও তাঁহার শত্রু মধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন । ২৯৩

ভোগসেন অত্যন্ত পরাক্রমী ছিলেন । তিনি দ্বারপতিবে নিবৃত্ত থাকি কালীন ডামরদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া, সুসলকে জয়

বাৎসল্যমিশ্রং বৈবেণ বারিতোধ মহীভুজা ।

তৎপরীবাদমকরোচ্চক্ৰোধাবেত্য তচ্চ সঃ ॥ ২৯৫

প্রাবেশয়নুড্ডুড্ডুগুখান্স সমদ্যাস্তরম্ ।

তয়াদিসুহৃদং বীরং তদা রাজ্ঞা বিমানিতম্ ॥ ২৯৬

বিমানিতা বিশলেচ্ছাঃ সংহতা হতবৃত্তয়ঃ ।

ন তে বহিষ্কৃতান্তেন যমরাষ্ট্রঃ জিগীষতা ॥ ২৯৭

তান্ভোগসেনবিন্ধ্যস্তসডাবানুকুটিলাশয়ঃ ।

সডো নিনিদ্য বীরস্বাত্তং জানন্মরলাস্তরম্ ॥ ২৯৮

উচে চাষ্টেব হিষাপি প্রাণাঘ্যাপাত্ততাং নৃপঃ ।

ভোগসেনোত্তথা ভেদং কুর্যাদগহনাশয়ঃ ॥ ২৯৯

করিবার জন্ত লোহারে যাইতে চাহিয়াছিলেন । তখন রাজার সহিত স্নানস্নেহের বিরোধ চলিলেও, ভ্রাতৃস্নেহবশতঃ তাহাকে যুদ্ধযাত্রা করিতে নিষেধ করিয়াছিলেন । ইহাতে ভোগসেন রাজার নিন্দা করেন, কোন ক্রমে রাজা এই নিন্দাবাদ শুনিতে পাইয়া ভোগসেনের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন । ২৯৪।২৯৫

রাজা তাঁহার সর্বাপেক্ষা প্রধান সুহৃদকে এইভাবে নিগৃহীত করায়, রড্ড ও ছুড্ড সুবিধা বুঝিয়া তাহাকে আপনাদের দলভুক্ত করিয়া লইয়াছিল । ২৯৬

রাজা যেন যমরাষ্ট্র-জয়-প্রয়াগী হইয়াই নিগৃহীতদিগকে, বৃত্তিচ্যুত ও একনিষ্ঠ বিদ্রোহীদিগকে রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেন নাই । ২৯৭

কুটবুদ্ধি সজ্জ ভোগসেনের বীরত্ব-দর্শনে তাহাকে সবল প্রকৃতি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছিল । এইজন্য তাহাকে দলভুক্ত করায়, সে রড্ড ও ছুড্ড প্রভৃতিকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিল—“আমাদের

অন্তধাক্ষর সডেভাক্ষং ভোগসেনো যদব্রবীৎ ।
 কিঞ্চিদ্রহোন্নি বজ্জেতি নৃপতিং ভেনলানসঃ ॥ ৩০০
 স তু কিং বক্ষি ন দ্বারং তব দত্তামিতি ক্রবন্ ।
 দুঃস্বপ্নপক্ষপ্রণয়ং নিস্তে তমবমানয়ন্ ॥ ৩০১
 প্রবোধাধায়িনো দ্বেষ্টী নিয়তিপ্রণয়ীভবন্ ।
 তপাত্যয়াহনিজার্ভ ইব জঙ্গমঃশ্রুতিঃ ॥ ৩০২
 তজ্জিণো বামিকা ভূষা অস্মিদ্বারে ততোবিশন্ ।
 তে রাজধানীং সংনৈকৈঃ স্বষ্টৈশ্চৈঃ সহ সংহতাঃ ॥ ৩০৩

প্রাণ দিতে হয় সেও ভাল, তবুও অল্প রাজাকে বধ করিতে হইবে ।”
 নতুবা সরলবুদ্ধি ভোগসেন যড়যন্ত্রের কথা রাজার নিকটে প্রকাশ
 করিয়া দিবে । ২৯৮।২৯৯

সডেডর অনুমান মিথ্যা হয় নাই । ভোগসেন রাজার নিকটে
 এই বিদ্রোহবার্তা প্রকাশ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন—মহারাজ !
 গোপনে আপনাকে একটা কথা বলিব । উত্তরে রাজা বলিয়াছিলেন—
 তুমি আমাকে কি বলিবে ? আমি তোমাকে কখনই পুনরায় দ্বার-
 পতিস্বৈ নিয়োগ করিব না । রাজার এই অপমানসূচক বাক্যই
 তাহাকে বিদ্রোহীদলে যোগ দিতে বাধ্য করিয়াছিল । ৩০০।৩০১

দিবসের উত্তাপ বিগত হইলে, যেমন নিজাতুর ব্যক্তি সন্ধ্যা
 সমাগম বিম্বত হয় এবং কেহ তাহাকে আগ্রত করিতে চেষ্টা করিলে,
 তাহার উপর ফুক হয়, সেইরূপ রাজাও মৃত্যু আসন্ন বলিয়া ভোগ-
 সেনের প্রবোধ বাক্য বিরক্ত হইয়াছিলেন । ৩০২

তজ্জীসৈন্তগণ প্রহরী কার্যে নিযুক্ত হইয়া স্ব স্ব পালাক্রমে
 সুসজ্জিত অশ্বচরগণ সহিত রাজবাটীতে প্রবেশ করিয়াছিল । ৩০৩

বামিন্তাং যং বয়ং হন্যন্তং হন্তেত্যভিধায় চ ।
 প্রবেশয়ন্ত্যন্তচিহ্নাং চণ্ডালান্যণ্ডপাস্তবম্ ॥ ৩০৪
 ভুক্তোত্তরং স্থিতে রাজি তে বাহুে মণ্ডপে স্থিতাঃ ।
 সরোষো নৃপ ইত্যাঙ্কঃ। সেবকোৎসারণং ব্যধুঃ ॥ ৩০৫
 রাজা চ বিজ্জলাবেশে যিগ্মাসুৰ্মণ্ডপাস্তবায়ং ।
 দীপিকাভিঃ কৃতালোকো নির্ঘৰ্ষো মদনাগসঃ ॥ ৩০৬
 মধ্যমং মণ্ডপং সডেডা রুদ্ধাচ্চানরুণজ্ঞানান্ ॥ ৩০৭
 অন্তরপ্যাগ্রীমে দ্বারে নিরুদ্ধে সৰ্ব্ব এব তে ।
 জিঘাংসবঃ সমুত্থায় নৃপতিং পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩০৮

ইত্যবসরে কতকগুলি চণ্ডালকেও তাহার রাজভবনের অন্ততম
 গৃহে এইরূপ বলিয়া সঙ্কেত চিহ্ন দিয়া প্রবেশ করাইয়াছিল যে—
 “অন্ত রাজ্যিতে আমরা যাহাকে গ্রহণ করিব, তোরাও তাহাকে
 মারিবি” । ৩০৪

রাজা নৈশতোজনের পর উপবেশন করিয়াছিলেন, এমন সময়ে
 মণ্ডপের বাহিরে অবস্থিত তদ্বাসৈন্তগণ রাজভৃত্যবর্গকে বলিল—
 রাজা তোমাদের উপর কুপিত হইয়াছেন, অতএব তোমরা তাঁহার
 সম্মুখে বাইও না । ৩০৫

সেই সময় মদনাগস রাজা মহিষী বিজ্জলার মন্দিরে গমন মানসে অস্ত
 গৃহ হইতে দীপালোকধারী কয়েকজন অস্তচর সহ বাহির হইলেন । ৩০৬

কতিপয় অস্তচর সহিত তিনি যেমন মধ্যমণ্ডপে প্রবেশ করিলেন,
 অমনি সডেড, রাজার পশ্চাদগামী অস্তচরদিগের পথ বন্ধ করিবার জন্য
 প্রথম মণ্ডপের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিলেন । ৩০৭

সঙ্গে সঙ্গে অপর কয়েকজন চূর্ব্বিত তাঁহার সম্মুখভাগস্থ মণ্ডপেরও

বিজ্ঞপ্তিদস্তাদেকেন রুদ্ধমগ্রে নিবেহুবা ।

তং দ্বিজো দিয়জন্তোজঃ শত্র্যা। কুষ্ঠকচৌভিনৎ ॥ ৩০৯

ততঃ কাঞ্চনগৌরাণি তস্তাকান্তসিধেনবঃ ।

বহব্যঃ সুরেক্ষশূরাণি মহোরগ্যা ইবাবিশন্ ॥ ৩১০

স দ্রোহো দ্রোহ ইতু্যক্ত। কেশান্ কুষ্ঠাধিমোচয়ন্ ।

ক্রীড়াশত্র্যাঃ কবাং রুদ্ধমুষ্টিং দন্তৈর্ক্যাপাটয়ৎ ॥ ৩১১

সুজনাকরনামা হি ভূত্যাঃ কটোরকং বহন্ ।

তস্তাস্তিকাপলায়িষ্ঠি প্রহরৎ স্ত্র বিরোধিষু ॥ ৩১২

দ্বার রুদ্ধ করিয়াছিল । সেই সময়ে নৃপতিকে বধ করিবার জন্ত সকলে তাঁহাকে বেঁটন করিল । ৩০৮

দিল্লের পুত্র তেজ নামক একজন দ্বিজ, রাজার নিকটে আবেদন করিবার ছলে তাঁহার সম্মুখে বসিয়া পথরোধ করিল এবং হঠাৎ তাঁহার কেশাকর্ষণপূর্ব্বক অস্ত্রাঘাত করিল । ৩০৯

বহুসংখ্যক সর্প যেমন কাঞ্চনময় সুরেক্ষ শূরের মধ্যে প্রবেশ করে, সেইরূপ রাজার ওপুকাঞ্চনদেহে কৃষ্ণবর্ণ খড়্গগুলি প্রবেশ করিয়াছিল । ৩১০

রাজা তখন “দ্রোহ” “দ্রোহ” শব্দ উচ্চারণ করতঃ সবলে নিজ কেশ ছাড়াইয়া লইলেন এবং ক্রীড়ার জন্ত ব্যবহৃত তরবারির কোষ দৃঢ় সংবদ্ধ থাকার, দস্তের দ্বারা ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন । যেহেতু সুজনাকর নামে যে ভূত্যা অস্ত্র বহন করিতেছিল, ওপুঘাতকেন্দ্রা ঈজাকে বেঁটন করিবার সময়ই সে পলায়ন করিয়াছিল । ৩১১। ৩১২

অন্তো বালোচিভাং লক্ষীং ক্ষুরিকাং স চকৰ্ব ভাম্ ।

মুষ্ঠাবৰ্গলিতা কোনাংসা ক্লক্ষেণ বিনিৰ্য্যবৌ ॥ ৩১৩

নিৰ্য্যাত্ত্বঃ শত্রুভিস্তৈস্ত্যক্তকেশো ববন্ধ তম্ ।

ধম্মিল্লমথ তাং শত্রীং জাহ্নবন্বদান্তরপদ্বিন্ ॥ ৩১৪

নদিশা গ্রহরংস্তেজস্তাদৃখ্যৈৰ্যোপি সোভবৎ ।

যেন ক্ষিতৌ নিপতিতঃ সৰ্ব্বমশ্মশ্বিবাহতঃ ॥ ৩১৫

অভিনচ ততো রড্ডং গ্রহরন্তুং চ পৃষ্ঠতঃ ।

নদনসিংহ ইব ব্যড্ডং পরিবৃত্ত্য ব্যদারদ্বং ॥ ৩১৬

অন্তঃ চ শস্ত্রিণং কক্ষিৎসবশ্মাণমপাতদ্বং ।

বিবেষ্টমানো যঃ প্রাণৈরচিবেণ ব্যযুজ্যত ॥ ৩১৭

এই জন্তই তিনি বালকের ব্যবহার্য্য সেই ক্ষুদ্র ছুরিকা ধরিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । সেই ছুরিকা খানিও তাঁহাকে অতি কষ্টে বাহিব করিতে হইয়াছিল । ৩১৩

রাজার তখন অস্ত্র বাহির হইয়া পড়িয়াছিল । তথাপি তিনি অতি ক্ষিপ্ৰকারিতার সহিত নিজ কেশ সংরক্ষ করিয়া দুই জাহ্নব মধ্যে ছুরিকা স্থাপন করিয়া দণ্ডায়মান হইয়াছিলেন । পরে ভীষণ গর্জ্জন করতঃ সম্মুখে উপস্থিত তেজকে লক্ষ্য করিয়া ছুরিকাঘাত করিয়াছিলেন । তেজ এক আঘাতেই ভূমিতলে পতিত হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল । সেই সময়ে রড্ড পশ্চাৎভাগ হইতে তাঁহাকে অস্ত্রাঘাত করিবার উদ্দেশ্যে করিতেছে দেখিয়া তাহাকেও অস্ত্রাঘাত করিয়াছিলেন । ইহার পর তিনি সিংহবিক্রমে ব্যড্ডকে

দ্বা আঘাত করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বশ্যাবৃত্ত একজন

লঙ্কান্তরে প্রবাসায় তন্নিবাবতি মণ্ডপঃ ।

রক্ষিভিত্ত্বমিপালোয়মিত্যবুদ্ধা কবাটিতঃ ॥ ৩১৮

দ্বারমন্ত্ৰং প্রসপ্পন্ন ক প্রয়াসীতি ভ্রমতা ।

ছুড়েডন কঙ্কমাগেণ খড়্গপাটৈরহন্তত ॥ ৩১৯

ভোগসেনং ততোপশ্রদ্ধারস্তান্তে সমুখিভম্ ।

দাক্তুলিকয়া ভিত্তিমালিখন্তং পরাশ্রয়ম্ ॥ ৩২০

ভোগসেনেনক্ষসে কস্মাদমুং স্বমিতি বাদিনম্ ।

সোব্যক্তং কিমপি হ্রীতঃ প্রধাবন্তং জগাদ তম্ ॥ ৩২১

রয়াবট্যভিধো দীপধরন্তিষ্ঠম্মিরায়ুধঃ ।

অয়োদীপিকয়াবকগৃহ্ণন্তৈর্কিঞ্চকতোপতৎ ॥ ৩২২

শক্রও তৎকর্তৃক নিহত হয়। এই সময়ে আর কাঠাকেও দেখিতে না পাইয়া তিনি মণ্ডপান্তরে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু রাজভৃত্যেরা ভ্রমক্রমে পূর্বেই দ্বাররুদ্ধ করিয়াছিল। কাজেই তিনি অন্য দ্বারপথে গৃহ প্রবেশের চেষ্টা করিলেন। এমন সময়ে ছুড়ে তাঁহার পথরোধ করিয়া “কোথায় যাও” বলিয়া খড়্গাঘাত করিল। রাজা আহত হইয়া দেখিলেন—ভোগসেন প্রাচীরের দিকে মুখ করিয়া দাক্তুলি দিয়া চিত্র অঙ্কিত করিতেছে। তিনি ভোগসেনকে বলিলেন—তুমি কি ওকে দেখিতেছ? রাজা তখন পলায়ন করিতে-
ছিলেন—লজ্জাবশতঃ অস্পষ্ট ভাষায় ভোগসেন কি উত্তর দিল তাহা তিনি স্মরণেই পাইলেন না। ইহার পর রাজার রাজবট নামক নিয়ন্ত্র আলোকবাহী অশ্বচর শক্রদলকে লৌহনির্ধিত আলোক দণ্ড দ্বারা প্রহার করিল। শক্রদলও ওৎফলাৎ তাহাকে নিহত করিল।

চাম্পেয়ঃ সোমপালাখ্যরাজপুত্রঃ ক্তাহিতঃ ।

প্রহারৈঃ প্রাপ্তবৈক্লব্যো ন গর্হ্যাচারতামগাৎ ॥ ৩২৩

পৌত্রঃ শ্রীশূরপালস্ত রাজকাপত্যমজ্জকঃ ।

বিদ্রোহো য়েব সৃষ্টাত্ত শত্রীং পুচ্ছচ্ছটোপমাম্ ॥ ৩২৪

ভতঃ প্রধাবনপ্রগ্রীবমারুৰুক্ষুঃ ক্ষিতীশ্বরঃ ।

নিক্রান্তজাহ্নশ্চণ্ডালৈরালিজিহ্ব বসুন্ধরাম্ ॥ ৩২৫

তৎপৃষ্ঠে স্থং ক্ষিপন্দেহং প্রহারৈর্জর্জরীকৃতঃ ।

শৃঙ্গারনামা কাহ্নস্থো নির্জোহো বারিতোরিভিঃ ॥ ৩২৬

পুনরুখাতুকামস্ত সর্ক্রে শত্রাবলীর্ধিষঃ ।

স্তপাতয়ন্তস্ত কাল্যা নীলাস্তবরণস্তজ্জম্ ॥ ৩২৭

সেই সঙ্গে চম্পাদেশীয় রাজপুত্র সোমপালও রাজার পক্ষে যুদ্ধ করিয়া দেহের বহুস্থানে ক্ষতবিক্ষত হইয়া নিহত হইয়াছিলেন। তিনি প্রভুর আশ্রয়ের অমর্যাদা করেন নাই। শ্রীশূরপালের পৌত্র, রাজ-কের পুত্র অজ্জক প্রাণভয়ে সারমেয়ের আশ্রয় লাঙ্গুল গুটাইয়া পলায়ন করিয়াছিল। এই সময়ে রাজা উপরে যাইবার জন্য সিঁড়িতে উঠিতেছিলেন, চণ্ডালেরা তাঁহার জাহ্নদেশে অস্ত্রাঘাত করায় তিনি ভূতলে পতিত হইলেন। এই অবস্থায় শৃঙ্গার নামক একজন রাজ-ভক্ত কাহ্নস্থ নিজ শরীর দ্বারা রাজদেহ আবৃত করিয়াছিল। শত্রুগণ তাঁহার দেহকে অস্ত্রাঘাতে জর্জরিত করিয়া স্থানান্তরিত করিয়া ফেলিল। রাজা পুনরায় উঠিবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু শত্রুদিগের অজস্র অস্ত্রপাত, যেন কালীদেবীর নীলপদ্মবরণমালায় আশ্রয় তাঁহাকে আচ্ছন্ন করিল। ৩২৪—৩২৭

তিষ্ঠেৎকনাটিকুর্ভোমবিপন্নো বিপন্নবৎ ।

ককরামধমঃ সডডন্তস্তেতি স্বয়মচ্ছিনৎ ॥ ৩২৮

কৃতঃ পদাপহরণঃ যন্ত সোহমিতি ক্রবন্ ।

ছিবাঙ্গুলীশ্চকৰ্ষাপি রত্নাকাশ্মিকারসীম্ ॥ ৩২৯

একপাদস্থিতোপাংস্তস্তমালোঃ শিরোরুহৈঃ ।

ছন্নবস্ত্রঃ স দদশে স্তপ্তো দীৰ্ঘভুজঃ কিতো ॥ ৩৩০

পৰ্বাপ্তমাস্ত পৰ্যন্তে বীরবৃত্তা মহোৎসবঃ ।

নির্দোষতামীষদগান্নিশ্চিৎসৎ জনাৎপ্রতি ॥ ৩৩১

সেবকঃ শূরটো নাম পুংকুর্কজোহমচ্চকৈঃ ।

নির্গত্য ভোগসেনেন বহিঃ ক্রোধান্নিপাতিতঃ ॥ ৩৩২

“এই ধূর্ত মরণের ভান করিতে পানে” বলিয়া নরাদম সডড রাজার
 গ্রীবাচ্ছেদ করিয়া ফেলিল এবং তাঁহার অঙ্গুলী ছেদন করিয়া রত্নাঙ্গুরীয়ক
 বাহির করিবার সময়ে বলিতে লাগিল—আমি সেই, যাহাকে তুমি
 কর্ণচ্যুত করিয়াছিলে।” দীৰ্ঘবাহু রাজা ভূতলে পতিত হইলে
 কেশবাশিতে তাঁহার বদনমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়াছিল, কেশস্থ পুষ্পমালা
 স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল এবং এক পদে পাহকা ছিল। তদদর্শনে
 মনে হইয়াছিল তিনি যেন নিহিত হইয়াছেন। ৩২৮—৩৩০

ওজস্বী রাজা কোন কোন কর্ণচ্যুতীর প্রতি নৃশংস ব্যবহার
 করার জন্য যে পাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন, জীবনের শেষে এই আলোক-
 সামাগ্র বীরের প্রদর্শন করার তাহা খণ্ডিত হইয়া গিয়াছিল। ৩৩১

“রাজার শূরট নামক একজন ছত্ৰা বাহিরে গমন করতঃ “রাজ-
 দ্রোহ রাজদ্রোহ” বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে চীৎকার করিতেছিল, ভোগসেন
 ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে অস্ত্রাঘাতে হত্যা করিয়া ফেলিল। ৩৩২

প্রস্থিতো দয়িতাবাসঃ স দিম্বোহবশাদিব ।
 পহানং পৃথিবীনাং কাণ্ডা অগ্রাহ বেশ্মনি ॥ ৩৩৩
 রাজ্যোচ্চানে নৃপতিমধুপা ভোগকিংজকলোলা-
 শ্চেতো নানাবসনকুসুমশ্রেণিভিঃ প্রীণয়ন্তঃ ।
 হা দিগৈবানিলতরলয়া পাত্যমানা নিয়ত্যা
 বল্লোঠৈবো কেমপি সহসা দৃষ্টনষ্টা ভবন্তি ॥ ৩৩৪
 তির্যগ্ভ্যাজ্জিগগজ্জয়ী পরিভবং লক্কেশ্বরো লক্কাবান্-
 প্রাপাশেষনৃপোত্তমঃ কুরুপতিঃ পাদাহতিং মূৰ্দ্ধনি ।
 ইত্যন্তে বহুমানহং পরিভবঃ সৰ্ব্বশ্চ সামান্ত্রব-
 ত্তংকো নাম ভবেন্নহানহমিতি ধ্যান্ধ্বতাহংক্রিয়ঃ ॥ ৩৩৫

ধরণীপতি রাজা, প্রেয়সী মন্দিরে যাইতেছিলেন, ঠিক যেন পথ
 ভ্রমে যুত্মার মন্দির পথে চলিয়া গেলেন । ৩৩৩

রাজার সহিত মধুকরের তুলনা দেওয়া যাইতে পারে । কারণ
 রাজ্যরূপ, উচ্চানে মধুকরের জায় রাজা ভোগরূপ পুষ্পরেণুর জন্ত
 সদাই ব্যাকুল । মধুকর যেমন নিয়তই নানা ফুলে আকৃষ্ট, রাজাও
 তরুণ নিত্য-নব পরিচ্ছদ-ধারণ-প্রয়াসী । আবার সামান্ত কারণেই
 উভয়ের পতনেরও অবস্থা এক । সামান্ত বায়ু হিলোলে লতিকার
 সহিত মধুকরের পতন যেমন দেখা যায়, সেইরূপ রূপ ভাগ্যচক্রের
 কলিক আবর্তনে রাজারও পতন হইয়া থাকে । ৩৩৪

জিহ্মবন বিজয়ী লক্কেশ্বর বানরের হস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন ;
 নৃপতিকুলচূড়ামণি কুরুরাজ মন্তকে পদাঘাত প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ।
 যদি চরমকালে সর্বসম্মাননাশক পরাজয় সকলের পক্ষেই সমান

পরাস্রমহিতৈস্ত্যক্তং তমনাথমিব প্রভূম্ ।
 নগং হতাশসাংকতুং স্বচ্ছদ্রগ্রাহিণীনয়ন ॥ ৩৩৬
 ভূজো কণ্ঠে গৃহীতৈকঃ করাজাং চবণৌ পরঃ ।
 তং ভুগ্ৰীবমালোকুন্তলং কুধিয়োকিতম্ ॥ ৩৩৭
 সশৃংকারদ্বগং নগমনাথমিব পার্থিবম্ ।
 রাজধাজ্জা বিনিকৃষ্টং জ্বলন্তাং পিতৃকাননে ॥ ৩৩৮
 মহাসরিষিতস্তান্তঃসংভেদদ্বীপভূতলে ।
 অহ্মায় বহিসংস্কারং তে ভীতান্তস্ত চক্ৰিবে ॥ ৩৩৯
 ন হতো নাপি নির্দগ্ধঃ স কেনাপি ব্যলোক্যত ।
 উড্ডীয়েব গতস্বাস্ত নৈজনির্বিষয়োভবৎ ॥ ৩৪০

তাহা হইলে “আমি মহান” এইরূপ চিন্তা করিয়া কে অহংকার
 করিতে পারে ? ৩৩৫

আততায়ীরা অনাথপ্রায় নরপতিকে গতপ্রাণ দেখিয়া প্রস্থান
 করিলে, রাজার ছত্রধারী ভৃত্যেরা অগ্নিসাৎ করিবার জন্য প্রভুর
 নগদেহ লইয়া চলিল; কেহ রাজার ভুজঘর ও গ্রীবা জড়াইয়া
 ধরিল কেহ বা ছুই হস্তে চরণদ্বয় ধরিয়া, টানিয়া লইয়া চলিল। শবের
 গ্রীবা বন্ধ হইয়া ঝুলিতেছিল, কেশকলাপ ছুলিতেছিল, সর্বদেহ
 কুধিরপ্লুত, অনাবৃত দেহের ক্ষত স্থান দিয়া শৌ শৌ শব্দ বাহির
 হইতেছিল—স্বজন বান্ধবহীন রাজবণ, রাজধানীর সম্মুখে প্রোত
 হুয়িত এইরূপে নীত হইল। ৩৩৬—৩৩৮

মহাসরিংগে বিভক্তার সুস্তেদস্থানে (দ্বীপভূমিতে) তাহারা ভয়ে
 ভয়ে শীঘ্র বহিসংস্কার করিয়া ফেলিল। ৩৩৯

রাজাকে কেহ হত্যা করে নাই কেহ দগ্ধ করে নাই, কেহ

ব্যতীতেন স বর্ষেকচত্বারিংশতমাবুধা ।
 সপ্তাঙ্গীত্যনুপৌষশুক্রবর্ত্তাং ব্যযুক্ত্যত ॥ ৩৪১
 চক্রেথ সাসিকবচো রজতঃ শোণিতমণ্ডিতঃ ।
 অশানান্ননি বেতাল ইব সিংহাসনে পদম্ ॥ ৩৪২
 শঙ্করাজ ইতিক্রান্তং গর্গীবগ্রহবিগ্রহম্ ।
 সন্ধাবন্ধমূলানামান্তানং তন্ন দিত্বাতে ॥ ৩৪৩
 ওস্তাবরোহতঃ সিংহাসনাথোকুং পুরো যুধি ।
 বিক্রামস্তো বন্ধুভৃত্য্য যুদ্ধভূমিমভূষয়ন্ ॥ ৩৪৪
 তজ্জিগৌ বটপট্টাখ্যৌ যুদ্ধা তদ্বাকবৌ চিরম্ ।
 যোদ্যন্ত কটুহর্যাক্তাঃ সিংহদ্বারেপতনহতাঃ ॥ ৩৪৫

দেখিতেও পায় নাই, যেন রাজা চকুর অগোচরে কোন স্থানে হঠাৎ
 উড়িয়া গেলেন । ৩৪০

তিনি একচল্লিশ বৎসর বয়সে লোকিকাক্ষের সপ্তাঙ্গী বৎসরে
 (৪১৮৭) পৌষ মাসের শুক্রবর্ত্তীতে গতাযু হইলেন । ৩৪১

অনন্তর খড়্গা কবচধারী রজত শোণিতাক্ত দেহে অশান প্রান্তরো-
 পরি বেতালের ত্রায় সিংহাসনে পদার্পণ করিল । ৩৪২

শঙ্করাজ নাম ধরিয়া রজত তাহাতে উপবেশন করিলে সেই
 সিংহাসন গর্গরূপ অবগ্রহ পীড়িত হওয়ায় শুক্লত্বপূর্ণ আবদ্ধমূল
 ধাতুক্ষেত্রের ত্রায় শোভাহীন হইয়াছিল । ৩৪৩

সে সিংহাসন হইতে যুদ্ধার্থ অবতরণ করিলে রাজার পরাক্রান্ত
 বন্ধু ভৃত্যগণ যুদ্ধভূমি শোভিত করিয়াছিল । ৩৪৪

তাহার বান্ধব বট ও পট্ট নামক দুই জন তরোঁসেনানায়ক বহুক্ষণ

রণরঙ্গনটো মৃত্যুনিব রাজগৃহাঙ্গনে ।

সৈবজ্ঞাখোটকো বড্ডঃ খণ্ডম্মহিতানুবভে ॥ ৩৪৬

দিশদ্বিজয়সম্বেহমহিতানাঃ ক্ষণে ক্ষণে ।

প্রহাবৈঃ সুবহুন্ভিষা স চিরেণাপতঙ্গণে ॥ ৩৪৭

বাজদ্রোহোচিতং তস্ত নিহতস্তাপি নিগ্রহম্ ।

বৈশম্যভ্যক্তমর্যাদো পৰ্গঃ কোপাদকারয়ৎ ॥ ৩৪৮

দিদামঠাস্তিকে ব্যড্ডঃ পৌবৈৰ্ত্তনান্নবর্ষাভিঃ ।

অবস্করপ্রণালান্তর্ম্মবক্শ্চৈঃ স্তপাত্যত ॥ ৩৪৯

যুদ্ধ করিয়াছিল, এবং বট স্ফূর্ত্তাদি বীরগণও সিংহদ্বার সমীপে ভূপ-
তিত হইল । ৩৪৫

রাজভবনের প্রাঙ্গণে যুদ্ধ করিতে করিতে খজা-চর্ম্মধারী বড্ড
শত্রু নিপাত করিয়া যেন যুদ্ধরঙ্গভূমিতে মৃত্যু করিতে লাগিল । ৩৪৬

বাহাইউক বড্ড অগ্ন প্রহারে বহুসংখ্যক শত্রু নিপাত করিয়া
বিপক্ষের জয়লাভ সংশয়াকুল করিয়া তুলিয়াছিল বটে কিন্তু
পরিশেষে যুদ্ধে নিহত হইল । ৩৪৭

গগ্গুং আসিয়া দেখিলেন বড্ড নিহত হইয়াছে, তথাপি তিনি
বলিলেন মৃত হইলেও যখন ঐ ব্যক্তি রাজদ্রোহী, তখন উহার মৃত-
দেহের উপরেই যথোচিত দণ্ড বিধান করিতে হইবে—ইহাতে লোক-
নিন্দার ভয় করিলে চলিবে না । ৩৪৮

অপরদিকে দিদা মাঠের নিকটে পুরবানীরা বড্ডের মস্তকোপরি
শ্রদ্ধা ও ভস্ম নিক্ষেপ করিয়া বধ করতঃ তাহার মৃতদেহ পুরীষ
পূর্ণ পয়ঃপ্রণালীর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়াছিল । ইহাতে তাহার সুবন্ধনা
পুরীষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছিল । ৩৪৯

তে গুল্ফদামভিঃ কুষ্ঠাঃ স্থানে স্থানে প্রভুদ্রবঃ ।

তৎক্ষণং লোকখণ্ডকারপূজাং কৃত্যোচিতাং মধুঃ ॥ ৩৫০

পলায়্য প্রযয়ুঃ কাপি সড্ডং হংসরথাদয়ঃ ।

মরণাভ্যধিকং কক্ষিকালং সোদুং বিপর্য্যাস্য ॥ ৩৫১

দৃপ্যনুপরাজিতং গর্গং নষ্টে তদমুজে বিদন্ ।

ভোগসেনোপ তাং বার্তামশৃণোৎ প্রলয়োপমাস্থ ॥ ৩৫২

ব্যাবৃত্য প্রত্যবস্থাতুকামঃ পশুনপলাগ্নিঃ ।

যোধানৃষৈঃ সহিতঃ কৈশ্চিত্ততঃ কাপি ভদ্রাদগাৎ ॥ ৩৫৩

অপর কতকগুলি প্রভুদ্রোহীর গুল্ফে বন্ধু বন্ধন করিয়া পুরবাসীরা নগর পরিভ্রমণ করিয়াছিল এবং প্রত্যেকে উহাদের মুখের উপর “পাপের উপযুক্ত দণ্ড অরূপ” নির্দেহন ত্যাগ করিয়াছিল । ৩৫০

হংসরথ প্রভৃতি কতকগুলি রাজদ্রোহী প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়া কোন নিভৃত প্রদেশে সড্ডের সহিত মিলিত হইয়াছিল, ইহার পর তাহাদের আর কোন সংবাদ না পাওয়া যাইলেও, তাহারা যে মরণের অধিক যন্ত্রণা ভোগ করিবার জন্য আরও কিছুকাল বাঁচিয়াছিল তাহা জানা গিয়াছিল । ৩৫১

ভোগসেন পূর্বে সংবাদ পাইয়াছিল যে “গগ্গের অমুজ যুদ্ধে হত এবং গগ্গ নিজে যুদ্ধে পরাজিত হইয়াছে” । এই সংবাদে উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছিল । এমন সময়ে শুনিয়া যে “তৎক্ষণীয় হংসরথ প্রভৃতি বিদ্রোহীরা পলায়ন করিয়াছে” । সংবাদ শ্রবণে ভোগসেন একেবারে প্রলয়োপস্থিত হইল মনে করিয়া নিরাশ হইয়া পড়িল । তথাপি একবার ভাগ্য পরীক্ষার জন্য যুদ্ধার্থ আগ্রসর হইতেছিল কিন্তু

ইক্ষং নিহতবিক্ষবন্তনাগকা দ্রোগ্ধসংহতিঃ ।

ঔদোর্মাজসহায়েন গর্গচক্রেণ সা কৃত্য ॥ ৩৫৪

সকং সাহসসিদ্ধিঃ চ নেতিহাসেষপি কচিৎ ।

অশ্রোষং তাদৃশং বাদৃক্তশাস্ত্রে অপ্রতাপিনঃ ॥ ৩৫৫

নিশাং প্রহরমহুচ রাজ্যং কৃত্বা স লব্ধবান্ ।

দ্রোহব্রহ্মধ্ব রাজ্যখ্যাং গতিং কুকৃতিনামগাং ॥ ৩৫৬

ঘনকরকূলে জন্ম দ্রোগ্ধভিত্তেঃ প্রমাণিতম্ ।

ক্ষণভঙ্গ্যভজজাজ্যং যন্মাদর্শটদেববৎ ॥ ৩৫৭

দ্রুপক্ষীগণকে পরাধীন করিতে দেখিয়া নিকুংসাহ ইষ্টয়া পড়িল এবং সেই চারিজন অহুচর সহ নিকুক্ষেপ হইল । ৩৫২:৩৫৩

এই প্রকারে একমাত্র বাহুবল সহায়ে গগ্গ চক্রে সমস্ত রাজ-
দ্রোহীকেও তাহাদের নেতৃগণকে নিহত ও বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন ।
এই ব্যাপারে গগ্গচক্রে ঘেরণ প্রতাপ, শৌর্য্য, সাহস ও ক্ষিপ্ৰ-
কারিতা দেখাইয়াছিলেন, সেক্ষণ বীরত্বের কথা ইতিহাসেও শুনা
যায় না । ৩৫৪:৩৫৫

রজত শম্বরাজ নাম ধারণ করিয়া একদ্বাত্রি ও পরদিবসের এক
প্রহর কালমাত্র রাজত্ব করিয়া, রাজদ্রোহীদিগের জায় কুগতি প্রাপ্ত
অধীঃ মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল । ৩৫৬

ঘনকর কুলজাত বলিয়া রজত প্রভৃতি যে গৌরব করিত, তাহা
সত্য বলিয়া অসুমান হয়, কেন না ইতঃপূর্বে উক্ত বংশের বর্গটদেব
নামক একজন, সমস্ত রাজ্য হইয়া সমস্ত মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল ।

“সমস্ত রাজত্ব ও সমস্ত মৃত্যু” যেন উক্ত বংশের পরিচায়ক । ৩৫৭

‘দাঁবোদীপনকুটয়বটটনৈঃ সিংহাদিসংহারিণো
 যাস্তাকন্মিকগণ্ডশৈলপতনৈরন্তঃ কিরাতা বনে ।
 একেনৈব নহু প্রধাবতি জনঃ সর্কোপি মৃত্যোঃ পথা
 হস্তাহং নিহতোয়মেব তু মিতং কালাং বিভেদগ্রহঃ ॥ ৩৫৮
 ‘স্বোচ্চাহে ললনৌবমঙ্গলরবো যৈর্হৃদ্বলৈঃ শ্রদ্ধতে
 দৌর্নৈস্তৈর্দ্বিভাবিলাপ উদয়লাকর্ণ্যতেত্ত্বক্কেণে ।’
 যোপি ব্রহ্মহিতং প্রক্ৰম্যতি পরঃ স্বং ব্রহ্মমন্তে মূদো-
 ক্তন্তং সোপ্যবলোকযত্যহহ ধিঙ্ মোহোয়মাক্যাবহঃ ॥ ৩৫৯

কিরাতের দল বনमध्ये অগ্নি প্রজ্জলিত করিয়া, ফাঁদ পাতিয়া ও
 নানাবিধ বস্ত্র সাহায্যে পশুরাজ ও অস্ত্রান্ত বর্জিত জন্তুদিগের হত্যা
 করিয়া পরে ফিরিয়ার সময়ে প্রস্তর চাপা পড়িয়া নিজেয়া মৃত্যুমুখে
 পতিত হয়। সেইরূপ সকল জীবই নিয়তই মৃত্যুর পথে ধাবিত
 হইতেছে—শুধু সময়ের পার্থক্যমাত্র। অতি সামান্য কালের জন্ত
 লোকের মনে করে “আমি মরিয়াছি, ঐ মরিয়াছে” । ৩৫৮

যে ব্যক্তি নিজের বিবাহের সময় সানন্দমস্তরে পুরোহিতগণ-
 গণের মুখনিঃস্থত মঙ্গলধ্বনি শ্রবণ করে, সেই ব্যক্তিই মরণকালে
 প্রিয়তমা জাহ্নবী রোদনধ্বনি শুনিয়া থাকে। এক ব্যক্তি অপরকে
 হত্যা করিয়া আনন্দ প্রকাশ করিতেছে, হঠাৎ অন্য ব্যক্তি তাহাকে
 আহত করিলে, সে মনোহুঃখে ভূপতিত হইয়া অপরকে তাহারই
 হত্যার জন্য আনন্দ প্রকাশ করিতে দেখে। এইরূপ চক্ষু-অন্ধকারী
 মোহকে দিক্ । ৩৫৯

সাহসং বিচিস্তিতো রাজৌ ফলিতোহুত্ব বাসরে ।

হর্কিপাকপ্রদাতাভূকোদ্ধৃগাং সাহসক্রমঃ ॥ ৩৬০

অথ সিংহাসনশাস্ত্রঃ কার্যান্তে ত্যক্তবিগ্রহঃ ।

গর্গঃ প্রকালিতামর্ষশক্রন স্বামিনং চিরম্ ॥ ৩৬১

তস্মিন্দ্রুদতি সর্বোপি পৌরলোকে ভয়োদ্ভিতঃ ।

সংপ্রাপ্তাবসরো ভূপং স্বালাপীল্লোকবৎসলম্ ॥ ৩৬২

কাকগোংপুংসুয়ে দত্তা কোশং জীবিতকামদা ।

জন্মত্যা তদাবাদি গর্গঃ কপটশীলয়া ॥ ৩৬৩

কুরু মে সংবিদং ভ্রাতরিতি সত্তমদ্রুস্ত সঃ ।

তৎপ্রক্রিয়াবশে জ্ঞাত্বা চিতিং তস্তা অকল্পয়ৎ ॥ ৩৬৪

প্রভুজ্যোতীদিগের চিন্তা প্রসূত বিহবৃক সন্তঃ ফলপ্রসূ হইয়াছিল ।

সাহসকে রোপিত, রাত্রিতে ফলযুক্ত এবং পরদিন প্রভাতে সেই বিষমর ফল পক্ষ হইয়াছিল । ৩৬০

মহামতি গর্গ নিজ কার্য সম্পাদনের পর, ক্রোধ শাস্ত্র করিয়া স্বর্গগত প্রভুর জন্ত বহুকণ সিংহাসন তলে পড়িয়া বোদন করিয়াছিলেন । ৩৬১

তাঁহাকে অশ্রুবর্ষণ করিতে দেখিয়া রাজভক্ত পুরবাসীরা নির্ভয়ে জনপ্রিয় স্বর্গীয় রাজার জন্ত শোক প্রকাশ করিয়াছিল । ৩৬২

কিন্তু ধর্ম জন্মমতীর তখনও জীবনের সাধ ছিল । সেইজন্ত সে সহানুভূতি লাভের জন্ত গর্গের হস্তে সমস্ত সম্পত্তি দান করিয়া দক্ষিণ ভ্রাতঃ । আমার একটা উপায় কর । সরলমতি গর্গ ইহাতে মনে করিল—বুঝি আমার সহগমন করিতে চাহিতেছে । এই বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া গর্গ চিত্তারোহণের ব্যবস্থা করিবার আদেশ দিয়াছিলেন । ৩৬৩, ৩৬৪

চিকুরনিচয়ে যৎকৌটিল্যং বিলোচনমৌশচ যা
তরলতরতা যৎকাঠিন্যং তথা কুচকুন্তয়োঃ ।
বসতি হৃদি তত্তাসাং পিণ্ডীভবয়তু তা ইমা
গহনহৃদয়া বিজ্ঞায়ন্তে ন কৈশ্চন যোষিতঃ ॥ ৩৬৫
দৌঃশীল্যমপ্যাচরন্ত্যো ঘাতয়ন্ত্যোপি বজ্রভান্ ।
হেলঘা প্রবিশন্ত্যগ্নিং ন জীযু প্রত্যয়ঃ কচিৎ ॥ ৩৬৬
যুগ্মাধিরূঢ়া সা যান্তৌ যাবদ্বার্গে ব্যবস্কত ।
অগ্রতো বিজ্ঞয়া তাবদ্বিগ্নিত্য প্রাবিশ্চিতিম্ ॥ ৩৬৭
অথ তস্তাশ্চিত্তারোহং কুর্সত্য। ভূষণার্থিভিঃ ।
লুণ্ঠকৈর্লুণ্ঠ্যমানায়া বাথা গাত্রেষু পপ্রথৈ ॥ ৩৬৮

কেশ কলাপের কুটিলতা নয়নের চঞ্চলতা এবং ত্বনের কঠিনতা
এই তিনটি একত্র মিলিত হইয়া যে স্ত্রীলোকের অন্তরে বাস করে—
তাহাদের মনের অন্ত পাওয়া কঠিন। যে রমণী স্বামীর নিকটে
বিশ্বাসহীন হইয়া অপরের দ্বারা স্বামীকে নিহত করে, সেইই আবার
সহাস্তবদনে মৃত স্বামীর সহিত জলন্ত চিতায় আরোহণ করে। সুতরাং
রমণীকে কিছুতেই বিশ্বাস করিতে নাই। ৩৬৫।৩৬৬

জয়মতী অনিচ্ছায় স্বশান ভূমির দিকে অগ্রসর হইবার সময়
পথে বিলম্ব করিতেছিল, কিন্তু যখন দেখিল যে রাণী বিজ্ঞলা
তাহাকে অতিক্রম করিয়া প্রথমে চিতারোহণ করিল, তখন বাধ্য
হইয়া তাহাকেও চিতার উপর উঠিতে হইল। সেই সময়
লুণ্ঠনকারীরা তাহার অঙ্গ হইতে রত্নালঙ্কার অপহরণ করিবার জন্য
এমনভাবে টানাটানি করিয়াছিল, যে তাহার পঞ্জরে অত্যন্ত আঘাত
লাগিয়াছিল। ৩৬৭ ৩৬৮

সচ্ছত্রচামরে স্বাজ্যো দহমানো বিলোকয়ন্ ।

লোকঃ সর্বোপি সাক্ষেন্দো দগ্ধদৃষ্টিরিবাত্তবৎ ॥ ৩৬৯

// ঔচিত্যং তেন চ তদা নিস্তোভাস্তপবিভ্রতাম্ ।

সর্বৈর্গদর্শ্যমানোপি নোপাবিক্ষম্পাসনে ॥ ৩৭০

সুতমুচ্চলদেবস্ত বালমক্রে নিদিৎসতা ।

রাজ্যোভিষেক্তুং তে কেচিত্তেনাবৈষ্যস্ত যত্নতঃ ॥ শ্ল ৩৭১

লোকো যেদন্ত কেষাং চিত্তব্রমালোক্য সন্নিতঃ ।

ভিক্ষামপ্যটিতুং জানে নৈষ জানাতি যোগ্যতাম্ ॥ ৩৭২

দুইটি মহাবাহীদ সহিত রাজার ছত্র ও চামর অগ্নি সংযোগে দগ্ধ হইতে দেখিয়া আকুলজনর পুরবাসীরা শোকে হাহাকার করিয়াছিল এবং বহুপার্বনে তাহাদেব চকুগুলি দগ্ধ হইতেছে মনে হইয়াছিল । ৩৬৯

সেই সময় সমবেত পুরবাসীরা মহামতি পর্গকে রাজ সিংহাসনে বসিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল, কিন্তু গর্গ তাহাদের অনুরোধ রক্ষা না করিয়া নিজ চরিত্রের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছিলেন । ৩৭০

গর্গ, উচ্চলের পুত্রের রক্ষণাবেক্ষণের ও সিংহাসনের ভার দিবার পক্ষে উপযুক্ত ব্যক্তির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন । তবে যে সকল লোকের মধ্যে রাজযোগ্য ব্যক্তির অন্বেষণ করিতেছিলেন, তাহাদের মধ্যে এমন কতকগুলি ব্যক্তি ছিল, যাহাদের অযোগ্যতার কথা স্বরণ করিয়া লোকে এখনও হাস্ত করে । যাহাদের ভিক্ষারে উদর পূর্তির সামর্থ ছিল না, অথচ তাহারাও যোগ্যব্যক্তি বলিয়া নির্দোষিত হইয়াছিল । ৩৭১ ৩৭২

রাজ্যং খেতাভিধানায়াং মল্লরাজস্ত মে সূতাঃ ।

সহ্লণাত্ত্যজ্যোভূবন্যধামে প্রাক্ষক্ষয়ং গতে ॥ ৩৭৩

হস্তং জ্যেষ্ঠকনিষ্ঠৌ দ্বৌ শেষৌ সহ্লণলোঠনৌ ।

অধ্বিষ্ঠৌ শঙ্খরাজেন ভদ্রায়বধষ্ঠঃ গতো ॥ ৩৭৪

নির্লজ্জনিহতাক্ষৌক্ষুঃখিহায় মিলিতৈঃ পুনঃ ।

তদ্র্যখারোহসচিবৈরানীতঃ কৃত্যাক্রিকৈঃ ॥ ৩৭৫

দৃষ্ট। রাজ্যার্থমপ্রাপ্য কঙ্কিজ্যায়ান্তয়োস্তদা ।

গর্গেণ রাজ্যে সংরস্তাদভ্যঘিচ্যত সহ্লণঃ ॥ ৩৭৬

হা দিক্চতুর্থাং যামানামন্তরে নৃপতিজয়ী ।

অহস্ত্রিয়ামে তত্রাসীদৃষ্টা যা পুরুষায়বৈঃ ॥ ৩৭৭

মল্লরাজ-রাজ্যী খেতার গর্ভে সহ্লণ প্রভৃতি তিনটি পুত্র জন্মিয়াছিল। ইহার মধ্যে মধ্যমটির শৈশবে মৃত্যু হওয়ায়, জ্যেষ্ঠ ও কনিষ্ঠ জীবিত ছিল। বড় যখন শঙ্খরাজ নাম ধারণ করিয়া রাজা হইয়াছিল, সেই সময়ে সে উভয় ভ্রাতাকে হত্যা করিবার চেষ্টা করায় সহ্লণ এবং লোঠন নবমঠে পলায়ন করিয়া জীবন রক্ষা করিয়াছিল। বিজ্ঞোহের অবসানে কয়েকজন নির্জ্ঞ তন্ত্রীসৈন্ত, কয়েকজন সচিব এবং কতিপয় অশাবোহী উভয় ভ্রাতাকে লইয়া আসিয়াছিল। গর্গ উভয় ভ্রাতার মধ্যে সহ্লণকে জ্যেষ্ঠ দেখিয়া এবং উপযুক্ত বোধে তাহাকেই রাজ্যে অভিষেক করিয়াছিলেন। ৩৭৩—৩৭৬

হা দিক। চারি প্রহরের মধ্যে তিনটি রাজা তিন প্রহর রাজত্ব করিয়াছিল। যাহারা এই দৃষ্ট দেখিয়াছিল তাহারা নিশ্চয়ই একটা অপরূপ দৃষ্টের উপভোগ করিয়াছিল বলিতে হইবে। আর এই সময়ের মধ্যে রাজ-ভৃত্যদিগকেও তিনটি-নরপতির সেবা করিতে

যে সায়মুচ্চলনৃপং প্রাহে বড্ডং দিবেবিরে ।
 মধ্যাহ্নে সঙ্কলণং প্রাপুর্নুষ্ঠান্তে রাজসেবকাঃ ॥ ৩৭৮
 অথ লোহরকোট্টিহঃ সাক্ষিকি গণিতে নৃপঃ ।
 অসঙ্গলো ভ্রাতৃমরণং শ্রদ্ধা ভূদ্রাস্তমানসঃ ॥ ৩৭৯
 গর্গেণ প্রহিতো দূতঃ স ক্রন্দনং ক্রিপনক্ৰিষ্টো ।
 ততস্তং বীতসন্দেহং চকারার্জপ্রলাপিনম্ ॥ ৩৮০
 আশ্চাত্ত্যসঙ্কলণবৃত্তান্তপৰ্যন্তাঃ নানুগোৎকথাম্ ।
 গর্গদুতান্ভ্রাতৃবধং বস্তাহ্বানং চ কেবলম্ ॥ ৩৮১
 অশ্রদ্ধবানস্তং শীঘ্রমরিচ্ছেদং সূত্রকরম্ ।
 তদাহ্বানায় গর্গো যঃ প্রাহিণোত্তং চলনৃগৃহাৎ ॥ ৩৮২

হইয়াছিল। যাহারা পূর্বদিন সায়াহ্নে রাজা উচ্চলের সেবা করিয়াছিল, তাহারা এই প্রভাতে রডেব এবং মধ্যাহ্নে রাজা সঙ্কলণের সেবা করিয়াছিল। ৩৭৮।৩৭৮

রাজা উচ্চলের মৃত্যুর দেড় দিন পরে রাজ ভ্রাতা অসঙ্গল লোহর-কোটে তাঁহার মৃত্যু সংবাদ শুনিতে পান। গর্গ দূত দ্বারা এই সংবাদ প্রেরণ করিয়াছিলেন। অসঙ্গল জ্যেষ্ঠের মৃত্যু সংবাদ নিশ্চয় হইয়া ভূমিতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন এবং বিলাপোক্তি করিতে লাগিলেন। ৩৭৯।৩৮০

অসঙ্গল দূতের মুখ হইতে শুক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিধন বার্তা এবং গর্গ কর্তৃক তাঁহার আহ্বান সংবাদই শুনিয়াছিলেন—সঙ্কলণের অভিব্যক্তির কথা শুনে নাই। দূতমুখে “শত্রু নিপাত হুঃসাধ্য” এই কথা শুনিয়াই তাহাকে নিবৃত্ত করিয়া ফিরাইয়া দিইতে আদেশ দিয়াছিলেন। ইহার পর তিনি সারারাত্রি জ্যেষ্ঠের শোকে বোদিন করিয়া প্রভাতে

আক্রমণমুখরো ভূত্বা তাং রাজ্জিমকণোদয়ে ।
 বশীরাভিমুখো যাত্ৰামসংভূতবলোপ্যদাৎ ॥ ৩৮৩
 অক্ৰোথ গর্গদূতস্তং পথি সংঘটিতো ভাধাৎ ।
 কৃৎনমাবেত্ত বৃত্তান্তং নাগন্তব্যমিতি ক্রবন্ ॥ ৩৮৪
 ক্ষিপ্ৰং হতেষু দ্রোহেষু স্বব্যসংনিহিতেহুগ্নঃ ।
 কৃতস্ত স্ফলগো রাজা কৃত্যমাগমনেন কিম্ ॥ ৩৮৫
 শ্রেতি গর্গসন্দেশং কোপাদসহনো নৃপঃ ।
 অপ্ৰস্নাটৈষিণো ভূত্যাষিহন্তেবং বচোব্রবীৎ ॥ ৩৮৬
 নান্যাকং পৈতৃকং রাজ্যং যদি বিক্খহরোহুজঃ ।
 মজ্জাধসা মদা চৈতত্ত্বজাত্যামর্জিতং পুনঃ ॥ ৩৮৭

অনন্তর অহুচর মাত্র সঙ্গে লইয়া কান্দীর অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন । ৩৮১—৩৮৩

অনন্তর গর্গ প্রেরিত অপর দূত পথি মধ্যে তাহার সাক্ষাৎ পাইয়া সমগ্র বৃত্তান্ত নিবেদন করিয়া বলিল আপনার আগমন করা উচিত নহে ; রাজদ্রোহীরা অতি সঙ্করেই নিহত হইয়াছে, তাহার পর মহাশয় নিকটে উপস্থিত না থাকায় মহাশয়ের অহুজ স্ফলকে রাজা করা হইয়াছে ; এক্ষণ আপনার আগমনে আর কি কার্য হইবে ? ৩৮৪।৩৮৫

দূতমুখে গর্গের এই বার্তা পাইয়া রাজা কোপে অসহিষ্ণু হইয়া স্বীয় সৈন্যদিগকে অতঃপর অভিযানে অনিচ্ছুক দেখিয়া উপহাস করিয়া বলিতে লাগিলেন—রাজ্য আমাদের পৈতৃক সম্পত্তি নহে, যে অহুজ ভ্রাতা তাহার অংশভাগী হইবে ; আমার কোষ্ঠ ভ্রাতা ও আমি বাহুবল্যেই ঐ রাজ্য অর্জন করিয়াছি, আমরা দুই ভ্রাতায়

রাজ্যং স্বীকুর্সতোয়কো ন দাতাভূতদাকথোঃ
 ধেনাহতমিদং পূর্কং স ক্রমঃ ক গতোধুনা ॥ ৩৮৮
 ইত্যুক্তা বিবর্তৈরেব বহ্নাসীং প্রয়াণটকৈঃ ।
 দূতান্শচ পার্শ্বে গর্গস্ত স্বীকুর্ভ্য প্রাহিণোদ্বহুন্ ॥ ৩৮৯
 স কাষ্ঠবাটং সংপ্রাপ সঙ্কলণস্ত দ্বিতৈষিণা ।
 নির্গত্য গর্গচক্রেণ চক্রে হৃদপুং পদম্ ॥ ৩৯০
 প্রবৃত্তাচাং বিভাবর্যাং দূতৈঃ কৃতগতাগতৈঃ ।
 তত্শাসীকৃতসামাপি গর্গো দ্রোণা ব্যাধীয়ত ॥ ৩৯১
 কার্যমধ্যগতো রাজা তথাপি প্রাহিণোক্তবা ।
 ধাত্রেয়ং ভ্রাতরং গর্গাভ্যর্থং হিতহিতাভিধন্ ॥ ৩৯২

রাজ্য গ্রহণ করিয়াছি কিন্তু আগাদিগকে কেহ দান করে নাই ;
 পূর্বে ইহা যেকপে অর্জিত হইয়াছে অধুনা সে পদ্ধতি কোথায়
 গেল ? ৩৮৮—৩৮৮

এই বলিয়া অনবরত প্রয়াণ দ্বারা অগ্রসর হইতে লাগিলেন ; এবং
 গর্গচক্রে নিকট বহুসংখ্যক দূত প্রেরণ করিলেন । ৩৮৯

সুস্মল কাষ্ঠবাট স্থানে উপনীত হইলে, সঙ্কলণের দ্বিতীয় গর্গ
 চক্রে রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া হৃদপুং উপস্থিত হইলেন । ৩৯০

বিভাবরী সমুপস্থিত হইলে উভয় পক্ষীয় দূতগণ গভায়াত করিতে
 লাগিল, গর্গচক্রে সাম (সন্ধি) করিতে অঙ্গীকৃত থাকিমাও বিরোধের
 পরিচয় দিয়াছিলেন । ৩৯১

বাহাইউক, রাজা সুস্মল অধিক দূর আরক কৃত্যে অগ্রসর হইয়া-
 ছেন ভাষিয়া, গর্গচক্রে অভিশ্রায় বুঝিতে পারিয়া ও স্বীয়, ধাত্রীপুত্র
 ভ্রাতৃত্ব্য হিতহিতকে গর্গের সমীপে প্রেরণ করিলেন । ৩৯২

ভোগসেনঃ কণে তস্মিন্মাযযৌ দৈবমোহিতঃ ।

খাশকাষিষবনজান্নধ্যোক্ত্য নৃপাতিবন্ম ॥ ৩১৩

সোভ্যর্গং কণ্ঠভূত্যাধ্যমখারোহং মহীপতেঃ ।

বিসৃজ্য গর্গং জেয্যামীতুজ্জ্বাভুলোভনোত্ততঃ ॥ ৩১৪

কালাপেক্ষামপি ত্যজ্জ্বা হস্তং ভ্রাতৃহস্তং স তম্ ।

যোগ্যং প্রসঙ্গমস্বিষ্যজ্জ্ঞে লোকৈকরসজ্জনঃ ॥ ৩১৫

যন্ত ভ্রাতৃহস্তঃ পার্শ্বে স স্বমাশ্রিত্যসে কথম্ ।

গর্গোপি তমুপালেভে দূতৈরিত্যাদি সংদিশন্ ॥ ৩১৬

স তু মার্গাৎপলাযায়ং তমসীতি বিলম্বকৃৎ ।

দত্তাঙ্কনঃ ক্ষপাপায়ে তং সান্নগমঘাতয়ৎ ॥ ৩১৭

ঠিক সেই সময়ে যেন দৈবমোহিত হইয়াই ভোগসেন কতিপয় বিধ বন দেশীয় খশ সৈনিককে মধ্যস্থ করিয়া রাজার নিষ্কট আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। ৩১৩

সে কণ্ঠভূতি নামক অশ্বসেনানাটককে রাজ সন্নিধানে প্রেরণ করিয়াছিল কণ্ঠভূতি রাজাকে এই বলিয়া লোভ দেখাইয়াছিল যদি বলেন আমি গর্গকে পরাজিত করিব। ৩১৪

সেই ভ্রাতৃহস্তাকে কবলে পাইয়া তিনি যে তাহাকে তৎক্ষণাৎ বধ না করিয়া অবসর অশ্বগণ করিতেছিলেন, ইহাতে লোকে তাঁহার নিন্দা করিয়াছিল। ৩১৫

গর্গজ্ঞেও দূতযুখে তাঁহাকে এই বলিয়া ভৎসনা করিয়াছিলেন,— যে আপনি যখন ভ্রাতৃহস্তাকে পার্শ্বে রাখিয়াছেন, তখন আপনার আশ্রয় কিরূপে লওয়া যায় ? ৩১৬

কিন্তু তখন রাত্রি হইয়াছিল, যদি অককায়ে ভোগসেন পথ

পতনুণং কৰ্ণভূতিস্মীরবৃত্তা ব্যরোচিত ।

তস্ত হৈমাতুরো ভ্রাতা তেজঃসেনোপানুন্নয় ॥ ৩৯৮

তেজঃসেনস্ত শূলাগ্রে নৃপাদেশায়্যবেশ্রুত ।

মরিচো লবরাজস্ত তনুজোঋপতেরপি ॥ ৩৯৯

অবষ্টেভেন ভূপোভূমিগ্রহাহুগ্রহক্ষমঃ ।

নযোনানিতুমপ্যাস্থা ভাবদাসায় তলে ॥ ৪০০

পুরোগোপি কৃতঃ পশ্চাত্তোভীতেহি মহীভুজা ।

স সজ্জপালস্তৎপার্শ্বমখাদায় গযৌ হৃদান্ ॥ ৪০১

ভেষায়্যতেষবষ্টস্তং যাত্তং কিঞ্চিচ্চ তদ্বলম্ ।

প্রাপ্তশ্চ গৰ্গসেনানীঃ স্থযাশ্বানল্পমৈনিকঃ ॥ ৪০২

হইতেই পলাইয়া যায়, এই ভাবিয়াই রাজা তদ্বধে বিলম্ব করিতে ছিলেন। যেমন নিশাবসান হইল অমনি সামুচর ভোগসেনকে আক্রমণ করিয়া বিনাশ করিলেন। ৩৯৭

কর্ণভূতি স্বপ্নমধ্যে প্রবেশ করিয়া বীরোচিত শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া ছিলেন; তাঁহার বৈমাত্রেয় ভ্রাতা তেজঃসেনও বীরবে ন্যূন ছিলেন না। রাজাজায় তেজঃসেন শূলাগ্রে আঘাতপিত হন; অশ্বসনা নামক লবরাজের পুত্র মরিচও তদ্রূপ দণ্ড পাইয়াছিলেন। ৩৯৮। ৩৯৯

রাজা সুসূল স্ত্রায় বিচারে দণ্ডনীয়দিগের প্রতি নিগ্রহ ও অহুগ্রহ প্রকাশে সৰ্ব্বদাই উৎসাহশীল ছিলেন। কিন্তু স্বীয় সৈন্তবলের উপর আস্থা স্থাপন করিতে পারেন নাই। ৪০০

রাজা যে সজ্জপালকে অগ্রগামী সৈন্তের নামক করিয়া পাঠাইয়া ছিলেন, সেই সজ্জপাল কতিপয় অশ্বারোহী সৈন্ত লইয়া বিবাহেরে তাঁহার সহিত মিলিত হইল। ইহাদের আগমনে সৈন্তবলের কিঞ্চিৎ

দুঃস্বপ্নীক্য তানাতৈশ্চ নৃপোঃ স্বমধিরোপিতঃ ।

উৎসেকশঠধীর্কর্ণ কচ্ছাচ্চ পরিধাপিতঃ ॥ ৪০৩

গগনঃ শরভচ্ছন্নমিব কুর্কন্নথাপিতঃ ।

শরাংসারো রিপুবলান্সর্বতোচ্ছিন্নসমুদ্রিতঃ ॥ ৪০৪

ঔকারঃ শরশৃংকারৈঃ কৃত্বা দ্রোহস্ত দুঃসহাঃ ।

প্রাহরনাজকটকে সর্বাঙ্গসর্বাযুর্ধৈর্দ্বিষুঃ ॥ ৪০৫

হতবিক্রান্তবিশ্বস্তসৈন্তঃ সাহসিকো নৃপঃ ।

বেগাদপসমারেকো মধ্যান্নির্গত্য বৈরিণাম্ ॥ ৪০৬

গর্জৎসিন্ধুরথাশ্রান্তনত্নান্নতিরলজ্যাত ।

সবাজিনা তেন সেহৃহর্লজ্যাতঃ পল্লিণামপি ॥ ৪০৭

বৃদ্ধি পাইল এবং সাহসও বাড়িল । এমন সময়ে গর্গের সেনানী
স্বর্ঘ্য, বহু সৈন্য লইয়া সম্মুখে আসিয়া পড়িল । ৪০১।৪০২

সুদূরদেশের বিখ্যাত ভৃত্যেরা উহাদের দুর্বলিসন্ধি বুঝিতে পারিয়া
রাজাকে বহু অহুরোধে বর্ষ্য পরিধান করাইয়া অশেষ অধিকৃত
করাইল । ৪০৩

শত্রুপক্ষ অজস্রধারে শর বর্ষণ করিয়া আকাশকে শলাভাচ্ছন্ন
প্রায় করিয়া তুলিল । ৪০৪

শত্রুগণ রাজসৈন্তোপরি সর্বপ্রকার অত্যাচার করিতে লাগিল
এবং শন্ শন্ শব্দে শর সকল যেন রাজদ্রোহিতা সুপ্রকাশ
করিতেছিল । ৪০৫

যাহাঁহউক সাহসিক রাজা, নিজ সৈন্তদলকে হত বিশ্বস্ত ও কৃত
বিশ্বস্ত দেখিয়া শত্রুবাহ হইতে একাকী বেগে নিজান্ত হইলেন । ৪০৬
মৃত্যুভয়শূন্য রাজা অস্বারোধে যে সেতুর উপর দিয়া চলিয়া

সজ্জপালানমো দ্বিত্বাঃ শেকুস্তমসু বর্তিতুম্ ।

পৃষ্টলগ্না নিরুদ্ধন্তঃ স্থানে স্থানে বিরোধিনঃ ॥ ৪০৬

বীরানকাভিধ' বীরঃ স খশানাং নিবেশনম্ ।

ত্রিশদ্বিংশৈঃ সমং ভূতৈঃ প্রবিষ্টান্তত্যজেরিভিঃ ॥ ৪০৭

নিরঘর্টৈর্নিরাহ' রৈস্তিষ্ঠনকতিপঠৈঃ সমম্ ।

স তত্র চিত্রমাক্রম্য নির্ভ্রয়োদগুৎখশান ॥ ৪০৮

ক্রমেণ চ হিমাপাতহূলং ঘাঘানি সঙ্কটে ।

অবিপন্নো ভাগ্যযোগাৎ প্রযবৌ লোহরং পুনঃ ॥ ৪০৯

গেলেন, তথায় নদীর ঘোর গর্জন শ্রুত হইতেছিল এবং স্রোতোবেগে এবং অনবরত উন্নত অবনত হইতেছিল। কোন পক্ষীয়ও সাধ্য নহে যে, সেই সময়ে সেই দৈতু অতিক্রম করে। ৪০৭

কিন্তু তখনও শত্রুরা পশ্চাৎ অহুসরণ করিতেছিল। সজ্জপালাদি দুইতিনজন মাত্র রাজার অহুসরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল এবং তাহারা ই মাঝে মাঝে বিপক্ষদিগের গতিরোধ করিতেছিল। ৪০৮

বীরপুরুষ সুসঙ্গল ২০,৩০ জন তরুণের সহ বীরানক নামক যশদিগের বাসস্থানে উপস্থিত হইলে, শত্রুরা পশ্চাৎকারে বিরত হইল। ৪০৯

উাহার সঙ্গে যে কতিপয় অহুচর ছিল, তাহাদের বস্ত্র ও খাদ্য প্রভৃতি কিছুই ছিল না। আশ্চর্যের বিষয়, এই অবস্থাতেও তিনি যশদিগের দণ্ড বিধানে কুণ্ঠিত হইলেন না। ৪১০

এই সময়ে ওচণ্ড হিমপাতে গিরিসঙ্কট নিত্য হুর্গম হইয়া উঠিয়া ছিল। কিন্তু তিনি যেন শুদ্ধ পরমায়ু বলে কোনরূপ বিপন্ন না হইয়া, লোহর রাজ্যে পুনরাগত হইলেন। ৪১১

পদে পদে প্রাপ্তমৃত্যুরাঘুশেষেণ বন্ধিতঃ ।
 তথাপ্যাসীৎস কশ্মীরপ্রাপ্তিমেষ বিচিন্তয়ন্ ॥ ৪১২
 বরাকং স্বারসেত্বপ্রাদগর্গো হিতহিতং ক্রুধা ।
 বিরুদ্ধধীর্কিতস্তায়ান্ বন্ধপাণ্ডুঃ স্ত্রিমক্ষিপৎ ॥ ৪১৩
 তস্মিন্ প্রক্ষিপ্যমাণেপশু কেমাদ্যঃ স্বা ক্ষিপনশূন্যঃ ।
 দাসোস্তোচৈঃ পদারোহমধঃপাতেপি বন্ধবান্ ॥ ৪১৪
 রাজ্যপ্রদঃ ক্ষতারিশ্চ গর্গঃ প্রাপ্তোত্ত্বিকং ততঃ ।
 প্রাপ সঙ্কলণরাজস্ত সবিশেষমধীশতাম্ ॥ ৪১৫
 স ভূভৃশ্চিবিজ্ঞাস্তিহীনো রাজ্যমবাশুবান্ ।
 চক্রভ্রমমিবাশুশ্চৎসর্কতো লাস্তমানসঃ ॥ ৪১৬

প্রতিপদে তাহার প্রাণের আশঙ্কা ঘটিলেও কেবল দৈব বলে
 ধাঁচিতে ছিলেন, কিন্তু তথাপি মন হইতে কশ্মীর লাভের চিন্তা
 পরিত্যাগ করেন নাই । ৪১২

গর্গ, সূক্ষ্মলের কোন ক্ষতি করিতে না পারিয়া ছবুর্দ্ধিবশতঃ
 তাহার খাজীলাতা হিতহিতের হস্তপদে বজ্র বন্ধন করিয়া বিতস্তার
 জলে নিক্ষেপ করিয়াছিল । ৪১৩

হিতহিতের প্রাণরক্ষার জন্য তাহার ক্ষেম নামক একজন ভৃত্য
 পূর্বেই নদীতে ঝপ্প প্রদান করিয়াছিল । কিন্তু তাহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ
 হয় নাই, সেও জলে নিমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইয়াছিল । ৪১৪

ভদ্রনন্দুর রাজ্যপ্রদ, শত্রুক্ষয়কারী গর্গ, রাজা সঙ্কলণের নিকট গমন
 করিয়া সবিশেষ আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন । ৪১৫

সঙ্কলণ রাজ্যের বিচারপতি বা শোয়া কিছুই না থাকিতে

ন মন্তো ন চ বিক্রান্তির্ন কোটিয়াং ন চার্জবন্ ।

ন দাত্ততা ন লুপ্তং ততোজিতং কিমপাত্তং ॥ ৪১৭

তদ্রাজ্যে রাজধান্তত্বশ্চাধ্যাহুপি মলিনুচঃ ।

লোকং যুযুয়ুত্বাধিসংচারন্ত কথৈব কা ॥ ৪১৮

পশুপত্যজনাং ক্রান্ত্যা যত্রাত্যবাহৱং ।

পুমানপাভবন্তত্র সাধবসধবন্তধীরসৌ ॥ ৪১৯

যামন্ত সল্লগৌত্তেহ্যুর্ভেজে তাং লোঠনঃ জিয়ম্ ।

সাধারণ্যং গতো রাজ্যভোগ ইত্যভবন্তম্নাঃ ॥ ৪২০

রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া উদ্ভ্রান্তচিত্তে চক্রবর্তীর ভায় চারিদিকে দেখিতে ছিলেন । ৪১৬

কি মন্ত্রণা, কি শোঁধ্য, কি কুটিলতা, কি সরলতা কি দানশক্তি, কি লোভ কিছুই তাহার চরিত্রে স্পষ্টতর প্রকট হইতে দেখা যায় নাই । ৪১৭

তাহার রাজ্যকালে চৌরেরা যখন দিবাভাগেই ভদ্রীয় রাজত্ববনে প্রবেশ করিয়া লোকের সর্ব্ব্ব চুরি করিতে লাগিল ; পথিকদিগের বিষয় আর কি বলিব ? ৪১৮

যেখানে এককালে একটা পশু রমণী (বিদ্যা) রাজ্য করিয়া গিয়াছিলেন, সেখানে ইনি পুরুষ হইয়াও, ভয়ে বৃদ্ধিলোপ জন্ত রাজ্য শাসন করিতে পারেন নাই । ৪১৯

সল্লগ যে স্ত্রী লইয়া পূর্ব্বদিন রাজ্যবাস করিতেন, পররাজিতে কর্ণিষ্ট লোঠন তাহাকে লইয়াই রাজ্যবাসন করিত । এইরূপে দুই স্ত্রীস্বরূপে সাধারণভাবে রাজ্যভোগ করিয়াছিল । ৪২০

পুরুষাঙ্করবিজ্ঞানবিহীনস্ত প্রমাত্ততঃ ।
 সর্বোপি তস্ত তদ্বৈজ্ঞান্যহায়ে বাহস্তত ॥ ৪২১
 স্বত্তরো লোঠনস্তোজস্বহস্তেন ব্যধীয়ত ।
 ধারে তাপসগোষ্ঠীষু যোগ্যো বিক্রমনিষ্ঠুরে ॥ ৪২২
 যঃ স্তম্ভলভয়োচ্ছেদমঙ্গীকুর্কংস্তদাগমে ।
 স্বমস্তলক্ষজাপেন সিদ্ধিং যন্তক্ষণেভ্যধাৎ ॥ ৪২৩
 জিক্ষো গর্গাজ্জয়া রাজা তদগ্নিমমপাতয়ৎ ।
 বদ্ধাশ্রাং বিতস্তায়াং বিশ্বং নীলাশ্রভামরম্ ॥ ৪২৪
 রাজাহুগ্রাহকো গর্গস্তাংস্তান্‌ব্যাপাদয়ন্নিপুন ।
 হলাহাণ্ডামরান্‌ভূরান্‌স্তভোজ্যানঘাতয়ৎ ॥ ৪২৫

রাজা লোকের হৃদয় মর্শ্ব বুঝিতে অক্ষম ছিলেন এবং পদে পদে ভ্রম করিতেন । সুতরাং তাঁহার রাজ ব্যবহার দেখিয়া নীতিজ লোকেরা হাস্যই করিত । ৪২১

তিনি লোঠনের স্বত্তর উজস্বহকে দ্বারাধিপতিষ দিয়াছিলেন । সে ব্যক্তি তাপসগোষ্ঠীর উপযুক্ত লোক ছিল । তাহাকে বীণোচ্চিৎ ধারকার্য্যে নিযুক্ত করা হাস্যকর হইয়াছিল । ৪২২

উজস্বহ রাজাকে মন্ত্রণাকালে জানাইয়াছিল—যদি স্তম্ভল নরপতি আক্রমণ করিতে আসেন, আমি একলক্ষ বার মন্ত্র জপ করিয়া সে ভয় নিবারণ করিব । ৪২৩

কুটিলমতি রাজা, গর্গের আদেশে নীলাশ্রদেশীয় বিশ্ব নামক ডামরকে গর্গের অগ্নিয় জানিয়াই প্রস্তর বন্ধন করিয়া বিতস্তায় নিক্ষেপ করিয়াছিলেন । ৪২৪

রাজার পৃষ্ঠপোষক গর্গ অনেকানেক শত্রু নিপাত করিয়া বহু সংখ্যক ডামরকে বিদায় দানে হত্যা করিয়াছিল । ৪২৫

রাজ্যকিকিংকরে গর্গায়ত্তজীবিতমৃত্যবঃ ।

বহিস্চাভ্যন্তরে চাসন্নয়ে বা পৃথিব্যোপি বা ॥ ৪২৬

কদাচিল্লহরাদগর্গে প্রবিষ্টেথ নৃপান্তিকম্ ।

চুক্ষোভ নগরে লোকঃ সর্ব্ব এব ভয়াকুলঃ ॥ ৪২৭

তদা হৃদচরদ্বার্তা শূলান্তারোপ্য নৌযু যৎ ।

ক্রুধানুগর্গোন্নমায়াতো হস্তং সর্ব্বানুপান্তিতান্ ॥ ৪২৮

গর্ভিনীগর্ভপাতিস্তা তাদৃশা ভয়বার্ত্তয়া ।

দ্বিজাণাহাস্তদ্ব্যভাবি জনৈর্জয় ইবাশ্বিলৈঃ ॥ ৪২৯

ততস্তিলকসিংহান্তৈরুদ্বেকাদ্গদীয়ত ।

অনবেক্ষ্য নৃপাদেশমকন্দো গর্গমন্দিরে ॥ ৪৩০

রাজা রাজ্য শাসনে অক্ষম হওয়ায়, রাজবাটীর বাহিরেই কি
ভিতরে—কি ছোট কি বড় সকলেই নিজেদের জীবন গর্গের আয়ত্ন
বলিয়া মনে করিয়াছিল । ৪২৬

গর্গ যেমন লোহর দুর্গ হইতে রাজধানী ত্রীনগরে আসিয়া
উপস্থিত হইলেন, অমনি নগরবাসীরা প্রকম্পিত হইয়া উঠিল ।
কারণ তাহার আগমনের পূর্বে জনরব উঠিয়াছিল যে, তিনি কোন
কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া আসিয়াছেন । তিনি রাজাহুগৃহীত ও সমগ্র
রাজকর্ম্মচারীদিগকে হয় শূলে চড়াইয়া, না হয় জলে ডুবাইয়া বধ
করিবেন । ৪-৭।৪২৮

হুই তিন দিন ধরিয়া লোকের মনে এমন আতঙ্ক জন্মিয়াছিল যে,
ভাষাতে অনেক গর্ভিনীর গর্ভপাত হইয়াছিল এবং লোকে যেন অমা-
জাস্তের দ্বায় কম্পিত হইতেছিল । ৪২৯

তদনন্তর তিলক সিংহ প্রকৃতি কয়েকজন হুসোহসিক, নৃপতির

দেশচাতুৰ্যঃ কংজো ধাবতি অ ধুতায়ুধঃ ।
 প্রত্যগ্রহীত্বানখিলান্গর্গচক্রে স্ববিহ্বলঃ ॥ ৪৩১
 নির্লজ্জা দিল্লতট্টারককাকাত্তরঙ্গমৈঃ ।
 ভ্রাম্যন্তস্তজাদৃশ্যন্ত গর্গাবসমবীথিষু ॥ ৪৩২
 নিষিষেধ ন তাজ্জাজা প্রত্যাভাসন্দদাঘিনাম্ ।
 লোঠনং কুণ্ঠশক্তীনাম্ তেযাং ক্ষুণ্ণৈর্ভ্য ব্যসজ্জয়ৎ ॥ ৪৩৩
 তেনাপি যোঽৈর্গর্গস্ত রজ্জমার্গেণ মন্দিরম্ ।
 ন কক্কা নাপি নির্দগ্ধুং পারিতং দত্তবহ্নিনা ॥ ৪৩৪
 ধাতুকঃ কেশবো নাম মঠেশো লোঠিকামঠে ।
 অবাধৈতব নার্যটৈস্ততোধানঘাতহুণ্ণরম্ ॥ ৪৩৫

আদেশের অপেক্ষা না করিয়াই গর্গ মন্দিরে যাইয়া যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিল । ৪৩০

দেশের সকলেই উত্তেজিত হইয়া ধৃত স্ত্র হইয়া তদভিমুখে ধাবিত হইল । কিন্তু গর্গচক্রে কিঞ্চিৎমাত্র বিহ্বল না হইয়া তাহাদের সমুখীন হইলেন । ৪৩১

দিল্ল তট্টারক এবং কক্ক প্রভৃতি কতিপয় নির্লজ্জ ব্যক্তি অস্বাক্ষত হইয়া গর্গের বাসভবনের পথের উপর ভ্রমণ করিতেছিল । ৪৩২

এই ব্যাপারে রাজা কাহাকেও নিষেধ করেন নাই, প্রত্যাভ বিজ্ঞানকারীদিগের উৎসাহ বর্জন্য স্বীয় ভ্রাতা লোঠনকে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ৪৩৩

গর্গের যোধেরা পথ কক্ক করায় লোঠন, গর্গের বাসভবন অবরোধ বা অগ্নিসং করিতে পারেন নাই । কেবল লোঠিকা মঠের

প্রকাশেন সমং রাজলোকে বিরলতাং গতে ।
 সাগং সান্নত্বো গর্গো হ্যাক্রটো বিনির্যযৌ ॥ ৪৩৬
 সমরৈরপ্রতিহতো নিনায়াগহরং ব্রজন্ ।
 বকোজস্বহমস্বহমাসীনং ত্রিপুরেশ্বরে ॥ ৪৩৭
 তাপসেন কিমেতেনেত্যুক্ত্যন্তোমুচ্যেত তম্ ।
 তং স্মৃঙ্গলপি বিধুরে নৃপতিং নোদপাটয় ॥ ৪৩৮
 কণে কণে ভবদেহস্ততঃ প্রভৃতি সর্বতঃ ।
 গর্গাগমনসম্বৃত্তপৌর্যগণিতমন্দিরঃ ॥ ৪৩৯
 অধীর্জিত মহীভূতুর্গর্গসন্ধানমিচ্ছতঃ ।
 মহত্তমঃ সহেলোভুল্লহরে দূত্যাচরন্ ॥ ৪৪০

অধিকারী কেশব নামক ধনুর্ধর গর্গ সৈন্তের উপর নারীচ বর্ষণ করিয়া
 অনেককে নিহত করিয়াছিল । ৪৩৪, ৪৩৫

রাজপক্ষের লোকেরা বিরল প্রায় হইলে সন্ধার সময়ে গর্গ অশুভ
 বর্গের সহিত অশ্রাকট হইয়া নির্গত হইলেন । কেহই তাহাকে বাধা
 দিতে পরিল না । তিনি বহর পথে প্রস্থান করিলেন । যাইবার
 সময়ে ত্রিপুরেশ্বরস্থিত পীড়িত উজস্বহকে বন্ধন করিয়া লইয়া
 গান । ৪৩৬, ৪৩৭

এ নিরীহ ব্যক্তিকে রাখিয়া, কি ফল বলিয়া পরদিন তাহাকে
 মুক্তি দিয়াছিলেন । কিন্তু প্রতিদ্বন্দী স্মৃঙ্গল নরপতি বর্তমান আছেন
 বলিয়া রাজা সঙ্কল্পের উচ্ছেদ করিলেন না । সেই সময় হইতেই
 পুরবাসীরা গর্গের আগমন শুনিগেই সম্বৃত্ত হইয়া স্ব স্ব গৃহের দ্বার
 অর্পণ করিত । ৪৩৮, ৪৩৯

তখন রাজা নিতান্ত আর্জ হইয়া পড়িলেন এবং গর্গের সন্নিহিত

তেনাদীকারিতো গর্গঃ কথঞ্চিৎকৃত্তকার্পণম্ ।

ভৃত্যাস্ত তেন সম্বন্ধং নৈচ্ছন্তুতস্ত ভূপতে: ॥ ৪৪১

ততঃ স্তস্‌সলদেবেন সহ সন্ধিং নিবন্ধযান্ ।

পশ্চাৎসম্প্রার্থামানোপি সম্বন্ধং ন ব্যধন্ত সঃ ॥ ৪৪২

মণ্ডলে বিশরাক্ষমেবং যাতে নৃপোবধীং ।

সড্ডং হংসরথং নোন্নরথং চানাদিতাশ্চরৈঃ ॥ ৪৪৩

তানামিকণস্থচ্যাদিপ্রবেশৈ রেবহুর্জনঃ ।

অত্যন্তানন্তুভির্বোঁরামবহান্নবীভবৎ ॥ ৪৪৪

পুনর্মিলনাশায় লহরে স্বীয় মহত্তম সহলকে দূত করিয়া প্রেরণ করিলেন । ৪৪০

সহল অনেক উপরোধ অহুরোধ করিয়া গর্গকে স্বীকার করাইলেন যে, তিনি সহলকে কত্তা দান করিবেন । কিন্তু প্রেততুল্য রাজার সহিত একপ সম্বন্ধ স্থাপন, তাহার অহুচরবর্গের মনঃপূত হইল না । ৪৪১

তদনন্তর গর্গ, স্তস্‌সল দেবের সহিত সন্ধি বন্ধন করিলেন । ইহার পরেও সহল প্রেরিত দূতের মুখে অহুরুদ্ধ হইয়াও তিনি সে সম্বন্ধ বন্ধন করিলেন না । ৪৪২

রাজ্যমধ্যে এইরূপ বৈধ ভাব উপস্থিত হইলে, রাজা সড্ড, হংসরথ এবং মনোরথকে চর দ্বারায় দূত করিয়া বধ করেন । ৪৪৩

তাহাদিগকে ধরিয়া আনিয়া তপ্ত শলাকা ও হুচী দ্বারা শরীরের নানা স্থানে বিদ্ধ করতঃ অসীম যন্ত্রণা দানে প্রাণবধ করা হইয়াছিল । ৪৪৪

ভোগসেনাঙ্গনাং মল্লমহুমেনে স যম্ পঃ ।
 অহুসতুঃ পতিং ছদ্মং বসন্তীং সাধু তদ্যথাং ॥ ৪৪৫ ৷
 তাদৃগ্‌দুর্জাপি বৈরুধ্যং শঙ্কিতেন তদজরে ।
 প্রমিষ্যে দিহ্লভট্টারো রসদানেন ভুভুজা ॥ ৪৪৬ ৷
 ন রাজবীজী নোচ্চণ্ডবিক্রমো বা বভূব সঃ ।
 শমিতো গৃহদণ্ডেন যন্তথা তেন পাপিনা ॥ ৪৪৭ ৷
 তং যা নিনিন্দানি প্লবপৌরুষং তৎস্ব মৃতদা ।
 তস্তা বহ্নিপ্রবেশেন সিদ্ধং মানবতীব্রতম্ ॥ ৪৪৮ ৷
 সোলেপাপি রাজ্যকালোভূদেবমাতঙ্কহুঃসহঃ ।
 দীর্ঘকপাদৃশ্তমানদীর্ঘজুঃস্বপ্নসংনিভঃ ॥ ৪৪৯ ৷

তিনি যে ভোগসেনের পত্নী নিভৃতবাসিনী মল্লাকে পতির অহুগমন
 করিতে অহুমতি দিয়াছিলেন—তাহা সংকার্য্যই হইয়াছিল । ৪৪৫

রাজা স্বীয় দুর্বলতা বুঝিয়াও শঙ্কাবশতঃ দিহ্লভট্টারককে বিষ
 প্রয়োগে হত্যা করিয়াছিলেন । ৪৪৬

ঐ ব্যক্তি রাজকুলজাত বা প্রচণ্ড বীর্য্যশালী ছিল না, তথাপি
 কেন যে রাজা তাহাকে একরূপ ভাবে গোপনে হত্যা করিয়া পাপ সঞ্চয়
 করিলেন, বলা যায় না । ৪৪৭

দিহ্লভট্টারকের সহোদরা স্বীয় ভ্রাতাকে কাপুরুষ বলিয়া নিন্দা
 করিতেন । অভিমানবতী রমণী ভ্রাতার মৃত্যুতে বহ্নি প্রবেশ
 করিয়াছিলেন । ৪৪৮

দীর্ঘ রাজ্যিতে হুঃস্বপ্ন-দর্শনকারীর অসহ্য যজ্ঞা হইলেও নিদ্রাতজের
 পর যেমন আর কিছুই কষ্ট থাকে না, তেমনি রাজার রাজত্ব

কালবিৎস্বসৃসলো গর্গীকৃৎসংধিরপি ত্রসন্ ।

শ্রুত্বৈত্রীং সজ্জপালং কাশ্মীরৌশ্বধ্যভাক্ততঃ ॥ ৪৫০

দ্বারেন সহ দত্তার্থো লক্ককঃ সল্লভুভুজা ।

বরাহমূলং সং প্রাপ কথঞ্চিৎপ্রস্থিতিং ভজন্ ॥ ৪৫১:

গর্গঃ স্মরন্নবক্কনং পশ্চাদভোত্য নাশয়ন্ ।

বরাহমূলেণ সমং তন্ত্র সৈন্তমলুষ্ঠয়ৎ ॥ ৪৫২

বিদ্যো স তু তন্ত্রোদৈর্ঘ্যৈতৈশ্চ পরিবব্ধজ ।

অদিব্যৈর্ঘ্যেদিনী দিটব্যৈর্ঘ্যেদৈর্ঘ্যস্মরসার গগঃ ॥ ৪৫৩

কাল স্বল্পকাল স্বায়ী হইলেও, প্রজারা দুঃসহ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল । ৪৪২

কালবিদ স্বসৃসল, রাজা গর্গের সহিত সন্ধি বন্ধনে আবদ্ধ থাকিলেও মনে সামান্ত মাত্র আশঙ্কা করিয়াও কাশ্মীর-গ্রহণাভিপ্রায়ে সজ্জপালকে তদভিমুখে প্রেরণ করিলেন । ৪৫০

সল্লভ ভূপতি লক্ককে দ্বারপতির পদে নিযুক্ত করিয়া প্রচুর অর্থ প্রদান করেন ; তিনি কিন্তু কোন প্রকারে প্রয়াগমাত্র ঘাইয়াই বরাহমূল স্থানে উপস্থিত হইলেন । ৪৫১

গর্গ লক্কক কৃত আক্রমণ স্মরণ করিয়া, তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ঘাইয়াই আক্রমণ করিলেন, এবং তদীয় বাহিনীকে ছিন্নভিন্ন করিয়া দিলেন ; বরাহমূল নগরও তৎসঙ্গে লুপ্তিত হইল । ৪৫২

লক্কক পলায়ন করিলেন ; তাঁহার যোদ্ধারা মরদেহে ক্রিতি আলিঙ্গন ও দিব্যদেহে অপ্সরোগণকে আলিঙ্গন করিয়াছিল । ৪৫৩

নাথকে গলিতে শুদ্ধবৃত্তেঃ সঙ্গশৈল্যম্ভী ।
 পতিতৈ রুগ্নহুড্ডাঐত্বভূষিতা মোক্তিকৈরিব ॥ ৪৫৪
 আগচ্ছতা ছিন্নভীতিঃ সজ্জপালেন লক্ককঃ ।
 নিরাশ্রয়ঃ সংপ্রপেদে পার্শ্বঃ সুসঙ্গভূপতেঃ ॥ ৪৫৫
 সোথ ভূভুংসজ্জপালে দূরং ক্রান্তরিপৌ গতে ।
 আজগামাস্তিকং প্রাষ্টেঃ প্রেরিতঃ পৌরডামরৈঃ ॥ ৪৫৬
 সন্ধিং তব বিখ্যাত্যামি সার্কং সুসঙ্গভূভুজা ।
 ইত্যুক্তা সঙ্লগং প্রায়ান্তদভ্যর্গং সংহেলকঃ ॥ ৪৫৭

নাথক (মধ্যমণি) বিগলিত হইলে যেমন নির্মল উৎকৃষ্ট জাতীয় মুক্তাফল পতিত হইয়া ভূমিকে শোভিত করে, সেইরূপ নাথক লক্কক বিলুপ্ত হইলে, বিগুঢ় চরিত্র সঙ্গশক্তাত উপ্র, ছুডুদি বীরগণ পতিত হইয়া বণস্থল অলঙ্কৃত করিয়াছিল । ৪৫৪

লক্কক নিরাশ্রয় হইয়া পড়িলেন, সজ্জপাল আসিয়া তাঁহাকে আশ্বাস দিয়া নিঃশঙ্ক করিলে, তিনি সুসঙ্গ রাজের পক্ষ অবলম্বন করিলেন । ৪৫৫

অনন্তর রাজা সুসঙ্গ দেখিলেন, সজ্জপাল শত্রুদিগকে আক্রমণ করিতে করিতে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন ; তখন তিনিও স্বপক্ষগত পৌর ও ডামরদিগের প্রেরণায় ত্রীনগরের নিকটে আসিয়া পড়িলেন । ৪৫৬

“আপনার সহিত সুসঙ্গ রাজের সন্ধি ষটাইয়া দিব” সঙ্লগ রাজকে এই কথা বলিয়া মহত্তম সঙ্লগও সুসঙ্গ পার্শ্ব চলিলেন । ৪৫৭

কাজ্জিতাভ্যুদয়ং পৌরৈশ্চাতকৈরিব বারিদম্ ।

অশিশ্রিয়নাজবর্জং সর্ব এবোচ্চলানুজম্ ॥ ৪৫৮

গর্গস্থ গৃহিণী ছুড্ডাভিধানাথ তদন্তিকম্ ।

কন্তকাব্রমাদায় পরিণেতুমুপাযযৌ ॥ ৪৫৯

উপযেমে স্বয়ং রাজা রাজলক্ষ্ম্যভিধাং ততঃ ।

গুণলেখাং স্নুবাশ্বেন স্বীচক্রে তন্তবৌঃসীম্ ॥ ৪৬০

সঙ্লগ্নে সানুজ্জৈভ্যোত্য সজ্জপালেন দ্রোষ্টিতে ।

রাজাপি রাজসদসঃ সিংহদ্বারং সমাসদং ॥ ৪৬১

সাক্ষাদ্বিরোধিত্বেন দ্বারমেকেন পাতিতম্ ।

অভূম্মোঘঃ তমপ্রাপ্য সার্কং বৈরিমনোরথৈঃ ॥ ৪৬২

চাতক যেমন জলদের অভ্যুদয় আকাজক করে, সেইরূপ পুর-
বাসীরা উচ্চলানুজের অভ্যুদয় কামনা করিতেছিল, এক্ষণে তাঁহাকে
সমাগত দেখিয়া সঙ্লগ্নরাজ্য ব্যতীত আর সমস্ত পুরবাসীই তাঁহার
সহিত মিলিত হইল । ৪৫৮

তখন ছুড্ডা নায়ী গর্গগৃহিণী কন্তাক্ষকে লইয়া রাজার
(স্নুসংলগ্নের) সহিত তাহাদিগের বিবাহ দিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার
সমীপে উপস্থিত হইয়াছিল । ৪৫৯

তদনন্তর রাজা স্বয়ং রাজলক্ষ্মী নায়ী গর্গতনয়াকে বিবাহ করিলেন,
এবং তাহার কনৌদসী সহোদরা গুণলেখাকে স্বীয় স্নুবাশ্বরূপে প্রাতি-
গ্রহ করিলেন । ৪৬০

সজ্জপাল যাইয়া সানুজ সঙ্লগ্নকে বেঠিন করিয়া ফেলিলেন এবং
রাজাও রাজভবনের সিংহদ্বার উপনীত হইলেন । ৪৬১

বিপক্ষের কোন এক সৈনিক তাঁহার সমক্ষেই একটা কটক

সসৈন্তে গলিতদ্বাররাজবেশস্থিতে রিপৌ ।

গর্গচন্দ্রবিশঙ্ক্যাসীচ্চকিতং সৌসঙ্গং বলম্ ॥ ৪৬৩

গর্গে বিতীর্ণকন্তেপি রাজসৈন্তমাবিশসৎ ।

তস্থৌ স্বাতব্যমিত্যেব তৃণস্পন্দেপি শক্তিভূম্ ॥ ৪৬৪

অস্তাভিনাযিনি দিনে তাদৃক্ত্রাসহতে বলে ।

স্নেহাদদহতি আপে দুর্ভেদোকঃস্থিতান্ধিপুন্ ॥ ৪৬৫

প্রবিষ্ট গ্রামনিভূয়কবাটেন তমোরিণা ।

দ্বারং বিবৃত্যাক্রমনৈঃ সজ্জপালোগ্রহীদ্রণম্ ॥ ৪৬৬

ফেলিয়া দিয়াছিল ; কিন্তু তাহাতে তাঁহার কোন আঘাত লাগে নাই ; সে দ্বার পাতন নিতান্ত নিশ্ফল হইয়াছিল ; শত্রুদিগের মনো-
রথ পূর্ণ হইল না । ৪৬২

শত্রু রাজভবনের দ্বার বন্ধ করিয়া সসৈন্তে ভিতরে রহিয়াছে দেখিয়া সুসঙ্গ সৈন্তের আশঙ্কা হইল, গর্গচন্দ্র এই সময়ে তাহাদিগকে হঠাৎ আক্রমণ করিতে পারে । ৪৬৩

যদিও গর্গচন্দ্র কস্তারান করিয়া সম্বন্ধ বন্ধ হইয়াছেন, তথাপি রাজসৈনিকেরা তাঁহাকে বিশ্বাস করিতে না পারিয়া একটি পত্রমাত্র বিচলিত দেখিয়াও, চকিত ও ভীত হইয়া থামিতে হয় বলিদাই যেন থামিয়া পেল । ৪৬৪

দিন শেষ হইয়া আসিল, সৈন্ত সমূহ ভীতিগ্রস্ত ; শত্রুরা দুর্ভেদ্য আবাসে অবস্থিত দেখিয়াও স্নেহ, প্রযুক্ত রাজা তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিতে পারিতেছেন না ; এমন সময়ে সজ্জপাল, প্রস্তরবাঘাতে গবাক্ষের কবাট ভগ্ন করিয়া ওদাখ্যে প্রবেশ করিলেন ও দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়া প্রাঙ্গণস্থ সৈন্তের সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন । ৪৬৫। ৪৬৬

তস্ত নিশ্চিত্য পাতংগীঃ বৃত্তিং ভূমন্তরিরজে ।

অনুপ্রবেশং বিদগে পদাতির্লককাভিধঃ ॥ ৪৬৭

দরদানয়নে কাষ্ঠবাটসকটবিক্রমে ।

যন্তস্ত সদৃশো যোধঃ প্রতিবিম্ব ইবাভবৎ ॥ ৪৬৮

স কেশবশ্চ স মঠাধীশস্তমনুসত্ত্বতুঃ ।

শৈনেনয়মাক্রম্যতী পার্থমিব প্রার্থিতসৈন্ধবম্ ॥ ৪৬৯

নির্গত্য মণ্ডপালয়প্রহারৈরেষ্টৈঃ কথংচতু ।

বিবৃতে প্রাক্-দ্বারে যীযো রাজাবিশংস্রয়ম্ ॥ ৪৭০

নির্বিভাগে বর্তমানেন সংগরে সৈন্তদোষয়োঃ ।

প্রাক্ষনে প্রমথং প্রাপ্তভূম্যাসত্তত্র শস্ত্রিণঃ ॥ ৪৭১

বহু শত্রু মধ্যে প্রবিষ্ট সজ্জপালের দশা অগ্নিমুখে ধাবিত পতঙ্গের
জায় হইবে নিশ্চয় করিয়া, লক্কক নামক পদাতিকও তাহার পশ্চাৎ
পশ্চাৎ প্রবেশ করিয়াছিল । ৪৬৭

কাষ্ঠবাট গিরিসঙ্কটে দরদাক্রমণের সময় তৎসদৃশ যে বীর
পুরুষেরা প্রতিবিম্বস্থিত বলিয়া অনুমিত হইয়াছিল, সেই কেশব এবং
মঠাধীশ তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিয়াছিল ; জয়দ্রথ-বধাভিলাষী পার্থের
পশ্চাতে যেন শিনি-তনয় সাত্যকি, ও পবনাস্বজ ভীমসেন ধাবিত
হইতেছেন । ৪৬৮, ৪৬৯

ভীষণ আঘাতে প্রাঙ্গণদ্বার কোনরূপে উন্মুক্ত হইলে, সুধী রাজা
মণ্ডপ হইতে নিজ্জাস্ত হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিলেন । ৪৭০

প্রাঙ্গণমধ্যে উভয় পক্ষীয় সৈন্তের মিশামিশি যুদ্ধ বাধিয়া গেল ;
বহু যোদ্ধা নিহত হইয়া ভূপতিত হইল । ৪৭১

সচিবঃ সহলরাজস্ত পতঙ্গগ্রামজো দ্বিজঃ ।

আজ্ঞো প্রাপ্যজ্ঞকো নাম স্বঃস্বীসন্তোগভাগিতাম্ ॥ ৪৭২

কায়স্থেনাপি কুদ্রেণ লজ্জা গঞ্জাদিকারিতাম্ ।

স্বামিপ্রসাদঃ সাক্ষ্যং নিজে তাক্কা তমুং বণে ॥ ৪৭৩

সাহস্ বনস্পতির্লীনৈঃ খগৈর্ক্যাচালিতো যথা ।

গ্রাবণি প্রবিষ্টে প্রোডীননিঃশব্দবিহগোভবেৎ ॥ ৪৭৪

আবোধনোর্বী বাচ'লা চক্রে চিত্রার্পিতেষু সা ।

তথা সুসলভূপেন তুরগস্থেন তর্জিতা ॥ ৪৭৫

অনাক্রুৎসনাস্তঃস্থে তস্মিন্দিংহাসনং ধ্বনিঃ ।

সুসলো জরতীতোবং চক্কাবাত্তং চ শুশ্রবে ॥ ৪৭৬

সহলরাজসচিব অজ্ঞক নামা পতঙ্গগ্রামীয় দ্বিজ যুদ্ধে পতিত হইয়া দিব্য'ক'না সম্বোধনে অধিকারী হইলেন । ৪৭২

কুদ্র নামক যে কাহিন্দু গঞ্জাদিকার প্রাপ্ত হইয়াছিল, সেও সংগ্রামে তত্ত্বতাগ করিয়া প্রভু প্রসাদের সফলতা বিধান করিয়াছিল । ৪৭৩

যেমন সাংকালে বৃক্ষাবলী পক্ষীকলরবে মুগ্ধিত হইলেও প্রকৃত নিক্ষেপ মাত্র একেবারে নির্জল ভাব ধারণ করে, তেমনি যোদ্ধারদের কোলাহলে যে বণস্থল মুগ্ধিত হইতেছিল অস্বাভাব্যরূপে আগত সুসল'লের সর্জন মাত্রই তাহা নীরব হইল । ৪৭৪-৪৭৫

তিনি সিংহাসনাতোহনের পূর্বে যখন প্রাঙ্গণে দাঁড়াইয়াছিলেন, সেই সময়ে চক্কানিনাদ সহ রব উঠিল—“সুসল জয়ী হইয়াছেন” । ৪৭৬

মল্লরাজগৃহে তাদৃশ নান্যতাপ্যদপত্যত ।

অগতাং তত্র বৈরুব্যং নাদৃকুলগণৈঠনৌ ॥ ৪৭৭

আবদ্ধকবচাবধারিতাবলিন্য সুসলঃ ।

বালৌ যুবামিতি বদন্ধুর্জ্যোত্যা জয়দায়ুধম্ ॥ ৪৭৮

আদিষ্ট মণ্ডপেত্মশিষ্যকযোশ্চ স্থিতিং ভয়োঃ ।

প্রাপ্তরাজ্যন্ততো রাজা বিবেশাস্থানমণ্ডপম্ ॥ ৪৭৯

জ্যোহোনাং চতুরো মাসাশ্চক্ররাজাঃ শবদ্ধ তন্ ।

সিতস্ত সোষ্ট্রাশীতেকে রাধস্ত ত্রিতয়েহনি ॥ ৪৮০

তেন সিংহাসনে ক্রান্তে ভাষ্যতেব নভস্তলে ।

গণাদেবাখিলো লোকঃ ক্ষোভমকিরিবাভ্যজং ॥ ৪৮১

সহস্র এবং গোটন যেকপ কাপুরুষত্ব দেখাইয়াছিল, মল্লরাজ-
কুলে আর কেহই তাদৃশ কাপুরুষতা দেখায় নাই । ৪৭৭

তাহারা উভয়েই কবচধারী হইয়া অখারোহণে সুসলকে আলি-
ঙ্গন করিলেন । সুসলও “তোমরা শিশু,” অন্ত্রধারণের প্রয়োজন
কি ?” বলিয়া তাহাদিগকে অস্ত্র ত্যাগ করাইলেন । এবং উভয়কে
গৃহান্তরে আক্ৰম করিয়া রাখিবার আদেশ দিয়া, রাজা হইয়া রাজসভায়
প্রবেশ করিলেন । ৪৭৮।৪৭৯

সহস্র তিন দিন কম চারিমাস রাজত্ব করিয়া ৪১৮৮ লৌকিক
অশ্বের বৈশাখ মাসের শুক্লপক্ষের তৃতীয়াতে বন্ধনে পতিত
হইয়াছিলেন । ৪৮০

সুসল সিংহাসনে অধিরোহণ করিলেই সমস্ত লোক কণমধ্যে
নিস্তব্ধ হইল । মার্ত্তণ্ডদেবকে নভোমণ্ডলে দীপ্যমান দেখিয়া সমুদ্রও
স্থিরভাবে ধারণ করিল । ৪৮১

বিকোশশব্দঃ সঙ্কোহাবেক্ষণকোভতঃ সদা ।

ব্যাধগোকে ব্যাক্তবক্তে । যুগরাজ ইবাভবৎ ॥ ৪৮২

ভ্রাতৃদ্রহাঃ কুলচ্ছেদমঘিষ্যাঘিষ্য কুর্কতা ।

ন তেন নীতিনিষ্ঠেন শিশবোপ্যবশেষিতাঃ ॥ ৪৮৩

জনন্ত বীক্ষ্য দোৰ্জ্জন্তুধুষ্টাকারতাং বহন ।

স কার্যাপেক্ষাপ্যাসীন্ন কাপ্যাহিতমর্দিবঃ ॥ ৪৮৪

বস্ত্তদ্বার্দ্রহনঃ ক্রুরং দময়িতুং জনন্ ।

অবাস্তবং তন্ত্রীমদ্বান্তিত্তিব্যাণ ইবাদধে ॥ ৪৮৫

কালবিৎসময়ত্যাগী প্রগল্ভঃ প্রতিলানবান্ ।

ইঙ্গিতজ্ঞো দীর্ঘদৃষ্টিঃ স এবান্তো ন কোপ্যভূৎ ॥ ৪৮৬

যেমন ব্যাধগণের সম্মুখে পশুরাজ সিংহ বদন ব্যাদান করিয়া ভীতি প্রদর্শন করে, সেইরূপ নৃপতিও উন্মুক্ত ক্রুপাণ-করে শত্রুগণের প্রতি ভীকু দৃষ্টি রাখিয়াছিলেন । ৪৮২

এক্ষণে কঠোর নীতি অবলম্বন করিয়া ভ্রাতৃহত্যাদিগকে অব্যেথন করিয়া সবংশে নিহত করিয়াছিলেন এমন কি তাহাদের শিশুরাও রক্ষা পায় নাই । ৪৮৩

তিনি দুৰ্জনের দুৰ্জ্জনতা জানিতে পারিলে, কখনই বঠোরতা পরিত্যাগ করিতেন না, তবে কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য থাকিলে, কখন কখন সামান্য মৃদুতা প্রকাশ করিতেন । ৪৮৪

বাস্তবিক তিনি কোমল হৃদয় ছিলেন । কেবল ক্রুরদিগকে দমন করিবার জন্যই প্রাচীয়ে চিজিত সর্পের জায় অবাস্তব ভীষণ ভাব ধারণ করিতেন । ৪৮৫

তিনি উপযুক্ত কাল বুঝিয়া কার্য করিতেন । যথা সময়ে দান

অধিকঃ কোপি কোপ্যনঃ কোপি তস্ত সন্মো গুণঃ ।

দোষোধ কা পূৰ্জ্জস্ত স্বভাবৈকোপ্যদুশ্চত ॥ ৪৮৭

অস্বকারি সমানেপি কোপে তৎপূৰ্জ্জগ্নয়নঃ ।

কোপেন বিষমানকং তদীয়েন তু গারঘম্ ॥ ৪৮৮

ন বভূব স বেশাদৌ সাস্থয়োহুচিৎ পুনঃ ।

স্থিতিভেদভয়াৎসেহে নোৎসেকমনুজীৰিণাম্ ॥ ৪৮৯

নৈচ্ছৎস দ্বন্দ্বযুদ্ধাদিসকানৈশ্মানিনাং বধন্ ।

তস্মিন্ প্রমাদান্নিৰ্যুচে স্বদীয়ত কৃপাকুলঃ ॥ ৪৯০

বাক্ পাৰুপ্যং নৃপশাসীদাত্তাত্তকহঃসহম্ ।

তস্ত তু প্রণয়প্রায়ং হিংসাত্তাবধবর্জিতম্ ॥ ৪৯১

করিতেন, প্রগল্ভ ও প্রতিভাবিশিষ্ট ছিলেন, ঈদ্রিত মাত্রেই কথা
বুঝিতে পারিতেন এবং দূরদর্শী ছিলেন। এতাদৃশ গুণসম্পন্ন আর
কাহাকেও দেখা যায় নাই। ৪৮৬

স্বভাবতঃ তিনি অগ্রজের সদৃশ ছিলেন। তবে কোন কোন
গুণ বা দোষ তাহাতে ন্যূন বা সমান দেখা যাইত। ৪৮৭

হুই ভ্রাতাই সমান ক্রোধী ছিলেন, তবে তাহার জ্যেষ্ঠের ক্রোধ সার-
মেয় বিষতুল্য এবং তাহার ক্রোধ মধুমক্ষিকার বিবেক জ্ঞায় ছিল। ৪৮৮

তিনি অনুজীদিগণের গৰ্ব দেখিয়া মৰ্য্যাদা ভঙ্গ ভয়ে কষ্ট হইতেন,
কিন্তু তাহাদের বেশাদিতে অহুচিত অসুখা প্রকাশ করিতেন না। ৪৮৯

তিনি দ্বন্দ্ব যুদ্ধাদি প্রবর্তন বরাইচা, কখন সম্ভ্রান্ত পুরুষদিগকে
বধ করিতে ইচ্ছা করেন নাই। তবে কেহ প্রমাদ পূর্বক ওরূপে
নিহত হইলে বরং তিনি দয়াজ্ঞ হইতেন। ৪৯০

রাজা উচ্চলের কৰ্কশ বচনে লোকের হৃৎসহ কষ্ট হইত, ভয়েবও

তত্তার্থগৃহ্যোক্তপাদৌ ভূয়ানাংস্তে অ সম্পদাম্ ।

ত্যাগো বিগরকালাদিনৈয়ত্যা তু মিভোভবৎ ॥ ৪২২

/নবকর্ম্মান্ববাহল্যপ্রিয়ে তস্মিন্দ্রবিক্রতাম্ ।

তত্যজুঃ কারবো বাজিবিক্রেতারশচ দৈশিকাঃ ॥ ৪২৩

ভূঃসহবাসনোৎপত্তৌ জিগীষোঃ প্রশংসনিনঃ ।

তত্তাসীদপরিভ্যাভ্যাং ন কিঞ্চিদমুর্বার্ধিণঃ ॥ ৪২৪

তন্ত্রেদ্রবাদনী ভূরিপরাক্রিয়াং শুকদায়িনঃ ।

যথা নৃপস্ত শুশ্রুভে তথা নম্রস্ত কস্তচিৎ ॥ ৪২৫

কারণ জন্মিত । কিন্তু সুসূসলের সপ্রণয় ব্যবহারে কাহারও কোন কষ্ট হইত না বা অপ্রিয় হইরা কাহাকেও প্রাণ হারাইতে হয় নাই । ৪২১

সুসূসল অর্থ সংগ্রহে সমধিক তৎপর ছিলেন এবং বিবিধ উপায়ে ধন সঞ্চয়ও করিয়া ছিলেন । বিষয় এবং কালাদি বিবেচনা পূর্ব্বক কার্য্য করিতেন বলিয়া উচ্চল অপেক্ষা মিতব্যয়ী ছিলেন । ৪২২

তিনি নিত্য নূতন গৃহাদি নিৰ্ম্মাণে এবং অশ্বক্রয় করিতে ভাল বাসিতেন । সেইজন্য তাঁহার রাজত্বকালে বৈদেশিক শিল্পী ও অশ্ব-বিক্রেতার্য্য ধনশালী হইয়াছিল । ৪২৩

প্রজাদিগের দুর্ভিক্ষাদি ভূঃসহ বিপদ উপস্থিত হইলে তাহার প্রশমন এবং সম্পূর্ণ উচ্ছেদ জন্য কোন সম্পদ ব্যয়েই তিনি কুণ্ঠিত ছিলেন না । ৪২৪

ইন্দ্র-বাদনী উৎসবে ভূরি পরিমাণে দসন এবং ধন বিতরণে তাঁহার যেরূপ শোভা দেখা যাইত, এমন শোভা কখন দৃষ্ট হয় নাই । ৪২৫

যথা প্রাণুচ্চলো রাজা সুপ্রাপঃ প্রিয়সেবকঃ ।

স তথা সেবকৈরাসীদুদ্ভ্রা তুর্লভদর্শনঃ ॥ ৪৯৬

নোচ্চলানপরস্তাসীদ্যসনং হযবাহনে ।

নাশ্রুস্ত সুসলনুপাদাক্যং তত্র চ পপ্রথে ॥ ৪৯৭

শমযুৎপন্নমুৎপন্নং নিস্ত্রে তুর্ভিক্ষমুচ্চলঃ ।

রাজো সুসলদেবস্ত ন তৎস্বপ্নেপাদৃশত ॥ ৪৯৮

কিমন্তদধিতৈঃ সোভূদগ্রজাদধিকো গুণৈঃ ।

তাক্ষা ত্যাগাক্ষিনৈস্পৃহসুপ্রাপদানি কেবলম্ ॥ ৪৯৯

উচ্চলেঃ পালকো গর্গো যং রাজ্যে কর্তৃমৈহত ।

সহস্রমঙ্গলন্তেন নিবাস্তত স ত্রুধা ॥ ৫০০

রাজা উচ্চল যেমন পূর্বে ভৃত্যগণের প্রিয় ছিলেন এবং সর্বদাই তাহাদের দর্শন দিতেন, তিনি কিন্তু ভৃত্যদিগের পক্ষে নিতান্ত তুর্লভ দর্শন ছিলেন । ৪৯৬

উচ্চলের জায় কোন রাজা অস্বারোহণ প্রিয় ছিলেন না । কিন্তু সুসলের জায় কাহাকেও অস্বারোহণে সুদক্ষ দেখা যায় নাই । ৪৯৭

উচ্চলরাজ যেমন তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইতঃ তেমনি সঙ্গে সঙ্গে তাহার নিরাকরণ করিতেন । কিন্তু সুসলের রাজত্বে তুর্ভিক্ষ স্বপ্নেরও অতীত ছিল । ৪৯৮

তিনি সকল বিষয়েই উচ্চল অপেক্ষা উৎকৃষ্ট ছিলেন কেবল দানে, অর্থ নিস্পৃহতায় এবং সুলভ দর্শনতায় তৎসদৃশ ছিলেন না । ৪৯৯

উচ্চল-পুত্রের অভিভাবক স্বরূপে যাহাকে গর্গ রাজ্য দানে ইচ্ছুক ছিলেন, সেই সহস্র-মঙ্গলকে সুসল সর্বোপায়ে নিকীর্ণিত করিয়াছিলেন । ৫০০

তস্মিন্ভদ্রাবকাশস্থে প্রাসনামা তদান্নক্ষঃ ।

কাঞ্চনোৎকোচদশচক্রে ডামরৈঃ সহ চাক্রিকম্ ॥ ৫০১

অসংত্যজন্নুচনজং পিতৃব্যোণ্যর্থিতং শিশুম্ ।

প্রসঙ্গ তত্র গর্গোপি প্রাতিকূল্যাদর্শয়ৎ ॥ ৫০২

প্রহিতানাং নরেক্ষেণ তৃণানামিব শস্ত্রিণাম্ ।

গর্গদাবাগ্নিদগ্ধানাং নিঃসংখ্যানামভূৎক্ষয়ঃ ॥ ৫০৩

গর্গস্তালোপি দ্বিজয়ঃ স দেবসরসোদ্ভবঃ ।

প্রাতিলোম্যেন নৃপতিসৈন্ধানাং কদনং ব্যধাৎ ॥

রাজ্যপ্রাপ্তেঈশমাজে দিনৈরভ্যধিকে গতে ।

তেনোৎপিঞ্জন রাজ্জোভূন্ন ধীরস্তাকুলং মনঃ ॥ ৫০৫

যেহেতু সহস্র মঙ্গল ভদ্রাবকাশ স্থানে অবস্থিত ছিলেন। তৎ কালে তাহার পুত্র প্রাশ ডামরদিগকে প্রচুর স্বর্ণমুদ্রা উৎকোচ দিয়া তাহাদের সহিত চক্রাস্ত করিয়াছিল। ৫০১

ঐ সময়ে সুসঙ্গ, উচ্চলের পুত্রকে নিজ হস্তে গ্রহণ করিবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন। কিন্তু গর্গচন্দ্র তাহার সে প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিয়া বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিলেন। ৫০২

রাজা গর্গের বিরুদ্ধে অসংখ্য সৈন্ত প্রেরণ করিলেন, কিন্তু দাবাগ্নি পতিত তৃণরাশির দ্বারা প্রভূত সৈন্ত গর্গের হস্তে নিহত হইল। ৫০৩

প্রকৃত গর্গচন্দ্রের স্থালক দেবসরসবাসী বিজয় প্রকাশে বিদ্রোহী হইয়া অনেক রাজসৈন্ত নিহত করিয়াছিল।

যদিও রাজা সুসঙ্গ একমাস কয়েকদিন মাত্র রাজ্যারোহণ করিয়াছিলেন, তথাপি এই বিদ্রোহবর্তী শ্রবণে কিছুমাত্র ভীত হইয়া নাই। ৫০৫

সুরেশ্বর্যমরেশোকীৰিতস্তাসিকুসংগমাঃ ।

গর্গেণ রাজসৈন্তানং কৃতাঃ কদনকাজ্জিগঃ ॥ ৫০৬

সংগ্রামে তুমুলেমাংতো শূরাংকপিলৌ হতো ।

কর্ণশূজকনাযানৌ তদ্বিগৌ চ সহোদরৌ ॥ ৫০৭

নিহতানন্তস্তু ভটগমূহাস্তরলক্ষিতান্ ।

তাদৃশানপি নিষ্কণ্টঃ নাসীংকস্তাপি পাটবম্ ॥ ৫০৮

হর্ষমিত্রং কম্পনেশো ভূভটশূর্যাতুলাশ্রয়ঃ ।

বিজয়েন হতানৌকো বিদধে বিজয়েশ্বরে ॥ ৫০৯

পুত্রো মঙ্গলরাজস্ত তিহ্নো রাজন্তবংশজঃ ।

তত্র তিকাকবমুখাস্তদ্বিগশ্চ প্রমিষ্যিষ্যে ॥ ৫১০

বিতস্তা ও সিজুনদের সঙ্গম স্থলের যে অংশে অমলেশ নামক
বিগ্রহের মন্দির ছিল, সেই অংশের নাম সুরেশ্বরী। সেইস্থানেই
রাজসৈন্তদল গর্গের হস্তে পরাজিত হইয়াছিল। ৫০৬

এই তুমুল সংগ্রামে শূরা ও কপিল নামক দুইজন অমাত্য
এবং কর্ণ ও শূত্র নামক তদ্বী সৈন্তাধ্যক্ষ দুই সহোদর নিহত
হইয়াছিল। ৫০৭

অসংখ্য বীরপুরুষ নিহত হইয়া রণভূমি পরিপূর্ণ করিয়াছিল।
এই স্তূপাকার মৃতদেহ হইতে উক্ত চারিটী মৃতদেহ কেহ সন্ধান
করিয়া বাহির করিতে পারে নাই। ৫০৮

রাজার মাতুলগণ হর্ষমিত্র প্রধান সেনাপতি হইয়াও বিজয়েশ্বরের
নিকটে যুদ্ধে বহু সৈন্ত বিনষ্ট হইলে পর পরাস্ত হন। ৫০৯

মঙ্গলরাজের পুত্র রাজকুলসমুত্ত তিহ্ন ও তিকাকব প্রমুখ তদ্বি-
সেনানীরা এই যুদ্ধে নিহত হইয়াছিলেন। ৫১০

রাজানীকে সজ্জপালঃ প্রবীরপ্রবরোভবৎ ।

ভূরিসৈন্তেন গর্গেণ নান্নসৈন্তোপি বো জিতঃ ॥ ৫১১

সংসৃত্য বিজয়ক্ষেত্রে লক্ষকাঠৈর্কিসার্জিতৈঃ ।

ধীরো রাজা বলঃ ভয়ং স্বয়ং গর্গোন্মুখং যযৌ ॥ ৫১২

সৌমিষ্য গর্গেণ হতাত্তোধানুশীকৃতামহুৰ্ভু ।

নিরদাহয়দন্তেদ্বারসংখ্যেইশ্চিচত্যাগিভিঃ ॥ ৫১৩

বলিনা ভূভূজা গর্গঃ পীড্যমানঃ শনৈঃশনৈঃ ।

ভূতঃ অবসতীর্দ্ধক্লু ফলাহাভিমুখোভবৎ ॥ ৫১৪

স তত্র রত্নবর্ষাখ্যং গিরিজুর্গং সমাংশ্রতঃ ।

হতাত্তোধোচ্চৈরন্ত্যাক্তো নৃপেণাশাদরেষ্ট্যত ॥ ৫১৫

সজ্জপাল অত্যন্ত সৈন্ত লইয়া গর্গক্ষেত্রের বিশাল বাহিনীর সহিত যুদ্ধ করেন ; তথাপি পরাজিত হয়েন নাই, ইহাতে রাজ-কটক মধ্যে তাঁহারই বীরত্ব খ্যাতি সম্যক প্রথিত হয় । ৫১১

লক্ষক প্রমুখ সেনানায়কগণ বিজয়ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিলে প্রাজ্ঞ রাজা, বিচ্ছিন্ন সেনাদল পুনরায় সুশৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া স্বয়ং গর্গকে আক্রমণার্থ যাত্রা করিলেন । ৫১২

গর্গ যুদ্ধে হত বীরগণের দেহ অন্বেষণ করিয়া অগ্নি সংস্কার করিতে আদেশ দিলেন, তৎপরদিন অসংখ্য চিত্রা জলিতে দেখা গেল । ৫১৩

মহাবল রাজার আক্রমণে গর্গ ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় বাসভবন অনলসাৎ করিয়া ফলাহাভিমুখে প্রস্থান করিলেন । ৫১৪

তথায় রত্নবর্ষ নামক গিরিজুর্গ আশ্রয় করিলে তদীয় অহুচরগণ একে একে সরিয়া পড়িল ; অশ্বাগোহীরাও রাজহস্তে পড়িল এবং স্বয়ং রাজা অদূরে জুর্গ অবরোধ করিয়া বসিলেন । ৫১৫

অস্বাক্ষতেন তজ্জাপি সজ্জপালেন বেষ্টিতঃ ।

চরণৌ শরণীচক্রে রাজ্যো দত্তোচ্চলায়াজম্ ॥ ৫১৬

অস্তিকস্থং নৃপে কৰ্ণকোষ্টকং মল্লকোষ্টকম্ ।

বিক্রকং ক্রকবত্যাশু গর্গে বিশ্বাসমাধর্যৌ ॥ ৫১৭

গৃহীতপ্রণতিস্তত্ত্ব নর্হেবু বিজয়াদিম্ ।

শমিতোপপ্লবো রাজা বিবেশ নগরং শনৈঃ ॥ ৫১৮

গহ্বাথ লোহরে স্তম্ভ বন্ধা সঙ্লগলোঠানৌ ।

স বহ্লসোমপালাষ্ট্রে রেমে সংসেবিতো নৃপঃ ॥ ৫১৯

ভূয়ঃ প্রবিষ্টঃ কশ্মীরান্ধেব্যঃ সর্কীতিশায়িভিঃ ।

গর্গং প্রসাদৈরনঘং প্রকৃক্সিমধিকাদিষ্টকৈঃ ॥ ৫২০

সেখানেও সজ্জপাল রাজার পরে যাইয়াই দুর্গ বেটন করিলেন তখন গর্গ উপায়াস্তর না দেখিয়া, উচ্চলায়াজকে রাজহস্তে সমর্পণ করিয়া রাজার চরণে শরণাগত হইলেন । ৫১৬

এই সময়ে গর্গ, কৰ্ণকোষ্ট-তনয় মল্লকোষ্টকে বিদ্রোহী বলিয়া অবরুদ্ধ করায় রাজার বিশ্বাসভাজন হয়েন । ৫১৭

বিজয়ী নৌর বিজয়াদি অশ্বদিষ্ট হইলে, গর্গ রাজ সন্নিপে নিতান্ত বিনীত হইয়া পড়িলেন ; রাজাও তাঁহার প্রণাম গ্রহণ করিয়া ধীরে ধীরে ত্রীনগরে প্রবেশ করিলেন । ৫১৮

অনন্তর রাজা লোহর রাজ্যে গমন করিয়া সঙ্লগ ও লোঠনকে তথায় কারাবদ্ধ রাখিয়া কলহ ও সোমপালাদি কুটুম্বগণের সহিত আয়োদ আহ্লাদ করিতে লাগিলেন । ৫১৯

সর্কীণ্ডণাকির রাজা পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিয়া গর্গকে লক্ষ্যোচ্চ পদে নিযুক্ত করিয়া যথেষ্ট অশ্বগ্রহ দেখাইলেন । ৫২০

গ্রীষ্মার্ক প্রতিমে তস্মিন্ফ্লাদিনাবহুচক্রভুঃ ।

মহাদেবৌ কুমারশচ ক্রমচ্ছায়াবনানিলৌ ॥ ৫২১

ডামরৌ দেবসরসোদ্ভবৌ বিজয়গোত্রিলৌ ।

বৃহৎকিক্ষুধা স্বপ্নটিকৌ বেলাঃ প্রচক্রভুঃ ॥ ৫২২

সানাত্যাকাজ্জিলৌ পার্শ্ববস্ত্র প্রবিশতঃ পুংসঃ ।

লোকপুণ্যে তদ্বভূতো ক্রন্দন্তিঃ স্বাহুর্গৈঃ সমম্ ॥ ৫২৩

বিজয়ে গর্গঃবন্ধাঃসদাক্ষিপ্যৌ মহীপতিঃ ।

সদাচারং পরিত্যজ্য বেত্রিভিস্তাবতাড়য়ৎ ॥ ৫২৪

তো মানিনশচ তদভূত্যাঃ কৃষ্টশস্ত্রাস্ততো ব্যধুঃ ।

সাহসং সুমহৎসৈন্তে প্রহরন্তো মহীপতেঃ ॥ ৫২৫

রাজা গ্রীষ্মকালীন স্বর্ঘ্যের ভায় প্রতাপশালী । কিন্তু রাজ্ঞী ও রাজকুমার শান্তিহারিণী তরুচ্ছায়া ও সুশীতল বন পবনের প্রকৃতি গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৫২১

যে সময়ে রাজা লোকপুণ্যস্থলে অবস্থিত ছিলেন, সেই সময়ে বৃহৎ টিক এবং স্বপ্ন টিক নামক বিজয়ের দুইজন জাতি ডামর-আশ্রয়-প্রার্থী হইয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হয় । গর্গের সহিত সম্পর্ক থাকায় বিজয়ের প্রতি রাজা সদয় ছিলেন । কিন্তু কোন কারণে এই দুই জনের প্রতি রুষ ব্যবহার করেন, এমন কি স্বীয় বেত্রধারীদের দ্বারা তাহাদিগকে প্রহার পর্য্যন্ত করান । ইহাতে অভিমানী ডামরেশ্বর এবং তাহাদিগের অনুচরেরা ক্রুদ্ধ হইয়া হুঃসাহস সহকারে বিপুল রাজ-সৈন্তকে প্রহার করিতে থাকে । ভোগদেব নামক ঋণাক রাজাকে

স্বপাকো ভোগদেবাখ্যঃ কৃপাণ্যা ত্রাহরম্ গম্ ।
 ধীরো গজ্জকনামা চ করবালেন পৃষ্ঠতঃ ॥ ৫২৬
 সাবশেষতয়া ভূপস্তায়ুবো মোঘতাং যযুঃ ।
 দ্বিঘৎপ্রহৃতয়ো বাততুরগী তু ব্যপস্তত ॥ ৫২৭
 নৃপস্তাস্তরয়নৃবৈরিপ্রহৃতিং বাণবংশজঃ ।
 নিহতস্তত্র শৃঙ্গারসীহঃ সাদৌ শসস্তকঃ ॥ ৫২৮
 সৈনিকৈকৈস্তবুর্হৃত্তিক্কাভোগদেবাদয়ো হৃত্যঃ ।
 স্মৃষ্টিকস্ত নিস্তৌর্ণো হেতুর্ভাবিনি বিপ্লবে ॥ ৫২৯
 শূলে ব্যাপাদিতা গজ্জকাদয়ো দ্রোহসংশ্রিতাঃ ।
 মন্দেহিতামুরিত্যাসীদ্রাজা গর্গাকুল্যাভাক্ ॥ ৫৩০

তরবারি প্রহার করে, ও পশ্চাৎ হইতে দৃঢ়চেতা গজ্জক করবাল
 আঘাত করে । ৫২২—৫২৬

রাজার পরমায়ু অবশিষ্ট ছিল বলিয়া উহানের শস্ত্রাঘাত নিষ্ফল
 হয়, কিন্তু তাঁহার বাহন তুরঙ্গী হত হইয়াছিল । ৫২৭

বাণবংশীয় শৃঙ্গার শিহ নানক একজন উৎকৃষ্ট অশ্বারোহী পুরুষ
 শত্রুর অস্ত্রঘাত ব্যর্থ করিয়া রাজাকে রক্ষা করিয়া স্বয়ং নিহত
 হন । ৫২৮

বৃহৎ টিক, আভোগদেব এবং অস্ত্রাস্ত্র সকলে রাজসৈন্তের হস্তে
 নিধন প্রাপ্ত হয়, কেবল স্মৃষ্টিক পলায়ন করিয়া ভবিষ্যতে বিদ্রোহী
 হইবার জন্ত বাচিয়া গিয়াছিল । ৫২৯

রাজদ্রোহগণ্ড বলিয়া গজ্জকাদি শূলে আরোপিত হইয়াছিল ।
 গর্গাকুল্যাই রাজার এই প্রাণশঙ্কটের কারণ । ৫৩০

ন ভবেৎপবিপাতেপি প্রময়ঃ সময়ং বিনা ।

প্রহ্ননমপ্যহ্ননহন্তি ভন্তোঃ প্রাপ্তাবধেঃ পুনঃ ॥ ৫৩১

জালাভিরৌর্ধ্বহনস্ত পয়োধিমধ্যে

ন স্তানতামপি হি বার্নি মুহুঃ স্পৃশন্তি ।

তাভ্যেব যাস্তি বিলয়ঃ কিম মোক্তিকানি

কাস্তাকুচেযু যুবতাবভূবোয়গাপি ॥ ৫৩২

প্রাজ্জীবামপি বিস্বতা পরোৎসেকাসহিস্থনা ।

মণ্ডলাৎসজ্জপালাজ্জা নিরবাস্তস্ত ভূভুজা ॥ ৫৩৩

সহস্রী কাকবংশানাং যশোরাজাভিধন্ততঃ ।

সহস্রমঙ্গলাভ্যর্থং রাজা নির্কাসিতো যযৌ ॥ ৫৩৪

সময় না হইলে, বজ্রপাতে মৃত্যু হয় না আর আয়ু শেষ হইলে
পুষ্পাঘাতে মরিয়া যায় । ৫৩১

যে মুক্তাকল জলদি মধ্যে থাকিয়া বাড়বাৎসে কিছুমাত্র মলিনতা
প্রাপ্ত হয় না, সেই মুক্তাকল যুবতী রমণীর স্তনোপরি থাকিয়া বিরহ
জ্বালার প্রভাবে বিলীন হইয়া যায় । ৫৩২

রাজা কাহরও ঔদ্ধত্য সহ্য করিতে পারিতেন না, এইজন্য সজ্জ-
পালাদির পূর্ব-কার্য্য পৌরব বিস্মৃত হইয়া, তাহাদের দেশ হইতে
নির্কাসিত করিয়া ছিলেন । ৫৩৩

কাকবংশীয় দিগের সম্প্রদায় যশোরাজ, রাজাজায় নির্কাসিত হইয়া
সহস্রমঙ্গলের নিকটে উপস্থিত হন । সহস্রমঙ্গলও যশোরাজকে
ও তৎসদৃশ নির্কাসিত বীরপুরুষগণকে পাইয়া পরম সমাদরে
গ্রহণ করিলেন এবং সমুজ্জিশাণী ছিলেন বলিয়া লক্ষপ্রতিষ্ঠ হইয়া

তনুভাংগে বিনির্বাণেন্দ্রশাঙ্গুলমুদ্রিমান্ ।

ঐচ্ছলকপ্রতিষ্ঠঃ স রাজঃ প্রত্যভিযোগিতাম্ ॥ ৫৩৫

তৎপুত্রঃ কান্দমার্গেণ বিবিকুঃ স্মাপসৈনিকৈঃ ।

যশোরাজে ক্ষতে প্রাণঃ প্রত্যাবৃত্তা যযৌ ভয়াৎ ॥ ৫৩৬

অথাশ্বেষপি ভূত্যেষু বাজ্ঞা নিক্রাসিতেষু সঃ ।

মৌলিবেষু প্রথাং যাবদুথাবতপলকগান্ ॥ ৫৩৭

উপরাগে নবে সজ্জে পার্কতীয়াস্রঘো, নৃপাঃ ।

চাম্পেয়ো জাসটো বজ্রধরো বল্লাপুরাধিপঃ ॥ ৫৩৮

রাজা সহজপালশ্চ বহুলানামধীশ্বরঃ ।

যুবরাজৌ ত্রিগর্তৌর্কোবল্লাপুত্রবরেন্দ্রযোঃ ॥ ৫৩৯

বল্লহ আনন্দরাজশ্চ পঞ্চ সজ্জবিভাঃ কচিং ।

প্রস্থানার্থং কৃতপণাঃ কুরুক্ষেত্রমুপাগতাঃ ॥ ৫৪০

উঠেন । তিনি রাজার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থানের ইহাই প্রকৃত সময় মনে করিলেন । ৬৩৪:৫৩৫

তাহার পুত্র প্রাণ, কান্দবর্ষা দিয়া কান্দীর রাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু রাজসৈন্যের হস্তে যশোরাজকে ক্ষত বিক্ষত দেখিয়া ভয়ে প্রত্যাবর্তন করিয়াছিলেন । ৫৩৬

অস্তান্ত রাজভৃত্য পুরৌকুরূপে নিক্রাসিত হইয়া সহস্রমণ্ডলের সহিত মিলিত হইয়াছিল । তিনি উহাদের লাভ করিয়া বর্জিষ্ট হইয়া পড়েন । ৫৩৭

এইরূপে একটা নুতন বিপ্লবসজ্জা উপস্থিত হইলে চম্পাদিপতি যাসটু, বল্লাপুরাপতি বজ্রধর এবং বর্ত্তলাধিপতি সহজপাল নামক তিনজন পার্কতীয় রাজা এবং ত্রিগর্তের রাজ্যের বল্লহ ও আনন্দরাজ

আসমত্যাধিতং ভাবদভোত্য নরবর্ষণঃ ।

প্রাপ্তির্ভিক্ষাচরং তেন দত্তপাথেয়কাঞ্চনম্ ॥ ৫৪১

স জাসটেন সম্বন্ধিস্নেহাহিহিতসংকৃতিঃ ।

নীতোত্তৈশ্চ প্রথাং ভূপৈর্দল্লাপুরমথায়মৌ ॥ ৫৪২

দেশাধিনির্গতৈর্কিঞ্চপ্রমুখৈর্কিঞ্চিতপ্রথে ।

তস্মিন্ প্রাপ্তে সহস্রশ্চ প্রতিষ্ঠা লঘুতামগাং ॥ ৫৪৩

পৌত্রোয়ং হর্ষদেবস্ত ক এতে রাজ্য ইত্যথ ।

উক্তা ত্যক্তা সহস্রাদীংস্তমেবাশিশ্রিয়জনাঃ ॥ ৫৪৪

নামক যুবরাজবয়—এই পাঁচ জন কোন স্থানে মিলিত হইয়া দেশ ভ্রমণার্থ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া যাত্রাকরতঃ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইলেন । ৫৩৮—৫৪০

আশমতী কর্তৃক প্রার্থিত হইয়া মালবাধিপতি নরবর্ষা আশ্রিত-ভিক্ষাচরকে পাথেয় স্বরূপ বহু স্বর্ণ দান করিয়া বিদায় দিয়াছিলেন । ভিক্ষাচর কুরুক্ষেত্রে আসিয়া উক্ত পাঁচজনের সহিত মিলিত হইয়া ছিলেন । ৫৪১

জাসট সম্বন্ধ স্নেহ-বশতঃ তাঁহার বহু সংকার করিলেন এবং অন্ত্যস্ত রাজারাও জাসটের স্তায় তাঁহার সংকার করায়, ভিক্ষাচর গৌরবারিত হইয়া বল্লাপুত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ৫৪২

এই সময়ে বিধ্ব প্রভৃতি আরও কয়েকজন দেশত্যাগ করিয়া আসিয়া ছিলেন । তাঁহারাও ভিক্ষাচরের সহিত যোগদান করায় তিনি বর্দ্ধিত গৌরব হইয়া উঠিয়াছিলেন । তাঁহার এই গৌরবে কিঙ্ক সহস্র-মন্ত্রণের গৌরব অনেকটা হীনপ্রভ হইয়া গেল । “ভিক্ষাচর রাজা হর্ষদেবের পৌত্র ইহার রাজ্যের কে” ? জই কথা বলিয়া আনেকে সহস্র-মন্ত্রণকে ত্যাগ করিয়া ভিক্ষা-চরের দলে যোগদান করিয়া ছিল । ৫৪৩।৫৪৪

কৃতজ্ঞভাবমুৎসজ্য সঙ্কল্পেহমোহিতঃ ।

দর্যকো রাজপুত্রস্তং রাজানির্কাসিতোপগাং ॥ ৫৪৫

পুত্রঃ কুমারপালস্ত তৎপিতৃশ্রীতুলস্ত সঃ ।

বৃদ্ধিং সুসঙ্গদেবেন পূরা নিজে হি পুত্রবৎ ॥ ৫৪৬

প্রেরিতো যুবরাজেন জাসটেন চ কন্তবাম্ ।

বল্লাপুবেশঃ প্রদদৌ ভিক্ষবেণ স পদ্মকঃ ॥ ৫৪৭

তদেষ্ঠকুরো ভূপালজ্যেষ্ঠাখিগাংস্ততঃ ।

তমৈচ্ছদগপালাখ্যঃ কৰ্ত্ত্বং পৈতামহে পদে ॥ ৫৪৮

তাং বার্তাং শ্রুতবান্রাজা যাবদাসীৎসমাকুলঃ ।

গয়পালে হতস্তাবদো জ্যৈষ্ঠদমনা বলী ॥ ৫৪৯

রাজপুত্র দর্যক, রাজা কর্তৃক নির্কাসিত হন, তিনিও কৃতজ্ঞতা
বিশ্বত হইয়া স্বজন-স্নেহে মোহিত হইলেন। কারণ ভিক্ষাচরের
পিতার মাতুল কুমারপালের পুত্র। রাজা সুসঙ্গদেব ইহাকে পুত্রবৎ
প্রতিপালন করিয়াছিলেন। ৫৪৫।৫৪৬

বল্লাপুরাপতি পদ্মক, যুবরাজ বল্ল এবং জাসটের অনুরোধে স্বীয়
কন্তাকে ভিক্ষাচরের করে অর্পণ করিলেন। ৫৪৭

সেই দেশের ঠাকুর গয়পাল অজ্ঞাত সামন্ত ভূপতিগণের সহিত
মিলিত হইয়া ভিক্ষাচরকে তাহার পিতামহের নি হাসনে বসাইবার
চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ৫৪৮

এই সকল সংবাদ পাইয়া রাজা সুসঙ্গ অত্যন্ত চিন্তাকুল হইয়া
উঠিলেন বটে, কিন্তু অপরদিকে পরাক্রান্ত গয়পাল, হঠাৎ জাতিদিগের
যড়যন্ত্রে নিহত হইলেন। ৫৪৯

পদ্মকে তানুপ্রতিগতে যৌকুং প্রধানমধ্যাগঃ ।

ভিক্ষাচরচমুখ্যো দর্যকোপি ব্যপঙ্কত ॥ ৫৫০

তেন প্রধাননাশেন ততো ভিক্ষাচরণে যযৌ ।

অকিঞ্চিৎকরতাং মেঘ ইবাবগ্রহবারিতঃ ॥ ৫৫১

আসন্নত্যাং প্রয়াত্যাঃ ক্ষীণে পাথেষ্যকাঞ্চনে ।

ঋতুরোপি যযৌ তন্ত শনৈর্গন্ধোপচারিতাম্ ॥ ৫৫২

চতুষ্পঙ্কানি বর্ষানি তিষ্ঠজ্ঞাসটমন্দিরে ।

গ্রাসাচ্ছাদনমাত্রং স ততঃ ক্লেশাৎসমাসদৎ ॥ ৫৫৩

ঠাকুরো দেবপালোঃ চন্দ্রভাগা-তটাস্রয়ঃ ।

দব্ধা স্তূপাং বপ্নিকাণাং তং নিনায় নিজান্তিকম্ ॥ ৫৫৪

গয়পালের নিধন বার্তা শুনিয়া পদ্মক, গয়পালের আত্মীয় স্বজনকে শাসন করিবার জন্ত যুদ্ধ যাত্রা করিলেন। ভিক্ষাচরের প্রধান সেনাপতি দর্যকও তাহার সহগমন করিলেন। কিন্তু হঠাৎ তিনি বিপদে হস্তে নিধন প্রাপ্ত হইলেন। ৫৫০

এইরূপে ভিক্ষা-রের প্রধান সহায়তাকারীরা এইভাবে নিধন প্রাপ্ত হওয়ায়, তিনি নিদায়কালীন জনদের জায় প্রতিভাত হইলেন। ৫৫১

এই সময়ে আশ্রমভি গতানু হইলেন ও ভিক্ষাচর, পাথের বন্ধন যে কাঞ্চন পাইয়াছিলেন, তাহাও নিঃশেষ হইয়া গেল এবং সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম তাহার ঋতুরও যত্নের অভাব পরিসংকিত হইল। ৫৫২

ভিক্ষাচার কার্যক্রেমে অন্ন ও বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া চারি পাঁচ বৎসর কাল জামটের বাটীতে অবস্থান করিলেন। ৫৫৩

তদনন্তর চন্দ্রভাগা-তটবাসী দেবপাল নামক একজন ঠাকুর

প্রাপ্তসৌখ্য্য বসন্তজ ককিংকালং ভয়োজিতঃ ।

স রাজবীজী দৈন্তেন শৈশবেন চ তত্যজে ॥ ৫৫৫

তদন্তরে সাহসিকঃ প্রাসঃ সাহসিকুন্দঃ ।

প্ৰতাপতানি কুর্বাণঃ সংবন্তমনয়ম্পম্ ॥ ৫৫৬

স সিদ্ধপথমার্গেণ বিবিধুক্ষিপ্তবোধুথঃ ।

নৈরেব ভূতৈভূভূত্বর্ককা পাটৈঃ সমর্পিতঃ ॥ ৫৫৭

তত্রোৎপিজে পরং সত্ত্বং সজ্জপালস্ত গপ্রথে ।

খিল্লেনি দ্রোহবিমুখো যৎস দেশান্তরং ঘর্যো ॥ ৫৫৮

ভিক্ষাচরকে লইয়া আসিয়া বপ্ৰিকা নামী কন্যাদান করেন, এবং নিজাণয়ে রাখিয়া দেন । ৫৫৪

এই রাজপুত্র তথায় বিছুকাল নির্ভয়ে ও সুখে বাঁস করিয়া দৈন্ত ও শৈশব মুক্ত হইলেন । ৫৫৫

এই সময়ে মহেশ্ব-মঙ্গলের পুত্র প্রাশ পুনঃ পুনঃ উদ্ধতভাবে যাতায়াত করিয়া রাজার ক্রোধ পুনরুদীপ্ত করিয়া তুলিলেন । ৫৫৬

কাশ্মীর রাজ্যের বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে প্রাশ যখন সিদ্ধপথ নামক গিরিপথ দিয়া আগমন করিতেছিলেন, সেইসময়ে তাহারই দলস্থ সৈনিকেরা তাহাকে বন্ধন করিয়া রাজার নিকটে লইয়া গিয়াছিল । ৫৫৭

এই বিপ্লবকালে সজ্জপালেরই সাধুতা প্রশংসিত হইয়াছিল । রাজার ব্যবহারে তিনি ক্রোধিত হইলেও, সর্বপ্রকার দ্রোহ পরাশ্রয় হইয়া দেশান্তরে চলিয়া গিয়াছিলেন । ৫৫৮

তদ্বিশেষশ্চৈব কুলীনে চ কিং বাচ্যং স দিগন্তরে ।

শৌর্য্যোণৈব যশোরাজঃ পপ্রথৈ যন্তদভুতম্ ॥ ৫৫৯

অথ রাজা নিবার্য্যাম্বান্ হেলাদীনা হতমানান্ ।

সর্বাধিকারে বিদধে কায়স্থং গৌরকাভিধম্ ॥ ৫৬০

স তাপসস্ত সন্যসী কস্তচিদ্ধিজয়েশ্বরে ।

সেবয়া লোহরস্থস্ত তস্ত বাল্লভামাযযৌ ॥ ৫৬১

শ্রমিতে পূর্ব্বকায়স্থবর্ণে তেন ততঃ ক্রমঃ ॥

নীতঃ সর্বাধিকারিণঃ সোক্তামেব স্থিতিং কীধাং ॥ ৫৬২

অশেষকর্ম্মস্থানেভ্যো বৃত্তিং রক্ষাপজীবিনাম্ ।

নিবার্য্যকোষভরণং তেনাকার্য্যনিশং জ্ঞাতোঃ ॥ ৫৬৩

এই মহাত্মা বীরপুরুষের কথা কি বলিব ? তাঁহার প্রত্যাপে যশোরাজ ভিন্ন রাজ্যে খ্যাতি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৫৫৯

অনন্তর রাজা, সহস্র প্রবৃত্ত প্রাচীন মহত্তমদিগকে পদচ্যুত করিয়া গৌরক নামক কায়স্থকে প্রধান মন্ত্রীর পদে নিযুক্ত করেন । ৫৬০

গৌরক, বিজয়েশ্বর স্থিত কোন সম্রাসীর জাতি ছিল । যখন রাজা লোহরে ছিলেন, তখন গৌরক তাঁহার অনেক প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া প্রিয়পাত্র হইয়াছিল । ৫৬১

রাজা পূর্ব্ব পূর্ব্ব কায়স্থগণকে কর্ম্ম হইতে অবস্থত করিয়া, ইহাকেই প্রধান মন্ত্রীরপদ প্রদান এবং রাজ্যের শাসন প্রণালীর পরিবর্তন করিয়াছিলেন । ৫৬২

রাজভৃত্যেরা পূর্ব্বের নানাউপায়ে বৃত্তি গ্রহণ করিত, তিনি সে সমস্ত বন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন । তাঁহার সময়ে রাজকোষ সতত পূর্ণ ছিল । ৫৬৩

শ্রদিয়া পাপ্মিনস্তত্ত্ব নাজ্জারি কুরতা জনৈঃ ।

মধুরিয়া বিষস্তেব শক্তিঃ প্রাণাপহারিণী ॥ ৫৬৪

স্তবাংকুপণবিত্তং স পূর্বসঞ্চিতনাশকং ।

মিথুক্ষে নৃপতেঃ কোশে হিয়ে হিমমিবাবুদঃ ॥ ৫৬৫

কৌশঃ কুপণবিস্তেন প্রবিষ্টেন হি দূষিতঃ ।

ভূজ্যতে ভূমিপাণানাং তক্ষরৈরথবারিভিঃ ॥ ৫৬৬

লোভাভ্যাসেন ভূয়োপি সঞ্চিন্নকোশমম্বহম্ ।

আন্তে স্র লোহরাগরৌ প্রহিৎস্কর্কসম্পদঃ ॥ ৫৬৭

গৌরকাশ্রয়িভির্কটপঙ্ককাত্তৈর্নিয়োগিভিঃ ।

বিধীয়তে স্র নিস্তারা মহোৎপাতৈরিব ক্রিতিঃ ॥ ৫৬৮

যেমন প্রাণাস্তকারী তীব্র হলাহল মধুর অগ্নের সহিত মিশ্রিত থাকিলে তাহার কটুতা উপলব্ধি হয় না, সেইরূপ গৌরকের বাহ্য ব্যবহারে তাহার অন্তরের ক্রুরতা প্রকাশিত হয় নাই । ৫৬৪

পার্কত্য তুষায় যেমন, বারিপাতে দূষিত হয় সেইরূপ রাজার ভ্রাতাপার্জিত পবিত্র ধনরাশি, গৌরকের অসহপায়ে অর্জিত ধনদ্বারা দূষিত হইয়াছিল। বেহেতু রাজাদের ধনভাণ্ডার অসহপায়ে অর্জিত অর্থ দ্বারা পরিপূরিত হইলে, তাহা অচিরে শত্রু বা দস্যুর কবলিত হয় । ৫৬৫।৫৬৬

রাজা এইরূপে অর্থগ্ৰহ, হইয়া বহুধন সঞ্চয় করিয়া লোহর ভূর্গে রাখিয়া আসিলেন । ৫৬৭

বট পঙ্কক প্রভৃতি কন্মচারীরা গৌরকের বুদ্ধিতে মহান উৎপাতের ভায় দেশকে ধনহীন করিয়া ফেলিয়াছিল । ৫৬৮

উচ্চলম্বাপভৌ শান্তে মূর্ছারুচিশিলোপমে ।
 অব্যবস্ত পুনর্লোকং ব্যাধা ইব নিয়োগিনঃ ॥ ৫৬৯
 প্রশস্তকলশান্তে তদ্ব্যাকৃতনয়ঃ পদম্ ।
 কায়স্থঃ কনকো নাম শ্রাব্যামকৃত সম্পদম্ ॥ ৫৭০
 নানাদিগন্তরাগতো হৃর্ত্তিকপতিভো জনঃ ।
 যেনাবিচ্ছিন্নসম্ভ্রণ শান্তব্যাপদ্যদীয়ত ॥ ৫৭১
 সম্ভ্রাতৃমুচ্চলম্বান্তে যেষাং তদ্বপরীক্ষণম্ ।
 ত এব চক্রিরে রাজ্ঞা প্রমত্তেনাধিকারিণঃ ॥ ৫৭২
 যারে তিলকসিংহঃ স তাদৃক্তেন ব্যদীয়ত ।
 রাজস্থানে চ জনকঃ কাণ্ডান্তে সঙ্গহাদরঃ ॥ ৫৭৩

এই অর্থগুরু কর্ণচারীদিগের পাশ্বে রাজা উচ্চল ভীষণ প্রস্তর
 স্বরূপ ছিলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর আবার তাহার ব্যাধের ভায়
 লোকপীড়ক হইয়াছিল । ৫৬৯

তবে প্রশস্তকলসের মৃত্যুর পর, তাহার একমাত্র ভ্রাতৃপুত্র,
 কনক নামক কর্ণচারী স্বীয় ধনের সদ্যবহার করিয়াছিল । ৫৭০

তিনি একটা অন্নছত্রের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তথায় হৃর্ত্তিক-
 পীড়িত লোকেরা নানাদেশ হইতে আসিয়া ভোজ্য জন্য়াদিদিগের
 প্রাপ্যধারণ করিত । ৫৭১

উচ্চলের মৃত্যুতে যাহাদের চরিত্র পরীক্ষিত হইয়াছিল, সেই
 সকল লোককেই অসংকল্প-প্রবর্ত্তক রাজা নানাকর্মে নিয়োগ
 করিয়াছিলেন । ৫৭২

এমন কি তিলকসিংহের ভ্রাতৃ ব্যক্তিকেও তিনি দ্বারাধিত্ব

প্রতাপনৃপতেন্তৌকৈঃ করমাক্রান্তগুণঃ ।

জিতাঙ্গারাদিগঃ সোপি স্বীচকারোবশাদিগাং ॥ ৫৭৪

কাকবংশস্ত তিলকঃ স্নাতৃজা দত্তকম্পনঃ ।

নিষ্ঠে প্রকম্পমহিতান্ প্রকম্পন ইব দ্রুমান্ ॥ ৫৭৫

গ্রাম্যশস্ত্রভূতা শেডরাজহানাদিকারিণা ।

নৃপপ্রতাপৈরহিতাঃ সজ্জকেনাপি নির্জিতাঃ ॥ ৫৭৬

কাকবংশাশ্রয়াং প্রাপ্তরাজদ্বারেণ ধীমতী ।

অট্টমেলকভূত্যোনাপ্যবাপীঠেন মন্ত্রিতা ॥ ৫৭৭

এবং তাহার একচক্ষুহীন জনক নামক ভ্রাতাকে প্রধান বিচারকের পদ দিয়াছিলেন । ৫৭৩

এই তিলক দ্বারাধিপতি হইয়া উরসার রাজার ব্যাঘ্র আক্রমণ করিয়া, তাহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া তাহার নিকট হইতে কব আদায় করিয়াছিলেন । ৫৭৪

এই কাকবংশীয় তিলক ক্রমে রাজঅঙ্গুগ্রহে প্রধান সেনাপতির পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । প্রকম্পন পানের জার শত্রুরা তাহাকে দেখিয়া কম্পিত হইত । ৫৭৫

যত্ন রাজার প্রতাপিনী ! এমন কি গ্রাম্যগৈনিক সজ্জক শত্রু-
দিগকে পরাজিত করিয়া রাজদরবারে পরিবর্ধকের পদ প্রাপ্ত হইয়া
ছিলেন । ৫৭৬

কাকবংশীয়গের প্রধান গৈনিকপুরুষ বিজ্ঞ অট্টমেলক উহাদের
অঙ্গুগ্রহে রাজ-সাক্ষাৎকার লাভ করিয়া মন্ত্রী পদ প্রাপ্ত হইয়া-
ছিলেন । ৫৭৭

এবং স্বাহংক্রিয়াত্যাগপক্ষেণ মন্ত্রিণঃ ।

কুর্কবতোচ্চাবচাংস্তেন কশ্চিৎকালোত্যবাহত ॥ ৫৭৮

বিতস্তাপুলিনে সোধ কৰ্ত্তুং প্রারভতোন্নতম্ ।

স্বস্ত স্বশ্লাশ্চ পত্ন্যাশ্চ নাগা সুরগৃহভ্রমম্ ॥ ৫৭৯

উৎপাতবহ্নিনা দত্তো নিঃসজ্জাধনদাঘ্নিনা ।

তেন দিদ্ধাবিহারোপি নূতনস্বমনীকৃত ॥ ৫৮০

পুরীমট্টলিকাং জাতু স প্রদাতোহস্তিকহিহৈঃ ।

আঠৈশ্চৈশ্চর্যত কল্হাষ্টৈর্গর্গোচ্ছেদায় ভূপতিঃ ॥ ৫৮১

গার্গিঃ কল্যাণচক্রাখ্যন্তানতিক্রম্য হি সুরনৃ ।

মৃগয়াদিক্ষণে তেষামস্ফ্রামুদপাদয়ৎ ॥ ৫৮২

এইরূপে রাজা কিছুকাল মর্যাদা বা গুণের বিচার না করিয়া
যাহাকে তাহাকে মন্ত্রিস্ব দিয়াছিলেন । ৫৭৮

অনন্তর তিনি বিতস্তা তীরে নিজের, জীব ও স্বাস্ত্যভীর নামে
তিনটি সুরহৎ দেবালয় নির্মাণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন । ৫৭৯

দিদ্ধামঠ হঠাৎ অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল । রাজা
অপরিস্রিত ধনব্যয়ে তাহার পুনর্গঠন করিয়াছিলেন । ৫৮০

যাঁহাউক এক সময়ে তিনি অট্টলিকা নামক ক্ষুদ্র নগরে গমন
করেন, তথায় পার্শ্বস্থিত বহ্লাদি অন্তরঙ্গেরা তাঁহাকে গর্গের উচ্ছেদ
জন্য পরামর্শ দিয়াছিল । ৫৮১

কারণ গর্গের পুত্র কল্যাণচক্র উহাদের অপেক্ষা ঐশ্বর্যশালিতার
পরিচয় দিতেন এবং মৃগয়াকালে সমধিক বীর্য প্রকাশ করিতেন
বলিয়া উহাদের অন্তরে ঈর্ষার সঞ্চার হইয়াছিল । ৫৮২

সর্বাভ্যধিকসামর্থ্যং তং নিগ্রাহং নিবেশ্য তে ।
 নিত্যোপজপনৈর্গর্গে বিক্রিয়ামনঘর্মপম্ ॥ ৫৮৩
 বজ্রা হ্যাং গোহরে ভূভৃদিচ্ছতি ক্ষেপুর্মিত্যথ ।
 গর্গঃ শশঙ্কে ভূত্যেন রাজ্ঞা চৈকেন বোধিতঃ ॥ ৫৮৪
 ততঃ স সমুতন্তজ পলায়া স্বভূবং যযৌ ।
 দিনৈর্ভূপোপি সংপ্রাপ্তঃ প্রবিবেশ স্বমণ্ডলম্ ॥ ৫৮৫
 অত্রোত্তরশঙ্কয়া ভেদং যাতর্যো রাজগর্গয়োঃ ।
 চক্রিকৈঃ কৃতসঞ্চারৈর্কৈবং প্রৌঢ়িমনীযত ॥ ৫৮৬
 স্থালং গর্গস্ত বিজয়ং স্নেহশেষবশংবদঃ ।
 সমীপাৎসত্যজ্ঞরাজা পশ্চাত্তাপেন পশ্পৃশে ॥ ৫৮৭

“গর্গ সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, অতএব তাহাকে নিগৃহীত করা কর্তব্য,” এই কথা তাহার রাজার কর্ণে পুনঃপুনঃ জপাইয়া রাজার চিত্ত কলুষিত করিয়াছিল । ৫৮৩

রাজা গর্গকে গোহরে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিতে ইচ্ছুক, এই কথা একজন ভৃত্য এবং কোন সামন্ত রাজার মুখে শুনিয়া গর্গ শঙ্কিত হইলেন । ৫৮৪

অতএব গর্গ পুত্রসহ তথা হইতে পলায়ন করিয়া স্বস্থানে পহুছিলেন, কিয়দিন পরে রাজাও নিজ রাজ্যে চলিয়া যান । ৫৮৫

রাজা ও গর্গের মধ্যে অবিখ্যাস জন্মিলে, চক্রান্তকারীরা, পুনঃপুনঃ রাজা ও গর্গের পক্ষে যাতায়াত করিয়া একটা বিরোধ ঘটাইয়া তুলিল । ৫৮৬

গর্গের শ্যালক বিজয়কে রাজা ক্রোধে স্নেহ করিতেন, এজন্য

কারায়াং গর্গশক্রবন্তেন পূর্বং কৃতীয়ত ।

স মল্লকোষ্টকন্তুশ্বিন্কাগেমুচাত বন্ধনাং ॥ ৫৮৮

নিবন্ধযৌনসংবন্ধং ডামরৈরপারৈঃ সমম্ ।

তং কারয়িত্বা সামর্থ্যে নিনায় বলিতাং নৃপঃ ॥ ৫৮৯

শঠৈনযুজ্যায় নিধাতে রাজসৈন্তেথ পূর্ববৎ ।

গর্গেণ কদনং চক্রে যোথানামমরশ্বরে ॥ ৫৯০

তত্র সর্করতিশাষিত্বা বীরবৃত্তা নৃপাশ্রিতঃ ।

শমালাডামরঃ প্রাপ প্রথাং পৃথ্বীহরঃ পরম্ ॥ ৫৯১

রণে দ্বারপতের্গর্গনির্জিতস্ত পলায়নে ।

শৌর্যং তিলকসিংহস্ত প্রাপ সর্কোপহাস্ততাম্ ॥ ৫৯২

তাহাকে স্বসমীপ হইতে চলিয়া যাইতে বলিয়া পশ্চাৎ অমুগ্রাপ করিয়াছিলেন । ৫৮৭

ইতঃপূর্বে গর্গের শত্রু বলিয়া মল্লকোষ্টকে রাজা কাগাক্রুদ্ধ করেন, এগণে তাহাকে মুক্তি দিলেন । এবং অমুগ্রাবৃত্তঃ তাহাকে অপর ডামরদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া প্রতাপাষিত করিয়া তুলিলেন । ৫৮৮।৫৮৯

পূর্ববৎ রাজসৈন্য ক্রমশঃ যুবার্ধ গর্গের অভিমুখে প্রস্থান করিলে, গর্গচক্রে তাহাদিগকে অমরেশ্বরহলে পরাভূত করিলেন । ৫৯০

এই হুকে রাজপক্ষীয় ডামর শমালা দেশীয় পৃথ্বীহর সর্কোপেক্ষা শৌর্যবীৰ্য্য প্রকাশ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ৫৯১

কিন্তু দ্বারপতি তিলকসিংহ গর্গকর্তৃক পরাস্ত হইয়া রণস্থল হইতে পলায়ন করিয়া যে শৌর্য প্রকাশ করেন তাহাতে সকলেই হাস্য করিয়াছিল । ৫৯২

হতশেষাঃ ক্রতাঃ শস্ত্রবজ্রাদি ত্যাজিতা ভটাঃ ।

ভদ্রীয়া গর্গচক্রেণ কারুণ্যাৎকেপি রক্ষিতাঃ ॥ ৫২৫

বহুসাংক্রিয়মাণেষু বীরনেহেষু সর্কতঃ ।

রাজসৈন্তে চিত্রাঙ্গীনাম্ গণনা কাপি নাভবৎ ॥ ৫২৬

কুষ্ঠসৈন্তেন রাজ্ঞাথ গর্গো নির্দগ্ধমন্দিরং ।

সংভ্রাজ্য লহবৎ প্রায়াঙ্গিরসি ধূড়াবনাভিধম্ ॥ ৫২৭

গিরিমূলোপবিষ্টস্ত ভূপতেঃ সৈনিকৈঃ সমম্ ।

তেষু ভেদকরোরিত্যং গিরিমাগেষু সংপরম্ ॥ ৫২৮

কুটুম্বৈকৈর্পানীকং প্রতিরাজুপতাপন্নং ।

রণে ত্রৈলোক্যরাজাদিপ্রমুখাংস্তদ্বিগোবধীৎ ॥ ৫২৯

হতাবশিষ্ট সৈন্যে যারা আহত হইয়া শস্ত্র বজ্রাদি পরিত্যাগ করিলে,
গর্গচক্র কৃপা করিয়া তাহাদিগকে প্রাণভিক্ষা দিয়াছিলেন । ৫২৫

যখন বীরগণের দেহ সংকার হইতেছিল, তখন কত চিত' জলিয়া
ছিল, তাহার সংখ্যা করা চকর । ৫২৬

রাজা যখন স্বয়ং সৈন্য চালনা করিলেন, তখন গর্গচক্র স্বভবন
ভস্মীভূত করিয়া অগ্নয় পরিত্যাগ করিয়া ধূড়াবন নামক পর্বতে
পলায়ন করিলেন । ৫২৭

তথায় রাজসৈন্যের সহিত গিরিসঙ্কটে অনেকগুলি খণ্ডবৃক্ষ
হইয়াছিল, রাজসৈন্য শৈলের পাদদেশ ব্যাপিয়া রহিল । ৫২৮

কুজ কুজ নৈশবৃক্ষে রাজসৈন্যকে তিনি বিপর্যস্ত করিয়া
ফেলিয়া ছিলেন ; ত্রৈলোক্যরাজ নামক ভদ্রী সেনাপতি নিহত
হইলেন । ৫২৯

কাল্পনে হিমসস্তারভীমে পরিমিতানুগঃ ।

স ধীরো রাজ্যাপি রিপৌ ন ধৈর্যেণ ব্যযুক্ত ॥ ৫৯৮

দৈর্ঘ্যবান্‌কাকবংশক্রু তিলকঃ কল্পনাপতিঃ ।

পরং শিববিশ্বক্ৰুং সঙ্কোভূতং প্রধাবিতুন্ ॥ ৫৯৯

পীড়িতস্তেন সংশ্রেষ্য স্বভাবাং তনয়ান্তিকন্ ।

মিত্তেহুকুলতাং ভূপং প্রসাদাচ্ছাদিতক্রুধন্ ॥ ৬০০

গূঢ়মহ্যনূপঃ সন্ধিং বন্ধা প্রচলিতস্ততঃ ।

তং মল্লকোষ্টকং বুদ্ধিং নিনায় ন পুনঃ শমন্ ॥ ৬০১

সেহেথ লহরে দ্বিত্রায়াসানবিশদে নূপে ।

স মল্লকোষ্টকাসঙ্কল্পর্জাং নীচবিমাননাম্ ॥ ৬০২

ফাল্‌গুন মাস, দারুণ তুষারপাত, অয়ং রাজা সেনানায়ক, তথাপি গর্গচক্র অত্যন্ত সৈন্য লইয়াও অকুতোভয়ে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন । ৫৯৮

কেবল কাকবংশীয় তিলক প্রধান সেনাপতি হইয়া তাঁহাকে শৈলোপরি পলায়ন করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন । ৫৯৯

গর্গচক্র যখন নিতান্ত নিপীড়িত হইলেন, আর কোন উপায় নাই দেখিলেন তখন স্বীয় পত্নীকে তনয়ার নিকট প্রেরণ করিয়া তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করিলেন । রাজাও প্রসন্ন-ভাব দেখাইয়া ক্রোধ গোপন করিলেন । ৬০০

রাজার অন্তরে বিলক্ষণ ক্রোধ ছিল, কিন্তু প্রকাশ্যে সন্ধি বন্ধন করিয়া তথা হইতে প্রস্থান করিলেন, কিন্তু মল্লকোষ্টকে ধর্য না করিয়া তাহার প্রতাপ বর্ধিতই করিলেন । ৬০১

অনন্তর দুই তিন মাস লহরে থাকিয়া তিনি মল্লকোষ্টকের

তন্মধ্যে নৃপতিগূঢ়ং বিভেদং তদ্বলং নম্বন্ ।
 তদীয়ানকরোদভূত্যান্কণাদীন্বহিতাবহান্ ॥ ৬০৩
 স থিম্নো নীচদানাদসমশীর্ষিকদ্বাথ তৈঃ ।
 প্রেরিতঃ পার্শ্বাভ্যর্গণ সদারতনমোবিশৎ ॥ ৬০৪
 নাতুং প্রবৃত্তঃ পার্শ্বস্থং স্নানদ্রোণুপরিস্থিতঃ ।
 অধৈকদা তমাক্ষিপ্যশস্বমত্যাগয়ন্নৃপঃ ॥ ৬০৫
 কুর্ষাদাস্যামবষ্টে কোভঃ পৌরুষগর্বিতঃ ।
 আক্ষেপসময়ে সোপি যৎক্লেবাং ভীকবন্তয়ো ॥ ৬০৬

স্পর্ধা নীচকৃত অবমাননার ন্যায় সহ করিলেন, কেননা রাজা
 অশ্রয়স্থলই ছিলেন । ৬০২

ইহার মধ্যে নরপতি গোপনে গর্গ সৈন্যমধ্যে ভেদ জন্মাইয়া
 হৃদীয় বিখ্যাত ভূতাদিগকে স্বপক্ষে আনয়ন করেন । ৬০৩

নগণ্য সশস্ত্রদিগের সহিত সমান পদবীতে অধনত হইতে হয়
 দেখিয়া গর্গচন্দ্র জাতিশয় গিন্ন হইলেন, এবং স্বীয় বনিতা ও
 পুত্রদিগের পরামর্শে তত্পরি পূর্বোক্ত ভূতগণের অনুরোধে তিনি
 রাজসমীপে উপস্থিত হইলেন । ৬০৪

একদিন রাজা স্নানদ্রোণীর উপরি দণ্ডায়মান ছিলেন, এমন সময়
 পার্শ্বস্থিত গর্গকে দেখিয়া তিরস্কার করিলেন এং তাঁহার অসি ত্যাগ
 করাইলেন । ৬০৫

যখন গর্গের ন্যায় বীরপুরুষ এতদূশ তিরস্কৃত হইয়া কাপুরুষের
 ন্যায় আচরণ করিলেন তখন আর কে বীরত্বের অভিমান
 করিবে ? ৬০৬

উৎখাতরোপিতনৃপঃ ক হু সোভিমানঃ

কার্পণ্যভাগিতরলোকসমা ক বৃত্তিঃ ।

বদ্যবশং নটয়তি প্রকটং বিধাতু-

রিচ্ছেব যজ্ঞগুণপঙ্ক্তিরিবাভ্র জন্তুম্ ॥ ৬০৭

অশকন্যামি যে দ্রষ্টুমপি তং নাস্ত তে শঠাঃ ।

কেপি রাজপ্রিয়া বাহু গ্রহিবকৌ তদা ব্যধুঃ ॥ ৬০৮

শ্রীসংগ্রামমঠাভ্যর্নমন্দিরস্থা নৃপে স্বয়ম্ ।

সংগ্রামে প্রাক্ষণং যুদ্ধাৎকল্যাণাত্মা ব্যবহসিষুঃ ॥ ৬০৯

জীবন্তঃ পিতরং শ্রদ্ধা বিদেহো গর্গনন্দনঃ ।

সাম্ব্যমানঃ স্বয়ং রাজঃ কুচ্ছাচ্ছত্রং সমার্পিৎ ॥ ৬১০

যে গর্গচন্দ্রে এক নৃপতিকে উৎখাত করিয়া অন্যকে উৎস্থলে আরোপিত করিয়াছিলেন ; এখন সে অভিমান বা কোথায়ে ? আর দৈন্যক্রান্ত ইতর লোকে এই তুল্য প্রাণ ভিক্ষা করাই বা কোথায়ে ? অথবা এজগতে জীবগণ বিধাতার ইচ্ছায় যন্ত্রণালিত পুত্তলের স্থায় অবশ ভাবে এই সংসার বহুমুকে প্রকট অভিনয় করিয়া থাকে । ৬০৭

যে পামরেরা বর্ণক্ষেত্রে গর্গচন্দ্রের মুখপানে চাহিয়া দেখিতে সাহস পাইত না, সেই রাজানুগ্রহে বৃষ্ট ভৃত্যেরা তাঁহার বাহুবধ রজ্জুবান্ধ দৃঢ়রূপে বন্ধন করিল । ৬০৮

কল্যাণ প্রমুখ বীরগণ শ্রীসংগ্রাম মঠের মন্দিরে অবস্থিত ছিল ; রাজাকে স্বয়ং প্রাক্ষণভূমিতে আনিতে দেখিয়া তাহার। যুদ্ধে বিরত হইয়াছিল । ৬০৯

গর্গনন্দন বিদেহ গুনিলেন, পিতা জীবিত আছেন, এক রাজাও স্বয়ং সাম্ব্যনা বাদ প্রদান করিতেছেন ওখন বহুকষ্টে অস্ত্রত্যাগ করিলেন । ৬১০

গর্গঃ সদারতনয়ো রাজৌকশ্চৈব ভূভুজা ।

উপাচর্যত দাক্ষিণ্যদ্বকো ভোগৈর্নিজোচিহ্নৈঃ ॥ ৬১১

গার্গিঃ পলায্য যাতোপি চতুষ্কং নিজমন্দিরাৎ ।

অবর্ণভাজা কর্ণেন দৃষ্ট্বা রাজঃ সমর্পিতঃ ॥ ৬১২

রুচচ্ছত্রপ্রকোপস্ত্র প্রসাদস্ত মহীভূজঃ ।

অস্ত্রঃশূলবিহীনস্ত ব্রণশ্চৈব ন নিশ্চয়ঃ ॥ ৬১৩

দরদ্রাজে মণিধরে দিদৃক্ষাবাগতে নৃপঃ ।

তৎসঙ্গমায নির্ধাতো গর্গং ভূত্যৈরঘাতয়ৎ ॥ ৬১৪

দ্বিত্বান্মাসানোহভূতকারাগারস্থিতির্নিশি ।

সত্রা ত্রিভিঃ স্রষ্টৈঃ কণ্ঠবদ্ধবজ্রূর্ণপাত্যত ॥ ৬১৫

রাজা রাজভবনের একদেশে জ্বীপুত্রসহ গর্গকে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন ; কিন্তু সময়ভাবে স্বজনোচিত ভোজ্যাদির ব্যবস্থা করিয়া গর্গের উপযুক্ত সৎকার করিয়াছিলেন । ৬১১.

গর্গের পুত্র বন্দীবাস হইতে পলায়ন করিয়া চতুষ্কের মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল । দুর্বৃত্ত কর্ণ সেই স্থান হইতে তাহাকে ধরিয়া রাজার নিকটে লইয়া গিয়াছিল । ৬১২

যেমন কতের ভিতরে পুত্ররক্ত স্বর্ষেও তাহার বাহিরের আবরণের দৃঢ়তা দর্শনে লোকে নীরোগ মনে করে, সেইরূপ অনেকে রাজার অন্তরস্থ জ্বোধের ব্যাপার না জানিয়া বাহ্য প্রসঙ্গভায় মুগ্ধ হয় । একেজের রাজা গর্গের পুত্রকে কোনরূপ দণ্ড দেন নাই । এই ঘটনার পরই দরদ্ররাজ মণিধরের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য রাজা, রাজ-ধাত্রী ত্যাগ করিলে, গর্গের তিন চার মাস কারা যন্ত্রণা ভোগের পর

নিষ্ঠাং বিশ্বমুখামিত্তে যথৈব স নৃপাত্মগৈঃ ।

তথৈব কণ্ঠদক্কাশ্র। সপুত্রোক্ষিপ্যাতান্তসি ॥ ৬১৬

ওং চতুর্নবতে বর্ষে হত্বা ভাদ্রপদে নৃপঃ ।

সুপেচ্ছুঃ প্রত্যুত প্রাপ হুঃখমুদৃতবিপ্লবঃ ॥ ৬১৭

কল্হে কালিঞ্জরাধীশে মহাদেব্যাস্ত মাতরি ।

মল্লাভিধায়াং শাস্তায়াং স ততোভূৎসুহৃঃখিতঃ ॥ ৬১৮

তন্মধ্যে নাগপালাখ্যঃ সোমপালস্ত সৌদরঃ ।

তেন প্রতাপপালাখ্যে হতে দৈমাতুরেগ্রজে ॥ ৬১৯

এক রাজিতে রাজ-অনুচরগণ গর্গ ও তাহার তিনটি পুত্রের গলাদেশে বজ্র বন্ধন করিয়া হত্যা করিয়াছিল । ৬১৩—৬১৫

ইতঃপূর্বে গর্গ যেমন বিশ্ব প্রমুখ বীরগণকে হত্যা করিয়া পরে মৃতদেহে প্রস্তুত বন্ধন করিয়া নদীগর্ভে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, সেইরূপ রাজ-অনুচরগণ ও গর্গ ও তাহার পুত্রদের মৃতদেহে পাষণ্ড বন্ধন করিয়া নদীতে ফেলিয়া দিয়াছিল । ৬১৬

লৌকিকাক্ষের ৯৪ বৎসরে অর্থাৎ ৪১৯৪ অব্দে ভাদ্র মাসে গর্গকে নিহত করিয়া রাজা নিজেকে নিরাপদ ননে করিয়াছিলেন, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে নানারূপ বিপ্লব উপস্থিত হওয়ায়, অনেক হুঃখই পাইয়াছিলেন । ৬১৭

কালিঞ্জরাধিপতি কল্লস এবং মহিষীর মাতা মল্লাদেবীর মৃত্যুতে রাজা বড়ই শোক প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ৬১৮

ইতিমধ্যে সোমপাল, তাহার অমাত্যের সাহায্যে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা প্রতাপপালকে হত্যা করে । নাগপাল এই অমাত্যের প্রাণনাশ করে । পাছে সোমপাল এই কারণে কোন অনিষ্ট করে, এইজন্য

শক্তিতত্ত্বহস্তারং হস্তামাত্যং পলায়িতঃ ।

তাক্ষদেহঃ শরণং যমৌ সুসঙ্গভূতুঃ ॥ ৬২০

ক্রুদ্ধঃ স কাশ্যপাত্মাৎপ্রণয়ং বশবর্তিনঃ ।

অগৃহ্ণেদ্যমপালস্ত নিশ্চিকারাবিবেশনম্ ॥ ৬২১

নিশ্চিত্য সর্কোপাটানামসাধাং বিধুরং নৃপম্ ।

স ভিক্ষাচরমানিস্তে তন্ত বলাপুত্রাদিপুং ॥ ৬২২

নিশম্যানীতদাঘাতং তং প্রকোপাকুলো নৃপঃ ।

দত্তাকন্দোবিশভীত্রতেজা রাজপুত্রীং ততঃ ॥ ৬২৩

দত্তা রাজ্যে নাগপালং সোমপালে পলায়িতো ।

সপ্ত মাসান্স তত্রাসীতাঃ স্তান্সক্রাসন্ননিপুন্ ॥ ৬২৪

নাগপাল প্রাণভয়ে স্বদেশ ছাড়িয়া রাজা সুসঙ্গের আশ্রয়ে পলাইয়া আসিয়াছিল । ৬১৯।৬২০

এই ঘটনায় রাজা সুসঙ্গ এতদূর ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন যে, সোমপাল একান্ত বশতা স্বীকার করিয়া নানাবিধ উপঢৌকন পাঠাইলেও, তিনি তাহা গ্রহণ না করিয়া তদ্বিক্রমে যুদ্ধযাত্রার আদেশ দিয়াছিলেন । ৬২১

সোমপাল যখন দেখিল নানাবিধ উপঢৌকন প্রেরণেও রাজার ক্রোধের উপশম হইল না, তখন সে রাজার প্রতিবন্দী ভিক্ষাবরকে বলাপুর হইতে আনয়ন করে । ৬২২

জাতি শত্রুকে আনিয়াছে উনিয়া রাজা সুসঙ্গ অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং তীব্র তেজে যুদ্ধারম্ভ করিয়া রাজপুত্রীতে প্রবেশ করিলেন । ৬২৩

তখন সোমপাল পলায়ন করিল, রাজা নাগপালকে রাজ্য দিয়া ক্রমাগত সাতমাস কাল শত্রুদিগের পীড়ন করিয়াছিলেন । ৬২৪

রাজ্যং বজ্রব্রাদীনাং রাজা বজ্রব্রোপমঃ ।

সেবাবসরদানেন প্রসাদবিবশোত্তবৎ ॥ ৬০৪

ভ্রামতাং চক্ৰভাগাদিসরিষ্ঠীরেষু সৰ্ব্বতঃ ।

তৎসৈন্তানাং মুখমপি দ্রষ্টুং শেকূর্ন বৈরিণঃ ॥ ৬০৬

অগ্রগাম্যভবন্ত তিলকঃ কম্পনাপতিঃ ।

পৃথ্বীহরো ডামরশ্চ মার্গরক্ষণদীক্ষিতঃ ॥ ৬০৭

ধার্মিকো নৃপতিত্রক্ষপুত্রীং দেবগৃহাংশ্চ সঃ ।

মণ্ডলাং দ্বিমতো বসনপ্রপেদে মৌলিকং ফলম্ ॥ ৬০৮

তন্ত্বেজ্রবিভবস্তান্তংসামগ্র্যং বর্ণ্যতে কিম্বৎ ।

আযযাবক্ষ্যাসোপি সৈন্তে যন্ত ব্রহ্মণ্ডলাৎ ॥ ৬০৯

সাক্ষাৎ বজ্রব্র ইন্দ্রের জায় পরাক্রান্ত রাজা, বজ্রব্র প্রভৃতি
সামন্ত রাজগণকে প্রসন্নভাবে সাহচর্য্যের আদেশ দিলেন । ৬০৪

যখন তাঁহার সৈন্তগণ চক্ৰভাগা প্রভৃতি নদীতীরে কুচকাওয়াজ
করিত, তখন শক্ররা, তাহাদের তেজোদীপ্ত মুখের প্রতি চাহিতেও
পারিত না । ৬০৬

প্রধান সেনাপতি তিলক, সৈন্তদলের পুরোভাগে গমন করিতেন
এবং পৃথ্বীহর ডামর পথরক্ষার নিযুক্ত ছিল । ৬০৭

ঐ রাজ্যের প্রান্তে যেসে ভাব থাকিলেও ধার্মিক রাজা ওজ্রতা
ত্রক্ষপুত্রী ও দেবালয় সমূহের রক্ষা বিধান করিয়া মৌলিক ফল লাভ
করিয়াছিলেন । ৬০৮

ইন্দ্রকুলা বিভবশালী রাজার সামগ্রী সম্ভারের কি বর্ণনা করিব ?
তাঁহার সৈন্তদলের আশ্রয় আবাস্য্য বাসও বরাজ্য হইতে আনয়ন
করা হইত । ৬০৯

তত্র ঐসঙ্গে তস্তাপ্তীভবনসুজনবর্জনঃ ।
 দূরস্থানংক্রটিং গৌরকস্তোপরি ক্রুধম্ ॥ ৬৩০
 রাষ্ট্রশূন্যে স্বয়ং রাজা স্থাপিতঃ স স্বমণ্ডলে ।
 অজ্ঞায়ি পৈশুনাত্তকবুদ্দিনা নিপিলার্থহুং ॥ ৬৩১
 তৎসম্বন্ধেন জনকং স নিন্দন্নগরাধিপম্ ।
 মনস্তিলকসিংহস্ত তদভ্রাতুরুনবেজয়ৎ ॥ ৬৩২
 হৃদাধিকারং হৃদাধ ক্রুদ্ধঃ পর্ণোৎসসম্ভবম্ ।
 অনজ্ঞাধিপমানন্দাভিধং দ্বারাধিপং ব্যাধাৎ ॥ ৬৩৩
 সোমপালাদয়ঃ শ্লাঘাত্তদা প্রকৃতয়োভবন্ ।
 রাজ্যস্থতাস্থিতস্তাপি ন যাঃ সবিধমায়য়ঃ ॥ ৬৩৪

ঐ স্থানে অবস্থান কালে সুজনবর্জন নামক এক ব্যক্তি তাঁহার বড়ই অস্তঃরক্ত হইয়া উঠিয়াছিল । ঐ ব্যক্তি দূরস্থিত গৌরকের প্রতি রাজার ক্রোধ উদ্বোধন করে । ৬৩০

রাজা, নিজরাজ্য স্বরক্ষিত করিবার জন্ত গৌরককে রাধিয়া আসিয়াছিলেন । কিন্তু দুর্বুদ্ধি বশতঃ মনে করিলেন যে, সে রাজ-কোষের সমস্ত ধন অপহরণ করিতেছে । ৬৩১

রাজা এই ঐসঙ্গে নগরাধিপতি জনককে তৎসনা করিয়াছিলেন । তাহাতে তাঁহার জ্ঞাতা তিলকসিংহের চিত্ত বড়ই উদ্বিগ্ন হইয়াছিল । ৬৩২

তাঁহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে পরচ্যুত করতঃ পর্ণোৎস সম্ভূত আনন্দ নামক অনজ্ঞাধিপকে দ্বারাধিপতি নিযুক্ত করিলেন । ৬৩৩

সোমপাল রাজার প্রকৃতিবর্গ, সে সময়ে প্রশংসার কার্য্য করিয়া ছিল । রাজা ঐভাবে অবস্থান করিলেও তাহার রাজার সহিত যোগদান করে নাই । ৬৩৪

ন পঞ্চনব্দে বর্ষে বৈশাখ্যে স্বমণ্ডলম্ ।
 প্রবিশন্নাগপালোপি রাজ্যদ্রষ্টুমম্বগাং ॥ ৬৩৫
 হুঃসহাতকদূতেন লোচেন ক্ষোভিতস্ততঃ ।
 অদগুচ্চ বাস্তব্যাননম্ভচ্চান্নতাং ব্যয়ম্ ॥ ৬৩৬
 নিবায় গৌরকং কার্ষ্যংকার্ষিণস্তৎসমাপ্রিতান্ ।
 তস্ত দণ্ডমতঃ, সর্কো বিদ্যাপং মজ্জিণো যযুঃ ॥ ৬৩৭
 অকাণ্ডে ব্যবহারেষু স বিপর্যাসিতেষুভূং ।
 অবসন্নধনো গাঢ্যামপ্রোচ্য ন্নবমজ্জিণাম্ ॥ ৬৩৮
 সৌবর্ণীরিষ্টিকাঃ কৃত্বা প্রাহিণোলোহবাস্তরে ।
 কাঞ্চনাদ্রিপ্রতীকাশান্ স্বর্ণরানীনটোকয়ৎ ॥ ৬৩৯

লৌকিকাস্থের ৪১৯৫ বৎসরে বৈশাখ মাসে তিনি স্বরাজ্যে
 প্রভিগত হইলেন । তৎপরেই নাগপালও রাজ্যদ্রষ্ট হইয়া উপস্থিত
 হইল । ৬৩৫

আসন্ন ভীতির পূর্ব লক্ষণ স্বরূপ উৎকট ধনলোভ রাজার চিত্ত
 বিকার ঘটাইল । পুরবাসীদিগের অর্থ দণ্ড বিধান এবং স্বীয় ব্যয়
 হ্রাস করিয়া অর্থ সংকয় করিতে লাগিলেন । ৬৩৬

রাজা গৌরককে এবং তাহার অধীন কর্মচারীদিগকে কর্ম
 হইতে অপসৃত করেন, ইহাতে মজ্জীরা অসন্তুষ্ট হইয়াছিল ।

হঠাৎ শাসনকার্য্যে বিপর্যায় ঘটায়, তাহার রাজ্যকাষে তাদৃশ
 ধনাগম হইল না, কারণ নূতন মজ্জিগণ রাজস্ব বিষয়ে তাদৃশ অনিপুণ
 ছিল না । ৬৩৮

তিনি স্বর্ণ ইষ্টক প্রস্তুত করিয়া লোহরে পাঠাইয়াছিলেন এবং
 শর্কত তুল্য রাশিকৃত স্বর্ণও তদ্ব্যয় সংকয় করিয়াছিলেন । ৬৩৯

অথ দণ্ডযিত্ত্বং গর্গভৃত্যান্ডাধিকারিণাম্ ।
 লহরেক্তত্ত্বং গর্গস্ত মন্ত্রিণং গজ্জকাভিধম্ ॥ ৬৪০
 তং দণ্ডভীতৈর্গর্গস্ত সেবকৈরাশ্রিতস্ততঃ ।
 বিশ্বস্তমবধীৎক্রুধ্যাক্ষ্মনা মল্লকোষ্টকঃ ॥ ৬৪১
 লহরে বিপ্লুতে রাজা বৈমাতুরমণাগ্রজম্ ।
 মল্লকোষ্টসার্জুনাখ্যং ববন্ধ সবিস্মহিঃম্ ॥ ৬৪২
 হস্তং চ সডডচক্সস্ত পুত্রং গোত্রিণমপাটশৌ ।
 বন্ধা ব্যাধাধিদকাখ্যঃ তস্ত তদ্রাতরং হিতম্ ॥ ৬৪৩
 পূর্ববৈরং স্বরনস্বরং সপুত্রং তং পরান্তথা ।
 ববন্ধানন্দচক্সাদৌদীপ্ত্যলজ্জনমাচরন্ ॥ ৬৪৪

তিনি গর্গের অহুচরদিগকে দণ্ডিত করিবার অভিপ্রায়ে, সজ্জ নামক এক জন মন্ত্রীকে লহরে দণ্ডাধিকারী করিয়া পাঠাইয়াছিলেন । ৬৪০

গর্গের অহুচরেরা দণ্ডের ভয়ে গজ্জকের আশ্রয় গ্রহণ করায় সে মনে করিল—আর কোন ভয়ের কারণ নাই । এই সময়ে মল্লকোষ্টক ছদ্মবেশে তাহাকে বধ করিয়াছিল । ৬৪১

লহর রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে রাজা মল্লকোষ্টকের বৈমাত্র ভ্রাতা অর্জুনকে নিকটে পাইয়া কারাকন্ড করিয়া ফেলিলেন । ৬৪২

বিদ্রক নামক এক ব্যক্তির স্ব গোত্রীয় ও সডডচক্সের পুত্র হস্তকে এবং বিদ্রকের এক ভ্রাতাকে রাজা কারাকন্ড করিয়া তাহার যথেষ্ট উপকার করিয়াছিলেন । ৬৪৩

রাজা পূর্ব বৈরিতা স্বরণ করিয়া সপুত্র স্বর্যাকে এবং নীতি লজ্জন করিয়া আনন্দচক্স প্রভৃতিকে কারাকন্ড করিয়াছিলেন । ৬৪৪

নির্গতে লহরং মল্লকোট্টকে বিজ্রতে ততঃ ।
 আরোপ্যার্জুনকোট্টং তং শূলে কোপাহ্বাপাদয়ৎ ॥ ৬৪৫
 নিবেশ্য সৈন্তং তত্রাধ প্রবিষ্টস্ত পুরং যযুঃ ।
 ডামরা নিখিলান্তস্ত বৈরং বিখন্ত্যতিনঃ ॥ ৬৪৬
 ক্রুদ্ধনৃপৃথ্বীহরাঃপি কৃতসেবায় মস্ত্রিভিঃ ।
 আদিষ্টৈঃ কম্পনেশাষ্টৈরবন্ধনমদাপয়ৎ ॥ ৬৪৭
 কথঞ্চিৎস তু নিন্দীণৌ জয়ন্তীবিষয়ৌকসঃ ।
 বন্ধোঃ ক্ষীরাভিধানস্ত প্রবিবেশোপবেশনম্ ॥ ৬৪৮
 দিতে হবন্তিপূরাদীনাং পুরাণামস্তুরেণ তম্ ।
 ব্রহ্মস্তং বিধুরং কেচিগ্ৰাণকব্বাধিতুং দ্বিষঃ ॥ ৬৪৯

তদনন্তর তিনি লহর অভিমুখে নির্গত হইবামাত্র মল্লকোট্টক
 পলায়ন করিলেন । তাহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অর্জুন কোট্টকে
 শূলে দিয়া বধ করেন । ৬৪৫

তথায় উপযুক্ত পরিমাণ সৈন্ত রাখিয়া রাজা শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হইলে
 বিদ্রোহবাতক ডামরেরা তাঁহার শত্রুতা করিতে আরম্ভ করিল । ৬৪৬

ইতঃপূর্বে পৃথ্বীহর রাজকার্য্যে যথোচিত খ্যাতি লাভ করিয়া
 ছিলেন, কিন্তু বিদ্রোহী হওয়ায় রাজা ওতপরি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রধান
 সেনাপতিকে ও অস্ত্রান্ত মন্ত্রীদিগকে তাহার সহিত বধ করিতে
 আদেশ দিয়াছিলেন । ৬৪৭

পৃথ্বীহর অতি কষ্টে সেই বিপদ হইতে উদ্ধার লাভ করিয়া জয়ন্তী
 বাসী ক্ষীর নামক একজন আত্মীয়ের বাটীতে আশ্রয় গ্রহণ
 করিয়াছিল । ৬৪৮

রাজবিদ্রোহী পৃথ্বীহর দিবাভাগেই জয়ন্তীপুর ও অস্ত্রান্ত মহারাজ

তদৈধুর্বিবিধানঃ তৎপ্রজাসংহারকার্যভূৎ ।

প্রমাদাকুপতেঃ ক্রুদ্ধবেতালোখাপনোপমম্ ॥ ৬৫০

কীরোধ তীক্ষ্ণধীর্বৃদ্ধঃ সহ পৃথীহরণে সঃ ।

অটোকমচ্ছমাঙ্গাসক্তবৈষ্ঠানশ ডামরান্ ॥ ৬৫১

অভেদ্যসংঘাংস্তাজ্জৈতুং নির্ধাতো বিজয়েশ্বরম্ ।

দ্রঘুঙ্ক্ত ভূতুংসংব্রাস্তিতিলকং কম্পনাপতিম্ ॥ ৬৫২

সংগ্রামৈঃ খণ্ডশঃকুর্কন স তানভুলবিক্রমঃ ।

বিক্রাবামাস রমৈঃ পুরোবাঘুরিবাধুদান্ ॥ ৬৫৩

মধ্য দিয়া গমন করিয়াছিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার গতির প্রতিরোধ করিতে পারে নাই । ৬৪৯

রাজার নির্বুদ্ধিতার ফলে দেশে যে বিদ্রোহস্থি প্রজ্বলিত হইয়াছিল ভরদ্বজ বেতালের মুক্তিনানের স্তায় তাহাতে তাঁহার প্রজা বর্গের সমূহ ক্ষতি হইয়াছিল । ৬৫০

কীর বৃদ্ধ হইলেও তাঁহার যথেষ্ট মানের দৃঢ়তা ছিল । তিনি পৃথীহরের সাহিত মিলিত হইয়া সমানঙ্গাসা গ্রামে ১৮ জন ডামরকে সংগ্রহ করিয়াছিলেন । ৬৫১

রাজা, একতাস্থ্যে আবদ্ধ ডামরদিগকে পরাজিত করিবার অস্ত্র বিজয়েশ্বর পর্য্যন্ত গমন করিয়া বুঝিলেন যে ইহাদের দল সহজে ছত্রভঙ্গ হইবে না, সেই জন্য তিনি প্রধান সেনাপতি কম্পনাপতি তিলককে তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন । ৬৫২

প্রতিকূল পবন তাড়নে যেমন জলদ্রাশি ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়ে তেমনি তিলক যুদ্ধে ডামরদিগকে ছত্রভঙ্গ করিয়া ফেলিয়াছিল । ৬৫৩

সংমানাৰসৰে তস্ত জিহ্বায় তস্ত ডামরান্ ।

এবেশং প্রভাত নৃপো ন প্রাদাদবমানকুৎ ॥ ৬৫৪

স ভবমানো নগরং প্রবিষ্টে নৃপভৌ ততঃ ।

খিন্নঃ স্ববেশস্তবসংস্খামিকার্যে নিরুত্তমঃ ॥ ৬৫৫

সংপ্রাপ্তাঃ সমলীৰ্বিকাং বিসদৃশৈস্তল্যৈর্নিরুদ্বোদয়া

বৈরে বিদ্বিষতাং কৃতধুরি পদং সকৌ বহিঃ স্থাপিতাঃ ।

কার্যান্তেহভূতকর্মকৌ লকৃতাবজ্ঞা বিরাগশূনঃ

সর্পাকীর্ণমিবাস্তু বেশ্ম গৃহিণো ভূত্যাভ্যাজন্তি প্রভুন্ ॥ ৬৫৬

ডামরযুদ্ধজয়ী তিলক যুদ্ধান্তে যখন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন তাহার সঙ্গীনা করা দূরে থাকুক তিনি তাহাকে নিজের সম্মুখে পর্য্যন্ত আসিতে না দিয়া অপমানিত করিয়াছিলেন । ৬৫৪

পরে রাজা যখন রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন, তখন পূর্ব অপমান অরণ করিয়া তিলক দুঃখিতাণ্ডঃকরণে নিজ গৃহে রাজকার্য্যে উদাসীন হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন । ৬৫৫

যে রাজকর্মচারী নিম্নপদস্থ পুরুষের সমপদবীতে অবনীত হয়, সমযোগ্য পদে উন্নীত হইতে না পার, বিগ্রহ উপস্থিত হইলেই সর্কাগ্রে শত্রু সম্মুখীন হইতে বাধ্য হয়, এবং সন্ধিবন্ধন হইলেই বহিষ্কৃত হইয়া পড়ে, গুরুতর কার্য্যভার পাইয়া যে অদ্ভুত কৃতিত্ব দেখাইয়া কার্য্য উদ্ধার করিয়া সমাদরের পরিবর্তে অবজ্ঞার ভাজন হয়, সে ভূত্যা বিরাগভরে সদর্প গৃহত্যাগী গৃহস্থের স্ত্রীর স্বীয় প্রভুকে পবিত্যাগ করিয়াই থাকে । ৬৫৬

ত্ৰ্যজ্জকাৰ্য্যাস্থানেন তন্নিম্নকৰ্ণত ডামরাঃ ।

সংভূতিং বিজিয়াং নিহুয়ঃ কৃষিং ক্ষয়ঘনা ইব ॥ ৬৪৭

আতঙ্কোদ্বিজিতৈর্কিটৈঃ কৃতপ্রাটৈঃ পূবে পূবে ।

বাহু হতশ্চাভির্ঘোরা কুকীৰ্ত্তিরূপত ॥ ৬৪৮

উপসর্গেণ তুরগাঃ কল্পভাষ্ণ ক্ষয়ং গতাঃ ।

জবেদদন্মণ্ডলস্ত প্রত্যাসন্নমহাভয়ম্ ॥ ৬৪৯

প্রত্যাসন্নাত্তা কল্পং ভবেন জনতা দধে ।

আসন্নবজ্রপতনা বাতেনেব দ্রুমাং বলিঃ ॥ ৬৫০

অথ যদ্বতীকৃত প্রারম্ভে ডামরাং বলিঃ ।

উদ্বল্লম্বতা হিমাতী বভূবাগতনোমুখী ॥ ৬৫১

তাঁহাকে (তিলককে) রাজকাৰ্য্যে উদাসীন দেখিয়া ডামরেরা চারিদিকে কৃষিবিনাশী শুষ্ক মেঘের আয় রাজার সামগ্রী সম্ভার নষ্ট করিতে লাগিল । ৬৪৭

নগরে নগরে আক্রমণের আতঙ্কে উদ্ভিগ হইয়া প্রাণোপবেশন করিতে লাগিল এবং বহিতে দেহাহুতি দিয়া রাজার মহতী কুকীৰ্ত্তি উপস্থ করিয়াছিল । ৬৪৮

অথ, উদ্ভিগ, অথতর প্রভৃতির মধ্যে একটা মারীভয় উপস্থিত হইয়া লোকের মনে একটা আসন্ন প্রায় মহাভীতির সঞ্চার করিয়া দিল । ৬৪৯

কি একটা অশুভ উপস্থিত প্রায় ভাবিয়া, বজ্র পতনের পূর্বে যেমন বৃক্ষাংলী বায়ুবেগে কম্পিত হয়, লোকেও ভয়ে ভেমননি কম্পমান হইতেছিল । ৬৫০

লৌকিকাদের (৪১) ৯৬ বৎসরের প্রারম্ভে প্রচণ্ড জীৱহাণে

প্রথমং দেবসরসাবিগ্ধবপ্রসরন্ততঃ ।

যুখাং ব্যাধাবহো গণ্ড ইব পাকং ব্যাক্ষয়ৎ ॥ ৬৬২

এককার্ষ্যমানীয় টিকাদীনগোত্রজাশ্বলী ।

হামগ্নং বিজয়োভোত্য রাজানীকমবেষ্টয়ৎ ॥ ৬৬৩

তত্র কায়স্থপুত্রোপি হামস্থানীকনায়কঃ ।

সংবন্তং নাগবট্টাধাঃ সেহে তস্ত চিরং যুধি ॥ ৬৬৪

কথঞ্চিদথ ভূপেন প্রার্থিতঃ কম্পনাপতিঃ ।

নির্যস্তো স্বামিদৌরাত্ম্যাসংস্রুতিস্তথসৌষ্ঠবঃ ॥ ৬৬৫

বিভয়েন সমং তস্ত বহুমূলেন সংযুগে ।

মনোহং প্রাণবৃন্তিচ্চ জঘ্রীচ্চাপকৃন্তয়ো । ৬৬৬

বিগলিত হিম প্রপাতের স্থায় রাজ্যমধ্যে ডামরেরা আগত প্রায় হইয়া উঠিল । ৬৬১

গণ্ডদেশে সুস্পষ্ট পাক প্রথম ত্রণের স্থায় দেবসরস স্থলেই বিগ্ধবের স্থচনা দেখা গিয়াছিল । ৬৬২

মহাৎমল বিজয়, টিকাদি অগোত্রীয়গণকে একযোগে কার্য্য করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়া লইলেন, এবং অভিযান করিয়া শিবির সম্মিষিষ্ট রাজপন্যাকে চতুর্দিকে পরিবেষ্টিত করিলেন । ৬৬৩

রাজসেনানায়ক কায়েস্থপুত্র নাগবট্ট বহুকাল বিপুলবিক্রমে বিজয়ের আক্রমণ প্রতিবোধ করিয়াছিলেন । ৬৬৪

তখন রাজা অনেক অহুন্নয় বিনয় করিয়া প্রধান সেনাপতি ভিলককে বুদ্ধে পাঠাইলেন কিহ প্রভুৰ দুর্জীবহারঃস্বরূপ করিয়া তাঁহার উৎসাহ প্রথ হইয়া গিয়াছিল । ৬৬৫

তখন বিজয় সেনানে একরূপ বহুমূল হইয়াছিলেন ; তাঁহার

প্রবৃদ্ধি মল্লকোষ্ঠেপি প্রধাতে লহরাস্তরে ।
 বৈশাখে নির্যমৌ রাজা গ্রামং থলোরকাভিধম্ ॥ ৬৬৭
 সৈনিকাঃ শত্রুহিস্তস্ত্রাভিমিতান্ত্রা রাজিবু ।
 অরতিং নিস্তিরে ঘোরৈঃ স্বমৈরিব মুমূৰ্ষবঃ ॥ ৬৬৮
 বাহুমানসহায়েন সৰ্বশক্তিমতাং বরঃ ।
 যেন হর্ষনয়েজ্যোপি বিধুরেণোদপাট্যত ॥ ৬৬৯
 ভূমীদ্বারাজিতবতো বিজ্রমেণ মহীমিনাম্ ।
 সাহসানাং ন সংখ্যাস্তি জায়দগ্নাত্ত যন্ত বা ॥ ৬৭০
 স সংকুচিতবিক্রান্তিঃ কাগস্ত বলবত্তয়া ।
 তত্র ভগবলোহকস্মাদাযুজ্যত জয়শ্রিয়া ॥ ৬৭১

সহিত যুদ্ধে তিলকের জীবিতাশা ও জয়শা সংশয়িত হইয়া উঠিল । ৬৬৬

যখন মল্লকোষ্ঠও লহরে প্রবল হইয়া উঠিল, তখন রাজা বৈশাখ মাসে রাজধানী ছাড়িয়া থলোরক নামক গ্রামাভিমুখে নির্গত হইলেন । ৬৬৭

যেদূর মুমূর্ষু লোকে বিকট স্বপ্ন দেখিয়া অবস্থি ভোগ করে সেইরূপ রাজসৈনিকেরাও রাজিকালে শত্রুর ভয়ে নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়া ক্লেশ পাইয়াছিল । ৬৬৮

যে মহাবল সুলসল বাহুমান সহায়ে হর্ষ নরপতিকে যুদ্ধে নিপীড়িত করিয়াছিলেন যিনি অমিত বিক্রমে বহুবীর এইদেশ জয় করিয়াছিলেন, গীহার তুলনায় জায়দয়ের শৌর্য্যও পর্য্যাপ্ত বোধ হয় না, সেই রাজা সুলসল বনীবান কালের হস্তে নিভান্ত হীন বিক্রম

ততঃ পলায়িতে তন্নিয়কস্বাদেতা সজ্জকম্ ।
 হাড়িগ্রামস্থিতো বীরঃ ভুজঃ পৃথ্বীহরেনাময়ঃ ॥ ৬৭২
 পলায়িতস্তান্নসরংস্তস্ত পৃষ্ঠং স নিষ্ঠুরঃ ।
 প্রতাপী নগরাত্মর্শে দক্ষঃ । নাগমঠং যযৌ ॥ ৬৭৩
 স চান্তে চ ততঃ ক্রুরা ডাম্বরাঃ সর্কভোনয়ন ।
 রাজ্ঞে রাজ্ঞাপ্রিতানাং চ চরকেভ্যস্তরকমান্ ॥ ৬৭৪
 নিস্ত্রিংগতাং তীব্রকোপস্ততো ভূপঃ সমাশ্রয়ন ।
 অভাগ্যভাগিনাং যোগ্যামাগলশ্চে কুপদতিম্ ॥ ৬৭৫
 নীবাঃ পৃথ্বীহরস্তাথ হস্তা ডাম্বরমস্তিকম্ ।
 পৃষ্ঠস্তম্ভিঃ সম্ভোজ্যমিব রাত্রৌ বাসজ্জদয়ঃ ॥ ৬৭৬

হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সৈন্য ভাগীয়ান হইল, তিনি জয়শ্রী
 হারাইলেন । ৬৬৯—৬৭১

রাজা সে স্থান হইতে পলায়ন করিলে হাড়িগ্রামস্থিত পৃথ্বীহর
 হঠাৎ আসিয়া বীরবর সজ্জককে আক্রমণ করিয়া পরাভূত
 করেন । ৬৭২

এবং পলায়মান সজ্জকের পশ্চাৎ অনুসরণ করিতে করিতে,
 মহাপ্রতাপী পৃথ্বীহর নগরোপান্তে উপনীত হইলেন ও তত্রতা নাগমঠ
 ভ্রমীভূত করেন । ৬৭৩

তিনি :ও অত্যন্ত ক্রুর ডাম্বরেবা সর্কস্থান হইতে রাজকীয় অশ্ব
 সকল অপহরণ করিতে লাগিলেন । ৬৭৪

ইহাতে রাজা ক্রোধাক্ত হইয়া হইয়া হুভাগ্যগ্রস্ত জনোচিত কুপথের
 পথিক বৎ দ্বিবিধ ব্যবহার করিতে লাগিলেন । ৬৭৫

পৃথ্বীহরের প্রতিহু ডাম্বরকে নিকটে পাইয়া হুভা করেন এবং

বিসৃজ্য ভ্রাতরঃ হৃদ্বঃ বিদ্বৎশ্চ তথৈব সঃ ।
 অজ্ঞেযাং প্রাশিলোৎপার্শ্বং ভ্রাতৃনপুত্রাংশ্চ বিপ্রভূতঃ ॥ ৬৭৭
 মাতরং জঘ্যকাশাস্ত সিদ্ধিমাগ্রামবাসিনঃ ।
 বিচ্ছিন্নকর্ণদ্বাণাং চ কুহাভ্যগং বসজ্জঘৎ ॥ ৬৭৮
 সপুত্রং সূর্যকং শূলেধিপোপ্য নগরেপরান্ ।
 ভূমীষধানবধ্যাংশ্চ ক্রোধাক্রান্তো স্তপাতয়ৎ ॥ ৬৭৯
 কালান্তেবোধপত্নাথ তস্ত সর্বেপি শঙ্কিতাঃ ।
 আভ্যস্তরাশ্চ বাহ্যশ্চ বিরাগং প্রতিপেদিরে ॥ ৬৮০

তাহার মৃত দেহের সঙ্গে কিছু ধন রাখিয়া দিয়া ভোজ্য দ্রব্যবৎ যাত্রি-
 কালে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন । ৬৭৬

তিনি বিদ্বৎকর ভ্রাতা হৃদ্বকে বধ করিয়া এইরূপ নিষ্ঠুর
 ভাবে বিদ্বৎকর নিকটে, এবং অজ্ঞাত ডামরদিগের ভ্রাতা ও
 পুত্রকে বধ করিয়া তাহাদের আশ্রয় স্বজনের নিকটে পাঠাইয়া
 দিয়াছিলেন । ৬৭৭

সিদ্ধিমা গ্রামবাসী জঘ্যকের মাতার নানা কর্ণছেদন করিয়া
 তাহার নিকট পাঠাইয়া ছিলেন । ৬৭৮

তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া সপুত্র সূর্যকে শূলে আরোপিত করিয়া বধ
 করিয়াছিলেন এবং বধ্য ও অবধ্য বিচার না করিয়া আরও অনেককে
 বিপাত করিয়াছিলেন । ৬৭৯

রাজা যখন ক্রোধের বশে যথেষ্ট ভাঘ ভীষণ মুক্তি ধারণ
 করিলেন সেই সময়ে রাজ্যের ভিতরের ও বাহিরের সমস্ত কর্ণচারী
 সমস্ত হইয়া রাজার উপরি অসন্তুষ্ট হইয়াছিল । ৬৮০

যেনৈবানীতিমার্গেণ হারিতঃ হর্ষভূজা ।

নিবন্ধপাদধে তং স রাজ্যে ব্যবহরনৃশয়ম্ ॥ ৬৮১

প্রবিশ্টানাং যুদ্ধে গহনকবিকর্ম্মপ্রণয়িনাং

প্রসক্তানাং ছাতে নরপতিধুরায়াং বিহরতাম্ ।

তটস্থে বক্তৃঃ স্থলিতমসকুংসোর্হতি পরং

প্রয়োগে বৈকল্যং শ্রয়মবিকলো যো ন ভজতে ॥ ৬৮২

তীত্রপ্রযত্নো নৃপতিস্তত্রাপি বিহিতোত্তমঃ ।

নিনায় মল্লকোষ্টানীনুকিঞ্চিন্দপ্রতাপতাম্ ॥ ৬৮৩

অথানিনায় বিজয়ো বিষলাটাদ্বনা শনৈঃ ।

নপ্তারাং হর্ষদেবস্ত তং তিক্ষাচরমস্তিকম্ ॥ ৬৮৪

যে নীতির অনুবর্তন করিয়া রাজা হর্ষ ধবংসের পথে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তিনি ইতঃপূর্বে সেই নীতির নিন্দা করিলেও এক্ষণে সেই নীতির অনুসরণ করিলেন । ৬৮১

যিনি তটস্থ থাকিয়া অর্থাৎ কর্ম্মে লিপ্ত না হইয়া কেবল কার্যাদর্শন মাত্র করেন, বাহার কোন বিষয়ে একবারও পদাঙ্গলন হয় নাই, যিনি শ্রয় অবিকল থাকিয়া কার্য সাধন সময়ে একবারও বিফলতা প্রাপ্ত হইবেন না তাঁহার পক্ষেই, যুদ্ধনিরত যোদ্ধার, মহাকাব্য রচয়িতা কবির, দূতক্রীড়ায় তপসতচ্ছ জনের, ও রাজ্যভাংরাহী নরপতির ক্রটি, এবং ভ্রম প্রমাদ প্রদর্শন বা কার্য্যমমালোচনা শোভা পায় । ৬৮২

তথাপি নরপতি নৃসংল তীত্র প্রযত্নে ও অবল উত্তমে মল্ল কোষ্টানির কিঞ্চিৎ প্রতাপ হ্রাস করিয়াছিলেন । ৬৮৩

অনন্তর বিজয়, হর্ষদেবের পৌত্র তিক্ষাচরকে বিষলাটা বন্দী দিয়া ক্রমে ক্রমে স্বসমীপে আনয়ন করিয়াছিলেন । ৬৮৪

বিবিকলদেবসরসং কম্পনাপতিনা ততঃ ।
 বিদ্রাব্যমাণঃ খল্লাগ্রাংপ্রধাবসোপতংকিতৌ ॥ ৬৮৫
 পরিজ্ঞায় হতশ্রাথ স তস্ত বিজয়ী শিরঃ ।
 বিসসর্জাস্তিকং রাজ্ঞঃ ফলং জয়তরোরিব ॥ ৬৮৬
 তদপ্যাত্যঙ্কুতং কর্ষ্য ভঙ্গনুভূতংকৃতয়তাম ।
 ন তস্ত তুষ্ঠন্তষ্টীব ন চকার চ সংক্রিদ্দাম্ ॥ ৬৮৭
 অবজ্ঞানজ্ঞানানুং খল্লাখ্যঃ কম্পনাপতিঃ ।
 তত্র কস্মাস্তবোৎসেক ইতি তং সন্ধিদেশ চ ॥ ৬৮৮
 সর্ষপ্রকারং তিলকঃ কৃতয়ং নৃপতিং বিদন্ ।
 অথ জাতবিরাগঃ স দ্রোহোন্মুগ্যঃ সমাদধে ॥ ৬৮৯

বিজয় দেবসরস প্রদেশে প্রবেশ করিতে অভিলষী হইলে, প্রধান সেনাপতি তাঁহাকে বিভাড়িত করেন, এবং পলায়ন কালে খল্ল অর্থাৎ শৈল শিখর হইতে ভূপতিত হইয়াছিলেন । বিজয়ের বিজ্ঞেতা প্রধান সেনাপতি বিজয়কে তদবস্থায় হত দেখিয়া তদীয় শিরশ্ছেদন করিয়া বিজয়-তঙ্ক-লঙ্ক-ফল স্বরূপ রাজার নিকট প্রেরণ করেন । ৬৮৫।৬৮৬

কিন্তু কৃতয়, নরপতি সেনাপতির তাদৃশ অঙ্কুত বিক্রমে তুষ্ট হইয়া প্রশংসা করেন নাই, এবং কোন পুরস্কারও দেন নাই, বরং তাঁহাকে অবজ্ঞাভরে বলিয়া পাঠাইলেন খল্ল নামক কম্পনাপতি উহাকে (বিজয়কে) বধ করিয়াছে, তাহাতে তোমার এত গর্ষ কেন ? ৬৮৭।৬৮৮

ইহাতে তিলক, নৃপতিকে সর্ষপ্রকারে কৃতয় জানিয়া বিরাগ পরবশ হইয়া বিদ্রোহোন্মুগ হইয়া পড়িলেন । ৬৮৯

সতী সাদৃশ্যপালতো ভজেদৈবপথেষ চেন ।

জ্যোৎস্না স তু তয়া যথাবগ্নান্নাতাম ॥ ৬১০

নেযাশখিগ্নগণবোচিতকৃত্যবৃত্তং

নাতিপ্রিয়াঃ প্রতিপদং সমদা'বৃত্ত ।

মানোরত্নাঙ্ক বিহিংস্রঃ কুট্টৈঃ-

স্ত্যক্তাপ্যস্বপবহিতং ঘটগন্ত সন্তঃ ॥ ৬১১

পটং বহ্নিস্পর্শজলিতমহিষ্টাঃ স্বচমরে:

ঐতিং যাত' মন্ত্রং পতননিবতাং জীর্ণবসতিম্।

অসেবাঙ্কং ভূপ' বাসনামুখং দ্বিগ্নমঙ্গ-

ম দীরোপ্যুখানোপহৃতমহিমা শব্দ মভতে ॥ ৬১২

কিন্তু যদি তিনি বিবাগভরে রাজকার্য্যে বিমুগ্ধমাত্র হইতেন
তাহা হইলে কোন ভয়লোক তাঁহার নিন্দা করিতে পারিতেন না ;
কিন্তু রাজদ্রোহী হওয়ায় তাঁহার নাম গ্রহণও যে অসম্ভব হইতে
ছিল । ৬১০

অপর্যায়মাণ পরমতে অহুমোদন অলবা সময় বুঝিয়া উপযুক্ত
প্রতিকার উচিত বলিয়া লৌকিক নীতি প্রিয় বিজ্ঞগণ বা'হাই বলুন,
উন্নতচেতা সম্রাট পুরুষেরা স্বীয় গুণের উপযুক্ত মর্যাদা হইতেছে
দেখিলে অর্থাৎ গুণগ্রাহী কৃতজ্ঞ পুরুষেরা তাঁহাদের প্রকৃত প্রশংসা
করিতেছেন দেখিলে, প্রাণপাত করিয়াও পরহিত সাধন করিয়া
থাকেন । ৬১১

অনলে দহমান বজ্র, সর্পদষ্ট স্বক, শত্রুর কর্ণপথগত মন্ত্রণা,
পতনোন্মুখ গৃহ, ভূহ্যের গুণ গ্রহণে অসম্ম নবপতি, এবং বিপৎকালে
বিশ্বস্ত স্বজনবর্গকে যে বুদ্ধিমান পুরুষ, উত্থানকালেই নিজ মজ্জিমা নষ্ট

ইতুপাং পরিত্যজ্য ভাষ্যং যে প্রভবে কুধি ।

দ্রোহীঃ কথিতান্তেভ্যঃ কেন্দ্রে পাপীয়সাং ধুরি ॥ ৬২৩

জন্মভ্রোকোপকারিৎ পিত্রোঃ সর্বত্র চ প্রভোঃ ।

অধিকাঃ পিতৃঘাতিভ্যঃ পাশি নঃ স্বপ্রভুজহঃ ॥ ৬২৪

হিতে বিজয়ে শাস্ত্রাভাবেষু ব্রহ্মণি ।

নাক্ষরি কস্তচিৎ স্বাস্থ্যং শুভঞ্জনাস্তরায়নঃ ॥ ৬২৫

ককিংকণং সোপমতঃ প্রভূতোদ্রোশতাপকৃতং ।

বিপ্লবপ্রসরো জ্ঞাতঃ সর্বৈর্হুঁতু ইবোন্মদঃ ॥ ৬২৬

হইতে দেখিয়াও তাহা পরিত্যাগ না করেন তাঁহার ভাগ্যে কখন সুখ লাভ হয় না । ৬২২

নিগ্রহানুগ্রহ সমর্থ প্রভু কোন কারণে রোষ পরবশ হইলে উল্লিখিত জায়সত্ত্বে উপায় অবলম্বন না করিবা, বাধাগ্রস্ত প্রভুদ্রোহী হয়, তাহাদিগের অপেক্ষা পাপী কাহাকে বলিব ? ৬২৩

জন্মভ্রোকোপকারী ; কিন্তু ভৃত্যের পক্ষে প্রভু সর্বত্র সর্ববিষয়েই উপকারক, একান্ত পিতৃঘাতি অপেক্ষা প্রভুদ্রোহী অধিক পাপী । ৬২৪

বিজয় নিহত হইলে এবং অপরাপর বিপ্লবকারীদের প্রভাব হ্রাস হইলে, তত্ত্বদর্শী লোকেরা কাহারও চিন্তা স্বাস্থ্য দেখিতে পান নাই । ৬২৫

যেমন বুদ্ধকালে উন্মত্ত মেঘ, একবার আক্রমণ করে, ও তৎপরেই কয়েক পদ শিছাইয়া যায়, পুনর্বার আক্রমণ করে, সেইরূপ রাষ্ট্র-বিপ্লবের শুষ্কও একবার বেগে আসিতেছিল এবং একবার সরিয়া যাইতেছিল । ৬২৬

আনিনীষত্তো মল্লকোষ্টং ভিক্ষাচঃ পুনঃ ।

বিঘ্নাটীং তন্ত্ৰ পার্শ্বং নিজং সৈন্তং ব্যসৰ্জ্জঃ ॥ ৬৯৭

কম্পনেশন্তমায়াস্তং দ্রোহীপাবদয়ন্ততঃ ।

রাজা ভবেষি তদ্রোবাদেবং চ সমদিশ্রুত ॥ ৬৯৮

এনং বহুত্ত্বকৃতে ত্যজ হস্তামহং ততঃ ।

পুংগবতং যুগব্যাস্তঃ সৃগালমিবা ব'জিভিঃ ॥ ৬৯৯

দৈবায়্যকার্যমর্থজাতবেপি বিধিচোদিতঃ ।

কর্তব্যে ভক্ত শঠ্যং স নৃপতিঃ প্রত্যপত্তত ॥ ৭০০

মর্থরাজমুখাদেবং লক্। দ্রোহীখ ডামরান্ ।

ভিলকোক'ররট্টেলমার্গৈর্ভিক্ষাচরানুগান্ ॥ ৭০১

মল্লকোষ্টক পুনর্বার ভিক্ষাচরকে আনাইবার অভিপ্রায়ে, বিঘ্নাটীর তাহার নিকট স্বীয় সৈন্ত প্রেরণ করে । ৬৯৭

অন্তরে দ্রোহভাব থাকিলেও প্রধান সেনাপতি, "ভিক্ষাচর আসিতেছেন" এই সংবাদ রাজসমীপে পাঠাইলেন । কিন্তু রাজা রোষভরে বলিয়া পাঠাইলেন, উহাকে আসিতে দেও, উহার পথ রোধ করিও না, তাহার পর আমি উহাকে যুগয়া মধ্যে পতিত সমুখাগত সৃগালের দ্বায় বিনাশ করিব । ৬৯৮।৬৯৯

রাষ্ট্রবিপ্লবকালে ব'হা কর্তব্য, রাজা তাহার মর্থজ ছিলেন, কিন্তু দৈববশে প্রকৃত কর্তব্য হলে রাজা শঠতা অবলম্বন করিলেন । ৭০০

অনন্তর প্রভুদ্রোহী ভিলক রাজমুখের উত্তরূপ অশুকুল আদেশ পাঠিয়া, ডামরদিগকে গিরিপথে ভিক্ষাচরের অনুবর্তী হইতে সুযোগ করিয়া দিল । ৭০১

স্থানে স্থানে ততঃ প্রাপ ততঃ কর্ণোপকর্ণিকা।
 জনানাং যা খ্যাতিহেতুর্ভিক্ষো রাজস্ব ভীতিদা ॥ ৭০২
 নাসংস্কৃতং বন্ধি শিলা ভিনভ্যোকেষণা দশ।
 অশ্রান্তো যোজনশতং যাত্যায়তি চ সঞ্চরন্ ॥ ৭০৩
 ইত্যাদি তাদৃগ্ মহাত্মাভিক্ষুস্ত্যানয়জ্জনঃ।
 নিখিলানপলিতশ্বেতলম্বকূর্টোপি কোতুকম্ ॥ ৭০৪
 ভবিষ্যন্নিব সাম্রাজ্যশ্চৈক একোদ্ধিভাগুভাক্।
 বার্তামবাবহর্জাপি ভিক্ষোক্রেচেষ্মিষ চ ॥ ৭০৫
 সরিংসানগৃহে শ্রান্তো বৃদ্ধাঃ ক্ষীণনিয়োগিনঃ।
 রাত্বেশ্বশ্চগণিণা নামমাত্রং নৃপায়জাঃ ॥ ৭০৬

তখন স্থানে স্থানে লোকে ঘেঁরপ কাণাকাণি করিতে লাগিল
 তাহাতে ভিক্ষাচরের প্রতিপত্তি ও রাজার ভীতিই বাড়িয়া উঠে। ৭০২

“ভিক্ষাচর অসংস্কৃত বাক্য বলেন না, এক বাণে দশটি শিলা ভেদ
 করিতে পারেন, পদব্রজে শত যোজন পথ অশ্রান্তভাবে যাতায়াত
 করিতে পারেন” ইত্যাদি ভিক্ষাচরসদৃশ লোকের মহাত্মা-ধাপক
 স্ততিবাক্য বলিয়া, জরাপণিত ধবল-কেশ-লম্বিত-শিরা বুদ্ধেরাও সকল
 লোকের কোঁতুক বন্ধি করিতেছিল। ৭০৩/৭০৪

অচিরেই ভিক্ষাচর সাম্রাজ্যের অর্দ্ধাংশ ভাগী হইবে বলিয়াই
 যেন, সকল লোকই, ভিক্ষু সম্বন্ধে সংবাদ জানিতে ও রটাইতে ব্যস্ত
 হইয়া ছিল; তাহারা কিন্তু বাস্তবিক রাজ্যব্যাপারের কোন ধারই
 ধরিত না। ৭০৫

রাজ্য মধ্যে বিপ্লব ঘটিতেছে দেখিয়া কয়েক শ্রেণীর লোকের মনে
 বড়ই আশোদ জন্মে—বিপ্লবের কথা লইয়া জল্পনা কল্পনা চলিতে থাকে

অভাবহর্জনাঃ কেচিচ্ছোখাশোচ্ছাখকাজ্জিগঃ ।

কারয়ন্তোপ্যুপাধ্যায়ঃ শিষ্যান্ধিকবৎ নথৈ ॥ ৭০৭

বৃদ্ধাঃ সুরৌকোনর্ভক্যো দেবপ্রাসাদপালকাঃ ।

বণিজ্যে ভুক্তনিক্ষেপাঃ পুস্তকশ্রুতিতপরাঃ ॥ ৭০৮

প্রায়োপবেশকুশলাঃ পারিষত্ববিজাতয়ঃ ।

শশ্বিগঃ কার্ষকপ্রাধা নগরোপাস্তডামরাং ॥ ৭০৯

সুখয়ন্তঃ স্বমৃত্যুং চ কিমপ্যুৎপিঞ্জবার্জয়া ।

এতে প্রায়েন দেশেগ্নিনপার্ধিবোপল্লবপ্রিয়াঃ ॥ ৭১০

প্রবর্দ্ধমানয়া ভিক্ষাচরাগমনবার্জয়া ।

বেপমানোভবল্লোকো যযৌ চিত্তাং চ ভূপতিঃ ॥ ৭১১

নদীতীরে, স্থান গৃহে, বৃদ্ধ কর্মচ্যুত নিয়োগীরা স্থান করিতে করিতে, রাজভবনে রাজ গন্ধমাত্র কুমার নামধারীরা, অত্যাচ্ছ ঘোটকাযোগে প্রয়াগী হুঃশীল সৈনিকেরা, পড়ুয়াদিগকে নথ দিয়া ফিক (পাছা) কণ্ঠস্থন করাষ্টতে করাষ্টতে পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের দেবালয়ের বৃদ্ধ নর্ভকীরা বা এবং তজ্জন্ত্য সেবাইতেরা, গচ্ছিতখন-গ্রাসকারী সুভরাং পুরাণ শ্রবণ পরায়ণ বণিকেরা ; প্রায়োপবেশন-কুশল পুংগোহিত গোষ্ঠীর আকণেরা, এবং শত্রুধারী কুবকপ্রায় নগরোপবর্জবাসী ভায়রেরা বিপ্লবের বার্তা শুনিয়া ও শুনাইয়া পরস্পরের কর্ণ শুণ জন্মাইতেছিল। রাজার বিপদ শুনিলে এদেশে প্রায় এই প্রকার লোকেই প্রীতি পাইয়া থাকে। ৭০৬-৭১০

ভিক্ষাচর আসিয়াছে এই জনরব ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল, তখন লোকে ভয়ে কাঁপিতে লাগিল, রাজারও চিন্তা জন্মিল। ৭১১

পৃথ্বীহরন্তুঃকচ্ছ্রে গিরিকচ্ছ্রে বসমথ ।

রাজানীকং বভুজাজৌ নির্গত্যাভুলবিক্রমঃ ॥ ৭১২

অনন্তকাকঘোরকিংস্ত্রাবানন্দদারনায়কৌ ।

চক্রো তিলকসিংহঃ চ মস্ত্রিগম্ভীরপলায়িনঃ ॥ ৭১৩

নিহতে বিজয়ে জ্যেষ্ঠে গুরুষষ্ঠায়াং পরাভবম্ ।

তমাবাচস্ত নৃপতিঃ প্রাপ্যাত্ত্বিবশঃ পুনঃ ॥ ৭১৪

উট্টিকিতৈর্গবাং বৃক্ষমূর্ধারোহেণ ভোগিনাম্ ।

পিপীলিককুলস্ত্রাণ্ডোপসংক্রান্তোব বর্ষণম্ ॥ ৭১৫

প্রত্যাপন্নং স রাজাথ দুর্নিমিত্তৈরুপদ্রবম্ ।

বিচিন্ত্যাত্মাত্মুচিতং কর্তব্যং প্রত্যপনত ॥ ৭১৬

অতুলবিক্রম পৃথ্বীহর বৃক্ষাচ্ছন্ন গিরি-সামুদ্রে প্রচ্ছন্ন ছিলেন, এক্ষণে বহির্গত হইয়া রাজসৈন্য আক্রমণ করিয়া ঘোরযুদ্ধে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিলেন । ৭১২

এই যুদ্ধে অনন্ত ও কাকবংশীয় দুই আনন্দ দারনায়ক, এবং তিলক সিংহ এই তিন মস্ত্রী পলায়ন করিয়া বাঁচিলেন । ৭১৩

জ্যেষ্ঠ মাসে বিজয় নিহত হয় ; কিন্তু আষাঢ় মাসে গুরুাষষ্ঠীতে পরাভূত হইয়া রাজা পুনর্বার বিপন্ন হইয়া পড়িলেন । ৭১৪

গরুর উল্লম্বন দেখিয়া, সর্পের বৃক্ষশিবে আরোহণ দেখিয়া এবং পিপীলিকাদিগের ভিষ্ম সঙ্ক্রমণ দেখিয়া, লোকে যেমন আসন্ন বৃষ্টি অনুমান করে, সেইরূপ রাজাও বহুবিধ দুর্নিমিত্ত দেখিয়া বিপদ উপস্থিত প্রায় নিশ্চয় করিয়া ইতঃপূর্বেই কালোচিত কর্তব্য সম্পাদন করিয়াছিলেন । ৭১৫। ৭১৬

তৃতীয়েহি শুভেঃ শুভ্রে ততঃ প্রাপ্তপয়ংসুতম্ ।

দেবীমন্তংকুটুম্বং চ স কোটং লোহরং পটুঃ ॥ ৭১৭

তানমুত্রজতস্তস্ত সেতুভদ্রাংপরিচ্যুতাঃ ।

লোষ্ঠেধিজাতয়ো বিপ্রা বিতস্তায়াং বিশেদিরে ॥ ৭১৮

স তেন হুনিমিত্তের থিয়ো হৃৎপুংরাস্তিকম্ ।

অনুগমাথ তান্দিব্রৈর্দ্বিনৈভূয়োবিশংপুংবম্ ॥ ৭১৯

বিণা পুংকেন দেব্যা চ স ততঃ প্রত্যপন্তত ।

প্রতাপেন চ লক্ষ্ম্যা চ পরিতাক্ত ইবান্ততাম্ ॥ ৭২০

স মন্তো ব্যাপদি শুভঃ প্রত্যভান্তস্ত তদ্বশাং ।

অভ্যন্তরপ্রকোপেপি সর্কীভূদয়ভাগভূং ॥ ৭২১

আধাচের শুরুতৃতীয়ায় কৃত্যপটু রাজা, লোহরকোটে স্বীয় মহিষী, তনয় এবং অন্তান্ত কুটুম্বাদিকে প্রেরণ করেন। এবং স্বয়ং তাহাদের পশ্চাৎ প্রস্থান করেন। কিন্তু পথিমধ্যে, বিতস্তার সেতু ভগ্ন হওয়ায় নদীতে পড়িয়া গিয়া লোষ্ঠে ধিজাতি বিশেষের প্রাণ হারায়। ৭১৭, ৭১৮

এই দুর্ঘটনায় মনঃগির হইয়া রাজা হৃৎপুং পর্য্যন্ত স্ত্রীপুত্রাদির অনুগমন করেন ; অনন্তর দুই তিন দিন পরে পুনর্বার শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হইলেন। ৭১৯

পত্নী-পুত্র-বিরহিত হওয়ার রাজা শ্রীলষ্ট ও প্রতাপশূন্যবৎ ভাবান্তর-প্রাপ্ত হইলেন। ৭২০

ঈদৃশ বিপৎকালে তাঁহার কোপ-অগ্নিত-অস্তঃকরণে এই সুবক্তির উদয় হওয়াতেই, স্ত্রীপুত্রাদিকে লোহরে প্রেরণ করাই উত্তম পরামর্শ বলিয়া স্থির করেন। উত্তরকালে ইহাতেই পুনর্বার তিনি ভাগ্যোদয় দেখিতে পাইয়াছিলেন। ৭২১

স্বয়মুখাপিতানর্থঃ সোপি হর্ষনরেন্দ্রবৎ ।

অস্তাপি সাধন্যো নীত্যা তয়া সাম্রাজ্যভোগভাক্ ॥ ৭২২

শ্রাবণে লাহরৈর্যোধৈরানীয় বলশালিনাম্ ।

ভিক্ষুর্ভবরাজ্যানাং ডামরাণামথার্প্যত ॥ ৭২৩

তেপি জ্ঞাতা ইব বরং স্বশুরালয়সংনিভম্ ।

প্রাবেশয়ন্তঃ লহরমমুয়াস্তঃ সৈনিকাঃ ॥ ৭২৪

সভাজয়িত্বা তান্নল্লকোষ্টমুখ্যা নিজাং ভূদম্ ।

ব্যসর্জয়নৃকম্পনেন প্রমাথায় পৃথুশ্রিয়ঃ ॥ ৭২৫

সর্ষতঃ পরচক্রেথ পর্যাপততি পার্শ্বিণঃ ।

সংগ্রহীতুং প্রববুতে পদাতীনতুলব্যয়ঃ ॥ ৭২৬

শ্রীহর্ষদেব যেরূপ স্বীয় দোবেই অনর্থ উখাপিত করিয়া বিপন্ন হইয়াছিলেন, রাজা স্তম্ভল ও স্বয়ং উৎপাৎ ঘটাইয়া বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়েন, কিন্তু সুনীতি প্রয়োগ বলেই অস্তাপি আস্বরূপে সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছেন । ৭২২

লহর দেশীয় ডামরেরা শ্রাবণ মাসে ভিক্ষুকে লইয়া আইসে; তৎপরে তাহারা মড়বদেশীয় বলশালী ডামরদিগের হস্তে তাঁহাকে অর্পণ করে ৭২৩

যেমন বিবাহবেশে বর, স্বশুরালয় যাইবার সময় বরযাত্রীরা মহাসমারোহে তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ লহরবাসী ডামরেরা সৈন্যে মহোৎসাহে ভিক্ষাচরকে লইয়া গিয়াছিল । ৭২৪

মল্লকোষ্ট প্রমুখ নেতারা আচ্য ডামরদিগের সংকার সভাষণাদি করিয়া তাহাদিগকে স্বয়ং ভূমিতে বাইয়া প্রধানসেনাপতির বলহ্রাস করিবার জন্ত বিদায় দিয়াছিল । ৭২৫

যখন রাজা দেখিলেন সকল দিক হইতেই শত্রুরা তাঁহাকে

তন্নিদ্ব্যসনে রাজ্ঞি বসুবর্ষিণি সর্দতঃ ।

অকারি শস্ত্রগ্রহণং শিল্পিশাকটিকৈরপি ॥ ৭২৭

নগরে সৈন্তপতয়ঃ প্রতিমার্গমকারম্ ।

তুরগান্যন্তসংনাহান্যায়ামসমরোন্মুখাঃ ॥ ৭২৮

ময়গ্রামস্থিতে ভিক্ষাবময়েশ্বরবাসিভিঃ ।

রাজ্যৈসৈন্তঃ সমং যুদ্ধমগৃহ্নেত্য লাহরাঃ ॥ ৭২৯

ভৈরবীরাপুত্রোপাস্তে প্রবন্ধারক্ষসংগৈরঃ ।

শ্রীবিনায়কদেবান্ধা রাজসেনাধিপা হতাঃ ॥ ৭৩০

আত্ম এব রণে যাতাঃ রাজানীকাছিরোদিনঃ ।

লক্ষ্য বরাধামায়াগামমন্তস্ত নৃপশ্রিয়ম্ ॥ ৭৩১

চক্রাকারে বেঁটন করিয়া ফেলিয়াছে, তখন তিনি অপরিমিত অর্থব্যয় করিয়া পদাতি সৈন্ত সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । ৭২৬

এই ছদ্মিনে রাজা অকাতরে ধন বর্ষণ করিতেছেন দেখিয়া কারিগর যজ্ঞধর প্রভৃতি শ্রমজীবীরাও শস্ত্র ধরিয়া মৈনিক সাজিয়া লি । ৭২৭

ক্ষুদ্র সেনানায়কেরা শ্রীনগরের প্রত্যেক রাজপথ মধ্যে স্তম্ভ সমরোন্মুখ অগ্নারোহীদিগকে সাময়িক ব্যাঘ্রম করাইতেছিল । ৭২৮

যখন ভিক্ষু ময়গ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, তখন লহরবাসী ডামরেন্দ্রা অমরেশ্বরে আগিয়া সমাবেশিত রাজ্যসৈন্তের সহিত যুদ্ধ করে । ৭২৯

ভাহারা হিরণ্যপুংব সন্নিগটে ব্যাহ রচনা করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিতেই শ্রীবিনায়কদেব প্রভৃতি রাজকীয় সেনানীগণ নিহত হইলেন । ৭৩০

ময়গ্রাম আশ্রয় হইবার সময়েই রাজ্যসৈন্ত হইতে একটা সুলক্ষণ

রাজধান্তিক ক্ষিপ্তিকাখ্যায়াঃ সরিতন্তটে ।

পৃথীহরশ্চকারাজাবশেষশুভটক্ষয়ম্ ॥ ৭৩২

ভিলকে বিজয়েশ্বরেপাগৃহ্নয়েত্য ডামরাঃ ।

মহৎসরিতটে যুৎ খজাবীহোলডৌকসঃ ॥ ৭৩৩

তে রুদ্রনগরা দাহং কাপি কাপি চ লুপ্তম্ ।

বাস্তব্যানাং বিদধিরে বিনদন্তো দিবানিশম্ ॥ ৭৩৪

নির্যৎসত্বর্ণপুনাঃ প্রবিশচ্ছত্ৰবিক্ষজাঃ ।

ক্রন্দকতার্ত্তনিবহাঃ প্রধাবন্তুয়সৈনিকাঃ ॥ ৭৩৫

ঘোটকী ভ্রষ্ট হইয়া পড়ে ; শক্ররা সেইটি পাটয়া মনে করিল এইবার রাজলক্ষ্মী করতলগত হইল । ৭৩১

রাজভবনের সমীপে ক্ষিপ্তিকা নামী ক্ষুদ্র নদীর তটে পৃথীহর আসিয়া ঘেরিত্তর যুদ্ধ বাধায় এবং বহু যোদ্ধার প্রাণ নাশ করে । ৭৩২

যদিও ভিলকসিংহ সঠিন্যে বিজয়েশ্বরে অবস্থান করিতেছিলেন, তথাপি খজাবী ও হোলাডাবাসী ডামরেরা মহাসরিৎ নদীতট অধিকার করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিয়াছিল । ৭৩৩

তাহারা শ্রীনগর অবরোধ করিয়া কোন কোন স্থলে অগ্নি-সংযোগ করে, এবং ঘোর নিনাদ করিয়া দিবানিশি অধিবাসীদিগের গৃহ লুপ্ত করিতে থাকে । ৭৩৪

রাজপথের একদিকে একদল সৈন্য ভূমী, ভেরী, ঢকা প্রভৃতি বশবাস্ত রাজাইয়া যুদ্ধার্থে নির্গত হইতেছে, অত্রদিকে কোন বাহিনী শঙ্করত হইয়া পুরী মধ্যে প্রবেশ করিতেছে, কোথায়ও যুদ্ধ হত সৈনিকদিগের শব্দনেরা ঘোর রোলে ক্রন্দন করিতেছে, কোথায়ও বা পরাজিত সেনাদল পলায়ন করিতেছে, কোন পথে ব্যাপার

প্রসরৎপ্রেক্ষিনিবহা বহ্নাত্তগভারিকাঃ ।

সঞ্চার্যমাংশসংনাহাঃ কুম্যমাণতুরকমাঃ ॥ ৭৩৬

আসন্নশাস্ত্রসংমর্দ প্রসরৎপাংসবোনিশম্ ।

দিনে দিনে রাজপথা উপলব্ধিশৃঙ্গাঃ ॥ ৭৩৭

প্রতিপ্রভাষায়াংসু সর্কারভ্রংশেণ বৈরিষু ।

অস্ত্র ধ্রুং জিতো রাজেত্যজ্ঞায়ি প্রতিবাসরম্ ॥ ৭৩৮

ধীরঃ কঃ সুসুসজাদন্তো ন যঃ প্রত্যভিষোঁগিনাম্ ।

কৃষ্ণেণাপি স্বরাষ্ট্রেণ ক্রষ্টং ধৈর্যাদপার্বত ॥ ৭৩৯

ত্রণপট্টাঞ্চনঃ শলোদ্ধারং পথাধনাপ্নম্ ।

শস্ত্রকতানং সততং কারয়ন্স বালোক্যত ॥ ৭৪০

কি দেখিবার নিমিত্ত দলে দলে লোক বাহির হইতেছে, রাশি রাশি বাণ বহিয়া ভারবাহকেরা চলিয়াছে, চর্ম্ম বর্ম্মাদি লইয়া কত লোক ঘাইতেছে, কেহ কেহ অশ্বগুলিকে টানিয়া চলিতেছে, গভাসুদিগের আহুসজ্জিকগণের চরণ মর্দনে অনবরত ধূলি উড়িতেছে ; এইরূপ প্রতিদিন রাজপথে বিপ্লবকালীন বিশৃঙ্খলা প্রত্যক্ষ হইতেছিল । ৭৩৫—৭৩৭

প্রতিদিন রজনী প্রভাত হইবামাত্র শক্ররা সদলবলে আসিয়া পড়ে, আর লোকে মনে করে, আজি রাজা পরাজিত হইলেন । ৭৩৮

ঈদৃশ ক্ষেত্রে সুধীর মহাবীর সুসুসজ্জিত ভিন্ন কে তাদৃশ শত্রু প্রতিরোধে সমর্থ ছিল ? তাঁহার রাজ্যের এই বিষম দুঃসময়েও কিছুতেই তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে নাই । ৭৩৯

তিনি সর্বদা সেনানিবাসে ও রাজ ভবনে থাকিয়া আহত সৈনিকদিগের চিকিৎসার সুব্যবস্থা করিতেন ; ক্ষতস্থানে বন্ধনার্থ বস্ত্রাদি দান

প্রবাসবেতনপ্রীতিদায়কভৈষজ্যদত্তিভিঃ ।

শক্তিলোকে নরপতের্নিঃসংখ্যোভূতনব্যয়ঃ ॥ ৭৪১

যুদ্ধে এব বিপন্নানাং ক্ষতানাং চ স্ববেশ্বর ।

নিত্যং নরতুরঙ্গাণাং সহস্রাণি ক্ষয়ং যযুঃ ॥ ৭৪২

তুরঙ্গবহ্নৈর্হতমানা নৃপবলৈস্ততঃ ।

লাহরা মল্লকোষ্টীক্সা মন্দোদ্রেকত্বমাধ্বযুঃ ॥ ৭৪৩

ভিন্নৈরাভ্যস্তরৈরেব দত্তমস্ত্রাঃ সুরেশ্বরীম্ ।

তে নিহুর্ভিক্ষুমল্লেন তস্মার্গেণ যযুঃসবঃ ॥ ৭৪৪

করিতেন, অস্ত্রপ্রয়োগ দ্বারা শল্যোদ্ধার করাইয়া পথ্যাদির জন্ত অর্থ দান করিতেন । ৭৪০

দূরস্থানে যুদ্ধে ঘাইতে হইলে সৈনিকেরা অধিক পরিমাণে বেতন পাইত ; কৃতকার্যের জন্ত পুরস্কার পাইত এবং পীড়িত ও আহত-দিগের চিকিৎসার্থ ঔষধাদিতে তিনি প্রচুর অর্থব্যয় করিতেন । ৭৪১

রণভূমে দলে দলে সৈন্ত মরিতে লাগিল, শিবিরে ও রাজভবনেও অনেকে আহত অবস্থায় প্রাণত্যাগ করিতে লাগিল, বহুসংখ্যক অশ্বও বিনষ্ট হইল । ৭৪২

রাজপক্ষীয় বহুসংখ্যক অশ্বারোহীসৈন্ত বিপক্ষদিগকে নিহত করিতে লাগিল ; তাহাতে মল্লকোষ্ট প্রভৃতি লহর বীরেরা ভয়ানক হইয়া পড়ে । ৭৪৩

তাহার অন্তরঙ্গ মন্ত্রাদিগের মধ্যে কতিপয় গৃহভেদী শত্রুপক্ষকে পরাগর্শ দেওয়ায় তাহারা ভিক্ষুকে সংকীর্ণ গিরিপথ দিয়া সুরেশ্বরীর নিকটে লইয়া আইসে, সেইস্থলে তাহাদের যুদ্ধ করা অভিপ্রায় ছিল । ৭৪৪

সেতুনা স্বল্পপার্শ্বেন ধ্বিপ্রায়েঃ সরোত্তরে ।
 অবাপি তৈর্জয়োমোচি বাজিভ্যন্ত ভংগে ॥ ৭৪৫
 দ্রোণাথ কল্পনেনঃ স নিঃসম্বিভয়েশ্বরে ।
 বলিতঃ ডামরান্নিক্তে মন্দোদ্রেকং ক্ষুব্ধনুগে ॥ ৭৪৬
 লবন্তলোকো মা জাসীদশক্তিং মেধ গচ্ছতঃ ।
 পৃষ্ঠে নিপত্য মা কারীষাথাং চেতি বিচিন্তয়ন্ ॥ ৭৪৭
 স প্রভাবঃ দর্শয়িতুং প্রাপ্তস্ত বিজয়েশ্বরম্ ।
 অজ্ঞরাজস্ত সেনায়াং ব্যাবৃত্য প্রতিতোভবৎ ॥ ৭৪৮
 সার্ক্যং শতদয়ীং তস্ত যোধানাং হতবানপি ।
 সত্যাজ্য বিজয়ক্ষেত্রং দ্রোহক্লম্ভগরং যযৌ ॥ ৭৪৯

হৃদয়ের মধ্য দিয়া যে সেতু ছিল, তাহার পরিসর অল্প থাকায় শত্রু-
 পক্ষীয় ধাতুকেরা সহজেই জয়লাভ করে ; কারণ সেখানে রাজপক্ষীয়
 সানী সৈন্তেরা যুদ্ধে কিছুই করিতে পারে নাই । ৭৪৫

ইত্যবসরে বিজয়-ক্ষেত্র-স্থিত প্রধান সেনাপতি বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া
 যুদ্ধে সম্যক্ উৎসাহ প্রকাশ না করায়, ডামরের! প্রবল হইয়া উঠে । ৭৪৬

প্রধান সেনাপতি রাজবিদ্রোহের অভিপ্রায়ে বিজয়েশ্বর পরিত্যাপ
 করিলেন, কিন্তু পাছে লবন্যের লোকেরা তাঁহাকে শক্তিশীল মনে করে
 এবং পশ্চাৎ দিক হইতে হঠাৎ আক্রমণ করিয়া অসিষ্ট করে, এই চিন্তা
 করিয়া তিনি বিজয়েশ্বর অভিযুগে করিয়া চলিলেন, তুলিলেন অজ্ঞরাজ
 সৈন্যের বিজয়েশ্বরে উপস্থিত হইয়াছেন ; তথায় স্বীয় প্রভাব
 প্রদর্শনার্থ অজ্ঞরাজের সৈন্য আক্রমণ করিয়া প্রায় আড়াই শত যোদ্ধা
 নিহত করেন, কিন্তু তথাপি প্রভুর অহিত সাধন মানসে বিজয়েশ্বর
 ছাড়িয়া গ্রীণপরে চলিলেন । ৭৪৭—৭৪৯

পশি নাবসরনভীত্যা ভয়াস্তং ডামরাঃ কচিং ।
 নদন্তোদ্রিশিরোক্রতা মার্গান্সর্বাংশ্চ তত্যানু ॥ ৭৫০
 ত্যক্তা মড়বরাজ্যং স প্রবিষ্টো বাসনাং হরম্ ।
 পূর্কচেষ্টাং স্বগ্রনভূপং জহাস কৃতসংক্রিয়ম্ ॥ ৭৫১
 ইতরামাত্যবংস্থামস্থিতোধ ন নিজোচিতম্ ।
 রণে ঐদর্শয়ংকিকিংসানিভূত ইব স্থিতঃ ॥ ৭৫২
 ততো মড়বরাজ্যন্তে সমস্তা এব ভান্নবাঃ ।
 অভ্যত্য প্রত্যপন্তস্ত তাং মহাসরিতন্তটীম্ ॥ ৭৫৩
 উপায়াঃ সামভবাত্মা রিপুশ্চক্রে প্রয়োজিতাঃ ।
 রাজ্ঞো বিফলতাং জগ্মুর্সহিরাষ্ট্রাঃ প্রকাশিতাঃ ॥ ৭৫৪

পলিমধ্যে ডামরেরা তাঁহাকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় নাই ;
 তাহারা ভয়ে পথ ছাড়িয়া দিয়া শৈল শিখরে থাকিয়া কেবল ঘোররব
 করিত । ৭৫০

যখন তিনি মড়ব রাজ্য ছাড়িয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন তখন
 বিপন্ন রাজা তাঁহার যথোচিত সৎকার করিলেও তিনি মনে মনে
 রাজার পূর্ব ব্যবহার স্মরণ করিয়া হাত কবিত্যাছিলেন । ৭৫১

অনন্তর অহান্ত অমতেরা য য সেনানিবাসে গমন করিলে
 তিনিও স্বীয় শিবিরে চলিলেন, কিন্তু যুদ্ধে কিকিংমাজ ও উৎসাহ
 দেখাইলেন না, উদাসীনবৎ নিশ্চেষ্ট রহিলেন । ৭৫২

তদনন্তর মড়ব রাজ্য হইতে সমস্ত ডামরেরা এককালে আসিয়া
 মহাসরিৎ নদীর তটদেশ অধিকার করিয়া বসিল । ৭৫৩

অক্রচক্র ভেদ করিবার উদ্দেশ্যে রাজা যে সমস্ত সাম দান ভেদাদি

ক্রান্ততত্ত্বমহীপাগমগুলস্তাপি ভূপতেঃ ।

ফলং দোর্দরিক্রমস্তাগ্র্যামাসীন্নগররক্ষণম্ ॥ ৭৫৫

অমরেশে দারপতিঃ সার্কিং তস্থৌ নৃপাশ্রয়ৈঃ ।

রাজানবাটিকোপান্তে রাজস্থানীয়মস্ত্রিণঃ ॥ ৭৫৬

দূরদ্বীপান্তরগতা ইব স্বীচক্রিরে নৃপাং ।

তে প্রবাসধনং ভূরি ন চাযুধ্যস্ত কুত্রচিৎ ॥ ৭৫৭

কটকা বিজ্জিহাং সর্কে পরীষেণ জয়াজয়ৌ ।

লেভিরে বিজয়াদত্তম তু পৃথ্বীহরঃ কচিৎ ॥ ৭৫৮

নীতি প্রয়োগ করিলেন, তাহা অন্তঃরঙ্গ মন্ত্রীদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রকাশিত হওয়ার বিফল হইল । ৭৫৪

যে রাজা বাহুধলে ঊহঃপূর্বে অনেকানেক রাজার রাজ্যে আক্রমণ করিয়াছিলেন, এক্ষণে স্বীয় রাজধানী শ্রীনগর রক্ষাকার্য্যই তদীয় ভুজবিক্রমের একমাত্র পরিচায়ক স্থান হইয়াছিল । ৭৫৫

দারপতি, রাজকুমারদিগকে লইয়া অমরেশে রহিলেন ; রাজদরবারের মন্ত্রীরা “রাজনবাটিকার” প্রান্তদেশে অবস্থান করিলেন । ৭৫৬

রাজার নিকটে তাহারা দূরদেশগামী সৈনিকের ভ্রায় অধিক পরিমাণে প্রবাসধন (ভাতা) লইয়াছিল সত্য, কিন্তু কোথাও বাইয়া যুদ্ধ করে নাই । ৭৫৭

এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় যত যুদ্ধ ঘটে, তাহাতে শত্রুপক্ষীয় বোধেরা কখন জয় কখন বা পরাজয় প্রাপ্ত হয়, কেবল পৃথ্বীহর সকল যুদ্ধই জয়লাভ করেন । ৭৫৮

মধুমন্তেন তেনাজৌ বেতালেনৈব বন্যতা ।
 প্রায়ো বরাবরাঃ সর্কে গ্রস্তা নৃপচমুভট্যাঃ ॥ ৭৫৯
 উদয়ন্তেচ্ছটিকুলোদ্ধৃতশ্চৈকশ্চ পপ্রাথে ।
 যুবদেস্ত্যাপি শৌৰ্যমেক্ষ্মিংশ্চ তদাহবে ॥ ৭৬০
 পৃথ্বীহরতাপজাত্ব দ্বন্দ্বযুদ্ধাভিমানিনা ।
 প্রহৃত্য কৃষ্টকূর্চেন করাণ্ডেনাসিবল্লরী ॥ ৭৬১
 যুদ্ধে পুরোপকর্থেষু বর্তমানে শরাহতাঃ ।
 জীবীবালাত্মা অপি বধং প্রমাদাৎপ্রতিপেদিবে ॥ ৭৬২
 এবং জনকয়ে ঘোরে বর্জ্যমানে কিমপ্যভূৎ ।
 অহুৎসাহান্ রূপো গেহাদপি নির্গন্তুমক্ষমঃ ॥ ৭৬৩

মধুপান মত্ত বেতালের দ্বায় বন্যরূপে নৃত্য করিতে কবিত্তে পৃথ্বী-
 হর রাজপক্ষীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ বহুবোধের প্রাণ হরণ করেন । ৭৫৯

পৃথ্বীহরের সহিত যুদ্ধে ইচ্ছটীকুলোৎপন্ন উদয়, কিশোর
 বধক হইয়াও সবিশেষ পরাক্রমের পরিচয় দিয়া খ্যাতি লাভ
 করেন । ৭৬০

দ্বন্দ্বযুদ্ধ আরম্ভ হইলে উদয় বলপূর্বক পৃথ্বীহরের হস্ত হইতে অসি
 কাড়িয়ালেন এবং কেশাকর্ষণ করিয়া প্রহার করেন । ৭৬০

নগরের উপকর্থে সংগ্রাম আরম্ভ হইলে জ্ঞী এবং বালকেরাও
 শরাহত হইয়া প্রাণত্যাগ করে । ৭৬২

এইরূপ ঘোরতর লোকক্ষয় হইতে থাকিলেও আশ্চর্য্যের বিষয়
 কোন কারণে রাজা নিরুৎসাহ হইয়া রাজভবন হইতে বাহির হইতে
 পারেন নাই । ৭৬৩

তন্নিম্নিক্কসক্কারে সোমপালন্তদন্তরে ।

অলুষ্ঠরচাটলিকাং লকরক্কা দদাহ চ ॥ ৭৬৪

সিংহে গজাহব্যাগ্রে তদুত্তরাগ্রপরিগৃহে ।

সময়ো গ্রামগোমায়োঃ পৌরুষতাপরোস্ত কঃ ॥ ৭৬৫

রাষ্ট্রহৃদ্যাপমর্দেন রাজা নিঃসদৃশেন সঃ ।

তেন ত্রপাবিধেয়ো ভৃংখমপি দ্রষ্টুমক্ষমঃ ॥ ৭৬৬

সর্কানৌচিত্যবহলঃ সর্কব্যাসদ্রুঃসহঃ ।

সর্কভৃংখময়ঃ কালন্তত্কার্ত্তত কোপি সঃ ॥ ৭৬৭

তথাপ্যস্থলিতে তন্নিহিতব্যাজাক্তিপহঃ ।

রাজানবাটিকাবিঠৈঃ প্রায়শ্চক্রে বিরাগিভিঃ ॥ ৭৬৮

ইত্যবসরে, রাজাকে নিরুদ্ধ দেখিয়া সোমপাল ছিদ্র পাইয়া
অট্টালিকা আক্রমণপূর্বক দগ্ধ ও লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। ৭৬৪

যখন সিংহ, গজযুদ্ধে ব্যর্থ থাকে তখন শৃগালের পক্ষে তাহার
শুভা মুখ অধিকারের প্রকৃত সময়। পৌরুষ দেখাইবার ইহা অপেক্ষা
আর কি সুযোগ আছে ? ৭৬৫

কান্নীর এবং লোহর এই দুই রাজ্যের যুগপৎ পরাভবে রাজা
অসম্মত একরূপ লজ্জিত হইয়া পড়েন যে নিজ মুখ দেখিতেও কুণ্ঠিত
হইতেন। ৭৬৬

রাজা অসম্মতের এই কালটা সর্কপ্রকারে ভৃংখময়, সর্কবিধ বিপদ
পূর্ণ এবং অঘটন ঘটনা পূর্ণ হইয়াছিল। ৭৬৭

ঈদৃশ ভৃংখময়েও তিনি কথঞ্চিত স্থির ছিলেন, কিন্তু কতকগুলি
অসম্মত ব্রাহ্মণ হিতসাধনকালে রাজানবাটিকায় প্রায়োপবেশন করিয়া
অসম্মত ঘটাইয়াছিল। ৭৬৮

প্রার্থনাস্তে অ তে যুদ্ধে তটস্থাস্তব মন্ত্রিণঃ ।
 গৃহীত্বা নীবিরোক্তভ্যো লোহরাজৌ বিমুখ্যাতাম্ ॥ ৭৬৯
 স চেতাপ্য ইবৈবশ্রিভাসনে স্থায়িতাং গাত ।
 কো দম্ভাঃ পঠৈবনীতং প্রতাপসম শরৎকলম্ ॥ ৭৭০
 ন প্রত্যভৈৎসীতাত্য্যং যৎকালাপেক্ষয়া নৃপঃ ।
 তস্মিন্শৈলদর্শিতে শঙ্কাং নিখিলা মন্ত্রিণৌ দধুঃ ॥ ৭৭১
 শক্তিস্তৃণং কুজয়িতুং ন যেষাং স তদর্থিভিঃ ।
 বিমুক্তব্যবহারস্বং নিস্তে রাজা শঠদ্বিজৈঃ ॥ ৭৭২
 কর্মস্থানোপজীবাগ্রপারিসম্ভাদিসংকুলা ।
 তৎপার্স্বাং প্রসম্বো বুদ্ধিমত্তা সেনেব বৈরিণাম্ ॥ ৭৭৩

তাহারা নরপতির নিকটে এই প্রার্থনা করিল—মহারাজ আপনার মন্ত্রিগণ যুদ্ধার্থে উদাসীন, অতএব উহাদের প্রতিভু লইয়া লোহর গিরি রাজ্যে প্রেরণ করুন। এচেং এইরূপ রাষ্ট্র-মিথ্যাবাদি স্থায়ী হয়, তাহা হইলে যখন শারদ (হৈমন্তিক) শস্য শক্ররা অপহরণ করিবে, তখন কে আমাদের দিবে ? ৭৬৯—৭৭০

নৃপতি সমগ্র প্রতীক্ষা করিয়া মন্ত্রীদিগের এই প্রকার উদাসীনতা উপেক্ষা করিতেছিলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা তাহা প্রকাশ করায় মন্ত্রীরা ভীত হইয়াছিল। ৭৭১

ইতঃপূর্বে যে ব্রাহ্মণদিগের একটি তৃণ বক্র করিবার শক্তি ছিল না, সেই সদাপ্রার্থী শঠ বিপ্রদিগের কথায় রাজার কাষে বিশ্বাস লাগিল। ৭৭২

কতকগুলি রাজকর্মচারী এবং কতিপয় উগ্রপ্রকৃতি ব্রাহ্মণ এই সময়ে রাজাকে এইরূপ ভাবে বেষ্টিত করিয়াছিল যে, তদর্শনে তাহাকে অপর একজন নূতন শত্রু দ্বারা বেষ্টিত মনে হইয়াছিল। ৭৭৩

তৎসাম্বনঙ্গণে তৈত্তৈঃ প্রমাদৈখিতৈরগাৎ ।

দেশো ব্যাকুলতাং কৃচ্ছ্রং লুপ্তিশ্চাঘটতোৎকট্য ॥ ৭৭৪

অদৃষ্টপার্থিবাস্থানৈঃ শঠৈরব্যবহারিভিঃ ।

উচে তৈঃ সাম্বনাজা হুঃস্থিতস্তদপ্রিয়ম্ ॥ ৭৭৫

লবণবিপ্লবাজাজঃ সোধিকো বিপ্লবোভবৎ ।

গলরোগঃ পাদরোগাদিব তীব্রব্যথাবহঃ ॥ ৭৭৬

কাক্কনোৎকোচনানেন তন্মধ্যোদিকচক্রিকাম্ ।

কাক্কিন্দ্রীকৃত্য স প্রাঃ কথঞ্চিদ্ধিবীবরৎ ॥ ৭৭৭

বিজয়ো বর্ণসোমাদিশজিবংশো হঠাৎপূরম্ ।

প্রবিশনভিক্সেনানীরখারোহৈরহন্যত ॥ ৭৭৮

ইহাদের সাম্বনা বিধান করিতে ঘাইয়া রাজা যে ব্যবস্থা করিলেন, তাহাতে দেশের লোকের দুর্দশা বাড়িল এবং লুপ্তন কার্য অবাসে চলিতে লাগিল । ৭৭৪

যে পামরেরা পূর্বে কখন রাজ দরবার দেখে নাই, রাজ-ব্যবস্থার তাহাদের সম্পূর্ণ অপরিচিত, তাহারাও, হুঃখার্ত রাজা যখন তাহাদের সাম্বনা দিতে আসিলেন তখন তাঁহাকে অপ্রিয় কথা শুনাইয়াছিল । ৭৭৫

যেমন পদতলের পীড়া অপেক্ষা গলদেশের পীড়া অধিকতর কষ্টকর সেইরূপ লবণ-বিপ্লব অপেক্ষা রাজার পক্ষে এই দেশ-বিপ্লব অধিকতর কষ্টকর হইয়াছিল । ৭৭৬

রাজা চক্রান্তকারীদিগের মধ্যে কোন কোন ব্রাহ্মণকে উৎকোচ দানে, কাহাকেও বা অর্থাদি দানে প্রীতিশ্রুত হইয়া, কোন প্রণাবে প্রাণোপবেশন কথঞ্চিৎ বিনিবারিত করিয়াছিলেন, ৭৭৭

বর্ণসোমাদি সৈনিকবংশীয় বিজয় নামক ভিক্ষাচরের সেনাপতি

তোনাভিবভদ্রাংস্থানং ভিন্না প্রবিশতা পুরম্ ।

প্রায়শঃ কৃত এবাত্ত্বদা রাজ্যবিপর্যয়ঃ ॥ ৭৭২

ঈষদ্বন্দ্রপ্রাপ্তেন লংগ্রেষপি ভূপতেঃ ।

পৃথীহরেণ সন্ধিৎসা ভেদেচ্ছোঃ সংপ্রকাশিতা ॥ ৭৮০

তান্নিদ্ধূর্ষে জিগীষুণাং সন্ধিৎসৌ ভূকুজা সমম্ ।

হুয়েপি সৈনিকাঃ শাস্তং তমমত্তন্তু বিপ্লবম্ ॥ ৭৮১

রাজ্ঞা নাগমঠাপান্তুমানেন্তুং প্রহিতান্ততঃ ।

জীনমাত্যাক্ষ বিখ্যতানাগচ্ছগ্ননাবধীৎ ॥ ৭৮২

ধাত্রেয়ো মন্বকো গুপ্তো দ্বিজো রামশচ বারিকঃ ।

তেষাং তিলকসিংহস্ত পাশ্বে ভূত্যাঙ্গয়ো হতাঃ ॥ ৭৮৩

হঠাৎ নগর মন্যে প্রবেশ করিয়া অখারোহৌসৈন্ত হস্তে বিনষ্ট হয় । ৭৭৮

সে যেক্রপ প্রবল বেগে নগরের স্থানবিশেষ ভগ্ন করিয়া সহরের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল, তাৎপাতে জনসাধারণ মনে করিয়াছিল এইবার বৃক্ষি রাজ্যে বিপ্লব উপস্থিত হয় । ৭৭৯

পৃথীহর লবন্যদিগের মধ্যে ঈষৎ পরিমাণে প্রাধান্য হারাইয়া সন্ধির প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন । রাজ্যও বিপক্ষপক্ষের মধ্যে ভেদ জন্মে একরূপ ইচ্ছা করিতেছিলেন, সুতরাং যখন শত্রুদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পরাক্রান্ত বিজয়ী পৃথীহর সন্ধি করিতে উদ্যত, জানিলেন তখনই সন্ধির জন্য আদেশ দিলেন । তখন উভয়পক্ষের সৈনিকেরা মনে করিয়াছিল এইবার বিপ্লবের শাস্তি হইল । ৭৮০।৭৮১

তাহাকে আনিবার জন্য রাজা তিনজন বিখ্যাত অমাত্যকে নাগ-মঠের নিকটে প্রেরণ করিলেন । কিন্তু পৃথীহর আসিতে আসিতে

নৌবিদ্বস্তো গৌরকন্তু হতো ভূতপতিঃ স্বরন্ ।

ইষ্টে আক্রন্দিনি পঠৈঃ প্রহৃতঃ কক্ষণোচ্ছিতৈঃ ॥ ৭৮৪

তদৈশনং ক্রতবতো দেশঃ সর্বো বিরাগক্লম্ ।

রাজধাত্তন্তবে রাজ্ঞো হৃদ্যজিমুখরোভবৎ ॥ ৭৮৫

ইযে গুরুচতুর্দশীং তদ্বিশর্ঘ্যস্তম্ভলম্ ।

অতিবাহয়িতুং কষ্টং দিনমাসীন্মহীপতেঃ ॥ ৭৮৬

অথ সজ্জাতৈবক্রব্যো নেনমন্তীতি চিন্তয়ন্ ।

কিং কৃত্যমিত্যসদৃশনপি পপ্রচ্ছ ভূপতিঃ ॥ ৭৮৭

উহাদের বধ করেন। এইরূপে রাজার দাত্তী পুত্র মন্যক, গুম্ব নামক ব্রাহ্মণ, রাম নামক একজন কর্মচারী, এবং উহাদের সহিত ভিলকের তিনটা ভ্রাতাও তাহার দ্বারা হত হইয়াছিল। ৭৮২।৭৮৩

রাজা, গৌরককে শত্রুদের নিকটে প্রতিলু স্বরূপ পাঠাইয়াছিলেন। গৌরক তাহাদের দ্বারা আক্রান্ত হইয়া ইষ্ট চিন্তা করিতে করিতে প্রাণ ত্যাগ করিয়াছিল। গৌরকের যে সকল সংঘব তাহার জন্ত জনন করিয়াছিল, তাহারাও নির্দগ্ন শত্রুদিগের দ্বারা প্রহৃত হইয়াছিল। ৭৮৪

উহাদের বিনাশ বার্তা শ্রবণ করিয়া দেশের আপামরসাধারণ অতিবাহ অসন্তুষ্ট হইয়াছিল, এমন কি রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হুসীক বলিতেও কুণ্ঠিত হয় নাই। ৭৮৫

অধিন মাসের গুরুচতুর্দশীতে এই ব্যাপার সংঘটিত হইয়াছিল। দেশের সমস্ত লোক রাজবিরুদ্ধে অসন্তোষের তুমুল নিনাদ উত্থাপন করিয়াছিল। সেদিন রাজার অতিকষ্টে বাসিত হইয়াছিল। ৭৮৬

এই সময়ে রাজার একপ বুদ্ধি বিপর্যয় ঘটিয়াছিল যে, তিনি ভাব

বিষয়ে বর্তমানস্ত তস্ত কশিচৎস নাভবৎ ।
 অস্তজ্জহাস যো নাস্তিরাশ্বনান ভূতোষ বা ॥ ৭৮৮
 তমপি ব্যসনাপাতং তস্ত সোঢ়বতন্ততঃ ।
 অভক্ত ক্রমাতৃত্যাঃ প্রতিপক্ষসমাশ্রয়ম্ ॥ ৭৮৯
 কম্পনেশস্ত বিষাখ্যো ভ্রাতা দৈমাতুরো হি তান ।
 সমাশ্রয়দ্বারকার্ষং তদন্তং প্রত্যপণ্ডত ॥ ৭৯০
 গৃহং জনকসিংহেন দূতান্ প্রেষয়তানিশম্ ।
 ভিক্ষবে ভ্রাতৃতনয়া বাগ্দত্তা নিববর্ত্যত ॥ ৭৯১
 অসিবাঞ্জিতহুতাদি হৃদ্বা ভিক্ষাচরাস্তিকম্ ।
 অশ্বারা ব্যাভাবান্ত প্রয়াস্তঃ প্রতিবাসরম্ ॥ ৭৯২

মন্দ বিবেচনা শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং অযোগ্য ব্যক্তি
 দিগকেও ইতিকর্তব্যতা সম্বন্ধে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন ।
 রাজার এই অবস্থা দর্শনে রাজ্যে এমন কেহ ছিল না, যে না হাত
 কড়িয়াছিল এবং মনে মনে সন্তুষ্ট না হইয়াছিল । ৭৮৭।৭৮৮

রাজা যখন উপস্থিত বিপদে অভিভূত হইয়া পড়িলেন, সেই সময়ে
 রাজভৃত্যেরা অবসর বুঝিয়া শত্রুপক্ষে যোগ দিল । ৭৮৯

রাজার প্রধান সেনাপতি তিলকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা বিশ্ব শত্রুদলে
 যোগদান করিয়া তাহাদের দ্বারাধিপতিত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন । ৭৯০

জনকসি হ ক্রমাগত ভিক্ষুর নিকটে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং
 নিজের ভ্রাতৃপুত্রের সহিত বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন । ৭৯১

প্রত্যহ রাজার শত শত অশ্বরোহী সৈন্য, অসি, অশ্ব, বর্ম্ম এবং
 অন্যান্য সজ্জা সমেত রাজপক্ষ ত্যাগ করিয়া ভিক্ষাচরের পক্ষে যোগ
 দান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল । ৭৯২

কিমন্তু দ্ব্যজ্ঞমেবাহি য়েবসনপার্থিবাস্তিকে ।

অলস্যন্তাগ্রতো ভিক্ষোস্তে নিশায়াং গতত্রপাঃ ॥ ৮২৩

ইতো যাতি ততশ্চৈতি লোকো ব্যক্তমতদ্রিতঃ ।

ইতি রাজনি কুর্থাঞ্জে কোপ্যজন্তত বিপ্লবঃ ॥ ৭২৪

ডামটৈঃ শরদ্বংপন্তৌ নীতায়াং সর্বতন্ততঃ ।

কান্দিশীকোভবল্লোকঃ ক্লংস্মো ধনজনোজ্জ্বিতঃ ॥ ৭২৫

প্রয়াতে স্মৃসলনূপে স্বর্ণপূর্ণামিমাং মহীম্ ।

ভিক্ষুঃ কুর্ঘাদিতি মৃষা লোকশ্রাসীদ্বিনিশ্চয়ঃ ॥ ৭২৬

যাহারা দিবাভাগে রাজার পক্ষে থাকিয়া তাহার গুণগান করিত তাহাদিগকেই আবার রাত্রিকালে নিলজ্জভাবে, প্রকাশে ভিক্ষাচরের সভায় যোগদান করিতে দেখা যাইত । ইহা অপেক্ষা আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি আছে ? ৭২৩

রাজ-শাসন অবজ্ঞা করিয়া যখন রাজকর্মচারীরা এইরূপ স্বাধীন-ভাবে গতায়াত করিতে লাগিল, তখন একটা নূতন আপদ উপস্থিত হইল । ৭২৪

যখন ডামরেরা শারদ শস্ত লুণ্ঠন করিয়া, চলিয়া গেল, তখন দেশের লোকে অ অ জ্বাসন্তার, ধন সম্পত্তি ও আত্মীয় স্বজনকে ত্যাগ করিয়া কে কোথায় পলায়ন করিল, তাহার হিবতা রহিল না । ৭২৫

“স্মৃসল নরপতি প্রস্থান করিলে ভিক্ষু আবার এই দেশকে স্বর্ণ পূর্ণ করিয়া ফেলিবে” লোকের মনে এইরূপ একটা অমূলক ধারণা জন্মিয়াছিল । ৭২৬

ক দৃষ্টা ত্যাগিতা ভিক্ষাঃ কুতো বাতস্তসম্পদঃ ।

পরাজিতং নৈবেতি গতানুগতিকো জনঃ ॥ ৭৯৭

সংদৃষ্টতে পরিবৃত্তা চিরমস্বরেণ

রেখা স্বয়ং ন খলু যা শশিনো নবস্ত ।

তস্তাং জনঃ প্রকুরুতে নতিমস্বরার্থী

মিগ্লুকর্তামপসরং সদসং দ্বিচারাম ॥ ৭৯৮

বিজয়ে রাজবর্গ্যাণাং ভুগ্নগ্রীব ইবাভবৎ ।

ভিক্ষুপক্ষজয়ে লোকো হব্যামাসীদিশৃঙ্খলঃ ॥ ৭৯৯

দ্বিজকোলেমকস্ত্রাঘো রাজডামরসজ্বয়োঃ ।

ততোক্তোত্তমভয়ব্রহ্মদৈবয়োরুদজ্জুহুত ॥ ৮০০

কোথায় বা ভিক্ষুর দানশীলতা দেখা গিয়াছিল? কিরূপেই বা সম্পদ লাভ হইবে? নূত গতানুগতিক লোকে ইহা একরারও চিন্তা করে নাই। ৭৯৭

নবোদিত শলীকলা বহুক্ষণ অন্ধরে পরিবৃত্ত থাকে না, অন্ধর-প্রার্থী ব্যক্তি প্রণাম করিতে করিতেই তাহার অস্তিত্ব লোপ পায়। সুতরাং এক্ষণ সদসদ্বিবেচনা হীন লোভকে ধিক্। ৭৯৮

রাজপক্ষীয় সৈন্যদল যখন যুদ্ধে জয়লাভ করিত, তখন দেশের লোকেরা অধোবদনে অবস্থান করিত, আর যখন ভিক্ষুর পক্ষ জয়লাভ করিত, তখন তাহার উল্লাসে নৃত্য করিত। ৭৯৯

রাজা এবং ডামরদিগের মধ্যে উভয়েই পরস্পরকে ভয় করিয়া কিয়ৎকালের জন্ত বৈরিতা স্থগিত রাখিল। দ্বিজ সারম্ভেই উপাধ্যানের দৃষ্টান্ত সদৃশ, রাজা অন্তরঙ্গদিগের মধ্যে ভেদ দেখিয়া

রাজাত্যস্তরভেদেন রাজঃ স্বেৰ্ণেণ চারয়ঃ ।

ঐচ্ছনপলায়িত্ব ভীতা অজ্ঞাতাত্তোক্তনিশ্চয়ীঃ ॥ ৮০১

বান্ধবানপি হৃৎক্ষুনবিশ্বস্তো বিদগ্ধাঃ ।

স্থিতৌ পলায়নে বাপি শ্রদ্ধা ন স্বজীবিতম্ ॥ ৮০২

অথ মহাব্যসনে বাসঃ স্বর্ণরত্নাদিবর্ষণম্ ।

নাভ্যানন্দনগৃহীতার্থা নিমিন্দুঃ শত্রিণঃ পরম্ ॥ ৮০৩

নষ্টোয়ং নৈব ভবিতেত্যভীতেজ্জল্পতো জনাৎ ।

বচো রোগী ভিষক্ত্যক্ত ইব শূন্য বিব্যাধে ॥ ৮০৪

অপ্যগ্রোপস্থিতং কিঞ্চিদাদেশেন চৌকয়ন্ ।

সবিলাসং সগৰ্ব্বং চ তগৈক্ষিষ্ঠাহুগত্রজঃ ॥ ৮০৫

শ্রীনগর হইতে পলায়ন করিতে ইচ্ছা করিলেন, অত্ৰপক্ষে শত্রুগণও রাজার সৈবর্ষ্য ও দৃঢ়তা দেখিয়া ভীত হইল । কোন পক্ষেই অপরের অন্তরের ভাব ঠিক জানিতে পারে নাই । ৮০০, ৮০১

যখন রাজা দেগিলেন স্বজনেরাও দ্রোহভাবাপন্ন, সুতরাং তাহাদিগকে বিশ্বাস করিয়া রাজধানীতে অবস্থান অথবা পলায়ন কোনটিই জীবন রক্ষার পক্ষে নিরাপদ বিবেচনা করেন নাই । ৮০২

এতাদৃশ ঘোর বিপদে পড়িয়াও রাজা সৈন্তদিগকে বস্ত্র, স্বর্ণ রত্নাদি প্রচুর পরিমাণে প্রদান করিলে উহারা গ্রহণ করিয়া ছুট হইত না প্রত্যুত তাঁহার নিলাই করিত । ৮০৩

“রাজা এইবার পানাইবেন, আর থাকিবেন না,” ইত্যাকার লোক মুখের স্পষ্ট নির্ভীক বচন শুনিয়া, ভিষক্ পরিভ্যক্ত রোগীর স্থায় রাজা অন্তরে অন্তরে ব্যথিত হইতেন । ৮০৪

তাঁহার সহকারী ভৃত্যেরা কোন প্রয়োজনীয় বিষয়ে আদেশ

সোত্র এবাভবন্তস্মিন্ক্ষণে সাহসিকোপ্যহো ।

স্বপ্নহাদশি নির্গন্তঃ নাশকস্তদ্ব্যাকুলঃ ॥ ৮০৬

যাবদৈচ্ছন্সজ্যভেদাচ্চলিতুং ডামরব্রজাঃ ।

স্বৈরেব শস্ত্রিভিস্তাষ্মিন্গে ভূত্বদ্বিসূত্রভাম্ ॥ ৮০৭

তে কৃষ্টশস্ত্রা দ্বারাণি ক্লৃষ্টস্তো নৃপনন্দিরে ।

প্রবাসবিস্তে লক্কবো প্রাঃ চক্রুঃ পদে পদে ॥ ৮০৮

দদন্ধনং ধনেশত্রীর্দেয়াদপ্যধিকং নৃপঃ ।

তেষামভিমতো নাত্তদবমানাভিলাষিণাম্ ॥ ৮০৯

পাইলে তৎক্ষণাৎ পালন করিত বটে, কিন্তু তাঁহার দিকে সবিলাস সঙ্গর কটাক্ষও করিত । ৮০৫

অত্র সময়ে তিনি কি সাহসী পুরুষই ছিলেন, কিন্তু ঘেন কেমন আর এক প্রকার হইয়া পড়িয়াছিলেন; এমন কি তিনি এত ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, যে নিজ বাটী হইতে বাহির হইতে পারিতেন না । ৮০৬

যখন ডামরদিগের মধ্যে ভাঙ্গাবিচ্ছেদ ঘটায়, তাহারা চলিয়া যাইতে ইচ্ছুক হইতেছিল তখন রাজার নিজ সৈন্তেরাই বিশৃঙ্খলতা ঘটাইতেছিল । ৮০৭

তাহারা উল্লঙ্ঘ্য কূপাণ হস্তে রাজভবনের দ্বার বোধ করিয়া, দলে দলে মিলিত হইয়া প্রবাস-কালোচিত অতিরিক্ত বেতন পাইবার জন্য প্রায়োপবেশন করিতে লাগিল । ৮০৮

ধনেশের ভ্রাতৃ শ্রীসম্পন্ন রাজা তাহাদিগকে উত্তিাধিক ধন প্রদান করিলেও তাহাদিগের মনঃপুত হইত না, প্রত্যুত তাঁহার অভিনন্দন না করিয়া অবমাননা করিতে অভিলাষ করিত । ৮০৯

মর্ত্যুং চিচলিষুস্তীর্থমুণিকৈরিব সাময়ঃ ।

স কৃদ্ধা নিখিলৈর্দেয়ং দাপিতোথ গতত্রৈপৈঃ ॥ ৮১০

স্থানপালৈরপি প্রায়কুন্তিরাক্রম্য দাপিতঃ ।

ধনং স্ববর্ণভাণ্ডাদি চূর্ণীকৃত্য বিশৃঙ্খলৈঃ ॥ ৮১১

সবুদ্ধবালং নগরং ততঃ ক্ষুভ্যৎক্ষেপে ক্ষেপে ।

সৌভূদকিমিবোদ্ধৃতং ন সংস্থাপয়িতুং ক্ষমঃ ॥ ৮১২

একদা প্রীতবৈবাতৌ কৃদ্ধদ্বারঃ স শস্ত্রিভিঃ ।

সর্বতঃ ক্ষোভমাগচ্ছন্নগরং স বালোকয়ৎ ॥ ৮১৩

ততঃ ক্ষোভং শময়িতুং জনকং নগরাধিপম্ ।

পুরত্রমার্থমাদিশু চলিতুং ক্ষণমৈক্ষত ॥ ৮১৪

যেমন নির্লজ্জ উত্তমর্গেরা তীর্থ-ক্ষেত্রাভিমুখী মুষ্ণু-রোগীর পথ
বোধ করিয়া প্রাপ্য আদায় করে, সেইরূপ তাহারাও রাজাকে
পীড়াপীড়ি করিয়া স্ব স্ব প্রাপ্য আদায় করিয়াছিল । ৮১০

দেবালয়ের উচ্ছৃঙ্খল সেবাইতেরা ও প্রায়োপবেশন করিয়াছিল
তাহারা রাজাকে বেষ্টন করিয়া বলপূর্বক স্বর্ণভাণ্ডাদি চূর্ণ করিয়া
ধন আদায় করে । ৮১১

ক্ষুভিত সাগরের ত্রায় সমগ্র নগর আবালবৃদ্ধের ঘোর রোলে
প্রতিক্ষেপে আন্দোলিত হইতেছিল, রাজা কোনক্রমে তাহা স্থস্থির
করিতে পারিলেন না । ৮১২

একদিন প্রাতঃকালে দেখিলেন কতিপয় সৈনিক রাজভবনের দ্বার
কুদ্ধ করিয়া বসিয়া আছে, আর সমস্ত নগরে কোলাহল হইতেছে । ৮১৩

তখন নগরাধ্যক্ষ জনককে আদেশ দিলেন, নগর মধ্যে পরিভ্রমণ

কথঞ্চিদানমানাজ্যং তানাবর্জ্যাপি শস্ত্রিণঃ ।

সাধরোধঃ স সংনহো রাজধাত্মা বিনির্ঘযৌ ॥ ৮১৫

অজ্ঞানান্তু বগাক্রটো বহির্ঘাবয় নিৰ্য্যয়ো ।

রাজধাত্মন্তরে লুপ্তিতাবৎ প্রারম্ভি তদ্বরৈ ॥ ৮১৬

অরুদনকেপি কেপ্যুচ্চৈরননুকেপ্যলুপ্তয়ন্ ।

তদভূতানাজ্যমুৎভজ্য তস্মিন্ ব্রজতি শস্ত্রিণঃ ॥ ৮১৭

বিশৃঙ্খলজ্ঞপাকোপশঙ্কাভিঃ শস্ত্রিণাং নৃপঃ ।

সহস্রৈঃ পঞ্চাধৈরাসীদ্রুজঙ্গমুগতোধ্বনি ॥ ৮১৮

বর্ষে যম্মবতে কৃষ্ণবর্ষাং মার্গে বিনির্গতঃ ।

যামমাত্রাবশেষেহি সভূত্যো দ্রোহবিহ্বলঃ ॥ ৮১৯

করিয়া কোলাহল নিবৃত্ত কর, এবং তিনি স্বয়ংও বাহির হইবার জন্ত সময় দেখিতে লাগিলেন । ৮১৪

তদনন্তর সৈন্তদিগকে ধনদান ও প্রিয় বচন দ্বারা, কথঞ্চিৎ শাস্ত্র করিয়া বিদায় করিলেন এবং স্বয়ং বর্ম্মপরিহিত হইয়া অন্তঃপুরিকা-দিগকে লইয়া রাজভবন হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন । ৮১৫

তিনি প্রাক্ণ হইতে অশ্বাক্রট হইয়া বহির্বাটীতে যাইতে না যাইতেই তদ্বধেরা অন্তর্ভবনে লুপ্তন আরম্ভ করিয়াছিল । ৮১৬

রাজ্য ত্যাগ করিয়া রাজা প্রস্থান করিলে, তদীয় সৈনিকদিগের মধ্যে কেহ কেহ বোদন করিতেছিল, কেহ বা ঘোর নিনাদ করিতেছিল, আর কতকগুলি সৈন্ত রাজভূতাদিগের সর্ব্বশ্ব লুপ্তন করিতেছিল । ৮১৭

রাজা প্রস্থান করিলে পাঁচ ছয় সহস্র সৈনিক রোবে, ভয়ে ও লজ্জায় অভিভূত হইয়া তাঁহার পদবী অহুসরণ করিয়াছিল । ৮১৮

লৌকিকাক্ষের ৪১৯৬ বৎসরে অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণা ষষ্ঠীতে'

নিজৈর্হরস্তিরখানি তাজ্যমানঃ পদে পদে ।

স প্রতাপপুরং প্রাপ কৃপায়ামল্লসৈনিকঃ ॥ ৮২০

তিলকস্ত পুরো গতা প্রাপ্তস্তাগং চ বিশ্বসন্ ।

তত্র বন্ধোবিবাস্ত্রগি চিরং হুঃখোষধোমুচৎ ॥ ৮২১

দ্রোহং ন কুর্ষাদেবং মে চিন্তয়িত্তেতি সঙ্করম্ ।

বেশ্ম হৃৎপুরেভেদ্যস্তস্ত চ প্রাবিশৎস্বয়ম্ ॥ ৮২২

তদগৌরবেণ সানাদি কুট্টেচ্ছৎসৈন্তসং গ্রহম্ ।

প্রবিস্ত ক্রমরাজ্যং স কতুঃ ভূয়ো জ্ঞানোৎসুকঃ ॥ ৮২৩

দিবসের একপ্রহরমাত্র বেগা অবশিষ্ট থাকিতে, কৰ্মচারীদিগের বিশ্বাসঘাতকতায় বিহ্বলচিত্তে, রাজা সুসল ভৃত্যবর্গ লইয়া গ্রীনগর পরিত্যাগ করেন । ৮১৯

তদীয় অনুচরদিগের অধিকাংশই অখাদি লইয়া প্রতিপদেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাওয়ায় অতি অল্পসংখ্যক ভৃত্যসহ তিনি রাজিকালে প্রতাপপুর গ্রামে উপস্থিত হইলেন । ৮২০

তথায় তিলকের সহিত সাক্ষাৎ হইল । তাহাকে নিজের বন্ধুর জায় বিশ্বাস করিয়া রাজা হৃদয়-ব্যথায় কাতর হইয়া কিয়ৎক্ষণ রোদন করিলেন । ৮২১

এই ঘটনার পরদিনই রাজা সুসল তিলকের দ্বারা অনিষ্ট সাধিত হইতেও পারে বিবেচনায়, হৃৎপুরের ভবনে গমন করিলেন । ৮২২

রাজা তথায় তিলকের অনুরোধে আনাহার করিয়া, পুনরায় সৈন্ত সংগ্রহের চেষ্টায় ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করিলেন । ৮২৩

গৃহং যুগ্মস্থলকল্যাণিবাড়াদীনথ ডামরান্ ।
 আনৌন্ন পুরস্তত্ত্বৈর্ঘত্রঃশমকারয়ৎ ॥ ৮২৪
 গৃহান্তেন তয়া যুক্ত্যা নিষ্কৃষ্টঃ স ততো যযৌ ।
 স্বাকুর্কন্বশ্বর্গদানেন দস্যুস্বার্গবিরোধিনঃ ॥ ৮২৫
 প্রধান্তং ততঃ এবৌজীত্বিকস্তৎসহোদরঃ ।
 প্রয়াগমেকমানন্দো দাক্ষিণ্যাদবগাত্ত, তম্ ॥ ৮২৬
 ভৃত্যত্যক্তঃ স দানেন বিক্রমেণ চ তিস্তরান্ ।
 অগাস্বার্গেণ শময়স্বায়ুঃশেষেণ রক্ষিতঃ ॥ ৮২৭

কিন্তু তিলক, কল্যাণবাট প্রভৃতি যুদ্ধার্থী ডামরদিগকে গোপনে
 আনিয়ন করিয়া রাজার সন্মুখস্থ পথ বোধ করিয়া তাঁহার উদ্দেশ্য ব্যর্থ
 করিয়াছিলেন । ৮২৪

রাজা, তিলকের কুটিল নীতির প্রয়োগ দেখিয়া হৃৎপুর হইতে
 বাহির হইলেন । কিন্তু পথিমধ্যে ডামরদস্যুদিগের দ্বারা আক্রান্ত
 হইলেন । দস্যুদিগকে তিনি বহুসংখ্যক স্বর্ণ মুদ্রা দান করিয়া অব্যা-
 হতি পাইলেন । ৮২৫

তিনি কিয়ৎদূর গমন করিলে তিলক তাহার সঙ্গ ত্যাগ করিয়া-
 ছিলেন, কিন্তু তিলকের লাঞ্চার কল্পহৃদয় আনন্দ, রাজার সহিত এক
 প্রয়াগ পুত্র গমন করিয়াছিলেন । ৮২৬

ইহার পর হইতে রাজার সহিত অল্প কোন অশুচর ছিল না, তিনি
 পথিমধ্যে দস্যুদিগের হস্ত হইতে আত্মরক্ষার জন্ত কখন নিজ বাহু
 বলের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কখন বা অর্থের দ্বারা বশীভূত
 করিয়াছিলেন । ৮২৭

জ্ঞাণং সিংহনখা ক্রমাঙ্গিগহনস্তাদিরণ্যস্ত যে
 তেষাং বালগলাশ্রয়াদপি ভবেৎকালান্তিবাহঃ ক্রমাৎ ।
 যে দস্তাঃ করিণাং রণপ্রহরণং তেপ্যাগ্নুযুদৌব্যতাং
 ক্রীড়ায়াং করতাড়নানি ন দৃঢ়া শৌর্যস্ত ক্লিষ্টাঃ ক্লিষ্টাঃ ॥ ৮২৮
 জন্তুনাং বিক্রমত্যাগয়শঃপ্রজ্ঞাদয়ো গুণাঃ ।
 ভবে চিত্রস্বভাবেন্মিত্র ভবেষুভক্ষুরাঃ ॥ ৮২৯
 ভাস্বানপোয়াগ্রাম্ভূতাং ভিন্নাবস্থাং দিনে দিনে ।
 তাং তামায়াতি জন্তুনাং কঃ প্রভাবেষু নিশ্চয়ঃ ॥ ৮৩০
 অশক্লুবন্নটলিকামরিপ্লুষ্ঠাং নিরীক্ষিতুম্ ।
 মন্থানিঃশব্দসৈন্তোদ্ভিন্নারবরোহ স লোহরম্ ॥ ৮৩১

যে সিংহের প্রখর নখর ভয়ে শক্রকুল ঘনবৃক্ষাবলী সমাকীর্ণ
 অরণ্যমধ্যে প্রবেশ করিতে কুণ্ঠিত হয়, কালবশে সেই সিংহের নখই
 বালকের গলদেশে শোভা পায় ; এবং যে হস্তীদন্তের ভীষণতা দর্শনে
 শক্রকুল ভীতি প্রাপ্ত হইত, কালবশে সেই হস্তীদন্ত পাশাক্রীড়ায়
 পাশারূপে পরিণত হইয়া ক্রীড়কের হস্ত পেঘণ সহ্য করে। সেইজন্য
 মনে হয় শৌর্য একস্থানে দীর্ঘস্থায়ী নহে। ৮২৮

এই বৈচিত্র্যপূর্ণ সংসারে কাহারও যশ, প্রজ্ঞা, দানশীলতা, এবং
 বিক্রম প্রভৃতি গুণ সকল কখন চিরস্থায়ী হয় না। ৮২৯

যখন মহাপ্রতাপশালী সূর্য্যের তেজই দিনে দিনে বৃদ্ধি পায়
 প্রাপ্ত হয়, তখন মানবের বুদ্ধি ও ক্ষমতা কি আশ্চর্য্য আছে ! ৮৩০

তিনি লোহরে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, শক্রগণ অটালিকাগুলি
 অগ্নিতে ভস্মীভূত করিয়া ফেলিয়াছে এবং সৈন্যগণ মনের বেদে অবস্থান
 করিতেছে। তিনি এ দৃশ্য সহ্য করিতে পারিলেন না। ৮৩১

স্বং কলত্রমপি দ্রষ্টুং তত্রাপিত্রপয়াক্ষমঃ ।

শয়নীয়বিমুক্তাক্তপ্যতে অ দিবানিশম্ ॥ ৮৩২

দত্তদীপাদনির্গচ্ছন্তর্গেহাদিনেষপি ।

দাক্ষিণ্যাদর্শনং প্রাদাদতৃত্যানাং ভোজনক্ষণে ॥ ৮৩৩

বিলেপনানি নাস্ত্রাক্ষীমাররোহ ত্বরঙ্গমান্ ।

গীতনৃত্তাদি নৈক্ষিষ্ট সুখগোষ্ঠীর্ন চাদশে ॥ ৮৩৪

তায়াঃস্তাটস্থ্যমৌধর্থৈতক্ষ্যদ্রোহাদি দর্শিতম্ ।

একেনৈকেন চ স্বত্বা স্বত্বা দেবৈব্য ত্রবেদয়ং ॥ ৮৩৫

অঘগাংস্বাং ভুবং ত্যক্তা নামেতেষ্বগুরিত্যপি ।

নিষ্ঠে বৃষ্টিং পরার্থ্য শ্রীঃ স দাক্ষিণ্যাক্তনাপটৈঃ ॥ ৮৩৬

রাজা লজ্জাবশতঃ মহিষীর দিকে চাহিয়া দেখিতে সক্ষম হইল নাই ; এবং দিবারাত্র শয্যায় গাত্র ঢালিয়া নমোহুঃখে অবস্থান করিতেন । ৮৩২

তিনি রাজপ্রাসাদের একটি নিভৃত কক্ষে অবস্থান করিতেন দিবাভাগে সেই কক্ষে প্রদীপ জলিত । রাজা শুদ্ধ আহারকালে অন্নচরদিগকে দেখা দিতেন । ৮৩৩

তিনি অগ্রে গন্ধ দ্রব্য বিলেপন, অগ্রে আরোহণ, গীত বাজে যোগদান একক কোন প্রকার উপকথা শ্রবণ করিতেন না । ৮৩৪

তিনি ঘৃণাভরে রাজভৃত্যবর্গের ওদাসীতা, মুখরতা, নিষ্ঠুরতা, রাজদ্রোহিতা শ্রবণ করিয়া কাতর হইতেন এবং রাজমহিষীর নিকট গমন করিতেন । ৮৩৫

লোহর রাজ্যে যেমন তিনি ধন সংগ্রহ করিয়াছিলেন তেমন তাঁহার হৃদয়ে যথেষ্ট দম্বাও ছিল । তাঁহার অন্নচরেরা জগন্মুখি ত্যাগ

কশ্মীরেষু গতে তস্মিংস্তদৈবাগিলমজ্জিণঃ ।

পুরাণরাজধান্যগ্রে সসৈন্তাঃ সমগংসত ॥ ৮৩৭

মন্ত্রাখ্যাবোহসামস্ততন্ত্রিপৌরাদিসংমতঃ ।

তেষাং জনকসিংহোভূদগ্রনীর্নগরাধিপঃ ॥ ৮৩৮

স ফিক্ষোর্মল্লকোষ্ঠাঐরাট্টপুঃ কৃতগতগঠৈঃ ।

বিশ্বাসায় সূতভ্রাতৃসুতো নীবিং প্রদাপিতঃ ॥ ৮৩৯

প্রাবর্ততঃ ভয়লশ্চংস্রীবালাস্তাবৃতে পুরে ।

অরাজকাথ রজনী সর্বভূতভয়াবহা ॥ ৮৪০

করিয়া তাঁহার অনুবর্তন করিয়াছে অরণ্য করিয়া, তিনি তাহাদের আশাতীত ধন দান করিয়াছিলেন । ৮৩৬

রাজা কশ্মীর ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে, তদ্রত্য মন্ত্রিসমাজ পুরাতন রাজবাটীর পুরোভাগে সসৈন্তে সমবেত হইয়াছিলেন । ৮৩৭

মন্ত্রীসমাজ, অখ্যাবোহী ও তদ্রী সৈন্যবর্গ, নগরবাসী এবং সামস্ত রাজগণ একমত হইয়া দ্বারপতি জনকসিংহকে তাহাদের অগ্রণী করিয়াছিলেন । ৮৩৮

এই সময়ে ভিক্ষাচরের অন্তরঙ্গ মল্লকোষ্ঠাদি প্রতিনিয়ত সূতভ্রাত করিয়া জনকসিংহকে ভিক্ষায় পক্ষাবলম্বনে পরামর্শ দিয়াছিলেন এবং তিনিও নিজের পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্রকে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া ভিক্ষাচরের বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলেন । ৮৩৯

তখন রাজধানীতে সর্বভূত ভয়ঙ্করী অরাজকতা-রজনী উপস্থিত হইল । নগরবাসী স্ত্রী ও বালকেরা ভয়ে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । কেহ কেহ শত্রু কর্তৃক হত হইল, কাহারও সর্বস্ব লুপ্ত

নিহতাঃ কেপি মুখিতাঃ কেপি কেপ্যরিভিঃ পুরে ।

দন্ধাগারা ব্যধীকৃত দুর্দলা রাজবর্জিতে ॥ ৮৪১

সৈন্তৈরভ্যেহ্যরুদ্রাদৈর্নিরুদ্বাখিলদিকৃপথঃ ।

সিন্দুরাকণপুণ্ড্রাখসাদিমণ্ডলমধাগঃ ॥ ৮৪২

বিকোশশব্দকদলীষণ্ডহর্লক্ষ্যবিগ্রহঃ ।

মৃগেন্দ্র ইব লোকশ্চ ভয়কৌতুহলাবহঃ ॥ ৮৪৩

বীরপটাকল্লিষ্টৈর্যৌবনোদ্রেচিষ্টৈঃ কঠৈঃ ।

অবাকৈঃ শোভিতঃ পৃষ্ঠৈ জয়শ্রীবন্ধশৃঙ্গলৈঃ ॥ ৮৪৪

কুণ্ডলজাতিনা স্নিগ্ধবলায়তদৃষ্টিনা ।

প্রত্যগ্রশ্রবণা চাক্র চন্দ্রনোল্লেকশোভিনা ॥ ৮৪৫

কাহাবও গৃহ ভস্মীভূত হইল । রাজ্যে রাজা না থাকিলে যেকুপ
ঘটিয়া থাকে একেত্রেও তাহাই হইল । ৮৪০।৮৪১

পরদিন উদ্যত সৈন্তগণ নগরের সমস্ত পথরোধ করিয়া ঘোররবে
অগ্রসর হইল ; তৎপশ্চাতে রক্তবর্ণ ত্রিপটুকধারী অস্খারোহী সৈন্তদল
শ্রেণীবদ্ধভাবে যাত্রা করিল । ভিক্ষাচর এই সৈন্তদলের মধ্যে
অবস্থিত থাকিলেও সৈন্তদলের নিষ্কাশিত তরবারির আঘরণে কেহই
তাহাকে দেখিতে পায় নাই । কেশরী যেমন দর্শকের ভয় ও
বিস্ময় উৎপাদন করে, ভিক্ষাচরকে দর্শনে লোকের মনেও সেইরূপ
ভয় ও বিস্ময় উৎপাদিত হইয়াছিল । যৌবনশ্রীসম্পন্ন ভিক্ষাচরের
মস্তকে উকীল ছিল এবং কেশগুলি জয়লক্ষ্মীকে বন্দন করিবার
জন্তই যেন শৃঙ্গল-স্বরূপ তাহার পৃষ্ঠের চারিদিকে ছড়াইয়া
পড়িয়াছিল । ভিক্ষুর কর্ণের কুণ্ডল, আয়ত লোচনের স্নিগ্ধ দৃষ্টি,
লালাটের লোহিত চন্দন এবং রক্তবর্ণ ওষ্ঠাধর পবন শোভমান

তাম্রাধরেণ বজ্রং শ্রীসাংনিধাদিকস্বিধা ।
 পক্ষপাতি বিপক্ষাণামপি সংপাদয়ন্ননঃ ॥ ৮৪৬
 অসেবিকোশস্তাস্তঃস্বাং শ্রিয়মশ্বেন বল্লভা ।
 কেসরচ্ছটয়া চারু চামরেণেব বীজয়ন্ ॥ ৮৪৭
 পদে পদে নিবৃত্তাশ্বঃ সামন্তৈরুপপাদিতাম ।
 স্বাকুর্করহঁণাং ভিক্ষুঃ প্রবিশন্নগরং ততঃ ॥ ৮৪৮
 তত্তার্ককস্ত ধাত্তীব পৃষ্ঠস্থো মল্লকোষ্টকঃ ।
 প্রযদ্যাবপ্রগলভস্ত সৰ্ব্বকার্যোপদেষ্টতাম্ ॥ ৮৪৯
 অয়ং পিতুঃ শ্রিয়ন্তেভূতমস্তাক্ষে বিবর্দ্ধিতঃ ।
 রাজ্যস্তায়ং মৃগমিতি প্রত্যেকং সমদর্শয়ৎ ॥ ৮৫০

হইয়াছিল । সম্ভবতঃ জয়লক্ষ্মীর সান্নিধ্য হেতু তাহার মুখের শোভা
 দ্বিগুণ বর্দ্ধিত হইয়াছিল এমন কি শত্রুপক্ষীয়েরাও সে মুখ দর্শনে শত্রুতা
 পরিহার পূর্বক তাহার পক্ষাবলম্বন করিতে চাহিত । তিনি যে
 অশ্বে আরোহণ করিয়াছিলেন, সেই অশ্বটি নৃত্য করিতে করিতে গমন
 করিতেছিল এবং তাহার স্বক্কেদেশস্থ কেশর, সুচারু চামরের জ্বায় যেন
 উন্মুক্ত-তরবারী-স্থিত বাল্মীকে স্ব্যজন করিতেছিল । ভিক্ষাচর এই-
 ভাবে অগ্রসর হইবার সময়ে মাঝে মাঝে সামন্ত, রাজগণের প্রদত্ত
 উপহার ও সম্ভাষণ গ্রহণ জন্ত থামিতে ছিলেন । এইভাবে রাজা,
 মহাসমারোহে নগর প্রবেশ করিলেন । ৮৪২—৮৪৮

ভিক্ষাচর রাজকার্য্যে অগ্রগলভ ছিলেন বলিয়া, মল্লকোষ্ট অপোগণ্ড
 শিশুর ধাত্তীর জ্বায় সদাই তাহাকে উপদেশ দান করিতেন । ৮৪৯

ভিক্ষাচর সমক্ষে পরিচিত করিবার সময়ে মল্লকোষ্ট ব্যক্তি-বিশেষকে
 লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ইনি তোমার পিতার বন্ধু ছিলেন, কাহাকেও

গৃহং জনকসিংহস্ত প্রাক্কণ্ঠ্যাপ্তয়েবিশং ।
 রাজলক্ষ্মীং স সংপ্রাপ্তুং রাজধানীং ততঃ পরম্ ॥ ৮৫১
 দূরনষ্টে কুলে তেন পুনরুজ্জৈচিত্রে ঘর্যো ।
 বহাস্তো গৰ্ভগেপত্যো জীজনোনবহাস্ততাম্ ॥ ৮৪২
 দৃষ্টেন তাদৃশা ভিক্ষোরিতিবৃত্তেন শত্রুযু ।
 চিত্রস্থেষপি সাশঙ্কা নোপহাস্তা জিগীষবঃ ॥ ৮৫৩
 প্রাবর্তন্ত ধনাধীশশ্রিয়ঃ সুসঙ্গভূপতে ।
 কোষণে নীতশেষেণ বিলাসা নবভূপতেঃ ॥ ৮৫৪

লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—ইনি তোমায় ক্রোড়ে করিয়াছিলেন, কাহা-
 কেও বলিলেন—ইনিই এই রাজ্যের মূল । এইভাবে সকলের সহিত
 তাঁহার পরিচয় করাইয়া দিলেন । ৮৫০

তিনি প্রথমে জনকসিংহের কন্যাকে গ্রহণ করিবার জন্য জনক
 সিংহের বাটীতে গিয়াছিলেন ; এবং পরদিন রাজলক্ষ্মীকে লাভ করিবার
 জন্য রাজধানীতে প্রবেশ করিয়াছিলেন । ৮৫১

ভিক্ষাচর, যখন বহু পূর্বে নষ্ট-রাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়া রাজকুলে
 পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইতে পারিলেন, তখন সম্ভান গৰ্ভস্থ হইলেই যদি
 জীলোকে তাহার উপরি অত্যধিক আস্থা স্থাপন করে তাহাতে
 হাসিবার বিষয় কি হইতে পারে ? ৮৫২

ভিক্ষাচরের অদ্ভুত ইচ্ছাস্রবণ করিয়া যদি জয়াভিলাষী
 বীরগণ চিত্রলিখিত শত্রু-প্রতিকৃতি দেখিয়াও শঙ্কিত হয় তাহা হইলেও
 হাস্যাম্পদ হইবে না । ৮৫৩

রাজা সুসঙ্গ কুবেরের জায় ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন—তিনি ধন

বাজিবর্ষাসিভূমিষ্ঠাং রাজলক্ষ্মীং বিভেজিরে ।

রাজডামরলুষ্ঠাকমন্ত্রিণো যন্ত্রণোজ্বিতাঃ ॥ ৮৫৫

পুবে স্বর্গ ইবাশ্বাদং ভোগানামুপলেভিরে ।

দন্তবো গ্রামভোগার্থাঃ পিশাচ ইব গহ্বরগাঃ ॥ ৮৫৬

আস্থানে ন বভৌ ভূভুদগ্রামীণৈঃ সর্কতো বদন্ ।

প্রলম্বকক্ষলপ্রায়বিলাসাবরণৈঃ সমন্ ॥ ৮৫৭

রত্নাদি লইয়া লোহরে গ্রহান করিলেও যাহা কিছু অবশিষ্ট ছিল, তাহাতেই নবীন ভূপতির ভোগবিলাস সাধন হইতে লাগিল । ৮৫৪

রাজসম্পদের অভাব ছিল না অশ্ব, বর্ষ, অসি ও চর্ম রাজলক্ষ্মীর চির ধর্ম, নিত্যসহচর, যখন অরাজকজ্ঞান সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যাশাসনের দৃঢ়-শৃঙ্খল ধসিয়া পড়ে, তখন যন্ত্রনির্মুক্ত অবয়বগুলি বেগে চারিদিকে ধাবিত হয়, কে কোথায় পড়ে, কাহার কি উদ্দেশ্য, পরিণামে কি দাঁড়ায় কেহই নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারে না । রাজা সুসূলের রাজধানী পরিত্যাগ ও তৎপরে ভিক্ষুর রাজধানীতে প্রবেশ দুইটা ঘটনা পর পর ঘটিয়াছিল, পূর্বাটতে একজনের অভাবে দেশ অরাজক, পরটিতে রাজলক্ষ্মীর অনেক গুলি নায়ক, বিভাগক্রমে রাজ সম্পদের ভক্ষক, রক্ষক আকারে উপস্থিত ; অবশ্য রাজা, মন্ত্রী, সৈন্য ও সাক্ষীরা যেনে কেহ সিংহাসন, কেহ কোথাগার কেহ অশ্ব, কেহ অসিচর্ম হস্তগত করিল । কে কাহাকে ভয় করে ? যে যাহা পারিল, সে তাহা লইল । গ্রাম্যগৃহবিহারী পিশাচসদৃশ দস্যুদল শ্রীনগরের নন্দনবনে আজি অপূর্ণ ভোগ সুখার আশ্রয় লাভ করিল । হায় অদৃষ্ট ! ৮৫৫।৮৫৬

আহা, দয়বীরের কি শোভাই হইয়াছিল । রাজা ভিক্ষু বার

ভিক্ষাচরিত্রাসংভাব্যপ্রাদুর্ভাবতয়া প্রথম।

ডামরা অবতারোন্নতিমিত্যস্তাং নিমিত্তে প্রথম ॥ ৮৫৮

রাজ্যস্থানন্তদৃষ্ট্য কৰ্ত্তব্যেবু মুমোহ সং ।

অদৃষ্টকর্মেব ভিষগ্ভৈষজ্যস্ত পদে পদে ॥ ৮৫৯

শনৈর্জনকসিংহেন কৃতজ্ঞাত্বতাপর্গম্ ।

কম্পনাধিপতির্দত্তকন্তোপি তমশিশ্রিয়ৎ ॥ ৮৬০

জুঙ্গো রাজপুরীদ্বস্ত রজঃ কটকবারিকঃ ।

পাদাগ্রাধিকৃতোদ্রাকীংস্বার্থমর্থং ন তু প্রভোঃ ॥ ৮৬১

দিয়া বসিয়াছেন, চারিদিকে লম্বমান কঞ্চলবস্ত্র গ্রাম্য সভাসদগণ তাঁহাকে ঘেরিয়া বসিয়াছে ! পল্লীবাগী কৃষকের কঞ্চল ভিন্ন অস্ত্র পরিচ্ছদ সঞ্চল আর কি আছে ? ৮৫৭

ভিক্ষাচরের অসম্ভাবিত রূপে রাজ্যাধিকার লাভে যে অলৌকিক-ভাবের প্রাদুর্ভাব হয় তাহাতে ডামরেরা চারিদিকে বুটনা করে যে ভিক্ষু একটা নূতন অবতার । ৮৫৮

যেমন নূতন বৈজ্ঞানিক ঔষধের ক্রিয়া ফল কখন প্রত্যক্ষ না করিয়া চিকিৎসা করিতে গিয়া পদে পদে সাজ্বাতিক ভ্রম করিয়া বসে, সেইরূপ অদৃষ্টপূর্ব-রাজ্যব্যবহার ভিক্ষুও রাজ্যশাসনের ব্যবস্থায় প্রতিপদে অব্যবস্থা ঘটাইয়াছিল । ৮৫৯

জনক সিংহ ত্রাতৃস্মৃত্তীকে ভিক্ষুর হস্তে অর্পণ করিয়া যেমন সুযোগ্য নগরাধ্যক্ষ পদবী লাভ করেন । তাঁহার পদবী অঙ্গুলরণ করিয়া সেইরূপ কম্পনেশ (প্রধান-সেনাপতি) তিলকও স্বীয় কন্ডাদান করিয়া ভিক্ষুর আশ্রয়লাভ করিলেন । ৮৬০

রাজপুরীর রাজার সাগরিক কৰ্ম্মচারী জুঙ্গ পাদাগ্রবিভাগে যেমন

সর্বাধিকারিণং রাজলক্ষ্মীকিঞ্চমশিশ্রয়ৎ ।

রাজশব্দশ্চৈব পাত্রমভূক্তিকাচরঃ পরম ॥ ৮৬২

বেশ্যাত্তীকৃতৈশ্বৰ্য্যঃ প্রাকৃতাকাচরভাগপি ।

অন্তরঙ্গঃ সদসতাং কিঞ্চিদ্ধিষন্তদাভবৎ ॥ ৮৬৩

বৈমাতুরো দর্যকস্ত ভ্রাতা সান্ধৰ্য্যশৌৰ্য্যভূঃ ।

নৃপাস্তবঙ্গজ্যেষ্ঠস্তং জ্যেষ্ঠপালোপ্যশিশ্রয়ৎ ॥ ৮৬৪

মন্ত্রিণো ভূতবিশ্ৰাম্ভাস্তাস্ত পৈতামহা অপি ।

লক্ষ্মীসরোজিনীভৃঙ্গা বহুবোস্তে জজ্জন্তিরে ॥ ৮৬৫

উন্নীত হইলেন, তেমনি প্রভুর স্বার্থ বা হিতসাধন অপেক্ষা নিজের স্বার্থ সাধনেই সুবুদ্ধির কার্য্য দেখিয়াছিলেন। ৮৬১

রাজলক্ষ্মী বিধ্ব সর্বাধিকারীকে (প্রধানমাত্য) সকল বিষয়ের 'অধিকারী' দেখিয়া, তাহাকেই সৰ্ব্বথা আশ্রয় করিলেন। পরন্তু রাজশব্দের উল্লেখ সময়ে কেবল ভিক্ষাচরকেই "পাত্র" (রাজা) বলা হইত বটে। ৮৬২

বিধ্ব স্বীয় ধন সম্পৎ বারবানিতাদিগের হাতে তুলিয়া দিয়া এবং ইতর লোকের জ্ঞায় আচার অবলম্বন করিয়াও সৎ ও অসত্যের প্রভেদ কিছু কিছু সে সময় বুঝিতেন—আশ্চর্য্য বটে। ৮৬৩

দর্য্যকের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা জ্যেষ্ঠপাল অদ্ভুত শৌর্য্যশালী ছিলেন বলিয়া রাজার অন্তরঙ্গগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইলেন। ৮৬৪

জাহার পিতামহের আমলেরও ভূতভিশ্ৰ প্রভৃতি মন্ত্রী মহাশয়েরা লক্ষ্মী কমলিনীর চিব সহচর মধুকরের জ্ঞায়, অমেকেই কঙ্কার দিয়া উঠিয়াছিল। ৮৬৫

মুখে ৰাজি প্ৰমত্তেষু মন্ত্ৰিষুগ্ৰেষু দক্ষ্যম্ ।

উখানোপহতং ৰাজ্যং নবত্বেপি বভূব তৎ ॥ ৮৬৬

জীৰ্ণবনবাতিশ্চ ভোজ্যৈঃ প্ৰাজ্যৈশ্চ ৰঞ্জিতঃ ।

কিন্মুৰ্দ্ধনৈশ্চ কৰ্ত্তব্যং সুখানুভবমোহিতঃ ॥ ৮৬৭

স সুখানুভবপ্ৰাপ্তমিদ্ৰাকো বিজয়োত্তমৈ ।

স্বৈঃ প্ৰেৰিতঃ সভামধ্যে স্বপ্নমৈচ্ছন্নদালসঃ ॥ ৮৬৮

দৰ্পেণ সচিবে বাচং কথয়তামুকম্পিকাম্ ।

ন স চুক্ৰোধ মুক্ৰন্ত পিতৃবাবিৰজ্যত ॥ ৮৬৯

ৰাজা চতুৰ নহেন, মন্ত্ৰীৱ। ৰাজকাৰ্য্যে অসাবধান, ডামৰ সৈন্ত
লুণ্ঠনপ্ৰিয় স্বতৰাং নবীন ৰাজ্য, (জীৰ্ণ পুৰাতন নহে)—তথাপি যেমন
উখান(—)অমনি পতনের লক্ষণগুলি প্ৰকাশ কৰিল। ৮৬৬

নিত্য নব নব নাৰী বিহাৰ ও প্ৰচুৰ ঘৃতাৰ আহাৰ কৰিয়া
ভিক্ষাচৰ সুখ সাগৰে ডুবিয়া গেলেন, ৰাজকৰ্ম্ম দেখিব্ৰেন কখন ? ৮৬৭
বৰ্ষাকালে নিদ্ৰা শীঘ্ৰ শেষ হয় না ; কৰ্ত্তব্য কৰ্ম্মেৰ উজ্জমও থাকে
না। যে ৰাজা ভোগলুপ্তেৰ গভীৰ হ্ৰদে নিমগ্ন, তাঁহাৰ বিজয় চেষ্টা
জন্মেই না। ভিক্ষুৰ অন্তৰঙ্গ সভাসদেৱা যদি কোন ক্ৰমে তাঁহাকে
সভামধ্যে লইয়া যাইত, মদালসে ভিক্ষুৰ সিংহাসনেই ঘুমাইবাৰ ইচ্ছা
হইত। ৮৬৮

উদ্ধত সচিবেৱা কথোপকথন কালে গুৰুগভীৰ ভাবে, স্নেহ
দেখাইয়া ধুটতা প্ৰকাশ কৰিত। নিৰ্কোষ ৰাজাৰ তাহাতে ক্ৰোধ ত
হুইভই না, প্ৰত্যুত তাহাদিগকে পিতৃতুল্য ভাৰিয়া অনুৰাগই
জানাইতেন। ৰাসজন্মান ও আত্মমৰ্য্যাদা বোধ না থাকিলেই
এইৰূপ ঘটে। ৭৬৯

নিম্নতিষ্ঠে: সেব্যমানো বেদোচ্ছিষ্টৈরশিষ্টবৎ ।

অট্টচেটোচিভাশ্চেষ্টা বিটৈ: প্রৈষত সেবিতুম্ ॥ ৮৭০

পানীয়খেপাপ্রতিমৈর্হৃৎশাখিলবস্ত্রম্ ।

ভস্তাপ্রমাণবচস: সেবাং প্রাণয়িনো জহ: ॥ ৮৭১

যদুচু: সচিবাস্তত্তানবাবাচন ভূভূত: ।

বচ: স্তবিরগৰ্ভস্ত তস্ত কিঞ্চিৎসমুত্তমো ॥ ৮৭২

সচির্বৈ: স্বগৃহান্নীত্বা দত্তভোজ্য: স মুক্ষবী: ।

ধনী বিপন্নপিতৃক ইব প্রমুষিতো বিটৈ: ॥ ৮৭৩

গণিকার উচ্ছিষ্টভোজী, তিরস্কৃত, ইহসংসারে স্থানশূন্য বিট, লম্পটেরা রাজার প্রিয়সেবক হইয়া পড়িল। তাহারা অশিষ্টপ্রায় অল্পশিক্ষিত রাজাকে অসং কার্য্যে যোগ দিতে পরামর্শ দিয়াছিল। ৮৭০

রাজার প্রতিজ্ঞা জলের রেগার মত স্থিতিহীন এবং আদেশ গাভীর্ঘাতীন ছিল। এইজন্য তাহার অহুচরেরা কোন আদেশেই কর্ণপাত করিত না। ৮৭১

তাঁহার সচিবেরা যাহা বলিত, তিনি তাহাই বলিতেন, তাঁহার নিজের কোন মতামত ছিল না। ইহা দেখিয়াই তাঁহাকে অল্পসারশূন্য বলিয়া মনে হইত। ৮৭২

কুট মন্ত্রীরা রাজাকে, রাজভবন হইতে অন্তর্য লইয়া যাইয়া, পিতৃহীন উচ্ছিন্ন ধনী সম্ভানদিগের নিকট হইতে যেমন চাটুকারেরা সর্ব্বত্র অপহরণ করে, সেইরূপ তাঁহাকেও কিছু খাইতে দিয়া সর্ব্বত্র অপহরণ করিত। ৮৭৩

আহারমুষ্টিং বিষস্ত গৃহে বিষনিতমিনী ।

তত্ত্বাশ্রয়ে বড়বা রাগিণোগ্রগতাহরণ ॥ ৮০৪

বঞ্চয়িত্বা দূশৌ পত্ন্যর্দ্বির্ভৈঃ স্নেহয়া তয়া ।

কুচকক্ষকটকৈঃ স লুপ্তপৈর্ধৌ ব্যধীয়ত ॥ ৮০৫

পৃথ্বীহরো মল্লকোষ্ঠচাত্তোক্তোদ্ধৃতমৎসরৌ ।

ক্লেভং ব্যধস্তাং স রকৌ রাজধাত্যাঃ ক্ষণে ক্ষণে ॥ ৮০৬

স্বয়ং রাজা সুতোদাহং গৃহানুগদ্যপি কারিতৌ ।

তাবজ্জোক্তমুপেক্ষেতাং ন মন্যং বিক্রমোন্নদৌ ॥ ৮০৭

অথ পৃথ্বীহরগৃহাংকুতোদাহঃ স্বয়ং নৃপঃ ।

জাতামর্ষণ সুস্পষ্টং মল্লকোষ্টেন তত্যজে ॥ ৮০৮

ঘোটকের নিকট হইতে ঘোটকী যেমন শস্ত ভক্ষণ করিলে, ঘোটক অল্পরাগ বশতঃ কিছুই বলে না, সেইরূপ বিশ্বের জ্ঞী রাজার প্রতি অল্পরাগ দেখাইয়া তাহার সম্মুখ হইতেই খাণ্ড দ্রব্য অপহরণ করিত, অথচ তিনি কিছুই বালতেন না । ৮০৪

বিশ্বের জ্ঞী স্বামীর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপ করিয়া রাজাকে কুচকক্ষ দেখাইয়া, বাছ উত্তোলন করিয়া এবং কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া তাহার মস্তক বিচলিত করিয়া দিয়াছিল । ৮০৫

পৃথ্বীহর ও মল্লকোষ্ঠ পরস্পরের ঈর্ষ্যা করিত । তাহারা রাজসভা মধ্যে এমন উচ্চরবে কলহ করিত যে, তদ্বারা সভাস্থল ধ্বনিত হইত ৮০৬

রাজা, এই বিবাদ নিষ্পত্তির জন্ত উভয়কে সবিশেষ অনুরোধ করিয়া পরস্পরের পুত্র কন্তার বিবাহ ঘটাইয়াছিলেন, কিন্তু এ বিবাদেদে কিছুতেই সমাপ্তি হয় নাই । ৮০৭

অনন্তর রাজা, পৃথ্বীহরের ঘর হইতে একটী কন্তাকে বিবাহ করিয়া

ক্রহজনককাণোপি সম্বন্ধাপেক্ষোদ্ধিতঃ ।

বিরাগমোজানন্দাদীমিত্রে ব্রাহ্মণমস্ত্রিণঃ ॥ ৮৭৯

তটস্থো দ্রোণুর্হুর্কুক্ষিপ্ৰাষভৃত্যবিষেধবীঃ ।

বিসৃজ্যব্যবহারং চ যয়ো নৃপঃ ॥ ৮৮০

ডামরস্বামিকে লোকে প্রাভবংকো ন বিপ্লবঃ ।

ব্রাহ্মণ্যা ধর্ষণং যজ্ঞ স্বপাকেভ্যোপি লেভিরে ॥ ৮৮১

অরাজকেথবা ভূরিরাজকে মণ্ডলে তদা ।

সমস্তব্যবহারাণাং ক্ষুণ্ণং তুত্রোট পদ্ধতিঃ ॥ ৮৮২

দীনারা ভৈক্ষবে রাজ্ঞে নিস্ত্রিগারাঃ পুরাতনাঃ ।

তচ্ছতেন তু নব্যানামশীতেরভবংক্রয়ঃ ॥ ৮৮৩

আনেন । ইহাতে মল্লকোষ্ট ক্রুর হইয়া প্রকাশে রাজার পক্ষ ত্যাগ করিয়াছিলেন । ৮৭৮

একচ্ছদীন জনকচন্দ্র, রাজার সহিত সম্বন্ধ পর্যান্ত ত্যাগ করিয়া ওজানন্দ প্রভৃতি ব্রাহ্মণ মস্ত্রিগণের মনে রাজবিরুদ্ধে অসন্তোষ জন্মাইয়া দিয়াছিল । ৮৭৯

রাজা সততই বিশ্বাসঘাতক চুষ্ট অনুচরদিগের পরামর্শ মত কার্য্য করিতেন এবং অয়ং সকল কার্য্যেই উদাসীন থাকিতেন । 'এতদ্ব্যতীত অসমঞ্জস ব্যবহার জন্ত লোকের কাছে নিন্দিত হইতেন । ৮৮০

যে দেশে ডামরদিগের প্রভুত্ব এবং চণ্ডালে ব্রাহ্মণীর উপর অত্যাচার করে, সে দেশে বিপ্লবের অভাব কোথায় ? ৮৮১

দেশ অরাজক অথবা বহুরাজক হইলে সমস্ত কর্ম্মপদ্ধতি ভাঙ্গিয়া যায় । ৮৮২

ভিক্ষুর রাজ্যকালে পুরাতন দিনারের প্রচলন বন্ধ হইয়াছিল ।

রাজপুৰুষধনা বিশ্বং সসৈন্তমথ পার্থিবঃ ।

লোহরঃ প্রাহিণাংকতুং সুসলস্কন্দমুদঃ ॥ ৮৮৪

তুরঙ্গসৈন্তমানিস্ত্রে সোমপালেন সোদ্বিতঃ ।

সাহায্যায় সল্লায়ে বিশ্বয়ে মিত্রতাং গতে ॥ ৮৮৫

সন্দর্শ্য পাশমেতেন বজ্রা দ্রক্ষামি সুসলস্কন্দমুদঃ

ইত্যেক একোথারোহস্তরঙ্গকৈঃ সমকথাত ॥ ৮৮৬

কাশ্মীরকথশম্লেচ্ছয়োথব্যতিকরৌভবৎ ।

ন কেবাং নাম সস্তাব্যো বিশ্বোংপাটনপাটবঃ ॥ ৮৮৭

ভিক্ষাচরঃ প্রয়াতে তু বিষে বিগলিতাকুশঃ ।

ন কাসামব্যবস্থানাং মূঢ়ঃ স্থানমজায়ত ॥ ৮৮৮

সুতরাং পুরাতন ১০০ শত দিনারের বিনিময়ে ৮০টী নূতন দিনার ক্রয় করিতে হইত । ৮৮৩

এই সময়ে উক্ত রাজা, বিশ্বককে রাজপুত্রীর পণ্ডে সসৈন্তে অগ্রসর হইয়া লোহরে সুসলস্কন্দকে পরাজিত করিবার জন্ত আদেশ দিলেন । ৮৮৪

মল্লার এবং বিশ্বয় বন্ধুতাহুজে আবদ্ধ হইয়া, বিশ্বের দলে যোগ দান করিল এবং সোমপাল তুরঙ্গ সৈন্তসহ তাহাদের সাহায্যার্থ আগমন করিল । ৮৮৫

প্রত্যেক তুরঙ্গ অথারোহী এক এক স্থানি বজ্র প্রদর্শন করিয়া বলিয়াছিল—এই বজ্রের দ্বারা সুসলস্কন্দকে বধিয়া আনিব । ৮৮৬

কাশ্মীরী, থশ এবং শ্লেচ্ছ বীরগণ একত্র মিলিত হইয়া যখন বিশ্ব উৎপাটন করিতে পারে, তখন তাহাদের অসাধ্য কি আছে ? ৮৮৭

বিশ্ব প্রশ্রয় করিলে মূঢ় ভিক্ষাচর নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িলেন । তখন কোন অত্যাচার না অনুষ্ঠিত হইয়াছিল । ৮৮৮

স নিমন্ত্ৰ্য নিজং নীতে গৃহং বিদ্বাবক্ৰন্দয়া ।

ভোগসম্ভোগদানেন ধৰ্ম্মণ্য পর্যতোষাত ॥ ৮৮৯

কার্যাপেক্ষাপি উজ্জাসীম মস্ত্রিস্ত্রীসমাগমে ।

কৌলীনভীতেরাসন্ননিপাতস্ত কথৈব কা ॥ ৮৯০

আদ্যুনাহু গুণং ভোজ্যং কুন্তকাংস্ত্রাদিবাঁদনম্ ।

তত্র প্রাকৃতকামীব ন স জিহ্বায় শীলয়ন্ ॥ ৮৯১

শনৈঃ শনৈস্ততো নষ্টাবষ্টজ্ঞস্ত মহীপতেঃ ।

কালে ভোজ্যমপি প্রাপ্য নাসীদগলিতসংপদম্ ।

তাদৃক্ প্রলোভক্ৰোৰ্যাদিক্রান্তো যঃ প্রাগগর্হ্যত ।

স স্তম্ভসলোধ লোকানামভিনন্দ্যস্বমাযয়ো ॥ ৮৯৩

বিষের রক্ষিতা, রাজাকে গৃহে লইয়া যাইয়া নানা প্রকার
প্রীতি-ভোজের এবং সম্ভোগের দ্বারা পরিতুষ্ট করিত । ৮৮৯

রাজা যখন উক্ত রক্ষিতার নিকটে থাকিতেন, তখন রাজকার্য
বিস্মৃত হইতেন । যাহার নিপাত আসন্ন, তাহার লোকনিন্দার ভয়
কোথায় ? ৮৯০

সেই রক্ষিতার বাটীতে আকর্ষণ ভোজন করিতে এবং মৃৎ ও
কাস নির্মিত বাস্ত বাজাইতে তিনি লজ্জা বোধ করিতেন না । ৮৯১

ক্রমে মহীপতির দাঁড়াইবার স্থান পর্য্যন্ত রহিল না, তাঁহার
সমস্ত সম্পত্তি নষ্ট হইল । এমন কি ক্ষুধার সময় ভোজ্যদ্রব্য
মিলিত না । ৮৯২

পূর্বে লোকে রাজা স্তম্ভসলের অর্থগুপ্ততা এবং নিষ্ঠুরতা দেখিয়া
নিন্দা করিত, কিন্তু এক্ষণে ভিক্ষাচরের কাণ্ড দেখিয়া তাহার সেই
স্তম্ভসলের প্রশংসা করিতে লাগিল । ৮৯৩

ধনমানাদিনাশং যা বিবক্তান্তস্ত চক্রিরে ।

কাজ্জস্তি অ ঘনোৎকর্থাস্তা এবাগমনং প্রজাঃ ॥ ৮৯৪

প্রত্যক্ষদর্শিনোত্তাপি সাস্চর্যা বৃষ্মনস্ত যৎ ।

তাং প্রজাঃ কোপিতাঃ কেন কেন ভূয়ঃ প্রসাদিতাঃ ॥ ৮৯৫

স্বপাৎসুখ্যামায়াস্তি সাংখ্যং যাস্তি চ ক্ষণাৎ ।

ন হেতুং কথিদীকন্তে পশুপ্রায়াঃ পৃথগ্জনাঃ ॥ ৮৯৬

তে মল্লকোষ্টজনকাদয়ো দূতৈর্কিসার্জিতৈঃ ।

ত্যক্তরাজ্যং পুনর্ভূপং জয়োত্তমমজিগ্রহন্ ॥ ৮৯৭

অশ্বোত্ত্বাগ্রহাবেধ লোকৈকষ্টিকস্ত লুপ্তিতে ।

তত্রত্যা ব্রাহ্মণাঃ প্রায়ং নৃপসুদৃষ্ট চক্রিরে ॥ ৮৯৮

যে প্রজারা বিরাগভরে সুস্মলের বিরুদ্ধে চক্রান্ত করিয়া তাঁহার ধন মানাদি বিনাশ করিয়াছিল—তাহারাই সুস্মলের পুনরাগমন সাগ্রহে প্রার্থনা করিতেছিল । ৮৯৪

আমরা স্বচক্ষে সকলই দেখিয়াছি । প্রজারা যে কিসের জন্ত অসন্তুষ্ট এবং কিসের জন্ত প্রসন্ন হয় তাহা অবগত হওয়া আমারই পক্ষে আশ্চর্যের বিষয় । ৮৯৫

সাধারণ প্রজারা পশুতুল্য, তাঁহারা কারণের অপেক্ষা না করিয়াই অল্পেই প্রতিকূল এবং অল্পেই অনুকূল হইয়া থাকে । ইহার কোন কারণই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না । ৮৯৬

তখন মল্লকোষ্ট, জনক প্রভৃতি মন্ত্রীরা সুস্মলের নিকটে গোপনে দূত প্রেরণ করিয়া বলিয়া পাঠাইল—আপনি যে রাজ্য ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন, এক্ষণে তাহার পুনরুদ্ধারে যত্নবান হউন । ৮৯৭

টিকের লোকেরা অশ্বত্ত্বা অগ্রহাব দেবালয়ের সম্পত্তি লুণ্ঠন

তৈশ্চাষ্টৈশ্চাগ্রহাঠৈশ্চ সংশ্রিতৈর্কিঙ্কয়েশ্বরে ।

রাজানবাটিকা প্রায়ো নগরেপি স্তবিস্কৃত ॥ ৮৯৯

ঔজনন্দাদিভিক্ষুখ্যধিভৈরবভৈজিতান্ততঃ ।

গোকুলেপি ব্যধুঃ প্রায়ঃ ত্রিংশালয়পৰ্বদঃ ॥ ৯০০

যুগার্পি তৈঃ সিতচ্ছত্রবস্ত্রচামরশোভিভিঃ ।

বিবুধপ্রতিমাবৃন্দৈঃ সৰ্ব্বতঃশ্চাদিতাননঃ ॥ ৯০১

কাহলাকংস্তালাদিবাগ্ৰক্ৰোভতদিদ্যুখঃ ।

ঐদৃষ্টপূর্বো দদৃশে পারিষদ্যসনাগমঃ ॥ ৯০২

করিলে, তদ্রূপে ব্রাহ্মণগণ রাজার উপর বিরক্ত হইয়া প্রায়োপবেশন করিয়াছিল । ৮৯৮

অত্যাশ্র দেবালয়ের অধিকারী ব্রাহ্মণেরাও তাহাদের সহিত যোগ দিয়া বিজয়েশ্বরে সমাগত হইয়াছিল এবং ঐ প্রায়োপবেশন ক্রীণগরে রাজানুবাটিকা পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল । ৮৯৯

ঔজনন্দাদি ব্রাহ্মণ নেতাদিগের উদ্ভেজনাৎ দেবালয়ের সেবাইত পুরোহিত গোপী ব্রাহ্মণেরাও গোকুল নামক স্থানে প্রায়োপবেশন করিয়াছিল । ৯০০

গোকুল নামক দেবমন্দিরের সংলগ্ন ভূভাগে প্রায়োপবেশন জন্ত বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণ সমবেত হওয়ায়, সে স্থানটির শোভা অতি মনোহর হইয়াছিল । দোবার উপরে স্থাপিত, বিচিত্র বসন মণ্ডিত, স্বেত ছত্র শোভিত ও সুচারু চামর ব্যঞ্জনিত শত শত দেবমূর্তি স্তম্ভিরও অল্পপম শোভা হইয়াছিল । ইতঃপূর্বে এমন শোভা আর কখন নয়নগোচর হয় নাই । তথায় কাড়া, কাংস্ত ও করতাল প্রতিনিয়ত বাদিত হইয়া দিগ্‌মণ্ডল নিনাদিত করিতেছিল । ৯০১৯০২

তে সাক্ষ্যমানা ভূতবৃদ্ধৈতৎসংস্কৃৎসাদিনঃ ।

ন বিনা লাম্বকুর্চং নো গতিরিত্যক্রবশচঃ ॥ ৯০৩

তে হেলয়া লম্বকুর্চাখ্যয়া স্মৃৎসংভূপতিম্ ।

তং নির্দিষ্টান্ত্যামন্তস্ত ক্রীড়াপুত্রকসংনিভন্ ॥ ৯০৪

প্রায়ং প্রেক্ষিতুমাদ্যটৈঃ পোটৈঃ সহ দিনে দিনে ।

অমন্ত্রয়ত কাং কাং ন ব্যবস্থ্যং পর্যদাং গণঃ ॥ ৯০৫

নৃপাপাতভঃংক্ষোভং মুহুমুর্ভকপাগটৈঃ ।

পারিষট্ঠৈশ্চ পোটৈশ্চ যোকৃমাহ্নীয়তোদ্ধতম্ ॥ ৯০৬

রাজা তাহাদের প্রতিনিবৃত্ত করিবার জন্ত দূত প্রেরণ করিলেও অসংঘতবাক্ ব্রাহ্মণেরা তাহাদের অঙ্গনয়ে কর্ণপাত না করিয়া বলিয়াছিল—সেই দীর্ঘশ্লোক (স্মৃৎসং) ব্যতীত আমাদের কোন উপায় নাই । ৯০৩

রাজা স্মৃৎসংকে “লাম্বকুর্চ” বলিয়া উল্লেখ করিবার সময়ে হস্ত ব্রাহ্মণেরা তাঁহাকে ক্রীড়নক স্বরূপ মনে করিয়াছিলেন । নতুবা রাজার “অপনাম” করিবেন কেন ? এই প্রায়োপবেশনকারী ব্রাহ্মণগণকে দেখিবার জন্ত শ্রীনগরবাসীরা দলে দলে গোকুলে সমবেত হইয়াছিল । আর পুরোহিতেরাও তাহাদগের সহিত কোন পরামর্শই বা না করিয়াছিল ? সঙ্গে সঙ্গে ভিক্ষাচরের সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার আশঙ্কাও তাহাদগের মনোমধ্যে উদ্ভিত হইতেছিল । অবশেষে নগরবাসীরা এবং পুরোহিতেরা একত্র মিলিত হইয়া উদ্ধত-ভাবে বলিল—যদি একান্তই রাজা আসেন, তাহা হইলে আমরা যুদ্ধ করিষ । ৯০৪—৯০৬

বশ্যং জনকসিংহস্ত নগরং তন্নতেন তং ।

সজ্জং স্তম্ভলদেবস্ত কুৎসনানয়নেভবং ॥ ৯০৭

প্রাধারয়িতুং পূর্বমগ্রহরবিজাম্ পঃ ।

প্রায়যৌ বিজয়ক্ষেত্রং তত্রাসীচ্চ হতোত্তমঃ ॥ ৯০৮

তন্মধ্যে নিখিলাংস্তত্র ডামরাংস্তিলকোব্রবীৎ ।

বাপাদয়েতি তং তচ্চ সত্বেকাগ্রো ন সোগ্রহীৎ ॥ ৯০৯

রাজ্ঞ এব মুখাদুচ্চা লবণাস্তদ্বিশম্ভুঃ ।

তস্মিন্ পৃথ্বীহরমুখাস্তত্রস্তুস্তিলকাংপুনঃ ॥ ৯১০

ভাগিনেয়ং প্রাধাগস্ত ক্ষত্বারং লক্ষকাভিবম্ ।

বন্ধুর্মেচ্ছমুপোন্নিষ্ঠং প্রায়যৌ স তু স্তম্ভলম্ ॥ ৯১১

শ্রীনগরের অধিবাসীরা জনকসিংহের বশীভূত ছিল। সেইজন্য যখন জনক সিংহ রাজা স্তম্ভলকে আনিবার প্রস্তাব করিলেন, তখন সকলেই সমর্থন করিয়া স্তম্ভজ হইল। কারণ ভিক্ষাচর, ব্রাহ্মণগণের প্রাধোপবেশন নিবারণ জন্ত বিজয়ক্ষেত্রে গিয়াছিলেন, কিন্তু তথায় বিফল মনোরথ হন। তথায় তিলক সিংহ ভিক্ষুকে বলিলেন— আপনি ডামরদিগকে বধ করুন, তাহা হইলে ব্রাহ্মণেরা শান্ত হইবেন। রাজা ভিক্ষু কিন্তু সে পরামর্শ সমীচীন মনে করিলেন না। ৯০৭—৯০৯

পৃথ্বীহর প্রভৃতি ডামর-প্রধানেরা রাজমুখ হইতে এই সংবাদ শুনিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিলেন বটে, কিন্তু তিলকের ভয়ে ভীত হইলেন। ৯১০

ভিক্ষাচর, প্রাধাগের ভাগিনেয় লক্ষক ক্ষত্বার উপরে কোন কারণে ভ্রূক হইয়া তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে চাহেন। লক্ষক প্রাণভয়ে স্তম্ভলের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। ৯১১

ততঃ প্রবিষ্ট নগরং সান্নিপাত্যাখিলং জনম্ ।
 অকারণবিরক্তানাং পৌরাণাং প্রদদৌ সভাম্ ॥ ৯১২
 যুক্তমগ্ন্যুক্তবাংস্তত্র হতোক্তিঃ শর্যবুদ্ধিভিঃ ।
 পৌরৈঃ স চক্রে নাস্ত্যেব ভেষজং বিপ্লবস্পৃশাম্ ॥ ৯১৩
 অত্রাস্তরে সোমপালবিদ্যায়া লহরে স্থিতাঃ ।
 যোক্তুং স্মৃৎসমুভূপং তে সর্কে পর্ণোৎসমায়য়ুঃ ॥ ৯১৪
 তং চ পদ্মরথো নাম রাজা কালিঞ্জরেধ্বরঃ ।
 মৈত্রীং সংস্বত্য কহ্লাদৈশ্বরায়সৌ তৎকুলোদ্ভবঃ ॥ ৯১৫
 সোথ শুক্লজয়োদন্তাং বৈশাখে বলিভিঃ সমম্ ।
 তৈর্মহানী স্মৃৎসলো রাজা সংগ্রামং প্রত্যপত্তত ॥ ৯১৬

অনন্তর ভিক্ষাচর শ্রীনগরে প্রবেশ করিয়া তত্রত্য অকারণ-
 বিরক্ত প্রজামণ্ডলীকে লইয়া একটা সভা করেন। সভায় তিনি
 অযুক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিলেও, তাহা কাহারও প্রীতিপদ হয় নাই
 বিদ্রোহ-বিষ যাহাদের হৃদয়কে স্পর্শ করিয়াছে, তাহাদের নিরাময়ের
 কোন ঔষধই নাই। ৯১২।৯১৩

অজ্ঞাত স্মৃৎসলের বিরুদ্ধে যুদ্ধার্থে প্রেরিত বিশ্ব ও সোমপালাদি
 বীরগণ লহর হইতে পর্ণোৎসে উপস্থিত হইল। এই সময়ে কালিঞ্জর
 রাজ, স্মৃৎসলের পূর্ব মৈত্রতা স্বরণ করিয়া জ্ঞাতি কহ্লাদিকে সঙ্গে
 লইয়া তাহার পক্ষে যোগদান করিলেন। ৯১৪।৯১৫

অনন্তর রাজা স্মৃৎসলও বৈশাখ মাসে শুক্ল জয়োদশীতে উক্ত
 বলাদপ্ত বীরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করেন। পর্ণোৎস ক্ষেত্র
 সমীপে এই যুদ্ধ হইয়াছিল। রাজা স্মৃৎসল এই যুদ্ধ ক্ষেত্রেই নিহত

শ্রেষ্ঠকৈৰ্কৰ্য্যতেজাপি স পৰ্ণোৎসাস্তিকে রণঃ ।

তস্তাদুত্তোবমানাগ্নিকালনপ্রথমক্ষণঃ ॥ ১১৭

কুতোপ্যেত্ নিজক্ষারন্ততঃ প্রভৃতি ভূপতিম্ ।

তমশূন্যং পুনশ্চক্রে যুগেন্দ্র ইব কাননম্ ॥ ১১৮

ভদ্রস্থলিতপাশানাং কালপাশৈঃ সমাগমম্ ।

স চকার তুক্রকাণাং ক্ষণাৎপুলবিক্রমঃ ॥ ১১৯

মাতুলং সোমপালস্ত নিন্তে কবলতাং বলী ।

রণে তৎকোপবেতালো বিতোলাসরিতন্তটে ॥ ১২০

কিমন্তদগ্ন্যন্তঃ স বহুনপি স তান্বাধাৎ ।

হতবিদ্রুতবিধবতুয়থান্নপরিপাশ্বিনঃ ॥ ১২১

কলঙ্ক জালা মোচনের প্রথম অবসর পাইয়াছিলেন। যেমন বনমধ্যে সিংহ প্রবেশ করিলে সেই বন, তাহার বিক্রম দ্বারা পরিপূরিত হয়, সেইরূপ এই যুদ্ধে সুসমল স্বাভাবিক পূর্ব শৌর্য্য ফিদিয়া পাইয়াছিলেন। ১১৬-১১৮

যুদ্ধারম্ভের অল্পক্ষণ পরেই রাজা সুসমলের বিপুল বিক্রমে তুরস্ক দেশীয় সৈন্যদের হত হইতে পূর্বসংগৃহীত রজ্জুগুলি খসিয়া পড়িল এবং তাহারাও চিরতরে কালপাশে বদ্ধ হইল। ১১৯

বিতোলা নদীর তটে যে যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে সোমপালের মাতুল, রাজার ক্রোধরূপ-বেতালের কবলগত হইয়া নিহত হইয়াছিল। ১২০

আত্মা যেমন একক হইয়াও শুদ্ধ বিবেক বলে সংখ্যাধিক্য স্বত্ত্বের বড়বিপুল দমন করিয়া থাকে, তেমনি রাজা সুসমলের সৈন্য সংখ্যা শত্রুদের অপেক্ষা অল্প হইলেও, তিনি নিজ বিক্রমে তাহাদিগকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দিয়াছিলেন। ১২১

কাশ্মীরকাণামৌচিত্যং কিং নাভূৎস্বামিনো দহুঃ ।
 একস্ত্র য়ে রণং নষ্টাঃ কুকীৰ্ত্তিমপবস্ত চ ॥ ৯২২
 তুৰ্দ্ধকৈঃ সহ যাত্তেথ সোমপালে গতজ্ঞপাঃ ।
 বিষং কাশ্মীরকাস্ত্যজ্ঞা রাজান্তিকমশিশ্রবন্ ॥ ৯২৩
 ছো ধনুংষি শিরাংস্তস্ত্র নময়ন্তোদ্ধুতাশয়াঃ ।
 কুলপ্রভোঃ পুরঃ স্পষ্টং ন তে ধৃষ্টা ললজ্জিবে ॥ ৯২৪
 আগচ্ছদ্বিস্তৃতঃ পৌরৈর্ডাৰ্ম্মৈশ্চ সমং নৃপঃ ।
 প্রত্যস্তে দিবসৈর্দ্বিভৈঃ কশ্মীরাভিমুখঃ পুনঃ ॥ ৯২৫

এই যুদ্ধে কাশ্মীরিদিগের কি কীর্ত্তিই না ঘোষিত হইয়াছিল । কারণ তাহার পূর্বতন রাজা স্তম্ভের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া একপক্ষে ঘেমন কলঙ্কভাজন হইল, অপরপক্ষে পরাজিত হইয়াও নবরাজা ভিক্ষাচরের অপযশই ঘোষণা করিল । ৯২২

তুরস্ক সৈন্ত পরাজিত হইয়া পলায়নকালে সোমপাল তাহাদের সহগমন করিয়াছিল । এক্ষণে কাশ্মীরী সৈন্তেরা বিদ্রোহে ত্যাগ করিয়া রাজা স্তম্ভের পক্ষে যোগদান করিল । ব্যবহার দেখিয়া ইহাদের নির্লজ্জ বহ্নিমা মনে হইয়াছিল । কারণ কল্যাণাচার্য্য কাশ্মীরকে অবনত করিয়া শর বর্ষণ করিয়াছিল, অতঃপর তাহারাই মন্তক অবনত করিয়া রাজ সমীপে দণ্ডায়মান হইয়াছিল । ৯২৩।৯২৪

তীনগরের অধিবাসিবর্গ ও ডামধেরা রাজার সহিত যোগ দিবার তিন দিন পরেই রাজা পুনরায় তীনগরাভিমুখে যাত্রা করিলেন । ৯২৫

রাজপুত্রঃ সাহদেবিঃ কল্লণো বিশতঃ গ্রীভোঃ ।

ডামরানক্রমরাজ্যস্থানংগৃহ্যাগ্রেসরোভবৎ ॥ ২২৬

য এব প্রথমঃ রাজসৈন্ত্যন্তিকুমশিশ্রিয়ৎ ।

স এব বিম্বো রাজানং তমুৎসজ্জা সমাযয়ৌ ॥ ২২৭

অন্তে জনকসিংহস্ত সংমতা মত্তিতত্ত্বিণঃ ।

প্রত্যাভ্যাক্তো বলোক্যন্ত নৃপতিং নিরপত্রপাঃ ॥ ২২৮

কাণ্ডিলেজাভিধগ্রামজন্মা শত্রৌ সুসঙ্গণঃ ।

ভাঙ্গিলে কশ্চিদভবচ্ছুন্তে ক্রান্তোপবেশনঃ ॥ ২২৯

ভিকুর্বিতীর্ণমার্গং তং সুসঙ্গলাস্তিকগামিনঃ ।

লোকস্তাত্ৰান্তরে ভ্ৰেতুং সহ পৃথীহরৌ যয়ৌ ॥ ২৩০

সহস্রেব তনয় রাজপুত্র কল্লন, ক্রমবান্বিত ডামরদিগকে স গ্রহ
করিতে করিতে সর্বাগ্রে অগ্রসর হইল । ২২৬

যে বিষ প্রথমে রাজা সুসঙ্গের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া ভিকুকে
আশ্রয় করিয়াছিল, সেই বিষই ভিকুকে পরিত্যাগ করিয়া সুসঙ্গের
পক্ষে যোগদান করিল । অত্যান্ত নির্লজ্জ মন্ত্রী এবং তত্ত্বিসেনানীগণকে
জনক সিংহের অভিমতানুসারে সুসঙ্গের প্রত্যুদগমন করিতে সমবেত
হইতে দেখা গেল । ২২৭ ২২৮

কাণ্ডিলেজা গ্রামজাত কোন সুসঙ্গপাক্ষক বীরপুরুষ ভাঙ্গিল
প্রদেশটী রাজ শূন্ত দেখিয়া অধিকার করিয়াছিল । সুসঙ্গের
সৈন্তদলকে ঐ ব্যক্তি নির্বিঘ্নে স্বরাজ্যের মধ্য দিয়া বাহিতে দিয়াছিল ।
এই অপরাধে ভিকু, তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য পৃথীহরের সহিত
তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন । ২২৯ ২৩০

জিতবাংস্তং ববন্ধেচ্ছাং নিহন্তং সুসঙ্গোল্লুগম্ ।

ক্রোধাজ্জনকসিংহং চ বার্ত্তাং তাং সংবিবেদ সঃ ॥ ৯৩১

নগরস্থেন তেনাথ পৌরাখারোহন্তদ্বিগ্ধঃ ।

সংঘটয্যাধিগান্ভিক্ষোঃ প্রাপ্তিপক্ষ্যমগৃহ্ণত ॥ ৯৩২

জানংস্তেনাবৃতং রাজ্যং ততো ভিক্ষাচরো বৃপঃ ।

পৃথীহরেণানুগাতো নগরং সহসাবিশং ॥ ৯৩৩

সেতো সদাশিবাগ্রস্থে তৎসৈন্তৈঃ সহ সংগরম্ ।

দৃপ্যজ্জনকসিংহোথ সাস্ত্র্যমানোপি সোগ্রহীৎ ॥ ৯৩৪

দৃষ্টং জনকসিংহস্ত ঘোধানাং বল্লভাং যদাৎ ।

অবিশ্কা পরাভূতিং মুহূর্ত্তং সুভটায়িতম ॥ ৯৩৫

ভিক্ষু তাহাকে যুদ্ধে পরাস্ত করিয়া সুসঙ্গলের আশ্রয়প্রার্থী জনক-সিংহকেও কারারুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিলেন। জনক সিংহ সেই সংবাদ প্রাপ্ত হইয়া পুরোবাসী, অশ্বারোহী ও তরী সৈন্তকে একত্র করিয়া ভিক্ষাচরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইলেন। ৯৩১।৯৩২

তখন ভিক্ষাচর মনে করিলেন জনকসিংহ রাজ্যের সর্বময় স্বর্ভা, হস্ত সিংহাসন অধিকার করিতে পারে। এই মনে করিয়া পৃথীহরের অগ্রে সহসা নগর প্রবেশ করিলেন এবং জনকসিংহকে সাস্ত্র্যবাদ প্রদান করিয়া স্বপক্ষে আনিবার জন্য বহুবিধ চেষ্টা করিলেন। কিন্তু ধুষ্ট জনক সিংহ তাহার প্রস্তাবে কর্ণপাত করিলেন না। সুতরাং সদাশিবের সমুখস্থিত সেতুর উপরে উভয় পক্ষে যুদ্ধ আরম্ভ হইল। জনক সিংহের সৈন্তগণ কোনরূপে পরাজয়ের আশঙ্কা না করিয়া ক্ষণকাল যুদ্ধ করিয়াছিল। এমন সময়ে পৃথীহর স্বীয় ব্রাহ্মপুত্র অলংকর সহিত অপর একটা সেতু সাহায্যে নদীপার হইয়া জনক সিংহের

অলকেন সমং পৃথ্বীহরস্তদভ্রাতৃস্থলুনা ।
 অস্ত্রেন সেতুনা তীৰ্থা তস্ত সৈন্তমনাশয়ং ॥ ৯৩৬
 তদ্ব্যখারোহপৌরেষু বিক্রতেষু সবার্দ্ধবঃ ।
 নক্তং জনকসিংহোথ পলায্য লহরং যযৌ ॥ ৯৩৭
 ভিক্ষুপৃথ্বীহরৌ প্রাতস্তৎপৃষ্ঠগ্রহণোত্ততো ।
 তৎপশ্চাত্তেষবাবাজ্ঞাঃ পৃষ্ঠা ভূষোপ্যশিশ্রিয়ন্ ॥ ৯৩৮
 ক্ষিপ্তা ক্ষিপ্তং স্বকক্ষান্তর্কিবৃথপ্রতিমা ভয়াৎ ।
 তে পারিষত্তবিপ্রাভ্যাঃ প্রায়মৃত্যুজ্য বিক্রতাঃ ॥ ৯৩৯
 শূন্তাদি সুরযুগ্যানি বক্ষন্তঃ কেপি ভিক্ষুণা ।
 প্রাধান্নিবৃত্তা বয়মিত্যুক্তবন্তো ন বাধিতাঃ ॥ ৯৪০

সৈন্ত বিনাশ করিতে আরম্ভ করিল । যখন জনক সিংহ দেখিলেন
 তদ্ব্যসৈন্ত, অখারোহী সৈন্ত ও পুরোবাসীরা পলায়ন করিয়াছে, তখন
 তিনিও রজনী যোগে সবার্দ্ধবে লহর রাজ্যে পলায়ন করিলেন
 যখন ভিক্ষু এবং পৃথ্বীহর জনক সিংহের পশ্চাৎ ধাবন করিতে উদ্যত
 হইলেন, তখন জনকসিংহের পক্ষীয় অখারোহীরা পুনরায় রাজপক্ষে
 যোগ দিয়া ভিক্ষাচরের অঙ্গুগমন করিল । ৯৩৬—৯৩৮

তখন পুরোহিত গোষ্ঠী ব্রাহ্মণেরা ভীত হইয়া প্রাৰ্থোপবেশন
 পরিভাগ করিয়া দেবমূর্ত্তিগুলিকে তাড়াতাড়ি স্ব স্ব কক্ষিতে করিয়া
 পলায়ন করিল । ৯৩৯

তদ্ব্যধো কতিপয় পুরোহিত শূন্ত দোলায় পার্শ্বে দণ্ডায়মান হইয়া
 ভিক্ষুকে বলিয়াছিল—“মহারাজ আমরা প্রাৰ্থোপবেশন করি নাই”
 এই কথা শুনিয়া ভিক্ষু তাঁহাদের অব্যাহতি দিয়াছিলেন । ৯৪০

হো জানকে তৈক্ষবেহু বনন্তু কতুরঙ্গমান ।

দৃষ্টবস্তো বয়ং সৈন্তে সাদিনোত্তাপি সাদুতাঃ ॥ ৯৪১

ভিক্ষুরাজপ্রদীপেন স্তোতিতঃ ক্ষণভঙ্গিনা ।

পিতৃব্যোনাধিকারেণ শ্রালস্তিলকসিংহজঃ ॥ ৯৪২

গতে জনকসিংহে প্রতাপফালুসারিণাম্ ।

বিধাতুং বেষ্মভঙ্গাদি লক্ষং ভিক্ষুমহীভুজা ॥ ৯৪৩

অত্রাস্তরে ছকপুরে নীতেষু তিলকাদিষু ।

ভঙ্গং সুলহণসিদ্ধাণ্ডৈঃ সমেতামন্তসৈনিকৈঃ ॥ ৯৪৪

অগ্রাশ্নাতৈর্মল্লকোষ্টজনকাত্তৈঃ সসৈনিকৈঃ ।

অপতৈরপি সামন্তৈর্কলবাহিলাশালিভিঃ ॥ ৯৪৫

গতকল্য যে সকল অশ্বারোহী জনকসিংহের পক্ষে থাকিমা লক্ষ
দ্রুপ করিয়াছিল, অথ তাহারাই জনক সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা
করিল । ৯৪১

ভিক্ষুর শ্রালক তিলক সিংহের পুত্র, রাজা ভিক্ষুর আদেশে
পিতৃব্য পরিত্যক্ত দ্বারাদিকারের পদে নিযুক্ত হইলেন । কিন্তু উভয়ের
জ্যোতিই অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল । জনক সিংহের পলায়নের
পর ভিক্ষুর আদেশে অত্রান্ত শত্রুদলভুক্ত অমাত্যগণের বাসভূমি
চূর্ণ করা হইয়াছিল । ৯৪২।৯৪৩

ইত্যবসরে সুলহণ, শিখ প্রভৃতি বীরগণ বহুসংখ্যক সৈন্ত সমভি-
ব্যাধারে ছকপুরে সমবেত হইয়া তিলকাদি বীরগণকে পরাস্ত করিলে,
রাজা সুলহণ মল্লকোষ্ট জনক প্রভৃতি সেনাপীগণকে এবং অপরাপর
সামন্তরাজগণকে বহুসৈন্তসহ অগ্রে প্রেরণ করিলেন এবং দুই তিন
দিনের মধ্যে স্বয়ং তাহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিয়া ঐ প্রদেশ

অস্বীয়মানো দিবসৈবিত্তৈরাক্রান্তমণ্ডলঃ ।

বিশালহরমার্গেণ বিপক্ষালঙ্কিতোপতৎ ॥ ২৪৬

নগর্যাপণবীথ্যন্তুর্হহারোহমুখানুপুরঃ ।

দ্রোহয়োদাহুপাদা তৎসুদৈবোদ্ধিতসাম্বসঃ ॥ ২৪৭

বেষ্টিতালম্বকূর্চেন বজ্রেণ ক্রকুটীভূতা ।

কোপকম্পিততারেণ কুল্লনাসাপটম্পৃশা ॥ ২৪৮

কাংশ্চিৎসংতর্জয়ন্নন্দমজ্জান্মগাংস্তথাপরান্ ।

তীব্রাতপশ্চামবপুস্তামাংকাল ইবোধগঃ ॥ ২৪৯

আশীর্ষোষকৃতাং পুষ্পবর্ষণাং পুরবাসিনাম্ ।

পূর্বাপকারিণাং শ্রেণীষবজ্রাত্তুলোচনঃ ॥ ২৫০

আক্রমণ করিয়া, লহর গিরিবন্ধ দিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন ।
বিপক্ষেরা তাঁহার অতিক্রান্ত আক্রমণ পূর্বাঙ্কে জানিতে পারেন
নাই । ২৪৪—২৫৬

কতিপয় অশ্ব রোহী ও পদাতি দৈনিক শ্রীনগরের বিপনী শ্রেণীর
মধ্যপথে আসিতেছিল ; মহাবীর সুস্মন তাহাদিগকে সম্মুখে আসিতে
দেখিয়াই বিপক্ষ পক্ষীয় জানিতে পারিয়া নির্ভয়ে তর্জ্জন গর্জ্জন
করিয়া উঠিলেন । দীর্ঘশ্বস্রব্যাপ্ত ক্রকুটী-কুটিল মুখ ক্রোধে আরক্ত
হইল, তারদ্বরে চীৎকার করিয়া কাহাকেও ভৎসনা, এবং কাহাকেও
তাড়না করিলেন, কাহাকেও পরাজিত ও পলায়নপর দেখিয়া নিন্দা
করিতে লাগিলেন । তদীয় দীর্ঘদেহ তীব্র আতপ তাপে স্ফাবণ
দেখাইতেছিল, তৎকালে তাঁহার উগ্রমুর্ত্তি দেখিয়া সাক্ষাৎ কালান্তক
ক্লম মনে হইতেছিল । যে পুরবাসীরা ইত্যথ্যে তাঁহার প্রভূত
অপকার করিয়াছিল, তাহারাই এক্ষণে রাজপথের উভয় পার্শ্বে

স্বক্ৰমাংত্রোপরিভ্রুতং কবচং হেলয়া দধৎ ।

কেশানস্তশিরস্জাতিঃস্বতাকুলিধুমরান্ ॥ ২৫১

পদ্মমালাং চ বিভ্রাণঃ সৰ্বোণাসিস্তুরগিণাম্ ।

অাকৃষ্টধক্তমালানামস্তর্করন্তুবজ্রমঃ ॥ ২৫২

সসিংহনাদৈরুদাদৈর্মর্ভেরীভাংকারনিষ্ঠৈঃ ।

বলৈর্ভরিতদিক্কাণঃ স্রুঙ্গলঃ প্রাবিশংপুরম্ ॥ ২৫৩

ষড়্ভিঃ সত্বাদশদিনৈশ্চান্দৈর্জ্যোত্বে নিতেহনি ।

স সপ্তনবতাদশ তৃতীয়ে পুনরাযয়ো ॥ ২৫৪

রাজধানীমপ্রবিষ্টো ভিক্ষুং পূর্বপলায়িতম্ ।

অবিমান্ক্ষিপ্তিকাভীরে সলবন্তো বালোকয়ৎ ॥ ২৫৫

শ্রেণী উঠেঃস্বরে আশীর্বচন উচ্চারণ ও তত্পরি পুষ্পবৃষ্টি করিতেছিল, তিনি তাহাদিগের প্রতি অবজ্ঞাভরে দৃষ্টিপাত করিয়া চলিলেন । তাঁহার স্বক্ৰমদেশের উপরি স্নগভাবে কবচ স্তম্ভ ছিল ; অন্তকে শিরস্জাণ থাকিলেও তৎপার্শ্ব দিয়া ধূলি ধূসরিত কেশ-কলাপ দেখা যাইতেছিল ; নয়নের পদ্মমালা ও ধূলি-মলিন হইয়াছিল কিন্তু উন্মুক্ত কৃপাগধারী শ্রেণীবদ্ধ অথারোহিণের মধ্যস্থিত দৃষ্ট তুরঙ্গ পৃষ্ঠে সমাদীন স্রুঙ্গল রাজ, সৈনিকের উদ্যম সিংহনাদ ও তুরী, ভেরী, ঢকার ভৈরব রবে দিগ্‌মণ্ডল পরিপূরিত করিয়া (লোকিকাঙ্ক ৪৯৯৭ সাতানব্বুই অঙ্কে দুইমাস বার দিনের পরে জ্যেষ্ঠ মাসের শুক্ল তৃতীয়ার পুনর্বার শ্রীনগরে সমাগত হইলেন । ২৪৭—২১৪

স্রুঙ্গলের সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ভিক্ষু পলায়ন করিলে, তিনি, পৃথীহরের জ্ঞাতি, সিংহকে ক্ষতবিক্ষতাবস্থায় বন্দী করিয়া রাজভবনে প্রবেশ করেন । রাজা স্রুঙ্গল রাজভবনে প্রবেশ না

সন্নিপাদয় রিপৌ প্রাপ্তে স পৃথ্বীহরো গতঃ ।
 মার্গে লবনৈশ্চিলিতৈরনৈঃ সাকং শ্রবর্তত ॥ ২৫৬
 তং বিদ্রাব্য রণে রাজা বদ্ধা প্রহতিবিস্কৃতম্ ।
 সিংহং পৃথ্বীহরজ্ঞাতিং রাজধানীমথাবিশং ॥ ২৫৭
 উপভোগৈঃ সপত্নশ্চ তৎকালনিস্থতশ্চ সা ।
 অক্লিতা মানিনস্তশ্চ বেস্তেবোদ্ধেগদাভবং ॥ ২৫৮
 ভিক্ষুঃ সন্ত্যজ্য কাম্বীরান্সহ পৃথ্বীহরাদিভিঃ ।
 গ্রামং পুষ্পাণনাডাখ্যং সোমপালাশ্রয়ং যযৌ ॥ ২৫৯
 প্রস্থিতে ডাগরান্সক্কানুংজা স্বীকৃত্য তু ব্যধাৎ ।
 খেৰ্বাং বট্টাশ্বজং মল্লং হৰ্ষামত্রং চ কম্পনে ॥ ২৬০

করিয়া পূর্ব-পলায়িত ভিক্ষুর সন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন—ভিক্ষু
 ক্ষিপ্তকা নদীতীরে লবনদিগের সহিত অব্যাহতি করিতেছিলেন।
 *ক্রগণ নদী পার হইয়াছে দেখিয়া পৃথ্বীহর ও ভিক্ষু পলায়ন করেন।
 পরে পথিমধ্যে অজ্ঞাত লবনদিগের সহিত মিলিত হইয়া প্রত্যাবর্তন
 করিয়াছিলেন। ২৫৫—২৫৭

অচির-পলায়িতশত্রুপরিত্যক্তা রাজধানী, অভিমানী, সুসঙ্গের
 প্রীতিপ্রদা হয় নাই। ২৫৮

ভিক্ষু, পৃথ্বীহর প্রভৃতির সহিত কাম্বীর রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া
 পুষ্পাণনাড়া গ্রামে সোমপালের রাজ্যে আশ্রয় লইলেন। ২৫৯

তদনন্তর রাজা সুসঙ্গ সমস্ত ডাগরকে স্বপক্ষভুক্ত করিয়া লইলেন
 এবং বট্টপুত্র মল্লকে খেরির অধিকার এবং হৰ্ষগিজকে প্রধান
 সেনাপতির পদ প্রদান করিলেন। ২৬০

পূৰ্বাপকারং অরতো দেশকালানপেক্ষিণঃ ।

পূৰ্ববিদ্বেষিণস্তস্ত ন কৃপাং প্রতিপেদিরে ॥ ৯৬১

ভিক্ষুসংপর্কজং গন্ধমপি সৌচুমশক্লুবন্ ।

ভৃত্যোভ্যঃ খণ্ডশঃ কৃদ্বা হেমাংসিংহাসনং দদৌ ॥ ৯৬২

অনয়োপার্জিতাং ত্যক্তমনীশা ডামরাঃ শ্রিয়ম্ ।

মমস্তোশ নৃপাত্মীতা নাভ্যজগ্নিপ্লবোত্তমম্ ॥ ৯৬৩

ভিক্ষুস্ত রাজ্যবিত্রষ্টঃ শূহ্রদো বিষয়ে বসন্ ।

উৎসাৎসোমপালস্ত দানমাতৈনঃ পুনর্গমৌ ॥ ৯৬৪

বিষয়ঃ সাহায্যপ্রার্থী বিশ্বম্ভ্যন্তিকং গতঃ ।

তস্মিন্মিরোদিভিস্কন্ধৈ রণে ধীরস্তম্ভুং জহৌ ॥ ৯৬৫

তিনি পূৰ্বকৃত অপকার অরণ্য কারয়া দেশকালের অপেক্ষা না
করিয়াই পূৰ্ব বিদ্বেষ্টাগণের প্রতি কৃপা প্রকাশ করেন নাই । ৯৬১

ভিক্ষুর গন্ধও তাঁহার সহ্য হইত না । রাজ সিংহাসন ভিক্ষুর
দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়াছিল বলিয়া, তিনি সেখানি চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া
ভৃত্যবর্গের মধ্যে বিতরণ করিয়াছিলেন । ৯৬২

ডামরেরা অসমুপায়ে অর্জিত অর্থ তাগে কিছুতেই স্বীকৃত হইল
না, অথচ রাজ্যের ক্রোধের বিষয়ও তাহাদের অজ্ঞাত ছিল না । এই
জন্ত তাহার স্বপ্নে একটা দ্রোহভান পোষণ করিতে লাগিল । ৯৬৩

কিন্তু ভিক্ষু রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া সোমপালের আশ্রয়ে বাস করিয়া তৎ
প্রদত্ত ধনমানে পুনরায় বলসম্পন্ন হইয়া উঠিলেন । ৯৬৪

বিষয় সাহায্যপ্রার্থী হইয়া বিশ্বম্ভের নিকটে গমন করেন । কিন্তু
শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া বিশ্বম্ভ বন্দীকৃত হন এবং বীরবর বিষয়কে
প্রণত্যাগ করেন । ৯৬৫

ভিক্ষাচরো বিশ্বশূক্তো ভজন্দূর্যপাত্ততাম্ ।
 অনৈষীদবকঙ্কাস্বং তৎপ্রিয়াং তাং গতত্রপঃ ॥ ১৬৬
 নিপত্য স্বল্পসৈন্তোপি ততঃ শূরপুরে বলী ।
 জিত্বা পৃথ্বীহরো বটাস্বজং ব্যাজাবয়ত্রণাং ॥ ১৬৭
 তস্মিন্দুশ্লিষ্মিতে ভিক্ষুং পুনরানীয় সোবিশৎ ।
 ভুবং মড়বরাজ্যানাং দস্থ্যনাং স্বচিকীর্ষয়া ॥ ১৬৮
 তত্রৈত্যশ্রমজয়াঈষ্ঠাৰ্জামবৈঃ স্বীকৃতৈঃ সমম্ ।
 জগাম বিজয়ক্ষেত্রং বিজ্ঞেতুং কম্পনাপতিম্ ॥ ১৬৯
 জিতস্তেনাহবে হর্ষমিত্রো নিহতসৈনিকঃ ।
 বিজয়েশ্বরমুৎসৃজ্য ভীতোবস্তিপুৰে যদৌ ॥ ১৭০

ভিক্ষাচর বিঘের অবর্তমানে ছর্নাতিপরায়ণ হন, এমন কি বিশ্ব
 প্রিয়াকে স্বীয় অবরোধবাসিনী করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই । ১৬৬

তদনন্তর পরাকান্ত পৃথ্বীহর স্বল্পমাত্র সৈন্ত সহায়েই শূরপুরে
 পতিত হইয়া বটাস্বজকে যুদ্ধে পরাজিত করেন । বটাস্বজ পলায়নে
 বাধ্য হইয়াছিল । ১৬৭

মল্ল পলায়ন করিলে পৃথ্বীহর পুনরায় ভিক্ষুকে সঙ্গে লইয়া
 দস্থ্যদিগকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে তাহাদের রাজ্য মধ্যে প্রবিষ্ট
 হইলেন । ১৬৮

তএব্য মল্ল, যজ্ঞাদি ডামরদিগকে অশঙ্কভুক্ত করিয়া প্রধান
 সেনাপতি হর্ষমিত্রকে পরাজিত করিবার উদ্দেশ্যে বিজয় ক্ষেত্রে গমন
 করিলেন । যুদ্ধে বহু সৈন্ত বিনষ্ট হওয়ায় হর্ষমিত্র পরাস্ত হন, এবং
 ভীতিপ্রযুক্ত বিজয়েশ্বর হইতে অবতীর্ণ হইয়া পলায়ন করেন । ১৬৯, ১৭০

বিজয়ক্ষেত্রজাস্তত্ত্বং পুরগ্রামোদ্ভবা অপি ।

জনা ভয়েন প্রাবিক্ষয়ত চক্রবাস্তিকম্ ॥ ২৭১

যোষিচ্ছিত্তপশুত্রীহিনোপেতৈরপূৰ্বত ।

স্থানং ততৈশ্চ রাজ্যশ্চ যোধৈঃ সানুধবাজিভিঃ ॥ ২৭২

অবারুটৈরথ স্পষ্টঃ লোকোদ্ধূৰ্জনলাগনৈঃ ।

তেভৈকৈবববেষ্ট্যস্ত কটকৈর্যাপ্তদিক্রুটৈঃ ॥ ২৭৩

তান্দারুময়বপ্রৌষদাঃ শুঠৈশ্চ সুরৌকিসঃ ।

অঙ্গনে ভিত্ততো হস্তং বন্ধুং বা নাশকন্দিমঃ ॥ ২৭৪

তদন্তরস্থিতং দধুং কর্পূৰ্ণাণ্যং স্ববৈরিণম্ ।

কচ্চিংকতিস্থলীগ্রামজনা নিগুটডামরঃ ॥ ২৭৫

বিজয়ক্ষেত্র ও তন্নিকটবর্তী নগর এবং জনপদবাসীরা ভয়ে চক্র-
ধরে (বিক্ষুব্ধিতে) পলায়ন করিল এবং স্ত্রী, শিশু, পশু, ধন, এবং
শস্ত্ররাশি দ্বারা প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল । সঙ্গে সঙ্গে রাজ
সৈন্তেরাও অশ্ব এবং অস্ত্রের দ্বারা কতকাংশ পূর্ণ করিল । ২৭১।২৭২

লুণ্ঠন-প্রয়াসী ভিক্ষুচরের সৈন্তগণ সকল দিক ব্যাপ্ত করিয়া
তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া উক্ত স্থানটী খেঁড়ন করিয়া
ফেলিল ২৭৩

উক্ত দেবালয়ের প্রবেশ পথ কাষ্ঠ প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত থাকায়
এবং অধিবাসীরা মন্দির প্রাঙ্গণে অবস্থিত হওয়ায় অবরোধকারী
সৈন্তদল তাহাদের নিহত করিতে পারে নাই । ২৭৪

কতিস্থলি গ্রামজাত জনকরাজ নামক কোন পাণ্ডিট নিগুট
ডামরের, কর্পূর নামক একজন বিশিষ্ট শত্রু, উক্ত দেবালয় মধ্যে আশ্রয়

পাপো জনকরাজাধ্যস্তজাগ্রিমুদদৌদিপৎ ।

মৃচ্ছাদৃগপৰ্যন্তজন্তুসংহারনিধুর্গঃ ॥ ৯৭৬

তমাপত্তন্তং জলিতং জলনং বীক্ষ্য সৰ্ব্বতঃ ।

ভূতগ্রামস্ত স্তমহান্‌হাহাকারঃ সমুত্তমৌ ॥ ৯৭৭

বিশংকৃতান্তবাহারিভিষেব ছিন্নবন্ধনৈঃ ।

অশ্বরসূচীসঞ্চারা ভ্রমত্তির্জ্জগ্নিরে জনাঃ ॥ ৯৭৮

প্রাচ্ছাত্ত বর্গজ্জালকরালৈধূর্মরাশিভিঃ ।

ব্যোম পিঙ্গকচশ্রাজ্জালৈর্নক্তং চৈরৈরিব ॥ ৯৭৯

নিধূর্মন্ত বিসারিণ্যো জালা হব্যভূজো দধুঃ ।

সংতাপক্রতুহেমাশ্রমবর্ণলহরীভ্রমম্ ॥ ৯৮০

লইয়াছিল। ঐ দৃষ্ট তাহাকে দগ্ধ করিবার জন্ত দেবালয়টিতে অগ্নি সংযোগ করিয়াছিল। পাপাত্মা একজনের জন্য যে শত শত ব্যক্তির প্রাণ নাশ হইবে, তাহা একবারও চিন্তা করে নাই। ৯৭৫।৯৭৬

চারিদিক হইতে প্রচণ্ড অগ্নিকে অগ্রসর হইতে দেখিয়া সেই বিপুল জনসংঘের মধ্যে একটা হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে অশ্বগুলি শমন-বাহন মহিষের গ্ৰায় অগ্নি দর্শনে ভীত হইয়া বন্ধন-বজ্র ছিন্ন করতঃ সেই ঘন সন্নিবিষ্ট মানবরাজিকে পদতলে দগ্ধিত করিয়াছিল। ক্রমে অগ্নি-সমুখিত ধূমরাশি আকাশমণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়াছিল বোধ হইতেছিল যেন কোন অতিকায় পিঙ্গলবর্ণ কেশ ও শ্রদ্ধারী রাক্ষস চতুর্দিকে ক্রতবেগে ভ্রমণ করিতেছে। পরে নিধূর্ম অগ্নির শিখা চারিদিকে বিস্তৃত হইলে, মনে হইল যেন হেম মেঘগুলি অগ্নির উজ্জাপে গলিত হইয়াই হেম-বৃষ্টি করিতেছে। ৯৭৭-৮০

সস্তাপবিদ্রুতব্যোমচ্যারিমৌলিপরিচ্যুতাঃ ।

রক্তোষ্ণীবা ইব ভ্রেমুজ্জ্বলাভঙ্গা নভোঙ্গনে ॥ ৯৮১

দীর্ঘদারুণগ্রন্থিভঙ্গজন্মা চটপটারবঃ ।

তাপপ্রকাথ্যমানাভ্রগঙ্গাঘোষ ইবোত্তমৌ ॥ ৯৮২

ফুলিঙ্গৈঃ প্লোষবিত্তস্তম্ভস্তজীবিতসংনিভৈঃ ।

অগ্রাহি গহনব্যোমমার্গলমণসংভ্রমঃ ॥ ৯৮৩

শকুনৈঃ শাবসঙ্করশোকাদাক্রন্দিভির্ভিঃ ।

মাকুর্ষৈর্দহমানৈশ্চ ভূমিস্থখরিতাভবৎ ॥ ৯৮৪

ভ্রাতৃভূতৃপিতৃভূতৃপুত্রানালিঙ্গ্যক্রন্দনির্ভরাঃ ।

ভীমীলিতদৃশো নার্যো নিবদহস্ত বহ্নিনা ॥ ৯৮৫

কোন সময়ে অগ্নির শিখা একুণ প্রবল হইয়া উঠিল যে তদদর্শনে মনে হইল বিমানচারী পুরুষদিগের শিরঃস্থিত লোহিত বর্ণ উষ্ণীষগুলি ভষ্ট হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে । ৯৮১

সুদীর্ঘ দারুণের গ্রন্থিগুলি ফাটিয়া যখন চট্ চট্ শব্দ হইতেছিল, তখন মনে হইয়াছিল যেন আকাশগঙ্গার জল উত্তপ্ত হইয়া ভীষণ শব্দ করিতেছে । ৯৮২

সেই প্রবল অগ্নির শত শত ফুলিঙ্গ দর্শনে মনে হইয়াছিল, বুঝি জীবসমূহের আত্মাগুলির অগ্নিতাপ অসহ্য হওয়ায়, তাহারা অগ্রেই শূন্যে গমন করিতেছে । ৯৮৩

দহমান-শাবক-বিরহে-কাতর পক্ষিণীরা শূন্যে কলরব করিতেছিল আর ভূতলে অগ্নিগাহে মৃত আত্মীয় স্বজন বিরহে মানবেরা হাহাকার করিতেছিল । ৯৮৪

পিতা, ভ্রাতা, পুত্র, স্বামী প্রভৃতির দেহ আলিঙ্গন করিয়া ভয়-নিমীলিতনেত্র শত শত রমণীর দেহ ভস্মীভূত হইয়াছিল । ৯৮৫

তদন্তরাংসাহসিকা যে কেচিন্নিরয়াসিযুঃ ।

বহিস্তে নিহতাঃ ক্রুরৈর্ডামবৈমূর্ত্যুচোদিতৈঃ ॥ ৯৮৬

তাবস্তো জন্তবস্তত্র ব্যপত্তস্ত তদা ক্ষণাৎ ।

সিদ্ধা এব ন যে দক্ষান্তাবতাপি কৃশাত্মনা ॥ ৯৮৭

অস্তঃশান্তেষু সর্কেষু বহিঃশান্তেষু হস্তেষু ।

ক্ষণাদেব প্রদেশঃ স নিঃশব্দঃ সমজায়ত ॥ ৯৮৮

বহ্নেঃ কহকহশব্দো ব্রহ্মীভূতার্চিনঃ পরম্ ।

স্বিকৃতশ্চ শব্দোঘস্ত শ্রুতঃ সিমসিমাধ্বনিঃ ॥ ৯৮৯

বিলীনামৃগমামেদোনিঃশাব্দাঃ সরণীশব্দৈঃ ।

প্রসফ্বর্কিপ্রগন্ধশ্চ যোজনানি বহুত্ৰগাং ॥ ৯৯০

দুই পাঁচজন প্রাণের দ্বারে কোনপ্রকারে এই ভীষণ অগ্নির
হইতে উদ্ধার পাইয়া বাহিরে আসিলেও, ডামরেরা তাহাদিগকে
তৎক্ষণাৎ নিহত করিয়াছিল। ৯৮৬

এই ভীষণ অগ্নিকাণ্ডের প্রারম্ভে অগ্নি সন্তাপে ঘর্ম্মাক্ত ও শ্বাসরুদ্ধ
হইয়া মৃত লোকের মৃত্যু হইয়াছিল, অগ্নিতে দগ্ধ হইয়া তদপেক্ষা
অল্পসংখ্যক লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। ৯৮৭

দেবালয়ের অন্তর্দর্শনস্থ ব্যক্তিবর্গের মৃত্যুতে তথাকার হাহাকার
হঠাৎ নিবারিত হইল, এবং বাহিরের শত্রুকুলও ক্লাস্ত হওয়ায় নিস্তব্ধ
হইল। ফলে স্থা.টি একেবারে নীরব হইয়া গেল। ৯৮৮

তখন সেখানে নির্দোষিত প্রায় বহুর মধ্যস্থিত কাটিখণ্ডের কনি
চট্‌পট্‌ শব্দ এবং দগ্ধ শব্দেহের মধ্য হইতে বাষ্পের বহির্গমন-জনিত
সিম, সিম্ শব্দ ব্যতীত আর কোন শব্দই ছিল না। ৯৮৯

দেবালয়ের শত শত পয়ঃপ্রণালীর মধ্য দিয়া ব্রহ্ম, বসী, যেন,

একা স্রবসঃ কোপাদ্বিতীয়ো দম্ব্যবিপ্রবাং ।
 ঈদৃশ ব্রুতবহাবাধো ঘোরচক্রধরে ভবৎ ॥ ১১১
 ভূতগ্রামস্ত সংহারঃ সংবর্ত ইব বহ্নিনা ।
 তাদৃক্‌ত্রিপুরদাহে বা ধাণ্ডবে তত্র বাভবৎ ॥ ১১২
 পুণ্যেহি শূরদ্বাদশাং নভসঃ কুরুতং মহৎ ।
 তদ্বিক্রমঃ কৃতবান্‌জালক্যা ত্রৈগ্যশ্চ তত্যজে ॥ ১১৩
 সকুটুম্বেষু দন্ধেষু তদানীং গৃহমেধিষু ।
 পুরগ্রামসংশ্লেষু গৃহাঃ শূক্‌তমায়যুঃ ॥ ১১৪
 মজ্জাপো ডামরশ্চিৎশব্দোন্মোনাঃ যোন্তবঃ ।
 প্রীতিং প্রাপ্তপ্তদীয়াথৈঃ কাপালিক ইবায়যৌ ॥ ১১৫

মাংস গলিতাবস্থায় বাহির হইয়াছিল এবং শবদেহের প্রাণাত্যকর
 দুর্গন্ধ শত শত ঘোজন ব্যাপ্ত করিয়াছিল । ১১০

উক্ত চক্রধর দেবালয়ে হুইবার অগ্নিদাহে এই মহা বিপদ উপস্থিত
 হইয়াছিল । প্রথম অগ্নি—স্রবসঃ কোপে এবং দ্বিতীয় বহ্নি—ডামর-
 দিগের তন্ত্র উত্তিত হইয়াছিল । ১১১

ঈদৃশ অগ্নিকাণ্ড পুরাকালে ত্রিপুর দহন সময়ে এবং পাণ্ডবদহন-
 কালে সংঘটিত হইয়া বহুজীবের বিনাশের কারণ হইয়াছিল । ১১২

শ্রাবণ মাসের পুণ্য তিথি শুক্ল দ্বাদশীতে ভিক্রু এই কুকাধোর
 অত্যাচার করায় রাজ্যলক্ষ্মী ও সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত হন । ১১৩

সহস্র সহস্র গৃহস্থ স্ব স্ব কুটুম্বগণের সহিত ভস্মীভূত হওয়ায় ঐ
 সকল গ্রাম নগর জনশূন্য হইয়াছিল । ১১৪

নৌনগরের মজা নামক ডামর দন্ধক্ষেত্রে শত শত শবদেহ

অবস্ফোতো বিজয়ক্ষেত্রং ভিক্ষাচরন্ততঃ ।

লম্বা নাগেশ্বরং পাপং যাতনাভিরমীমরং ॥ ৯৯৬

গর্হ্যং পৈতামহে দেশে কিং নাসীদন্ত্য চেষ্টিতম্ ।

পিতৃহৃৎ স তু বধঃ সর্বপ্রীতিকরোভবৎ ॥ ৯৯৭

গৃহিণী হর্ষমিত্তস্ত পতোঁ ত্যক্তা পলায়িতে ।

পৃথ্বীহরণে সংপ্রাপ্তা বিজয়েশাঙ্গনাস্তরাং ॥ ৯৯৮

নিমিত্তভূতমেতাদৃক্ প্রজাসংহং বৈশসম্ ।

সং নিন্দনশ্রুতসলো রাজা ততো গোকুং বিনির্গমৌ ॥ ৯৯৯

সংবেগাৎপাপানঃ শীঘ্রং নিরয়ক্লেশভুক্তয়ে ।

প্রাপ্তৌ জনকরাজেন বধোবন্তিপুংসস্তিকে ॥ ১০০০

অনুসন্ধানের পর অভীষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইয়াই কাপালিকের স্তায় চলিয়া গেল । ৯৯৫

তদনন্তর ভিক্ষাচর বিজয় ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া পাপিষ্ঠ নাগেশ্বরকে ধৃত করত অশেষ যত্ন দিয়া বধ করেন । ৯৯৬

ঊঁহার পিতামহের রাজ্যে আসিয়া তিনি কি নিন্দনীয় কার্য্যই না করিয়াছেন? কিন্তু তিনি পিতৃহন্তা নাগেশ্বরের প্রাণ বধ করায় সকলেই প্রীত হইয়াছিল । ৯৯৭

হর্ষমিত্ত পল্লী পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলে তদীয় গৃহিণী বিজয়েশ দেবায় প্রাঙ্গণ মধ্যে আশ্রয় লইয়াছিলেন । তিনি সেইখানে অবস্থান করিবার সময় পৃথ্বীহরের হস্তে পতিত হইয়াছিলেন । ৯৯৮

তদনন্তর রাজা সুদল “আমার নিমিত্ত এতাদৃশ প্রজাক্ষয় হইল” এইরূপ অধিক্ষেপ করিয়া যুদ্ধার্থ বাহির হইলেন । ৯৯৯

নরকন্ত হইয়া শীঘ্র শীঘ্র পাপের ফলে ক্লেশ ভোগ করিবার জন্য জনকরাজ অবস্ফোতের সমীপে শত্রুহস্তে নিহত হন । ১০০০

যৎকৃতে ত্রিযতে মর্ষ লোকান্তরসুখাস্তকম্ ।
 স মূঢ়ৈঃ সুলভাপায়ঃ কায়শ্চিৎত্রং ন গণ্যতে ॥ ১০০১
 কম্পনাধিপতিং সিংহঃ কৃত্বা ডানরমণ্ডলম্ ।
 চবর্ষ বিজয়ক্ষেত্রাদিত্যতোপি ততো নৃপঃ ॥ ১০০২
 শমালাং প্রযয়ৌ পৃথ্বীহরো মড়বরাজ্যতঃ ।
 বিজিত্য মল্লকোষ্ঠেন ত্যাজিতো নিজমণ্ডলম্ ॥ ১০০৩
 গিণ্ডাঃ কেচিদ্ধিতস্তাং কেচিচ্চক্রধ্বাঙ্গনে ।
 অক্রিয়স্তাগ্নিসাংক্রষ্টুমশক্যা বহবঃ শবাঃ ॥ ১০০৪
 ক্রমরাজ্যেখ কল্যাণবাড্যাদীনুলহণোজয়ৎ ।
 আনন্দোন্নত্তজত্তত্ত ততো দ্বারাধিপোভবৎ ॥ ১০০৫

যে দেহের প্রীতি উদ্দেশ্যে পরকালের সুখ নাশক পাপকর্ম করে, আশ্চর্য্যের বিষয়, মূঢ়েরা সেই দেহ যে ক্ষণভঙ্গুর, ইহা মনেই করে না । ১০১

তদনন্তর রাজা সুসঙ্গ শিষকে প্রধান সৈন্যপত্য দিয়া বিজয় ক্ষেত্র এবং অত্রাত্ত স্থান হইতে ডানর সমূহকে অপসারিত করিলেন । ১০২

পৃথ্বীহর মড়ব রাজা হইতে শমালায় প্রস্থান করিলেন । কিন্তু মল্ল কর্তৃক যুদ্ধে পরাজিত হইয়া স্বদেশ ত্যাগে বাধ্য হন । ১০৩

চক্রধরপ্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিবার সময়ে বহুসংখ্যক শবদেহ বাহির করিতে না পারায় সেইখানেই অগ্নিসংকারে ভস্মীভূত করা হইল এবং কতকগুলিকে বিতস্তা নদীর জলে নিক্ষেপ করা হইয়াছিল । ১০০৪

অনন্তর বীরবর রহলণ, কল্যাণ বাড়াদিকে ক্রমরাজ্যে পরাস্ত করেন । অনন্তজাত আনন্দ দ্বারাধিপতি নিযুক্ত হইলেন । ১০০৫

শূলে প্রমাপিতং সিংহং নয়নপৃথ্বীংরো বলী ।

সার্কিং জনকসিংহাষ্টৈরবুধ্যৎক্ষিপ্তিকাচটে ॥ ১০০৬

তীর্থং প্রস্থাপ্যামানেষু বিপন্নাস্থিসিংহান্ত্যহঃ ।

ভাদ্রে মাস্ত্রে কমবলাক্রন্দি তাক্রান্দিকৃপথম্ ॥ ১০০৭

হতবীরাবলাক্রান্তমুখরে নগরাস্তরে ।

পৃথ্বীহরাহবে সর্কৈর্দ্বিবটৈঃসরস্কারি তৎ ॥ ১০০৮

অথাখাতো যুশোবুজ্জুগ্মাণঃ শূরো দিগন্তরাং ।

শ্রীবকো বিনধে রাজা খেয়ী কার্যাবিকারভাক্ ॥ ১০০৯

অপ্রিয়ং স লবন্তানাং তেপি বা তস্ত নাচরন্ ।

কালং তু গৃহসৌহার্দৈরতোত্তম্য ভাবীবহন্ ॥ ১০১০

পরাক্রান্ত পৃথ্বীংর শূলারোপিত মৃত সিংহকে লইয়া গেলেন এবং ক্ষিপ্তিকা নদীতটে জনকসিংহাদির সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ১০০৬

ভাদ্রমাসের কোন একটা নির্দিষ্ট দিনে কাশ্মীরবাসীরা মৃত আত্মীয় স্বজনের অস্থি তীর্থে নিক্ষেপ করে এবং সেই দিনে বাটীর স্ত্রীলোকেরা ক্রন্দন করিয়া থাকে । পৃথ্বীহরের সহিত যুদ্ধে প্রত্যহ শত শত বীর নিহত হইতে লাগিল এবং তদ্রূপ প্রত্যহই স্ত্রীলোক-নিগের ক্রন্দনে নগর পরিপূরিত হইতেছিল । ১০০৭। ১০০৮

অনন্তর যশোরাজের শালক বীরবর শ্রীবক দেশান্তর হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহাকে খেয়ী কার্যের ভার অর্পণ করিলেন । কিন্তু তিনি লবন্যাদিষের কোনরূপ অনিষ্টাচরণ করেন নাই, লবন্যেরাও তাহার কোন অনিষ্ট করে নাই । বরং গোপন ভাবে উভয় পক্ষেই শ্রীতির আদান প্রদান চলিয়াছিল । ১০০৯। ১০১০

পুনরাধ্বজে রাজা শমালাং নির্গতন্তঃ ।
 পঠৈশ্বনীমুখগ্রামে যুধি ভঙ্গমণীয়ত ॥ ১০১১
 নিত্যভ্যাগেন যুদ্ধানাং লোকোৎকর্ষো ন্তদর্শয়ৎ ।
 সর্ববীরাজ্ঞগীর্ভিক্ষুস্তৎপূর্বং তত্র বিক্রমম্ ॥ ১০১২
 তুচ্ছজানয়ো মুখ্যা ভিক্ষুপৃথ্বীহরাদিভিঃ ।
 আসারাপাতবিবশা নিহতাঃ সৌমসলে বলে ॥ ১০১৩
 প্রধানবীরভূয়িষ্ঠে সৈন্তদ্বন্দে নষ্টকাপ্যভূৎ ।
 স বীরশ্চরতঃ সংখ্যে ভিক্ষোঠৈরক্ষিষ্ট যো যুধম্ ॥ ১০১৪
 পৃথ্বীহরস্ত ভিক্ষোশ্চ সংগ্রামে ভূরিবার্ষিকে ।
 কাদম্বরীপতাকাথে হে অশ্বে পীতপাভূরে ॥ ১০১৫

তদনন্তর রাজা পুনরায় আশ্বিন মাসে শমালা অভিযুখে যুদ্ধ যাত্রা
 করিয়া মনিমুস গ্রামে যুদ্ধে পরাজিত হইলেন। নিম্নত যুদ্ধাভ্যাগে
 ভিক্ষুর রণপাণ্ডিত্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়ায়, এই যুদ্ধে তিনি সর্বাপেক্ষা
 অধিক পরাক্রম প্রকাশ করেন। ১০১১।১০১২

সুসলেয় পক্ষীয় সৈন্ত মধ্যে দ্বিজ তুচ্ছ প্রভৃতি বীরগণ হঠাৎ
 ভীষণ বারিপাতে আবসন্ন হইয়া ভিক্ষু ও পৃথ্বীহরের হস্তে নিহত
 হন। ১০১৩

উভয় পক্ষেই বলবীৰ্য্যশালী বহু যোদ্ধা উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু
 যখন ভিক্ষাচর দর্শনভরে সংগ্রামস্থলে বিচরণ করিতে লাগিলেন, তখন
 কেহই তাঁহার সমুখবর্তী হইতে সাহসী হয় নাই। ১০১৪

কয়েক বৎসর পর্য্যন্ত এই সংগ্রাম চলিয়াছিল। পৃথ্বীহর এবং
 ভিক্ষুর কাদম্বরী ও পতাকা নামে পীত ও পাভুরবর্ণের দুইটা ঘোটক

আস্ত্রামত্যভূতে ষাভ্যামনেকতুরগক্ষয়ে ।

ন বিপন্নঃ প্রহৃতিভিন্দাষভাব্যধবা ক্রমঃ ॥ ১০১৬

সৈন্তানাং সংকটে জ্ঞানমশ্রান্তিরবিকলনঃ ।

অভূৎক্লেশসহো বীরো নাশ্তে ভিক্ষাচরাৎকচিৎ ॥ ১০১৭

যোধানাং সৌসূসলে সৈন্তে বিদ্রবেষু ন কশ্চন ।

জ্ঞাণং বভূব তেনৈতে বহুবো বহুধা হতাঃ ॥ ১০১৮

নবেষু ডামরানীকাঃ কেচিদ্ভিক্ষেষু সৈনিকাঃ ।

ভিক্ষাচরগজেন্দ্রেণ কলভা ইব পালিতাঃ ॥ ১০১৯

নাশ্তস্তোথানশীলজং দৃষ্টং পৃথীহরাক্তদা ।

স্বয়ং যো ভৈক্ষবে দ্বারে জজাগার প্রতিক্রপম্ ॥ ১০২০

ছিল । বহু শত তুরঙ্গ নিধন প্রাপ্ত হইলেও, এই দুই তুরঙ্গী সংগ্রামে
বিপন্ন বা অবসাদগ্রস্ত হয় নাই । ১০১৫।১০১৬

স্বপক্ষীয় সেনাগণকে কোন স্থানে সঙ্কটাপন্ন দেখিলে তাহাদের
উদ্ধার জন্য অশ্রান্ত পরিশ্রম করিতে, আত্মপ্রাণ না করিয়া ক্লেশ
সহ করিতে ভিক্ষাচরের তুল্য অন্য বীর দেখা যায় নাই । ১০১৭

সুসূসলের বাহিনী মধ্যে এমন কেহই ছিল না, যে ডামরান
সৈন্তদলকে উৎসাহ বাক্যে সংযত করিয়া রাখে এবং সঙ্কট
সময়ে রক্ষা করে । এই কারণে তাঁহার বহুসংখ্যক সৈন্ত হত
হইয়াছিল । ১০১৮

শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে কতকগুলি ডামর সৈন্ত পরাজিত হইলে
ভিক্ষাচর, বৃথপতি যেমন শাবকদিগকে শত্রুহস্ত হইতে রক্ষা করে,
সেইরূপ বিপুল বিক্রমে তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছিলেন । ১০১৯

সে সময়ে পৃথীহর ভিন্ন আর ন বীরপুরুষের প্রাণ

ততঃ প্রভৃত্যভূদোগোপ্তা পুরঃ পশ্চাচ্চ সৰ্বদা ।

বিশ্বেদেব ইব শ্রদ্ধে যুদ্ধে ভিক্ষুর্নহাভটঃ ॥ ১০২১

আহবে সাহসং কুর্ক্কজরুতঃ সোভ্যথামিজান্ ।

এবমশ্লিষিতৈর্হৈর্মুপপত্তিমসংত্যজন্ ॥ ১০২২

ন মে রাজ্যায় যজ্ঞোয়ং পর্যাাপ্তং দুৰ্ঘণঃ পুনঃ ।

কৃত্যে প্রসক্তং পূর্বেষাং ব্যবসায়ং ব্যাপোহিতুম্ ॥ ১০২৩

অনাথা ইব তে নাথা বিশাং ব্যাপাদিনক্কেণ ।

জাত্বা নষ্টং কুলং নাথবন্ত্যো মুনঃ স্পৃহাং দধুঃ ॥ ১০২৪

মহোত্তম ও প্রভুভক্তি দৃষ্টিগোচর হয় নাই। তিনি স্বয়ং ভিক্ষুর শয়নগৃহের দ্বারদেশে জাগিয়া থাকিতেন। ১০২০

সেই সময় হইতেই মহাবীর ভিক্ষু শ্রদ্ধে রক্ষাকারী বিশ্ব-দেবের জায় যুদ্ধে, সম্মুখে পশ্চাতে, সৰ্বত্র সৰ্বদাই রক্ষক হইয়াছিলেন। ১০২১

প্রত্যেক যুদ্ধের প্রারম্ভে বীরবর ভিক্ষু অত্যন্ত ধৈর্য্য সহকারে যুক্তিযুক্ত বাক্যে সেনাদলকে সপোষন করিয়া বলিতেন—আমি রাজ্য-প্রদাসী নহি, শুদ্ধ আমার পিতা পিতামহের নামে যে কলক অর্পিত হইয়াছে, তাহাই দূর করিতে যাইতেছি। ১০২২। ১০২৩

আমার পিতা পিতামহ তোমাদের স্বর্গীয় প্রভুরা অনাথের জায় মৃত্যুকালে স্বীয়কুল নির্মূল ভাবিয়া, সনাথদিগের প্রতি সত্বক নমনে চাহিয়া পিঠাছেন, ইহা মনে করিয়াই আমি অদৃঢ় নিশ্চয়ে এক কষ্ট স্বীকার করিতেছি। আমি নিজে যেমন দুঃখ পাইতেছি তেমনি জাতিদিকেও প্রতিনিয়ত দুঃখ দিতেছি। ১০২৪। ১০২৫

ইতি যত্না সোদকষ্টশেচেষ্টে স্তুতনিঃশয়ঃ ।

দুঃখানোশ্বি দায়াদহুঃখদায়ী দিনে দিনে ॥ ১০২৫

নাশ্যোবাপ্রাপ্তকালস্ত বিপত্তিরিতি জানতঃ ।

কস্ত সাহসবৈমুখ্যমুৎপত্তোত যশোর্বিনঃ ॥ ১০২৬

কিং কার্যগতিকৌটিল্যকুত্বেত্তাত্ত্বথা কথম্ ।

ন বদামঃ প্রতিজ্ঞায় স্বয়মার্বৈধ্বনি স্থিতিম্ ॥ ১০২৭

সোৎকর্ষপেইক্বাভিক্ষোরশক্ষিত ডামরাঃ ।

ততো দায়াদবিচ্ছেদঃ নাশাক্রযত জাতুচিং ॥ ১০২৮

প্রাগ্রাজ্যাধিগমাদ্রাজ্যমন্তেষাং রাজবীজিনঃ ।

চিন্ত্যন্তো ব্যবহৃতিং ব্যাপত্তন্তে শনৈঃ শনৈঃ ॥ ১০২৯

পিতুঃ পিতামহস্তাথ ন দৃষ্টং তেন কিঞ্চন ।

অত এবাতজন্মোহং রাজ্যং সংপ্রাপ্তবানপূরা ॥ ১০৩০

সময় না আসিলে কাহারও মৃত্যু হয় না । ইহা জানিয়া কোন
মলঃপ্রার্থী বীরপুরুষ যুদ্ধকালে বিক্রম প্রকাশে পরাভূত হয় ? ১০২৬

কার্য সাধনার্থ কূটনীতি প্রয়োগের কথায় কি প্রয়োজন, অবধা
তাহা প্রকাশ করিলেই বা দোষ কি ? যখন আমরা ঋষি-নির্দিষ্ট পথে
সরলভাবে চলিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, তখন বলিব না কেন ? ১০২৭

ভিক্ষুর মুখে এইরূপ পুরুষোচিত উৎকৃষ্ট বাক্য শুনিয়া ডামরেরা
ভীত হইল । স্তুতরাং তাহার তাহার পর কোন যুদ্ধে তদীয় জাতি
সুসঙ্গকে বিনাশ করিতে আর ইচ্ছা করে নাই । ১০২৮

রাজকুলসমুৎ ব্যক্তিগণ রাজ্য প্রাপ্তির পূর্বে অপরাপর নরপতির
রাজস্বাবহার অদৃশীলন করিয়া অল্পে অল্পে রাজনীতিতে ব্যাপত্তি
লাভ করিয়া থাকেন । বিস্ত রাজ্য ভিক্ষার পিতা পিতামহের

তৎস ভূম্যোপি চেদীকৈকংকৈব বার্তা বিপাটনে ।

সাপেক্ষং বীক্ষিতুং জানে ন দৈবেনাণ্যশক্যত ॥ ১০৩১

জানল্পবস্তুকৌটিল্যং প্রমাদাৎস হতেহিতে ।

প্রাপ্নুয়াৎ রাজ্যমিত্যাশাং বদ্ধাহন্তত্যবাহয়ৎ ॥ ১০৩২

দহ্যনাং সুসুলো রাজা যেনে তৎস্বহিতং যতম্ ।

জিগীষোনীতিক্রান্তোঃ প্রযুক্তো লিপ্তরক্তরম্ ॥ ১০৩৩

যুদ্ধে স্বাঙ্গ স্বরথৈরং নাপাসীন্তেন তেভজ্জন্ ।

নান্নিবিখাসমেতস্মাক্ষেতোর্নাভাবজ্জয়ঃ ॥ ১০৩৪

কোন রাজ-ব্যবহার স্বচক্ষে পরিদর্শন করেন নাট, এইজন্তই ইতঃ-পূর্বে রাজ্যলাভ করিয়াও তিনি শাসনকার্য্যে ভ্রম প্রমাদে পতিত হইয়াছিলেন। যদি তিনি পুনর্বার রাজ্য পাইতেন তাহা হইলে তাঁহার অকালে সিংহাসন-চ্যুতির কথা কেহ মুখে আনিতে পারিত না ; এই সময়ে তাঁহার বেক্রপ প্রতিপত্তি হইয়াছিল, বুদ্ধি দৈবও তাঁহার দিকে অবজ্ঞায় কটাক্ষ করিতে পারিত না । ১০২৯—১০৩১

তিনি লবণ্যদিগের কুটিলতার বিষয় বিলক্ষণ জানিতেন, তথাপি বিপক্ষ (সুসুল) ক্রোনরূপে নিহত হইলে, পুনর্বার রাজ্য পাইতে পারি এই যুদ্ধ আশা দ্বিগুণ করিতে লাগিলেন । ১০৩২

ডামর দহ্মাদিগের দ্বৈধীভাব রাজা সুসুলের স্বার্থসিদ্ধির অস্বকুল মনে হইয়াছিল ; কারণ তিনি বিজয় লাভের জন্ত কুটনীতি প্রয়োগ এবং শৌর্য্য প্রকাশ উভয়ই অবলম্বন করিতেছিলেন । ১০৩৩

রাজা সুসুল স্বপক্ষীয় যোদ্ধগণের পূর্ক বৈরিতা স্বরণ করিয়া যুদ্ধকালে তাহাদিগের সহট উপস্থিত দেখিলেও রক্ষা করিবার জন্ত

ইখং নানামতৈঃ পক্ষপ্রতিপক্ষকুপৈশ্চিত্তম ।

রাষ্ট্রং নিখিলমেবাগাংসকৃতঃ শোচনীয়তাম্ ॥ ১০৩৫

যৎসংবন্ধাষিটপিনিবহৈর্নিগ্রহব্যগ্রবস্ত্র-

ব্যাধপ্রভানলপরিভবঃ সোপি নরহতাবি ।

হা বিদস্তু বিঘটনপরঃ সোপি মাত্তম্মমীষাং

লভ্যং শ্রেয়োবিধিবিধুরিতৈর্নাশ্রিতো ন স্বতোপি ॥ ১০৩৬

ধৈরাজ্যে প্রভবতোষমকাণাপতিতৈর্হিমৈঃ ।

বিবশং সুসলজ্জাভূদজয়ৈষ্টকবং বলম্ ॥ ১০৩৭

সম্যক্ চেষ্টা করিতেন না, সুতরাং তাঁহার সেনানীগণ সম্পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিত না। এই কারণেই রাজা সুসলজ্জের জয় হয় নাই। ১০৩৪

এই প্রকারে নানা মত হওয়ায়, সমগ্র দেশেই কি পক্ষ কি বিপক্ষ উভয় দিকে উপেক্ষার ভাব দেখিয়া সর্বথা শোচনীয় দশায় পতিত হইল। ১০৩৫

যে হস্তী ধৃত করিবার উদ্দেশ্যে বস্ত্র ব্যাধেরা ব্যগ্র হইয়া অরণ্য মধ্যে অগ্নি জ্বালাইয়া বৃক্ষকূলের মহাক্রেশ উৎপাদন করে, সেই হস্তীই মদমত্ত হইয়া সেই বৃক্ষ উন্মূলন করিয়া থাকে, হায়! বিধাতা বাহাদিরের অতিকূল, তাহার কি স্বজন কি পরজন, কাহারও নিকটে শ্রেয়লাভ করিতে পারে না। ১০৩৬

রাজশক্তির জেদে বৈধাবস্থায়, একদা ভিক্ষুপক্ষীয় যোধেরা অকস্মাৎ হিরাপাত বৃশতঃ নিভাস্ত কাতর হইয়া পড়িলে, ক্ষতিপতি সুসলজ্জ তাহাদিগকে পরাজিত করেন। ১০৩৭

পুষ্পাণনাড়ং ভূয়োপি ভিক্ষুপৃথীহরৌ গতো ।
 অশ্বেলব'জ্জভূ'ভতু'নতিদ্বিতকরৈঃ কৃত্য ॥ ১০৩৮
 সিংহোপি কম্পনাধীশো ব্যাধাঙ্ঘ্রিজিতডামরঃ ।
 সর্বাং মড়বরাজজ্যোবরীং বীরঃ শমিতবিপ্রবাম্ ॥ ১০৩৯
 তাবত্যাপি বিপক্ষাণাং শাস্ত্রা শীতলতাং গতঃ ।
 পূর্ববৈরঃ স্বপক্ষাণাং প্রোচ্চক্রে স ভূপতিঃ ॥ ১০৪০
 জিঘাংসৌ কথিতে রাজহ্যুল্হণেন পলায়িতঃ ।
 মল্লকোষ্টঃ সোপি কোপাদ্রাজ্য রাষ্ট্রাং প্রবাসিতঃ ॥ ১০৪১
 অনন্তাশ্রজমানন্দং বন্ধা দ্বারাধিকারিণম্ ।
 ব্যাধন্ত সৌকবং প্রজ্জিনামানং রাজবীজিনম ॥ ১০৪২

ভিক্ষু এবং পৃথীহর পুনর্বীর পুষ্পাণনাড়ায় গমন করিলেন, অজ্ঞাত লবন্তেরা রাজা সুসঙ্গকে প্রণতি পূর্বক কর প্রদান করিল । ১০৩৮

প্রধান সেনাপতি মহাবীর সিংহ ডামরদিগকে পরাজিত করিয়া সমস্ত মড়ব রাজ্যের বিদ্রোহ শান্তি করিলেন । ১০৩৯

বিপক্ষদিগকে নির্জিত করিয়া রাজা সুসঙ্গ কথঞ্চিৎ সুস্থ হইলেন এবং সুযোগ বুঝিয়া স্বপক্ষীয় বীরগণের পূর্ব বৈর অরণ করিয়া প্রতিশোধ লইতে ইচ্ছুক হইলেন । ১০৪০

উল্হণ মল্লকোষ্টকে এই সংবাদ দেন যে, রাজা ভোমাকে বধ করিতে উত্তত হইয়াছেন । ইহাতে মল্লকোষ্ট ভীত হইয়া পলায়ন করিলেন, রাজা কুপিত হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করেন । ১০৪১

তদনন্তর রাজা, অনন্ত-পুত্র আনন্দ দ্বারাধিকারীকে কারারুদ্ধ করিয়া, তৎপদে প্রজ্জি নামক সিদ্ধদেশাগত রাজকুলসম্বৃত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করেন । ১০৪২

গতোথ বিজয়ক্ষেত্রে সিংহেন সহিতোবিশৎ ।

নগরং তং চ বিশ্বস্তং বদ্ধা কারাগৃহেন্দিপং ॥ ১০৪৩

অনুস্মৃতিমহাবাত্যাগ্নৈরিতোম্বর্ষপাবকঃ ।

আচটাম কমাংবারি তস্ত ভূত্যান্দিধকতঃ ॥ ১০৪৪

সিংধকনসিংহাত্যামহুজাত্যাং সহাবধীং ।

শূলেধিরোপ্য সিংহং স রোযাবেশবিলুপ্তধীঃ ॥ ১০৪৫

কম্পনে শ্রীবকং চক্রে সুজ্জিং প্রজ্জৈঃ সহোদরম্ ।

বদ্ধা জনকসিংহং চ রাজস্থানে কয়োজয়ৎ ॥ ১০৪৬

আপ্তাশ্চ মজ্জিগশ্চাসংস্তুত বৈদেশিকান্ততঃ ।

বৈদেশজস্ত সৌভূত্যা লোহবস্ত্রং তম্বগাৎ ॥ ২০৪৭

অনন্তর রাজা বিজয়ক্ষেত্রে গমন করিয়া তথা হইতে সিংহের সহিত পুনর্বার শ্রীনগরে প্রত্যাগত হইয়াই উক্ত বিশ্বস্ত বীরকে কারাবদ্ধ করেন । ১০৪৩

পূর্ব-বৈরিতা-স্মরণ-রূপ মহাপবনে বুদ্ধি-প্রাপ্ত ক্রোধায়ী তদীয় ভৃত্যগণকে দণ্ড করিবার অভিপ্রায়ে রাজার হৃদয়স্থিত কমা-সলিল শোষণ করিয়া ফেলিয়াছিল । ১০৪৪

প্রচণ্ড ক্রোধে রাজার বুদ্ধি লোপ হইয়াছিল ; তিনি, সিংহ ও তাঁহার অনুজবয় সিংহ এবং ধকন সিংহকে শূলে দিয়া বধ করেন । ১০৪৫

তিনি শ্রীবককে প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত করিলেন এবং জনকসিংহকে কারাবদ্ধ করিয়া প্রজ্জির সহোদর সুজ্জিকে রাজস্থানে প্রাণবিকরণে প্রাণবিবাকের পদে নিযুক্ত করিলেন । ১০৪৬

এখন হইতে বৈদেশিকেরাই তাঁহার অন্তরঙ্গ সখ্য ও অমাত্য

অথ সর্বেপি মাশঙ্কাত্তং ত্যক্ত্ৱাপিপ্রিয়ন্ৱিপূন ।

শতৈকীয়ঃ কশ্চিদামৌদ্রাজধানীয়াং নৃপাশ্রিতঃ ॥ ১০৪৮

তেনাপ্রতিসমাধেয়ো ভূয়ঃ শাস্ত্বেপ্যুপদ্রবে ।

ইথযুদ্ধাপিতোনর্থো ন পুনর্যঃ শমং যদ্যৌ ॥ ১০৪৯

একাক্ষেপেপরেপি স্যার্বত্র ভূত্যা বিশঙ্কিতাঃ ।

তত্রাপরাধে প্রাক্তন্ত রাজ্যোবৈজ্ঞেব শত্ৰুভে ॥ ১০৫০

মাঘেথ মল্লকোষ্ঠাষ্টৈবাহতাঃ পুনরায়বুঃ ।

তে শূরপূরমার্গেণ ভিক্ষুপৃথীহরাদয়ঃ ॥ ১০৫১

হইল, স্বদেশীয়ের মধ্যে বাহারা তাঁহার সঙ্গে লোহরে গমন করিয়াছিল, কেবল তাহারাই রহিল । ১০৪৭

এই কারণে সকলেই ভীত হইয়া তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া শত্রু-পক্ষ আশ্রয় করিতে লাগিল ; শতকের মধ্যে হ্রত একজন তাঁহাকে আশ্রয় করিয়া রাজধানীতে ছিল । ১০৪৮

দেশের উপদ্রব শাস্ত হইলেও, তিনি এইরূপে যে অনর্থ উৎপাদন করেন, তাহার প্রতিকার অসাধ্য হইয়া পড়ে এবং উহা পুনর্বার নিবৃত্তও হয় নাই । ১০৪৯

যেখানে একজনকে অভিযুক্ত করিলে অপরাপর কর্ম্মাধিকারীরা সম্মত হইয়া পড়ে, সেক্ষেত্রে ভূত্যের অপরাধে অবজ্ঞা প্রকাশই প্রাক্ত রাজার পক্ষে প্রশস্ত । ১০৫০

অনন্তর মাঘ মাসে, মল্লকোষ্ঠাদির আস্থানে সাহস পাইয়া, ভিক্ষু ও পৃথীহর এবং অন্যান্য সকলে শূরপূর গিরিধর্ম্ম দিয়া আসিয়া পড়ে । ১০৫১

বিতস্তাপরিধাক্ষিপ্তা ভূরগম্যা দ্বিষামিষম্ ।

ইতি প্রায়ান্নবর্ষাং তাক্তা । রাজগৃহং নৃপঃ ॥ ১০৫২

বর্ষেষ্ঠানবতে চৈত্রে ডামবেষু যযুৎসুযু ।

অভ্যেত্য মল্লকোষ্টেন প্রাগেবাগ্রাহি সংগরঃ ॥ ১০৫৩

সৌম্ববীরৈঃ সহ রণং চকার নগরান্তরে ।

নৃপাবরোধৈঃ সৌধাগ্রাদালোকিতমথাকুলৈঃ ॥ ১০৫৪

ভিক্ষুণা ক্ষিপ্তিকাতীরে স্বক্কাবারো ব্রুবথাত ।

..... ॥ ১০৫৫

নৃপৌত্তানাদ মান্নিত্যরিক্তনায় মহানসে ।

দূরীক্কুরান্নদুরাভ্যো বাহভোজ্যায় ডামবঃ ॥ ১০৫৬

তখন রাজা মুসল প্রাসাদ পরিত্যাগ করিয়া নবমঠে গমন করিলেন, তিনি ঘনে করিয়াছিলেন এই স্থান প্রায় চারিদিকে বিতস্তা নদীদ্বারা পরিধারিত, এখানে শত্রুরা সহজে প্রবেশ করিতে পারিবে না । ১০৫২

লৌকিকাক্ষের ৪১৯৮ বৎসরে চৈত্রমাসে ডামবেরা যুদ্ধাভিলাষী হইলে মল্লকোষ্ট অগ্রসর হইয়া প্রথমেই যুদ্ধারম্ভ করিলেন । ১০৫৩

তিনি (মল্লকোষ্ট) যখন নগর মধ্যে অগ্ন্যারোহী সৈন্তের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন, তখন রাজার অবরোধবাসিনীরা সৌধচূড়া হইতে ভয়ব্যাকুলিত-নয়নে যুদ্ধ দেখিতেছিল । ১০৫৪

ভিক্ষু ক্ষিপ্তিকা তীরে কটক সন্নিবেশ করিলেন..... ১০৫৫

ডামর দস্যুরা রাজোত্তান হইতে রক্তন কাষ্ঠের জন্ত যুদ্ধ ছেদন করিয়া আনিতে লাগিল । রাজ-মন্দুরা হইতে অশ্ব ও ভারবাহী পশুর খাণ্ডোপযোগী ঘাস আহরণ করিতে আরম্ভ করিল । ১০৫৬

পৃথ্বীহরস্ত সংগৃহ্ণদস্যান্নডবরাজ্যজান্ ।

চকার বিজয়ক্ষেত্রে ষাণ্ডকটকসংগ্রহম্ ॥ ১০৫৭

তাণ্ডপ্রজ্জিমাখান্নকোষ্টযুদ্ধায় ভূপতিঃ ।

আদিশ্রাদাদবন্ধনং বৈশাখে সাহসোন্মুখঃ ॥ ১০৫৮

অকস্মাৎপতিতে তস্মিন্হতাবষ্টস্তবিক্রতাঃ ।

প্রমথঃ সেতুমুল্লভ্য জীবন্তাঃ কথঞ্চন ॥ ১০৫৯

নগরং মল্লকোষ্ঠাজিবাগ্রে প্রজ্জাবথাবিশং ।

পৃথ্বীহরানুজঃ স্রজ্জিং নির্জিত্য মনুজেশ্বরঃ ॥ ১০৬০

পরং পারং বিতস্তায়াঃ সেতুচ্ছেদাদনাপ্রবৎ ।

অর্কাচি তীরে স গৃহানন্ধাণাংক্ষিপ্তিকাং ততঃ ॥ ১০৬১

যখন পৃথ্বীহর মড়ব রাজ্যের দস্যুদিগকে সংগ্রহ করিয়া বিজয়-ক্ষেত্রে এক কর্তক সঞ্চয় করিতেছিলেন, তখন রাজা সুস্মল, প্রজ্জি প্রমথ বীরগণকে মল্লকোষ্ঠের সহিত যুদ্ধে ব্যাপ্ত থাকিতে আদেশ দিয়া বৈশাখ মাসে, স্বয়ং অসীম সাহসে পৃথ্বীহরকে হঠাৎ আক্রমণ করিলেন। রাজাকে হঠাৎ যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত দেখিয়া পৃথ্বীহরের সৈন্তেরা ভয়ে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিতে লাগিল। অনেক হত ও ক্ষত বিক্ষত হইল, এবং বহুক্ষেত্রে সেতু পার হইয়া “প্রাণে বাঁচিলাম” বলিয়া প্রভূত লাভ মনে করিয়াছিল। ১০৫৭—১০৫৯

ইহার পরে মল্লকোষ্ঠের সহিত প্রজ্জির তুমুল সংগ্রাম বাধিয়া যায়, এই অবকাশে পৃথ্বীহরের অনুজ ভ্রাতা মনুজেশ্বর স্রজ্জিকে যুদ্ধে পরাভূত করিয়া শ্রীনগরে প্রবিষ্ট হন; কিন্তু বিতস্তার সেতু ভগ্ন দেখিয়া তিনি নদী পার হইতে পারিলেন না কেবল নদীতটের নিকটস্থিত কতিপয় গৃহদাহ করিয়া ক্ষিপ্তিকাভিমুখে গমন করিলেন। ১০৬০।৬১

লবন্তৈর্নগরং প্রাপ্তং যম্ব। সুস্মলভূপতিঃ ।

আযমৌ বিজয়ক্ষেত্রাংসৈন্তমুখাপ্য বিহ্বলঃ ॥ ১০৬২

অহংপূর্ব্বিকয়ারাতিশকার্ত্তৈশ্চ নিজৈর্কলৈঃ ।

পীড়িতস্তত্ত গভীরাসিক্সসেতুরভজ্যত ॥ ১০৬৩

স কৃষ্ণবর্চসাং জ্যৈষ্ঠস্ত তস্তাসংখ্যাস্তম্ভয়ঃ ।

যথাগ্নিনা চক্রধরে তথা তত্রান্তসা মৃতঃ ॥ ১০৬৪

ভুজমুত্তম্য শময়সৈন্তানাং সত্ত্বমং নৃপঃ ।

ত্রৈলোক্যে পৃষ্ঠে পতিতঃ সরিদন্তরে ॥ ১০৬৫

লবন্তেরা শ্রীনগরে আসিয়া পড়িয়াছে মনে করিয়া রাজা সুস্মল নিতান্ত বিহ্বল হইয়া পড়েন, এবং বিজয়ক্ষেত্র হইতে সমস্ত সৈন্ত উঠাইয়া লইয়া আসিলেন । ১০৬২

কিন্তু হর্ভাগ্য ক্রমে তদীয় সৈন্তগণ শক্রভয়ে ভীত হইয়া সকলেই ভাবিল যে অগ্রে সেতুপার হইবে সেই বাঁচিবে ইহা মনে করিয়া “আমি আগে যাই আমি আগে যাই” করিয়া ব্যগ্রভাবে তাহারা গভীর নদীর সেতুর উপর একরূপ জনতা করিয়াছিল যে, তাহাদিগের ভার সহ করিতে না পারিয়া সেতুটা ভাঙিয়া পড়ে । ১০৬৩

চক্রধরে যেক্রপ অগ্নিকাণ্ডে বহুলোক বিনষ্ট হইয়াছিল সেইরূপ জৈষ্ঠী আসের কৃষ্ণা বর্ষাতে রাজার অসংখ্য সৈন্ত নদীজলে পতিত হইয়া জলমগ্ন হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয় । ১০৬৪

রাজা সুস্মল দুই হাত তুলিয়া সত্ত্বম সৈন্তগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ হইয়া আসিতে আদেশ দিতেছিলেন, এমন সময়ে ভয়ে পলায়মান কতিপয় সৈনিক তাহার পৃষ্ঠে পতিত হওয়ায়, তিনি নদীজলে পড়িয়া যান । তাহার সত্ত্বমের অন্ত্যস্ত—তাহারা জলে পড়িলে নিকটে

অনভ্যস্তাশুতরগৈরাশ্লিষ্য ক্রুড়িতোসকৃৎ ।

তরদায়ুগবিকাক্ষঃ স নিস্তীর্ণঃ কথঞ্চন ॥ ১০৬৬

অহুতীর্ণঃ বহুং তাক্ষ্য পাবে সামন্তসংকুলম্ ।

সহস্রাংশেন সৈন্তহু তীর্ণেনাহুগতো যয়ো ॥ ১০৬৭

সংত্যক্তানন্তদৈন্তোপি সোবষ্টন্তযয়ো যয়ো ।

প্রবিষ্টা নগরং মল্লকোষ্টমুখ্যানুগেহীৎ ॥ ১০৬৮

বিজয়স্তাথ জননী সিল্লাখ্যা স্বামিনৌজ্বিতম্ ।

নিদায় দেবসরসং সৈন্তং তদ্বিজয়েৎ৭ ॥ ১০৬৯

সাধ পৃথ্বীহরেণৈত্য হতা তত্রোপবেশনে ।

টিকশ্চ দন্তো ভূপালসৈন্তং বিদ্রাবিতং চ তৎ ॥ ১০৭০

যাহাকে পার তাহাকে জড়াইয়া ধরে, এই কারণে রাজা বহুবার জলমগ্ন হইয়া এবং সন্তরণশীল সৈনিকের অস্বাধাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া কোন ক্রমে তীরে উঠিয়া বাঁচিলেন । ১০৬৫/১০৬৬

যে সমস্ত সামন্ত রাজা ও সৈনিকগণ নদী পার হইতে পারে নাই, তাহারা অপর পারেই রহিয়া গেল ; রাজা তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিলেন । সমগ্র সৈন্তের সহস্রাংশ মাত্র নদী পার হইতে সমর্থ হয় । তাহারাই তাহার সঙ্গে সঙ্গে চলিল । ১০৬৭

বিপুল সেনাবল পরিভ্রষ্ট হইয়াও রাজা সাহস মাত্র সঞ্চল করিয়া ত্রীনগরে প্রবেশ করিয়াই মল্লকোষ্ট প্রমুখ বীরগণের সহিত যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন । ১০৬৮

অনন্তর বিজয়ের মাতা সিল্লা নামী রমণী রাজার পরিত্যক্ত দেহে দন্তমণ্ডলীকে বিজয়েৎ৭ হইতে দেব-সরস স্থানে লইয়া যান । ১০৬৯

তাহাতে পৃথ্বীহর উক্ত রমণীকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিয়া

পরং ব্যাঘ্রবিজ্ঞাবিবিদ্রুতে নিখিলে বলে ।

বিজঃ কল্যাণরাজাখ্যঃ সমরেভিমুখো হতঃ ॥ ১০৭১

মস্ত্রিডামরসামন্তসংকুলাসৌসুলাদলাং ।

পৃথীহরেণাগৃহস্ত বদ্ধা বৃন্দানি শস্ত্রিণাম্ ॥ ১০৭২

অবগাংস বিতস্তা হুং যাবস্তাবিদ্ভুতাবলাং ।

ওজানন্দবিজ্ঞানীংশ্চ বদ্ধা শূলে ব্যপাতয়ং ॥ ১০৭৩

মস্ত্রিণো জনকশ্রীবকাস্তা রাজাক্সজাস্তথা ।

তীর্থাদ্রিং বিকলাটায়ঃ শরণং প্রদ্যুঃ থশান্ ॥ ১০৭৪

ইথং পৃথীহরো লব্ধজয়ঃ সংগৃহ ডামরান্ ।

জিগীষুর্ভিক্ষুণা সাকং নগরোপাস্তমায়য়ো ॥ ১০৭৫

সেই স্থলে টিককে নিবেশিত করেন এবং রাজসৈন্তকে বিভাজিত করেন । ১০৭০

যখন রাজপক্ষের প্রায় সকল সৈন্তই পলায়ন করিল তখন অস্ত্র-বিজ্ঞাবিৎ কল্যাণরাজ নামক ব্রাহ্মণই সমুখ সমরে হত হইলেন । ১০৭১

রাজা সুসুলের বাহিনী মধ্যে অসংখ্য ডামর, মস্ত্রী, সেনাপতি ও সামন্ত রাজগণ থাকিলেও পৃথীহর যুদ্ধ করিয়া, তন্মধ্য হইতে বহু সৈনিককে বন্দী করিয়াছিলেন । ১০৭২

যৎকালে তিনি পলায়মান রাজসৈন্তের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া বিতস্তা-ভীরু পর্য্যন্ত গমন করেন, তখন ওজানন্দাদি বিজগণ তদীয় হস্তে বন্দী হইয়া পড়ে ও শূলারোপিত হইয়া নিহত হয় । ১০৭৩

জনকসিংহ, শ্রীবক প্রভৃতি মস্ত্রিগণ এবং কতিপয় রাজপুত্র পলাইয়া বিকলাটার গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ঋষদিগের আশ্রয় গ্রহণ করেন । ১০৭৪

ভূয়োপি মানুযাশৌৰ্যসংহৰ্তা সৰ্ব্বতন্ততঃ ।

রণঃ এববৃত্তে প্রাণংপুৰে রুদ্ধস্ত ভূপতেঃ ॥ ১০৭৬

নির্নিরোধঃ পথানেন নৃপাবসথ ইত্যভূৎ ।

সৈন্তে মড়বরাজ্যানাং স্বয়ং পৃথ্বীহরোগ্রণীঃ ॥ ১০৭৭

তন্তংসামন্তকুলজৈক্বীরৈঃ কাশ্মীরকৈর্ভটৈঃ ।

সমেতং ডামরকুলং দুর্জয়ং সৰ্ব্বতোভবৎ ॥ ১০৭৮

কাশ্মীরকাঃ শোভকাষ্ঠাঃ কাকবংশাঃ সহস্রশঃ ।

প্রখ্যাতা ভৈক্ষবে পক্ষে রত্নাঙ্কশ্চাপরেফুরন্ ॥ ১০৭৯

এইরূপে পৃথ্বীহর জয়লাভ করিয়া ডামরদিগকে সংহার করিলেন এবং রাজাজন্মেচ্ছায় ভিক্ষুর সহিত ত্রীনগরের সন্নিকটে চলিলেন । ১০৭৫

রাজা হুসুল পূর্ববৎ নগর মধ্যে অবরুদ্ধ হইয়া পড়িলেন এবং পূর্ববৎ উভয় পক্ষের বহুসৈন্য ও অশ্বাদি তুমুল যুদ্ধে বিনষ্ট হইতে লাগিল । ১০৭৬

এই পথে যাইলে নির্ঝিরে রাজভবনে প্রবেশ করিতে পারা যাইবে ভাবিয়া পৃথ্বীহর মড়বরাজ্যের ডামরদিগের অগ্রণী হইয়া চলিলেন । ১০৭৭

ডামরেরা সামন্ত রাজবংশীয় বীরগণ ও কাশ্মীর যোদ্ধাদের সহিত মিলিত হওয়ার নিতান্ত দুর্জয় হইয়া উঠিল । ১০৭৮

শোভক নামক কাশ্মীরিগণ এবং সহস্র সহস্র কাকবংশীয় বীরগণ ও রত্নাদি অপরাপর যোদ্ধারা ভিক্ষাচন্দের বাহিনী মধ্যে সম্মিশ্রিত বিখ্যাত হইয়াছিল । ১০৭৯

নদন্তঃ স্ববলান্নাত্তুসুলং শৃংখতোদ্রিষৎ ।

পৃথ্বীহরেণাগণ্যস্ত বাহুভাণ্ডানি কৌতুকাৎ ॥ ১০৮০

হিষ্ণা ভূৰ্ঘ্বা ভূৰ্ঘাদি পরিচ্ছেদ্যঃ স কৌতুকী ।

ঋপাকঙ্কুদুভীভাণ্ডশতানি দ্বাদশাশকং ॥ ১০৮১

তথা বিনষ্টসৈন্তোপি ত্রিংশদ্বিশৈশূপান্নজৈঃ ।

মিতৈঃ স্বদেশজৈশ্চারীনপ্রতিজগ্ৰাহ সুসঙ্গলঃ ॥ ১০৮২

রাজজ্ঞাবিচ্ছটিকুলোদ্ভূতাবুদয়ধনুকৌ ।

চম্পাবল্লাপুরাধীশাবুদয়ব্রহ্মজজ্জলৌ ॥ ১০৮৩

তেজোমল্লহংসানাং ধুর্যো হরিহড়োকসঃ ।

কলিকাতিজিকাহানসব্যরাজাদয়ন্তথা ॥ ১০৮৪

অপক সৈনিকের সিংহনাদ রণবাণ্ড সহ মিশ্রিত হইয়া তুসুল কোলাহল উৎপাদন করিল ; পৃথ্বীহর তাহা শুনিয়া কৌতুকে উৎসব বাণ্ড মনে করিতেছিলেন । ১০৮০

তিনি কৌতুকবশতঃ বহুসংখ্যক তুরীভেরী ব্যতীত ঋপাকদিগের ।
বারশত ঢকা প্রভৃতি বাণ্ডভাণ্ড গণনা করিয়াছিলেন । ১০৮১

রাজা সুসঙ্গলের বহু সৈন্ত বিনষ্ট হইয়াছিল, তথাপি তিনি বিশ ত্রিশ জন রাজপুত্র ও কতিপয় স্বদেশজ সৈন্ত লইয়া শত্রুগণের সম্মুখীন হইলেন । ১০৮২

ইচ্ছটিকুলোৎপন্ন উদয় ও ধনুক নামা রাজজ্ঞবয়, চম্পাধিপতি উদয় ও বল্লাপুরাধিপতি ব্রহ্মজজ্জল, হরিহড় নিবাসী মল্লহং হংসদিগের প্রধান পুরুষ ভেজ এবং কলিকাতিজিকাহানীয় স্যরাজ প্রভৃতি বীরগণ ভাবুকবংশোৎপন্ন নীলাদি বিড়ালপুত্রেরা ও দামপাল এবং তাঁহার যুবাশ্রুত সহজিক ও অপর্যাপর বহুকুলজাত বীরগণ পরমাক্রোশে

বিভাগপুত্রা নীলাজ্ঞা ভাবুকায়সম্ভবাঃ ।

রামপালঃ সহজিকো যুবা তন্ত চ নন্দনঃ ॥ ১০৮৫

নানাবংশাঃ পরেন্দ্রাঃ সংগ্রামব্যগ্রতাজুযঃ ।

পুরোপরোধসংনন্দানকঙ্কসর্বতো বিপূন ॥ ১০৮৬

তনুজনির্কিশেবেণ বিন্হণেন মহীভুজঃ ।

রণাঃ সর্বভাঃ গ্রাহি বিজয়াঐত্বশ্চ সাধ্বিভিঃ ॥ ১০৮৭

স্বয়মুত্তমিনা রাজ্ঞা বর্ষণেব নিভৌ ভূজৌ ।

সুজিপ্রজ্ঞী পাণ্যমানা ভূতাং রণকর্মঠৌ ॥ ১০৮৮

তাভ্যাং সাখ্যবনীকুর্স্নাজ্যোৎপত্তিং মহীপতিঃ ।

স মহাব্যসনে তস্মিন্ময়্যগুচধুরোভবৎ ॥ ১০৮৯

তৎপক্ষা ভাগিকশরভাসিস্বস্মিন্মুকটাঃ ।

কলশাশ্চ কুশলা বিপক্ষকোভণেভবন্ ॥ ১০৯০

ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়া যেখানে যেখানে শত্রুরা পুর অবশেষের চেষ্টা করিতেছিল সেই সেই স্থানে তাহাদিগের প্রবলবেগে প্রতিরোধ করিতেছিলেন । ১০৮৩—১০৮৬

যুদ্ধকালে রাজার পুত্রতুল্য বিন্হণ ও বিজয় প্রভৃতি অখারোহী শূরগণ সর্বান্ত্রে অগ্রসর হইয়াছিল । ১০৮৭

যুদ্ধদর্শন সুজি ও প্রজি রাজার দুই বাহু স্বরূপ ছিলেন ; রাজা স্বয়ং তাহাদিগের স্বকার্ষ বর্ষ-স্বরূপ হইয়াছিলেন । ১০৮৮

রাজা যেমন এই দুই বীরপুরুষকে রাজ্যের তুল্য-ভোগী করিয়া-ছিলেন, এই বিঘন সঙ্কট তাহারাও সেইরূপ সমগ্র ভার অকপটে বহন করিয়াছিল । ১০৮৯

রাজপক্ষীয় ভাগিক, শরভাসি, মন্মুনি, মুকট এবং কলশাদি বীরগণ অস্বাতি বর্ধনে কৃতি হইয়াছিল । ১০৯০

ভূভর্তৃষ্টকবিষয়ে লবরাজস্ত নন্দনঃ ।

আসীৎকমলিন্দ্ৰচান্দ্র সংগ্রামাগ্রসরঃ প্রভোঃ ॥ ১০২১

প্রহারং বলিনস্তস্ত চামরধ্বজশোভিনঃ ।

প্রতিমন্ত্ৰেব নাগস্ত হর্যারোহা ন সেহিরে ॥ ১০২২

অমুজঃ সজ্জিকঃ পৃথ্বীপালো ভ্রাতুঃ স্মৃতোস্ত চ ।

পাঞ্চালৌ কাল্হনস্তেব পার্শ্বরক্ষিত্বমায়বুঃ ॥ ১০২৩

এতাবত্তিত্ত্বৈতরৈব রাষ্ট্রেপি কুপিতেজয়ং ।

ভূরিম্বর্ণার্ণণোপাটন্তর্কাজিভিচ্চ মহীপতিঃ ॥ ১০২৪

তত্র তজ্জাহবে সোপি বভ্রামাসংভ্রমো নৃপঃ ।

উৎসবে গৃহমেধীব মণ্ডপে মণ্ডপে শ্রয়ম্ ॥ ১০২৫

রাজার ঈকভূমির শাসনকর্তা লবরাজ নন্দন কমলয়ুগ প্রভুর
অগ্রগামী সেনাদলের মধ্যে থাকিয়া যুদ্ধ করিতে ছিলেন । ১০২১

নব মদমত্ত মাতঙ্গের স্ত্রায় এই কিশোর-বয়স্ক বলবান বীর যখন
চামরধ্বজ শোভিত হইয়া শস্ত্র প্রহার করিতে আরম্ভ করিলেন, তখন
বিপকের অরোরোহীরা কোনক্রমেই তাগ সহ করিতে পারে নাই । ১০২২

যেমন পাঞ্চালতনয় শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জুনের পার্শ্বরক্ষক
ছিলেন, সেইরূপ কমলিন্দের অমুজ সজ্জিক এবং তাঁহার ভ্রাতৃনন্দন
পৃথ্বীপাল তাঁহার উভয় পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল । ১০২৩

রাজার প্রকৃতিবর্ণ বিদ্রোহিভাবাপন্ন হইলেও তিনি পূর্বোক্ত
ভৃত্যবহুগুলির বীরপণায় এবং বহু স্বর্ণব্যায়ে সংগৃহীত অরোরোহীদিগের
সাহায্যে যুদ্ধে জয়ী হইলেন । ১০২৪

গৃহস্থ যেকোন উৎসব সময়ে গৃহে গৃহে পরিক্রমণ করে, রাজা
অনুসন্ধানও সেইরূপ নির্ভয়ে সংগ্রাম স্থলে বিচরণ করিয়াছিলেন । ১০২৫

তন্তু হি বসনং ত্রাসহেতুঃ প্রাতৃহৃৎক্রমে ।
 প্রবৃদ্ধিং প্রাপ্তমভবকৈর্ধ দাযাথ ধীমতঃ ॥ ১০২৬
 ক্রৈবাকৃদ্ভয়মাপাতে মধ্যপাতে ন তাদৃশম্ ।
 করক্ষিশুং যথা শীতং মজ্জনে ন তথা পয়ঃ ॥ ১০২৭
 বৈরিসৈন্ততমো যত্র যত্র জ্যোৎস্নেব নির্যযৌ ।
 সিতাসিতা চ ভৃভর্ষুস্তত্র তত্রাত্ত বাহিনী ॥ ১০২৮
 একদা কৃতসংকেতাঙ্কল্যামাহবমেলকৈ ।
 মহাসরিতমুত্তীৰ্ষ ডামরা নগরেপতন্ ॥ ১০২৯

রাজা বাস্তবিক বিপদের স্বত্রপাত সময়ে ভীতি-বিহ্বল হইয়াছিলেন,
 কিন্তু যখন বিপদ ঘোরতর হইয়া উঠিল তখন ধীমান্ রাজার ধৈর্য ও
 শৌর্য বৃদ্ধিই পাইয়াছিল । ১০২৬

হঠাৎ ভয় উপস্থিত হইলে অনেকেই বিমূঢ় হইয়া পড়ে, কিন্তু
 বিপদের মধ্যে পড়িলে আর সে বিহ্বলতা থাকে না ; শীতল জল কেহ
 গায়ে ছড়াইয়া দিলে যেমন শীত বোধ হয়, জলে মগ্ন হইলে তেমন
 শীত বোধ হয় না । ১০২৭

যগস্থলের যে যে প্রদেশে শত্রুগণ নিবিড় অন্ধকারের ভায়ে
 দেখাইভেছিল, সেই সেই প্রদেশেই উৎসাহ-সম্পন্ন তেজস্বী
 বাহিনী অধিকার করিয়া নিগত হইতেছিল । ১০২৮

উভয় পক্ষ তুলা সাহসে যুদ্ধ করিতেছিল, এমন সময়ে ডামরেন্দ্র
 সক্ষেত অতুসারে মহাসরিত নদী পার হইয়া, শ্রীনগরে নিপতিত
 হইল । ১০২৯

অসীমনগরস্থানবিভক্তকটকো নৃপঃ ।

পরিমেষাশ্ববান্ভাশ্বিনতঃ স্বয়মাত্রবৎ ॥ ১১০০

নাভজড্ডামরানীকন্তেন বিদ্রাবিতো হুতিম্ ।

হেমন্তমক্ৰতা কীর্ণপর্ণাশিবিবেরিতঃ ॥ ১১০১

আনন্দঃ কাককুলজো লোষ্ট্রশাহনলাদয়ঃ ।

অন্তে চ ডামরানীকে খ্যাতা ভূভূট্টেইহতাঃ ॥ ১১০২

লগ্নাভিধাতানানীতানাজঃ ক্রুরস্ত দৃকপথম্ ।

বহ্নিভ্রম্মুশ্চণ্ডালা ইব রাজোপজীবিনঃ ॥ ১১০৩

ভয়ানকোপাদ্রিয়ারুচ্যাপরে ভৈক্ষবাস্ততঃ ।

আসন্নভূত্যবোভূবনকটকৈর্বেষ্টিতা বিধাম্ ॥ ১১০৪

বিশীর্ণ নগরের নানাস্থানে রাজসৈন্য বিভাগক্রমে অল্প অল্প সংখ্যায় বিস্তৃত ছিল, ডামরদিগকে নগর প্রবেশ করিতে দেখিয়া রাজা স্বয়ং অখারোহী সৈন্য লইয়া তাহাদিগকে বিভাঙিত করেন । ১১০০

যেমন হেমন্ত পবনে বিচলিত শুকপত্র চারিদিকে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে, সেইরূপ ডামরেরা রাজার দ্বারা বিভাঙিত হইয়া যুদ্ধ করিতে পারিল না । ১১০১

ডামরচম্ মধ্যে কাককুলজাত আনন্দ, লোষ্ট্রশাহি এবং অনলাদি বীরগণ রাজপক্ষীয় সৈনিকদিগের হস্তে নিহত হইলেন । ১১০২

চণ্ডালবৎ রাজাহুচরেরা আহত ডামরদিগকে নিষ্ঠুর রাজার সম্মুখে আনিয়া বধ করিয়াছিল । ১১০৩

তাহার পরে ভিক্ষু-পক্ষীয় অপরাপর সৈনিকেরা অধে সোপাঙ্গি পূর্বতে আশ্রয় লইল । কিন্তু সেখানেও রাজসৈন্যদল তাহাদিগকে

যো মার্গো দুর্গমঃ পল্লিগোপি জাতুং ততঃ স ত্বান্ ।
 তত্র ব্যাপারয়ামাস ভিক্ষুর্নানী তুরবমান ॥ ১১০৫
 কথঞ্চিপল্লিগা বিকৃত্রীবস্ত্রাগ্রহীমুহঃ ।
 পার্শ্বে পৃথীহরো রুঢ়িঃ স্বিত্রাশ্চান্তে মহাভটাঃ ॥ ১১০৬
 বেলাদিভিরিবোদ্ধৈস্তৈঃ সিন্ধৌ তৈর্দ্বিষতাং বলে ।
 রুদ্ধে গোপাচলং ত্যক্ত্ৱা তেজ্ঞানারুহর্গিরীন্ ॥ ১১০৭
 অথোদতিষ্ঠানামেন রাজানীকশ্চ বাহিনী ।
 মল্লকোষ্টশ্চ পত্যখকোভিতাশেষদিক্জটা ॥ ১১০৮

বেষ্টিত করিয়া ফেলিলে, তাহাদিগের মৃত্যু আসন্ন বলিয়া বোধ
 হইয়াছিল । ১১০৪

তখন তাহাদিগের রক্ষার্থ মহামানী ভিক্ষু সাদী সৈন্ত লইয়া
 পক্ষীরও দুর্লভ্য গিরিবন্ধ দিয়া অগ্রসর হইলেন । ১১০৫

পৃথীহরের গ্রীবাদেশে একটা তীর বিদ্ধ হইয়াছিল, তথাপি তিনি ও
 আর দুই তিন জন বোদ্ধা ভিক্ষুর পার্শ্বে পার্শ্বে থাকিয়া শৈলারোহণ
 করিয়াছিলেন । ১১০৬

যে রূপ উন্নত বেলাভূমি উদ্যম সাগরতরঙ্গকে তীর অতিক্রম
 করিতে দেয় না, সেইরূপ শত্রুসৈন্তেরা গিরি আরোহণে বাধা পাইয়া
 গোপাচল পরিত্যাগ করিয়া অত্যাচার গিরি শিখরে উঠিয়া
 পড়িল । ১১০৭

অনন্তর রাজ-অনীকিনীর বামপার্শ্ব দিয়া মল্লকোষ্টের বাহিনী
 উঠিয়া পড়িল । তদীয় পদাতি ও সাদী সৈন্তের কোলাহলে দিগ্‌মণ্ডল
 পরিপূরিত হইয়াছিল । ১১০৮

অধিপৃষ্ঠগ্রহব্যট্টৈস্তিষ্ঠনুৈর্কাজিতো বহ্নৈ ।

ভদ্রাজ্যাবধিলৈবৈব হতো রাজৈত্যসংশয়ম্ ॥ ১১০৯

আপাতং স্তসলো রাজা যাবন্তস্তা বিসৌচবান্ ।

তাবৎসাবরজঃ প্রজ্জিরাজগাম বণাঙ্গনম্ ॥ ১১১০

আবাচবহ্লাট্টম্যাং স হয়্যারোহমেলকঃ ।

নিজশস্ত্রধ্বনিপ্রান্তসাধুবানো মহানভুং ॥ ১১১১

তাভ্যাঃ স'শামিতো যুদ্ধে সস্তুঃ সমমীরণঃ ।

দাবো নভোনভস্তাভ্যামিব প্রাপাশু বৃষ্টিভিঃ ॥ ১১১২

সংগ্রামবহলে কালে তাদৃগতো ন কোপাভুং ।

যাদৃক্ দিবসো বীর্যশৌচীর্ষনিকষোপলঃ ॥ ১১১৩

রাজপক্ষীয় সৈন্তেরা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে ব্যস্ত ছিল, সুতরাং রাজা সৈন্তদল হইতে দূরে পড়িয়াছিলেন, সকলেই মনে করিল এইবার রাজা নিশ্চয়ই হত হইয়াছেন । ১১০৯

রাজা স্তসল কোনরূপে মল্লকোটের বাহিনীর আক্রমণ সহ্য করিলেন, ইত্যবসরে সাত্ত্বজ প্রজ্জি বণক্ষেত্রে আসিয়া পড়িলেন । ১১১০

আবাচ মাসের কৃষ্ণাষ্টমী তিথিতে অখারোহীদিগের তুমুল সংগ্রাম হয়, বীরগণের স্ব স্ব শস্ত্রের ঝনঝনা শব্দেই মহান সাধুবান উঠিয়াছিল । ১১১১

দাবানলের সহিত সমীরণ যোগ দিলেও যেমন শ্রাবণ ভাজের বারিধারায় তাহা শীঘ্রই প্রশমিত হয়, সপুত্র মল্লকোটও সেইরূপ হুজ্জি প্রজ্জির হস্তে সম্বরে পরাভূত হইলেন । ১১১২

উক্ত সময়ে বহু যুদ্ধই সংঘটিত হইয়াছিল কিন্তু গোপাজির যুদ্ধেই প্রকৃতপক্ষে বীরগণের শৌর্য্যবীর্য্যের পরীক্ষা হইয়াছিল । ১১১৩

অনৌকিনী লাহরী সা বিলম্বেনায়াবাবিতি ।
 তেষামুৎপাটনেচ্ছনাং নাভবদন্তমেলকঃ ॥ ১১১৪
 অন্তোন্তস্ত পরিজ্ঞাতা দিবসে তত্র সংকটে ।
 ভিকোভু'মিত্ততা শক্তিভু'মিত্তবু'শ্চ ভিকুণা ॥ ১১১৫
 ততো মড়বরাজ্যাংস্তান্তোদ্ধুং তত্বেব নির্দিশন্ ।
 ক্ষিপ্তিকারোধসা যুদ্ধমেত্য পৃথ্বীহরোগ্রহীৎ ॥ ১১১৬
 দিগন্তরাদথায়াতো যশোরাজো মহীভূধা ।
 মণ্ডলেশ্বরতাং নিষ্ঠে রিপূনপ্রতি জিহীষুণা ॥ ১১১৭
 খেরীকার্যে পুরা তস্ত লবন্যা দৃষ্টবিক্রমাঃ ।
 রণেষু মুখমালোক্য শতশঃ প্রচকম্পিরে ॥ ১১১৮

লাহর চমু অনতিবিলম্বে রণস্থলে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতেই,
 বিদ্রোহীরা রাজসৈন্য দলনে সমর্থ হয় নাই । ১১১৪

এই গিরি সঙ্কটের যুদ্ধেই রাজা সুস্মল ও ভিকু উভয়েই
 পরস্পরের শক্তির পরিচয় পাইলেন । ১১১৫

অনন্তর পৃথ্বীহর মড়ব দেশীয় সেনাগণকে তাহাদিগের স্ব স্ব স্থানে
 থাকিয়াই যুদ্ধ করিতে আদেশ দিয়া স্বয়ং ক্ষিপ্তিকা নদীর তটদেশে
 আক্রমণ করিয়া যুদ্ধারম্ভ করিলেন । ১১১৬

এই সময়ে যশোরাজ বিদেশ হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন,
 রাজা শক্র-জয়াভিলাষে তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বরের পদে নিযুক্ত
 করিলেন । ১১১৭

যৎকালে যশোরাজ খেরী কার্যে নিযুক্ত ছিলেন, তৎকালে লবন্তেরা
 তাঁহার বিজয়ের পরিচয় পাইয়াছিলেন, এক্ষণে রণক্ষেত্রে তাঁহার
 মুখ দেখিয়া ওঁহারা ভয়ে শত শত বার কম্পিত হইতেছিল । ১১১৮

কুসুমালেপনচ্ছত্রহাদিপ্রতিপত্তিভঃ ।

সর্বোন্মাদভিনন্দ্যস্বঃ তং রাজা শ্রমিবানমৎ ॥ ১১১৯

দীর্ঘোপপ্লেবয়্যাপ্যেয দুঃস্থিতঃ স্বাস্থ্যগিপ্সয়া ।

জনো যবক্ তজ্জাহ্যং নববৈশ্ব ইবাতুরঃ ॥ ১১২০

জ্যায়াসং পঞ্চচক্রাখ্যং শেবাণং পর্গজন্মনাম্ ।

মৃগতিশ্রমকোষ্টস্ত প্রাতিপক্ষ্যে ক্রয়োজয়ৎ ॥ ১১২১

শিশুশ্চুড়ভাখ্যয়া মাত্রা পালিতঃ স শটনৈঃ শটনৈঃ ।

আশ্রয়মাণোহুচরৈঃ পিত্র্যোঃ কিঞ্চিৎপ্রথাং যয়ো ॥ ১১২২

যশোরাজাহুযাভেন রাজা জন্তেষু নির্জিতাঃ ।

কেচিস্তংপক্ষমভজনন্তথাঃ কেচিচ্চ ডামরাঃ ॥ ১১২৩

রাজা তাঁহাকে কুসুম আলেপন, ছত্র অঞ্চ ও বহু সন্মান প্রদান করিয়া সকলের চক্ষে আশ্চর্য্য সন্মানাস্পদ করিয়া তুলিলেন । ১১১৯

লোকে যেমন বহুদিন রোগ ভোগ করিয়া রোগ অগাধ না হইলে, মৃতন বৈশ্ব দেখিলে অস্বাভিত হয় এবং তাহার উপর শ্রদ্ধা লু হয়, যশোরাজকে দেখিয়া সকলের প্রীতি জন্মিল এইবার তাহাদিগের বহুকাল ব্যাপী দুর্দিন শীঘ্রই দূর হইবে । ১১২০

পঞ্চচক্রে মল্লকোষ্টের প্রতিপক্ষে যুদ্ধার্থ নিযুক্ত করিলেন । তদনন্তর রাজা, গর্গের মৃতাবশিষ্ট পুত্রদিগের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ পঞ্চচক্র মিতান্ত্র কিশোরবয়স্ক যুবা, তখনও তদীয় জননী চুড়ভার তত্ত্বাবধানেই ছিলেন, তিনি ক্রমে পিতার অহুচরগণের সহিত মিলিত হইয়া কথকিত প্রখ্যাত হইয়া উঠেন । ১১২১, ১১২২

রাজা ডামরদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধে চলিলেন । যশোরাজ তাঁহার পশ্চাদ্গামী হইলেন ; ডামরেরা পরাহৃত হইয়া ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িল কেহ কেহ রাজ পক্ষে আসিয়া যোগ দিল । ১১২৩

স তিস্রুঃ প্রথমো পৃথীহরঃ স্বমুণবেশনম্ ।
 মল্লকোষ্ঠোন্মুখো রাজা নির্জগামামরেশ্বরম্ ॥ ১১২৪
 অত্রাস্তরে মল্লকোষ্ঠো বিশ্বজ্য নিশি তস্ববান্ ।
 সদাশিবাস্তিকে শৃঙ্গাং রাজধানীমদাহয়ৎ ॥ ১১২৫
 পৃথীহরেণ ভূয়োপি যোদ্ধুংগাগচ্ছতাসকুৎ ৷
 প্রজ্জিহুজ্জিমুখা যুদ্ধমকুর্ক্বন্থিক্ষিপ্তিকাতটে ॥ ১১২৬
 বারং বারং লবজঃ স নগরে নির্দহনৃগৃহান্ ।
 শ্রায়ঃ শৃঙ্গহমনয়দ্বিতস্তাতীরমুক্তমম্ ॥ ১১২৭
 তত্র তত্র রণানুকূর্ক্বন্থপ্রাণসন্দেহদায়িনঃ ।
 আচক্রামাথ নৃপতির্লহরং বহলৈর্কলৈঃ ॥ ১১২৮

পৃথীহর ত্তিকাচরকে সঙ্গে লইয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন, রাজা
 তখন মল্লকোষ্ঠের অভিমুখে অমরেশ্বরে চলিলেন । ১১২৪

এই অবসরে মল্লকোষ্ঠ কতিপয় তস্বরকে নিশিযোগে প্রেরণ
 করিয়া সদাশিবের সমীপস্থিত শৃঙ্গ রাজপ্রাসাদ ভস্মীভূত
 করাইয়া ছিলেন । ১১২৫

পুনর্বার পৃথীহর কয়েকবার যুদ্ধ করিতে আসিলে, প্রজ্জি ও হুজ্জি
 প্রমুখ বীরগণ তাহার সহিত ক্ষিপ্তিকা তটে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ১১২৬

এই লবজ বারংবার শ্রীনগরে আসিয়া বহুসংখ্যক গৃহ দগ্ধ
 করিয়া যান এবং বিত্তস্তা তীরস্থিত উত্তমোত্তম স্থানগুলি প্রায় জন-
 শূন্ত করিয়া ফেলিয়াছিলেন । ১১২৭

তাহার পর রাজা নানাস্থানে প্রাণসংশয়প্রদ যুদ্ধ করিয়া বহু
 সৈন্য লইয়া লহর আক্রমণ করিলেন । ১১২৮

সিদ্ধং তরন্তো নিঃসেতুং দৃতিভঙ্গ্যযুজ্জলে ।

মন্দিরং কন্দরাজ্যাস্তদীয়াঃ সমবর্তিনঃ ॥ ১১২৯

দরদেশং যদৌ মল্লকোষ্টো রাজ্য নিরাকৃতঃ ।

সপুত্রোপ্যভজ্জুড্ডা প্রারোহং লহরাস্তবে ॥ ১১৩০

আনিজিরে জয্যকেন লবন্তেন নৃপাস্তিকম্ ।

বিঘলাটাস্তরাস্তেথ জনকশ্রীবকাদয়ঃ ॥ ১১৩১

লহরায়ক্যতিক্রান্তনিদাঘঃ শরদাগমে ।

শমালাং নির্যযৌ রাজা যশোরাজ্যস্থিতস্ততঃ ॥ ১১৩২

ভগ্নং পৃথ্বীহরত্রাসাংসৈস্তং রক্ষন্ননীমুখে ।

আজৌ সজ্জাযজো ডোঘনামা রাজশুভো হতঃ ॥ ১১৩৩

সিদ্ধনদীতে সেতু বন্ধন না করিয়াই চন্দ্রভাণ্ড (ভিত্তি) অবলম্বন পূর্বক নদী পার হইবার সময় ভিত্তি ফাটিয়া যাওয়ায়, রাজপক্ষীর কন্দরাজ প্রভৃতি যমমন্দিরে উপনীত হইলেন । ১১২৯

রাজার আক্রমণে মল্লকোষ্ট পরাজিত হইয়া দরদ দেশে পলায়ন করিলে, সপুত্রা জুড্ডা লহররাজ্যে ক্ষমতালালিনী হইয়া উঠিলেন । ১১৩০

অনন্তর লবন্ত জয্যক বিঘলাটা হইতে জনকসিংহ শ্রীবকাদিকে রাজসমীপে আনিয়ন করেন । ১১৩১

অনন্তর রাজা লহর-ব্যাপার শেষ করিতে করিতে গ্রীষ্মকাল শেষ হইল ; শরদাগমে যশোরাজকে লইয়া শমালাভিমুখে নির্গত হইলেন । ১১৩২

পৃথ্বীহরের ভয়ে পলায়িত রাজসৈন্য রক্ষা করিবার সময় সজ্জাযজ ডোঘ নামক রাজপুত্র মনৌমুখের যুদ্ধে নিহত হন । ১১৩৩

যুদ্ধে সুবর্ণসানুরগ্রামশূরপুরাদিষু ।
 কুর্কঃশব্দং পঃ প্রাপ পর্যায়েন জয়াজয়ো ॥ ১১৩৪
 শ্রীকল্যাণপুরাভ্যং নীতে পৃথ্বীহরাদিভিঃ ।
 শ্রীবকে নাগবটীয়া যুধি প্রাপুঃ প্রমাপনম্ ॥ ১১৩৫
 পৌষে সুবর্ণসানুরান্নিহন্ত্য মাতুরন্তিকম্ ।
 টিকং স দেবসরসং ব্যস্তজগদগর্বলভাম্ ॥ ১১৩৬
 শ্বেন রাজশচ সৈন্তেন সহিতা সা জিতাহিতা ।
 অকস্মাত্তত্র টিকেন নিপত্য নিহতা যুধি ॥ ১১৩৭
 স জীবধং বাধাংপাপী দ্বিতীয়মপি নিঘূর্ণঃ ।
 বিশেষঃ কোথবা তির্ঘণ্মেচ্ছতক্বররক্ষসাম্ ॥ ১১৩৮

রাজা সুসঙ্গ, সুবর্ণ সানুর গ্রামে শূরপুরে ও অত্যাশ্রয় স্থানে যুদ্ধে
 ব্যাপ্ত হইয়া কখন জয় কখন পরাজয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। ১১৩৪

পৃথ্বীহরের আক্রমণে শ্রীবক পরাস্ত হইয়া শ্রীকল্যাণপুর হইতে
 ভ্রম দিয়া পলায়ন করেন। নাগবট প্রমুখ বীরগণ তাহাতে প্রাণত্যাগ
 করেন। ১১৩৫

পৌষ মাসে, সুবর্ণ সানুর হইতে পৃথ্বীহর টিককে গর্গ'পত্নী
 ছুড়ার বধার্থ দেব-সরসে প্রেরণ করিয়াছিলেন। ছুড়া বীররমণী
 ছিলেন, তিনি স্বীয় সৈন্ত ও রাজসৈন্তের সাহায্যে শত্রুদিগকে পরাজিত
 করিয়াছিলেন, কিন্তু টিক সহসা তথার আসিয়া ছুড়াকে নিহত
 করে। ১১৩৬, ৩৭

মহাপাপী নিষ্ঠুর টিক এই দ্বিতীয়বার জীবধ করিল। অন্তঃপর
 পশু, স্নেহ, তরু ও রাক্ষস হইতে তাহার আর কি প্রভেদ
 রহিল ? ১১৩৮

অবলাঃ স্বামিনীং হস্তমানাং ত্যক্তা পলায়িতাঃ ।
 চিত্রং পশুপতাঃ শত্রুং স্বীচক্ৰলীহরাঃ পুনঃ ॥ ১১৩০
 জীবৎপ্রাগাগতং শয্যাং ভূম এবোদ্ধগং নৃপঃ ।
 জাভা মড়বরাজ্যং স প্রযযৌ বিজয়েশ্বরম্ ॥ ১১৪০
 মল্লরাজতনুজানাং নিজা দ্বিষ্টৈব বহুর্জনা ।
 বভূব প্রভবিষ্ণুশ্চ ব্যাপদাপাতদুতিকা ॥ ১১৪১
 প্রায়শ্চাত্ততনে কালে ভূত্যাশ্রিতউবুদ্বয়ঃ ।
 দর্শয়ন্তি সমুৎসার্ষ সারং দোষভূষণম্ ॥ ১১৪২
 আবাল্যাৎসংস্কৃতান্নীলবচঃপরুষভাবিতৈঃ ।
 নিগৌ রবৈর্ব্যশোরাজৌ রাজ্ঞি তস্মিনব্যবজ্যত ॥ ১১৪৩

আর অবলা স্বামিনীকে শত্রু হস্তে ফেলিয়া যাহারা পলায়ন
 করিয়াছিল, সেই পশু-প্রায় নিলজ্জ লবণ্যেরা পুনর্বার অস্ত্রধারণ
 করিল কিরূপে ? কি আশ্চর্য্য ! ১১৩০

কিয়ংকাল পূর্বে মড়ব রাজ্যে কিঞ্চিৎ শাস্তি স্থাপিত হইয়াছিল,
 যখন রাজা শুনিলেন, তথায় পুনর্বার বিদ্রোহ উপস্থিত, তিনি তৎক্ষণাৎ
 বিজয়েশ্বরে প্রস্থান করিলেন । ১১৪০

মল্লরাজ পুত্রদিগের জিহ্বাই দুই সপ্তমতীর আবাস স্থান ;
 তাঁহাদিগের প্রভুত্বের অবসান এই দুই-জিহ্বার ব্যবহারেই জানা
 যাইত । ১১৪১

আধুনিক সময়ে ভূত্যাগণ প্রায়ই চালুনি-ধর্ম্ম-বিশিষ্ট দেখা যায়,
 যাহা কিছু সার তাহা নিম্নে ফেলিয়া দেয়, উপরে দোষরূপ ভূষ-গুলিই
 প্রদর্শন করে । ১১৪২

রাজা সুসঙ্গ বাগ্যকাল হইতেই অশ্লীল এবং নির্দয় ব্যক্তি

স দুর্জাতির্ষহাসৈন্তযুতো বস্তিপুত্রস্থিতঃ ।

অভক্ততত্ত উখায় প্রতিপক্ষসমাশ্রয়ম্ ॥ ১১৪৪

বৈরিপক্ষগতে তস্মিন্ধনৈঃ সর্বোত্তমৈঃ সমম্ ।

বিহ্বলো বিজয়ক্ষেত্রাংপলায়িষ্ট মহীপতিঃ ॥ ১১৪৫

ধিগ্রাজ্যং যৎকৃতে সোপি সেহে প্রাণান্নিরক্ষিযুঃ ।

মুষ্যস্তিষ্ঠোঁরচণ্ডালপ্রারৈঃ পরিত্যজং পথি ॥ ১১৪৬

মাঘে পলায় নগরং প্রবিষ্টঃ স বথাভিধে ।

ভূত্যে দ্রোণ্ডর্যশক্তিষ্ট যেষামপি তনুক্রহাম্ ॥ ১১৪৭

কান্দীরিকে জনেশেষে নিরাশে নিতরাং ততঃ ।

অকৃতান্তোত্তমাদোভূৎপ্রজ্জিপক্ষে ক্রমাপতিঃ ॥ ১১৪৮

প্রয়োগে অভ্যস্ত ছিলেন। উক্তরূপ গৌরব-নাশক বাক্য শুনিয়া যশোরাজ রাজার উপর বিরক্ত হইলেন। ১১৪৩

দুর্জন যশোরাজ অবস্তিপুত্রে বিপুল সৈন্তসহ অবস্থান করিতেছিলেন তিনি সৈন্তে তথা হইতে উঠিয়া শত্রুপক্ষে যোগদান করেন। ১১৪৪

যশোরাজ সর্বোৎকৃষ্ট সৈন্ত লইয়া শত্রুপক্ষ গত হইলে, রাজা বিহ্বল হইয়া বিজয়ক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। ১১৪৫

পশ্চিমদ্যে চৌর-চণ্ডালগেরা তাঁহার সর্বস্ব অপহরণ, এবং যৎপরো-
নাস্তি লাহুনা করিলেও, যে রাজ্যের জন্ত তিনি প্রাণে বাঁচিতে ইচ্ছা
করিয়াছিলেন, সে রাজ্যকেই দিচ্। ১১৪৬

রাজা মাঘ মাসে পলাইয়া গিয়া শ্রীনগরে প্রবেশ করেন। তথায়
বধ নামক ভৃত্যকে বিশ্বাসঘাতক দেখিয়া তাঁহার স্বীয় কেশকলাপেও
বিশ্বাস রহিল না। ১১৪৭

যখন কান্দীরী লোকমাত্রেই তাঁহার অ বিশ্বাস জন্মিল, তখন এক
মাত্র প্রজ্জিব ক্রোড়েই তিনি মৃত্যুকৃত্য করিয়াছিলেন। ১১৪৮

মুক্তিতা রুদ্রপালাদিপূর্বরাজ্যস্বকপ্রথা ।

প্রজিনা বিক্রমত্যাগনরাজোহাদিভিঃ ॥ ১১৪৯

তেনৈব বর্ধিতামুত্র দেশে বিশদকীর্তিনা ।

কালদৌরাত্ম্যলুপ্তিতা প্রতিষ্ঠা শত্ৰুশাস্ত্রয়োঃ ॥ ১১৫০

অমন্ত্রয়ত সংগম্য যশোরাজস্ত ভিক্ষুণা ।

নেচ্ছন্তি ডামরা রাজ্যং তব বিক্রমশক্তিতাঃ ॥ ১১৫১

উৎপাত্ত পুনরুৎপিঞ্জং সাধিষ্ঠানবলা বয়ম্ ।

রাজ্যং স্বয়ং গ্রহীত্বাযো যান্ত্রাহো বা দিগন্তবন্ ॥ ১১৫২

ইতি তৈশ্চব্রিতে ছুড্ডাং হতাং শ্রদ্ধা দরংপুরাং ।

আগত্য মল্লকোটোপি প্রাবিশৎস্বোপবেশনম্ ॥ ১১৫৩

প্রাজ্ঞর বিক্রম, দানশীলতা, নীতি, ও রাজভক্তি প্রভৃতি গুণে পূর্বা-
গত রুদ্রপাল প্রভৃতি রাজপুত্রদিগের খ্যাতি আছন্ন হইয়াছিল । ১১৪৯

তাৎকালিক দুর্ব্ববহারে শত্রু ও শাস্ত্রের প্রতিষ্ঠা লুপ্ত প্রায়
হইয়াছিল । নির্মূলকীর্তি প্রজির গুণে উহা এদেশে পুনরায় বর্দ্ধিত
হইয়াছিল । ১১৫০

কিন্তু যশোরাজ ভিক্ষুর সহিত মিলিত হইয়া এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া
বলিলেন “তোমার বিক্রম দেখিয়া ডামরেরা ভীত ; এইজন্য তাহারা
তোমার রাজ্য কামনা করে না ,” অতএব ‘আমরা পুনরায় নূতন
বিপ্লব ঘটাইয়া রাজধানীর সৈন্তবল লইয়া স্বয়ং রাজ্য গ্রহণ করিব
অথবা দেশান্তরে চলিয়া যাইব । ১১৫১।৫২

যখন তাঁহারা এইরূপ মন্ত্রণা করিতেছিলেন তখন মল্লকোট, ছুড্ডা
হত হইয়াছে ওনিয়া দরদপুর হইতে আসিয়া স্বহানে প্রবেশ
করেন । ১১৫৩

বর্ষোথ দুস্তরঃ খ্যাত একাংশতসংখ্যয়া ।
 সর্বভূতাস্তুল্লোকে প্রাবর্ত্তত স্বদারুণঃ ॥ ১১৫৪
 বসন্তে ডামরাঃ সৰ্বে প্রাথম্যার্গনির্জৈর্নিজৈঃ ।
 আগত্য ভূয়ো ভূগালং নগরস্থমবেষ্টয়ন্ ॥ ১১৫৫
 ধীরঃ শ্বসৃঙ্গলদেবোপি পুনরাসীদ্ধিবানিশম্ ।
 নিঃসীমসমরস্তোমারস্তসংরস্তভাজনম্ ॥ ১১৫৬
 দাহলুপ্তনসংগ্রামকর্ম্মশৌঠেঃ স ডান্টরৈঃ ।
 প্রাথিপ্লবেভ্যোপ্যধিকো বিপ্লবঃ পর্যবর্ত্তত ॥ ১১৫৭
 মহাসরিৎপথে নির্নিরোধে তুষ্কির্বিজ্জবঃ ।
 নগরং তে যশোরাজভিক্ষুপৃথীহরাদয়ঃ ॥ ১১৫৮

তাহার পর লোকক্ষয়কারী দারুণ হুঃসহ উনশত বৎসর (লৌকিক
 অব্দ ৪১৯৯) আসিয়া উপস্থিত হইল । ১১৫৪

তদনন্তর বসন্তকাল আসিলে ডামরেরা নিজ নিজ গিরিপথ
 দিয়া আসিয়া পুনর্বার শ্রীনগরস্থিত ভূপালকে পূর্ববৎ বেষ্টন
 করিল । ১১৫৫

নির্ভীক রাজা শ্বসৃঙ্গল পুনর্বার দিবানিশি অসীম সমর তরঙ্গের
 উচ্ছাসভাজন হইয়া পড়িলেন । ১১৫৬

ডামরেরা অনবরত পুরবাসীদিগের গৃহদাহন তাহাদিগের সর্বস্ব
 লুপ্তন এবং যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত হইলে, বর্ত্তমান বিপ্লব পূর্ব-বিপ্লব
 অপেক্ষা প্রবলতর বোধ হইয়াছিল । ১১৫৭

নগর প্রবেশের পক্ষে মহাসরিৎ পথ অপেক্ষাকৃত বিষহীন দেখিয়া
 যশোরাজ, ভিক্ষু, পৃথীহর প্রভৃতি সকলেই উক্ত স্থানেই অবস্থান
 করিয়াছিলেন । ১১৫৮

ততঃ কতিশুচিদ্ধাক্ষাহেবু যাতেষু সংগরে ।

নিজেনৈব যশোরাজঃ পরকীয়ভ্রমাক্রমতঃ ॥ ১১৫৯

কব্যাস্বজেন হি সমং বিজয়াধ্যোন সাদিনা ।

সৌসুসলে ন তু সংগ্রামে পরাবৃত্তিঃ প্রদর্শয়ন ॥ ১১৬০

বিপ্রলকৈঃ স বর্ণাশ্বকবচাবেক্ষণান্নিতৈঃ ।

শূলাযুধিভিক্রদানৈঃ শূলাঘাতৈরহস্তত ॥ ১১৬১

ভিক্ষো রাজ্যং সমর্পেদ্যং দাতুং হতুং ততশ্চ নঃ ।

ভীত্যা তৈর্ডার্মরৈরেব স ঘাতিত ইতি শ্রুতিঃ ॥ ১১৬২

যথৈব তেন বিশ্বস্তঃ স্বামী দ্রোহেণ বঞ্চিতঃ ।

তথৈব প্রাপ বিশ্বস্তঃ ক্ষিপ্ৰমেব বধং মৃধে ॥ ১১৬৩

কয়েক দিন ধরিয়া যুদ্ধ চলিতে লাগিল, ইতোমধ্যে যশোরাজ
স্বপক্ষীয়ের হস্তে শত্রুভ্রমে নিহত হন। তাহার কারণ এই, কব্যা-পুত্র
বিজয় নামক সুসুসঙ্গপক্ষীয় অস্বারোহীর সহিত যশোরাজ যুদ্ধ
করিতে করিতে যেমন অশ্ব ফিরাইয়া আসিতেছিলেন, তৎ পক্ষীয়
কতিপয় বর্ষাধারী সৈনিক তাঁহার বর্ণ, অশ্ব, ও কণ্ঠ দেখিয়া তাঁহাকে
বিজয় মনে করিয়া বর্ষাঘাত করে। তিনি তাহাতেই প্রাণত্যাগ
করেন। ১১১৫৯—১৬৬১

এইরূপ জনশ্রুতি আছে যে “যশোরাজ ভিক্ষুকে রাজ্য দিতে
সমর্থ। এবং তৎপরে আমাদিগকেও বিনাশ করিতে পারেন” এই
রূপ আশঙ্কা করিয়া ডার্মরেরাই তাঁহাকে বধ করে। ১১৬২

যশোরাজ যেক্ষণ বিশ্বাসকারী প্রভুকে বঞ্চিত করিয়া বিদ্রোহচরণ
করিয়াছিলেন, তিনিও সেইরূপ বিশ্বস্তভাবেই স্বজন হস্তে যুদ্ধকালে
নিহত হন। ১১৬৩

পৃথীহরন্তত তত্র যোধদ্বিধাং ডামররান্ ।
 ক্ষিপ্তিকারোধনা ভূয়োভোতা সংগ্রামমগ্রহীৎ ॥ ১১৬৪
 তত্রাধিষ্ঠানঘোধানাং ভিক্রুপক্ষেপজীবিনাম্ ।
 পৌরুষং স্বপয়োংকর্ষপরিভাবি ব্যভাব্যত ॥ ১১৬৫
 বহ্নিদানমহাযোধসংহারাত্তরুপদ্রবৈঃ ।
 একমেকমহন্তজ্ঞানেচস্তাসীদুগ্রাবহম্ ॥ ১১৬৬
 অতপত্তরগিস্তীক্ষ্মমভীক্ষুং ভূরকম্পত ।
 ববুর্দ্‌মাদীনভজন্তো মহোংপাতপ্রভঞ্জনাঃ ॥ ১১৬৭
 পবনোথাপিঠৈঃ পাংস্কুটৈর্দধে মহোদ্ধৈভৈঃ ।
 ব্যোমি প্রোত্তন্তনন্তন্তভক্ষির্নিখাতদারিতে ॥ ১১৬৮

অনন্তর পৃথীহর ডামরদিগকে নানাহানে যুদ্ধার্থ আদেশ
 দিয়া স্বয়ং পুনরায় ক্ষিপ্তিকাতটে আসিয়া সংগ্রাম করিতে
 লাগিলেন । ১১৬৪

তথায় রাজধানীর যোধগণ ভিক্রুপক্ষে থাকিয়া যেরূপ বীরত্ব
 প্রদর্শন করে তাহাতে শত্রুপক্ষীয় অসমসাহসী শূরগণের অপেক্ষাও
 তাহাদের শৌর্য্য সমধিক অতিপন্ন হয় । ১১৬৫

এই সময়ে বহ্নি প্রয়োগে, মহাহবে বীরগণের সংহারে এবং নানা
 বিধ উৎপাতে প্রত্যহ লোকের মনে বিভীষিকা জন্মিতেছিল । ১১৬৬

এই সময় সূর্য্যের দারুণ উত্তাপ, ঘন ঘন ভূমিকম্প, হঠাৎ প্রবল
 বাটিকায় মহীকহ সকলের উৎপাতন দেখা গিয়াছিল এবং প্রবল
 বায়ুবেলে ধূলিপটল উঠিয়া গগন আচ্ছাদিত করিতেছিল ও প্রচণ্ড
 নির্ধাত শব্দে আকাশ বিদৌর্ণ করিতেছিল । ১১৬৭ ১১৬৮

জ্যেষ্ঠশ্রু শুক্লৈকাদশাং প্রবৃত্তেথ মহাবরণে ।
 কাষ্ঠীলে ডামরা বহ্নিমেকশ্বিন্ প্রদগৃহে ॥ ১১৬৯
 সোমিকী মাক্তোক্তুতঃ প্রসন্নৈহ্যভোথ বা ।
 জজ্বালৈকপনে কুৎসং নগরং নিরবগ্রহঃ ॥ ১১৭০
 দৃষ্টন্তনানীমেতা বদগজবাহ ইবাপতৎ ।
 মাক্ষিকস্বামিনো ধূমো বৃহৎসেতো যথ্বিতঃ ॥ ১১৭১
 অথেন্দ্রদেবীভবনবিহারং সহসাগমৎ ।
 ততো নগরভৃজ্জালং কণাৎসর্বমদৃশত ॥ ১১৭২
 ন ভূমিন দিশো ন জ্যোধূমধ্বাস্তে ব্যভাব্যত ।
 হড়্‌কামুখচর্শ্বাভো দৃশাদৃশ্তোভবদ্রবিঃ ॥ ১১৭৩

অনন্তর জ্যেষ্ঠ মাসের শুরু একাদশী তিথিতে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ
 হইলে ডামরেরা কাষ্ঠীলার একটা গৃহে অগ্নি সংযোগ করে। বায়ু-
 বশেই অগ্নি বর্ধিত হয় কিম্বা বিহুৎ-অগ্নি চারিদিকে ব্যাপিয়া থাকে ;
 যাহাইউক অল্পকাল মধ্যেই সমগ্র নগরে সেই অগ্নি ব্যাপ্ত হইয়া
 পড়ে। কোনও প্রকারেই নিবারিত হয় নাই। তখন দৃষ্ট হইল
 মাক্ষিক-স্বামী (ক্ষুদ্র দ্বীপাকার স্থান) হইতে যে ধূমরাশি গজ-
 বাহের জায় বৃহৎ সেতুর উপরে উঠিতেছিল সেইসময়েই ইন্দ্রদেবী
 ভবন বিহারে সহসা অগ্নি লাগিল ; অমনি সমস্ত নগর কণমধ্যে
 জলিয়া উঠিল। ১১৬৯—১১৭২

ধ্বংসকারে চারিদিক আচ্ছন্ন হইল, কি স্থল, কি দিক, কি
 আকাশ কিছুই জানিতে পারা যায় নাই ; হড়্‌কামুখচর্শ্বের জায়
 স্বর্যাদেব একবার দৃষ্ট একবার অদৃষ্ট হইতেছিলেন। ১১৭৩

ଧୂମାକକାରସଂଛନ୍ନାନ୍ତତଃ ପ୍ରଞ୍ଜଳତାଗ୍ନିନା ।

ଅପୂର୍ନର୍ଦ୍ଦଶନାୟେବ ମୁହୁରାବିକ୍ଷତା ଗୃହାଃ ॥ ୧୧୭୪

ବିତନ୍ତାଦୃଶ୍ୱତୋଞ୍ଜାଳବେଶାଗ୍ନିଃପ୍ରତିତଦୟା ।

ରକ୍ତାକ୍ତୋତ୍ତୟଧାରେବ କୃତାକ୍ତନ୍ତାସିବଲ୍ଲରୀ ॥ ୧୧୭୫

ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡୋଦ୍ଧବକବାଟାନ୍ତସଂସ୍ପର୍ଶାଂପତିତୋମୈତଃ ।

ଜ୍ୱାଳାକଳାପିଂ ସଂବୃଦ୍ଧିର୍ହେମଛତ୍ରବନାଦ୍ରିତମ୍ ॥ ୧୧୭୬

ଓଞ୍ଚାବଟିଷତୋ ଜ୍ୱାଳାଶୃଙ୍ଗିର୍ହେମାଦ୍ରିସଂନ୍ନିତଃ ।

ବହ୍ନିଧୂର୍ମଛଳାଗ୍ନିଂ ବତାରାଶୁଧରାବଳିମ୍ ॥ ୧୧୭୭

ଆବିର୍ଭବନ୍ତୋ ଜ୍ୱାଳାଭ୍ୟୋ ଗୃହାଂଚତ୍ରୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱୁର୍ଦ୍ଧ୍ୱତଃ ।

ଅଦନ୍ତାୟତ ଇତ୍ୟାଶାଂ ବିସ୍ମୟଗୃହମେଧିନାମ୍ ॥ ୧୧୭୮

ପ୍ରଥମତଃ ଗୃହ ସକଳ ଧୂମାଛନ୍ନ ଥିଲ, ପରେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଞ୍ଜଳିତ ହଇয়া ଓଞ୍ଚିଲେହି ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହଇଲ । ଏହି ଶେଷବାର ମାତ୍ର ଗୃହଗୁଳି ଦେଖା ଗିଯାଛି । ୧୧୭୪

ବିତନ୍ତାର ଉତ୍ତୟ ତୀରେ ଅଗ୍ନିମୟ ଗୃହଗୁଳି ଦେଖିଯା ମନେ ହଇଲ କୃତାକ୍ତେର ଧଡ଼େଗର ଉତ୍ତୟ ଧାରେ ଶୋଣିତ ଲିପ୍ତ ରହିଯାଛି । ୧୧୭୫

ଅଗ୍ନିଶିଖାମୟ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଓଞ୍ଚ କବାଟ ପ୍ରାନ୍ତ ସ୍ପର୍ଶ କରିଯା ପତିତ ଓ ଓଞ୍ଚିତ ହଇତେଛି ଦେଖିଯା ବୋଧ ହଇଲ ଯେନ ଅର୍ଦ୍ଧଛତ୍ରର ଅବଶ୍ୟ ଓଞ୍ଚର ହଇଯାଛି । ୧୧୭୬

ଓଞ୍ଚ ନୀଚ ଅଗ୍ନିଶିଖାମୟ ମେରୁପର୍ବତର ଛାୟା ଧୂମରୂପ ଓଞ୍ଚଭାଗେ ଦେନ ମେଘମାଳା ଧାରଣ କରିଯାଛି । ୧୧୭୭

ମଧ୍ୟେ ମଧ୍ୟେ ଅନଳାଲୋକେ ବାସଭବନ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବା ଗୃହସ୍ୱାମୀରା ଓ ଗୃହଗୁଳି ଦକ୍ଷ ହସ ନାହିଁ ଏହିରୂପ ଆଶା କରିତେଛି । ୧୧୭୮

অলিতৈস্তাপিতজলা বিতস্তা পতিতৈগৃহৈঃ

ঔর্ষোয়বেদনাক্লেশং বিবেদ সবিতাং প্রভোঃ ॥ ১১৭৯

দীপ্তপটকৈঃ খট্টৈঃ সাকং অলিতা বালপল্লবাঃ ।

উজ্জানক্রমবশুনাং ব্যোমোজ্জয়নমানদধুঃ ॥ ১১৮০

সুধাসিতাঃ সুরগৃহা অলিাসংবলিতা ব্যধুঃ ।

ক্ষয়সংখ্যাদান্নিষ্টহিমাঙ্গিশিখরভ্রমম্ ॥ ১১৮১

নজ্জনাবাসনোসেতুকদম্বৈঃ প্লোবশক্ষয়া ।

অপাত্তৈর্নগরভ্রাত্তর্যয়ুন্যোপি শূন্যতামু ॥ ১১৮২

কিমন্তন্ন্যঠদেবোকোগৃহাটাদিবিজ্জিতম্ ।

নগরং ক্ষণমাত্রেন দন্ধারণ্যমজায়ত ॥ ১১৮৩

বহুসংখ্যক গৃহদম্ব হইয়া বিতস্তায় পাড়িয়া নদীজল উষ্ণ করিয়া ফেলিল । সবিরূপতি সমুদ্র বাড়বানলে কি ক্লেশ অনুভব করেন তাহা বিতস্তা জানিতে পারিয়াছিলেন । ১১৭৯

উজ্জানস্থিত বৃক্ষশাখা অলিতে অলিতে আকাশে উঠিতেছিল । তত্রহঃবিহ্বলকুলের পক্ষও অলিতেছিল । ১১৮০

সুধাধবলিত সমুদ্রত দেবালয়গুলিতে অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বোধ হইল যেন হিমালয় শিখরে প্রগল্ভকালীন সাক্ষ্যমেঘমালা শোভা পাইতেছে । ১১৮১

নগর মধ্যে যে সকল ক্ষুদ্রনদী ছিল, তাহাতে স্নানার্থ কুটীর, নৌকা-সেতু-সমূহ যাহা ছিল, তৎসমুদয় অগ্নিতে দগ্ধ হইতে পারে আশঙ্কায় হানাত্বরিত করায়, নদীগুলিও যেন জনশূন্য হইয়াছিল । ১১৮২

ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে ক্ষণমাত্রেরই ত্রীনগর—মঠ,

লোষ্টাবশেষে নগরে ধুমস্তম্ভী নিরাশ্পদঃ ।

উঠৈরেক্ষে বৃহদ্বক্ষো দৃষ্টৌ দন্ধক্রমোপমঃ ॥ ১১৮৪

সৈন্তেবু জলিতাবাসজাণায় চলিতেষথ ।

শতমাত্রেণ যোধানাং যুতো ভূভদ্রজায়ত ॥ ১১৮৫

পারং গন্তং বিতস্তায়াশ্চিন্নসেতুং তমক্ষমম্ ।

লকরক্ষা দ্বিষোনস্তা নিহন্তঃ পর্যবারয়ন্ ॥ ১১৮৬

পুরঃ দন্ধং সমুৎপন্নং প্রজা নষ্টাশ্চ চিন্তয়ন্ ।

আসন্নং মরণং রাজা নির্ঝিগ্নো বহুমন্তত ॥ ১১৮৭

প্রস্থানু মথ তং প্রত্যঙ্গুখমাশঙ্ক্য বিক্রমম্ ।

সংকিতোত্তৈঃ কমলিয়ঃ ক দেবেত্যত্রবীৰচঃ ॥ ১১৮৮

দেবমন্দির, লোকালয়, বিপনী প্রভৃতি বর্জিত হওয়ায় একটি ভস্মীভূত
অরণ্যের জায় প্রতীয়মান হইয়াছিল । ১১৮৩

লীনগর এক্ষণে মৃত্তিকাস্তূপ মাত্রে পরিণত হইল । কেবল মাত্র
ধূম-কক্ষ গৃহ-হীন বৃহদ্বক্ষের উন্নত বিগ্রহ দাবদন্ধ ক্রমেয় জায় দৃষ্ট
হইতেছিল । ১১৮৪

অনন্তর সৈনিকগণ তাহাদের দাহমান আবাস রক্ষার্থ নানাদিকে
প্রস্থান করিলে রাজার নিকটে একশত যোদ্ধা মাত্র রহিল । ১১৮৫

রাজা, সেতুভয় হওয়ায় বিতস্তার পরপারে বাইতে অক্ষম হইলেন
এই ছিদ্র পাইয়া শত্রুরা তাঁহাকে নিহত করিবার আশায় বেষ্টিত
করিয়াছিল । ১১৮৬

নগর ভস্মীভূত, প্রজা পলায়িত, এবং নিজের দশাও শোচনীয় ;
এইরূপ চিন্তায় রাজার আসন্ন মরণও শ্রেয় বোধ হইতেছিল । ১১৮৭

রাজা ভাবিতে ভাবিতে যেমন প্রস্থানোন্মুখ হইলেন, অমন

সংরস্তস্ত্রিভিঃকোতিচন্দনোন্মেষমাননম্ ।

পরিবর্ত্য নিকৃৎসাক্ষো ধীরঃ স তমভাষত ॥ ১১৮৯

তদন্তু করবৈ ভূমে কুতে চন্দ্রীরসংগরে ।

চকার রাজা ভিজ্জা যৎসোভিমানী পিতামহঃ ॥ ১১৯০

কুতন্তোপোষ দায়াদো যদভ্রাতাশ্রাকমস্মি বা ।

স হর্ষদেবোপভ্রমঃ কার্ষশেষঃ পলায়িতঃ ॥ ১১৯১

কো নাম মানিনাং পণ্ডিতৌ প্রবিষ্টোহস্তে নিজাং ভুবম্ ।

অসিক্তাং স্বাক্ষরকেন...ব্যাপ্রঃ কৃতিমিবোজ্জ্বলিত ॥ ১১৯২

ইত্যুক্তোদধঃস্বপ্নানুৎক্ষিপ্তাগ্রমুখং হমন্ ।

সংগ্রষ্টমিচ্ছুঃ পাণিভ্যাং কৃপাণমুদনাময়ং ॥ ১১৯৩

কতিপয় লোক কমলিয়কে ইঙ্গিতে জানাইল রাজা পলায়ন করিতেছেন। কমলিয় তৎক্ষণাৎ রাজার সম্মুখে আসিয়া বলিলেন “দেব কোথায় চলিয়াছেন” ? ১১৮৮

অমনি নির্ভীক রাজা অশ্ব সংযত করিয়া চন্দন-চর্চিত, তেজোরঞ্জিত, স্নিত-শোভিত মুখ ফিরাইয়া বলিলেন “তোমার মানধন পিতামহ রাজা ভিজ্জ হর্ম্মীর সংগ্রামে স্বীয় ভূমিরক্ষাকল্পে যাহা করিয়াছিলেন, আমি অশ্ব তাহাই করিব । ১১৮৯

“এই ভিক্ষাচর কোথা হইতে আসিয়া, কিরূপে আমাদের দায়াদ (জাতি রাজ্যাধিকারী) হইল ? রাজা হর্ষদেব পলায়ন কালে দেখিয়াছিলেন আমি ও আমার ভ্রাতা কি দুষ্কর কার্য্য সম্পাদন করিয়াছিলাম । ১১৯০

মানধনদিগের পণ্ডিতবিত্ত কোন রাজা শেষকালে স্বদেহ শোষণিতে রঞ্জিত না করিয়া নিজ রাজ্য পরিত্যাগ করিতে পারে ? ব্যাভ

ততো নিগৃহ বরাহাঃ বাজিনঃ লবরাজজঃ ।

উচে ভূতোষু সংস্রগে প্রবেশাৰ্হা ন ভূজঃ ॥ ১১৯৪ ॥

প্রহারনিক্লবস্তিষ্ঠনগৃহাদেকোভূপাযয়ো ।

সংকটে তত্র ভূততুঃ পৃথীপালোহস্তিকং পরম্ ॥ ১১৯৫ ॥

কৌলপুত্র্যং স্তবস্তস্ত বাৎসল্যাদেব ভূপতিঃ ।

স্বস্তান্তনিক্রিয়াং মেনে সেবাবিকৃত্যপক্রিয়াম্ ॥ ১১৯৬ ॥

অথ স্থিতান্তিভিবাহৈ রহিতান্তেকিন্নঞ্জনান্ ।

হস্তঃ বামেন তে যোধাঃ সর্কে বাহনদ্বন্দ্বদাঃ ॥ ১১৯৭ ॥

কখন কি রক্তাক্ত না হইয়া নিজ গাত্র চর্ম উৎপাটিত করিতে
দেয় ?” ১১৯১।১১৯২

রাজা এই কথা বলিয়া অশ্বের বল্গা ছাড়িয়া দিলেন, অশ্বও
সম্মুখভাগ উন্নত করিল, যেন দুইহস্তে অশ্বক্ক স্পর্শ করিবার জন্যই
রাজা কৃপাণ উত্তোলন করিলেন । ১১৯৩

তখন লব-রাজতনয় কমলিয় বল্গা ধরিয়া অশ্বের গতিরোধ
করিলেন এবং বলিলেন, সেবক নিষ্ঠুরানে ভূপতির অগ্রগামী হওয়া
শোভা পায় না । ১১৯৪

পৃথীপাল শস্ত্রাহত হইয়া পীড়িত অবস্থায় গৃহে ছিলেন, রাজার
ঈদৃশ সঙ্কটকালে তিনিই একাকী রাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন । ১১৯৫

ভূপাল, বাৎসল্যবশতঃ তাঁহার আভিজাত্যের প্রশংসা করিয়া মনে
করিলেন এই বীর পুরুষই কালোচিত কর্তব্য পালন করিয়া আগার
ঋণ হইতে মুক্তি পাইল । ১১৯৬

অনন্তর শক্ররা তিন স্থানে বাহ রচনা করিয়া শর বর্ষণ করিতে
লাগিল । যোদ্ধারা অশ্বারোহণ করিয়া অতি গর্ভিত হইয়া বামভাগে

স প্রেরয়চ্চ তুরগং দৈবাকৃত্য চ তাদৃশঃ ।

সহস্রাণ্যপি ভূরীণি বায়ীযন্ত বিরোধিনাম্ ॥ ১১৯৮

অন্নসৈন্তো দ্বিষৎখড়্গমণ্ডলপ্রতিবিস্তিতঃ ।

নৃপঃ সাহায্যকাম্যাতবিস্বরূপ ইবাবভৌ ॥ ১১৯৯

কলবিজ্ঞানিব স্তেনঃ কুরজানিব কেসরী ।

একো ব্যাদ্রাবধুদুরীনরীন্মুসলভূপতিঃ ॥ ১২০০

নিপত্য পদ্মীন্, কানান্খুয়াগ্রাণ্যপি বাজিনাম্ ।

প্রাহরংস্তে হমারোহা ব্যুহব্যাহতরংহসঃ ॥ ১২০১

অরাতি নিপাতে ব্যগ্র হইল । রাজা দৈবগৃহীতের জ্ঞায় সর্বত্র অশ্ব সঞ্চালন করিতে লাগিলেন, এবং শত্রুপক্ষীয় বহু সংখ্য সৈন্ত নিপাত করিলেন । ১১৯৭/৯৮

নৃপতির সৈন্ত সংখ্যা নিতান্ত অল্প ; তিনি বগ্নস্থলে বেগে বিচরণ করিতে করিতে অরাতিদিগের শ্রচ্ছ খড়্গফলকে প্রতিবিস্তিত হইয়া—কৌরব সমর স্থিত পার্শ্বের সাহায্যে আগত ভগবান বিকুর জ্ঞায় সহস্র-মূর্ত্তি বিস্বরূপের জ্ঞায় প্রতিভাত হইয়াছিলেন । ১১৯৯

রাজা মুসল একাকীই বহু বৈরীকে বিমুখ করিয়াছিলেন, এক স্তেন বহু কপোতকে বিভাঙিত করে, এক সিংহ দর্শনে মুগ্ধ যুথ বেগে পলায়ন করে । ১২০০

সাদী সৈন্তের জনতা এক এক স্থলে এত বৃদ্ধি পাইয়াছিল, যে তাহারা অগ্রসর হইবার পথ না পাইয়া পশ্চাদ্গামী হইতে লাগিল তাহাতে ব্যুহস্থিত পদাতিক সৈনিকেরা অশ্ব পদতলে পড়িয়া অনেকেই হতাহত হইল । ১২০১

বিদ্বিতজলনজালাঃ সৰ্ব্ব এব মহাভটাঃ ;
 দন্তবান্ধ হতান্ধাসন্ন্যস্তোত্তোক্ষণা ইব ॥ ১২০২
 স দিবাং কদনং কৃদ্ধা দিনস্তাস্তে শ্রবর্ত্তত ।
 বাস্পায়মানস্তোকাশং হব্যাসেনেচ্ছিতং পূৰ্বম্ ॥ ১২০৩
 তাদৃশেপাক্ষিতে তন্মিঞ্জয়াশাগৌরবং দ্বিযঃ ।
 স চৌশ্রীদ্রমণীয়স্ত বিনাশাজ্জীবিতাদরম্ ॥ ১২০৪
 জাগ্রৎস্বপংশ্চলংস্তিষ্ঠন্থানশ্রমম্ব সৌমিত্তিঃ ।
 নির্গচ্ছন্নিত্যমাহতো ন কৈরুদ্বাপ্মমৌক্ষিতঃ ॥ ১২০৫

অগ্নিশিখাভ্রোঃতি সৈনিকদিগের দেহে প্রতিফলিত হওয়ায়
 বোধ হইতেছিল যেন আহত অনাহত সকল মল্লট বজ্রাক্র কলেবর
 হইয়াছে । ১২০২

নৃপতি দিব্যবাসানে শত্রু মর্দন করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হইলেন,
 কিন্তু যখন দেখিলেন রাজধানী ভস্মীভূত এবং অল্পসংখ্যক গৃহই অগ্নি
 কবল হইতে বজ্রা পাইয়াও গ্রীহীন হইয়াছে, তখন নমনজল সংবরণ
 করিতে পারেন নাই । ১২০৩

ঈদৃশ দুঃবস্তুতেও তিনি রণে পরাজিত হন নাই কিন্তু রমণীয়
 শ্রীনগরের ধ্বংস দেখিয়া কি শত্রু জন্মে কি নিজ জীবনে তাঁহার আর
 আদর রহিল না । ১২০৪

স্বপ্নে, জাগরণে, উত্থানে, উপবেশনে, স্থানে ভোজনেন, এবং
 নিত্য নিত্য শত্রুর আস্থানে বহির্গমনে কোন সময়েই তাঁহাকে সজল
 নমন তিল দেখা যায় নাই । ১২০৫

বহ্নিনির্দগ্ধসর্কাসসংভারে মণ্ডলেশিলে ।

হুঃসহঃ সহসৈবাত্ত্ব ঘোরা হুর্ভিক্ষ আঘরো ॥ ১২০৬

দীর্ঘবিপ্লবসংকীর্ণসঞ্চয়া ডামরের্কহিঃ ।

উত্তকোৎপত্তরো রুদ্ধসঞ্চারা দগ্ধমন্দিরাঃ ॥ ১২০৭

অনাপ্নুবস্তো বিধুরে রাজ্ঞি রাজকুলাঙ্কনম্ ।

হুর্ভিক্ষে তজ্জ সামন্তা অপি ক্ষিপ্রং প্রাপেদিরে ॥ ১২০৮

বহ্নিনিষ্ঠ্যুৎশেষাণি বেষ্মাত্তন্নাভিলাষিভিঃ ।

বুভুক্ষ্যন্তৈর্জ্ঞানৈর্দত্তো দদাহায়িদ্দিনে দিনে ॥ ১২০৯

সরিতাং সেহবো বারিসংসেকান্ধুনবিগ্রহৈঃ ।

হুর্গন্ধাঃ কুশ্ঠৈ রুদ্ধভ্রাণৈস্তীর্ণান্তদা জর্জরৈঃ ॥ ১২১০

সমস্ত অন্ন-ভাণ্ডার এককালীন অগ্নিদগ্ধ হওয়ার সহসা হুঃসহ ঘোরতর হুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইয়াছিল । ১২০৬

অদীর্ঘ বিপ্লবে পুরবাসীদিগের সঞ্চিত খাদ্যও নিঃশেষিত হইয়াছিল, তাহার উপর তাহাদিগের বাসগৃহ দগ্ধ হইয়া গেল, নগর বহিঃস্থিত শস্তাদি ডামরেয়া লুণ্ঠন করিতেছিল, বাহির হইতে নগর প্রবেশের পথও রুদ্ধ করিয়াছিল । ১২০৭

পুরবাসী সম্ভ্রান্ত লোকেও বিপন্ন রাজকুল হইতে কোনরূপ অর্থ সাহায্য না পাওয়ার হুর্ভিক্ষের করলে নিপতিত হইয়াছিল । ১২০৮

সেই প্রকাণ্ড অগ্নিকাণ্ডের পর যে যে গৃহ অবশিষ্ট ছিল, বুভুক্ষা পীড়িত লোকেরা আহাৰ্য্য সংগ্রহ অভিলাষে তাহাতেও অগ্নি সংযোগ করিতে থাকার প্রাতিদিনই অগ্নিকাণ্ড হইতেছিল । ১২০৯

নদীতলে পতিত, ক্ষীণ শরিতে শবদেহ হইতে বিকট দুর্গন্ধ

নির্মাণসমরকঙ্কালকপালশকলাকুলা ।

উবাহ সর্বতঃ খেতা ক্ষিতিঃ কাপালিকব্রতম্ ॥ ১২১১

কচ্ছসঞ্চারিণোর্কাঃশুশ্রামক্ষামোচবিগ্রহাঃ ।

ব্যভাব্যস্ত বুভুক্ষার্তা দগ্ধস্থাপুনিভা জনাঃ ॥ ১২১২

অথ প্রবন্ধযুদ্ধেন দির্নৈঃ কাপীষুণা ক্ষতঃ ।

পৃথ্বীহরো মৃত ইতি শ্রুতিশ্রিষ্টোষ পপ্রাণে ? ১২১৩

গাঢ়প্রহারবিবশে তস্মিন্প্রচ্ছাদিত্তে জনৈঃ ।

তাং বার্তাঃ শ্রুতবান্দ্ৰাজা নন্দাদৃদ্ধ চোদ্ধতম ? ১২১৪

ধীরেব পুংশ্চলী ব্যাজোৎসুক্যসংদর্শনেন তম্ ।

জয়শ্রীর্গাভ্যস্ত্যাসীম তু ভেজে সমুৎসুকম্ ॥ ১২১৫

উঠিতেছিল, সেতু পার হইবার সময়ে নাসিকা বন্ধ না করিয়া কেহ
যাইতে পারিত না । ১২১০

কুদার্ত শীর্ণ দীর্ঘকায় জনগণ সূর্য্যাকিরণে সমুপু হইয়া কৃষ্ণবর্ণ ধারণ
করিয়া দগ্ধ কাষ্ঠদণ্ডের আয়, অতিকষ্টে পরিভ্রমণ করিতেছিল । ১২১১

অবিশ্রান্ত যুদ্ধ চলিতেছে । এই সময় একটা মিথ্যা জনরব উঠিল
যে, পৃথ্বীহর শরাহত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছে । ১২১২

প্রকৃতপক্ষে পৃথ্বীহর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় তদীয়
অস্থিরগণ সঙ্কোপনে তাঁহাকে রক্ষা করিতেছিল, কিন্তু এই
সংবাদে রাজা সুসল প্রীতি লাভ করিয়া উৎসাহে যুদ্ধ করিতে
লাগিলেন ১২১৩

সুচতুরা গণিকার আয় জয়শ্রী তাঁহাকে কৃত্রিম অস্থরাগ দেখাইয়া
প্রলোভিত করিতেছিলেন মাত্র, বাস্তবিক তাঁহার বাসনা চরিতার্থ
করেন নাট । ১২১৫

একান্তবামহৃদয়ে বিধিরামকুল্য

মিথ্যা প্রদর্শা বিশিনষ্টাশ্রবন্ধি হুঃখন্

অন্ধীকরোতি ভূশমভ্রমগং জলন্তঃ

ভান্নমহৌষধিভিদে প্রচেষ্টয়া বজ্রম্ ॥ ১২১৬

দীর্ঘহুঃখানুভূত্যাস্তে ঘরীয়াগমনোৎসবম্ ।

তপঃফলমিব স্ন'ভৎক'জ্জন্মাসীন্ননোরথৈঃ ॥ ১২১৭

বাৎসল্যোনাহিত্তে প্রেম গৌরবেণ প্রিয়ং বচঃ ।

উচিত্যেন চ দাক্ষিণ্যং সাপত্যমিব যা দধে ॥ ১২১৮

ভ্রাতৃপকরণীভূতবিভূতিগৃহিণী শ্রিয়া ।

তস্মিন্কালা মহাদেবী বিপদে মেঘমঞ্জরী ॥ ১২১৯

বিধির হৃদয় একান্ত প্রতিকূল ; সময়ে সময়ে মিথ্যা আনুকূল্য দেখাইয়া প্রলোভিত কর মাত্র ; কিন্তু কণকাল পরে হুঃখরাশি আনিয়া ফেলে ; অন্ধকারেও যে মহৌষধী সকল দীপ্তি পায় তাহাদিগের বিনাশার্থই প্রচণ্ড বজ্র জালিয়া উঠিয়া, অন্ধকার বিনাশ করিয়া জলদ হইতে পতিত হয় । কিন্তু হায় ! পরক্ষণে ঘোরতর অন্ধকারে চক্ষু আবৃত হইয়া যায় । ১২১৬

তপস্বী তপঃফল লাভের আকাঙ্ক্ষায় দীর্ঘকাল যেমন তপঃ ক্রেশ সহ করে, রাজাও সেইরূপ দীর্ঘকাল হুঃখ ভোগ করিয়া রাজী মেঘ-মঞ্জরীর সমাগম আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলেন, রাজীর হৃদয়ে, প্রেমে বাৎসল্য, প্রিয় বচনে গৌরব, কঠোর সময়োচিত কর্তব্য দয়া, সহজাত সন্তানের জায় বাস করিত ; মহাদেবী মেঘমঞ্জরী রাজার প্রেমসী, গৃহিণী ও সম্পদধরুণা ছিলেন ; এই বিপদের সময়েই রানী মেঘমঞ্জরী প্রাণত্যাগ করেন । ১২১৭—১২১৯

বিনোদশূন্যনির্কিল্লোলকমাত্রং জগদ্বিন্ ।

প্রাণৈঃ রাজ্যেন বা কৃত্যং ম স কিঞ্চিন্নিরেক্ষত ॥ ১২২০

সা ভতুর্বাসনোদৈষ্টঃ কুশা কাশ্মীরসংযুথী ।

ঔৎসুক্যাদন্তযাত্রাসীচ্ছান্তা ফুলপুরাস্তিকে ॥ ১২২১

পূর্বং তদর্শনাশাখা দুর্বার্তায়াস্ততোতিথিঃ ।

ভবন্নতোধিকং রাজা হুঃখংবেগেন পম্পশে ॥ ১২২২

রাজ্যমজ্ঞাতপারুষাতয়াদূষিতভক্তয়ঃ ।

অনুসংশ্রুতশ্রুতাঃ পরিবারবরস্তিথিঃ ॥ ১২২৩

অগ্রত্যক্ষে ক্ষয়েপাত্ৰা ভক্ত্যাদিক্তমত্যজন্ ।

তেজো নামাভবৎসদো বন্দ্যো ভৃত্যান্তরেধিকম্ ॥ ১২২৪

রাজা দেখিলেন জগতে চিত্ত বিনোদনের উপায় কিছুই নাই, সুতরাং লোকযাত্রায়ও উদাসীন হইয়া পড়িলেন, প্রাণরক্ষার্থ বা রাজ্যরক্ষার্থ কিছুতেই কোন কর্তব্য দেখিতে পাইলেন না । ১২২০

রাজ্যী (লোহরে থাকিয়া) পতির দুর্দশার সংবাদ পাইয়া কাশ্মীর (ত্রীনগর) অভিসুখে যাত্রা করেন, পথিমধ্যে ফুলপুরে গতাশ্রয় হন । ১২২১

রাজ্যী আসিতেছেন এই সংবাদে রাজা সাতিশয় ঔৎসাহাষিত হইয়া উঠেন, পরে হঠাৎ তাঁহার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তরিত বিধাদে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়েন । ১২২২

রাজ্যীর অন্তঃপুরবাসিনী যে চারিজন মহিলা তাঁহার প্রতি সাতিশয় অনুরাগিনী ছিলেন তাঁহারা রাজ্যীর অনুগমন করেন । ১২২৩

উদ্যম্ভে তেজ নামক সুপকারই সর্কাপেক্ষা প্রভুভক্তি দেখাইয়া ছিল ; মহিশীর মৃত্যুকালে তেজ নিকটে ছিল না, পবদিন আসিয়া-

স হৃৎসংনিহিতোস্তম্ভিঃ স্ফুটয়াধাতো নিজঃ শিরঃ ।

তচ্চিত্তোপাস্তক্লেদে ভঙ্ক্তা গ্রাব্ণাশিশল্পদীম্ ॥ ১২২৫

আহবাহ্বানসংবৃত্তেঃ শোকবিস্মৃতিকারিণঃ ।

রাজ্ঞো দ্বিষঃ কার্হবশাদুপকারিত্বমায়যুঃ ॥ ১২২৬

স রাজ্যমথ নিক্ষেপ্তু কামো নির্বিল্লমানসঃ ।

বৃংক্রান্তশৈশবং পুত্রমানিত্তে লোহরচলাৎ ॥ ১২২৭

মণ্ডলেশ্বরতাং প্রজ্জ্বলিত্বাঃ ভাগিকাভিধম্ ।

নীত্বা চ শুশ্রুমকরোল্লোহরে কোষদেশয়োঃ ॥ ১২২৮

বরাহমূলং সংপ্রাপ্তমগ্রাদাতঃ প্রিয়ঃ স্মৃতম্ ।

আশ্লিষ্য বিবর্যো রাজা বভূবানন্দশোকয়োঃ ॥ ১২২৯

মহিষীর চিত্তাপাশে পামানে শির বিদীর্ণ করিয়া নদীতলে পড়িয়া প্রাণ ত্যাগ করে । ১২২৮।২৫

একমাত্র শত্রুগণের আহ্বান শুনিতেই রাজা সকল শোক বিস্মৃত হইয়া বীররসে ভাসিতেন, স্মৃতরাং এসময়ে তাঁহার *ক্রমাই বরং তাঁহার উপকারী হইয়াছিল । ১২২৬

রাজার অস্তুঃকরণ ঐদামীন্ত জন্মিল, তখন বিগত শৈশব পুত্রের উপরি রাজ্যভার দিবার অভিপ্রায়ে লোহর অচল হইতে তাঁহাকে অনিয়ন করিলেন । ১২২৭

ভাগিক নামক প্রজ্বির দ্রাভ-তনয়কে মণ্ডলেশ্বরের পদে নিযুক্ত করিয়া লোহর রাজ্য ও তত্ত্ব্য ধনাগারের রক্ষা বিধান করেন । ১২২৮

রাজা প্রিয়পুত্রের দর্শন বাসনা অগ্রগামী হইয়া চলিলেন । বরাহমূল পিতাপুত্রের সাক্ষাৎ হইল, পুত্রালিঙ্গন করিয়া রাজা যুগপৎ শোক ও আনন্দ মাগরে মগ্ন হইলেন । ১২২৯

রাজহুস্থিভিকীর্ত্তিঃ প্রত্যাগাতঃ স্বমণ্ডলম্ ।
 স পশুন্পিতরং চাস্তরসুস্থিতমতপাত ॥ ১২৩০
 খেদনশ্রাননো লোষ্ট্রাবশেষং সোবিশংপুরম্ ।
 অকুলস্বোষুদো দাবনির্দধুমিব কাননম্ ॥ ১২৩১
 রাজ্যেভ্যমিঞ্চদাঘাত্তাত্তেহি জনকোথ তম্ ।
 অবাদীদ্রাজ্যতন্ত্রং চ কুংস্মমুক্তাক্ষগদগদঃ ॥ ১২৩২
 শ্রাস্তাঃ পিতৃপিতৃব্যাস্তে ন যাং বোচুমশকুবন ।
 ধুরমুহুহ তাং বীর অয়ি ভারোদমর্পিতঃ ॥ ১২৩৩
 সাত্বাজ্যপ্রক্রিয়ামাত্রপাত্রং পুত্রং নৃপো বাধাৎ ।
 ন হার্পিপদধীকারং তস্মিন্দৈববিমোহিতঃ ॥ ১২৩৪

রাজকুমার তিন বৎসর পরে কাশ্মীরে প্রত্যাগত হইলেন, পিতার হুরবস্থা দেখিয়া হৃদয়ে সন্তাপ পাইলেন, প্রবাসীর দেশ দর্শন-আনন্দ তাঁহার ভাগ্যে ঘটে নাই । ১২৩০

খেদনশ্রবদনে রাজকুমার মৃত্তিকাস্তপে পরিণত শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন । যেন জলভারাবনত জলধর দাবদধ কাননোপরি ভাসিয়া চলিয়াছে । ১২৩১

আঘাতের প্রথম দিবসে, জনক সুসংল, কুমারকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন ; এবং রাজ তন্ত্র সম্বন্ধে নীতি পরিচালনের উপদেশ দিয়া বাস্পগদগদ বাক্যে বলিতে লাগিলেন—“বৎস, তুমি বীর, তোমার পিতা ও পিতৃব্য যে রাজ্যভার বহনে শ্রাস্তি হেতু অশক্ত হইয়া পড়িয়াছেন, এক্ষণে তোমার উপর সে ভার অর্পিত হইতেছে তুমি উহা বহন কর ।” ১২৩২। ১২৩৩

নরপতি পুত্রকে সর্বাধিক রাজ্যোচিত আচার অহুষ্ঠানের পাত্র মাত্র

অভিষেকবিধাবেষ রাজহনোঃ শমং যযুঃ ।

পুরোপরোধাবগ্রাহব্যাদিচৌরাহ্যপদ্রবাঃ ॥ ১২৩৫

সংপন্নসস্তা চ তথা দেবী সংববৃতে মহী ।

ভূভিগং শ্রাবণে মাসি যথাবৎপ্রশমং যযৌ ॥ ১২৩৬

অত্রান্তরে সিংহদেবো রণে কুর্কন্নবিক্কম্ ।

কর্ণেজপৈর্জজনয়িতুর্দ্রোক্ষায়মিতি স্থচিতিঃ ॥ ১২৩৭

কোপাদবিমৃশং তত্ক্ষং স বন্ধুং তং ব্যসর্জয়ৎ ।

কথ্যায়জং রাজহনন্ততু প্রাগেব বুদ্ধবান্ ॥ ১২৩৮

করিলেন, কিন্তু মোহবশতঃ রাজোচিত শাসনাধিকার প্রদান করেন
নাই । ১২৩৪

রাজকুমারের অভিষেক ক্রিয়া সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে, পুরমধ্যে
গমনাগমনের পথ মুক্ত হইল, অনাবৃষ্টি দূর হইল, মহামারী প্রশমিত
হইল, চৌর্য ও অস্ত্রাভ উৎপাত শান্ত হইল । ১২৩৫

শ্রাবণ মাসেই শস্ত সম্পদে বহুদ্রাঘদেবী পূর্ণা হইলেন, তবং যথা
নিয়মে স্তুতিও দেথা দিল । ১২৩৬

অল্পদিনের মধ্যেই নবীন রাজা সিংহদেব, যুদ্ধে শত্রু মর্দ্দিনে
কৃতকার্য হইলেন, কিন্তু শঠ কর্ণেজপেরা গোপনে রাজা সুসমলকে
ইকিতে জানাইল, সিংহদেব পিতৃদ্রোহী ! ১২৩৭

ঐ বিষয়ে সবিশেষ তদন্ত না করিয়াই রাজা কথ্যাগর্ভজ রাজপুত্র
বিজয়কে আদেশ দিলেন, “রাজকুমার সিংহদেবকে কারারুদ্ধ কর” কিন্তু
রাজকুমার তৎপূর্বেই এ ব্যাপার জানিতে পারিয়াছিলেন । ১২৩৮

কোণস্মিতোৎকটস্থাগ্রে স তস্তাপ্রতিভোভবৎ ।
 নিনায় বক্ষ্যমাংসেন পার্থিবাজ্ঞানমোঘতাম্ ॥ ১২৩৯
 অভুক্তবান্ননস্তাপাৎপ্রত্যয়োৎপত্তয়ে পিতুঃ ।
 সাকং তেন স্ততোত্তোহ্যর্গন্ধং প্রাবর্ত্ত্যাস্তিকম্ ॥ ১২৪০
 আক্কেপুং শক্তিতোশক্য ইতি মত্বা স মস্ত্রিভিঃ ।
 মার্গান্নাবর্ত্তয়ত তং পিতা মিথ্যা প্রসাদয়ন্ ॥ ১২৪১
 অন্তস্ত নিশ্চিকায়েতি প্রবিশ্বাতর্কিতাপমঃ ।
 বহ্নৈনং স্থাপয়িষ্যামি কারাগাগিতি সোনিশম্ ॥ ১২৪২

রাজকুমারের উৎকট ক্রোধেও মুখে হাসির রেখা দেখিয়া বিজয়
 অপ্রতিভ হইলেন; কেবল রাজাজ্ঞা-পালন-মাত্র উদ্দেশ্যে রাজকুমারের
 প্রহরী রূপে রহিলেন । ১২৩৯

তিনি সেদিন মনের দুঃখে আহার করিলেন না । পরদিন বিজয়ের
 সহিত পিতৃ সন্নিধানে যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন, পিতার অন্তকরণে
 বিশ্বাস উৎপাদন করাই তাঁহার অভিপ্রায় ছিল । ১২৪০

রাজার মনে আশঙ্কা হইল, কুমারকে অপরাধী প্রমাণ করিতে
 পারা যাইবে না, এ বিষয়ে মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ করিয়া—
 কুমার আসিতেছেন শুনিয়া, পথিমধ্যে দূতমুখে মিথ্যা প্রবোধ দিয়া
 কুমারকে ফিরিয়া যাঁতে বনিলেন । ১২৪১

কিন্তু মনে মনে সর্বদা চিন্তা করিতে লাগিলেন এবং নিশ্চয়
 করিলেন—একদিন অতর্কিত ভাবে যাইয়া কুমারের বাস ভবনে
 প্রবেশ করিয়া তাহাকে অবরুদ্ধ করিব এবং কারাগারে রাখিয়া
 দিব । ” ১২৪২

ধিগ্রাজ্যং যৎকৃতে পুত্রাঃ পিতরশ্চৈতরেতরম্ ।

শঙ্কমানা ন কুত্রাপি স্মৃৎ রাত্রিষু শেরতে ॥ ১২৪৩

পুত্রপত্নীস্বহৃদভৃত্যে যেষাং শঙ্কানিকেতনম্ ।

বিশ্রুতভূতপতীনাং কন্তেষামিতি বেত্তি কঃ ॥ ১২৪৪

সাহাভিধানপ্রখ্যাতকুগ্রামোপাস্তবাসিনঃ ।

খলপালশ্চ তনয়ঃ স্থানকাখ্যন্ত কশ্চচিৎ ॥ ১২৪৫

শৈশবে পাণ্ডপাল্যেন বর্দ্ধিতো ডামরোত্তবৈঃ ।

গৃহীতশস্ত্রং তস্মিত্যং ক্রমাটিকশ্চ লব্ধবান্ ॥ ১২৪৬

প্রথমাঙ্গাৎপ্রভৃত্যন্তদুভ্যো ভূততুঁরাপ্ততাম্ ।

প্রয়য়াবুৎপলো নাম বৈরিবিচ্ছেদনিচ্ছতঃ ॥ ১২৪৭

যে রাজ্যাহতু পিতা ও পুত্র পরস্পরকে আশঙ্কা করিয়া রাত্রিকালে
কোথায়ও স্মৃৎ শয়ন করিতে পারে না, সে রাজ্যকেই দিক ? ১২৪৩

যদি পুত্র, পত্নী, স্বহৃৎ, ভৃত্যও রাজাদিগের আশঙ্কার ক্ষেত্র হয়,
তাহা হইলে কে জানে তাহাদিগের বিশ্বাস পাত্র কে ? ১২৪৪

সাহিয়া নামে একটি কুপল্লীর প্রান্তে স্থানক নামক কোন খল-
পালক (খোলা বা শস্ত্র মর্দনস্থান-রক্ষক) বাস করিত । তাহার
পুত্র উৎপল—সে শৈশবে ডামর-সন্তানদিগের পাণ্ডপালকের কার্য্য
করিত । সে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া সৈনিকের কার্য্যে শিক্ষিত হয়, এবং ক্রমে
টিকের অধীনে নিত্য অবস্থান করিয়া দৌত্যকর্ম্ম করিতে থাকে । এই
ব্যক্তিই উক্তর কালে রাজা সুসুলের বিশ্বাসভাজন হয়, এবং শত্রু-
পক্ষের মধ্যে ভেদ সাধনের উদ্দেশ্যে রাজার নিয়োগ পালন করিতে
থাকে । ১২৪৫—৪৭

স হি ভিক্ষাচরং টিকমথ ব্যাপাদয়েত্যমুম্ ।
 জগাদাকীকৃতৈশ্বৰ্যদানষ্টিকৌপবেশনে ॥ ১২৪৮
 কৃতপ্রতিশ্রবং তস্মিন্নর্থং তং চ মহর্কিভিঃ ।
 দানৈরুপাচরদগ্ধপতিনাম্বাপ্যয়োজয়ৎ ॥ ১২৪৯
 ভোগলোভপ্রভুদ্রোহচিন্তাদোগায়মানধীঃ ।
 স কার্যং পরিহার্যং বা ন কৃত্যং নিশ্চিকায় তৎ ॥ ১২৫০
 প্রাসোষ্ঠাপত্যমদ্রাস্তস্তদধুঃ কার্যতো নৃপঃ ।
 ততশ্চ প্রাহিণোত্তমৈশ্চ পিতের প্রসবোচিতম্ ॥ ১২৫১

একদিন রাজা সুসঙ্গ তাহাকে বহু পুরস্কার এবং উচ্চপদের প্রলোভন দেখাইয়া বলেন—টিক-ভবনে অবস্থিত ভিক্ষাচরকে বধ করিতে হইবে, এবং পরে টিককেও ঐ পথে পাঠাইতে হইবে । ১২৪৮

উৎপল “যে আজ্ঞা” বলিয়া উক্ত কার্যে প্রতীকৃত হইলে, রাজা তাহাকে বহুমূল্য পারিতোষিক প্রদান করিয়া গজাধিপতি (কোবাধ্যক্ষ) পদে নিযুক্ত করিলেন । ১২৪৯

একপক্ষে রাজদত্ত প্রচুর সম্পত্তোগের লোভ এবং অপর পক্ষে স্বীয় প্রভুর দ্রোহ করা, কোনটা করণীয়, কোনটা পরিহার্য এই চিন্তায় তাহার চিত্ত দোগায়মান হইতেছিল । সে কোনটিই নিশ্চয় করিতে পারিতেছিল না । ১২৫০

এই সময়ে তাহার পত্নী একটা সন্তান প্রসব করে, রাজা পিতার জায় প্রহতির প্রয়োজনীয় নানারূপ দ্রব্যাদি তাহার নিকট পাঠাইয়া : দন । ১২৫১

সাঁ তন্ত্ৰাত্মপট্যায় কারণং পরিশক্তিভা ।
 পত্তিঃ পত্রচ্ছ নির্বন্ধাৎসোপি তন্ত্ৰে ব্যবৰ্ণ্যৎ ॥ ১২৫২
 ন কার্য্যঃ স্বামিনো দ্রোহঃ ক্রতে বাশ্বিন্স স্তস্মলঃ ।
 স্বামেব শনকৈর্হত্ৰাদ্রোহায়মিতি চিস্তয়ন্ ॥ ১২৫৩
 বরং স এব বিশ্বাস্ত ব্যাপাত্তত্ত্ব চেষদঃ ।
 ভবেন্তে স্বামিপুত্রাদিকুটুম্বং আদিত্তিত্তাক্ ॥ ১২৫৪
 ত্বাৰ্য্যেতি প্রৈর্যমাণঃ স নিশ্চয়বিপর্য্যয়ে ।
 চিক্ৰং বিহিতবৃত্তান্তং কৃত্বা বক্রোত্তমঃ কৃতঃ ॥ ১২৫৫
 পত্নাগতানি কুর্যাণে হৃৎক্ষাণ্যথ পার্থিবঃ ।
 স পুত্র ইব বিশ্বাসং যদ্যৌ দৈববিমোহিতঃ ॥ ১২৫৬

উক্ত রমণী রাজার আদরাতিশয় দেখিয়া শঙ্কিত হইয়া “এত
 আদরের কারণ কি” জানিবার নিমিত্ত স্বামীকে সাগ্রহে অনুরোধ
 করিলে উৎপল সমস্ত বিবরণ বলিয়াছিল । ১২৫২

“প্রভুদ্রোহী হওয়া উচিত নহে, যদি তাহা কর, তাহাইলে এই
 রাজা স্তস্মলই তোমাকে বিশ্বাসঘাতক বলিয়া বিনাশ করিবেন।”
 “বরং রাজা স্তস্মলকেই বিশ্বাস জন্মাইয়া বিনাশ কর, তাহাইলে
 তোমার প্রভু ও তৎপুত্র এবং কুটুম্বেরা ধনশালী হইবে তাহাতে
 তোমারও লাভ আছে।” পত্নীর উক্তরূপ বাক্য শুনিয়া তাহার
 সঙ্কল্প পরিবর্তিত হইল ; তখন টিককে এই বৃত্তান্ত জানাইয়া পত্নীর
 বাক্যানুসারে কার্য্য করিতে সচেষ্ট হইল । ১২৫৩—১২৫৫

বিশ্বাসঘাতক উৎপল তখন উভয়হলে যাতায়াত করিতে আরম্ভ
 করিল, রাজা যেন দৈববিমুक्त হইয়াই তাহাকে পুত্রের স্যায় বিশ্বাস
 করিতে লাগিলেন । ১২৫৬

বিপর্যস্তা মতিঃ পুত্রে বিশ্বাসো বৈরিসংশ্রিতে ।

জায়তে ক্ষীণভাগ্যানাং কো নাম ন বিপর্যয়ঃ ॥ ১২৫৭

বৈধৈঃ স্বার্থলোভাক্ষৈর্ঘনানর্থসমাগমঃ ।

সরঘোপদ্রবং ক্ষৌদ্রলুক্কৈরিব ন চিন্ত্যতে ॥ ১২৫৮

তং পীড়িতং প্রজ্জ্বল চ রাজা চাবনতি ততঃ ।

উৎপলোকান্ধটিকঃ নীলীঃ চাদাপম্লসুতম্ ॥ ১২৫৯

রাজাথ দেবসরসং জিতঃ সংত্যজ্য কার্তিকে ।

বাহুকাখ্যমগাদ্ধ্যামং খেয়ীর্ষয়বর্তিনম্ ॥ ১২৬০

স কল্যাণপুরাভার্গে রণৈস্তৈস্তৈর্কিলকৃতাম্ ।

ভিক্ষুকোষ্টেশ্বরমুগানপি নিন্তে মহাভটান্ ॥ ১২৬১

সৌভাগ্য অস্তেই পুত্রের প্রতি বিশ্বাস দূরীভূত, এবং শত্রুর ভৃত্যে বিশ্বাস সঞ্চারিত হয়, তখন সর্ববিধ আপদ আসিয়াই উপস্থিত হয় । ১২৫৭

স্বার্থাক্ষ মূর্থ লোকেরা পরিণামে কি অনর্থ ঘটিবে তাহা চিন্তা না । মধু-লোভী কখন কি মক্ষিকা দংশন ভয়ে বিরত হয় ? ১২৫৮

রাজা ও প্রজ্জ্বল কর্তৃক টিক নিতান্ত উৎপীড়িত হইয়া পড়িলে, উৎপল তাহাকে অবনতি স্বীকার করাইয়া টিক-পুলকে রাজার বিশ্বাসার্থ প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া দিল । ১২৫৯

অনন্তর রাজা কার্তিক মাসে আয়ত্তীকৃত দেব সরস পরিত্যাগ করিয়া—খেয়ী রাজ্যস্থিত বাহুিক নামক গ্রামাভিমুখে চলিলেন । ১২৬০

তিনি কল্যাণপুর সমীপে কতিপয় খণ্ডযুদ্ধে ভিক্ষু, কোষ্টেশ্বর প্রমুখ বীরগণকে পরাজিত করিলেন । ১২৬১

মধ্যাভিষ্কাচরাদীনাং সুজিঃ কাককুলোত্তবম্ ।

জীবগ্রাহং মহাবীরং যুধি জগ্রাহ শোভকম্ ॥ ১২৬২

ভবকীরস্তু কৃত্যাদৌ বিজয়স্তু পরাভবম্ ।

ভূভুজা তদগ্ৰহা দগ্ধাঃ কল্যাণপূরবর্জিনঃ ॥ ১২৬৩

দগ্ধে বড়োসকে ভিক্ষাচরো নষ্টাশ্রয়ো বাধাৎ ।

ত্যক্তা তাং স্মাংশমালায়াং গ্রামে কাকরূহে স্থিতিম্ ॥ ১২৬৪

অমুজো ভবকীরস্তু বিজয়স্তু ভয়ানৃপম্ ।

সংশ্রিতস্তেন তুগ্ৰেণ বন্ধা কারাগৃহেপিতঃ ॥ ১১৭৫

ভূরিসৈন্তানুগং শূরপুরে বিন্তস্তু রিল্হণম্ ।

আকন্দা কনীঃ রাজা চক্রে রাজপুরীমপি ॥ ১২৬৬

বীরবর সুজি রণক্ষেত্রে কাকবংশীয় মহাবীর শোভককে
জীবিতাবস্থাতেই ভিক্ষাচর প্রভৃতির সমক্ষে বন্দী করেন । ১২৬২

ভূপতি প্রথমে ভবক-পুত্র বিজয়কে পরাভূত করেন পরে কল্যাণ-
পুরস্থিত তদীয় গৃহাদি ভস্মীভূত করিয়াছিলেন । ১২৬৩

বড়োসক দগ্ধ হইলে ভিক্ষাচর আশ্রয় শূন্য হইয়া পড়িলেন,
অগত্যা তিনি দেশ ত্যাগ করিয়া শমালাতে কাকরূহ গ্রামে অবস্থিতি
করিতে লাগিলেন । ১২৬৪

ভবকের পুত্র বিজয়-সহোদর প্রাণভয়ে রাজার শরণ লইলেনও
উগ্র প্রকৃতিক রাজা তাহাকে বন্ধন করিয়া কারাগৃহে পাঠাই-
লেন । ১২৬৫

রাজা প্রভূত সৈন্যসহ রিল্হণকে শূরপুরে সন্ধিবেশিত করিলেন,
তাহাতে রাজপুরী প্রতিক্রমে আক্রমণাশঙ্কা করিতে লাগিল । ১২৬৬

ইখমুদগুয়া বৃত্তা খণ্ডিতোচ্চগুডামরঃ ।

স্তোকাবশেষং সোপশ্চত্বকর্তব্যমবিনির্জয়ম্ ॥ ১২৬৭

ভিক্ষাচরো লবণাশ্চ শক্তিক্রয়মুপাগতাঃ ।

বিদেশগমনং ভীতা রিপৌ বলিনি মেনিরে ॥ ১২৬৮

কিমপ্যভাগ্যাবতারৈর্ভিক্ষুপক্ষজুষাং যতঃ ।

জীবিতামপ্যনুস্মাসানির্জীবত্বমিবাধয়ো ॥ ১২৬৯

স সোমপালকৌটীলাং স্মরনকুর্বাৎ হিমাভায়ে ।

শ্রশানোর্বীং রাজপুত্রীগতি ধ্যায়্যবর্তত ॥ ১২৭০

শাস্ত প্রায়শ্চদেদোর্বীবিপ্লবস্ত মহীপতেঃ ।

তজ্জাৰ্ণবাস্তক্রমণপ্রতীতিঃ সমভাব্যত ॥ ১২৭১

এইরূপ প্রচণ্ড বিক্রম অবলম্বন করিয়া উচ্চগুডামর বল খণ্ডিত করিয়া রাজা বৈরি-বিজয় ব্যাপারের অব্যবহিত অবশিষ্ট আছে দেখিলেন । ১২৬৭

ভিক্ষাচর এবং লবণেরা বলক্রয় দেখিয়া ও প্রাপ্তপক্ষকে প্রভূত বল সম্পন্ন বুঝিয়া বিদেশ গমন করা শ্রেয় মনে করিলেন । ১২৬৮

ভিক্ষুপক্ষীয় লোকেরা বিবিধ দুর্দৈব দেখিয়া জীবিতাবস্থাতেই জীবন্মৃতবৎ উৎসাহহীন হইয়া পড়িয়াছিল । ১২৬৯

তখন ভূপতি, সোমপালের কপট ব্যবহার স্মরণ করিয়া মনে মনে সঙ্কল্প করিলেন—শীতের অসমানেই রাজপুত্রীপ্রদেশকে শ্রশান ভূমিতে পরিণত করিয়া—তৎপরে স্বরাজ্যে প্রতিনিবৃত্ত হইব । ১২৭০

যখন মহীপতি স্বরাজ্যের বিপ্লব কথঞ্চিৎ প্রশান্ত করিলেন, তখন লোকের মনে প্রতীতি জন্মিল, রাজা সাগরাস্ত পর্য্যন্ত আক্রমণ করিতে সমর্থ । ১২৭১

শতৈকীয়ো যৌবনিষ্ঠৌ বিপ্রবক্ষ্যতে জনৈ ।

বর্ষং বর্ষং স তজ্জাজ্যে যুগদীর্ঘং স্বমস্তত ॥ ১২৭২

অশ্লথজ্যাসদারিজ্যাপ্রিঃশাশাদি বৈশটৈসঃ ।

স রাজ্যকালঃ সর্বস্ত পরিতাপাবহো হুভূৎ ॥ ১২৭৩

নরঃ পৌরুষবর্নৈষ্ঠুর্য্যশঠেভেন করোতি কিম্ ।

বিধাতৃবৃত্তিবৈচিত্র্যপরাধীনাস্ত সিদ্ধিষু ॥ ১২৭৪

পুরোভূতং কক্ষিৎপরিহরতি রাশিঃ তম ইব

ব্যতীতে কন্নিশ্চিকরিব বিবৃত্যন্ততি দৃশম্ ।

সমুল্লজ্যাসন্নং কচন নৃপতিং দহু'র ইব

ক্রমেৎশ্রষ্টুর্দৃষ্টঃ স্ফুটমিতি গভীনামনিয়মঃ ॥ ১১৭৫

কিন্তু এই বিলবকালে দুর্দশাগ্রস্ত প্রায় শতকের মধ্যে একজন মাত্র রক্ষা পাইয়াছিল—তাহারা বিলবকালের এক এক বৎসরকে এক এক যুগ মনে করিত । ১২৭২

বাতবিক তদীয় রাজ্যকাল সকল লোকেই ক্লেশকর হইয়াছিল—
হুঃখ, ভয়, দারিদ্র, ও প্রিয়জনবিরহ প্রভৃতি কোন আপদেরই অভাব ছিল না । ১২৭৩

যখন সিদ্ধিলাভ বিধাতার বিচিত্র বিধানের অধীন, তখন মানুষে পক্ষযাকার, কি নির্ভুরতা, কিংবা কুটিলতা অবলম্বন করিয়া কি করিতে পারে ? ১২৭৪

দৈবের গতি অতি বিচিত্র ! ইহা স্পষ্টই দেখা যায় । তমোরাশির স্তায় কিছু সমুদ্রে পড়িলে লোকে তাহা পরিত্যাগ করিয়া যায়, সমুদ্র হইতে অতীত হইলে সিংহের স্তায় মুখ ফিরাইয়া সেদিকে চাহিয়া

বিশ্বাসনিহতানিহতান্নৃচ্ছাদীনপুৰাবসং ।

নিত্যং বিকোশশস্তো যঃ পুরাবিত্তো নিশম্য চ ॥ ১২৭৬

বিদুরথাদিবৃদ্ধান্তং নাদাত্তেনিষ্কণে ক্রবন্ ।

জীবু সংভুজ্যমানাস্ত বিশ্বাসবিশদাং দৃশম্ ॥ ১২৭৭

স বদ্ধাবিব নির্বন্ধাধিশ্বাস যদুৎপলে ।

তত্র সংভাব্যতে কেন দৈবাদত্তো কিমোহকৃতং ॥ ১২৭৮

টিকাদয়ো ভূমিপতেঃ সৃজ্জের্বাশ্রতমে হতে ।

স্বাং তুল্যকার্যকর্তারং বিদ্য ইত্যাচরুৎপলম্ ॥ ১২৭৯

সৃজ্জির্ন ব্যাখসীতান্মিস জিঘাংসস্ত ভূভুজম্ ।

তত্র তত্রাভবৎসজ্জঃ প্রসঙ্গং নাসদৎপুনঃ ॥ ১২৮০

দেখে ; নরপতিকে সমীপাগত দেখিলে ভেকের ছায় লক্ষ দিয়া অস্ত
কাহারও মুখে পড়িয়া থাকে । ১২৭৫

যে সুসুল নরপতি পুরাবিদগ্গণের মুখে বিদুরথ প্রভৃতির উপাখ্যান
শুনিয়া সর্বদাই তাহা অবৃতি করিতেন, এবং উচ্চল-রাজ ও অশান্ত
ভূপতির অতিবিশ্বাস হেতু পতন ঘটিয়াছিল বলিয়া তাহাদিগের নিন্দা
করিতেন, সর্বদা ক্রপাণ উন্মুক্ত রাখিতেন এমন কি সম্রাটের সম্মুখ
নারীগণের প্রতি বিশ্বাসের বিমল দৃষ্টি কখন ক্ষেপণ করিতেন না, সেই
রাজাই যে উৎপলকে বন্ধুর ছায় দৃঢ়বিশ্বাস করিলেন, ইহাতে
দৈব ভিন্ন বুদ্ধিমোহের হেতু আর কি সম্ভবে ? ১২৭৬—১২৭৮

টিকাদিরা উৎপলকে বলিয়াছিল যদি তুমি কোন ক্রমে রাজা
সুসুল অথবা সৃজ্জি এই উভয়ের একজনকেও বধ করিতে পার,
তাহা হইলে তোমাকে তুল্যকর্মকারী বলিয়া মনে করিব । ১২৭৯

সৃজ্জি উৎপলকে বিশ্বাস করিত না । উৎপল রাজকে বিনাশ

প্রতিশ্রুতিবিলম্বেন সমস্তোরথ ভূপতেঃ ।

প্রত্যয়োৎপত্তয়ে দেবসরসামীবিমান্বজম্ ॥ ১২৮১

ব্যাঘ্রপ্রশস্তরাজাদীংস্তীক্লাংশ্চাত্মসরান্পরান্ ।

আদায় কার্যমেতৈশ্চৈ সিধোদিহ্যুক্তবান্পম্ ॥ ১২৮২

উচ্চিত্যোচ্চিত্য সেনাত্যো গৃহীতৈঃ সাহসকর্মৈঃ ।

শতৈঃ সমং ত্রিচতুরৈঃ পত্নীনামেকদায়যৌ ॥ ১২৮৩

সময়ান্নেবিণে হস্তস্ত্রাসনস্ত সর্বদা ।

প্রিয়াহারাদিদানেন হস্তাত্তঃপ্রীতিকার্যভূৎ ॥ ১২৮৪

করিবার জন্য সর্বত্র সসজ্জ থাকিত কিন্তু কোন সুযোগ পাইত না । ১২৮০

ইহার পরে ভূপতি দেখিলেন উৎপল স্বীয় প্রতিশ্রুতি (টিকা ও ভিক্ষাচরের প্রাণনাশ) পালনে অথবা বিলম্ব করিতেছে, ইহাতে তিনি ক্রুদ্ধ হইলেন ; তখন উৎপল তাঁহার প্রত্যয় উৎপাদন মানসে নিজ পুত্রকে দেবসরস হইতে আনায়েয়া রাজসমীপে প্রতিভূ স্বরূপ রাখিয়া কহিলেন—মহারাজ ! ব্যাঘ্র ও প্রশস্ত রাজাদি-বীরগণ আমার ত্রায় অসম সাহসী, দুষ্কর কার্য সাধনে পটু—ইহাদিগের দ্বারা অভিপ্রেত সাধন করিতে পারিব । এক সময়ে রাজা ও উৎপল, সৈন্ত্যমণ্ডলী হইতে তিন চারি শত দুষ্কর-কর্ম্ম-কুশল সৈনিক বাহিয়া লইয়া—টিকদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করেন । রাজাকে বিনাশ করিবার জন্য যখন নরহস্তা উৎপল সুযোগ আন্বেষণ করিতেছিল, হায় ! রাজ-সুসঙ্গ তখন তাহাকে নানাবিধ সুখাত্ত প্রদান করিয়া পরিতুষ্ট করিতেছিলেন । ১২৮১—১২৮৪

তুরগং মন্দুরাচক্রবর্ত্যাখ্যং নগরস্থিতম্ ।

অশ্বস্থমুদ্রাঘয়িতুং তুরগবাসনী নৃপঃ ॥ ১২৮৫

স লক্ষক প্রতীহারকয্যাস্রজমুখাগ্নিজান্ ।

পার্শ্বাঙ্কিতবানাসীৎশরণে তন্নিম্নিতানুগঃ ॥ ১২৮৬

শৃঙ্গারো লক্ষকাপতাং নিশম্যাপ্তৌর্নিবেদিতম্ ।

ব্যধাচ্চুতিপথে রাজ্যন্তুহংপলচিকীর্ষিতম্ ॥ ১১৮৭

বিরুদ্ধে বন্ধুধীর্দৃষ্টহিংসারন্তেপি সংভবেৎ ।

আসন্নজীবিতাত্তশ জন্তোঃ স্থনাপশৌরিব ॥ ১২৮৮

স শাপো গাক্ষার্যাস্তদপি সরুষো ভাষিতমৃষে-

স্ত উৎপাতাশ্চক্ষুঃ স্মপি তদভৌমং প্রকটয়ন্ ।

কুলান্তে তত্রাণাঙ্গমমকৃত বৈকুণ্ঠমপি ত-

দ্বিদম্পাত্ত্বং ক ইব ভবিতবাস্ত কুরুতাম্ ॥ ১২৮৯

মন্দুরা-চক্রবর্তী নামে রাজার একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব ছিল, অশ্বটি পীড়িত অবস্থায় শ্রীনগরে থাকে। অশ্বাহুরাগী রাজা উক্ত পশুর পীড়ানিবারণার্থ প্রতিহার লক্ষক ও কয্যাতনয় বিজয় প্রভৃতি আত্মীয় রক্ষীগণকে রাজধানীতে প্রেরণ করিলেন। অত্যন্ত সৈনিক তদীয় পার্শ্বে রহিল, এই লক্ষক-পুত্র শৃঙ্গার বিশ্বস্ত চর মুখে উৎপলের ছুরভিসন্ধির বিষয় অবগত হইয়া, তাহা রাজার কর্ণগোচর করেন। কিন্তু যাহার মৃত্যু আসন্ন সে শত্রুকে হননোত্তম দেখিয়াও বন্ধু মনে করে, বধ্যশালায় পশুও ঘাতককে ঠিক ঘাতক মনে করে না। ১২৮৫—১২৮৮

ভগবান বৈকুণ্ঠপতিও যখন গাক্ষারীর যত্নকুল ধ্বংস শাপ, দুর্কীসা ঋষির সরোষ, বাক্য ও বিবিধ দুর্নিমিত্তদর্শনের পরে স্বীয় অলৌকিক

মিথ্যেতদিত্যধিক্ৰিপ্য ক্রিতিপালঃ প্রদর্শয়ন্ ।

ভঙ্গুল্যোৎপলাদীন্তানগ্রহানেবমব্রবীৎ ॥ ১২২০

জ্যোদ্ধুঃ স্ততোভবজ্যোগাদনিজ্জন্যবাস্ত্যমেব মে ।

জ্যৎ হুষ্ঠমুৎপলাচেষ্টে শ্বেনাষ্ট্রকীৰ্ণ চোদিতঃ ॥ ১২২১

তে ছাদয়ন্তঃ স্বেরাস্তা ধাষ্ট্র্যেন ভয়বৈকৃতম্ ।

বক্তি দেবো যদস্মাভিকীচ্যমিত্যেবমুচিরে ॥ ১২২২

নিখাতেষথ তেষাষৎসাশঙ্ক ইব নিশ্চলান্ ।

হাস্থেনাকারয়দ্বিত্রানন্তিকে মুখ্যশস্ত্রিণঃ ॥ ১২২৩

দৃষ্টি সত্ত্বেও, স্বীয় কুলরক্ষা করিতে অক্ষম হইয়াছিলেন, তখন অস্ত্র কোন্ পুরুষ ভবিতব্যের অস্ত্রথা করিতে পারে ? ১২৮৯

রাজা সুসঙ্গল শৃঙ্গারকে “একথা মিথ্যা” বলিয়া ভৎসনা করিলেন, এবং তাহারদিকে অঙ্গুলি হেলাইয়া, উৎপল প্রভৃতির সমক্ষেই বলিতে লাগিলেন—উৎপল ! এই বিশ্বাসঘাতকের স্তুত (শৃঙ্গার) বাঞ্ছা করে যে, আমি তোমাদিগের সাহায্যে স্ত্রী লাভ না করি, এই নিমিত্ত আত্মবুদ্ধিতেই হউক অথবা অস্ত্র কাহারও পরামর্শ মতই হউক এব্যক্তি বলিতেছে কিনা, তুমি উৎপল, আমার অনিষ্টকারী ।” তখন ধূর্তগণ হস্তমুখে মনের উদ্বেগ ও আশঙ্কা গোপন করিয়া বলিল—মহারাজ যাহা আজ্ঞা করিতেছেন, আমরাই তাহাই বক্তব্য । ১২২০—১২২২

কিন্তু তাহারা চলিয়া যাইলে, রাজার মনে কিঞ্চিৎ আশঙ্কা উদ্ভূত হইল । দ্বারবন্ধকে আদেশ দিলেন—তুই তিন জন কর্ণাট সৈনিককে আনিতে বল । ১২২৩

উন্মনাশ কিমপ্যাসৌখিনিঃশস্ত্র স চিন্তয়ন্ ।

সাক্ষাৎ ন রতিং লেভে নৃত্যগীতাদিদর্শনে ॥ ১২২৪

যেনে বৈদেশিকপ্রাধান্যস্থানপি দ্বুতভ্রমঃ ।

পুণ্যক্ষেপে পিপতিবুর্জৈর্ম্যানিক ইবামরাৎ ॥ ১২২৫

রাজাস্তরঙ্গাঃ সশঙ্কাঃ প্রভৌ শাঠ্যেন মোহিতে ।

পুংকারমৈচ্ছনাতারমজ্ঞং কেচিদচেতনাঃ ॥ ১২২৬

অয়মেব স কালস্ত বলাৎকবলনগ্রহঃ ।

বিদন্তোপি যদানাস্তি জন্তবঃ কৃত্যমুড়তাম্ ॥ ১২২৭

সর্কাস্তরক্ষেপেষন্তচক্ষুবো দিবসবয়ম্ ।

উৎপলাজ্ঞাশ্চ সশঙ্কাঃ কথমপ্যত্যবাহয়ন্ ॥ ১২২৮

তৎকালে তিনি সান্তিশয় উন্মনা হইয়া উঠিলেন, ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস
পড়িতে লাগিল, নয়নে অশ্রু দেখা দিল, চিন্তায় কাতর হইয়া পড়িলেন,
নৃত্যগীতে মন আরাম পাইল না । ১২২৪

তিনি উদ্ভ্রান্ত হইয়া পড়িলেন । নিজ জনকে পরদেশীয় মনে
করিতেছিলেন । যেন পুণ্য ক্ষেপে স্বর্গবাসী, স্বর্গ হইতে চ্যুত
হইতেছেন । ১২২৫

রাজার অন্তরঙ্গেরাও ভীত হইয়া পড়িল । তাহারা ভাবিল, শঠের
হস্তে পড়িয়া রাজা বুকি হারাইয়াছেন । আহা ! যদি কেহ আশ্রিয়া
এক্ষেণে প্রাণ দান করে । ১২২৬

যখন মাহুষ স্বীয় কর্তব্য করিতে যাইয়া অকর্তব্য করিয়া বসে, এবং
অকর্তব্য বুদ্ধিমা প্রতিনিবৃত্ত হয় না, তখন বুদ্ধিতে হইবে যত্নের কবলে
যাইতে আর বিলম্ব নাই । ১২২৭

উৎপল ও তাহার সহকারীরা সনেহে, আশঙ্কায় দুই দিন নিজ
যাইতে পারে নাই—স্বযোগ অবেষণেই ব্যস্ত ছিল । ১১

রহঃক্ষণপ্রার্থিনস্তাংস্তুতীংহ্যাববীৰ্ণপঃ ।

স্বাস্থ্য প্রত্যুষে তদ্যং ভোক্তুং বাত মুহূৰ্হম্ ॥ ১৩০০

দেবতার্চনপর্যন্তমবসায়াহ্নিকং বিধিम् ।

আজুহাবোৎপলং দূতৈর্দধ্যাহ্নিকৈথ রহঃস্থিতঃ ॥ ১৩০০

কার্ঘ্যসিদ্ধিং শ্রদ্ধধানো বৈজ্ঞান্যাদ্রাজসন্নয়ঃ ।

রাজোভ্যর্থং স সাক্ষ্যদ্বাস্ত্রকবানুগোবিশং ॥ ১৩০১

প্রীবেশদ্বারি রক্তং ব্যাজ্রং তদহুজং নৃপঃ ।

শেষাণামপি ভূত্যানামাদিদেশ বহিঃস্থিতিম্ ॥ ১৩০২

বিলম্বমানেষাপ্তেষু কেবুচিংসরবো বচঃ ।

সত্যং তন্তোগ্র্যবাস্তাং সোত্র দ্রোণা য ইত্যপি ॥ ১৩০৩

তৃতীয় দিনে রাজা প্রত্যুষে স্নান করিয়া রক্তাবেষীদিগকে বলিলেন
তোমরা স্ব স্ব গৃহে গিয়া ভোজন কর । ১২৯৯

পরে দেবপূজাদি আহ্নিককৃত্য সমাপন পূর্বক মধ্যাহ্ন সময়ে
উৎপলকে বিরলে সাক্ষ্যং কারবার নিমিত্ত দূতমুখে আহ্বান
করিলেন । ১৩০০

রাজসদন নির্জন প্রায় দেখিয়া উৎপলের হৃদয়ে কার্ঘ্যসিদ্ধির
আশা জন্মিল ও রাজসমীপে উপস্থিত হইল । সন্দিগ্ধ দৌবারিক তাহার
অনুচরদিগকে ভবনান্তর্যয়ে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল । ১৩০১

উৎপলাহুজ ব্যাজ্রকে দৌবারিক প্রবেশ করিতে দেয় নাই, রাজা
স্বয়ং তাহাকে গৃহে প্রবেশ করিতে দিলেন এবং অপরাপর ভূত্যদিগকে
বাহিরে থাকিতে আদেশ করিলেন । ১৩০২

যখন কতিপয় আশ্রয় ব্যক্তি গৃহমধ্যেই রহিয়া গেল এবং বাহিরে

তাৎক্ষলদায়কঃ প্রৌঢ়বয়স্বেনাবশেষিতঃ ।

সাংখ্যবিগ্রহিকো বিদ্বান্‌দ্বিলাশ্চাত্তিকে পরম্ ॥ ১৩০৪

দূতো টিক্তাঘদেবতিষ্ঠবৈখ্যাভিধাবুভো ।

তত্র প্রসঙ্গাদাসাতামজ্জাতোংপলসংবিদো ॥ ১৩০৫

বাড়োংসঃ সুখরাজাখ্যো ডামরো ভিক্ষুসংমতঃ ।

প্রয়াশ্চতি প্রভোদৃষ্টা পাদৌ তৎকর্ষসিদ্ধয়ে ॥ ১৩০৬

ইত্যুক্তবাংস্তেষহংসু তং নৃপং নাতিদূরগম্ ।

সটৈক্যং ডামরং চক্রে হস্ত ত্রাণার্থমুংপলঃ ॥ ১৩০৭

যাইবার অনিচ্ছা প্রকাশ করিল, তখন রাজার মুখ হইতে সরোষে এই সত্যবাক্য উচ্চারিত হইল—সে “যে রাজদ্রোহী সেই এখানে থাকিবে । ১৩০৩

বুদ্ধ তাৎক্ষল-বাহক এবং রাষ্ট্রসচিব রাহিল এই দুইজন মাত্র রাজার নিকটে থাকিবার আদেশ পাইল । ১৩০৪

অঘদেব এবং তিষ্ঠবৈখ্য নামক টিক প্রেরিত দূতদ্বয় উংপলের ষড়যন্ত্রের ব্যাপার জানিত না—তাহারাও কোন প্রসঙ্গে তথায় উপস্থিত ছিল । ১৩০৫

বাড়োংসবানী সুখরাজ নামক এক ডামর ভিক্ষাচরের আশ্রিত ছিল। উংপল তাহাকে সটৈক্যে রাজধানীর নিকটে কয়েক দিন রাখিয় রাজসমীপে একপভাবে জ্ঞাপন করে, যে মহারাজ ইহার দ্বারা জামাদিগের অভিপ্রেত সিদ্ধ হইতে পারে—এক্ষণে মহারাজকে অস্ত্রবাদন করিয়া স্বকর্ষ্য সাধনার্থ যাত্রা করিলে—বাস্তবিক উংপল আশ্চর্যকর্যই তাহাকে সাবধানে অদূরে রাখিয়াছিল । ১৩০৬। ১৩০৭

তথাচৈনং তস্থিবাংসং কৃত্যমন্ত্যমুনেতি চ ।
 উক্তুঃ প্রশস্তরাজং তং পার্থং প্রাবেশয়ক্রতম্ ॥ ১৩০৮
 প্রবিষ্টো নির্জনং বাহ্যমাকলয়া স মণ্ডপম্ ।
 অলক্ষ্যমাণব্যাপারো দ্বারমর্গলিতং ব্যধাৎ ॥ ১৩০৯
 নানাদ্রিকেশং শীতালুতয়া প্রাবারবেষ্টিতম্ ।
 কৃদ্ধা কংসং বপুঃ কৃষ্টশব্দীকং বিষ্টরোপরি ॥ ১৩১০
 আসীনং বীক্ষ্য নৃপতিং প্রসঙ্গো নেদৃশো ভবেৎ ।
 বিজ্ঞাপ্তং কুরু ভূতত্বুরিত্বাচে ব্যাজ্র উৎপলম্ ॥ ১৩১১
 স তয়া সংজ্ঞয়া ব্যগ্রঃ পাদপ্রণতিকৈতবাৎ ।
 রাজোগ্রমেত্য তচ্ছব্দীং বিষ্টরহামপাহরৎ ॥ ১৩১২

রাজাকে এই অবস্থায় পাইয়া উৎপল সম্বরে প্রয়োজনজ্বলে
 রিজাদেশে প্রশস্তরাজকে তথায় আনাইল। ১৩০৮

প্রবেশকালে বাহু মন্দির নির্জন দেখিয়া সে অলক্ষ্যভাবে দ্বার
 অর্গল্য বন্ধ করিল। ১৩০৯

রাজা স্নান করিয়াছিলেন, তখনও কেশ আর্দ্র ছিল, শীত বোধ
 হওয়ার সর্বদেহ বস্ত্রাবৃত করিয়াছেন—উন্মুক্ত খড়গ আসনে পড়িয়া
 আছে, তাঁহাকে এইরূপ ভাবে উপলব্ধি দেখিয়া ব্যাজ্র বলিল, উৎপল !
 তোমার যে আবেদন আছে, রাজাকে জানাও এমন সুযোগ আর
 হইবে না। ১৩১০। ১১

ব্যাজ্রের সঙ্কেত কনুসারে উৎপল প্রণামজ্বলে রাজার সমীপস্থ
 হইয়া আসনস্থিত শব্দটি প্রথমেই সরাইয়া লইল। ১৩১১

বিকোশাং চাকরোৎপশ্চাৎস্তাং তথোদ্ভাস্তলোচনঃ ।
 প্রাহ স হা ধিকিং দ্রোহ ইতি বাববচো নৃপঃ ॥ ১৩১৩
 প্রাহরৎপ্রথমং তাবৎসদ্যে প্রার্শ্বে তমৈব সঃ ।
 তত্ত প্রশস্তরাজেন মূর্ধনি প্রহৃতং ততঃ ॥ ১৩১৪
 ব্যাঘ্রোথ ক্ষতং বক্ষস্তাত্যামেবাসকৃন্তয়া ।
 প্রহৃতং তত্র স পুনঃ প্রাহরন্ন দ্বিকুৎপলঃ ॥ ১৩১৫
 পূর্বমৈব প্রহৃত্যা হি চ্ছিন্নপার্শ্বাঙ্ঘ্রিমাণয়া ।
 মেনে কৃষ্টান্ততন্ত্রীকং স তং প্রোষিতজীবিতম্ ॥ ১৩১৬
 গম্বা তমোরিং পুংকতু'মিচ্ছব্যাঘ্রো রাহিলঃ ।
 পৃষ্ঠে কৃতাহতির্ধিত্রা নালিকা নোজ্জিতোমুভিঃ ॥ ১৩১৭

তাঁহাকে তরবারি উন্মুক্ত করিতে দেখিয়া রাজা বিভ্রান্ত-মনে
 বলিয়া উঠিলেন—হা ধিক্ রাজদ্রোহ ! তখন উৎপল সেই অস্ত্রেই
 তাহার বামপার্শ্বে আঘাত করিল, তাহার পর প্রশস্তরাজ রাজার
 মস্তকে প্রহার করিল । ব্যাঘ্র তাঁহার বক্ষঃস্থলে অস্ত্রবিক্ষেপ করিল,
 এইরূপে দুইজনই রাজাকে পুনঃ পুনঃ প্রহার করিতে লাগিল । উৎপল
 বিস্তৃত দ্বিতীয়বার আর আঘাত করে নাই । কারণ প্রথম আঘাতেই
 রাজার বামপার্শ্ব বিদীর্ণ হইয়া গিয়াছিল এবং অস্ত্র বাহির হওয়াতেই
 তাঁহার প্রাণবিয়োগ হইয়াছিল । ১৩১৩—১৩১৬

এই সময়ে রাজিল গবাক্ষের নিকট যাইয়া চীৎকার করিতে থাকায়
 ব্যাঘ্র তাহার পৃষ্ঠে একরূপ অস্ত্রাঘাত করে যে দুই তিন নাড়িকা মাত্র
 স জীবিত ছিল । ১৩১৭

ভাষুলদায়কন্ত্যক্তা করঙ্গাণ্ডজ্জকো ব্রজন্ ।

দীনো নিজেভ্যঃ কারুণ্যাঙ্কংপলেনৈব বন্ধিতঃ ॥ ১৩১৮

অন্তঃসমুখিতে ক্ষোভে বাহ্যমণ্ডপবর্ত্তিভিঃ ।

টিক্কাট্টেঃ কৃত্য লুপ্তির্দ্রোহগৃহৈরুদায়ুধৈঃ ॥ ১৩১৯

উৎপলো নিহতো রাজ্যেত্যবেত্য কটকস্থিতৈঃ ।

বহিঃস্থান্হস্তমানান্স্থান্সমাশাসয়িতুং ততঃ ॥ ১৩২০

বক্তাদ্রশস্ত্রং সন্দর্শ্য তমোরের্বপুরুষপলঃ ।

উচে ময়া হতো রাজা ন ত্যাজ্যাতশ্চমুরিতি ॥ ১৩২১

তচ্ছ্রদ্ধা হুঃশবং রাজভৃত্যাঃ কাপি ভয়াত্ত্বয়ঃ ।

দ্রোহানুগাস্ত্রনাতুলকোল্লাসা ব্যধুঃ স্থিতিম্ ॥ ১৩২২

শুদীন যজ্জক তাহুল করক ফেলিয়া পলাইতেছিল, উৎপল দয়া করিয়া স্বীয় ভৃত্যদিগের হস্ত হইতে তাহার উদ্ধার করে। ১৩১৮

গৃহ মধ্যে যখন এই কাণ্ড হইতেছিল, তখন টিক পক্ষীয় লোকেরা চক্রান্তকারীদের সহিত মিলিত হইয়া অসুধারণ পূর্বক লুপ্ত আরম্ভ করিল। ১৩১৯

রাজহস্তে উৎপল নিহত হইয়াছে এই কথা শুনিয়া রাজসৈনিকেরা উৎপলের বহিঃস্থ অনুচরদিগকে খণ্ড খণ্ড করিতেছিল। তাহাদিগকে আশ্বাস দিবার জন্য উৎপল গবাক্ষের নিকট আসিয়া স্বীয় দেহ ও রক্তাক্ত শস্ত্র প্রদর্শন পূর্বক বলিল “আমি রাজাকে বধ করিঘাচ্ছি, তদীয় সৈন্তকে পলাইতে দিও না।” ১৩২০। ১৩২১

এই হুঃসংবাদ শ্রবণে রাজভৃত্যেরা যে যে দিকে পারিল, পলাইয়া গেল, যাহারা রাজদ্রোহীদের পক্ষপাতী ছিল কেবল তাহারাই সানন্দে প্রাঙ্গণে রহিয়া গেল। ১৩২২

নির্বাস্তো মণ্ডপাতীক্ষা নিজস্বনাগকাভিধম্ ।
 দ্বারপ্রবিষ্টং নিষ্কণ্টকপাণীকং নৃপানুগম ॥ ১৩২৩
 ভূপালশয্যাপালস্ত্র ত্রৈলোক্যাখ্যস্ত্র সেবকঃ ।
 নিন্দাক্রোধং টিককাটৈর্দ্বা হৃষ্টৈকো ব্যপাদিত ॥ ১৩২৪
 উৎকণ্ঠং নষ্টসন্ধানাং মথ্যে রাজানুজীবিনাম্ ।
 মথেকাসিং ধাবন্তং ভাবুকায়মভূষণ ॥ ১৩২৫
 দৃষ্ট্বা সহজপালাখ্যং পার্শ্বদ্বারেণ নির্যমুঃ ।
 তীক্ষ্ণাঃ স হপতভূমৌ তদ্ভূত্যপ্রহৃতিমতঃ ॥ ১৩২৬
 জাতে কুকীৰ্ত্তিকালুষাপাত্রে রাজাজ্জব্রজে ।
 বৈলক্ষ্যক্ষালনং সিদ্ধং তস্ত্র স্বক্ষতজৈঃ পরম্ ॥ ১৩২৭

বাতকেরা বাহিরে যাইবার সময় নাগক নামক রাজানুচরকে
 সশস্ত্রাবস্থায় দ্বার-প্রবিষ্ট দেখিয়া নিহত করেন । ১৩২৩

রাজ শয্যাপালক ত্রৈলোকের একটী সেবক রাজ দ্রোহীদিগের
 নিন্দাবাদ করায় টিকানুচরেরা তাহার প্রাণ বিনাশ কবে, একটি দ্বার-
 পালও ঐ সময়ে নিহত হয় । ১৩২৪

যখন গুপ্ত বাতকেরা দেখিল ভাবুক-কুলভূষণ সহজপাল খড়্গা চৰ্ম্ম
 গ্রহণ পূর্বক হতোৎসাহ রাজানুচর মধ্যে বীরস্ব দেখাইয়া অগ্রসর
 হইতেছেন, তখন তাহার। একটি ক্ষুদ্র পার্শ্ব-দ্বার দিয়া নিজস্ব
 হইয়া পড়িল, কিন্তু তাহার অন্তচরেরা সহজপালকে ভূমিশায়ী
 করিল । ১৩২৫।১৩২৬

সহজ পালের শোণিতেই রাজপুত্র কুণের কলঙ্ক কালিমা বিদৌত
 হইয়াছিল । ১৩২৭

হতদৈনিকসংবাদিদেহো রাজান্নজজমাৎ ।

বিদ্বান্দিগ্ন্যা নোনাথাস্তৌক্লপকৈঃ পুরো গতঃ ॥ ১৩২৮

অক্ষতান্ ব্রজতো বীক্ষ্য তীক্ষ্ণান্ গ্রামান্তরোন্মুখান্ ।

চিত্রার্পিতা ইব ক্রোধান্নাশাবনুকেপি শস্ত্রিণঃ ॥ ১৩২৯

রাজবংশা মহীপালপ্ৰীতিপাত্রপথা যযুঃ ।

স্বগয়ন্তোন্ননং সূক্ষ্মায়া জনবিবর্জিতম্ ॥ ১৩৩০

তা তান্কাপুরুষান্ হর্ষদেবোদস্তাং প্রভৃ গলম্ ।

স্বভা চ কীৰ্ত্তয়িত্বা চ কৃতভারগ্রহা ইব ॥ ১৩৩১

জাতহুকৃতসংস্পর্শাঃ যেষাং নামগ্রহণসাহসম্ ॥ ১৩৩২

বৈদেশিকদিগের তুল্যাকৃতি নোনক নামক এক বিদ্বান্ ব্রাহ্মণও রাজপুত্র ভ্রমে ঘাতকাহুচরদিগের সম্মুখে পড়িয়া ধিন প্রাপ্ত হন । ১৩২৮

গুপ্ত-ঘাতকদিগকে অক্ষতশরীরে গ্রামান্তর অভিমুখে পলাইতে দেখিয়াও রাজসৈনিকেরা চিত্রার্পিতের স্থায় ক্রোধে অবশ, অচল হইয়া রহিল, শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করিল না । ১৩২৯

তাহার পর রাজ-প্রসাদ-পুষ্ট-বপু রাজ-জাতিরা আসিয়া সেই জনশূন্য প্রাঙ্গণ পূর্ণ করিয়া ফেলিল । ১৩৩০

রাজা হর্ষদেবের রাজ্যকাল হইতে আরম্ভ করিয়া অনেকানেক নরপমদিগের বর্ণনায় আমরা ভারবাহীদিগের স্থায় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি ; তাহাদিগের বর্ণনা বা নাম স্মরণও কর্তব্য নহে ; তাহারা যে সকল ইচ্ছা, সাধনপূর্বক পাপিষ্ঠের সংখ্যা বদ্ধিত করিয়াছে, তাহাদের তাহা আর উল্লিখিত হইবে না । ১৩৩১/১৩৩২

অঙ্গনাম্ গুপাকৃষ্ণিং মদ্বানং পৌরুষং মহৎ ।

পাপিনঃ কেপি তন্মুখ্যা দদন্তুঃ স্বামিনঃ হতম্ ॥ ১৩৩৩

অধরেণাস্রসংস্কারলেশাবেশপ্রকম্পনা ।

বদন্তং দন্তদৃষ্টেন স্বাস্ত্যাস্তেহুতপ্ততাম্ ॥ ১৩৩৪

বঞ্চিতঃ কথমেবোহমিতি নামেতি চিস্তয়া ।

নিঃস্পন্দে জীবিতাস্তেপি তথৈব দৃষতং দৃশৌ ॥ ১৩৩৫

জ্ঞামায়মানং বাস্পেণ ব্রণবত্কে ক্লবকতা ।

অন্তঃপ্রশাস্তামিষাশিশেষধুমলতাস্ত্রিষা ॥ ১৩৩৬

আনন্যাস্থ্যুতীভূতচন্দনোল্লেককুঙ্কমম্ ।

সক্ৰয়া লিখিতস্তেব ঘনকৃতজলাক্ষয়া ॥ ১২৬৭

প্রাক্ষণে সমাগত পাপানুদিগের মধ্যে প্রধান কয়েকজন অঙ্গন হইতে গৃহভাস্তরে প্রবেশ করা পৌরুষের কার্য্য মনে করিল এবং তথায় নিহত প্রভুর প্রাণহীন দেহ দর্শন করিল ।

তাহারা দেখিল, তখনও রাজার মুখ দিয়া শোণিত নির্গত হইতেছে, বক্তাক্ত ওষ্ঠাধর যেন কম্পিত হইতেছে, দশন-দষ্ট অধরে যেন অন্তরের অনুরূপ স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে । নয়নের তারা স্থির, নিস্পন্দ, দেখিয়া মনে হইতেছিল—রাজা তখনও ছদ্মবেশ ধ্যান করিতেছেন—হায় আমি কতদূর প্রতারিত হইয়াছি ? শোণিত-প্রবাহ ক্ষতস্থান হইতে বেগে নির্গত হইয়া ক্ষতমুখে জমাট বাঁধিয়া কৃষ্ণবর্ণ হইয়া রহিয়াছে—যেন অন্তরস্থ ক্রোধানল প্রশমিত হওয়ায় শেবাংশ ধূমরাশির আকারে পরিণত হইয়াছে । আহত মুখমণ্ডলে লাক্ষাবৎ কৃষ্ণের সংলিপ্ত খাণ্ডায় কুঙ্কম চন্দন, রেণা বিলুপ্ত প্রায় দেখাইতেছি ; তাহার কেশবলাপ শীতল শোণিতে কদমাক্ত হইয়া

আশ্রানাস্রজটীভূতকেশং নথ ভুবি চ্যুতম্ ।
 পর্যস্তপাণিচরণং স্বক্কাগ্রালম্বিকংধরম্ ॥ ১৩৩৮
 তং বীক্ষ্য নোচিতং কিঞ্চিদাচেক্ষন্তে নরাদমাঃ ।
 বৈজয়ন্ত ফলং ভূজ্জ্যেত্যাবেগাদমিচিক্ষিপুঃ ॥ ১৩৩৯
 লঙ্কা তুরঙ্গে যুগ্যে বা ন তৈর্নীতিশ্চিত্তাগ্নিসাৎ ।
 কতুং ন বা পারিতঃ স প্রাণভ্রাণায় ধাবিতৈঃ ॥ ১৩৪০
 আস্তাং বিলম্বসাধ্যং বা কঠৈশ্চতদভ্রাষ্ট্রদাক্রমাৎ ।
 সজ্জাগ্নি চাগ্নিসাদেগহমপি কশ্চিচ্চ নাকরোৎ ॥ ১৩৪১
 রাজবাজিনমেতৈকং তেধ্যাক্রহ পলায়িতাঃ ।
 নিলুপ্তিত্ত কটকো ব্রজনগ্রামেষু ডামরৈঃ ॥ ১৩৪২

জটার আঘ হইয়াছিল, হস্ত পদ প্রসারিত, স্বক্কদেশ গ্রীবাংশিত এবং দেহ ভূতলে নগ্নাবস্থায় শয়ান ছিল । ১৩৩৪—১৩৩৮

নরাদমেরা তদবস্থায় পতিত রাজকলেবর দেখিয়া তৎকালোচিত কোন কার্য্যই করে নাই, প্রত্যুত “অশিষ্টতার ফলভোগ কর” বলিয়া আবেগভরে নিন্দাই করিয়াছিল । ১৩৩৯

রাজার শব ঘোটকোপোরি বন্ধন অথবা শিবিকায় স্থাপন পূর্বক সৎকারার্থ শ্রমানে লইয়া যাইতে কেহই পারিল না, সকলেই স্ব স্ব প্রাণরক্ষার্থ পলায়নপর হইল । ১৩৪০

যদি বল শ্রমানে সৎকার করা বিলম্ব সাধ্যব্যাপার, তথাপি কতকগুলি জলস্ত কাষ্ঠ শবদেহের উপরি চাপাইয়া দিলেও হইত, অথবা নিকটে যখন অগ্নি জ্বলিতেছিল—তাহাতে সেই গৃহেই অগ্নি স যোগ করিলেও সৎকার শেষ হইত ; নরাদমেরা তাহাও করে নাই । ১৩৪১

রাজার এক একটা অঙ্গে যখন পারিল লইয়া পলায়ন করিল ।

ন পুত্রঃ পিতরং পুত্রং পিতা বা প্রত্যপাগম্যৎ ।
 ভৃতং হতং লুপ্তিতং বা প্রচলঙ্গহিমেধবনি ॥ ১৩৪৩
 ন কোপি শত্রুভৃৎসোভুৎস্বজ্ঞা মানোরতিং পথি ।
 পরৈরান্ধিপ্যমাণো বঃ শত্রং বস্ত্রং চ নাত্যজৎ ॥ ১৩৪৪
 লবরাজযশোরাজদ্বিজৌ ব্যান্ধামবেদিনৌ ।
 কান্দশ্চ রাজা নিহতা বীরবৃত্ত্যা ত্রয়ঃ পরম্ ॥ ১৩৪৫
 অদুরাতুংপগাত্তাস্ত কটকং বীক্ষ্য বিক্রতম্ ।
 প্রবিষ্টাৎগৃহং ছিত্বা শিরো নিহ্যর্শ্বহীপতেঃ ॥ ১৩৪৬

সৈনিকেরাও গ্রামে গ্রামে পলায়নকালে ডামর দস্তাদিগের হস্তে সর্বস্ব হারাইল । ১৩৪২

তাহাদিগের প্রাণের ভয় কতদূর তাহা বর্ণনা করা যায় না, সেই দুর্ঘম ভূষাঃময় পথে পলাইবার সময় পিতা পুত্রকে, কি পুত্র পিতাকে দস্তা পৌড়িত ও নিহত হইতে দেখিয়াও বক্ষার্থ চেষ্টা করে নাই । ১৩৪৩

পলায়নকালে শত্রুধারীদিগের মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে, পথি মধ্যে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্বীয় মর্যাদা পরিহার পূর্বক শত্রু বস্ত্র পরিত্যাগ করে নাই । ১৩৪৪

অস্ত্রবিছায়-বিশারদ লবরাজ ও যশোরাজ নামক ব্রাহ্মণদ্বয় এবং কান্দরাজ এই তিনজন বীরকার্য্য করিয়া দেহত্যাগ করিয়া ছিলেন । ১৩৪৫

উৎপল ও তৎসহচরেরা নিকটে ছিল ; যখন দেখিল রাজসৈন্ত ভয়ে পলায়নপর হইয়াছে, তখন তাহারা নির্ভয়ে রাজার আবাসে প্রবেশ পূর্বক রাজার শিরচ্ছেদন করতঃ ছিন্নমুণ্ড লইয়া প্রস্থান করিল । ১৩৪৬

গণেষু দেবসরসং তেষু ছিন্নশিরা নৃপঃ ।

হতশ্চৌর ইব প্রাপ গ্রামাণাং শ্রেষ্ঠগীহতাম্ ॥ ১৩৪৭

এবং দ্রোহৈশ্চতীয়াস্কাৰ্মাবাস্তাৱাং স ফালুনে ।

পঞ্চপঞ্চাশতং বৰ্ধানায়ুযোতীতবান্‌হতঃ ॥ ১৩৪৮

বিলাসশয়নস্থস্ত সিংহদেবস্ত সা শ্রুতৌ ।

প্রেমাখোনৈত্য দুৰ্দ্ধার্তা ধাত্রীয়েণ ব্যাদীযত ॥ ১৩৪৯

সংভাব্যতে যোগুভাবঃ সশস্ত্রস্তাপ্রিয়শ্রুতৌ ।

হতশ্চৌপি তং প্রাপ স তদা পিতৃবৎসলঃ ॥ ১৩৫০

মোহলুপ্তশ্রুতিঃ শ্রুত্বা চিরাহুদগতচেতনঃ ।

তত্তদুঃখাহতশ্রুতির্কিললাপ ফুটাম্‌ফুটম্ ॥ ১৩৫১

দেবসরসে রাজার মস্তকহীন দেহ গ্রামবাসীদিগের একটি দেখিবার বস্তু হইল ; তাহারা যেন কোন প্রসিক চৌরের শরীর লইয়া কৌতুক করিতেছিল । ১৩৪৭

লৌকিকাকের চারি হাজার দুইশত তিন বৎসরে—ফাল্গুন মাসে জন্মাবস্থায়, রাজা সুসল পঞ্চাশ বৎসর বয়সে গুপ্ত-ধাতকের হস্তে প্রাপ্ত্যাগ করেন । ১৩৪৮

রাজকুমার সিংহদেব সুখাসনে বিশ্রাম করিতেছিলেন, এমন সময়ে তদীয় ধাত্রীপুত্র প্রেম এই দুঃসংবাদ তাঁহার প্রতিগোচর করে । ১৩৪৯

পিতৃ-বৎসল জয়সিংহ নিরস্ত্র থাকিলেও এই অপ্রিয় সংবাদে সশস্ত্র বীরের উপযুক্ত মহিমা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ১৩৫০

মোহবশতঃ তদীয় শ্রুতি বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছিল, পরে কথঞ্চিৎ চৈতন্য লাভ করিয়া শোকবিহ্বলচিত্তে গদগদ কণ্ঠে বিলাপ করিতে লাগিলেন । ১৩৫১

মদৰ্শং কুর্ক্বেতা রাজ্যং প্রযজ্ঞাদপকণ্টকম্ ।

অধমে কিং মহারাজ হুয়াত্তা পরিভাষিতঃ ॥ ১৩৫২

অহেতেঃ পশ্চাতঃ শক্রনস্তে বৈরবিশুদ্ধয়ে ।

অপি তে মানিনোগচ্ছন্তাত সংভাবনাভুবন্ ॥ ১৩৫৩

তথা নিবেদিতে বৈরে পিতা ভ্রাতা চ তে দিবি ।

নিশ্চিন্মাঃ সংপ্রতি স্বং তু বর্জ্যসে মহ্যদুঃস্থিতঃ ॥ ১৩৫৪

অনরণ্যকুপদ্রোণভামদগ্নাদিষু স্পৃহাম্ ।

কুল্যক্ষালিতবৈরেযু মা কার্বীঃ কাঞ্চন ক্ষণম্ ॥ ১৩৫৫

শোচ্যন্তদাশ্রয়ো মহ্যরহং শোধয়িতা নৃপ ।

দূয়ে ন তত্র যাভং যত্রৈলোক্যমভিযোজ্যতাম্ ॥ ১৩৫৬

“হা পিতা, হা মহারাজ, আমার জন্মই রাজা নিকণ্টক করিতে আপনার এত যত্ন । হায়, কেন আপনি অধমের হস্তে এরূপ নিগৃহীত হইলেন ? ১৩৫২

“অবশেষে শত্রুর সহিত বৈরভাব দূরীকরণার্থ যখন শক্রপক্ষীয়ের সহিত সম্ভাষণ করিতেছিলেন—তখন কেন নিরস্ত্র হইয়া তাহাদিগকে সম্মান দেখাইতেছিলেন ? ১৩৫৩

“আপনি আপনার পিতার ও ভ্রাতার শত্রুদিগের বধ সাধন করিয়া স্বর্গস্থ পিতা ও ভ্রাতার চিন্তা-দুঃখ নিবারণ করিয়াছেন, অধুনা আপনি স্বয়ংই হুঃস্থচিত্তে রহিয়াছেন । ১৩৫৪

“অনরণ্য, কুপ দ্রোণ ও জমদগ্নি প্রভৃতি আত্মীয়গণ বৈর-নির্ষাতন দ্বারা তাঁহাদিগের ক্রোধ শাস্তি করিয়াছেন, আপনি আর সম্পূর্ণ-লোচনে উক্ত মহাত্মাগণের দিকে দৃষ্টিপাত করিবেন না, অচির কাল মধ্যেই আমি আপনার শত্রুগণের বধ সাধন করিব—জিভুবন

বাৎসল্যোৎপুলকস্নেহং স্নিকোক্তিমধুরং হৃথম্ ।

মদর্শনে যদাসীত্তে তন্মে পুর ইবাধুনা ॥ ১৩৫৭

ইতি চাত্তচ্চ বিলপন্গান্তীর্ষালক্ষ্যৈবকৃতঃ ।

দ্বীশোকভয়মুকাম দদর্শাণ্ডানুপিতুঃ পুরঃ ॥ ১৩৫৮

অশিক্ষয়ত যন্মন্যদাঙ্গিণ্যং নিরুরোধ তৎ ।

তথাপ্যেবং স তানুচে কিঞ্চিদাক্ষেপকর্কশম্ ॥ ১৩৫৯

কোশৌঃ সত্বংশতাং বীক্ষ্য কুরুতঃ সংক্রিয়াং গতঃ ।

ধিগ্ভবন্তশ্চ শত্রুঃ চ তাতস্থাস্তে বিপর্যয়ম্ ॥ ১৩৬০

যদি আক্রমণ করিতে হয় আমি তাহাও করিব—আপনার ক্ষোভ
অনাবশ্যক । ১৩৫৫।১৩৫৬

আমি এখনও আপনার সেই বাৎসল্য পূর্ণ আল্লাদে রোমাঞ্চিত,
স্নিত-শোভিত মুখমণ্ডল যেন প্রত্যক্ষ করিতেছি । আপনার স্নেহ
মধুর বাক্য যেন এখনও—শুনিতেছি । ১৩৫৭

এইরূপ বহুবিধ বিলাপ করিতে লাগিলেন, কিন্তু তিনি একরূপ
গভীর প্রকৃতি ছিলেন যে, তাঁহার হৃদয়ের বিকার বাহ্যকায়ে লক্ষ্য
হইত না ; যখন তাঁহার পিতার বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ তৎসমীপে আগমন
করিলেন—তিনি বহুযত্নে মনের ক্ষোভ গোপন করিয়া তাঁহাদিগের
প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন । লজ্জা, হৃথ ও ভয়ে মন্ত্রীদিগের মুখে বাক্য
স্মরণ হইতেছিল না । ১৩৫৮

ক্ষোভ রোধের বাক্য সৌজন্তের দ্বারা নিবারিত হইল ; তথাপি
কিঞ্চিৎ ভৎসনাসহ ক্রূত ভাষায় তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে
লাগিলেন । ১৩৫৯

আমার পিতা আপনাদিগকে সত্বংশজাত বিবেচনায় ধনমানাদি

বলাৎপিতৃব্যো নিহতে কৃতমুচ্ছিষ্টজীবিত্তিঃ ।

মাত্তানং ভবতাং দিকং হা দিক্চিদপি নাধুনা ॥ ১৩৬১

ইত্থাপালন্তমানস্তান্দিত্রৈরন্তিকমগতৈঃ ।

স্বকৈরনাত্যৈঃ কৰ্ত্তব্যক্ৰত্নেবহিতঃ কৃতঃ ॥ ১৩৬২

প্রস্থানং লোহরে কেচিদুচুঃ সংত্যজ্য মণ্ডলম্ ।

ত্বরাং চ তত্র রাত্যন্তে বদন্তো ভৈক্ষবং ভয়ম্ ॥ ১৩৬৩

গর্গাঅজ্ঞং পঞ্চচক্রমালম্ব্য লহরস্থিতম্ ।

দৈবরাজ্যচরণাঘাত্তে ধীরপ্রায়া বভাষিরে ॥ ১৩৬৪

যারা সম্মানিত করিয়াছিলেন ; কিন্তু আমার পিতার মৃত্যুকালে, আপনারা ও আপনাদের শত্রু উভয়ই বিপরীত ধর্ম আচরণ করিতেছে, দিক্ আপনার শত্রে ! দিক্ আপনাদিগকে ! ! ১৩৬০

হা দিক ! আমার পিতৃব্যের মৃত্যু হইলে উচ্ছিষ্ট-ভোজী চণ্ডালেরা যাহা করিয়াছিল আপনারা সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হইয়াও, তাহা এখন করিতেছেন না ? ১৩৬১

এইরূপে যখন তিনি তাহাদিগকে তিরস্কার করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দুই তিনজন আপ্ত নরী নিকটে আসিয়া উপস্থিত কর্তব্যের দিকে তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিল । ১৩৬২

কেহ কেহ সম্বরে কাম্মীর ত্যাগ করিয়া লোহরে যাইতে পরামর্শ দিল । কারণ রাত্রি প্রভাত হইলেই ভিক্ষাচর আসিয়া বিপদ ঘটাইতে পারে । ১৩৬৩

অপর দুই একজন বুদ্ধিমানের ভ্রাম্য প্রস্তাব করিল—গর্গ-পুত্র পঞ্চচক্র লহরে আছেন, তাঁহার সাহায্য লইয়া রাজ্যোদ্ধারার্থ যুদ্ধ করা হউক । ১৩৬৪

নহি স্বগৃহবন্তিকোৰ্কিৰিকোৰ্ন : রাস্তরম্ ।
 অজ্ঞায়ি প্রত্যবহাং কেনাপ্যসতি স্মস্মলে ॥ ১৩৬৫
 আশ্রয়সংভাবনয়া তাদৃশাং মন্ত্রিণাং নৃপঃ ।
 সান্তঃখেদং শ্বে বিধয়েং দ্রক্ষ্যথৈত্যব্রবীদচঃ ॥ ১৩৬৬
 কালাপেক্ষাপরিত্যক্তপিতৃব্যাপত্তিহুঃস্থিতঃ ।
 স কোশাদিস্থখাদিক্ষত্রক্ষিপদ্রাণদীক্ষিতান্ ॥ ১৩৬৭
 ইতশ্চেতুশ্চ বহুম্যামাণৈঃ প্রোত্ত্বংপ্লুতধরম্ ।
 অন্তোত্তাখায়িভিলোকৈঃ পুরং মুখরতামগাং ॥ ১৩৬৮
 মন্তবেতালমালেব কালরাত্র্যাকুলেব চ ।
 বভূব সা যামবতী সৰ্বভূতভয়াবহা ॥ ১৩৬৯

স্মস্মলের অবর্তমানে ভিক্ষু শ্রীনগর মধ্যে অনায়াসে প্রবেশোত্ত
 হইলে, তাহাকে বাধা দেওয়া যাইতে পারে ইহা কেহ মনেও করে
 নাই । ১৩৬৫

জয়সিংহ স্বীয় বিক্রমে মন্ত্রিগণের এইরূপ অনস্থা বুঝিতে পারিয়া
 হৃদয়ে ব্যথা পাইলেন, প্রকাশে বলিলেন—এক্ষণে যাহা বিধেয়, কল্য
 তাহা দেখিতে পাইবেন । ১৩৬৬

সময়োচিত কর্তব্য সাধনার্থ তিনি পিতৃশোক হৃদয়েই গুপ্ত
 রাখিলেন, কষ্ট শত্রুদিগকে ধনাগার রক্ষার্থ বিশেষরূপে আদেশ
 দিলেন । ১৩৬৭

সেই রাত্রিতে নগরবাসীরা ইতঃস্ততঃ ভ্রমণ করিতেছিল এবং
 উল্লেখ্যে পরস্পরকে আহ্বান করিতে থাকায় নগরটা কোলাহলময়
 হইয়া উঠিল—যেন কালরাত্রি উপস্থিত, বেতালগণ মন্ত হইয়া
 উঠিয়াছে—সকল লোকের মনে বিষম ভয় জন্মিয়াছিল । ১৩৬৮।৬৯

দীপৈর্নির্কীৰ্তনিকৈশ্চিন্তাস্পদৈশ্চ মন্ত্ৰিভিঃ ।

তিষ্ঠনপরিবৃত্তো রাজা স্বস্তরেবমচিন্তয়ৎ ॥ ১৩৭০

নির্দ্বারে সমস্মাগ্রমাক্রান্তে শূন্যবেশ্মনি :

তাতোপি নিহতঃ শূন্যে ময়ি জীবতানাথবৎ ॥ ১৩৭১

কষ্টমেতাদৃশসহ্যবৈশসঞ্চালনাবধি ।

কথং গোষ্ঠীষু শক্ষ্যামি দ্রষ্টুং মানবতাং মুখম ॥ ১৩৭২

বিরোধিবশবর্ত্তিত্যো দেশেভ্যঃ সৈন্তনষ্টয়কঃ ।

স হির্মরেব দুর্লভ্যোঃ কথমেবাতি বত্সভিঃ ॥ ১৩৭৩

ইখং বিম্বতস্তত্ত তত্তত্তীব্রাভিসঙ্গিণঃ ।

যযৌ ভীতিমতো ভীমা কথঞ্চিৎস। নিশীথিনী ॥ ১৩৭৪

সমস্ত রজনী নিবাত নিষ্কম্প দীপমালা রাজভবন আলোকিত করিয়াছিল, চিন্তাকুল অমাত্যগণ রাজাকে বেঠন করিয়া বসিয়াছিল। রাজা মনে মনে ভাবিতে ছিলেন—হায় আমি সর্বশূন্য হইয়া জীবিত আছি এবং তদবস্থায় আমার পিতাও অন্যের শ্রায়, মুক্তদ্বার, অন্ধকারময়, সচ্ছন্দ-পবন-তাড়িত জনশূন্য গৃহে নিহত হইয়া রহিয়াছেন। এতাদৃশ অসহনীয় অপমান যতদিন ক্ষালন করিতে না পারিব ততদিন সম্ভ্রান্ত জনগণের মুখাবলোকনে কিরূপে সমর্থ হইব? ইহা কি কষ্টকর। আমার সৈন্যধাক্কণ কিরূপেই বা শত্রু-বিজিত প্রদেশ হইতে দুর্লভ্য হিমাচ্ছন্ন গিরিপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে সমর্থ হইবে? ১৩৭০—১৩৭৩

এই প্রকার নানাবিধ দুঃখ, ভয়, বিপদ চিন্তা করিতে করিতে রাজার সেই ভীষণ দুঃখ নিশি কোনরূপে প্রভাত হইল। ১৩৭৪

প্রাতঃচতুক্ষিকাং পৌরসমাশ্বাসায় নির্গতঃ ।
 নষ্টং কটকমধেষ্টুং সোখারুচাঘাসজ্জঘৎ ॥ ১৩৭৫
 মার্গানস্থচীসঞ্চারৈস্ত্বষাটৈর্কিবরোচ্ছিতান্ ।
 আল্লিষ্টবস্ত্রধামেঘাঃ কতুং প্রারেত্তিরে ততঃ ॥ ১৩৭৬
 নামাপ্যলঙ্কা সৈন্তস্ত মোঘসৈন্তেষু দূরতঃ ।
 নিবৃন্তেষু নিবৃন্তেষু বিমৃষ্য নৃপতিঃ ক্ষণম্ ॥ ১৩৭৭
 যত্নজেনাদ্রতং তন্তংপরিত্যক্তং ময়াধুনা ।
 দন্তং চারীঞ্চিতবতাগভয়ং সাগসামপি ॥ ১৩৭৮
 ইত্যাজ্জাং ভ্রময়ামাস পটহোদ্যেঘণৈঃ পুরে ।
 সাশীঘোযান্ততঃ পৌরান্তত্রারজ্যন্ত সর্বতঃ ॥ ১৩৭৯

প্রাতঃকালেই তিনি পুরবাসীদিগকে আশ্বস্ত করিবার অভিপ্রায়ে চতুক্ষিক হইতে নির্গত হইলেন—এবং পলায়িত সৈন্তের অব্যেবণ জন্ত অশ্বারোহীদিগকে চারিদিকে প্রেরণ করিলেন । ১৩৭৫

তদনন্তর—ভূতল স্পর্শী মেঘ হইতে অনবরত তুফানপাতে পথ সমস্ত পূর্ণ হইয়া গেল । ১৩৭৬

পূর্বে প্রেরিত অশ্বারোহী সৈন্তেরা বিবিধ পথক্লেশ পাইয়া ফিরিয়া আসিল, পলায়িত সৈন্তের কোন বাক্তাই পাওয়া গেল না, তখন রাজা কিয়ৎকাল চিন্তা করিয়া নগর মধ্যে ঢকানিনাদসহ এইরূপ ঘোষণার আদেশ দিলেন “যদি কেহ কোন বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে এখন হইতে তাহাতে আমার কোন স্বত্ত্ব রহিল না, যদি কেহ শত্রুপক্ষে যোগ দিয়া অপরাধ করিয়াও থাকে, তাহাদিগকে আমি অভয় দিতেছি” এই ঘোষণায় পুরবাসীরা আনন্দধ্বনি করিয়া আশীর্বাদ করিতে লাগিল এবং রাজার অক্লুপাগী হইয়া উঠিল । ১৩৭৭—১৩৭৯

অনন্তরনৃপাচারবৈধর্ষ্যাংকারকল্পয়া ।

তয়া সোনিষয়া বৃত্ত্যা ফলং সজ্জানুভাবিতঃ ॥ ১৩৮০

শতাদপ্যনসংখ্যৈর্য্যঃ স্থিতবাননুগৈঃ সমম্ ।

অনুরাগহৃতৈলৌকিকসুতংকালং পর্য্যবাসিত ॥ ১৩৮১

প্রিয়োক্ত্যাবেদনং প্রীতিদায়োপায়ঃ প্রভোঃ পুরঃ ।

ভজল্লৌকিশাগ্র্যমস্ত্রিপদবীং লক্ষ্যকোগ্রহীৎ ॥ ১৩৮২

রাজ্যং শয্যাং নম্যতোযং প্রাজ্ঞে রঞ্জি নয়ক্রমেঃ ।

যাতি মধ্যংদিনে ভিক্ষুর্বিবিজুঃ পুরমায়য়ো ॥ ১৩৮৩

ঐদৃশক্ষেত্রে পূর্বপূর্ব নরপতিগণের যে আচরণ দৃষ্ট হইয়াছিল, রাজা জয়সিংহ তদ্বিপরীত পন্থার অনুসরণ করায় সন্তুষ্ট সুফল প্রত্যক্ষ অনুভব করিলেন ! ১৩৮০

অভয়বাণী ঘোষণার পূর্ব মুহূর্ত্তে তাঁহার একশত অপেক্ষাও নূন সংখ্যক অনুচর ছিল, উক্তরূপ ঘোষণার পরেই সমস্ত পৌরলোক আন্তরিক অনুরাগ ভরে তাঁহাকে পারবেষ্টিত করে । ১৩৮১

মিষ্টবচনে লোককে কিরূপে আপ্যায়িত করিতে হয়, প্রীতিউপহার দ্বারা কিরূপে লোক বশীভূত করিতে হয়, লক্ষ্যক তাহা উত্তমরূপ জানিতেন এজন্য তিনিই প্রভুর সম্মুখে প্রধান মন্ত্রীর পদবী গ্রহণ করিলেন । ১৩৮২

এইরূপে প্রাজ্ঞ রাজার সুনীতিক্রমে পরিচালিত রাজ্যে শান্তি স্থাপিত হইল, একদিন মধ্যাহ্ন সময়ে ভিক্ষাচর শ্রীনগর প্রবেশ মানসে আনিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৩৮৩

তস্ত ডামরপৌরাখবারলুষ্ঠাকসংকুলঃ ।

অদৃষ্টপূর্বো দদৃশে সৈন্তব্যতিকরন্তদা ॥ ১৩৮৪

হতঃ শ্রদ্ধা রিপুং রাজ্যোৎসুকঃ স নগরং ব্রজন্ ।

রাজা কাকাত্বজেনেতি তিলকেনাভ্যধীয়ত ॥ ১৩৮৫

হতঃ সমস্তবিদ্বৈষ্যঃ স দৈবাত্তাদি সুসুসলঃ ।

কথং প্রকৃতয়ো জহ্যণ্ড গবস্তং তদাত্মজম্ ॥ ১৩৮৬

পূরপ্রবেশে কা রাজ্যন্তস্মাদেকমহম্বরা ।

এহি পদ্মপুরং যামো মার্গং রোদ্ধং বিরোধিনাম্ ॥ ১৩৮৭

আগচ্ছন্তো নষ্টসৈন্তাঃ সুজ্জিমুখ্যা মহাভট্টাঃ ।

নিহতা যদি বা রুদ্ধান্তত্র সাযুধবাহনাঃ ॥ ১৩৮৮

ভিক্ষাচরের বাহিনীর স্থায় আর কাহারও একরূপ বিচিত্র সৈন্ত সমাবেশ দেখা যায় নাই, তাহাতে ডামর, পৌর, অখারোহী, ও লুষ্ঠন পরায়ণ দস্যু বহুল পরিমাণে ছিল । ১৩৮৪

যখন ভিক্ষাচর শুনিলেন শত্রু সুসুসল নিহত হইয়াছে, তখন তিনি কাল বিলম্ব না করিয়া, সিংহাসন লাভার্থ ত্রীনগর অভিমুখে যাত্রা করিলেন—দেখিয়া কাকতনয় তিলক তাঁহাকে রাজা সম্বোধন করিয়া বলিলেন—রাজন্ ! যদিও দৈবক্রমে সর্ব লোকের অগ্রিয় সুসুসল নিহত হইয়াছে, তথাপি প্রজালোকে তুমি গুবান্ পুত্র জয়সিংহকে কিরূপে পরিত্যাগ করিতে পারে ? তবে দিনেকের মধ্যে পূরপ্রবেশার্থ এক স্ফরাসিত হইতেছেন কেন ? পদ্মপুর আগমন করুন, আমরা শত্রুগণের গতিপথ রোধ করিতে যাউতেছি । সুজ্জি প্রমুখ মহাবীর-গণের সৈন্ত প্রাণেই পঙ্গবিত—যদি তাহারা আসিয়া পড়ে, হয়

প্রবিষ্টোঁসি ততো ন্যস্তশস্ত্রো দ্বিত্রেদিনৈর্জবম্ ।

নগরং নগরৌকোভিঃ স্বয়মভ্যর্থিতাগমঃ ॥ ১৩৮৯

অন্যমেতৈর্জরশস্ত্রৈর্ষদন্ত ইতি চক্ষিবে ।

স চ কোঠেশ্বরাত্মাশ্চ স্বেয়াস্তত্ৰাবধীৰণাম্ ॥ ১৩৯০

রাজ্যং বিদত্তিঃ সংপ্রাপ্তাংস্তাংস্তাংশসিনপটকান্ ।

ক্রতমর্থধর্মানৈশ্চ বিলম্বং কারিতো নির্জৈঃ ॥ ১৩৯১

অতো বহুহিমাপাতবিবশাশেষসৈনিকুঃ ।

আসদন্নগরোপাত্তং সময়েন স তাত্তা ॥ ১৩৯২

আমাদিগের হস্তে নিহত হইবে, না হয়, বাধন অস্ত্রাদিসমেত অবরুদ্ধ হইয়া পড়িবে । তাহার পর আপনি দেখিবেন হুই দিনের মধ্যে আপনি নির্বিঘ্নে নগরে প্রবিষ্ট হইয়াছেন, পুরবাসীরা স্বয়ং আপনার শুভাগমনে অভ্যর্থনা করিতেছে । ১৩৮৫—১৩৮৯

কিন্তু তিলকের প্রস্তাবে অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া কোঠেশ্বর প্রমুখ কতিপয় ব্যক্তি হস্ত মুখে বলিল এ ক্ষেত্রে জরাজীর্ণ লোকের আর মন্ত্রণার প্রয়োজন নাই । ১৩৯০

ইহায় উপরি ভিক্ষাচারের নিজের লোকেবাই রাজ্য হস্ত-গত হইয়াছে মনে করিয়া অবিলম্বে আমাদিগের শাসন-পটক (বিবিধ অধিকারে) দেওয়া হউক বলিয়া অথবা বিলম্ব ঘটাইল । ১৩৯১

অনন্তর অত্যধিক হিমপাত হেতু বহুসংখ্যক সৈন্য নিভাস্ত অবসন্ন হইয়া পড়িল, কোনক্রমে ভিক্ষাচার ত্রীনগর উপকণ্ঠে আসিয়া উপনীত হইলেন । ১৩৯২

এতঃশ্রমস্তরে লক্কে নিঃসৈন্তস্ত সসৈনিকঃ ।

গর্গাঅজঃ পঞ্চচক্ৰো নৃপতেঃ পার্শ্বমাগয়ো ॥ ১৩৯৩

হতশ্যামিপরিত্যাগমন্ত্যক্ষালনকাজ্জিভিঃ ।

রাজপুত্রৈঃ সমং সোধ বীরো যোদ্ধুং বিনির্ঘয়ো ॥ ১৩৯৪

অসংভাবনসংগ্রামায়ীক্ষ্য তান্ভিক্ষুসৈনিকাঃ ।

যাবৎপ্রারেভিরে যোদ্ধুং তাবৎকিমপি সর্কতঃ ॥ ১৩৯৫

ক্ষণেনৈব যযুর্ভগ্নং তাংস্তায়ীক্ষ্য হতায়িজান্ ।

ন সংস্তম্ভয়িতুং শেকুঃ স্বচমূচ্চ পলায়িনীঃ ॥ ১৩৯৬

সেনানাথাশ্চ যে মুখ্যা ভিক্ষুপৃথীহরাদয়ঃ ।

অদৃষ্টপূর্ব্বং সংভ্রাসং তেপাশস্ত্রিবদায়যুঃ ॥ ১৩৯৭

ইত্যবসরে গর্গপুত্র পঞ্চচক্ৰ সসৈন্তে সৈন্তসহায়শৃং জয়সিংহের পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন । ১৩৯৩

অনন্তর মহাবীর পঞ্চচক্ৰ যুদ্ধার্থ বিনির্গত হইলেন—বহুসংখ্যক রাজপুত্রও তাঁহার অনুগামী হইলেন—তাঁহাদের আন্তরিক ইচ্ছা নিহত প্রভুকে পরিত্যাগ করায় যে পাপস্পর্শ হইয়াছে এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়া তাঁহার প্রায়শ্চিত্ত করিবেন । ১৩৯৪

ভিক্ষাচরের সৈন্তেরা উহাদিগকে অসম্ভাবিতরূপে যুদ্ধার্থ সমাগত দেখিয়া—যেমন যুদ্ধারম্ভ করিল অমনি স্বপক্ষীয় কতিপয় ঘোড়ার বিনাশ দর্শনমাত্র কে কোন্ দিকে পলায়ন করিতে আরম্ভ করিল । পলায়মান সৈন্তকে কেহ স্থির করিয়া রাখিতে পারিল না, এমন কি ভিক্ষু, পৃথীহর প্রভৃতি প্রধান প্রধান সেনানায়কও অদৃষ্ট পূর্ব্ব কাপুরুষবৎ ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িলেন, এবং নিজ নিজ বাহিনী সংযত রাখিতে পারিলেন না । ১৩৯৫—৯৭

বিদ্রবন্তোহুয়াভাঃ স্যাস্তে চেদদূরং নৃপানুগৈঃ ।

তন্মূনমবশিষ্যেত কৃণাদেব ন কিঞ্চন ॥ ১৩৯৮

বৈমুখ্যং তেষু যাতেষু চিরাৎসাংমুখ্যামাধমৌ ।

নবভূভুৎপ্রভাবেন নগরে বিধুরে বিধিঃ ॥ ১৩৯৯

অত্রথা কলিতো লোকেয়ত্রথা দৈবযোগতঃ ।

ইথং রাজোহ্ময়োরাসৌদ্বিজমাবজয়ক্রমঃ ॥ ১৪০০

কক্ষিগ্নিপাতয়তি বদ্ধপদং ক্ষণেন

কক্ষিপদং পিপতিষুং নয়তি প্রকীটম্ ।

সংকল্পনির্ব্বিষয়চিত্ততরানুভাব

উঘোস্তসামিব তন্ম পুরুষং বিধাতা ॥ ১৪০১

যদি রাজপক্ষীয় যোগগণ বিপক্ষদিগের পশ্চাদ্ধাবনপূর্ব্বক আরও কিছুদূর অগ্রসর হইতেন, তাহা হইলে বোধ হয় আর কিছুই অবশিষ্ট থাকিত না । ১৩৯৮

ভিক্ষুপক্ষীয়েরা রণে বিমুখ হইলে বিধি যেন বহুকালপরে দুঃস্থ নগরবাসীদিগের প্রতি অনুকূল হইলেন—ইহাতে নবীন ভূপতির প্রভাবেরই পরিচয় পাওয়া গেল । ১৩৯৯

লোকে ভাবিয়াছিল একরূপ, বিধাতা ঘটাইলেন অত্ররূপ— এই প্রকারে ভূপতিত্বয়ের পর্য্যায় ক্রমে জয় ও পরাজয় দৃষ্ট হইয়াছিল । ১৪০০

বিধাতার আশ্চর্য্যশক্তি মানবের চিন্তারও অতীত, কখন কোন সূদৃঢ়পদ পুরুষও ক্ষণমধ্যে ভূপতিত, আবার কোন পতিতপ্রায় পুরুষও দৃঢ়পদে পুনরুত্থিত । জলশ্রোত এক তট ভাঙ্গিয়া অল্প তট গঠিত করিতেছে । ১৪০১

অথ তত্তত্তদস্থানশাস্তঃ সৃজ্জির্দিনাত্যয়ে ।

দাবত্যাশ্চাভিনিজ্রাস্তো নিঃসহোহিরিবাধমো ॥ ১৪০২

মেধাচক্রপুরগ্রামস্থিতঃ প্রাজ্ঞা হতং নৃপম্ ।

স হি সংমন্ত্য রাজ্যান্তনৌত্তম্হাববসৎপরম্ ॥ ১৪০৩

রিলুহগাদীনস্থিতাঞ্শূরপুরাদৌ সৈন্তনামকান্ ।

প্রতীক্ষমাণস্তে সাকং নির্বাণং নগরোবিশৎ ॥ ১৪০৪

তমিস্রায়াং প্রত্যভিজ্জাকৃতে তেষামনশ্বরান্ ।

স্বাবাসপৃষ্ঠে জলতো দীপানাস্থাপয়ন্ততঃ ॥ ১৪০৫

বৈমত্যাভে তু পত্নীনাং বিদ্রুতানাং পৃথক্ পৃথক্ ।

নিশি কাপি পরিলুপ্তা ন তৎকটকমায়গুঃ ॥ ১৪০৬

তদনন্তর দিব্যবসানে সৃজ্জি সমাগত হইলেন—দাবাগ্নি ব্যাশ্চ শৈল কনর হইতে যেন শ্রান্ত অজগর বহুকণ্ঠে বাহির হইল। পথিমধ্যে সৃজ্জিকে নানা সঙ্কটে পড়িতে হইয়াছিল। ১৪০২

তিনি মেধাচক্রপুরে অবস্থানকালে নৃপতির নিধন বার্তা পাইয়াছিলেন। কিন্তু মন্ত্রণার পর স্থির করেন সে রাজ্যে তথায় অবস্থিতি করিতে হইবে, স্মরণাৎ অভিধান করেন নাই। ১৪০৩

রিলুহগাদি সেনানায়কগণ শূরপুর প্রভৃতি স্থানে থাকায় সৃজ্জি তাহাদিগের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, তাহারা আসিলেই সকলে মিলিত হইয়া নির্বিঘ্নে নগরে প্রবিষ্ট হইবেন। ১৪০৪

অন্ধকার রাহিতে আবাস স্থান নির্ণয় করা কঠিন বিবেচনায়, তিনি স্বীয় বাসগৃহের উপরিভাগে সর্বক্ষণ দীপাবলী দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১৪০৫

কিন্তু সৈনিকদিগের মধ্যে মত ভেদ হওয়ায় পৃথক পৃথক

প্রত্যুষে প্রচলন্তৈস্তৈঃ পৃষ্ঠগণৈঃ স ডামরৈঃ ।

ন মুহূর্তমপি ত্যক্তঃ প্রহরভ্রমিতস্ততঃ ॥ ১৪০৭

বৃদ্ধস্ত্রীবালভূঃ ষষ্ঠাস্থপ্রস্থায়িনো জনান্ ।

যমৌ বক্ষন্পূরঃ কৃত্বা পশুপাতঃ পশুনিব ॥ ১৪০৮

পঞ্চশত্যা হুয়ারোটৈঃ সহ ব্যাবৃত্য তিষ্ঠতা ।

কঞ্চিংগণং তেন বক্ষা তেবাং কতুর্মশক্যত ॥ ১৪০৯

দ্রাক্ষাঘণ্ডক্রমবাহসংবাধেধ্বন্তসাধ্বসৈঃ ।

বাধ্যমানোরিভিলোকং সোত্যাক্ষৌভু পদে পদে ॥ ১৪১০

অবলম্বনহেতু প্রকৃত পথ হারাইয়া সৈন্তাধ্যক্ষেরা সে রাত্রিতে কোথায় যাইয়া পড়িল, সুজির সেনা নিবাসে আসিতে পারে নাই । ১৪০৬

তিনি প্রত্যুষেই যাত্রা করিলেন কিন্তু ডামর দস্যুরা এক মুহূর্তের জন্যও তাঁহার অনুসরণ করিতে বিরত হয় নাই তাহার। সুবিধা পাইলেই তাঁহাকে আক্রমণ করিত । ১৪০৭

সুজির সহযাত্রীর অধিকাংশই বৃদ্ধ, বালক, ও স্ত্রীলোক থাকায় তিনি তাহাদিগকে অগ্রভাগে রাখিয়া সাবধানে পশুপাল বক্ষকের জায় বক্ষা করিয়া চলিলেন । ১৪০৮

পঞ্চাশজন সাদী সৈন্তের সাহায্যে পৃষ্ঠগণ শত্রুদিগের উপরি আপতিত হইয়া কিয়ৎকাল সকলের রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন । ১৪০৯

দ্রাক্ষালতায় ও মহীকূহে সমাচ্ছন্ন দুর্গম পন্থা অতিক্রম করিবার সময়ে নির্ভীক শত্রুর পশ্চাদাক্রমণে, প্রতিপদে তাঁহার লোক ক্ষয় হইল । ১৪১০

হতস্ত্র স্বামিনঃ স্বামিস্থনোশ্চ বাসনস্থিতেঃ ।

অনুগ্যকাজ্জিগা তেন নত্র হ্যত্রৈব রক্ষিতঃ ॥ ১৪১১

যেবাং প্রাণপরিভ্যাগে নিশ্চয়ং বহুতামপি ।

ন যোগ্যকালাপেক্ষাস্তি কিং তৈহিংস্রপশুপমৈঃ ॥ ১৪১২

হস্তং তন্নষ্টমায়াস্তং রুদ্ধা পদ্মপুটাস্তিকম্ ।

অবসগ্ধামরাঃ ক্রূরাঃ খড়্গবীবিষযৌকসঃ ॥ ১৪১৩

খেরীতলালশাগ্রামাছুত্থায় পৃথুসৈনিকঃ ।

ব্রজংস্তেনাযদৌ তত্র প্রসঙ্গে শ্রীবকঃ পথা ॥ ১৪১৪

তমনষ্টাঙ্গুগং সৃজ্জিরসাবিতি বিশঙ্কিতাঃ ।

নিপত্য তে বিদধিরে হতলুষ্ঠিতসৈনিকম্ ॥ ১৪১৫

নিহত প্রভুর ও দুই প্রভুপুত্রের ঋণপরিশোধার্থ তাঁহার ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে, তিনি নিজেই প্রাণে বাঁচিয়াছিলেন । ১৪১১

যাহারা প্রাণপরিভ্যাগে কৃতসংকল্প যদি তাহারা তজ্জন্ত উপযুক্ত-কালের প্রতীক্ষা না করে, তবে সেই হিংস্রপশুপ্রায় ব্যক্তির জীবনে কি প্রয়োজন ? ১৪১২

খড়্গবী অঞ্চলের ক্রুর ডামরেরা পদ্মপুর প্রান্তে অবস্থান করিতে-ছিল, তাহাদের অভিপ্রায় ছিল ঐখানে সৈন্তহীন সৃজ্জিকে আবিদ্ধ করিয়া নিহত করিবে । ১৪১৩

ঘটনাক্রমে শ্রীবক বহুসৈন্যসহ খেরীতলালশ গ্রাম হইতে ঐ পথেই আসিয়া পড়েন । ১৪১৪

শ্রীবকের সুসংযত অনুযাত্তিক দেখিয়া ডামরেরা সৃজ্জি ভ্রমে আক্রমণ করিল ও সৈন্যধ্বংস করিয়া সর্বস্ব লুণ্ঠিয়া লইল । ১৪১৫

যেক্ষণ সজ্জনশাস্ত্রবরো তত্রাহবে হতো ।

ক্ষতো বটীঅজো মল্লো দিবসৈর্যো ব্যপত্তত ॥ ১৪১৬

উদীপবিহতশ্চন্দ্রবহৎসলিলসংকটম্ ।

উদীপপূরবালাখ্যং স্থানং তত্র ক্ষণেভবৎ ॥ ১৪১৭

যুদ্ধা যুদ্ধা প্রচলতন্তত্র পদ্মপুরাধিঃ ।

রুদ্ধসৈন্তস্ত বিশিখঃ শ্রীবকস্ত্রাবিশদগলম্ ॥ ১৪১৮

প্রহারবিবশো নাসৌ স্তজ্জিত্ত্বৈতি ডুমরৈঃ ।

স নিলুপ্তা পরিত্যক্তঃ পূৰ্ণমৈত্রাহুরোধতঃ ॥ ১৪১৯

লুপ্তিশ্রীবকানীককোশভারগ্রহানতৈঃ ।

তৈঃ কৈশিচ্চলিতৈরাসৌ স্তজ্জৈশ্চাৰ্গোহুপদবঃ ॥ ১৪২০

এই আহবে যেক্ষ ও সজ্জন নামক সাদীপতিদ্বয় নিহত হয়, বট তনয় মল্লও ক্ষতবিক্ষত হইয়া কয়েকদিন পরে গতান্ব হয়। ১৪১৬

উদীপপূরবাল নামক স্থানটী বস্ত্রার জলে প্লাবিত হওয়ায় নিতান্ত দুৰ্গম বিধায় শ্রীবক সৈন্তের তাদৃশ দুৰবস্থা ঘটে। ১৪১৭

পদ্মপুর সন্নিকটে শ্রীবক সৈন্তেরা যুদ্ধ করিতে করিতে উক্ত উদীপপূরে যাইতে ছিল, এমন সময় শ্রীবকের গ্রীবাদেশে একটি তীর বিদ্ধ হয়। ১৪১৮

যখন ডামরেরা দেখিল শ্রীবক, স্তজ্জি নহে, তখন তাহার সর্কস্ব অগহরণপূৰ্ণক পূৰ্ণসংচর বোধে আহতকে দয়া করিয়া প্রাণ ভিক্ষা দিয়াছিল। ১৪১৯

যে সময়ে ডামবেরা শ্রীবক বাহিনী লুপ্তনে ব্যাপ্ত ছিল, সেই অবসরে স্তজ্জি নিরাপদে সে পথ অতিক্রম করেন। ১৪২০

প্রস্থিতে পথিকেকন্ধ্যাঙ্কদ্বেষুংসাদয়ত্নে ।

অযুঃশেষো যুগেন্দ্রস্ত বিদধ্যাদধবশোৎসবনম্ ॥ ১৪১১

নিঃশব্দসৈন্তো নির্যাতঃ স্তব্ধজিঃ পদ্মপুরাস্তরে ।

উদীপন্বত্রসবিধং সংপ্রাপ্তোজ্জায়ি ডামরৈঃ ॥ ১৪১২

পদাতিকোশশব্দাদি মুঞ্চতঃ সোনবেক্ষ্য তান্ ।

তীর্থী শব্দং বাজিগমাং সান্বারো ভুবং যয়ো ॥ ১৪১৩

ততঃ পুরং প্রশান্তারিতয়ং দূরাধিরোধিনঃ ।

ক্রভঙ্গতর্জনীকম্পরুক্ষালাপৈরতর্জ্জ্বলং ॥ ১৪১৪

সংক্রান্তৈশ্চল্লমাংসং তৈশ্চাক্রমাণায় চ দ্রুতম্ ।

প্রবিষ্ট নগরং সাক্ষরূপতে পার্শ্বমাযয়ো ॥ ১৪১৫

সিংহের দীর্ঘ পরমায়ু থাকিলে ব্যাধি বিস্তৃত বাগুরা ও শব্দমুখে
অপর কেহ হঠাৎ আসিয়া পড়ে । ১৪১১

স্তুজি যখন নিঃশব্দ সৈন্ত সঞ্চারে পদ্মপুর অতিক্রম করিয়া
বজ্রা প্রাবিত উদীপপুরে উপনীত হইলেন তখন ডামরেরা জানিতে
পারে । ১৪১২

ডামরেরা তাঁহার রসদ, অস্ত্র ও অস্ত্রাশ্র সামগ্রী লুণ্ঠন করিতে
বাগিল, স্তুজি সে দিকে দৃকপাত না করিয়া জলাভূমি অতিক্রম করিয়া
অশ্ব চালন যোগ্য কঠিন ভূমিতে উপনীত হইলেন । ১৪১৩

অবশেষে শত্রুভয় অপগত দেখিয়া, দূর হইতে অরাতিদিগকে ক্রভঙ্গে
তর্জনী হলেন ও ভৎসনা বাক্যে ত্রাসিত করিয়া চলিলেন ! ১৪১৪

শত্রুরা শব্দা প্রযুক্ত ছত্র লইয়া যায় নাই, স্তুজি সেই ছত্রমাজ
লইয়া নগরে প্রবিষ্ট হইলেন—পরে সজল নদ্যে রাজার সম্মুখে
চলিলেন । ১৪১৫

জ্যায়সি ভ্রাতরীবাগ্রং তন্মিন্‌প্রাণ্ডে জহৌ নৃপঃ ।
 হুঃখোঽযৈঃক্ৰুভিঃ সার্কিঃ বৈরিব্যাপাতসাধবসম্ ॥ ১৪২৬
 মহন্তমোনন্তসুহুরানন্দন্তত্র বাসরে ।
 লোচনোড্ডারকগ্রামে ডামরৈঃ প্রচলনহতঃ ॥ ১৪২৭
 তন্তমুগ্ধল্যাদগাদিহুঃসহাধাসকারণাৎ ।
 স বিপৎপতিভৌ নাত্ত্বৎকত্মাপি করুণাবহঃ ॥ ১৪২৮
 ভাসাভিধঃ সুজ্জিভৃত্যো লোকপুণ্যাৎপল্ল্যায়িতঃ ।
 শ্রাস্তোবস্তিপুৰেবিস্কদবস্তিস্বামিনোঙ্গনম্ ॥ ১৪২৯
 কম্পনোদগ্রাহকঃ ক্ষেমানন্দঃ স চ তদন্তরে ।
 অমর্যণৈরবেষ্ট্যেত ডামরৈর্হৌলডোন্তবৈঃ ॥ ১৪৩০

রাজা তাহাকে সমাগত দেখিয়া, জ্যোষ্ঠের সম্মুখে কনিষ্ঠের
 ত্রায় হুঃখতত্ত্ব অশ্রুরল মোচন করিয়া অরাতিশব্দা বিসর্জন
 দিলেন । ১৪২৬

সেই দিবসেই অনন্ত পুত্র, মহত্তম আনন্দ লোচনোড্ডারক গ্রামে
 অভিধানকালে—ডামর হস্তে নিহত হন । ১৪২৭

মহত্তম আনন্দ রাজ্যমধ্যে মান্বল্যকর্ম উপলক্ষে শুদ্ধ দার্য্য করিতেন
 উহাতে প্রজারা পীড়া বোধ করিত । একন্ত তাঁহার মৃত্যুতে কেহ
 শোক প্রকাশ করে নাই । ১৪২৮

ভাস নামক সুজ্জির জনৈক ভৃত্য লোকপুণ্য হইতে পলাইয়া যায়
 সে শ্রাস্ত হইয়া অবস্তিপুৰে অবস্তিস্বামীর মন্দির প্রাঙ্গণে আশ্রয়
 গ্রহণ করে । ১৪২৯

কম্পনোদগ্রাহক ক্ষেমানন্দও উক্ত মন্দিরে অবস্থিত ছিল, হৌলডা
 কালের ক্রুর ডামরেরা উভয়কেই অধরুদ্ধ করে । ১৪৩০

ইন্দুরাজোপি সেনানীঃ কুলরাজকুলোদ্ভবঃ ।

টিক্ৰং তদ্বেষ্টিতো ধ্যানোড্ডারঃ ব্যাজাদশিশ্রিয়ং ॥ ১৪৩১

পিক্ৰদেবাদয়োন্তেপি বহবঃ সৈন্তনায়কঃ ।

অত্যজন্মক্রমরাজ্যান্তর্জামরৈঃ কৃতবেষ্টনাঃ ॥ ১৪৩২

পাতে বনস্পতেঃ শাবা ইব তন্নীড়বিচ্যুতাঃ ।

ইথাং হতাঃ ক্ষতাস্তাসংস্তত্ৰ তত্র নৃপানুগাঃ ॥ ১৪৩৩

নিষ্পাদতা হিমপ্ল্যষ্টচরণা নম্ববিগ্রহাঃ ।

ক্ষুৎক্ষামা বহবোভূবন্মার্গেবু গলিতাসবঃ ॥ ১৪৩৪

ন ব্যলোক্যত মার্গেবু তদা নগরগামিষু ।

পলালচ্ছন্নদেহেভ্যো মানুষ্যেভ্যঃ পরঃ কচিৎ ॥ ১৪৩৫

কুলরাজ বংশীয় সেনানায়ক ইন্দুরাজকে টিক্ৰ ধ্যানোড্ডার নামক স্থানে অবরোধ করিলে, ইন্দুরাজ টিকপক্ষে যোগ দিবার ভান করেন । ১৪৩১

পিক্ৰদেব প্রভৃতি অন্তান্ত সেনাপতিরাও ক্রমরাজা পরিত্যাগ না করায় ডামরদিগের দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়া পড়েন । ১৪৩২

তরুরাজ নিপতিত হইলে শাখাস্থিত কুলায়বাসী পক্ষিশাবকগুলি যেমন স্থানচ্যুত হইয়া পড়ে, রাজপক্ষীয় সেনানায়কগণ নানা স্থানে ক্ষুদ্রপ হতাহত হইতেছিল । ১৪৩৩

অনেকেই ভুবারাচ্ছন্ন পথে নম্বপদে নম্বনেহে চলিতে চলিতে ক্ষুৎ-পীড়িত হইয়া প্রাণ ত্যাগ করে । ১৪৩৪

শ্রীনগর যাইবার পথ মধ্যে পলালাচ্ছাদিত মানুষ্য ভিন্ন আর কিছু দেখা যায় নাই । ১৪৩৫

ঘাসং বিলাসবাসকং তেপি চিত্ররথাদয়ঃ ।
 নিত্ম্যৈষরচিরৈণৈব মহামাৰ্ত্তৌৰ্ভবিষ্যতে ॥ ১৪৩৬
 দ্বিতীয়েপি দিনে রুদ্ধসংচারাঃ পল্লিশামপি ।
 তুষারবর্ষিণো মেঘা ন মুহুৰ্ত্তং ব্যাংসিমুঃ ॥ ১৪৩৭
 বনপূৰ্ব্বাভিগ্রামস্থিতস্ত কটকান্নিজান্ ।
 ভিক্ষোর্নিক্শিপ্য ধাত্তোথ সিংহদেবমশিশ্রিয়ৎ ॥ ১৪৩৮
 নিশম্য কৃতসংকারং নৃপং তদনুযাচ্ছিনন্ ।
 সর্ব্বেপি ভৈক্ষবাস্তুঃ সৈনিকা নগরোন্মুখাঃ ॥ ১৪৩৯
 মন্দপ্রতাপে দায়াদে সংপ্রাপ্তাবসরাস্ততঃ ।
 রাজ্যশ্চভ্রশো রাজানমন্তমতুং বিনির্যযুঃ ॥ ১৪৪০

যে চিত্ররথ প্রভৃতি ব্যক্তিগণ অল্পদিন পরেই মৃত্যু পদবী লাভ করিয়াছিলেন—তাহারাও তৃণবসন অবলম্বন করিয়াছিলেন । ১৪৩৬

পরদিনেও মেঘ হইতে একপ তুষারপাত হইতেছিল যে পক্ষীও উড়িতে পারে নাই । ১৪৩৭

ভিক্ষু বনগ্রামে অবস্থিতি করিতেছিলেন, সেনানী ধনু স্বীয় বাহিনী ত্যাগ করিয়া সিংহদেবের পক্ষে আসিয়া যোগ দিলেন । ১৪৩৮

ভিক্ষুপক্ষীয় সৈনিকেরা শুনিতে পাইল, রাজা সিংহদেব সকলকেই আশ্রয় ও পুরস্কার দিতেছেন, তখন তাহারা ভিক্ষুকে পরিত্যাগ করিয়া শ্রীনগরে ফিরিয়া আসিতে উৎসুক হইল । ১২৩৯

দিন দিন ভিক্ষুর প্রতাপ খর্ব্ব হইতেছিল, তখন অবসর বুঝিয়া রাজার মহিষী চতুষ্টয়, অনুমতা হইবার জন্ত বিনির্গত হইলেন । ১৪৪০

পর্যাপ্তভয়াচ্ছীতাপাতাচ্চ বিবশৈর্জ্ঞানৈঃ ।

ন তা নেতুমশক্যন্ত দূরস্থং পিতৃকাননম্ ॥ ১৪৪১

চক্রির স্বন্দভবনোগান্তে দেহাংশ্চিত্তান্নিসাৎ ।

তে সত্বরং ততস্তাসামদূরে রাজসদনঃ ॥ ১৪৪২

রাজ্ঞী চম্পোত্তবা দেবলেখা তরললেখয়া ।

স্বস্তা মহাবিশদ্বক্তিং রূপোল্লেকাবধির্বিধেঃ ॥ ১৪৪৩

গুণোজ্জ্বলা জজ্জ্বলা সা মৃত্যু বলাপুরোদ্ভবা ।

গগ্গায়াজ্ঞা রাজলক্ষ্মীরপি বহ্নৌ ব্যলীয়ত ॥ ১৪৪৪

মত্তা হিমব্যাপারাস্তং রাজ্যরোধং নিজপ্রভোঃ ।

ভামরা নবভূততু হিমরাজাভিগাং ব্যধুঃ ॥ ১৪৪৫

একে শত্রুর আক্রমণ ভয়, তাহার উপরি ভীষণ বরক পাত হেতু অবসন্ন জনগণ তাঁহাদিগকে দূরস্থিত স্থান ভূমিতে লইয়া যাইতে সমর্থ হয় নাই । ১৪৪১

রাজ প্রাসাদের অনতিদূরেই স্বন্দভবন বিহারের নিকটবর্তী স্থানেই শীঘ্র শীঘ্র তাঁহাদিগের দেহ সংকার করিল । ১৪৪২

বিধাতার রূপমূর্তির সীমা-স্বরূপা চম্পাবিপন্নতা রাজ্ঞী দেবলেখা স্বীয়স্বস্তা তরললেখার সহিত বহ্নি প্রবেশ করেন । ১৪৪৩

অশেষ গুণবতী বলাপুরানুগ তনয়া জজ্জ্বলা এবং গগ্গায়াজ্ঞা রাজলক্ষ্মীও অনলে দেহদান করিলেন । ১৪৪৪

যাবৎকাল হিম শত্রুর অবসান না হয়, তাবৎকালই নবীন ভূপতি সিংহদেব, ভিক্রুর প্রতিযোগিতায় নিজ সিংহাসন রক্ষায় সমর্থ হইবেন ভাবিয়া, ভামরেরা তাঁহার “হিমরাজ” আখ্যা দিয়াছিল । ১৪৪৫

দদর্শ সৌস্মলং মুণ্ডমথ ভিক্ষুরূপাগতম্ ।

গাঢ়ামৰ্ষাগ্নিসংদীপ্তদৰ্শকপাতৈর্নির্দহন্নিব ॥ ১৪৪৬

কোষ্টেশ্বর জ্যেষ্ঠপালদয়ন্তং সংক্রিয়োগ্রতাঃ ।

অসহাসন্নতাং বৈরাগ্যজতা তেন বারিতাঃ ॥ ১৪৪৭

নগরং হিমবৃষ্ট্যন্তে স যিযাস্বয়ুযংসয়া ।

তাটস্থোনাহিতাকুষ্ঠানভৃত্যাঞ্জলান্বাবীৰ্ঘচঃ ॥ ১৪৪৮

প্রসহ প্রাগুযাং রাজ্যমিতি পৃথগীহন্তর সতি ।

ংতে তু তস্মিন্মায়াদে বিপন্নং স্থাং পতিভূবঃ ॥ ১৪৪৯

ইত্যাহিন্তুমেষতত্ত্বং দৈবাৎসংজাতমশ্রুত্বা ।

রাজ্যস্তাশাপি বিরতা ইতে প্রভূত বজ্রিপৌ ॥ ১৪৫০

ভিক্ষুর নিকটে স্রস্মলের মুণ্ড আনীত হইলে তিনি বিষম বিবেচনা দৃষ্টিপাতে যেন উহা দৃষ্ট করিতে লাগিলেন । ১৪৪৬

কোষ্টেশ্বর জ্যেষ্ঠপাল প্রভৃতি অনেকেই উহা অগ্নিসাং করিতে উদ্বৃত্ত হইলে, অসহ বৈরিতা হেতু বিরাগভরে ভিক্ষাচর তাহাদিগকে সংকার করিতে দেন নাই । ১৪৪৭

হিমাবসান দেখিয়া ভিক্ষাচর যুদ্ধাভিলাষে শ্রীনগরাভিমুখে গমনোদ্বৃত্ত হইলেন—কিন্তু স্বপণীয়দিগের ঔদাসীন্য দেখিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন । ১৪৪৮

“দেখ, পৃথগীর জীবিত থাকিলে আমি বলপূর্বক সিংহাসন অধিকার করিতে পারিব, অথবা জাতি স্রস্মল নিহত হইলে আমি সমগ্র রাজ্যের অধীশ্বর হইব, ভাবিয়াছিলাম, কিন্তু বিধির ইচ্ছায় প্রতিপক্ষ স্রস্মল হত হইল, অথচ আমার রাজ্য প্রাপ্তি ঘটিল না ; এক্ষণে সুখভোগমাত্র-সার সিংহাসনে আর আমার ঐয়োজন নাই, শত্রু

কিং রাজ্যোনাথ বা কৃত্যং ভোগমাত্রোপযোগিনা ।

জিগীষোকুচিতঃ কস্ত মমেবান্তুস্ত সেংস্ততি ॥ ১৪৫১

মুণ্ডং ত্রপাতয়তুমো যঃ পূর্বেষাং পুরা যম ।

সিংহধারে মদীয়েন্ত তন্মুণ্ডং বর্ত্ততে লুষ্ঠং ॥ ১৪৫২

দশমাসান্নদাত্তানাং সুখচ্ছেদং ব্যধত্ত যঃ ।

তত্তদুৎখং স তু ময়া দশাদীনুভাবিতঃ ॥ ১৪৫৩

এবং নিবৃত্তকর্ত্তব্যতয়া নেষ্যাম্যবক্ষ্যতাম্ ।

উপশান্তমনস্তাপঃ স্থস্থিত্যা শেবনামুযঃ ॥ ১৪৫৪

ইত্যাশ্রুত্বা গতষ্টিকান্ত্যং তং প্রণতং বদ্যাত্ ।

প্রীত্যা সহেমঘটিকখেতচ্ছত্রাদিভাজনম্ ॥ ১৪৫৫

বিজয়েচ্চুর পক্ষে আমার অপেক্ষা আর কাহারও অভীষ্ট সিদ্ধি হইয়াছে? এই দেখ, যে ব্যক্তি আমার পিতা পিতামহের মুণ্ডপাত করিয়াছিল তাহারই মুণ্ড আমার ভবনের সিংহধারে ভূমি লুষ্ঠিত হইতেছে। যে পূর্বে দশমাস মাত্র আমার পূর্বপুরুষগণের সুখোচ্ছেদ করিয়াছিল, আমি দশ বৎসর ধরিয়া তাহাকে অশেষবিধ কষ্ট দিয়াছি। এইরূপে অবশ্য কর্ত্তব্য সমাপ্ত করিয়া আমার মনস্তাপ দূর করিয়াছি এক্ষণে জীবনের অবশিষ্টকাল সুখশান্তিতে যাপন করিব।” ১৪৪৯—১৪৫৪

এইরূপ বাক্য প্রয়োগের পরে ভিক্ষাচর টিক সমীপে গমন করিলেন টিক প্রণত হইলেন, ভিক্ষু প্রীতিভরে তাহাকে একটি কনকমুদ্রা, খেত-ছত্র এবং অশ্রান্ত পারিতোষিক প্রদান করিলেন। ১৪৫৫

তদ্বিস্তেগ রাজ্যাশাপিশাচ্যোদিতয়া পুনঃ ।

গৃহীতোভ্যোত্য শীতাত্তস্তহাবস্তর্কিচিন্তয়ন্ ॥ ১৪৫৬

অত্যন্তানুচিতং চান্তলবন্তৈঃ সংবিধিংহুভিঃ ।

রক্ষিতং রক্ষিণো জ্ঞাত্ব হতশ্মাভংকলেবরম্ ॥ ১৪৫৭

বিপক্ষাশ্রয়ণেপ্যগ্নিন্হামিনোন্তে কিমীদৃশী ।

দশা শরীরশ্চেত্যন্তঃ কৃতজ্ঞত্বেন চিন্তয়ন্ ॥ ১৪৫৮

দিদৃক্ষাব্যাজতঃ সজ্জকাখ্যো নগরশস্ত্রভূৎ ।

আয়াতো বাষ্ট্রকাঃ গোপ্তৃন্যাকৈর্জিহ্মিনিসাধ্যাৎ ॥ ১৪৫৯

স চতুর্নবতাদ্বর্ষাদারভ্যাগাদিতচ্ছলৈঃ ।

ভূতৈরধিষ্ঠিততিষ্ঠন্প্রজাসংহারকার্যকরং ॥ ১৪৬০

টিকের আশ্বাসে পুনরায় আশা পিশাচী তাঁহার হৃদয় অধিকার করিল। তিনি শীতাত্ত হইয়া চিন্তা করিতে লাগিলেন। ১৪৫৬

নিহত রাজ দেহের অত্মবিধ অবমাননা করিবার অভিপ্রায়ে—
লবন্তেরা নৃপের শব রক্ষা করিতেছিল। সজ্জক নামক একজন
নগর রক্ষক বিপক্ষ পক্ষভুক্ত হইলেও কৃতজ্ঞতাবশতঃ চিন্তা করিল
এই রাজশরীরের অস্তিম দশা কিরূপ হইল, ইহার গতি
করিতে হইবে এই চিন্তা করিয়াই শব দেগিবার ছলে তথায়
প্রবেশপূর্বক রক্ষাদিগকে পরাজিত করিয়া বাষ্ট্রক (শব) দাহ
করিয়াছিল। ১৪৫৭—১৪৫৯

লৌকিকাত্মের (চারিসহস্র একশত) চুরানব, ই বৎসরে স্মৃস্মরণে
দেহে রক্ষ পাইয়া প্রেত প্রবেশ করে, ভূতাদিষ্ঠিত স্মৃস্মরণ প্রজা
সংহার করিতেছিলেন—এক দেবতাবিষ্ট পুরুষের মুখে এই প্রকার

দেবতাধিষ্ঠিতাবিষ্টদেহিবাধ্যাদিতি শ্রুতিঃ ।

ভাবিতব্ধসংবাদজনিতপ্রত্যয়োগমৌ ॥ ১৪৬১

তদৌধানন্তথাভ্বেন ক্ষেত্রে ভ্রাময়িতা চ যঃ ।

শ্মশ্রুগুস্তান্ত্র স পুমাংস্ককঃ স্পৃশ্যো মৃতস্তথা ॥ ১৪৬২

ভিক্ষুঃ কাপুরুষাচারহতোচিত্রো ব্যাসর্জয়ৎ ।

প্রাচণ্ডাখ্যাতয়ে মুণ্ডমথ রাজপুত্রীং বিপা ॥ ১৪৬৩

উচ্চলায়জ্ঞা তত্র দেব্যা সৌভাগ্যলেখয়া ।

নেতুন্পিতৃব্যমুণ্ডস্ত্র জিঘাংসন্ত্যা নিজানুগৈঃ ॥ ১৪৬৪

রাজপুত্রীমাকুলস্বং নীতায়ামাসসাদ তৎ ।

তত্ত্বর্জঃ সোমপালস্ত্র দূরস্থশাস্তিকং চিরাৎ ॥ ১৪৬৫

বাণী নির্গত হয়, যাতে সূস্মলের ভাবী মৃত্যু সংবাদও ছিল, রাজার মৃত্যুতে লোকে দৈববাণীর সাকল্যে বিশ্বাস করিল—দৈববাণীর শেবাংশও আশ্চর্যরূপে ফলিয়াছিল। যে নরায়ণ সূস্মলের মৃণু কাটিয়া লইয়া গিয়াছিল সে নিদ্রাবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হয়। ১৪৬০—১৪৬২

অনন্তর ভিক্ষুর কাপুরুষের জ্ঞান করিয়া আচরণবশতঃ শিষ্টাচার পরিহার পূর্বক স্বীয় প্রচণ্ডভাব প্রকাশার্থ বিপক্ষ সূস্মলের ছিন্ন-মুণ্ড রাজপুত্রী-পতির নিকটে প্রেরণ করিলেন। ১৪৬৩

তথাকার রাজ্ঞী উচ্চলায়জ্ঞা দেবী সৌভাগ্যলেখা স্বীয় ভৃত্যদ্বারা পিতৃব্যমুণ্ডের বাহকদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করায় রাজপুত্রীতে অশান্তি উৎপন্ন হয়, তৎপরে দূরদেশস্থ তদীয়ভর্তা রাজা সোমপালের নিকটে ইহা অবশেষে প্রেরিত হয়। ১৪৬৪, ৬৫

আদীনাশ্রমধুক্ষৈব্যাগ্রাম্যধর্মাদিকর্মসু ।

তিরস্চ ইব শোচ্যস্ত নেমবুদ্ধেঃ ষণপ্রভোঃ ॥ ১৪৬৬

সভৌরুচ্চাবচং তত্র কর্তব্যং পরিচিস্তিতম্ ।

স্বোচিতং ব্যঞ্জিতোচিত্যানোচিতাং নিরবগ্রহৈঃ ॥ ১৪৬৭

নাগপালস্ত সৌভ্রাত্ৰং লক্ণা ভ্রাতুঃ স্থিতোত্তিকে ।

সেহে যুগাবশেষস্ত নোপকতুর্বিমাননাম্ ॥ ১৪৬৮

সুদীর্ঘদর্শিনোপ্যস্তে কশ্মীরেভ্যঃ পরাভবম্ ।

বিশঙ্কোচুঃ সর্কথেনং সংকার্ধং বঃ শিরঃ প্রভোঃ ॥ ১৪৬৯

ক্রিয়তে যে তু নিয়তেরত্তথাস্বং সনাথতাম্ ।

বিনিহস্ত হরেদৃষ্টাঃ কুর্বন্তো যত্র জম্বুকাঃ ॥ ১৪৭০

ষণরাজ সোমপাল মধুপানমত্ত ও গ্রাম্যধর্মে পশুবৎ আচরণ করিতেন, তাঁহার দশা নিতান্ত শোচনীয় ছিল, তিনি পরের বুদ্ধিতে চালিত হইতেন । তাঁহার মন্ত্রীরা উচ্চনীচ সকলেই সভায় উপস্থিত হইয়া স্ব স্ব বুদ্ধি অনুসারে মন্তব্য দিলেন, সুস্পর্শের যুগের একটা ব্যবস্থা হইল । ১৪৬৬।৬৭

কিন্তু সে সময়ে নাগপাল, ভ্রাতার সহিত তথায় সৌভ্রাত্রে বান করিতেছিলেন, তিনি স্বীয় উপকারী প্রভুর মন্তকের অবজ্ঞাননা সহ্য করিতে পারিলেন না । ১৪৬৮

যাহারা দূরদর্শী মন্ত্রী তাহারাও বলিল, ভবিষ্যতে এই ব্যাপারে কাম্বীরাধিপতি কুপিত হইতে পারেন—অতএব আমাদের সার্কভোম প্রভুর মন্তকের অচিরেই সংকার করা উচিত । ১৪৬৯

যেখানে শৃগালকে সিংহের অভিভাবক দেখা যায়—সেখানে বিধির বিধিও পরিবর্তিত বুলিতে হইবে । ১৪৭০.

তদগোপালপুরে কালাগুরুচন্দনদাকৃতিঃ ।

কার্ত্তেৰ্নিষ্ঠাং শিরো নিষ্ঠে বীতিহোত্রৈধ শত্রুভিঃ ॥ ১৪৭১

যথা প্রাপ্তিবংশা ধরপিপতিভাবস্ত বিবিধা

যথা ত্রাসোল্লাসা অপি সমরসীমান্সু বহশঃ ।

যথা তন্তকৌর্ঘ্যাসনবিনিপাতান্নুভবনং

তথা দৃষ্টস্তস্ত প্রমদসময়োপ্যাহুততরঃ ॥ ১৪৭২

কস্তাপরস্ত তন্তেব লেভিরে বহ্নিসংক্রিয়াম্ !

একত্রেতরগাঙ্গানি মুণ্ডমতস্ত্র মণ্ডলে ॥ ১৪৭৩

টিকাদম্বোথ নগরং যাস্তোবস্তিপূরাধ্বনা ।

তত্র হস্তঃ ব্যলম্বস্ত ভাসাদীনূপূর্ববেষ্টিতান্ ॥ ১৪৭৪

গোপালপুর স্থলে শত্রু কর্তৃক সুসঙ্গের ছিন্নশির কৃষ্ণাঙ্কুর ও চন্দন কাটে ভস্মীভূত করা হইল । ১৪৭১

যেমন রাজা সুসঙ্গ নানা প্রকারে রাজ্য প্রাপ্ত ও রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিলেন, সমর ক্ষেত্রে যেক্রপ অনেকবার তাঁহার জয় পরাজয় দেখা গিয়াছিল, এবং তিনি দীর্ঘকাল হুঃখ ও হৃদঙ্গা ভোগ করিয়া ছিলেন । তদীয় নিধন কালেও সেইক্রপ অদ্ভুত প্রকার সম্বটন দৃষ্ট হইয়াছিল । ১৪৭২

একস্থানে মস্তকের সংকার, অপর স্থানে দেহের অপরাংশের দাহ—তাঁহার স্তায় অপর কাহারও দেখা যায় নাই । ১৪৭৩

যখন টিক প্রভৃতি শ্রীনগরাভিমুখে অবস্থিপুর পথে অভিযান করে, তখন ভাগ এবং অপর কতিপয় রাজপক্ষীয় সেনানী পূর্ব হইতে তথায় অবরুদ্ধ ছিল, উহাদিগের বিনাশার্থ টিক প্রমাণ হস্তিত করে । ১৪৭৪

যুদ্ধাশ্রয়ীপনগ্রাবপ্রহারচ্ছেদকারিভিঃ ।

ন তে জেহুমশক্যন্ত তৈঃ প্রযত্নপরৈরপি ॥ ১৪৭৫

স্থিতৈর্মহাশ্মপ্রাকারগুপ্তে সুরগৃগঙ্গনে ।

তৈর্হন্তমানান্তে স্বাত্ত্বং গন্তং বা নাভবনকমাঃ ॥ ১৪৭৬

এবং প্রাপ্তবিলম্বেষু তেষু লজ্জাস্তরঃ স্রবীঃ ।

স্বীচকার প্রদানেন খড়্গবীড়ামরান্নপঃ ॥ ১৪৭৭

গৃহীতনীবিনা তেবাং স্রজ্জিঃ প্রায়োজি মহরম্ ।

ভেন ভাসাদিমোক্শায় পঞ্চচন্দ্রাদিভিঃ সমম্ ॥ ১৪৭৮

প্রাপাবস্তিপুরং যাবন্ন স তাবত্তদগ্রগান্ ।

কয্যাত্তজাদীনালোক্য ভঙ্গং টিকাদিয়ৌ যযুঃ ॥ ১৪৭৯

যৌর যুদ্ধ, অগ্নিপ্রয়োগ, শিলাক্ষেপণ ও প্রাচীর ভেদ প্রভৃতি
বহুবিধ চেষ্টা করিয়াও টিক অবরুদ্ধদিগকে পরাস্ত করিতে পারে
নাই । ১৪৭৫

দেবালয় বৃহৎ পাষাণ-প্রাচীরে সুরক্ষিত ছিল, সুতরাং প্রাঙ্গণ
মধ্যস্থ লোকের প্রগারে আক্রমণকারীরা হতাহত হইয়া তথায় তিষ্ঠিতে
বা পলাইতে সমর্থ হয় নাই । ১৪৭৬

সংকালে অস্বাতিগণ অনন্তপূর্ব দেবালয় আক্রমণে ব্যাপ্ত ছিল
তখন রাজা সিংহদেব উৎকোচ প্রদানে খড়্গবীড়ামরদিগকে হস্তগত
করেন । ১৪৭৭

ডামরদিগকে প্রতিভূদানে স্বীকৃত করিয়া সিংহদেব স্রজ্জিকে পঞ্চ-
চন্দ্রের সাহচর্যে ভাসাদির উদ্ধারার্থ—সকলে নিয়োগ করেন । ১৪৭৮

স্রজ্জি অবস্তিপুর বাইবার পূর্বেই, অগ্রগামী সেনাপতি কয্যাত্তজ
বিক্রমকে দেখিয়াই টিকাদি বণে ভঙ্গ দিল । ১৪৭৯

দেবাগারাদ্বিনির্গতা ভাগান্তান্তে চ বিজিযাম্ ।

ভগানামনুগান্হুত্বা সৃজ্জেরস্তিকগায়য়ঃ ॥ ১৪৮০

লঙ্কপ্রতাপে নগরং প্রবিষ্টে কম্পনাপতিঃ ।

আম্র্যাবিন্দুরাজোপি টিকং সংত্যজ্য সানুগঃ ॥ ১৪৮১

চক্রে চিত্ররথশ্রীবভাসাদীনপি ভূপতিঃ ।

পাদাগ্রদ্বারপেথাদিকর্ষস্থানাধিকারিণঃ ॥ ১৪৮২

যথা পূর্বমন্ধীকারানঙ্গহংসৃজ্জিরপাভুং ।

প্রতীহারমুখপ্রেক্ষী কা কথৈতরমঙ্গিণাম্ ॥ ১৪৮৩

প্রতীহারোপি নিঃসীমডামরগ্রামসংমতঃ ।

তত্তেদচক্রিকাং কুর্বন্নগাদ্রাজঃ প্রতীক্যতাম্ ॥ ১৪৮৪

তখন ভাস ও অশ্বাত্ত সকলে দেবাগর হইতে নিজান্ত হইয়া পলায়মান অরি সৈন্তের অনুগামীদিগকে নিহত করিয়া সৃজ্জির সহিত মিলিত হয় । ১৪৮০

যখন কম্পনাপতি (প্রধান সেনাপতি) মহাপ্রতাপে শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন, তখন ইন্দুবাজও টিকের পক্ষ পরিত্যাগ করিয়া আসিলেন । ১৪৮১

অনন্তর রাজা, চিত্ররথ, শ্রীবক, ভাস প্রভৃতিকে যথাক্রমে পাদাগ্র বিভাগে, দ্বার পতিষে এবং খেদী কার্যে নিয়োগ করিলেন । ১৪৮২

সৃজ্জির পূর্বাধিকার অক্ষুণ্ণ থাকিলেও যখন তাঁহাকে প্রতীহার লঙ্ককের মুখাপেক্ষী হইতে হইয়াছিল তখন অশ্বাত্ত সচিবের কথা আর কি আছে । ১৪৮৩

রাজা যখনই প্রতীহার লঙ্ককের মুখাপেক্ষা করিতেন ; কারণ সমগ্র ডামর চক্র প্রতীহারকে সম্মান করিত ; যেহেতু প্রতীহার

স নাসীদমুহুৰ্য্যাহে কোপি তৎপ্রেরণেন যঃ ।

নাশিশ্রিয়নৃপং নো বা বভূবাপ্রশোন্মুখঃ ॥ ১৪৮৫

নিহ্নুতেশিষসদৃশক্ষুতিধূর্তো মহীপতিঃ ।

আহারমপ্যনাসাত্ত তন্মাতং ন ভাবেবত ॥ ১৪৮৬

ইথং নগরমাজ্ঞাতলবপাদপ্রসাদিকঃ ।

সোবতিষ্ঠ সমাসন্নফলং কন্দলয়ন্নয়ম্ ॥ ১৪৮৭

সংঘটব্যখিলান্ভিক্ষুর্ডামরাষিষ্ময়েষ্বরে ।

অথাতিষ্ঠদধিষ্ঠানং জিয়ক্ষুঃ শিশিরাত্যয়ে ॥ ১৪৮৮

অদৃষ্টপূর্ব্বং স্বচমুচক্রেক্যং বীক্ষ্য ডামরাঃ ।

ভিক্ষোর্হৈতুগতং রাজ্যং গত্বাশঙ্কিবতাত্ত তে ॥ ১৪৮৯

ডামরদিগের মধ্যে ভেদ জন্মাইবার কৌশল জাল বিস্তার করিতেছিলেন । ১৪৮৪

শত্রুবাহুর মধ্যে এমন কেহ ছিল না যে লক্ষকের প্ররোচনায় রাজ পক্ষে যোগদান, বা যোগ দিবার চেষ্টা করে নাই । ১৪৮৫

ধূর্ত নরপতি স্বীয় প্রভুভাব এমন গোপন করিতেন যে প্রতীহ'রের অভিমতি ভিন্ন ভোজন পর্য্যন্ত করিতেন না । ১৪৮৬

এইপ্রকারে শ্রীনগর মধ্যে রাজা অবাধ অধিকার স্থাপন পূর্ব্বক নীক্ষি প্ররোগের আশ্রয় প্রায় ফল পুষ্ট করিতেছিলেন । ১৪৮৭

অপরদিকে ভিক্ষুও সমস্ত ডামরপৈত্ত মিলিত করিয়া বিজয়েষ্বরে অবস্থান করিতে লাগিলেন—তাঁহার ইচ্ছা—শীতঋতুর অবসানেই শ্রীনগর জয় করিবেম । ১৪৮৮

ডামরেরা স্বদলের মধ্যে ঈদৃশ ঐক্য দেখিয়া মনে কয়িল এইবার কাশ্মীর রাজা ভিক্ষুর হস্তগত হইল—ইহাতে তাঁহার শঙ্কিত চিত্তে

একৈকশ্চেব ধীশৌর্যমিত্রামিত্রাদি দৃষ্টবান্ ।
 নোত্তিষ্ঠেৎপ্রাপ্তরাজ্যঃ কিমাকন্দেষু গৃহান্তরাৎ ॥ ১৪২০
 ইতি সংমত্যা তে রাজ্যং সোমপালায় দিৎসবঃ ।
 দূতান্নিগূঢ়ং প্রাহিষন্তোপি দূতং ব্যাসজয়ৎ ॥ ১৪২১
 আকারচারবৈক্লব্যৈঃ পশুতুল্যস্ত তস্ত তৈঃ ।
 রাজাভোগা অভজা নো ভবিষ্যন্তীতাচিন্ত্যত ॥ ১৪২২
 ভোগলোভোজ্ঞিতৌচিত্যদম্ভাসংঘচিকীর্ষিতম্ ।
 দেশেজ্ঞ পাপাংপাপীয়ে দৈবায় সমপাদি তৎ ॥ ১৪২৩
 দান্তপাষোগ্যো যো রাজ্যে স ইত্যাত্যত্রপাত্ততঃ ।
 শক্যেত পাতুং দেশায়ং কিমীযদপি তাদৃশা ॥ ১৪২৪

ভাবিল, এই ভিক্ষার আমাদিগের প্রত্যেকের বৃদ্ধি, বিক্রম,
 মৈত্রী, বৈরিতা, প্রভৃতি চরিত্র সর্বশেষ অবগত হইয়াছেন, যখন
 তিনি রাজ্যেশ্বর হইবেন তখন আমাদিগের উচ্ছেদ করিতে কেন
 না চেষ্টা করিবেন তাহারাই এইরূপ গুপ্ত মন্ত্রণার পরে রাজা
 সোমপালকে কান্দীর রাজ্য প্রদানের প্রস্তাব করিয়া তাঁহার নিকটে
 গূঢ়ের প্রেরণ করে ; রাজা সোমপালও প্রভাস্তরসহ দূত পাঠাইয়া
 দেন । ১৪২০—১৪২১

ভায়েরা মনে করিল আকারে, আগারে সোমপাল পশুতুল্য, স্তব্র
 তাহার শাসন কালে আমাদিগেরই অবাধে রাজ্যভোগ ঘটিবে । ১৪২২
 কিন্তু দৈবের ইচ্ছায় এ রাজ্যে তাদৃশ কষ্টাৎ কষ্টতর অবস্থা ঘটে
 নাই ভোগলোভপরায়ণ দম্ভ্য সমবায়ের—অবৈধ অতিগাধ পু হই
 নাই । ১৪২৩

কিসের কক্ষেও অযোগ্য তাদৃশ কাপুরুষ কখন কখন কখনও

শালীনপলালপুঙ্কষোবতি য় কুশানু-

দক্ষাননচটকপেটকভীতিদানৈঃ ।

জাতুং স কাননতরুহিহিতো বিদধ্যাৎ-

কিং তত্র ভগ্ননকুতাং বনকুঞ্জরীণাম্ ॥ ১৪৯৫

ভিক্ষোনেদিষ্ঠতাং দিষ্টবুদ্ধির্যাজ্ঞাতো ভগ্ন ।

তদুতো ডামরানুগুঢ় নীবিদানোক্ততাব্যধাৎ ॥ ১৪৯৬

বৈশাখেখ কৃতারভুত্তদা সংভাবিতদ্বয়ঃ ।

নির্গত্য নগরাং সুজিগ্গমীরাভীরমায়ো ॥ ১৪৯৭

তস্তাভিযোগঃ শ্লাঘ্যোভূক্তোক্তুং যৎসমবায়িনঃ ।

একাকী তাবতো বীরানুরীকৃত্য স নির্গম্যো ॥ ১৪৯৮

এই রাজ্যপালন করিতে সমর্থ হয়? লজ্জায় কথা তুলিয়া ফল
কি? ১৪৯৪

তখন নির্মিত দক্ষমুখ নরমূর্তি ধাতু ক্ষেত্রে রাখিয়া “দেব! লোকে চটক
পক্ষীকুলকেই আসিত করিতে পারে, কিন্তু বনতরুবিনাশী করিকুলের
কি করিবে? ১৪৯৫

সোমপাল প্রেরিত দূত ভিক্ষু সমীপে থাকিয়া “দেব! দেবতা
আপনার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করুন” এইরূপ হর্ষ খ্যাণনকালে তদীয়
বিশ্বাক্ষ উৎপাদন করতঃ গোপনে ডামরদিগের নিকট প্রতিভু গ্রহণ
করিতেছিল। ১৪৯৬

অনন্তর বৈশাখমাসে সুজি শ্রীনগর হইতে যুদ্ধযাত্রা করিয়া কিপ্র
পতিতে গম্ভীরা নদীতটে উপস্থিত হইলেন। ১৪৯৭

বহুসংখ্যক সন্মিলিত সাহসী বীরের সহিত যুদ্ধে একাকী অগ্রসর
হওয়া সুজির পক্ষে অত্যন্ত গৌরবের কথা। ১৪৯৮

অন্তঃপাতে সাহসান্নাং নাত্ততং তদ্বিধেবশাৎ ।

জীয়তে লক্ষ্মেনেকেন লক্ষ্মণৈকোথবা যুধি ॥ ১৪৯৯

পারং তরীতুং নিঃসেতোঃ সরিতোপারম্বঙ্গসৌ ।

পারে পরশ্মিন্নহিতানপশ্যচ্ছববর্ষণঃ ॥ ১৫০০

ষিভ্রা নিশাঃ স তে চাসংস্ত্রাং সিক্তোত্তটবয়ে ।

কৃক্কাঃ সংনহিনোত্তোত্তরক্কাংবেক্ষণদীক্ষিতাঃ ॥ ১৫০১

অথাবন্তিপুরামৌভিরানীতাভিরবক্ষয়ৎ ।

সেতুং সাংখ্যোত্তরংসুজ্জিরাকৃচ্ছ তরণীং স্বয়ম্ ॥ ১৫০২

তরস্তমেব তং দৃষ্ট্বা যোঐষেঃ কতিপয়ৈঃ সমম্ ।

বিষচ্চমূৰ্গবল্লোলং ক্রমালীবাভবচ্চলা ॥ ১৫০৩

বীরোচিত হুঃসাহসিক ব্যাপারে কিছুই আশ্চর্য্য নাই, বিধির ইচ্ছায় একজন লক্ষ্মণকে পরাজিত করে, আবার লক্ষ্মণ মিলিয়া একজনকে পরাস্ত করে । ১৪৯৯

সুজ্জি সেতুর অভাবে নদী পার হইতে সমর্থ হন নাই, দেখিতে পাইলেন, অপর পারে থাকিরা শক্ররা তাঁহার উদ্দেশে শর বর্ষণ করিতেছে । ১৫০০

এইরূপ উভয়পক্ষই দুইদিন রাত্রি নদীর দুই তটে অবস্থিত রহিল। উভয় দলই সসজ্জ অবস্থায় আক্রমণের সুযোগ অপেক্ষা করিতে ছিল । ১৫০১

অনন্তর সুজ্জি অবন্তিপুর হইতে নৌকা আনাইয়া সেতু বন্ধন করিলেন, এবং অগসহ স্বয়ং তরণীতে আরোহণ করিলেন । ১৫০২

কতিপয় সৈনিকের সহিত সুজ্জিকে নদী পার হইতে দেখিয়া— শত্রুপক্ষীয় বাহিনী শবনচালিত তরুর দ্বারা চঞ্চল হইয়া উঠিল । ১৫০৩

দৃষ্টং মূর্ত্তাদেতাবদাক্রুতঃ স চ যন্তটম্ ।

বন্ধশ্চ সেতুস্তীর্ণাশ্চ যোদ্ধা ভয়াশ্চ বিবিধঃ ॥ ১৫০৪

ন গজগা ন হয়ারোহো নাপি শূলী ন চাপভৃৎ ।

ব্যাবৃত্য প্রেক্ষিতুং কশ্চিদশকদ্বিক্রতাঘনাং ॥ ১৫০৫

নিবন্ধবন্ধশৌথিল্যালোলপল্যয়নে হয়ে ।

কোষ্ঠেশ্বরস্তাশ্বাবারা বালম্বস্তাস্তরে ক্ষণম্ ॥ ১৫০৬

নির্যজ্ঞা তেপি পর্যাপং সুজ্ঞো পশ্চাৎপ্রধাবিতে ।

বাতোদ্ধুতং বজ্রশ্চক্রমিব ক্ষিপ্ৰং তিরোদধুঃ ॥ ১৫০৭

হতলুষ্ঠিতবিক্ষস্তধ্বস্মিনীকা বিরোধিনঃ ।

ধ্যানোড্ডারাদিষু গ্রামেষ্মিলনখণ্ডশো গতাঃ ॥ ১৫০৮

দেখা গেল মূর্ত্তমধ্যে সুজ্জি পরপারে উপনীত, সেতু সম্বন্ধ,
সৈনিকেরা নদী উত্তীর্ণ এবং শত্রুপক্ষ ছিন্নভিন্ন । ১৫০৪

কি কুপাণধারী, কি অশ্বারোহী, কি বর্ষাধারী, কি ধানুক কেহই
পলায়মান সৈন্তের মধ্য হইতে মুগ ফিরাইয়া শত্রুর দিকে চাহিতে
পারে নাই । ১৫০৫

কোষ্ঠেশ্বর যে অশ্বপৃষ্ঠে ছিলেন তাহার বধ (পেটী) লোল
পড়িয়াছিল, এজন্ত তদীয় সাদী সৈন্তেরা পলায়নে কিঞ্চিৎ বিলম্ব
করিয়াছিল । ১৫০৬

তাহারা দেখিল সে সুজ্জি পশ্চাদ্ধাবন করিয়া আসিতেছে—অমনি
সম্মুখে পর্য্যাপ (জিন) কয়িয়া ঘূর্ণীবায়ুতে ধূলিচক্রেয় স্থায় নিমেষ
মধ্যে অন্তর্হিত হইল । ১৫০৭

শত্রুপক্ষীয় সৈনিকেরা নিহত, লুষ্ঠিত ও ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল—কয়েক
দল ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ধ্যানোড্ডার প্রভৃতি গ্রামে পলাইয়া বাঁচিল । ১৫০৮

বিজয়শাগ্রগং তীর্থা বিত্তাসেতুমাগতঃ ।

ভাসোপি দন্তুঃস্বিন্ধে পলায়নপরায়ণান্ ॥ ১৫০৯

উষিষ্য বিজয়ক্ষেত্রে তদান্তোদ্ধারুপাগতে ।

কম্পনেশে যযন্ত্যকৃষা ধ্যানোড্ডারং বিরোধিনঃ ॥ ১৫১০

তত্র স্থিষ্য দির্নৈঃ কৈশ্চিৎস দেবসরসোন্মুখঃ ।

শিপ্রিয়ে ভেদনির্যাত্তরেত্য টিকন্ত গোত্রিভিঃ ॥ ১৫১১

জয়রাজয়শোরাজৌ তন্মুখৌ ভোজকাগ্রজৌ ।

প্রবিশ্ত দেবসরসং বাখাটিকোপবেশনে ॥ ১৫১২

যযুর্কিনষ্টসংঘাতান্তন্নির্পশ্চাৎপ্রধাবিতে ।

ভিকাদয়ঃ শূরপুরুষং শ্রোত্বা কোঠেশ্বরাদয়ঃ ॥ ১৫১৩

বিজয়ের পুরাঙ্কিত বিত্তাসেতু পার হইয়া ভাস ও আসিয়া পড়িলেন—তীহার আক্রমণেও শত্রুরা পলায়ন পর হইল । ১৫০৯

প্রধান সেনাপতি বিজয়ক্ষেত্রে একরাত্রি সাপন করিয়া পরদিন যেমন ধ্যানোড্ডারে আসিয়া পড়িলেন, অমনি শত্রুরা সে স্থান ত্যাগ করিয়া গেল । ১৫১০

তিনি কয়েকদিন তথায় অবস্থান করিয়া দেবসরস অভিমুখে গমনোচ্ছত হইলে টিক গোত্রীয় কতিপয় ব্যক্তি স্বপক্ষত্যাগ পূর্বক তীহার সঙ্গে যোগ দেয় । ১৫১১

দেবসরসে উপনীত হইয়াই প্রধান সেনাপতি, জয়রাজ এবং যশোরাজ নামক ভোজপুত্রদিগকে টিকের উপবেশন প্রতিষ্ঠিত করেন । ১৫১২

তিনি ভিকু ও কোঠেশ্বরের পশ্চাৎগমন করিয়া চলিলেন, কোঠেশ্বর প্রভৃতি স্ব স্ব ভূমিতে প্রস্থান করিল । ১৫১৩

গর্হাৎ মহাভয়ে সৌমপালদূতঃ পলায়িতঃ ।
 দাস্তাঃ সূতেন প্রহিতঃ কুত্ৰাস্মীতি প্রভোৰ্য্যধাৎ ॥ ১৫১৪
 স হি তাদৃশহারন্তকোভসাধ্যোন্নতীচ্ছুতাম্ ।
 তস্ত সিংহীশ্পৃহাকান্তগৌমাযুবদমন্তত ॥ ১৫১৫
 প্রমাদাৎস্বামিনো রাজ্যং চিরং নষ্টং মিতৈর্দিনৈঃ ।
 স্রজ্জিঃ প্রসাধ্য প্রদদাবেবং স স্বামিস্থনবে ॥ ১৫১৬
 শমালাদীনপি ব্যাচানানোপায়েন ডামরান্ ।
 পৌরাংশ্চ ভিক্ষাশ্রয়িণো রাজা ভেত্ত্বং প্রচক্রমে ॥ ১৫১৭
 রাজঃ পরীক্ষ্য সামর্থ্যমর্থ কুর্শো ঘথোচিতম্ ।
 ইতি সর্বাভিসারেণ তে সংমন্ত্য রণং দহুঃ ॥ ১৫১৮

সৌমপাল প্রেরিত দূতবর মহাভয়ে পলায়নপর হইয়া “হায় এই দাসীগুজ আমাকে কোথায় পাঠাইয়াছে” বলিয়া স্বীয় প্রভুর নিন্দাবাদ করিয়াছিলেন । ১৫১৪

মহাব্যাপার সাধ্য তদীয় প্রভুর হুবাশা, সিংহীর উপযুক্ত উচ্চাভিলাষগ্রস্তা শৃগালীর জায় হাত্ভাম্পদ মনে করিতেছিল । ১৫১৫

প্রভুর নীতিভ্রমবশতঃ যে রাজ্য বহুকাল নষ্টপ্রায় হইয়াছিল—মহাবীর স্রাজ্জ সেই রাজ্য কতিপয় দিবস মধ্যেই প্রভুপুত্রের করায়ত্ত করিয়া দিলেন । ১৫১৬

রাজা উৎকোচ দানাদি রাজনৈতিক উপায় অবলম্বন করিয়া—শমালা প্রকৃতি স্থানে বিক্রান্ত ডামরদিগকে হস্তগত করিতে উপক্রম করিলেন—ভিক্ষুপকীয় পৌরগণের পক্ষেও উক্ত উপায় প্রয়োজিত হইল । ১৫১৭

অগ্রে রাজার বলপরীক্ষা করিয়া, পশ্চাৎ ঘাঘা কর্তব্য হয় করা যাইবে, এইরূপ মন্ত্রণা করিয়া তাহার। সমবেত হইয়া যুদ্ধারম্ভ করিল । ১৫১৮

রজোজবনিকালক্ষ্যভটৌখনটাতাণ্ডবঃ ।

দামোদরেভূৎসংগ্রামঃ স বীরগ্রামধন্বয়ঃ ॥ ১৫১৯

কোষ্টেষ্বরবংশং যাতং রক্ষতা পিতরং ক্ষতম্ ।

লক্ষাঃ সহজপালেন শ্লাঘাঃ প্রকৃতিভিঃ সমম্ ॥ ১৫২০

শ্রমস্তত্রাবিশেষোভূদ্রাজো ভিক্ষাচরন্ত চ ।

ভিক্ষুজনন্তসংবেত্তং বিবেদাঙ্গপরাজয়ম্ ॥ ১৫২১

ততঃ প্রকৃতি যঃ প্রাতঃ স ন সাধমদুস্তত ।

যোন্ত বা ন পরেহ্যঃ স সৈনিকো ভৈক্ষবে বলে ॥ ১৫২২

এবং ত্যক্ত্বা পরান্গৌরভামরেষু নৃপান্তিকম্ ।

প্রঘাৎসু লাভসংকারাসুচিতান প্রাপ্নুৎসু চ ॥ ১৫২৩

দামোদর নামক স্থানে এই ভূমূল সংগ্রাম ঘটে। ইহাতে অসংখ্য বীর নিহত হয়। ধূলিপটলসমাচ্ছন্ন যোদ্ধগণকে দেখিয়া বোধ হইল যেন রণভূমে জবনিকার অন্তরালে নটেরা তাণ্ডব নৃত্য করিতেছে। ১৫১৯

সহজপালের পিতা আহত হইয়া কোষ্টেষ্বরের বন্দী হইলেন—পুত্র সহজপাল বীর বিক্রমে পিতাকে মুক্ত করেন; ইহাতে তিনি ও তদীয় প্রজাবর্গ যশোলাভ করেন। ১৫২০

এই রণক্ষেত্রে ভিক্ষাচর ও রাজা সিংহদেব তুল্যবিক্রমে তুল্য শ্রম করিয়াছিলেন, কিন্তু ভিক্ষাচর ইতঃপূর্বে জৈদূশ পরাজয় আর কখনও প্রাপ্ত হন নাই। ১৫২১

ইহার পর সাংকালে যে সৈনিককে ভিক্ষুর পার্শ্বে দেখা যাইত—রাত্রিশেষে তাহাকে সেখানে আর দেখা যায় নাই, অথবা যে ভিক্ষুর নিকটে—সে পরদিন অদৃশ্য। ১৫২২

এইরূপে পৌর ও ডায়রগণ ক্রমে ভিক্ষুর পক্ষ ত্যাগ করিয়া

কাপ্যহংপূৰ্ব্বিকোক্তমৌ মনুজেশ্বরকোষ্টমোঃ ।

প্রযাতুং পাখিবাভ্যর্থং লাভসৌখ্যাভিলাষিণোঃ ॥ ১৫২৪

জ্ঞান্বাথ তৎকাকরুহাদগৃহীতস্বপরিচ্ছদঃ ।

দেশান্তরোদ্ভবো ভিক্ষুরাযাচে মাত্তবাচলং ॥ ১৫২৫

অনুযাতিঃ স দাক্ষিণ্যশেবাবিহিতসান্বনৈঃ ।

তদাষ্টৈর্ভামঠৈঃ ক্রুধ্যন্ন নিরোকুমপার্ষত ॥ ১৫২৬

অকরোৎশৈরিণীস্বমুত্তমা শীলবাহিকৃতঃ ।

অভিক্রপেষু দারেষু তন্ত কোষ্টেশ্বরঃ স্পৃহাম্ ॥ ১৫২৭

সটাং হরেঃ কণারভ্রমহেজ্জা লিাং হবিভূজঃ ।

বালাং চ তন্ত সংস্পৃঃ কোশশাস্তন্ত শক্রুযাৎ ॥ ১৫২৮

রাজা সিংহদেবের আশ্রয় লইতে আরম্ভ করিল, এবং তাঁহাদিগকে যোগ্যতানুক্রম পুরস্কার ও সম্মান লাভ করিতে দেখিয়া মনুজেশ্বর ও কোষ্টেরচিন্তে সুখ সম্পদ লাভের লোভ উদিত হইল, এখন কে অগ্রে যাইবে আমি অগ্রে যাইয়া রাজার প্রীতি লাভ করিব ইত্যাকারভাব উভয়েরই অন্তরঙ্গ দেকা দিল । ১৫২৩।২৪

ভিক্ষু এতাবৎ বৃত্তান্ত জানিতে পারিলেন, তখন কাকরুহ হইতে স্বীয় অন্তরঙ্গ অনুযাত্রী লইয়া—আষাঢ়মাসে দেশান্তর যাইবার জন্ত প্রস্তুত হইলেন । ১৫২৫

যদিও প্রধান প্রধান ডামরেরা কিঞ্চিৎ অনুরাগবশতঃ ভিক্ষুকে নানাক্রমে সান্বনা দিয়াছিল, এবং তাঁহার অনুসরণ করিতেছিল তথাপি ভিক্ষু ক্রোধবশতঃ প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না । ১৫২৬

বৈবিশ্বীতনয় হুঃশীল কোষ্টেশ্বর ভিক্ষাচরের স্বন্দরী মহিলাদিগকে পাইবার নিমিত্ত সম্পূহ হইয়াছিল । ১৫২৭

যেমন কেশরীর কেশর ধারণ, বিবধীর কণাস্থিত রত্নগ্রহণ,

সমং সৌসলিনা বন্ধসংখ্যাপ্রায়কাজিহ্বাঃ ।

সোমপালঃ স্ববিষয়ে নাদান্তস্ত প্রতিশ্রয়ম্ ॥ ১৫২৯

উদ্বিজ্ঞেভঃ প্রাণহরৈঃ প্রযত্নৈস্তস্ত সৰ্বতঃ ।

তদেদংদুর্গমমহীসীমান্তং সুলহরীং যযৌ ॥ ১৫৩০

ত্রিগৰ্ভেষু দয়া শীলং চম্পায়াং মদ্রমণ্ডলে ।

ত্যাগো দার্ক্যভিসাবেষু মৈত্রী নামত্যাগশিখাম্ ॥ ১৫৩১

পৌডযেত্যাক্তভীত্ব ভূক্ত, বশে ষ্মি ডামরান্ ।

স্বামেবাজ্যার্থ্য রাজানং ততঃ কুৰ্ব্বুঃ ক্রমেণ তে ॥ ১৫৩২

ইবিভূক বহির শিখা স্পর্শ লোকের অসাধ্য, সেইরূপ ভিক্ষাচর বর্তমানে তদীয় অজ্ঞানা-অন্ধ কে স্পর্শ করিতে পারে ? ১৫২৮

ভিক্ষাচর সোমপালের আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন, কিন্তু সোমপাল তখন সুসঙ্গ তনয়ের সহিত সুদৃষ্টি বন্ধন করিয়াছেন, এই কারণে সোমপাল তাঁহাকে স্বরাজ্যে আশ্রয় প্রদান করেন নাই । ১৫২৯

পরন্তু তাঁহার প্রাণহরণার্থ উক্তরাজার সর্বস্থানে প্রয়াস দেখিয়া ভীত হইয়া ভিক্স সে রাজ্যের সীমান্তদেশে দুর্গম সুলহরী অভিমুখে প্রস্থান করিলেন । ১৫৩০

মাহুঘের কথা কি ? বোধ হয় দেবতারও, ত্রিগৰ্ভক্বেশে দয়া, চম্পাতে চরিত্র, মদ্রমণ্ডলে দানধর্ম, এবং দার্ক্যভিসার অকলে মৈত্রী দেখা যায় না । ১৫৩১

“রাজা সিংহদেব যখন দেখিবেন আপনি দূর দেশস্থ তখন তিনি নির্ভয়ে ডামরদিগকে নিপীড়িত করিবেন, উৎপীড়িত ডামরদের ক্রোধঃ আপনাকেই আশ্রয় করিয়া আস্থান করিবে এবং রাজপদ প্রদান

স্বাঃ তদ্রজ্যমোর্থমিতুং সাংপ্রতং নরবর্ষণঃ ।

মন্ত্রিভির্ভূক্তিত্যুক্তমপি মন্ত্রং ন চাগ্রহীৎ ॥ ১৫৩৩

বসন্তপরিবারোন্মুগ্ধ ইত্যপ্যগৃহুতঃ ।

শব্দপ্রার্থনাং তস্ত ভৃত্যাঃ পার্থিববাচনং ॥ ১৫৩৪

প্রাবর্ততাং নগরে বিশিভির্বিভবোজ্জলৈঃ ।

শুলভশুলভে কালে বরষাক্রমে ডামরৈঃ ॥ ১৫৩৫

বীক্ষ্যামুচ্ছত্রুরগৈরেকেকং পার্থিবাদিকম্ ।

সুসঙ্গমাপতেধৈর্যনৈর্ভূয় তুষ্টবুর্জনাঃ ॥ ১৫৩৬

উদার্যাকারতারুণ্যবেষনৌন্দর্যমন্দিরম্ ।

কোষ্টেশ্বরোদিকং জ্ঞীণাং প্রযমৌ প্রেক্ষণীয়তাম্ ॥ ১৫৩৭

করিতে, অতএব এক্ষণে নরবর্ষার রাজ্যে যাইয়া তাঁহার আশ্রয় প্রার্থনা করি।” মন্ত্রীদিগের এই সমস্ত প্রস্তাব ভিক্ষু গ্রহণ করেন নাই। ১৫৩২।৩৩

তাঁহার শব্দ প্রস্তাব করিলেন “পরিমিত অনুচর লইয়া আমার আবাসে অবস্থান কর” ভিক্ষু তাহাতে সন্মত হইলে অন্যান্য ভৃত্যাদিগকে বিদায় করিয়া দিলেন। ১৫৩৪

তদনন্তর বিক্রমোজ্জল ডামরেরা শুভলয় প্রতিষ্ঠিত বরষাক্রমের ভায় শ্রীনগরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিল। ১৫৩৫

ডামরদিগের প্রত্যেকের বাজাতিশায়ী অশ্ব, চক্র, ও বণতুরঙ্গ দেখিয়া লোকে সুসঙ্গ ভূপতির ধৈর্য ও দৃঢ়তার প্রশংসা করিতে ছিল। ১৫৩৬

কোষ্টেশ্বরের সৌন্দর্য, তরুণ বয়স, সুচারু পরিচ্ছদ ও সৌন্দর্য নারীগণের চক্ষে সবিশেষ দর্শনীয় হইয়াছিল। ১৫৩৭

প্রশান্তবিপ্লবে দেশে যথাবৎসববাস্তবতাম্ ।

বিশভূরিলবজ্জৌষত্বর্ষযোষো দিবানিশম্ ॥ ১৫৩৮

ক্ষীরাত্মা লক্ষ্মকেশাপি সর্কে মডবরাজ্যতঃ ।

অনীতাঃ পার্শ্বিবাভ্যর্গং সৈন্তাণবভয়ংকরাঃ ॥ ১৫৩৯

অপি ভূপালবাল্লভ্যাদভূদ্রাজোপজীবিনাম্ ।

প্রতীহারগৃহদ্বারপ্রবেশো বহুমানকুৎ ॥ ১৫৪০

লবজলুপ্তিতগ্রামতয়া ছুভিক্ষতঃসহঃ ।

ব্যয়োত্তরঙ্গ কালোভূৎস রাজো ধনদপ্রিয়ঃ ॥ ১৫৪১

ডামরেভ্যো নৃপঃ পারাৎসংগৃহ্ননকৃতবেতনঃ ।

নিদায়াভাস্তরং বন্ধিং বাহুং চাপচয়ং জনম্ ॥ ১৫৪২

রাজ্যের বিপ্লব প্রশমিত হওয়ায়, নগর প্রবেশকারী লবজদলের তুরী ঘোষণায় যেন দিবানিশি উৎসব বাজ্য বোধ হইতেছিল । ১৫৩৮

লক্ষ্মকের কোশলে মডব রাজ্য হইতে ক্ষীর প্রমুখ সকলেই ভীষণ সৈন্ত সাগর সমেত রাজ্যপার্শ্বে সমানীত হইয়াছিল । ১৫৩৯

প্রতীহার লক্ষ্মক ভূপালের নিতান্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন বলিয়া রাজকর্মচারীরাও তদীয় গৃহদ্বারে প্রবেশ লাভ করা সম্মানের বিষয় মনে করিত । ১৫৪০

ইতঃপূর্বে লবজেরা গ্রামসমূহের শস্ত লুণ্ঠন করায় হঃসহ ছুভিক্ষ যে কালে উপস্থিত, তখন কুর্বের তুল্য ধনসম্পন্ন রাজারও ব্যয় বাহুল্য দেখা গিয়াছিল । ১৫৪১

ডামরদিগের মধ্যে কর্ম্মই দেখিয়া রাজা অনেককে নির্দিষ্ট বেতনে অভ্যস্ত প্রাসাদে নিযুক্ত করিলেন ; বাহু প্রকোষ্ঠের বন্ধী সংখ্যা হ্রাস করিলেন । ১৫৪২

তিস্রৈবৈশ্বাৰ্ঘ্যদেবীভ্য জ্ঞাতয়ো জনকক্রহাম্ ।
 রাজজ্যোহোচিতাং রাজ্ঞা বিপত্তিমমুভাবিতাঃ ॥ ১৫৪৩
 মাসৈশ্চতুৰ্ভিঃ স পিতৃপ্রমদাহাদনস্তরম্ ।
 অনন্তশাসনং রাষ্ট্রং স্বম্বেব সগপাদয়ৎ ॥ ১৫৪৪
 নিবাসনগরং পৌরাঃ সৰ্বসামর্থ্যবৰ্জিতাঃ ।
 অনন্তে রাষ্ট্রমাকৌণ্ড ডামটৈঃ পার্শ্বৈবোপটৈঃ ॥ ১৫৪৫
 বন্ধমূলো নাতিদূরে সৰ্বভারসহো বিপুঃ ।
 সমাহাজন্তরা মস্ত্রিসামন্তা বৈরিসংশ্রিতাঃ । ১৫৪৬
 সন্তোপদেশবৃদ্ধস্ত নৈকস্তাপি নৃপান্পদে ।
 অধর্মবহলাঃ সৰ্বে ভূত্যা জ্যোহৈকবৃদ্ধঃ ॥ ১৫৪৭

তিস্রৈবৈশ্ব, অর্ঘ্যদেব, এবং রাজহত্যাকারীদিগের অন্তান্ত জ্ঞাতিয়া
 গুরুতর অপরাধ অতুক্রপ প্রাপদগে দণ্ডিত হয় । ১৫৪৩

তাঁহার পিতার মৃত্যুদিবস হইতে চারি মাসের মধ্যে তিনি
 স্বরাজ্যে অনন্তশাসন প্রতিষ্ঠিত করেন । ১৫৪৪

পুরবাসীগণ সর্বপ্রকার সামর্থ্য বর্জিত হওয়ায় কি জনপদ
 কি নগর রাজ্যের সর্বত্র রাজতুল্য অগণিত ডামট্রে আশ্রয়
 করিয়াছিল । ১৫৪৫

গুরুভার বহন সমর্থ প্রবল শত্রু অনতিদূরে বন্ধমূল ; কি মন্ত্রী,
 কি সামন্তরাজা, বাহ ও অভ্যন্তর প্রাসাদে সকলেই প্রায় সর্বত্র শত্রু
 পক্ষের অমুরাগী । রাজধানীতে উপদেশদান সমর্থ একটা বৃদ্ধও ছিল
 না, রাজভৃত্যগণ প্রায়শ অধর্মীকারী, স্বামিজ্যোহিতাই তাহাদিগের এক
 মাত্র ব্যবসায় ; এইরূপ উপকরণ লইয়া নবীন ভূপতি রাজ্যারম্ভ
 করিলেন—স্বক্ষমণী বিচারকের ইহা স্বরণ রাখা কর্তব্য, কার্য

রাজ্যারম্ভে বহুবৈয়ং যা সামগ্র্যস্ত ভূপতে: ।

সা স্মত'বাস্তুরা জাতুং প্রত্যাদস্তং বিবেকভি: ॥ ১৫৪৮

প্রাপ্তপ্রসঙ্গান্তদিদং গুণগ্রামোপবর্ণনম্ ।

বক্ষ্যমাণং স্তবচ্চশাপাত্ত লেশাং প্রদস্ত'তে ॥ ১৫৪৯

পূর্বাপরামুসংধানবন্ধোদৃষ্টান্তবৎকথা:

নাবুদ্ধাতিগম্ভীরাণাং শক্যা বসয়িতং গুণা: ॥ ১৫৫০

প্রত্যক্ষস্ত গুণানুজ্ঞো বিচিন্ত্যন্তা যথাস্থিতান্ ।

অনীৰ্যাস্ত ভবিষ্যামো বিবেকস্তানুপা বয়ম্ ॥ ১৫৫১

স্থিতস্ত তত্ত্ববিজ্ঞানে নাত্তস্ত হি পটুর্জন:

অমাত্যব্যাকুলভাবস্য রাজ্ঞ: কিং পুনরীদশ: ॥ ১৫৫২

কারিণের ভেদাভেদ ও ভবিষ্যত ফলাফল নির্ণয়ে ইহাই
প্রয়োজনীয় । ১৫৪৬—১৫৫৮

এই প্রসঙ্গে রাজার গুণগ্রামের বর্ণনা করা যাইতেছে, অতঃপর
এ বিষয়ের বহুল উল্লেখ করিতে হইবে—তথাপি কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা
গেল । ১৫৪৯

পূর্বাপর ঘটনাবলির সবিশেষ অলোচনা না করিয়া এবং দৃষ্টান্ত-
যুক্ত আখ্যান বিদিত না হইয়া কেহই স্বাভাবিক গম্ভীরপ্রকৃতি
পুরুষের সম্যক গুণের পরিচয় পাইতে পারেন না । ১৫৫০

তবে আমরা যে রাজাকে স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতেছি তদীয় গুণা-
বলির বিশ্লেষণ করিতে যথার্থ ঘটনার বিবৃতি করিব, স্মরণ্যং
বিকেকের নিকট আমরা নির্দোষ, কারণ আমাদের ব্যক্তিগত জীবা বা
যেব নাই । ১৫৫১

অপরের চরিত্রগত-গুণতত্ত্ব অবধারণ করিতে কেহই সম্যক পারগ

হিতানাং দারিণাং সদৃশসুখহঃখস্ত সুহৃদঃ

কবেঃ সোল্লেক্ষস্ত প্রিয়সকললোকস্ত নৃপতেঃ ।

স্থিতানাং কোপ্যত্ৰ ব্যবহিতবিবেকঃ স্বকুরুতৈ-

রসামান্তং জ্ঞাতুং সুভগমন্ততাবং ন কুশলঃ ॥ ১৫৫৩

ভবেৎপ্রাপ্ত প্রসরণা পরিণামেখবা মতিঃ ।

কথং সৰ্ব্বভ্রাতৃত্বায়াং নিষ্ঠায়াং গুণদোষয়োঃ ॥ ১৫৫৪

সন্তোবাস্তাপি বিষমাঃ স্বভাবা দোষত্ৰয় জনঃ ।

যেষাং বিপাকভব্যাত্মজ্ঞাননৃগণয়ত্নয়ম্ ॥ ১৫৫৫

বিকাসঃ কেবাং চিহ্নয়নবিষমৈর্বিদ্যাহৃদয়ৈঃ

পরেষামুদ্ভুতিঃ শ্রবণকটুভির্দীর্ঘরসিতৈঃ ।

নহে তাদৃশস্থলে অতিমাহুষ প্রভাব সম্পন্ন রাজচরিত্রের গৃহতত্ত্ব
কিন্নপে জানা যাইবে ? ১৫৫২

সাধবী জ্বর অসামান্য রমণীয় মাহাত্ম্য, সুখে দুঃখে সমান্তাবাপন্ন
সুহৃদের প্রভাব, বর্ণনা চতুর কবির শক্তি, এবং সৰ্ব্বলোক প্রিয়
নরপতির যথাতথ্য মহিমা বিদিত হওয়া বিবেকহীন দুষ্কৃতি পরায়ণ
পুরুষের পক্ষে দুঃসাধ্য । ১৫৫৩

যাহার দোষ ও গুণ দুইই অদ্ভুত প্রকার, তাদৃশ লোকোক্তের
পুরুষের চরিত্র সম্বন্ধে যথার্থ সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে হইলে লোকে
কি উপায় অবলম্বন করিবে ? ১৫৫৪

সত্য বটে, রাজচরিত্রে কতিপয় বৈষম্যের সমাবেশ আছে এবং
সাধারণ লোকেরা কণ্ঠের পরিণাম ফলের সাধুতা অবধারণ করিতে
না পারিয়া—তাহাতে দোষারোপ করিয়া থাকে । ১৫৫৫

জলদোদয়ে বিজ্ঞান্ধটার নয়ন ঝলসিয়া যাক কিন্তু কোন কোন

ন চেষ্টা কাপ্যস্তোপকৃতিপরিহীনা জলমুচো

জডো বর্ষাদন্তং গণয়তি গুণং নাস্ত তু জনঃ ॥ ১৫৫৬

গুণার্জো কৌস্তরাংশ্চরস্তানুভবগোচরান্ ।

ভবিতা পূর্বভূপালকৃত্যে সপ্রত্যায়ো জনঃ ॥ ১৫৫৭

অনুচলনপি স্থানান্ভ্রভঙ্গেন চকার সঃ ।

বিলোলাংলোমকম্পেন দিঙনাগ ইব ভূধরান্ ॥ ১৫৫৮

বিক্রদদ্বাহিনীবৃন্দা গূঢ়ং যন্তয়সংভবম্ ।

বহস্তি তাপং ভূপালা ঔর্ক্যমিমিব সিক্কবঃ ॥ ১৫৫৯

পুশ বিকশিত হয়, ক্রতি কঠোর কুলিশ গর্জনে কোন উদ্ভিদের
অঙ্কুর উদগম হয়, বারি বর্ষণ স্থলে বারিদের বিবিধ উপকার
দেখিয়াও জড়প্রায় লোকে বর্ষণ ভিন্ন অপর কোন গুণই দেখিতে
পায় না । ১৫৫৬

বর্তমান নরপতির লোকোত্তর গুণাবলি শ্রবণ করিলে এবং
আমাদিগের প্রত্যক্ষ দর্শনের ফল বলিয়া অবধারণ করিলে লোকে
পূর্ব পূর্ব রাজগণের অনুষ্টিত কার্য কলাপের যথার্থ তথ্যে বিশ্বাস
করিতে পারিবে । ১৫৫৭

দিগ্ হস্তী যেমন রোমমাত্র কম্পনে ভূধর সমূহকে চঞ্চল করিয়া
থাকে, রাজাও সেইরূপ স্বস্থানে থাকিয়াই ক্রভজমাত্রেই ভূধর কুলকে
(ভূপসমূহকে) প্রকম্পিত করেন । ১৫৫৮

কল্লোলিনী-প্রবাহিনী-মিলিত সাগরকূল যেমন গূঢ় বাড়বাগ্নির
তাপ সহ করে, সেইরূপ এই রাজার প্রতাপে ভীত-নরপতি নিকরও
অস্তরে অস্তরে সম্ভ্রান্ত ভোগ করে । ১৫৫৯

ভূমিভৃঙ্খানতন্ত তেজসাপ্যায়িতো গভঃ ।

পূর্বরাজ্যশচক্ষো ভুবনেষু প্রকাশতাম্ ॥ ১৫৬০

যো যন্তঃ পশ্চতি স্বাস্ত্যসংমুখং স স সর্বতঃ ।

জানাত্যবক্রোল্লিখিতং দেববিষ্মিবেশ্বরম্ ॥ ১৫৬১

দ্বিরপ্রসাদো দত্তে যন্তদাদত্তে ন স কচিৎ ।

ভয়ং পুনঃ প্রণমতাং দত্তং হরতি বিদ্বিষাম্ ॥ ১৫৬২

কৃষ্টাসেঃ প্রতিবিম্বং স্বং হিষা নাক্তোত্ত সংমুখঃ ।

নাপরঃ প্রতিশঙ্খাচ্চ গর্ভতঃ প্রতিগর্জতি ॥ ১৫৬৩

তন্ত নাতিশিতং কোপে প্রসাদে নিশিতং পুনঃ ।

ধত্তে তীকৈকধারন্ত তরবারেস্তলাং বচঃ ॥ ১৫৬৪

ভাস্কর-বৎ তেজস্বী দেদীপ্যমান রাজার প্রভায় পূর্ব নরপতিগণের যশচক্ষু যেন আপ্যায়িত হইয়াই ভুবনে প্রকাশিত হইতেছিল । ১৫৬০

অনিপুণ ভাস্কর খোদিত শিবমূর্তি দেখিয়া লোকে মনে করে বিগ্রহের মুখ যেন তাহারি দিকে রহিয়াছে, সেইরূপ লোকে নরপতির মুখ দেখিয়া মনে করে যেন রাজার দৃষ্টি তাহারি দিকে পতিত । ১৫৬১

রাজার অঙ্গগ্রহ অটল, যাহাকে যাহা দান করেন কদাপি তাহার প্রত্যাহার করেন না, কেবল শত্রুকে যে ভয় জন্মাইয়া দেন, প্রণত হইলে তাহা ফিরাইয়া লয়েন । ১৫৬২

যে কেহ রাজ সন্নিধানে যায়, সে নরপতির উন্মুক্ত ক্রুপাণে নিজ মূর্তির প্রতিবিম্ব দেখে, প্রতিধ্বনি ভিন্ন অপর কেহ তাঁহার জলদ গভীর স্বরের প্রত্যুত্তর করিতে পারে না । অর্থাৎ (রাজা সর্বদাই সশস্ত্র এবং তৎসম্মুখে সকলেই নীরব থাকে) ১৫৬৩

তিনি কুপিত হইলেও অতি তীক্ষ্ণ বাক্য প্রয়োগ করেন না;

তত্ৰাকুজয়নো নিভ্ৰায়ান্নলক্ষ্মীবিকাসিনঃ ।

প্রভবস্ত্যাপ্রিতঃ কল্পশাধিনঃ পল্পবা ইষ ॥ ১৫৬৫

রাজি শান্তীর্জলক্যামাধাত্ম্যপ্রভবিকৃতাম্ ।

বিবেদ মঞ্জিণাং লোকঃ সিধেবে তাংস্চ সর্কতঃ ॥ ১৫৬৬

প্রকৃতস্ত প্রতীহারো ন বিবেহেন্তমঞ্জিণাম্ ।

পাৰ্শ্বক্রমাণামেবাণ্যোষধিত্ত্ব ইবোদগতিম্ ॥ ১৫৬৭

তন্তোৎপাটয়তঃ সর্কাত্তৃণানীবাযহেলয়া ।

ক্ষুর্জঙ্গনকসিংহোভূদশকোদুলনঃ পবম্ ॥ ১৫৬৮

প্রসন্নমুখেও সারগর্ভ মর্মস্পর্শী বাক্য প্রয়োগ করেন—অসিধারা তৈল
মার্জিত হইলেই তীক্ষ্ণ হয়, অন্য সময়ে মগিন হওয়ায় তীক্ষ্ণতা হ্রাস
পড়ে । ১৫৬৪

অকুজয়া অর্থাৎ মহোচ্চবংশ সম্ভূত রাজার আশ্রিতগণ প্রতিদিন
স্থির সম্পদের বিকাশ দেখিতে পায়, অকুজয়া অর্থাৎ অপাখিব কল্প-
তরুর পল্পব সমূহ নিত্য অন্নান কুসুম বিকাশে শোভা পায় । ১৫৬৫

গম্ভীর প্রকৃতি রাজার শত্রুশক্তির মহিমা লক্ষ্য করা সাধারণের
অসাধ্য তদীয় মন্ত্রীগণ ইহা জানিতেন, এবং রাজাও সর্কপ্রকারে তাহা-
দিগের বাক্যে অবধান করিতেন । ১৫৬৬

উচপদাক্রম প্রতীহার লক্ষক অপর কোন সচিবের পদোন্নতি
দেখিতে পারিতেন না ; এবং নামক ওষধিমূল নিকটে অপর কোন
তরুরে জগ্নিতে দেয় না । ১৫৬৭

অপরাধের ক্ষুদ্র রাজপুরুষকে তিনি তুণবৎ অবলীলা ক্রমে উৎ-
পাটিত করিলেন, কিন্তু প্রবল শক্তিশালী জনকসিংহকে উৎখাত করা
প্রতীহার অসাধ্য হইল । ১৫৬৮

আবাল্যাৎসংস্কৃতো রাজঃ স কৃত্যব্যবহারবিৎ ।

অধ্যাত্তরুণীভূতমনসো হ্যাস্ত সর্বতঃ ॥ ১৫৬৯

অবৈধং যৌনসংবন্ধাদিচ্ছতত্ত্বংস্মৃতো যদাৎ ।

ছুড়ভাভিধত্ত ততঃ কৃত্যকজ্ঞোতনোদ্রপাম্ ॥ ১৫৭০

রজ্ঞাঘেবী স তস্ত্রোষাদুপজ্ঞাপৈঃ কণে কণে ।

সহনৌ জনকে যজ্ঞানুপো দেষমগ্নিগ্রহৎ ॥ ১৫৭১

রাজন্তল্যবয়ঃস্থৌ হি জননীগাঢ়সংস্তবাৎ ।

রাজ্যকালে হি সোৎসেকাবাস্তাৎ তদবকাশদৌ ॥ ১৫৭২

তাহার কারণ, জনকসিংহ বাগ্যকাল হইতেই রাজ্যের সবিশেষ পরিচিত ও রাজ্যব্যাপারেও বিশিষ্টরূপ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার পুত্রগণ যৌবন প্রাপ্ত, সুতরাং কোনরূপেই কেহ তাঁহার ক্ষতি করিতে পারিত না । ১৫৬৯

বিবাহ সম্বন্ধে মিলিত হইলে বিরোধ পরিহার্য হইতে পারে এই আশায়, লক্ষ্যক জনকসিংহের পুত্র ছুড়ের সহিত কন্তার বিবাহ প্রস্তাব করেন, কিন্তু মদমত ছুড় অবজ্ঞা প্রকাশ করে, লক্ষ্যক তাহাতে লজ্জা পান । ১৫৭০

তদবধি প্রতীহার এই অবমাননার প্রতিশোধ লইবার জন্ত সুযোগ অন্বেষণ করিতে থাকেন, এবং অহুক্ষণ নৃপতির ঐশ্র্য গোচরে উহারিগের দোষখ্যাপন করিয়া পিতা পুত্রের ঐতি রাজার ঘেঁষ জমাইয়া ছিলেন । ১৫৭১

জনকসিংহের পুত্রদ্বয় রাজার সমবয়স্ক ছিল, এবং তাঁহাদিগের জননীও রাজ্যের সুপরিচিত ছিলেন, নরপতির সিংহাসনারোহণের পর হইতেই তাঁহার অত্যধিক আধিপত্য করিতে থাকায় বিপদের

তুরঙ্গযোগোপকারানাহারাদি রাজবৎ ।

অকালজ্ঞাষকুক্রতাং রাজধাত্তম্ভবেব ভৌ ॥ ১৫৭৩

সহ স্ববুদ্ধৈঃ সমশীর্ষিকা প্রভো-

র্ন যুজাতে প্রাপ্তসমুন্নতে: কচিৎ ।

শ্রিতোন্নতেদহুঁ রবন্দলজঘনং

সরোজবগুস্ত মহাবিভবনা ॥ ১৫৭৪

তদ্বিত্তিলাভসংকটপৈশ্বনালেখ্যকল্পনাঃ ।

তদ্বর্গেণ্যথিলে চক্রতদ্বিষ: কলুনং নৃপম্ ॥ ১৫৭৫

অথ রাজা বিজয়িনং সৎকতুঁৎ কল্পনাপতিম্ ।

কৃতজ্ঞঃ শ্রাবণে মাসি জগাম বিজয়েশ্বরম্ ॥ ১৫৭৬

রাজসমক্ষে তাংগদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনিবার সুযোগ পাইল । তাহার কালকাল বিবেচনা না করিয়াই রাজ ভবন মধ্যে অশ্ব, শিবিকা, গৃহমজ্জা, স্নান, ভোজনাদি রাজোচিত ভাবে ব্যবহার করিতে ছিল । ইহাতেই গুরুতর দোষ হয় । ১৫০২।১৫৭৩

উন্নতি শিখরাকট নরপতির সাহিত সমশীর্ষতা স্থাপনের চেষ্টা সসবয়স্ক ও সহপ্রতিপালিত ব্যক্তির পক্ষে শোভা পায় না । কারণ একজ বুদ্ধি প্রাপ্ত বলিয়া ভেকগণ যদি কমলবগুর উপরি নৃত্য করিতে থাকে, তাহা কমলের পক্ষে বিড়ম্বনা নহে কি ? ১৫৭৪

জনকসিংহের বিপক্ষেই এই তথ্যকেই ভিত্তি স্বরূপ করিয়া তদুপরি কল্পনাজাল বিস্তার পূর্বক নানাবিধ দোষাখ্যাপন করিয়া জনকসিংহের পশ্চিমাবর্গের প্রতি রাজার চিত্তবিরাগ জন্মাইয়া দিল । ১৫৭৫

অনন্তর রাজা কৃতজ্ঞচিত্তে প্রধান সেনাপতি স্তজির সম্বন্ধনা নাননে শ্রাবণ শাস্ত্রে বিজয়েশ্বরে গমন করেন । ১৫৭৬

অজ্ঞানবশে শিক্বেদবাগজুনিগিগিগবরে ।

প্রাপ শূরপুরজ্ঞানধীশ্বরাত্মপলো বধম্ ॥ ১৫৭৭

পুষ্পাণনাডাছংপিঙ্গকৃতয়ে পুনর্যাসতঃ ।

জ্ঞানধিপেনাঙটিকানোমণা স জ্বাপ্যত ॥ ১৫৭৮

কিত্তৌ নিপাততঃ পার্শ্বপ্রাপ্তমেকং বিবট্টম্ ।

মুম্বু বিশিখাবিক্রজাত্মমর্ষাপি মোবধাৎ ॥ ১৫৭৯

প্রত্যাবৃত্তস্ত সংকৃত্য কম্পনেশং মহীপতেঃ ।

দ্ব্যর্থবস্তিপূরহস্ত জ্ঞানেশোরিশিরো ব্যধাৎ ॥ ১৫৮০

স দৃঢ়দ্রাটিকামুষ্টিরম্বুহুগুমুদারঃ ।

চক্রে তস্ত দৃঢ়ামর্ষশোকশঙ্খবিপাটিনম্ ॥ ১৫৮১

ইত্যবসরে শূরপুর জ্ঞানার অধিপতি শিক্বেদ গিরিসঙ্কটে উৎপলকে পাইয়া বধ করেন । ১৫৭৭

উৎপল পুষ্পাণনাড়া হইতে বিপ্লব ঘটাইবার উদ্দেশ্যে ফিরিয়া আসিতেছিল, জ্ঞানধি শীঘ্র অশ্ব অব্ধেণ করিতে গাইয়া উহাকে ধৃত করেন । ১৫৭৮

উৎপল জাহ্ন মর্ষস্থানে শরবিক্ত হইয়া ভূপতিত হয়, এবং মুম্বু অবস্থাতেও শক্রপক্ষীয় এক সৈন্যকে পাশে পাইয়া নিহত করিয়া ছিল । ১৫৭৯

বধন মহীপতি প্রধান সেনানায়কের সম্বন্ধনা বিধান পূর্বক প্রত্যাপনকালে অবস্থিপূরে অবস্থান করিতেছিলেন সেই সময়ে জ্ঞানধি উৎপলের ছিন্ন মস্তক আনিয়া—তাঁহার দ্বারদেশ রাখিয়া দেন । ১৫৮০

দ্ব্যর্থবস্তিপূরী শিক্বেদমুগুহুগুমুদার জ্ঞানধিপতি, এতদিনে নরপতিয় কল্লবিক জ্যেষ্ঠশোক-কণ্টক উৎপাটিত করিলেন । ১৫৮১

আত্মাধামেব যাত্রাঃ।২ আত্মরাতিক্রমো জনৈঃ ।

স নিঃশেষদ্বিজাশেষকণ্টকানামগণ্যত ॥ ১৫৮২

তস্মিন্‌প্রবিষ্টে নগরং বিক্রতাঃ কেপি সাগদাঃ ।

প্রাপূৰ্জনকসিংহাভাঃ কেপি কারাগৃহাংহতিস্ম ॥ ১৫৮৩

কৈশিচংপলায়িতৈঃ শকাং প্রোহিতাঃ পৃথিবীপতেঃ ।

ততঃ কোষ্টেশ্বরমুখাঃ প্রাতিলোমাং প্রপেদিয়ে ॥ ১৫৮৪

শমাণাং নির্গতঃ শ্রীমান্‌কার্ত্তিকেহথ কৃতী নৃপঃ ।

তত্র তত্রাসুহৃদুগ্রামং সংগ্রামোগ্রমবাপদত ॥ ১৫৮৫

যত্র সুসঙ্গভূপাত্তাঃ প্রাপুভ র্মপ্রতাপতাম্ ।

তং হাড়িগ্রামমদহৎসুজিহ্বজিতবিক্রমঃ ॥ ১৫৮৬

প্রথম যাত্রাতেই ভূপালের শত্রুক্ষয় দেখিয়া লোকে তাঁহাকে
অশেষ শত্রুকুলের নিশেষ কর্তা হিঁর করিল। ১৫৮২

রাজা রাজধানীতে প্রতিগত হইবামাত্র কতিপয় ছুট লোক
পলায়ন করিল, এবং জনকসিংহ প্রভৃতি অশ্রান্ত কয়েকজন কারাগারে
প্রেরিত হইল। ১৫৮৩

কতিপয় পূৰ্ণপলায়িত লোকের প্রমুখাং বাকী পাইয়া কোষ্টেশ্বর
প্রভৃতি অনেকে সন্ধি হইয়া পড়ে এবং একান্তে ভূপালের প্রতিকূল
আচরণে-প্রবৃত্ত হয়। ১৫৮৪

অনন্তর কার্ত্তিকমাসে শ্রীমান্‌কার্যকুশল নরপতি শমাণা অভি-
মুখে অভিযান করেন, এবং বহুস্থানে রণ ভূমির শত্রু দলের সহিত
সংগ্রাম ঘটে। ১৫৮৫

সে হাড়িগ্রামে রাজা সুসঙ্গ ও তৎপক্ষীয় সকলে হীন প্রতাপ
হইরাছিলেন, কার্ত্তিকবিক্রম সৃজি সেইস্থান ভয়াবৃত্ত করিলেন। ১৫৮৬

মহীভুজা পীড়্যমানৈরাহুতঃ কোটিকাদিভিঃ ।

অথ ভিক্ষাচরো রাজ্যগুরুচরৌগুপারমৌ ॥ ১৫৮৭

একেনাহা বোজনানি প্রোক্তান্য দশ শব্দ চ ।

শিলিকাকোঠনামানং গিরিগ্রামমবাপ সঃ ॥ ১৫৮৮

কুংপিণাসাক্রমারতিভীতিমার্গক্রমোত্তরম্ ।

ক্লেশং নাজীগগন্মানী ধাবিতঃ স জিগীষয়া ॥ ১৫৮৯

কার্যমায়তি বৈমুখ্যং জিগীষোবিধুরে বিধৌ ।

প্রস্থিতস্ত পুরোবাতে রথস্তেব ধ্বজাংগুচক ॥ ১৫৯০

আরম্ভমাত্মমপি কস্তচিদেব সিতৈঃ

কশ্চিৎ প্রবত্তুপরমোপাফলপ্রদানঃ ।

ইহার পরে কোঠেশ্বর প্রভৃতি অনেকে রাজার আক্রমণে
নিপীড়িত হইয়া ভিক্ষাচরকে পুনর্বার আশ্রয় করে, ভিক্ষুও রাজ্য
লাগসায় পুনরপি উপাগত হন । ১৫৮৭

ভিক্ষাচর একদিনে পঞ্চদশ যোজন প্রয়াণ করিয়া শিলিকাকোট
স্থলে পার্বত্য পল্লীতে আসিয়া পড়িলেন । ১৫৮৮

অভিমানী ভিক্ষু জিগীষার বশবর্তী হইয়া ধাবমান হইতেছিলেন,
দীর্ঘপথ ভ্রমণকালে কুখা, পিণাসা ক্রান্তি অথবা শত্রু ভীতি কিছুই
গণনা করেন নাই । ১৫৮৯

যেক্ষণ পবন প্রতিকূল হইলে রথের ধ্বজাংগুচ বিশরীত দিকে
চালিত হয়, সেই প্রকার দৈবপ্রতিকূলতার জিগীষু নরপতিরও সাফল্য
বিপক্ষ পক্ষে পতিত হয় । ১৫৯০

কাহারও উত্তম মাত্রেই কার্যনিষ্ঠি দেবা যার অগুরের পরম
বদ্বৈত প্রদান নিকল হইয়া পড়ে । সবুজ মহান কালে যাকার পর্বত

মহাজিলায় তমবাপ্যদধেয় হুত ১-

সক্তিঃ চিহ্নাধিব্যতা ন হিমাচ্ছিনেন ॥ ১৫১১

ব্রষ্টা সন্নিব্বসতেজলধি প্রবেশে

বেলোর্মিবেল্লনবশেন বিবর্তমানা ।

মিথ্যেব যচ্ছতি দ্বিগু পুনরুদগতেতি

নোখানমন্তি তু বিধিব্যাপরোপিতানাম্ ॥ ১৫১২

তত্ত তাবন্মহাদ্বকঠোরস্তোদয়কণে ।

সিক্বেবিবন্ধে। বিধিনা বিধুরেণ বাধীযত ॥ ১৫১৩

আরাভং তমবুদা তু তন্নিম্নেব কণেশ্রয়ৎ ।

পৃথীহবাহুজঃ প্রাপ্তভঙ্গঃ কৃত্তান্তুলিন্ পদ ॥ ১৫১৪

কার্য্য আরম্ভ করিয়াই অমৃত লাভ করিল, আর দেখ, হিমাচ্ছিনেন মৈনাক চিবদিন সমুদ্রে থাকিয়াও বিন্দুমাত্রও স্থগা পাইল না । ১৫১১

নদী স্বীয় জন্মভূমি ব্রষ্ট হইয়া একবার যেমন সমুদ্রে প্রবেশ করে বেল। (জোয়ার) আসিলে, উজান বহিয়া যায়, লোকে যনে করে নদী বুঝি আবার ফিরিয়া পর্ব্বতে যাইবে, ইহা নিতান্ত ভ্রম, বিধির বিধানে যে নীচস্থানে পতিত, তাহার আর পুনরুত্থানের আশা কোথায় ? ১৫১২

যদিও ভিক্ষাচর এসেত্রে দৃঢ় প্রবৃত্ত প্রয়োগ করিয়াছিলেন, বিধি বিড়ম্বনার তাহার প্রথম উত্তমেই বিঘ্ন ঘটিল । ১৫১৩

পৃথীহবাহুজঃ ব্রাহ্ম। মহাজেনের ইতঃপূর্বে যুদ্ধে পরাভূত হইয়া, তিনি ভিক্ষাচরের আগমন জ্ঞানিতে না পারায় স্বীয় অঙ্গুলী কর্ত্তম করিয়া স্বাক্ষর করিয়াছেন আশ্রয় গ্রহণ করেন । পরে ভিক্ষুর আগমন সম্বন্ধে পাইয়া তিনি ও কোঠেশ্বর তাহার সন্নিবেশে 'উপাভূত' হইলেন

কোর্টের সচিবেরা সঃ প্রাণে প্রমত্তিতাম্ । -
 কৃত্যাক্রমো হতঃ সর্পাবিধ মন্থনিরস্থিতো ॥ ১৫১৫
 তাত্যং স্বানেথ মোক্ষস্থি ত্যাজিতোদধপদিশ্রমন্ ।
 কার্কোটব্রসমার্গেন নির্গতঃ সুহ্মরৌঃ যথো ॥ ১৫১৬
 অসীচ্চ তত্র প্রোচ্চগুণর্পকজ্বলদোহ্মমঃ ।
 উদ্বায়ম ৭ঃ কস্মীবাভ্রান্তিসংততচিন্তয়া ॥ ১৫১৭
 উদীপসলিলশ্চেব তন্ত রক্তগবেষিণঃ ।
 পুরং প্রবিষ্টো রাজানি প্রভীকারমচিন্তয়ৎ ॥ ১৫১৮
 অধিতীত্বমাতোষু প্রতীহারো মদোগ্রতাম্ ।
 হৃজ্জেরসহমানোভুচ্ছলাধেবগতংপরঃ ॥ ১৫১৯

কিন্তু উভয়েই মত্তবশীভূত সর্পের দ্বায় কোন কার্যো সম্ভবান ছিলেন না । ১৫১৪।১৫১৫

তাঁহারা ভিক্ষাচরকে অস্ত্র এক স্থানে লইয়া বাঁহীরা তাঁহার পথশ্রম অপনোদন করাইলেন, অন্তর তিন কার্কোটক ব্রহ্ম মার্গ ধরিয়া নির্গত হইলেন—এবং সুহ্মরৌ গমন করি লন । ১৫১৬

তথায় দিবানিশি প্রচণ্ড দর্পভরে তাঁহার ভূজবহু কণ্ঠস্থিত ও কিরণে কাশ্মীর রাজ্য আক্রমণ করিব এই চিন্তায় হৃদয় অলিত হইতে ছিল । ১৫১৭

যখন ভিক্ষু বজ্রার জলের দ্বায় বেগে বাহির হইবার জন্ত ছিট্র অশ্বেষণ করিতেছিলেন—তখন শ্রীনগর প্রত্যগত রাজাও তৎপ্রতী-
 কার্ণ উপাধি চিন্তা করিতেছিলেন । ১৫১৮

প্রতীহার লক্ষ্য অমাত্য মধ্যে স্থানীয় প্রভাব সম্পন্ন হইলেও সুজ্ঞান প্রভৃতি সহ করিতে পারিলেন না, সুতরাং সুজ্ঞান সুনির্ভর সাধনাদি প্রভৃতি প্রদর্শনে তৎপর হইলেন । ১৫১৯

- আরম্ভাবধি বিশ্রামাবধি বনগতঃ প্রভোঃ ।
 যজ্ঞাশ্রয়ঃ পুণ্ডমূর্তির্জাহ্নবীজলমজ্জনাং ॥ ১৬০০
 তদাভ্যাসঃ সংস্কৃতা রাজশিখরসংভাবিতান্ততঃ ।
 অনাপ্পূর্বভোধীকারান্পর্যন্তপ্যন্ত চিন্তয়া ॥ ১৬০১
 কুর্ক্কাণে কার্যভন্তশ্চিন্তয়ং পিত্তোষু মস্ত্রিবু ।
 কালপ্রতীক্ষা ক্ষমতাং মুহুর্তে গহনাশয়াঃ ॥ ১৬০২
 প্রতীহারন্ত হুল'ক্যশ্চজিনির্লে'ঠিনোন্ততঃ ।
 অপ্রিয়ানপি তান্প্রীত্যা জঘাদোগ্রোপযোগিনঃ ॥ ১৬০৩
 ব্যতীতেষথ মাসেষু কেয়ুচিৎকবযোগতঃ ।
 অকস্মাদভবদুভুৎক্ষীতল্যতাময়াতুরঃ ॥ ১৬০৪

অনন্তর যজ্ঞকের অগ্রজভ্রাতা উদয় জাহ্নবী সলিলে স্নান করিয়া
 পরিষ্কৃত হইয়া আসিলেন এবং অচিরকাল মধ্যেই চপলচিত্ত রাজার
 বিশ্বাসপাত্র হইয়া উঠিলেন । ১৬০০

উদয় ও তৎসহচরেরা রাজার পরিচিত এবং ধনমানাদি দ্বারা
 বহুকাল সংরত হইলেও কোন কার্য্যাধিকার না পাওয়ায় চিন্তিত
 হইয়া পড়েন । ১৬০১

রাজা জয়সিংহ অধিকাংশ রাজকাৰ্য্যের ভার তদীয় পৈতৃক
 মন্ত্রিপণের হস্তে নিক্ষেপ করিয়াছেন দেখিয়া এই সকল কুটিলশয়
 লোক কালক্ষেপ করিতে অসমর্থ হইল । ১৬০২

প্রতীহার ঐকান্তিকভাবে স্বজির অধঃপতনের চেষ্টায় ছিলেন,
 ইয়াঁদিগকে (উদয়াদিকে) দ্বীপ উদ্দেশ্যে অনুকূল বিবেচনার, অগ্রিম
 প্রদানেরও প্রকাবে সাহায্য গ্রহণ করিলেন । ১৬০৩

কয়েকমাস এইরূপে অতীত হইলে, যৈবধনতঃ রাজা অকস্মাৎ

বিক্ষোভশোষণাভীসারবহ্নিমান্যাহ্যপত্রৈঃ ।
 সংদিগ্ধাভ্যাদয়ে তন্নিব্দেশঃ পৰ্যাকুলোভবৎ ॥ ১৬০৫
 ইথাং স্থিতঃ কুলন্তৈকভতুঃ স্বামী বলী যিপুঃ ।
 ভৎসক্য ডামরা রাষ্ট্রং হৃষ্টমেব ব্যচিত্তয়ন্ ॥ ১৬০৬
 আয়ত্যাং চ তদাশ্বে চ হিতকৃত্যং বিচারয়ন্ ।
 রাজঃ শ্রীশুণলেখায়া জাতমকং স্মৃতং শিশুন্ ॥ ১৬০৭
 পঞ্চাঙ্গদেশ্যং পঞ্চাণ্ডিং স্তুজ্জিত্ব মির্পীতং তদা ।
 চিকীৰ্ষুশ্চয়ামাস মাতুলেনাত্ত গার্গিণা ॥ ১৬০৮

মৃত (চক্ষুরোগবিশেষ) রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন, পীড়া
 ক্রমশঃ কঠিন হইয়া পড়িল, বিক্ষোভক, শোফা, অতীসার, অগ্নিমান্য
 প্রভৃতি দেখা দিল, আয়োগ্যলাভ সংশয়িত, স্মৃতরাং লোকে বিচলিত
 হইয়া পড়িল । ১৬০৪।৫

রাজকুলের একমাত্র বংশধর ঈদৃশ অবস্থাপন্ন বলবান প্রতিদ্বন্দ্বী
 বর্তমান প্রতিপক্ষীয় ডামরেরা ভাবিল এ রাজ্য ধ্বংস না হইয়া আর
 যায় না । ১৬০৬ .

বর্তমানে এরূপ ভবিষ্যতে কি উপায়ে হিতসাধন করিতে পারা
 যায়, স্তুজি এই চিন্তা করিলেন । তিনি বিবেচনা করিলেন, যদি
 শ্রীমতি রাজা শুণলেখার গর্ভজাত পঞ্চ বৎসর বয়স্ক শিশু পঞ্চাণ্ডিকে
 রাজ্যাসনে, প্রতিষ্ঠা করা যায়—সকল পক্ষেই মঙ্গল হয়, এইরূপ স্থির
 করিয়া স্তুজি পঞ্চাণ্ডির মাতুল পঞ্চচক্রকে (গর্গের পুত্রকে) এই
 পঞ্চাঙ্গ জ্ঞানাইলেন । ১৬০৭।৮

ইখংসুতন্ত হৃৎকম্বুঃ সমুদ্রঃ সৃজিতস্ত তে ।

পঞ্চচক্রাদিভিঃ সার্থং যুক্ত্যা মঙ্গলং নিশম ॥ ১৬০৯

লক্ষরক্ষঃ প্রতীহারো ধনাত্মাশ্চ তদৌষিতাঃ ।

ইত্যবোচ স্ততো ভূপং স তথেষ্যগ্রহোচ্চ তৎ ॥ ১৬১০

পূর্বপ্রকাশজ ইবাঙ্কুতৎসুতত্ব-

ব্যাবৰ্ণনেন কুতুকং জ. যন্তি তজ্জাঃ ।

বালা ইবাঙ্কমতিভার্যধিয়শ্চ সন্তি

প্রায়ে নৃপা নিয়মশূন্যমনোহুভাবাঃ ॥ ১৬১১

শৌচস্থানে কৃতবসতিভিঃ স্ত্রীব্যবায়ঃ য়ে বা

নিঃশব্দো যচ্ছলনকুশলমর্মানসং সংপ্রবিষ্ট ।

নীতো ভূতৈরিব বিবশতাং নির্ভরং গর্ভাচটে-

ভদ্রং নৃপাংকথমিব ততঃ স্তাদবষ্টকচেষ্ঠাৎ ॥ ১৬১২

এই ব্যাপারে প্রতীহার লক্ষক সুরোগ পাঠরা রাজকে জানাই-
তেন "যে সৃজি ও তাহার সুত্র উভয়ে পঞ্চচক্রাদির সহিত দ্বিবানিশি
যুক্তি পরামর্শ করিতেছেন, মহারাজের বিজ্ঞোচিতা উহাদিগের উদ্দেশ্য"
ধন্য এবং অবশিষ্ট তৎপক্ষীয়রাও রাজাকে তাহাই বলিল, রাজারও
তাহাতে প্রীতি জন্মিল । ১৬০৯।১০

বিচিত্র চরিত্রের মহন্তজ লোকেবা অতীত বৃত্তান্ত বর্ণনা দ্বারা
কৌতুক জন্মাইয়া থাকেন । কুদ্রবুদ্ধি ইতরজনের পরামর্শে বাহারা
কার্য্যকরে তাদৃশ বালকবৎ সামঞ্জস্যহীন চপলমতি নৃপতিও অনেক
দেখা যায় । ১-১১

নিশাচেরা অশবিক্র শৌচস্থানে কিংবা স্ত্রী-সঙ্গম-স্থলে বাস করে
মহাযাকে নোহিত করিতে তাহারা পট্ট, কোন হিঙ্গ পাঠরা

নির্হেতু প্রহসনবিটঃ প্রবিশতি ক্ষেণীপতেবস্তিকং
 প্রীত্বাংকুলদৃগেয কিং কিমিতি তং পৃচ্ছত্যনচ্ছাশয়ম্ ।
 ক্রান্তে কিংচিদসৌ কচানথ কবলবৎকবং মানিনাং
 মানপ্রাপ্তগুণেষু যৎসরভসং দন্তোলিপিতায়তে ॥ ১৬১৩
 সর্বব্রহ্মগতাপত্তঃ কিমপি ভাষনাগঃ শ্রুতৌ
 প্রভাবলিতলোচনং জগদবজ্জ্বালোকয়ন্ ।
 নিজস্ত মুখবিক্রিয়াপ্রণয়তাদনাত্তৈর্বিহ-
 রন্তুগ্রহমিবাহিতং নৃপতিবল্লভো দুঃসহঃ ॥ ১৬১৪

মনোমন্দিরে প্রবেশ করিয়া নিরস্ত্র মানবকে বিবেশ করিয়া থাকে ।
 সেইরূপ প্রভাবণা-কুশল আজন্ম চাটুকারেরা গোপনে পাইয়া প্রভুকে
 বিপদগামী করে, যদি ভূপতিও তাদশ অকার্য্য করণ উদ্ভূত হন, তবে
 মঙ্গল কোথায় ? ১৬১২

ধৃত চাটুকার কোন প্রয়োজন না থাকিলেও হাসিতে হাসিতে রাজ
 মন্দিরে প্রবেশ করে । রাজাও প্রীতিপ্রফুল্লনয়নে “কি হে, কি কথা,
 ব্যাপার কি” বলিয়া সেই হৃষ্টমতিকে সম্ভাষণ করেন । তখন সে শঠ
 মাথা চুসকাইতে থাকে এবং কিছু বলি বলি করিয়া কোন সম্ভাষ
 পুরুষের মান, প্রাণ ও গুণাবলির উপর হঠাৎ বজ্রপাত করে । ১৬১৩

নৃপতিদিগের প্রিয় চাটুকার-সম্প্রদায় নিত্যই অসহ । কত ভয়
 করিয়াই তাহার পাদচারণ করে, যেন কত গোপনীয় এইভাবে প্রভুর
 কাণের কাছে কথা কহে, নয়ন অর্দ্ধ মুদিত ও দৈবৎ বক্র করিয়া
 অঙ্গকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকে । প্রভু যদি (অসন্তুষ্ট হইয়া) যথ
 বিচার করেন তবে তাহা আত্মীয়ের “আত্মবের ভিত্তিকার” এবং কোন
 কতি করিলে তাহা “অনুগ্রহ” বলিয়া প্রকাশ করে । ১৬১৪

অপি জাতু স দৃশ্যেত নিঃসংকোভমতিৰূপঃ ।

বো যন্তপুত্রক ইব বাক্তং ধুৰ্ত্তৈৰ্ন নর্ত্যতে ॥ ১৬১৫

যতো তৃত্যন্তরাজ্ঞানাজ্ঞাতঃ সর্বসংকল্পঃ ।

তৎপ্রজাহকৃতে রাজ্ঞাং হা মিহ্ননাস্তাপি শাম্যতি ॥ ১৬১৬

সুজ্জিরাংগ্যমশ্বেষ্টমাগচ্ছনপূর্বৎপ্রভোঃ ।

বিক্রান্তরক্ষিণঃ পশ্চম্বিষ্ণাসমখিত্যত ॥ ১৬১৭

দাক্ষিণ্যং বামতাং যাতমাশয়ে প্রতিবিম্বিতম্ ।

দৰ্পণস্তেব রাজ্ঞঃ স বিভাব্যাত্ত্বংপরাজ্যথঃ ॥ ১৬১৮

তন্মিনাজগৃহে খেদানন্দীকৃতগতাগতে ।

নৃপতেন্তত্ততাং প্রীতিং নিঃশেষাং জহ্নিরে খলাঃ ॥ ১৬১৯

যে রাজার চিত্ত কখন ধুৰ্ত্ত চাটুকারদিগের বাক্যে বিচলিত হয় না, যিনি কখন বিটদিগের হস্তে যন্ত পুত্রলের জ্ঞান নৃত্য করেন না এমন ভূপতি বিরল । ১৬১০

বিশস্ত ভৃত্যের অন্তঃকরণ না জানিয়া কার্য্য করায় নরপতির যে সৰ্ব্বস্ব বিনষ্ট হইল, তাহা প্রজাদিগেরই প্রাক্তন কর্মের ফল, হায় তাহা এখনও প্রশমিত হইল না । ১৬১৬

সুজ্জি নিয়ম মত প্রত্যহ রাজার স্বাস্থ্য সংবাদ জানিতে আসিলেন একদিন দেখিলেন দ্বারে প্রহরী নিযুক্ত “প্রবেশ নিষেধ”—সুতরাং রাজা তাঁহাকে অবিস্মার করিয়াছেন বুঝিয়া তিনি গিন্ন হইলেন । ১৬১৭

“যেমন দৰ্পনস্থ প্রতিবিম্বে দক্ষিণ হস্ত বাম হস্ত দেখায়, রাজার ক্ষমাকে দাক্ষিণ্যের পরিবর্তে বামতা (প্রতিকূলতা) অনুমান করিয়া সুজ্জি উদাসীন হইয়া পড়িলেন । ১৬১৮

মনের বেদে তিনি রাজবাটীতে যাতায়াত ত্রাস করিয়া কেলিলেন

ভূতাঃ স্রুজ্জিহ্বাশ্চৈবথোপ্যাহানবিকৃতঃ শঠঃ ।

প্রাতিলোম্যাবহৈর্ভূতুর্মৈত্র্যাদীক্ষিবোক্তকৃতং ॥ ১৬২০

নীরোগে রাজি দৃষ্টঃ স দিষ্টবৃদ্ধো নৃপান্সদে ।

বস্তুবর্ষা বিনির্বায প্রার্থনার্থী গৃহান্তরৌ ॥ ১৬২১

ন তঃ প্রাসাদমভ্রাজা বিশালবলবাহনঃ ।

আক্রম্যাসৌ কথং নঃ শ্রাদিত্যুপাধং স্বচিহ্নয়ৎ ॥ ১৬২২

ভ্যজ্যেত হতকার্যোসৌ নিরাশৈবমুজীবিভিঃ ।

মছেতি তদধীকারানন্তোভ্যন্তর্গম্যপর্য়ৎ ॥ ১৬২৩

খল পার্শ্বচরেরা রাজার স্রুজ্জি-প্রীতিও সেই অবকাশে নিঃশেষ করিল । ১৬১৯

চিত্তরথ নামে এক ব্রাহ্মণ তনয় স্রুজ্জির ভূতা ছিল, সে রাজসভায় মন্ত্রীর কার্য্য করিত, ঐ ধূর্তও কুমন্ত্রণা দিয়া প্রভুর সর্বনাশ করে—চারিদিকে শত্রু বুদ্ধি পায় । ১৬২০

রাজা আরোগ্য লাভ করিলেন । দেখা গেল স্রুজ্জি, রাজার মঙ্গলকামনায় রাজপ্রাসাদে থাকিয়া দরিদ্রাদমকে ধন দান করিতে-ছেন । রাজসম্ভাষণ প্রার্থনা করিয়া তিনি বহির্গত হইলেন এবং স্বভবনে প্রস্থান করিলেন । ১৬২১

কিন্তু রাজা তাহাকে আহ্বান বা প্রসন্ন করিবার কোন চেষ্টা করিলেন না ; প্রত্যুত বিশাল বলবাহন স্রুজ্জিকে কিরূপে আক্রমণ করিতে পারা যায় তাহারি উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৬২২

যদি স্রুজ্জির অধিকার সমস্ত হরণ করা যায় ও অপর ব্যক্তিকে দেওয়া যায় তাহা হইলে স্রুজ্জির অধীনস্থ কর্মচারীরা অবশ্য নিরাশ হইয়া পড়িবে ও স্রুজ্জিকে ত্যাগ করিবে—যেমন এইরূপ চিন্তা

রাজস্থান। ৭২৬ঃ ধন্তমুদয়ঃ কল্পনাদর্শিঃ ।

অজিগ্রহরপতিঃ খেয়ীকার্যঃ ৫ বিক্লগম্ ॥ ১৩২৪

কৃত্যধিকারে প্রব্যক্তবৈকতে নুপকৌ ততঃ ।

অদ্রাবশেষানুচরঃ সৃজিরাসীদ্বিশদিতঃ ॥ ১৩২৫

বিমানিতঃ পুরাদগকাযাজামুহিষ্ঠ মানবান্ ।

সোধ স্মসলভূতত্বরহীতাদায় নির্ঘয়ো ॥ ১৩২৬

ঔৎসুক্যঃ প্রার্থনাকাজকৌ রাজধাত্তিকেন সঃ ।

নির্গচ্ছনাজপুরুষৈর্ন রাজা বাহারুণ্যত ॥ ১৩২৭

অমনি কার্য্য ; সৃজির বহুবিধ অধিকারে ঐশ্বর্য্য বাক্তি নিযুক্ত হইল । ১৩২৩

ধন্ত রাজসভায় প্রাড়বিবাকের পদে নিযুক্ত হইয়া মাণ্য পাঠগেন উদয় প্রধান সেনাপতির পদে নিযুক্ত হইলেন, খেয়ী কার্য্যের ভার যিক্লগকে দেওয়া হইল । ১৩২৪

রাজা স্পষ্টরূপেই সৃজির অধিকার প্রত্যাশরণ করিলেন এবং সৃজির অনুচর সংখ্যা অল্প হইয়া পড়িল, তিনি ভীত হইলেন । ১৩২৫

মর্যাদাভিমানী সৃজি অবমাননা সহ করিতে অসমর্থ হইলেন, তিনি স্মসল ভূপতির অস্থি লইয়া গলাতীর্থ উদ্দেশ্যে যাত্রা করিয়া নগর হইতে নির্গত হইলেন । ১৩২৬

আইবার সময় সৃজি রাজভবনের নিকট দিয়া চলিলেন, রাজা তাঁহাকে কোনরূপ অনুরোধ করিবেন এইরূপ অতিপ্রায়ণ ছিল কিন্তু, রাজা বা কোন রাজকর্মচারী তাঁহাকে থাকিবার নিমিত্ত অনুরোধ বা একবার আহ্বানও করিলেন না । ১৩২৭

তদ্বিবাসনগর্বস্ত স্থাপনাত্মকাত্মিকৈ ।

প্রতীহারস্তত্ব শুভৈশ্চ কোশাদেঃ স্বায়ত্ত্বং ব্যাধাৎ ॥ ১৬২৮

নিগ্রহাশ্রয়ং স্বায়ত্ত্বং ব্যাধিঃ স্বায়ত্ত্বং ।

পুত্রং প্রাদান্নকোষ ইতি প্যায়ন্ত বিব্যাধে ॥ ১৬২৯

নিবৃত্তো লক্ষ্মকে দ্বারাৎপর্ণোৎসং শনৈর্কর্ণঃ ।

অবারোণমদ্রোহো ভাগিকং লোহরাচলাৎ ॥ ১৬৩০

প্রতীহারাবশেষায় ধাত্রেয়াম মহাত্মকঃ ।

প্রেমভিধায় তৎকোটাধিকারং চ সমাপ্য ১৬৩১

প্রতীহার লক্ষ্যক সুজ্ঞিকে নির্বাসিত করিয়া যে গর্ব অহুভব করিলেন তাহা গোপন করেন নাই, সে ভাব দেখাইবার উদ্দেশ্যে স্বীয় পুত্রকে সুজ্ঞির ধনপ্রাপাদি রক্ষণার্থ—তাহার অহুযাত্মিক করিয়া পাঠাইলেন । ১৬২৮

নিগ্রহ ও অনুগ্রহ আমাদের ইচ্ছাধীন, ইহা জানাইবার নিমিত্ত লক্ষ্যক স্বীয় পুত্রকে সুজ্ঞির রক্ষকস্বরূপে পাঠাইয়াছেন, এইরূপ চিন্তা করিয়া সুজ্ঞি ব্যাধিত হইলেন । ১৬২৯

লক্ষ্যক দ্বারান্নিসকট পর্য্যন্ত যাইয়াই প্রতিনিবৃত্ত হইলেন । জোহুবুদ্ধিবর্জিত সুজ্ঞি ধীরে ধীরে পর্ণোৎস পশমন করিলেন—তথা হইতে ভাগিককে লোহরে অচল হইতে অবতরণ করাইলেন । ১৬৩০

প্রেম নামক রাজার ধাত্রীপুত্রকে প্রতীহার লক্ষ্যক প্রেরণ করিলেন । ভাগিক তাঁহাকে লোহর কোটের অধিকার ছাড়িয়া দিলেন । ১৬৩১

উৎখায় লোহরভ্যাগাঙ্ককাশকং মহীপতে ।

স গ্রীষ্মবিষমং কালং রাজপুৰীমলজ্জয়ৎ ॥ ১৬৩২

অমাত্যকন্দুকত্রাতিপাতপাতমোৎপাতনকমঃ ।

আবিস্তভামরঃ প্রাপি প্রথাং কামপি লক্ষকঃ ॥ ১৬৩৩

দ্বারৈখ্যকারিষৎসুজ্জিপ্রতিমলবিধুৎসয়া ।

কুধ্যামাণো রাজবংশপৌরুষঃ রাজমঙ্গলম্ ॥ ১৬৩৪

অনন্তদেশজঃ সুজ্জিঃ শুরো মৎকোশপৌষিতঃ ।

কীৰ্ত্তিমেষ হরেদধ্যাবিতৌৰ্য্যাকলুষো হি সঃ ॥ ১৬৩৫

সুজ্জি লোহর পরিত্যাগ করিয়া রাজার হৃদয়স্থ আশঙ্কানল্য উদ্ধৃত করিলেন। তদনন্তর তিনি প্রথর গ্রীষ্মকাল রাজপুরী প্রদেশে প্রতিবাসিত করেন। ১৬৩২

লক্ষক কন্দুক ক্রীড়ার জায় কোন অমাত্যকে নিযুক্ত, কাহাকেও বা পদচ্যুত করিতে লাগিলেন, এবং ডামরদিগকেও বশে রাখিতে সমর্থ হইলেন। ইহাতে তাঁহার একপ্রকার প্রশংসা লাভ হইয়াছিল বলিতে হইবে। ১৬৩৩

সুজ্জির সমস্তক বীরকে দ্বারাবিকারী করিবার আশয়ে, লক্ষক রাজবংশজাতমাত্রপৌরুষ-সম্পন্ন রাজমঙ্গলকে দ্বারাবিকার প্রদান করিলেন। ১৬৩৪

এই বীরপুরুষ সুজ্জির তুল্যই স্বদেশজ ও জন্মভূমি সেবক, যদি এ ব্যক্তি আমার অর্থ সাহায্য পায় তবে অচিরে সুজ্জির কীৰ্ত্তিকে আমার কার্যে পরিবে—ইহা কলুষিত চিত্তে লক্ষক এইরূপ চিন্তা করিয়াছিলেন। ১৬৩৫

খড়গগ্রাহিসহায়ঃ স ক্লুঃ পৰ্যটিতুং পথি ।

নিঃসুখশোপহাস্তশ্চ তেন কাৰ্য্যপৰ্ণাৎকৃতঃ ॥ ১৬৩৬

কতুং পদব্যাং যোগ্যানামযোগ্যান্ প্রভবেয় কঃ ।

তেবাং গুণৈস্তান্ যোক্তুং ন শক্যং কার্য্যৈরপি ॥ ১৬৩৭

পদে ত্রীখণ্ডানুচিতমুচিতে বয়ং নিজে

বৃষাকঃ প্রক্ষেপ্তুং প্রভবতি চিত্তভঙ্গ রভসাং ।

ন তৎস্বৈচ্ছাষন্তজিগৃহদয়াপায়ঘটনো-

প্যসৌ তদগন্ধেন শ্মুটমিহ পটুঃ সংঘটয়িতুম্ ॥ ১৬৩৮

তন্মিন্শুজ্জিপ্রতিস্পর্ধামপ্রৌঢ়ে বোচুমক্ষমে ।

দুতানস্বজ্ঞদানেতুং সজ্জপালং দিগন্তরাং ॥ ১৬৩৯

প্রতীহার শূজির সমস্ত অধিকার হরণ করিয়া তত্তৎস্থলে অপন লোক নিয়োগ করায় শূজির কোন ভৃত্যই সঙ্গে ছিল না, একমাত্র খড়গবাহক তাঁহার সহযাত্রিক ছিল। পথে পথে ভ্রমণ, সর্বসুখশূন্যতা ক্লুধা ও তৎসহ লোকের বিক্রম তাঁহার সহচর ছিল। ১৬৩৬

অনেকেই যোগ্য ব্যক্তির পদে অযোগ্য ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারে, কিন্তু যোগ্য ব্যক্তির তুল্য গুণে অযোগ্যকে ভূষিত করা বৃথা দেবেরও অসাধ্য। ১৬৩৭

বৃষধ্বজ মহাদেব অনুচিত স্বপ্নান চিত্তভঙ্গরাশি যত সম্বয়েই ত্রীখণ্ডম্বনোচিতে ত্রীখণ্ডে লেপন করুন না কেন, তিনি জিহ্বগতের নৃষ্টি স্থিতি লয় করিতে সমর্থ হইলেও, চিত্তভঙ্গে চন্দনের সৌরভ যোজন্য করিতে পটু নহেন। ১৬৩৮

যখন লক্ষক দেখিলেন রাজমহল শোভা বোধে শূজির ভূয়া

নির্বীরে মণ্ডলে হেযোপাযাপৎকার্ধগৌরবাৎ ।

কোষ্টেশ্বরৌ নবলভের্নিতরামস্তরঙ্গতাম ॥ ১৬৪০

প্রীতিনায়েন্তোষ্যমাণস্তেস্তৈস্তেইন ভূভুজা ।

হিস্রাক্ষা নগরে তন্তৌ সোপি লুণ্ঠ্যমাতুরঃ ॥ ১৬৪১

এবং দমকদম্বৈক্যং নাজি কুর্ষতি কার্যতঃ ।

চালকৈঃ সোমপালাঠৈঃ সূজ্জির্নিহ্নেথ বৈকুণ্ঠম ॥ ১৬৪২

প্রতিজ্ঞায় লতামাত্রসাধ্যঃ কশ্মীরনির্জয়ম্ ।

সোমপালায় তত্রাজ্যং সোমীচক্রেবমানিতঃ ॥ ১৬৪৩

হইতে পারিলেন না, তখন দেশান্তর হইতে সজ্জপালকে আনন্দনার্থ
দূত নিচয় প্রেরণ করিলেন । ১৬৩৯

লম্বগ্র দেশ প্রায় বীরশূন্য, সুতরাং চিবণক্ৰ কোষ্টেশ্বরও
কার্য্যাহুরোধে রাজার অন্তরঙ্গ হইয়া উঠিল । ১৬৪০

রাজা তাঁহাকে প্রায়ই নানাবিধ বস্তু প্রদান করিয়া প্রীতি প্রকাশ
করিতেন, তিনি নিঃশকচিতে শ্রীনগরে বাস করিতে লাগিলেন কিন্তু
লুভা রোধে আক্রান্ত হইয়া পড়িলেন । ১৬৪১

এইরূপে রাজা যখন (গজপালকের স্থায়) বিরোধীদিগকে যশে
আনিয়া ভাহাদিগকে কার্য্য একমতাবলম্বী করিতেছিলেন—অন্তর
সোমপালাদি চালকেরা (মাহত—চক্রিকাকারী) সূজ্জিক কলুণিত
করিল । ১৬৪২

অধমানিত সূজ্জি স্পর্ধা করিয়া বলিলেন, আমি প্রতিজ্ঞা
করিতেছি—যেহলতামাত্র হস্তে লইয়া কশ্মীর জয় করিব—এবং
অধিকার করিতেছি সে রাজ্য সোমপালকে দিব । ১৬৪৩

প্রতিশ্রুতি দিয়া জম্ম ও ভাগিনেয়ী স কল্পকাম ।
 ধীমানজ্ঞাস্তরে সামদানে প্রযুক্ত নৃপঃ ॥ ১৬৪৭
 যৌ তাবল্লাশয়ৌঃ রাজকল্পণেঃ স্বীকৃত্যং তদা ।
 রতসান্তাবকুবীণাদাতামস্তরং বিধাম ॥ ১৬৪৮
 উপায়ৈর্জয়সিংহস্ত শকুনৈশ্চ নিরীক্ষিতঃ ।
 প্রেরিতঃ সে মপালোঃ সৃজ্জমন্দারোভবৎ ॥ ১৬৪৯
 স্বয়মেতা প্রতীগবস্তত্র রাজপুত্রপতিম্ ।
 সৌম্যস্তভুবমানিষ্ঠে কল্ককোষাহাসকয়ে । ১৬৪৭
 জাতাং কল্লনিকাখ্যায়াং মহাবেয়াং যদীপতেঃ ।
 উপযমে নৃপমুখ্যং সোমোদ্রাপুত্রিকাভিধাম ॥ ১৬৪৮

সোমপাল সৃজ্জকে স্বীয় ভাগিনেয়ী ও কল্পদানে প্রতিশ্রুত
 হইলেন । ইত্যবসরে বুদ্ধিমান রাজা জয়সিংহ সন্ধি-বন্ধন ও উৎকোচ-
 দান রূপ রাজনীতির প্রয়োগ করিলেন । ১৬৪৭

প্রথমোক্ত দুইজন অর্থাৎ সোমপাল ও সৃজ্জ সন্ধীর্ণ চিত্ততা
 প্রযুক্ত রাজকল্পদানের পরিণয়ব্যাপার সম্বন্ধ সম্পন্ন না করার
 প্রতিপক্ষেরা স্বার্থসিদ্ধির সম্পূর্ণ অবকাশ পাইল । ১৬৪৮

জয়সিংহের নীতি 'প্রয়োগে এবং নানাবিধ কারণ দর্শনেও
 সোমপাল ক্রমশঃ ক্রমশঃ সৃজ্জের প্রতি বীতরাগ হইলেন । ১৬৪৯

প্রতীহার লক্ষ্য স্বয়ং যাইয়া রাজপুত্রের পতি সোমপালকে তদীয়
 বাজ্যের সীমান্ত প্রদেশে লইয়া আসিলেন, সেখানে রাজকুমারীজয়ের
 পরিণয় ব্যাপার সম্পাদিত হইল । সোমপাল স্বয়ং কল্লনিকা
 রাজ্যের গর্ভজাত রাজতনয়া অদ্রাপুত্রিকাকে বিবাহ করিয়া প্রস্থান
 করিলেন, তখন স্রব্ধি প্রতীহার সোমপালের ভাগিনেয়ী নান্দ-লেখাকে

যাতে তদ্বিন্দিতোবাহে নাগলেক্ষাভিধাং সুধীঃ ।

তৎস্বশ্রেণীং প্রতীহাণৌ তুচ্ছং প্রত্যাশাদয়ং ॥ ১৩৪২

ইথাং রাষ্ট্রধরে বহুসংখ্যো নিরবকাশতাম্ ।

প্রাপ্তঃ প্রত্যহে হেমন্তে সুজ্জিহ্মিপথমৌশুধঃ ॥ ১৩৪৩

জালংধার সংঘটিতো জ্যেষ্ঠপালো নিনায় তম্ ।

গাঢাবমানুনির্নষ্টসৌষ্ঠবং ভিক্ষুপঙ্কতাম্ । ১৩৪১

অযি ভিক্ষাচরে চৈকসৈন্তনায়কতাং গতে ।

নোপেক্ষো বা মহেক্ষো বা সমখৌ প্রত্যাবস্থিতৌ ॥ ১৩৪২

রাজ্যপ্রদস্ত ৩ বৎস চাক্র রাজা বিধাননাম্ ।

তদ্ব্যবহা ৩ বৎস বিধয়ে প্রতিকূর্মন্তবোর্গয়ো ॥ ১৩৪৩

রাজা জয়সিংহের বধুরূপে প্রতিগ্রহ করিয়া সঙ্গে আনিলেন, এবং রাজার ক্রয়ে সম্প্রদান করিলেন । ১৩৪৭—১৩৪২

এইরূপে উভয় রাজ্য সন্ধিবন্ধন হইলে, সুজ্জি দেখিলেন আর ইষ্টসিদ্ধির সম্ভাবনা নাই, তখন হেমন্ত গঙ্গাতীর্থে অভিযুখে প্রস্থান করিলেন । ১৩৪৩

জালন্ধরে জ্যেষ্ঠপালের সহিত সুজ্জির সাক্ষাৎ ঘটে, যোয়তর অবমাননায় সুজ্জির উৎকর্ষা নষ্ট হইয়াছিল । সহজেই জ্যেষ্ঠপাল তাঁহাকে ভিক্ষাচরের পঙ্কপাতী করিয়া ফেলেন । ১৩৪১

জ্যেষ্ঠপাল বলিলেন “যদি আপনি ও ভিক্ষাচর মিলিত হইয়া একই কৈঙ্কল চলনা করেন, তাহা হইলে, কি উপেক্ষ, কি মহেক্ষ কাহারও সাধ্য নাই আপনাদের সমুখীন হন ।” ১৩৪২

“আপনি যাহাকে রাজ্য প্রদান করিয়াছেন তিনিই আপনার আধীন্য করিলেন, এবং কাহার অধিকারে বাস করিতেছিলেন

ইতি সংগ্রহরিত্তেন দেবপালান্তিকহিতেঃ ।

বিমানঃ সৌত্তিকং ভিক্ষোভাগিকেন ত্রিবিধাত ॥ ১৬৫৪

অনিক্ষিপ্তবতোহীনি স্বামিনো জাহ্নুবীজলে ।

ন যুক্তমেতন্তে কৃত্যমিত্যাবেগাদশাধি চ ॥ ১৬৫৫

স্নাত্বা ছ্যনজ্ঞামেব্যামি পাশুং ব ইতি নিশ্চয়ম্ ।

স পীতকোশঃ কৃৎস্না যদৌ প্রস্তুতসিদ্ধয়ে ॥ ১৬৫৬

প্রতীহারকরন্তস্তসর্বভারন্ত ভূপতিঃ ।

মন্দাক্রান্তিতয়া রাজ্যমস্থিতমমজ্ঞাত ॥ ১৬৫৭

যো যো হি ব্যগ্রহীতং তং সংধায় সবিধস্থিতঃ ।

তমবহং প্রতীহারঃ সান্নগ্রহমবৈকৃত ॥ ১৬৫৮

তিনিও আপনার অগ্রিয় আচরণ করিলেন—আমরা এই উভয়ের—
প্রতিকার করিব " ১৬৫৩

জ্যেষ্ঠপালের উক্তরূপ বাক্যে স্তম্ভিত হইলেন, এবং যখন
দেবপাল পাশুস্থিত ভিক্ষুর নিকট যাইতে উদ্যত হইলেন তখন ভাগিক
তাঁহাকে নিষেধ করিয়া আবেগভরে কহিলেন “সর্বাগ্রে গজাজলে স্ব
প্রভুর অস্থি নিক্ষেপ না করিয়া আপনার ইহা কর্তব্য নহে।” ১৬৫৪।৫৫

“স্ববসরিতে স্নান করিয়া নিশ্চয়ই আপনাদিগের পার্শ্বে আসিব”
এইরূপ শপথ করিয়া কোশপান পূর্বক স্তম্ভিত আরক্ত কার্য সমাপনার্থ
যাত্রা করিলেন। ১৬৫৬

যদিও ভূপতি রাজ্যের সকল ভারই প্রতীহার হস্তে তুল্য করিয়া-
ছিলেন তথাপি উক্তলোক শাসনবিষয়ে তাঁহার শৈথিল্য দেখিয়া
রাজা রাজ্য সুশাসিত মনে করেন নাই। ১৬৫৭,

স্বারণ যে কেহ রাজ্যের বিরোধী হয়, প্রতীহার তাহাকে সাক্ষ্যবাদের

প্রগলভম'নে শাস্ত্রোদয়নয়ঃ কম্পনাপতিঃ ।

অবধীচ্ছন্ননা দৃষ্টং প্রকটং কালিদায়জম ॥ ১৬৫৯

অবিস্মারোদ্ধাশ্বলবলবজ্ঞানথ লক্ষকঃ ।

নির্মৰ্ধানকম্পনেশমীষৎসাস্ত্রমজিগ্রহৎ ॥ ১৬৬০

স্নানাত্যোযাতি গলাগাং যাবৎসুজ্জিবিষ্ণুভতাম্ ।

তাবৎকথং ময়া নেগাঃ কস্মীরা ইতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৬৬১

তাবন্মাত্ৰাস্তবকাপ্ত্যা রাজো বিজায় ডামরান্ ।

ভিন্নান্ভিক্ষাচরোবিক্খিলাটাং হিমাগমে ॥ ১৬৬২

মণ্ডলস্তান্তরে তন্তু বিবিক্ষে কঙ্কডামরঃ ।

প্রতীহারো হিমভূচ্চ । যেকা সমপত্তত ॥ ১৬৬৩

বা কোন প্রকারে নিরস্ত করিয়া সমীপস্থিত রাজার প্রতি সাহুগ্রহ দৃষ্টিপাত করিতেন । ১৬৫৮

কম্পনাপতি উদয় ছিল প্রয়োগে কালিদায়জ বল দপিত প্রকটকে বধ করেন । ১৬৫৯

সম্বেদনশতঃ লাবজ ডামরেরা উক্ত হইয়া উঠে—তজ্জন্ত লক্ষক কম্পনাপতিকে তাহানিগের মৰ্যাদাবিশোধ শাসন করিতে বলেন । ১৬৬০

সুজ্জি গলায় স্নান করিয়া আসিতে আসিতে আনি কাস্মীর রাজ্যে কিরূপে বিশৃঙ্খলা ঘটাইতে পারি, তিহু এইরূপ চিন্তা করিতে ছিলেন ; এমন সময়ে যেমন শুনিলেন ডামরেরা রাজার বিপক্ষ হই-
য়াছে লম্বনি তিনি এই উক্তম সুযোগ, বলিয়া, শীতাবস্বে বিকলাটায় প্রবেশ করিলেন । ১৬৬১।১৬৬২

কিছু কাস্মীর রাজ্য মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার বহু বিঘ্ন ঘুটিল

স টিকেন পিতৃমোহাদেবকান্তবেশিণা বিশেষঃ ।

আনীতঃ সংমতৈর্দত্তাপ্যায়ঃ সর্বৈশ্চ ডামরৈঃ ॥ ১৬৬৪

প্রতীক্ষমাণো রাজ্যাপ্তিহেতুঃ সৃজিসমাগমম ।

নির্ভয়ষ্টিকজামাতুর্ভাগিকস্ত থশপ্রভোঃ ॥ ১৬৬৫

বাণশালাভিধে দুর্গে বসন্তলোচ্ছিতাবপি ।

দূতৈর্বিভেদমন্নয়ংসর্বডামশুলম্ ॥ ১৬৬৬

প্রমোদং স্নহদাং ত্রাসং দ্বিষাং চ বিশ্বজনপুংসঃ ।

বাবর্ততাং গজায়াঃ সৃজির্বিহিতমজ্জনং ॥ ১৬৬৭

পূর্ববিপ্রকৃতে ভিক্ষাবস্তুশ্চাভেদমাগতে ।

যথামুখ্য মহীভূতুত্থান্নাকঃ ভয়ং ভবেৎ ॥ ১৬৬৮

প্রতীহার ডামরদিগের গতিরোধ করিলেন এবং দারুণ ক্ষীত পড়িল । ১৬৬৩

টিক জয়সিংহের পিতৃহত্যা করিয়া চিরশত্রু হইয়াছিলেন, তিনি ভিক্ষাচরকে আনয়ন করিলেন, প্রধান প্রধান ডামরবোঁও তাঁহাকে ঐকমত্যে উৎসাহ দিল । ১৬৬৪

সৃজি সমাগত হইলেই রাজ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত বিবেচনায় ভিক্ষাচর তাহার প্রতীক্ষা করিতেছিলেন, এবং টিকের জামাতা থশভূপাল ভাগিকের বাণশালা নামক অল্লোচ্চ দুর্গে নির্ভয়ে বসতি করিয়া দূত প্রেরণ পূর্বক ডামর-মণ্ডলের মধ্যে বিপ্রব সজ্জাটিত করেন । ১৬৬৫-৬৬

অতস্তব সৃজি, গজাশ্রান সমাপন করিয়া স্নহদের প্রমোদ ও শত্রু ত্রাস উৎপাদন করত অগ্রসর হইতে লাগিলেন । ১৬৬৭

ইতঃপূর্বে ভিক্ষাচর নিগৃহীত, সৃজিও অবমানিত হইয়াছে, যদি এই দুইজন মিলিত হয়, তাহাতে আমার ও সোমশালের কল্যা

ধাষেতি সিংহদেবেন প্রার্থিতো ব্যাঙ্গমানদে ।

সুজ্জ্বলকরণোজ্জ্বাগে সোমপালো ভয়াকুলঃ ॥ ১৬৬৯

সুজ্জ্বলংধরং প্রাপ্তঃ প্রাত্তিকাচরাস্তিকম্ ।

যাবজ্জাতি তং সাযং তক্ষুতস্তাষদাপদং ॥ ১৬৭০

প্রেরিতো জ্যেষ্ঠপালেন নিষিক্তো ভাগিকেন চ ।

বিররাম স তস্তোক্ত্য বিপক্ষাশ্রয়গ্রহাৎ ॥ ১৬৭১

ঋণং দেশান্তরোপাত্তং তব ভূপোপনেষ্যতি ।

সং চ দাস্তব্যধীকারং মনুথ গ্রহিতার্থনঃ ॥ ১৬৭২

ইতি দূতমুখেনোক্তঃ সোমপালেন চান্বহম্ ।

বিপত্নৈঃসুকাযুৎসার্য তদেণাভিমুখো যদৌ ॥ ১৬৭৩

বিপদ, কারণ আঘরা উভয়েই উভয়েরই অগ্নি আচরণ করিয়াছি” রাজা সিংহদেব মনে মনে এইরূপ চিন্তা কবিয়া সোমদেবকে জানাইলেন—যে কোন প্রকারে সুজ্জকে হস্তগত করিতে হইবে। সোমপাল ভয় পাইয়া তাহাই স্বীকার করিলেন এবং একটি চাতুরী দেখিলেন। ১৬৬৮।৬০

সুজ্জ জালন্ধরে আসিলেন, পরদিন প্রাতঃকালে ডিক্কাচরের সমীপে যাইবেন—সেই দিনই সন্ধ্যার প্রাক্কালে সোমপালের দূত উপস্থিত হইল। ১৬৭০

জ্যেষ্ঠপালের অহরোধ, ভাগিকের নিষেধ এবং দূতের বাক্যে সুজ্জ বিপক্ষাশ্রয় গ্রহণে বিরত হইলেন। ১৬৭১

দূত পুনঃ পুনঃ বলিল, রাজা সোমপাল বলিতেছেন “আপনি দেশান্তরে বস ঋণ করিয়াছেন তৎসমস্ত ভূপতি অবসিংহ পরিশোধ করিবেন—এবং আমি নিজ মুখে রাজাকে প্রার্থনা করিয়া—আপনাকে

উদয়ঃ কম্পনাধীশো বৈশাখে তীর্থসংকটঃ ।

ধর্শাবিতেন সংগ্রামং প্রত্যপত্তত ভিক্ষুণা ॥ ১৬৭৪

প্রাক্তস্থ্যায়নপূতনে জাতে পৃথুবলে ততঃ ।

তস্মিন্‌কোটীন্তরং ভিক্ষুঃ প্রাবিশৎপ্রাপ্তবেষ্টনঃ ॥ ১৬৭৫

রাজাথ বিজয়ক্ষেত্রং নির্ঘাতঃ প্রত্যপূরয়ৎ ।

কম্পনেশস্ত কটকং তান্তাঃ সংপ্রেষয়চ্চমুঃ ॥ ১৬৭৬

ধম্মোরলশরাসারবিবিধাযুধবর্ষিণী ।*

দুর্গাস্থিতৈনু'পচবুঃ প্রত্যযোধ্যান্ববর্ষিভিঃ ॥ ১৬৭৭

পূর্বাধিকার প্রদান করাইব,” প্রতিদিন দূতের বাক্য শুনিয়া সুজিৎ বিপক্ষাশ্রয় ঔৎসুক্য পরিত্যাগ করিলেন এবং সোমপালের রাজ্য অভিযুগে চলিলেন । ১৬৭২—৭৩

কম্পনাধিপ উদয় বৈশাখ মাসে গিরি সঙ্কট উত্তীর্ণ হইয়া ধল সৈন্ত পরিবৃত্ত ভিক্ষুর সহিত যুদ্ধারম্ভ করিলেন । ১৬৭৪

প্রথমে উদয়ের সৈন্ত সংখ্যা অল্প ছিল, ক্রমে বল বৃদ্ধি দেখিয়া ভিক্ষাচর অল্প কোটে প্রবেষ্ট হইলেন—এবং শত্রু দ্বারা অবরুদ্ধ হইয়াও পড়িলেন । ১৬৭৫

অনন্তর রাজা বিজয়েশ্বরে নির্গত হইয়া প্রধান সেনাপতির বল বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে পুনঃ পুনঃ সৈন্ত প্রেরণ করিতে লাগিলেন । ১৬৭৬

রাজসৈন্ত বহুবলে ক্ষুদ্র প্রস্তর, শর ও নানাবিধ অস্ত্র বর্ষণ করিতে ছিল, দুর্গাস্থিত লোকেরা ভীষণ শিলা বর্ষণ করিয়া প্রত্যাশ্রয় দিতেছিল । ১৬৭৭

পতংস্বস্ত্রম্ ভিক্ষোশ্চ নামলক্ষ্মম্ পদ্মম্ ।

গ্রহীতুং হুর্গজানুর্ভাসেনা দীর্ঘাপি নাশকং ॥ ১৬৭৮

দিনৈঃ ভাষিকৈঃ মাসমাত্রে যাতেগ্রহীতৃতঃ ।

বিদায় মূলং হুর্গস্ত বাস্তবং খাতাষু সংভূতম্ ॥ ১৬৭৯

হুর্গভাজো বলাসাম্য। রাজ্যুপায়পরে ধিম্ ।

জাতত্ত্বৈবাবাধেচ্ছাং ধনলুকামদর্শয়ন্ ॥ ১৬৮০

বিসমর্জ প্রতীহারমথ তদন্তসিক্ষয়ে ।

রাজা ডামঃ সামন্তমগ্নিরাজ্যত্বেঃ সমম্ ॥ ১৬৮১

কোটেশ্বরত্রিলকাত্মাঃ কৃচ্ছ্রস্ত বিমোক্ষণম্ ।

করিষ্যামো বয়ং ভিক্ষোরিতি বুক্যা তমবয়ুঃ ॥ ১৬৮২

রাজপক্ষীয় যোকা সংখ্যায় অধিক হইলেও হুর্গবাসীদিগের শিলা পতনসহ ভিক্ষু নামাক্ত শরক্ষেপণ দেখিয়া হুর্গ অধিকার কথিতে পারে নাই । ১৬৭৮

এইরূপে মাসাধিক কাল অতীত হইলে ধাতু হুর্গমূলের কোন স্থান ভর করিয়া প্রবেশ পথ পাইলেন, এবং একটা জলাশয় অধিকার করিলেন । ১৬৭৯

হুর্গবাসীদিগকে বুদ্ধে পরাজিত করা অসম্ভব দেখিয়া রাজা কুট নীতি প্রয়োগ করিতে লাগিলেন । তখন হুর্গবাসীরাও উৎকোচে বন্দীভূত হইবে এবং স্বপক্ষের অনিষ্ট সাধন করিবে বুঝিতে পারা গেল । ১৬৮০

উপস্থিত কার্য সাধনের নিমিত্ত রাজা স্বীয় প্রতীহার লক্ষ্যকরে প্রেরণ করিলেন, তাঁহার সঙ্গে ডামর সামন্তরাজগণ ও রাজপুত্রেরা চলিলেন । ১৬৮১

কোটেশ্বর ত্রিলক প্রভৃতির ভিক্ষু মুক্তি সাধনার্থ প্রতীহারের পক্ষাৎ পক্ষাৎ চলিলেন । ১৬৮২

পশ্চসংকটশৈলাগ্রানথঃ কোটং যিতোরতি ।

জিতং মেনে প্রতীহারো বীক্ষ্যানস্তাঃ স্ববাহিনীঃ ॥ ১৬৮৩

পূর্বস্থিভৈঃ প্রতীহারানুগৈশ্চাত্তত্র বাসরে ।

অযোধি সবসৈন্তস্ত বলাংকোটং জিঘৃক্সুভিঃ ॥ ১৬৮৪

তে নাবস্তোপ্যশ্ববৃষ্ঠা তথা তৈঃ প্রাচীক্ৰিরে ।

নান্দীদং বিক্রমেনেতি ষথাগৃহ্মনিশ্চয়ম্ ॥ ১৬৮৫

বীরদেহদ্রুমাগ্রেভ্যো তপঃপ্রাভিহতাঃ ॥

নির্ঘরশ্রাবসরধাঃ শীর্ষভ্রমরগোলকাঃ ॥ ১৬৮৬

বোষ্টেশ্বরস্ত মৃতং নিবৃণ্টা তত্র কিংচন ।

স্বস্ত ভিক্ষোর্নিবস্তানামন্তেষাং চ বিনাশকং ॥ ১৬৮৭

প্রতীহার লক্ষক গিরি সঙ্কটের শিখরে আরোহণপূর্বক অমুচ্চ দুর্গকোট এক অপরূপেব আনাত সৈন্ত দেখিয়া দুর্গ হস্তগত মনে করিলেন । ১৬৮৩

পরদিন পূর্বগত যোদ্ধারা প্রতীহারের অমুচ্চর সৈন্তগণের সহিত মিলিত হইয়া সবলে দুর্গ অধিকার অভিপ্রায়ে যুদ্ধ আরম্ভ করিল । ১৬৮৪

কিন্তু দুর্গবাসীরা যেক্রপ প্রবল বেগে প্রস্তর বৃষ্টি করিতে লাগিল, তাহাতে আক্রমণকারীরা বিলক্ষণ বুঝিল এ দুর্গ বল প্রয়োগে হস্তগত হইবার নহে । ১৬৮৫

মখন প্রস্তরাঘাতে বীরগণের মস্তক দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন ও শোণিতার্জ হইয়া পড়িতেছিল, তখন দেখিয়া বোধ হইল যেন বৃক্ষপ্র হইতে মধুচক্র সকল নিপতিত হইতেছে । ১৬৮৬

এই সময়ে কোষ্টেশ্বর এমন মূঢ় প্রকাশ করিলেন যাহাতে

নাস্ত্যত্র মৎসরো বীর ইত্যেতাৎপ্রসিদ্ধয়ে ।

স হৃৎকোঁকতং ভিক্ষোৰ্যংপ্রাণকয়কাযভূৎ ॥ ১৬৮৮

হৃৎকোঁকতং খশানাং চ স কটে ধৈর্যমাদধে ।

কোষ্ঠেশ্বরোন্নি চাভিন্নৌ তদ্বস্তা ডামরাঃ পরে ॥ ১৬৮৯

যদেতদ্বস্ততে ভূরি সৈন্তমস্বজিতায় তৎ ।

পৰ্ব্ববস্ত্রোদিতি বদন্তমভাবান্তথা চ তৎ ॥ ১৬৯০

বিশস্তভূরমুখ্যারিষত্র কোষ্ঠেশ্বরোপ্যসৌ ।

অস্ত্রেবু তত্র কেবাহেত্যর্থ তে নিশ্চয়ং দধুঃ ॥ ১৬৯১

ভূভংপিতৃব্রহ্মঃ কার্যবশেন যোপবেশনে ।

অঙ্গীকৃতাদিকারস্ত ধীমাংষ্টিকস্ত লক্ষকঃ ॥ ১৬৯২

ভিক্ষুর, তাহার নিজের এবং অন্ত্যাত্ম লবস্ত্রদিগের সর্বনাশ, ঘটিল । ১৬৮৭

আমার সমান বীর নাই ইহাই প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় কোষ্ঠেশ্বর স্বয়ং উদ্ধতভাবে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন, তাহাতেই ভিক্ষুর মৃত্যু ঘটে । ১৬৮৮

বিশ্বাসঘাতক খশদিগের মধ্যে বিপন্নাবস্থায়ও ভিক্ষু বসিয়াছিলেন “কোষ্ঠেশ্বর এবং আমি অভিন্ন ; অন্ত্যাত্ম ডামরেরাও তাহার অধীন, এই যে বিপক্ষে বিপুলবাহিনী দেখিতেছ উহাতে পরিণামে আমা-
দেরই সুবিধা হইবে ।” ফলে কিন্তু বিপরীত হইল । ১৬৮৯—৯০

তাহারা মনে মনে ভাবিয়াছিল যদি শত্রুগণস্বীয় কোষ্ঠেশ্বরকে ত্রিভাঙ্গর একরূপ বিশ্বাস করেন, তবে আগরের কথায় কি আস্থা করা যায় ? ১৬৯১

শত্রুগণের অচ্যুত লক্ষক কার্যবশস্তঃ বাধ্য হইয়া টিকের নিকটে

খশাধীশঃ বর্হাগ্রামস্বর্ণাদিত্যাপসংশ্রয়াৎ ।

স্বীকৃত্য ভিক্ষুহ্রস্বককক্ষ্যমকারবৎ ॥ ১৯৯৩

আনন্দাখ্যঃ খশাধীশস্তালঃ কৃতপতাপতঃ ।

নীত্বা টিকং প্রতীহারাত্যর্থং ভূয়োপারোপয়ৎ ॥ ১৬৯৪

প্রতীহারস্ত টিকেন সর্হক্যং বীক্ষ্য ডামটৈঃ ।

প্রতীহারস্ত টিকেন সর্হক্যং বীক্ষ্য ডামটৈঃ ।

নিঃসংশয়ং হরোজ্জায়ি ভিক্ষুঃ কোষ্ঠেশ্বরাদিভিঃ ॥ ১৬৯৫

সংরক্ষাস্তদ্বিমোক্ষায় গ্রাহিণবংস্তে খশাস্তিকম্ ।

দূতনিরীকৃতস্বর্ণদানা ভূরিগঠৈঃ সমম্ ॥ ১৬৯৬

এই অঙ্গীকার করিলেন যে যদিও তিনি রাজ-পিতাকে বিশ্বাসঘাতকতা পূর্বক নিধন করিয়াছেন, তথাপি তিনি স্বীয় উপবেশনে পুনরুপবিষ্ট হইবেন । ১৬৯২

খশরাজ তাঁহাকে প্রধান প্রধান গ্রাম ও স্বর্ণাদি উৎকোচ প্রদান পূর্বক স্বপক্ষে আনয়ন করিয়া ভিক্ষুর ধ্বংসের কারণে নিয়োজিত করিয়াছিলেন । ১৬৯৩

খশরাজের স্থানিক আনন্দ উভয়ের মধ্যে গণ্যভ্যস্ত করার পর টিককে প্রতীহারের মিকট আনয়ন করিয়া তাঁহাকে স্বীয়াসনে পুনঃ আরোহণ করাইয়াছিলেন ! ১৬৯৪

প্রতীহার ও টিকের ঐক্য নশনে কোষ্ঠেশ্বর এবং অন্তান্ত ডামটেরা ভিক্ষুর মুক্ত্য নিশ্চয় স্থির করিয়াছিল । ১৬৯৫

এইহেতু বিচলিত হইয়া তাহার তাহাকে মুক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল এবং স্বর্ণাদি বহু উপঢৌকন প্রদান করিবার অঙ্গীকার করিয়া দূত প্রেরণ করিয়াছিল । ১৬৯৬

খণ্ডস্ত দধ্যাবুৎকাচং গৃহীত্বান্নাভিকল্পিতঃ ।
 জানাতি রক্ষিতান্ প্রাপান্ ভিক্ষুঃ কোষ্টেশ্বরাদিত্তিঃ ॥ ১৬৯৭
 সমস্তঃ প্রাপ্তরাজ্যোথ দেঙ্গপালোথ দূরগঃ ।
 হস্তান্নাং জয়সিংহস্তদ্রব্যঃ পক্ষঃ প্রয়ত্নতঃ ॥ ১৬৯৮
 মবেতি তেন প্রতাজ্ঞা ভিক্ষুঃ শৌচস্থিতং গৃহাৎ ।
 বিপাট্যাস্তঃ ফলহকং নির্গচ্ছেতু্যচিরেপি তে ॥ ১৬৯৯
 ন ত্রমেঘোপলিপ্তাঙ্গঃ শ্বেবাবস্তববয়না ।
 যাত ইত্যযশো লোকে ধায়ন্নানী ন নির্যয়ো ॥ ১৭০০
 কোষ্টেশ্বরো ব্যক্তকৃত্যঃ সৈন্তস্বোভেচ্ছদা ক্ষিপন্ ।
 রক্ষং কালবিদা প্রাত্রে প্রতীহারেণ সাস্থিতঃ ॥ ১৭০১

খণ্ড মনে মনে এই চিন্তা করিয়াছিল “যদি আমি উৎকোচ
 গ্রহণ করিয়া ভিক্ষুকে মুক্ত করি তাহা হইলে তিনি, কোষ্টেশ্বর ও তৎ-
 পক্ষীয় লোক কর্তৃক মুক্ত হইয়াছেন বুঝিবেন। ইহাতে যাপাশ্রিত
 হইয়া, সিংহাসন পুনঃ প্রাপ্ত হইলে আমাকে কিংবা দেঙ্গপালকে হত্যা
 করিবেন। অতঃএব আমি জয়সিংহের পক্ষ যত্নতঃ অবলম্বন করিয়া
 থাকিব।” এই চিন্তার পর তাহাদিগকে প্রত্যাহ্বরে জানাইলেন
 যে শৌচনকালে ভিক্ষু যেন কাষ্ঠফলক স্থানচ্যুত করিয়া পলায়ন
 করেন। ১৬৯৭—৯৯

পক্ষিত রাজপুত্র শৌচাগব হইতে কুবুয়ের জায় পূরিত-লিপ্ত
 দেখে পলায়নকে নিতান্ত হেয় জানে পলায়নে প্রবৃত্ত হন নাই। ১৭০০

কালবিৎ প্রতীহার সৈন্তস্বোভ উৎপাদনেচ্ছ, রক্ষ বাক্যে-প্রয়োগ-
 কারী কোষ্টেশ্বরকে প্রাতে সাস্থনা করিতেছিলেন। ১৭০১

নীবৌ খশাঐত্তদন্তায়ামা প্রত্যাবাদগৃহত ।

ব্যবসায়ঃ প্রতীহারমুখ্যৈর্ভিক্ষু প্রমাণে ॥ ১৭০২

গচ্ছত্তিরাগচ্ছত্তিষ্ঠ রাজা দূতৈঃ প্রতিকণম্ ।

অশ্বিন্যশ্বিজয়ক্ষেত্রে বার্তাং পৰ্বাকুলোত্তবৎ ॥ ১৭০৩

তাবন্ধিরাহটবৈত্তৈস্তৈঃ সাহসে দশ বৎসরান্ ।

কৃতঘন্ত্রস্ত সাধ্যোভূম ঘো বৃদ্ধমহীভূজঃ ॥ ১৭০৪

ভিক্ষো রাজাশুগা ভিক্ষাস্তস্ত ভিক্ষোঃ প্রমাণম্ ।

সাধ্যমেতে হি মন্তস্তে হস্ত কিং কেন সংগতম্ ॥ ১৭০৫

বিহস্ত নীয়তে বিত্তং খণৈরেভ্য ক্ষণাদমৌ ।

ভয়া নূনং প্রযাত্তান্তি মুবিতাশ্চাখিলাঃ পরৈঃ ॥ ১৭০৬

খশ এবং তাহার অনুচরবর্গ প্রতীত দেওয়ার পর প্রতীহার প্রতীতি ব্যক্তিগণ ভিক্ষুকে মারিবার জন্য প্রাতঃকাল হইতে অশেষবিধ চেষ্টা করিয়াছিল । ১৭০২

বিজয়ক্ষেত্রে রাজা অত্যন্ত বিচলিত ছিলেন এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই “কে আসিতেছে কে যাইতেছে” দূতের নিকট সংবাদ লইতে ছিলেন । ১৭০৩

“কি ? দশবৎসর ধরিয়া বহুবৃদ্ধে শত শত চেষ্টা করিয়া যে ভিক্ষুকে দমন করিতে বৃদ্ধ রাজা অক্ষম হইয়াছিলেন, সেই ভিক্ষুকে এই অল্পবয়স্ক রাজা এবং মন্ত্রিগণ ধ্বংস করিবার চিন্তা করিতে পারে ? ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?” ১৭০৪।

“মুহূর্ত্ত মধ্যে ক্ষণেরা উপস্থিত হইয়া রক্তাদি যাতা কিছু পাইবে, লইয়া প্রস্থান করিবে । সমাগত জনগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া নিশ্চয় পলায়ন করিবে এবং শত্রুরা সমস্ত লুণ্ঠন করিয়া লইবে ।” ১৭০৬

পৃথগ্ভূতঃ কোষ্টকোয়ং ত্রিলোকশ্চৈব বান্ধবঃ ।

এতে ত্রিকাচরোচ্ছিষ্টপুষ্ঠা অভ্যন্তরা অপি ॥ ১৭০৭

কো নৃতনোত্ত সংপ্রাপ্তো যো রাজঃ সাধয়েদ্ধিতম্ ।

সামগ্রী নুনমায়াভা সেযমশ্চৈব সিদ্ধয়ে ॥ ১৭০৮

ইত্যাচুঃ শিবিরে যাবজ্জনাস্তাবদবেষ্টাত ।

কটকৈর্মহিলাং দুর্গং বিকোশায়ুধবার্হিভঃ ॥ ১৭০৯

একাকী চিরসংক্রিষ্টো হস্তবাস্তংকৃতেধিলৈঃ ।

হা দিকৃপয়িকরো বন্ধো নির্লজ্জঃ সর্বশত্ৰুভিঃ ॥ ১৭১০

ত এবৈত্যাচুয়াসীচ্চ কচচ্ছস্ত্রামিনির্মলঃ ।

ক্ষুব্ধোদ্ধাধাশিক্ষকরো নিঃশব্দঃ সৈন্তসাগরঃ ॥ ১৭১১

“কোষ্টক পৃথক হইয়া আছেন। তাঁহার আত্মীয় ত্রিলোক ও ত্রিকাচরের উচ্ছিষ্ট-পুষ্ঠ রাজ-পারিষদগণও পৃথক আছে।” ১৭০৭

“এমন নূন লোক কে তাগিয়াছে যে রাজার হিতাকাজক্ষী ? নিশ্চয়ই এই আহাৰ্য্য সামগ্রী শত্রুগণের সবিধিই আনীত হইয়াছে।” ১৭০৮

শিবিরে সৈন্তগণ যৎকালে কথোপকথনে রত ছিল, সেই সময় যজ্ঞীয় সৈন্তগণ উন্মুক্ত তরবারী হস্তে দুর্গ বেঠন করিয়াছিল। ১৭১০

“হা দিক ! যে ব্যক্তি কল্পদিন পরিয়া সংক্রিষ্ট হইয়াছে তাহাকে একাকী হনন করা হইবে। সেইজন্য নির্লজ্জ সৈন্তগণ তাহাকে বেঠন করিয়াছে।” ১৭১১

এইরূপে তাহার বাক্যালাপ করিতেছিল এবং সৈন্তসহ নিম্নক বস্তুত্রয় প্রত্যাখ্যান হইতেছিল। সমুজ্জল অস্ত্রসমূহ নির্মল

ব্যোমোজ্জীয়েত বা সৈন্ত্য লজ্জযেতা মৃগশ্রুতৈঃ ।

হৃষ্টোত্তরুষ্টিরিব বা নিখিলাংস্তাডয়েৎসমন্ ॥ ১৭১২

শাস্ত্যশৌৰ্যঃ পৰ্যন্তে স্বীকুৰ্বনভিক্ৰুৰায়ুধম্ ।

সংভ্রান্তশ্চকিতশ্চাসীদিত্যন্তশ্চিত্তযজ্ঞনঃ ॥ ১৭১৩

এতাবন্মজ্জিগাং সিদ্ধমথ প্রত্যাহসংভবঃ ।

তচ্ছান্তিঃ কার্যসিদ্ধিশ্চ প্রতাপৈনুপতেরভূৎ ॥ ১৭১৪

সৈন্তে ভিক্ষাচরাপাতং পশ্চাত্ত্যকর্পির্পিতেফলে ।

কোটীমিকৃষ্টশস্ত্রীকঃ পুমানেকো বিনিযমৌ ॥ ১৭১৫

উর্ষিমালায় জায় এবং তাহাদের স্বর্ণায়মান নেত্র সফরিত্ব বোধ
হইতেছিল । ১৭১১

ভিক্ষু কি আকাশ পথে উড়িয়া যাইবে? অথবা মৃগের জায়
লক্ষ প্রাণে কি সৈন্ত অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে? অথবা
হৃষ্ট মেঘ হইতে পতিত বারি বর্ষণের জায় কি এককালে তরবারি
প্রয়োগে সকলকে নিধন করিবে? এই চিন্তায় সৈন্তগণ ভীত ও
বিচলিত হইয়াছিল । ১৭১২।১৩

মজ্জিগণের কার্য এই পর্য্যন্ত সিদ্ধ হইয়াছিল । অন্তঃপন্ন বাধা
উপস্থিত হয় । উত্তর শাস্তি ও কার্যসিদ্ধি রাজার প্রতাপের উপর
নির্ভর করিতেছিল । ১৭১৪

যখন সৈন্তগণ মৃতক উত্তোলন করিয়া ভিক্ষুর বহির্গমন প্রতীক্ষা
করিতেছিল, তখন উন্মুক্ত তরবারি হস্তে এক ব্যক্তি দূর হইতে
নিজাপস্থ হইতেছিলেন । ১৭১৫

ক্লমভীভিঃ পরীতস্ত নারীভিস্তস্ত চিকিণ্ণুঃ ।

পৃষ্ঠে কেপি বপুলোলকৌমুদ্যধরবাসসঃ ॥ ১৭১৬

বন্ধঃ পলায়মানোত্র সোয়ং ভিক্ষুরিতি ক্রবন্ ।

উন্মুখঃ স জনোশ্রোষীটিকং তমথ নির্গতম্ ॥ ১৭১৭

স হি ভিক্ষোঃ কৃতদ্রোহতুমুলে প্রস্তুতো বধম্ ।

তস্মাদ্রাজানুগেভ্যো বা স্বস্তাশঙ্কা বিনিৰ্যধৌ ॥ ১৭১৮

অদ্রোহোন্মীতি লোকস্ত প্রত্যয়ায় চকৰ্ষ চ ।

কৃপাণীমুদরং হৃদং রক্ষ্যমাণো নিজাতুগৈঃ ॥ ১৭১৯

সানুগন্ত্যকুমারীং স বিলম্ব্য নৃপবাহিনীম্ ।

অদ্রি প্রস্রবণোপাস্তে নাতিদূরেভূপাবিশং ॥ ১৭২০

তিনি বোদ্ধমানা রমণীগণ পরিবেষ্টিত ছিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ কতিপয় লোক ললিত অন্তর্বাস শূন্তে সঞ্চালিত করিতে করিতে আসিতেছিল । ১৭১৬

উৰ্দ্ধমুখ সৈন্তগণ বলিল “আবদ্ধ ভিক্ষু ত্রই ঘে পলায়ন করিতেছে!” তৎপর তাহারা শ্রবণ করিল যে ভিক্ষু নয়, টিক । ১৭১৭

কারণ তিনি বিশ্বাসঘাতকতাপূৰ্ব্বক ভিক্ষুকে পরিত্যাগ করায় এই আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে, যখন যুদ্ধ তমুল হইতেছে তখন তিনি হয় ভিক্ষু হস্তে কিম্বা রাজ অমুচর কর্তৃক নিহত হইবেন ! এই হেতু তিনি দুৰ্গ হইতে বহির্গত হইতেছিলেন । ১৭১৮

সৈন্তগণের নিকট আপনাকে নির্দোষী প্রতিপন্ন করিবার ইচ্ছায় তিনি ভ্রমবারি ধারায় উদয়ে আঘাত করিবার উপক্রম করিতেছিলেন, কিঙ্ক জড়ীয় অমুচরগণ তাঁহাকে বাধা দিতেছিল । ১৭১৯

সৈন্তগণ পথ ছাড়িয়া দিলে তিনি সানুচর রাজসৈন্ত অভিযুক্ত

উচ্চ সংশ্লিষ্টসংগ্রাহিতরক্তোভির্গনির্গতঃ ।

মায়াং প্রয়োক্তুং প্রারেভে প্রেরিতং সোক্তডামরৈঃ ॥ ১৭২১

সজোতং লক্ষমানার্কমহন্তদ্রক্ষ্যাতং ক্ষণম্ ।

ভিক্ষুঃ ক্ষপায়ামাক্ষন্যমপনেযান্তি ডামরাঃ ১৭২২

ইতি তদ্বাচিকান্তীক্ষারীবিভিন্নজিগাং সমম্ ।

খশৈস্ত্যজ্জিহ্বিষতো নারুধ্যস্তারুক্ষকবঃ ॥ ১৭২৩

ততঃ কিলকিলারাবমুখরৈঃ করতালিকাঃ ।

যৌধৈর্দর্দজিঃ সচিবা ব্যগৃহস্তাকুলাশয়াঃ ॥ ১৭২৪

করিয়া অনতিদূরে একটি পার্বত্য প্রস্রবণের প্রান্তে উপস্থিত
হইয়াছিলেন। ১৭২০

হুর্ণ হইতে নিজস্ব হইয়া ঐ প্রস্রবণ সমীপে উপস্থিত
হওয়ার পর তিনি আপনাকে সুস্থ বোধ করিলেন, এবং অপর
ডামরগণ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া কোশলজাল বিস্তার করিতে
লাগিলেন। ১৭২১

“সূর্য্য অন্ত গমনোদ্ভূত। ভিক্ষুকে ক্ষণকাল রক্ষা করা হউক,
রাত্রিকালে ডামরেরা অবরোধ অপনীত করিবে।” টিক এই কথা
বলিলে সমর সচিব প্রেরিত ঘাতকেরা প্রতিজ্ঞসহ হুর্ণ আরোহণ
করিতে লাগিল, কিন্তু খশেরা প্রস্তর নিক্ষেপ করায় তাহারা বাধা
প্রাপ্ত হইল। ১৭২২। ১৭২৩

তখনস্তর সৈন্তেরা কিল্ কিল্ শব্দে করতালি দিয়া তদ্ব্যাকুল
জিহ্বগণকে আক্রমণ করিল। ১৭২৪

মুক্তাঃ স্বামিক্রহঃ কৃষ্ণগতা রাজ্যঃ প্রসাধিতুম্ ।

দ্বিবতো মন্ত্রিভিঃ স্বার্থো দত্তার্থানুকো নু আধিতঃ ॥ ১৭২৫

রাজকার্ষে চ ভানৌ এ লব্ধমানেধ লক্ষকঃ ।

কিমেতদিত্তি তং নীবিং খশস্ত্রালমভাবত ॥ ১৭২৬

সোভ্যদ্যাংকুস্তদাশ্চাপি রোকুং শকাং চিকীর্ষিতম্ ।

খশানান্ প্রত্যবস্তাতা কথং তত্রাস্ত সংনিধিঃ ॥ ১৭২৭

স হস্তং টেবপরীত্যং তং খশানান্ স্বং ব্রজেত্যথ ।

উক্তু। বাস্তুজদানন্দং জহসে চান্ত্রমন্ত্রিভিঃ ॥ ১৭২৮

সুদূরদর্শিনা রাক্ষা বিষলাটীধবপাততঃ ।

দেঙ্গপালগৃহা... দারস্তঃ সমভাব্যত ॥ ১৭২৯

“রাজশত্রুপক্ষ বিপদমুক্ত হইল। বিপক্ষকে রাজ্য অর্পণ করি-
বার নিমিত্ত ধন দান করিয়া মন্ত্রিগণের কি স্বার্থসিদ্ধি হইল।” ১৭২৫

রাজার জয়াশার সতিত সূর্য্য অন্তগত প্রায় দেখিয়া মন্ত্রী লক্ষক-
প্রতিভু খশরাজ শ্রালককে জিজ্ঞাসা করিল ব্যাপার কি ? ১৭২৬

তিনি উত্তর দিলেন “এমন কি একজন সামান্য দাসীও উদ্বেগ
পণ্ড করিতে সমর্থ। আমি সখ্য তথায় অতপণ্ডিত তখন কেমন
করিয়া খশদিগের সম্মুখীন হইব।” ১৭২৭

“আনন্দ যাও, খশদিগের বিরোধ দূর কর” এই কথা বলিয়া লক্ষক
জাহ্নবীকে বিদায় দিলেন। কিন্তু অপর মন্ত্রিগণ ইহাতে বিজ্ঞপ
করিলেন। ১৭২৮

সুদূরদর্শী রাজা-বিষলাটা পথে দেঙ্গপাল গৃহ হইতে বিপদ উপস্থিত
হইবে আশঙ্কা করিলেন। ১৭২৯

অতঃ প্রধানকোটেশস্থানঃ স সমগৃহ্যত ।

প্রাগেবার্ধৈরৈতদর্থং গ্রহতা দীর্ঘবাণ্ডরাম ॥ ১৭৩০

সংকোভাবসরে ক্ষত্ব ততো নি সংক্রমোভবৎ ।

শিক্ষিতঃ পক্ষিণমিব ত্যক্তং প্রাপ্যং বিবেদ তম্ ॥ ১৭৩১

স তানুচে ন হস্তং মে নষ্টে কার্ষেয় সাহসম্ ।

সর্বনাশে হতেমুন্নিম্বখশস্থালোপি কিং ভবেৎ ॥ ১৭৩২

অন্তর্ভয়া ভাগ্যশক্ত্যা রাজ্ঞঃ ভাগঃ খশস্ত সঃ ।

সর্বান্নিম্বজ্ঞা দুর্গাগ্রাভীকাদীনাদুশাব তান্ । ১৭৩৩

দহ্যনামসবঃ কণ্ঠে সন্দেহং মন্নিগাং ধিঃ ।

বজ্রীণাং প্রীতয়ঃ কাষ্ঠাং তীক্ষ্ণাচ্চাকুরুত্গিরি ॥ ১৭৩৪

এই হেতু রাজা স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত বিশাল কোশল জাল বিস্তার করিয়া দুর্গস্বামীর শ্রালক আনন্দকে ইতঃপূর্বে স্বপক্ষে আনয়ন করিয়াছিলেন । ১৭৩০

অতএব প্রতীহার এই গোলযোগের সময় শাস্ত্রভাব ধারণ করিয়া ছিলেন এবং বুঝিয়াছিলেন যে, অনন্দ মুক্ত হইলে শিক্ষিত পক্ষীর জ্ঞান পুনরায় হস্তগত হইবে । ১৭৩১

তিনি তাহাদিগকে বলিলেন “এই কার্য্য সিদ্ধ না হইলেও আমার সাহসকিত্তা পরিহাস যোগ্য নহে । সর্বনাশ ঘটিলে খশ-শ্রালককে নাশ করায় কি ফল দর্শিবে ?” ১৭৩২

রাজ সৌভাগ্য অকুর্য থাকায় খশ শ্রালক দুর্গস্থ সকলকে বহুতা স্বীকার করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন এবং দুর্গের শিখর দেশ হইতে বাতকদিগকে আহ্বান করিয়াছিলেন । ১৭৩৩

যৎকালে বাতকরণ দুর্গ আরোহণ করিতে ছিল তখন দহ্যগণের

স চন্দ্রকোপীনপটীবন্ধস্তৎস্বাভিধাঙ্কিতৈঃ ॥

ইযুভিঃ স্বামিবৎসস্ত ধ্যাপনং সর্বতো যুধি ॥ ১৭৩৫

স তাবুলাদয়ঃ সক্তিঃ সা কেশশ্রব্ধোজনে ।

যাতুদহুমুর্ষুণাং ভিক্ষুরাজোপজীবিনাম্ ॥ ১৭৩৬

নিশ্চিতান্তে ততস্তস্মিন্ তেষামম্ববর্তত ।

কোষ্টেশ্বরাদিশিবিরং তূর্ণং শরণমীযুযাম্ ॥ ১৭৩৭

একৈকশো লক্ষ্যকণ যুক্তাঃ সৈঃ প্রেরিতৈর্ভটৈঃ ।

টিকঃ স্বং বীক্ষ্য বসিতং নিচকর্ত্তানুলিং ভয়াৎ ॥ ১৭৩৮

খশৈরশ্মিন্নবসরে স পলায়নশক্তিভিঃ ।

বক্ষ্যমাণস্তেষহঃস্ব মনস্তাপাদভুতবান্ ॥ ১৭৩৯

প্রাণ কণ্ঠাগত হইল। সেনাপতিগণের চিত্ত সন্দ্বিগ্ন হইয়াছিল।

দ্বিধ্য রমনীগণের প্রীতি অতিশয় বদ্ধিত হইয়াছিল। ১৭৩৪

ভিক্ষুরাজের অনুচরবর্গ চন্দ্রকোপীন পরিধান করিয়া প্রত্যুর স্তায়
স্বনামাক্তিত শর যুদ্ধ ক্ষেত্রে সর্বত্র ব্যবহার দ্বারা যেন ঘোষণা করিতে-
ছিল যে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাহারা তাহার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক।
তাহারা তাবুলরাগে অধর বজ্রিত করিয়াছিল ও স্বয়ং শত্রু এবং কেশ
বিন্ধাশে রত ছিল। অতঃপর তাহারা মৃত্যু অবশ্যস্তাবী জানিয়া এই
সমস্ত কার্য পরিত্যাগ করিয়া তাহার বক্ষার্থ * কোষ্টেশ্বর প্রভৃতির
শিবিরভিত্তিতে ধাবিত হইল। ১৭৩৫—৩৭

চতুর্থতা পূর্বক এক একটি করিয়া প্রেরিত লক্ষ্যকের সেনা কর্তৃক
টিক স্বয়ং বেষ্টিত হইয়াছেন দেখিয়া ভীতচিত্তে স্বীয় অঙ্গুলি কণ্ঠন
করিলেন। ১৭৩৮

টিক পলায়ন করিতে পারে এই আশঙ্কায় খশেরা তাহার প্রতি

বীরস্তাম্যম্বিলম্বেন তীক্ষ্ণানামাংসবোৎসুকঃ ।

তস্মৈ ভিক্ষাচরঃ স্বাস্তমক্ষবত্যা বিনোদয়ন্ ॥ ১৭৪০

হর্মাশ্রাঙ্গিনমায়াতে তীক্ষ্ণলোকে নৃপংসয়া ।

উত্তীর্ণতা তেন দায়ঃ স্তোকশেষঃ সমাপ্যত ॥ ১৭৪১

দীবাভঃ কাশ্মরা সাকং কামিনঃ সুহৃদাগমে ।

প্রভুখান্নোরিব ক্ষোভো নাস্তন্তস্ত বাজন্তত ॥ ১৭৪২

কিমতাপি বধেন শরহনামিতি চিন্তয়ন্ ।

স বিহায় শরাবাপং সাসিধেহুর্কিনির্ঘয়ো ॥ ১৭৪৩

স্বদীর্ঘচিন্তাগলিতায়ামস্ত্রামলিভিঃ কটৈঃ ।

চঞ্চলিত্রপতাকাঙ্কমিব বীরপটাকলৈঃ ॥ ১৭৪৪

লক্ষ্য রাখিয়াছিল বলিরা তিনি মনঃকষ্টে ছিলেন এবং ঐ সময় আহার গ্রহণ করেন নাই । ১৭৩৯

বুকোৎসুক ভিক্ষাঘর ঘাতকগণের বিগত বিব্রত হইয়া চিত্ত বিনোদনের নিমিত্ত অক্ষজীড়ায় চিত্ত নিবিষ্ট করিলেন । ১৭৪০

প্রাসাদ প্রাঙ্গণে দম্মাগণ যুদ্ধার্থ উপস্থিত হইলে ভিক্ষু শেষপ্রায় জীড়াকে সমাধা করিয়া উঠিলেন । ১৭৪১

তিনি অন্তরে কিছুমাত্র বিচলিত হন নাই । পরন্তু প্রেমিকার সহিত জাঁড়ারত প্রেমিক যেমন নবাগত কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে উদ্যত হয়, তিনিও তদ্রূপ করিলেন । ১৭৪২

অন্যও বহুবাক্তি নিধন করার প্রয়োজন কি? ইহা চিন্তা করিয়া ধনুত্যাগ পূর্বক কেবল তরবারি হস্তে তিনি বহির্গত হইলেন । ১৭৪৩

তাহার ভ্রমর কক্ষ কেশ স্বদীর্ঘ চিন্তাহেতু বিরল হইয়াছিল । পরিহিত বস্ত্রাকল চিত্রিত পতাকার স্থায় উজ্জীন হইতেছিল ; তাহার

গুণতাপ্তবিনাছিন্নশাখাডুকরোচিবা ।

চন্দনোন্মেষকাক্ষ্য। চ স্তোতিতাহংক্রিরাশ্রিতম ॥ ১৭৪৫

বিতীর্ণঃ চিত্তচাৰ্য্যস্তে বিপর্য্যস্তাঙ্ঘ্রিতাড়নম্ ।

স্তোতবস্তমিবালাতৈঃ শঙ্করীনেত্রাধরাংস্তকৈঃ ॥ ১৭৪৬

কৌতুভাধরবাসোগ্রাবকবোতাধরাঙ্কলৈঃ ।

লোলৈকবীরহরি বক্সটোটোপমিবাংসরো ॥ ১৭৪৭

দৃশ্যনঃপালিপাদৈক্যচারুপ্রচুরচারিভিঃ ।

চরন্তঃ মণ্ডলৈশ্চিহ্নৈর্লঘুচিহ্নৈঃস্বরক্ৰমৈঃ ॥ ১৭৪৮

ঐচিত্য্যস্তোচিহ্নাং চৰ্যামলংকারমহংকৃতৈঃ ।

অভিমানবিতুতীনাং নিত্যোৎসুকমনত্যাধম্ ॥ ১৭৪৯

গুণদেশে দোহুলামান নিকলক্ষ শাখাকৃতি কর্ণকুণ্ডলের প্রভা ও চন্দন রেখার কান্তি দেখিয়া বোধ হইতে ছিল যেন তিনি সাহকারে হাস্য করিতেছেন । ১৭৪৪।৪৫

অলস্ত কাষ্ঠদণ্ডের স্তায় পরিদৃশ্যমান তরবারি—নেত্র ও অন্তর্বাসের সহিত—তিনি পদে পদে বিজড়িত হইয়া পতিত হইলেন । তাঁহার যন্ত্রির অধর কর্তৃক সম্মুখাকৃষ্ট নিশ্বল কম্পমান বদন প্রাপ্ত দর্শনে তাঁহাকে স্বল্প লম্বিত কেশরবান্ ভয়কর সিংহের স্তায় দেখাহইতেছিল তিনি চিত্তপথে চলিতে লাগিলেন । তাঁহার চক্ষু মনঃ হস্ত এবং সুস্বরূপ মনোহর গতি বিশিষ্ট ও সুবিস্তৃত পদ সঞ্চাচিত হইতেছিল লঘু সঞ্চাল ও ধীর পদ বিদ্যেগে তাঁহাকে মূর্তিমান মহেশ বলিয়া বোধ হইতেছিল । এবং অহঙ্কারের জ্বল ও অভিমান এবং শক্তির অবিরাম বিকাশ এবং প্রতীক্ষমান হইতেছিল । কিছুতেই তাঁহার আগর ফিলা

অলঙ্কিতকিপ্রপাতং স সর্বোপনয়ধো জনঃ ।
 বিচরন্তঃ তন্মৈক্ষিষ্ট ভিক্ষুযগ্রে বিরোধিনাম্ ॥ ১৭৫০
 রাজবীজী মধোনপ্তা তং প্রবীরঃ কুমারিয়ঃ ।
 ভ্রাতাপি জ্যেষ্ঠপালশ্চ নির্ধাতো বক্তিকোষগাং ॥ ১৭৫১
 হৃদ্যান্নিম্নোন্নতৈস্তৈস্তৈবিশতঃ পরিগচ্ছিনঃ ।
 কুরোধৈকঃ শরাসারৈর্গার্গিকো ভিক্ষুসংশ্রিতঃ ॥ ১৭৫২
 তে ধাবন্তো ব্যভাবান্ত শরৈস্তচ্চাপমির্গতৈঃ ।
 বর্ষোপলৈঃ পুরোবাতপ্ররিতৈরিব দন্তিনঃ ॥ ১৭৫৩
 স রোদ্ধা প্রতিয়োধানাং পাপৈঃ ক্ষিপ্তশ্রুতিঃ খটৈঃ ।
 ক্ষতাস্তো ভয়চাপশ্চ চিরেণ বিমুখীকৃতঃ ॥ ১৭৫৪

দক্ষিত হয় নাই । উদ্‌গীব জনগণও ভিক্ষুকে ক্ষতগতিতে বিপক্ষের
 সম্মুখীন হইতে দেখিয়াছিল । ১৭৪৬'৫০

রাজবংশোৎপন্ন মধুর পৌত্র বীর কুমারিয় ও জ্যেষ্ঠপালের ভ্রাতা
 রক্তিক তাঁহার অহুগমন করিয়া ছিল । ১০৫১

ভিক্ষুর অহুচর গার্গিক একাকী যুগপৎ নিম্ন ও উন্নত হস্তাপববাহী
 আক্রমণ কারিগণকে শরবৃষ্টি করিয়া বাধা দিয়াছিল । ১৭৫২

পূর্ব বাত্যা বিতাড়িত শিলাবর্ষণ কালে হস্তী বেক্রপ পলায়ন করে
 ভক্রপ তাহার ধরু হইতে নির্গত শরবৃষ্টি ভরে তাহার পলায়ন
 করিয়াছিল । ১৭৫৩

হৃদন্ত খশমৈনোর নিক্ষিপ্ত প্রস্তর খণ্ড দ্বারা বিপক্ষগণের রোধক
 গার্গির দেহকৃত এবং ধনুস্তয় হইলে সে অবশেষে পশ্চাৎপদ হইতে
 বাধা হইয়াছিল । ১৭৫৪

তন্মিন্‌প্রচলিতে মার্গৈঃ প্রবিশ্রোচ্চাবচৈর্ভট্টাঃ ।
 তে চ ভিক্ষাচরাঙ্গীনাং সর্কে গোচরমাযসঃ ॥ ১৭৫৫
 ভিক্ষোরেকং কণালক্ষ্যধৈর্য্যং পার্শ্বস্থতায়ুধম্ ।
 অধাবন্তুর্ণমানাশ্চ শূলমেকো বৃহন্তটঃ ॥ ১৭৫৬
 তন্তু প্রচরতঃ শূলং ভিক্ষুরাশ্রিতবৎসলঃ ।
 কিশ্পুপহস্তেনাবেগাৎকেশাজ্জগ্রাহ ধাবিতঃ ॥ ১৭৫৭
 প্রজহার কুর্পাণ্য চ নির্যৎপ্রাণে পতিষ্যতি ।
 তন্মিন্‌প্রচরতো ভূয়ন্তো কুমারিয়রক্তিকৌ ॥ ১৭৫৮
 নিকীর্ভাগৈর্হতে তন্মিষিবিধায়ুধবাহিভিঃ ।
 বিরাধিবোধৈঃ সংনৈজৈস্তমো যুগধিরেথ তে ॥ ১৭৫৯

সে পলায়ন করিলে সৈন্তগণ বিভিন্ন পথে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষু ও তাঁহার সহচর দিগের দৃষ্টি পথে পতিত হইয়াছিল । ১৭৫৫

শূলধারী জনৈক প্রধান যোদ্ধা ভিক্ষুর একমাত্র তরবারি ধারী তুর্লক্ষ্যধৈর্য্য পার্শ্ববরের বিরুদ্ধে ক্রত্যাতিতে গমম করিয়া ছিল । ১৭৫৬

আশ্রিতবৎসল ভিক্ষু অহুচরকে শূলবিদ্ধ হেথিয়া স্বরায় ধাবিত হইয়া তাহার কেশ ধারণ করিলেন । ১৭৫৭

তিনি তাহাকে তরবারির আঘাত করিলেন এবং সে ঐ সাংঘাতিক আঘাতে পতিত হইবার কালে কুমার ও রক্তিক তাহাকে পুনরায় আঘাত করিলেন । ১৭৫৮

এই ব্যক্তি নিহত হইলে নানা অস্ত্র শস্ত্র ধারী শত্রুপক্ষীয় সৈন্ত কর্তৃক তাঁহারা ভিন্‌ভন আক্রান্ত হইলেন । ১৭৫৯

অজায়ন্ত বিবিক্তাশ্চ শস্ত্রসংক্রান্তাহিতাঃ ।

কোটরাজগরাপান্তসরবৌধা ইব ক্রমাঃ ॥ ১৭৬০

অশরুবন্তন্তানহন্ত্য খজাশূলাদিভির্দ্বিষঃ ।

অপমৃত্য শরাসারৈশ্চতো দূরাদবাকিরন্ ॥ ১৭৬১

ভিক্ষাচরমৃগস্ত্রস্ত ভঞ্জতঃ শরপঞ্জরান্ ।

ততো হর্ষ্যাংখশৈমূক্তাঃ পুষ্টাঃ পাবাণবৃষ্টয়ঃ ॥ ১৭৬২

পাবতন্তস্ত ঘোরাশ্রবষ্টিঐষ্টিঐবদ্বর্ণাঃ । •

নিমমজ্জ যকৃৎপিণ্ডং ভঞ্জন্ পার্শ্বে শিলীমুখঃ ॥ ১৭৬৩

ক্রাঘ্রা ক্রৌণি পদান্তান্ত স পপাত দিশনৃক্ষিতেঃ ।

ততশ্চিরপ্ররুঢ়ং তু কম্পাৎ বিদ্বিষতাং হরন্ ॥ ১৭৬৪

বৈরীগণ তাঁহাদের অস্ত্র শস্ত্র দ্বারা সমস্ত হইয়া পলায়ন করিল।
রক্ষ কোটরস্থ অজগর মধুপকুল বিভাড়িত করিলে বৃক্ষ যেমন একাকী
দৃষ্ট হয় তাঁহারাও ভদ্রপ হইলেন। ১৭৬০

শত্রুপক্ষ তরবারি শূল ইত্যাদি দ্বারা তাঁহাদিগকে নিধন করিতে
অশক্ত হইয়া অপমৃত হইল এবং দূর হইতে শর দ্বারা তাঁহাদিগকে
আচ্ছন্ন করিল। ১৭৬১

সিংহ সদৃশ ভিক্ষাচর শর পিঞ্জর ভেদ করিয়া গমন
করিতে লাগিলেন, খশেরা হর্ষ্য হইতে শিলাখণ্ড বর্ষণ করিতে
লাগিল। ১৭৬২

ঐ ভয়ঙ্কর প্রস্তর বর্ষণে তাঁহার মস্তক আঁতত করিল এবং ক্রত
গমনকালে একটা শর তাঁহার পার্শ্বদেশ বিদ্ধ করিয়া যকৃৎ পিণ্ডে
প্রবেশ করিল। ১৭৬৩

তিন বায়ু মাত্র পক্ষ্মপের শর পৃথিবী কম্পিত করিয়া, তিনি

কুমারিয়োহপি বাণেন বিহবজ্জববদ্বনা ।
 ব্রণিতোপাপত্তত্তুঃ পাদোপান্তোপজীবিতঃ ॥ ১৭৫৫
 রক্তিকস্ত শরৈণৈব বিহ্বো মর্শ্বণি বিহবলঃ ।
 সজীষিতোপি নিজীব ইব ভূমাবুপাবিশৎ ॥ ১৭৬৬
 মহাকুলীনৈঃ সহিতো হতো ভিক্ষুরশোভিত ।
 বজ্রাবভগঃ শিখরী পুন্পিঠৈরিব পাদটৈঃ ॥ ১৭৬৭
 ইয়তো রাজক্রেস্ত্র মধ্যে হর্যনুপাংপরঃ ।
 নাবমাংস্ত মানস্ত স্বভূক্তিকোঃ পরং পদম্ ॥ ১৭৬৮
 বিধাতা নিত্যবিধুরস্তেজোঐর্ঘ্যভিমানিতঃ ।
 অকুঠেন ধ্বং চক্রে গৃহীতাত্মপরাজয়ঃ ॥ ১৭৬৯

নিপতিত হইলেন । এই পতনে তদীয় শত্রুগণের বহুকাল স্থায়ী
 গভীর আশঙ্কা দূরীভূত হইল । ১৭৬৩

কুমারিও বন্ধনে (কুচকি দেশে) বাণবদ্ধ হইয়া প্রভুর পদতাল
 মৃতবৎ পতিত হইলেন । ১৭৬৫

রক্তিকও হৃদয়ে শরবদ্ধ হইয়া শিহল হইলেন । তিনি নিজীববৎ
 ভূমে উপবশন করিলেন । ১৭৬৬

ভিক্ষু মহাকুলীনদিগের সতিত নিহত হইয়া পুন্পিত তরুসহ বজ্রভগ্ন
 গিহিতুড়ায় ভায় শোভা পাইতে লাগিলেন । ১৭৬৭

হর্ষের গারে রাজকুবর্ণের মধ্যে ভিক্ষু অবমানিত না হইয়া সঙ্গমানে
 পরমশয় প্রাপ্ত হইয়াছিলেন । ১৭৬৮

যুদ্ধিও বিধাতা তাঁহার প্রতি নিত্য প্রতিকূল, তথাপি অদম্য শক্তির
 প্রভাবে যুদ্ধকাল পর্য্যন্ত পরাজয়কে ভ্রম জান করিয়াছিলেন । ১৭৬৯

কো ববাকো মহর্ষীনাং সৌগ্রে পূৰ্বমহীভূতাম্ ।

উদাত্তেনতুরুত্যেন তে স্বভাগ্রে ন কিঞ্চন ॥ ১৭৭০

আহোপুরুষিকাশ্চৈবরোহস্তির্বিষডটৈঃ ।

তদবস্থদাত্তোপি শজ্জ্যাগুরু কুমারিযঃ ॥ ১৭৭১

ক্ষুরন্তোদ্ধবামিত্যেব স প্রহাণবশত্থা ।

বিজ্ঞাততর্হৈররিভিক্রিততা বহুশো হতঃ ॥ ১৭৭২

বিপন্নশ্লিষ্মলং মৃঢ়াঃ শত্রুরিতি নিন্দিতাঃ ।

খটৈঃ প্রজহ্রুর্কহুশো হতে ভিক্ষৌ দিবন্তটাঃ ॥ ১৭৭৩

অবিধেয়াযশস্তীত্রপ্রণবেদনমাধনৈঃ ।

কৈশিচ্চিহ্নীবিভপ্রাণো রক্তিকঃ শস্ত্রিভির্হতঃ ॥ ১৭৭৪

বিপুল ঐশ্বর্য সম্পন্ন পূর্ববর্তী মহাপালদিগের সহিত তুলনায় তিনি কি একজন ভিক্ষুক ছিলেন না ? কিন্তু ইঁহার মৃত্যুর তুলনায় তাঁহার ইঁহার নিকট অকিঞ্চিংকর । ১৭৭০

শত্রু সৈন্য মহোন্মাদে অগ্রসর হইলে, কুমারিয়া, একুপ অবস্থার যজ্ঞপায় পতিত হইয়াও অল্প লইয়া তাহাদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন । ১৭৭১

আঘাতে অবসন্ন হইয়াও যেন যুদ্ধ করা উচিত এই বিবেচনায় তিনি ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে লাগিলেন এবং এই জল শত্রুগণ তাঁহার বিক্রম বুঝিয়া বারবার তাঁহাকে আঘাত করিতে লাগিল । ১৭৭২

“মৃতগণ, মৃত ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট আঘাত হইয়াছে,” বলিয়া খশেরা তাহাদিগকে নিন্দা করিলেও, বিদ্রোহী সৈন্যদল পুনঃ পুনঃ মৃত ভিক্ষুর দেহে আঘাত করিতে লাগিল । ১৭৭৩

নির্জীবপ্রায় এবং তীব্র আঘাতের বেদনায় অল্প সঞ্চালনে অক্ষম রক্তিক কতিপয় নিকটই সৈন্যের অস্ত্রে নিহত হইলেন । ১৭৭৪

বয়সদ্বিশতিং বর্ষাশ্ব মাসাংশ চ ভুক্তবান্ ।
 স যষ্ঠাশ্বাসিতজ্যেষ্ঠদশমাং নৃপতির্হিতঃ ॥ ১৭৭৫
 নিদানং বিপ্লবে দীর্ঘে সর্বনাশেপি কারণম্ ।
 ৫ ষাং বভূব তেপ্যেবং তুষ্ঠ্যবুঃ সত্ববিস্মিতাঃ ॥ ১৭৭৬
 নেত্রস্পন্দং ক্রবোঃ কম্পং শ্বেরাশ্চক্ষুঃ চ নামুচৎ ।
 সজীবমিব তনুশ্চ ক্রিয়তীরপি নালিকাঃ ॥ ১৭৭৭
 একং ব্যোম্যাবিশচ্চিত্তভাঃ ভূমৌ পুনঃ পরম্ ।
 তদেহম্পরংসঙ্গং ধারাবু চ বিদজ্জড়ম্ ॥ ১৭৭৮
 সচিবা বিজয়ক্ষেত্রস্থিতস্তাগ্রে মহীপতেঃ ।
 তেবাং ত্রয়াণাং মুণ্ডানি ততোস্তেজ্যাকৃপাহবন্ ॥ ১৭৭৯

লোকিকাক্ষের যষ্ঠ বৎসরে (৪২০৬) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয়
 দশমীতে ত্রিশ বৎসর নয় মাস বয়সে রাজা ভিক্রু নিহত
 হইলেন । ১৭৭৫

ভিক্ষাচর বাহাদিগের দীর্ঘকাল বিপ্লব ঘটাইয়াছিলেন, এবং তাঁহার
 দ্বারা বাহাদিগের সর্বনাশ হইয়াছিল তাহারা ও তাঁহার সঙ্ঘোৎকর্ষের
 প্রশংসা করিয়াছিল । ১৭৭৬

গতানু ভিক্রুর মৃত্ত কিয়ৎকাল পর্যন্ত সজীববৎ ছিল, নেত্রস্পন্দন,
 ক্রকম্প ও মহাস্ত বদন সহসা বিলুপ্ত হয় নাই । ১৭৭৭

তাঁহার এক দেহ (শব্দ) বিমানে অঙ্গরা সঙ্কে মিলিত হইল ;
 অপর দেহ (হুল) ক্ষিতি জলকে, জড় (শীতল) জানিয়া অগ্নিতে
 প্রবেশ করিল । ১৭৭৮

পরদিন রাজসচিবগণ ঐদন জনের মৃতক লইয়া বিজয়ক্ষেত্রস্থিত
 রাজা অঙ্গসিংহের সম্মুখে উপনীত হইলেন । ১৭৭৯

শ্রীমদ্বারহস্তদ্ব্যংগশাঙ্কাদিপ্রকাশনে ।

দৃষ্টচিত্তব্রতাবোধিক্ষণাৎ পার্থিবভুত্বা ॥ ১৭৮০

তত্র তজ্জাহ্নতং ভাবং দর্শয়ন্তু বনাত্তুতম্ ।

পরিচ্ছেদ্যাহুভাবত্বং ন কেয়ামপি গজ্জতি ॥ ১৭৮১

নাদৃশ্যনিহতোমাধাঃ পিতৃশ্মে যোপ্যতুদিত্তি ।

ন জহর্ষ বিনষ্টেয়ং রাজকণ্টক ইত্যপি ॥ ১৭৮২

নাকুপ্যৎস পিতৃশ্মুণ্ডমেব ভ্রমিতবানিত্তি ।*

বীক্ষ্য ভিক্ষোঃ শিরোব্যাজভাবাদায়ত্চিস্তয়ৎ ॥ ১৭৮৩

আকারস্তাস্ত্র সংভাব্যং সৎ ন ধ্বয়বৈকৃতম্ ।

বৈশত্য়ং ক্ষটিকশ্বেব নাকীলোকোপতপ্ততাম ॥ ১৭৮৪

যে সমুদ্র, লক্ষ্মী, অমৃত, কোস্তভ, ঐরাবত উচ্চৈশ্রবা, চন্দ্র ও ধ্বংসুরি প্রভৃতি উৎপন্ন করিয়াছেন সেই সমুদ্রতুল্য রাজা জয়সিংহ ও অজুত স্বভাব । তিনি ভুবনমধ্যে বহুবিধ ভাবপ্রকাশ করার কেহই তাহার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে নাই । ১৭৮০।৮২

তিনি পিতার অজ্ঞেয় শত্রুকে নিহত করিয়াছেন বলিয়া গর্বিত হইলেন না; রাজকুলের কণ্টক বিনষ্ট হইয়াছে বলিয়া হর্ষ প্রকাশও করিলেন না, এই ব্যক্তিই আমার পিতার মন্তক লইয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়াছিল বলিয়া কুপিত হইলেন না ; প্রভাত ভিক্ষুর মন্তক দেখিয়া অবপটে সদয়ভাবে চিন্তা করিতে লাগিলেন । ১৭৮২।৮৩

“এই বেহের সম্বোধনাদিগুণেরই সম্মান করিতে হয়, যেবাদি বিকারের আলোচনা করা উচিত নহে ; ক্ষটিকের বিমলভাট দেখিতে হয় স্বর্ঘ্যালোকে যে উজ্জ্বল সঞ্চিত হয় তাহা পরিভ্রমিত নাই । ১৭৮৪

উৎকর্ষাপ্রভৃতি ব্যক্তমমুং যাবন্মহীভুজম্ ।
 হা দিক্শুস্বভূতানা দৃষ্টং নেহ দেহবিসর্জনম্ ॥ ১৭৮৫
 প্রসাদবিত্তা যোপ্যাসম্পূৰ্ণমন্ত্রোৰ্ধ্বরাত্নজঃ ।
 তটস্থ ইব যৌকস্তু তেজ মুণ্ডাবশেষতাম্ ॥ ১৭৮৬
 ইতি ক্ষিতীশোসামাত্তসৌজন্তোস্তর্কিচারয়ন্ ।
 আদিদেশ রিপোঃ শীঘ্রং তাদৃশস্তাস্তসংক্রিয়াম্ ॥ ১৭৮৭
 নিদ্রাচ্ছেদে চ নিশি তু ধায়ন্তস্তোদয়াত্যয়ো ।
 ভবম্ভাববৈচিত্র্যং মুহুর্শুভরচিস্তথং ॥ ১৭৮৮
 অপি বর্ষসহশ্রেণ দেশে দায়াদহঃস্ফিতিঃ ।
 নুনং ন ভবিতা ভূয় ইতি লোকোপায়মত্ ॥ ১৭৮৯

রাজা উৎকর্ষ হইতে আরম্ভ করিয়া এই রাজা পর্যন্ত সকলেই
 এইরূপেই দেহ বিসর্জন করিল ; স্থপ-মৃত্যু কাগরও ভাগ্য ঘটে নাই ;
 হা কষ্ট ! ১৭৮৫

পূর্বে যাহারা এই রাজার প্রসাদবিত্তভোগী ছিল অধুনা তাহারা
 মুণ্ডমাত্রাবিশিষ্ট প্রভুরদিকে উদাসীনবৎ কণীক করিতেছে । ১৭৮৬

ক্ষিতিপতি এইরূপ মনে মনে চিন্তা করিয়া অসামান্য সৌজন্ত
 প্রদর্শন পূর্বক তাদৃশ দুই শত্রুরও সমস্ত সংকারার্থ আদেশ প্রদান
 করিলেন । ১৭৮৭

নিশাকালে নিদ্রাভক্ত হইলেই তিনি তাঁহার (ভিক্র) উদয় ও
 পতন চিন্তা করিতে করিতে সংসারের বৈচিত্র্য ভাবিতেন । ১৭৮৮

লোকেরও মনে করিল অতঃপর সমস্তবৎসরেরও এদেশে জাতি কলহ
 রূপ হইবে আর থাকিবে না । ১৭৮৯

দধু তৃণং তম্বু ঘনং প্রতনোতি শল্লং

বৃষ্টিং শৃঙ্গত্ব্যপচিতোন্নদিনং প্রদর্শ্য ।

বৈচিত্র্যসংস্পৃশি বিধেনিয়মেন কৃত্যে

ন প্রত্যয়ঃ কচন চক্ষুঃশিচয়ন্ত ॥ ১৭৯০

কৃত্যং নির্বর্ত্য বিশ্রাষ্ট্য ধীরস্তাবগতো মনঃ ।

বিধির্বিধন্তে দীর্ঘাক্ষকার্যভারসমর্পণম্ ॥ ১৭৯১

আরোহঃ প্রথমস্ত দীর্ঘদমনপ্রান্তরমস্তাভিগু

নো সংতাজ্যত এব পাদকটকো যাবদ্বিতীয়োখিলঃ ।

বাহুস্তাসনবক্ষিপঃ কলয়তো ভারাবতারান্ সুখা-

স্তারোহেণ পরেণ তাবদসহাধিষ্ঠীকৃত্যে পৃষ্ঠভূঃ ॥ ১৭৯২

দৈবগতিকে ক্ষুদ্র তৃণদধু হয়, তৎপরেই শল্লরাজি বিস্তৃত হয়, একদিন উৎকট উষ্ণ দেখা যায় পরেই বৃষ্টিপাত হয় বিধির নিয়ম এইরূপ বৈচিত্র্যপূর্ণ নিশ্চয়তা কোথায়ও নাই, তাহাতে প্রত্যয়ও নাই । ১৭৯০

সুখী পুরুষ আরকু কণ্ড শেষ করিয়া বিশ্রামার্থ মনোনিবেশ করিতেছেন অমনি বিধাতা তাঁহাকে অপর দীর্ঘাক্ষার্যভার অর্পণ করেন । ১৭৯১

প্রথম আরোহীর দীর্ঘ ভ্রমণ হেতু ক্লান্ত এক চরণ পাদকটক (রেকাব) হইতে সবেমাত্র অপসারিত হইয়াছে, দ্বিতীয় চরণ তখনও রেকাব ছাড়ে নাই ; আসন (জিন) পৃষ্ঠে বন্ধই আছে, তথাপি অর্থ মনে করিতেছে এইবার ভার লাঘব হইল একটু আশ্রয় পাইব ; হায়, দেখিতে দেখিতে অপর এক ব্যক্তি পৃষ্ঠদেশে আসীন হইল । ক্রোশ অসহ্য নহে কি ? ১৭৯২

এবমেব কপামাত্রং যাজ্যো নিঃশত্রুতাং গতে ।

শোকমুকো নৃপত্যাগ্রং প্রাবিশল্লেন্ধহারকঃ ॥ ১৭২৩

পৃষ্ঠঃ সঠৈঃ স সংভ্রাট্টৈর্ঘনিম্নেবাহ্নি ভূপতেঃ ।

যাতো ভিক্ষাচরঃ শাস্তিমরাতিদ্বিত্বঃস্থিতিঃ ॥ ১৭২৪

ভ্রাতরৌ লোহবর্গিরৌ বন্ধৌ বৈমাতুরৌ পুরা ।

ভ্রাতৌ স্তস্‌সলভূপেন যৌ ভৌ সল্লংলোঠনৌ ॥ ১৭২৫

জ্যেষ্ঠে মূতে কোট্টিত্যৈঃ কনিষ্ঠঃ লোঠনঃ হঠাৎ ।

তমিহাশু ত্রিধামায়ামভিযুক্তমভাষত ॥ ১৭২৬

সুভ্রাতৃসুতৈর্দ্বৈধৈঃ রাজ্যাহৈঃ সহ পঞ্চভিঃ ।

নির্ধাতং বন্ধনাদূচে কোণেশু স তমীশ্বরম্ ॥ ১৭২৭

একরাত্রি রাজ্য রাজ্য নিকপত্রব হইয়াছে এমন সময়ে এক
পত্রবাহক শোকে বাক্যহীন হইয়া রাজসমীপে উপস্থিত
হইল । ১৭২০

সভাসম্মুখ সসম্মুখে তাহার প্রজ্ঞাপন করিলে হৃত । বলিল যে দিন
নহা রাজ্যের ক্রন্দনায়ক শত্রু ভিক্ষাচর চিরশাস্ত সেই দিন লোহব
কোট্টিত রাজকর্ম চারীরা লোঠনকে রাজ্যকালে তথায় অভিষিক্ত
করিয়াছে । রাজা স্তস্‌সল স্বীয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতৃদ্বয় সহস্র ও
লোঠনকে লোহব দুর্গে পূর্বে কারাবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন,
জ্যেষ্ঠ সহস্র গত্যসু হইয়াছেন; অশু সহস্র লোঠন রাজা
হইয়াছেন । ১৭২৪/১৭২৬

লোঠন একগণে কারাবদ্ধ, পুত্র, ভ্রাতৃপুত্রাদিতে পাঁচ জন রাজ্য-
প্রদাসী এবং ধনাগার অধিকার করিয়াছে । ১৭২৭

দ্রুমেত যুগ্মোক্তন্যেৎপ্রসাবিতভুজঃ পতেৎ ।

স্বপ্যাদিসূত্রো নিঃস্পন্দদৃক্ গচ্ছেদথ ব্রহ্ম ॥ ১৭৯৮

দীর্ঘমৌহ্যশমক্ষিপ্রমুদুকৃতমনা নৃপঃ ।

অসৌ তৎকালনিপতদুর্কার্ত্তাৎজুর্গিতঃ ॥ ১৭৯৯

ইতি সংভাব্য দিক্‌পালৈরপি সাকুতমীক্ষিতঃ ।

নাকারাগারচেষ্ঠাভিঃ প্রাগবহ্নাৎ জহৌ নৃপঃ ॥ ১৮০০

নহনস্তাভিভূতেন সর্কসৌসম্ববর্ত্তিনা ।

তাদৃশা বৈশসেনাত্তঃ সৃষ্টপূর্ব্বো হি ভূপতিঃ ॥ ১৮০১

পিভ্রাত যৎলায়ষ্টং রাজ্যং ভূমঃ প্রদাদিতম্ ।

অনেনাপি হতারাতি বিহিতং পৈতৃকং পদম ॥ ১৮০২

দ্রুংসংবাদরূপ বজ্রপাতে রাজা হস্ত চূর্ণিত হইয়া বাইবেন, কেননা দীর্ঘকাল রেশভোগের পর শাস্তি লাভ করায় তাঁহার চিত্ত যুগ্মভাব ধারণ করিয়াছিল; অথবা তিনি কতই বিলাপ করিবেন, শোকে মুগ্ধ হইবেন, কত দৈন্ত্য করিবেন, হাত পা ছড়াইয়া পড়িবেন, অবসন্ন হইয়া নিদ্রা যাইবেন, নিশ্চই নিঃস্পন্দ লোচন হইবেন, দিকপালগণও লশঙ্কচিত্তে রাজার ঈদৃশী দশা ঘটিবে ভাবিতেছিলেন, কিন্তু কি বাহ্যিকারে কি অক সন্মিলনে কোনরূপেই তাঁহার পূর্কাবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই । ১৭৯৮।১৮০০ ।

কিন্তু রাজা এমন উপাদানে সৃষ্ট হন নাই যে তাদৃশ দ্রুংথে সহজে অভিভূত হইয়া পড়িবেন, সর্ক রেশ লভ করিতে অসমর্থ হইবেন । ১৮০১

তাঁহার পিতা যে বলে বলীয়ান হইয়া নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার করেন, তিনি সেই বলে অরাতি নিহত করিয়া পৈতৃক পদ প্রাপ্ত হইয়াছেন । ১৮০২

হারিতে। হুৰ্গকোশো তৌ নষ্টনাশাপি দারকঃ ।

দায়াদশেষো যত্নৈকো নির্জনো বীতবাক্রবঃ ॥ ১৮০৩

ধনমানাস্তক্কড়রিবর্ষান্বাসনমাদধে ।

উপপ্লবপ্রিয়ে দেশে তত্রৈকশ্মিমহতেহিতে ॥ ১৮০৪

মিল্লহুর্গার্ঘসংপন্নাঃ প্রোদ্ধুতাঃ ঘড়িরোধিনঃ ।

ভিন্নপ্রকৃতিকং কোশশূন্তমেতচ্চ মণ্ডলম্ ॥ ১৮০৫

তাদৃগ্নিকবনিস্তীর্ণমাহাশ্মাস্ত মহৌপতেঃ ।

ধৈর্বেণ স্পর্ধিতুং জ্ঞানে রাঘবোপি সলাঘবঃ ॥ ১৮০৬

হুৰ্গ ও ধনাগার পর হস্তগত হইয়াছে ; যে নবশিঙুর নামকরণ পর্যন্ত হয় নাই—একমাত্র অবশিষ্ট জাতি বলিয়া বাহার জীবন রক্ষিত হইয়াছিল—যে ধনহীন, বাক্রবরহিত, সেই (ভিক্ষাচর) এই বিপ্লবপ্রিয় রাজ্যে বহুবর্ষ ধরিয়া ধনমানাস্তকর বিপদ আনিয়াছিল ; সেই একমাত্র শত্রু যেমন নিহত হইয়াছে, অমনি সুলভ, হুৰ্গ ও কোশ সম্পন্ন ছয়জন উদ্ধৃত হইল ; এদিকে প্রজাদিগের মধ্যে ঐক্যের অভাব, রাজকোষ শূন্য । রাজ্যের অবস্থা এইরূপ । এতাদৃশ ব্যসনরূপ নিকষ প্রস্তরে বাহার মাহাশ্মা পরীক্ষিত, আমাদিগের জ্ঞান হয়, ইহাঁর সহিত তুলনা করিলে রঘুকুলান্তিক রাঘচন্দ্রের লঘুতা হইবে । সাম্রাজ্য লাভ সময়ে এবং নির্বাসন আজ্ঞা গ্রহণ কালে যে রামচন্দ্র সমান রূপ মুখকান্তি ধারণ করিয়াছিলেন, বাহার পিতা দশরথ তদীয় অসামান্য গুণগ্রামে মোহিত হইয়া বলিয়াছিলেন—আহা, রামচন্দ্রকে যখন রাজ্যে অভিষিক্ত করিবার জন্ত আমি আহ্বান করি এবং “বনবাসী হও” বলিয়া বিদায় দিই, কোন সময়েই রামচন্দ্রের জীবনাত্ত ও মুখাবয়ব বিকৃত দেখি নাই । পুত্রগণবিমুগ্ধ দশরথ এই কারণে রামকে বলিয়াছিলেন,

প্রাকৃপোষিতং হি সাম্রাজ্যদানে নির্বাসনে চ তম্ ।
 তুলায়ুজ্ঞাবমশ্মার্বোৎপিতৈবং গণয়নুত্তরান্ ॥ ১৮০৭
 আহুতশ্রাভিষেকায় বিন্ধেইশ্র বনায় বা ।
 ন ময়া লক্ষিতস্তত্ত্ব শ্লোপ্যাকারবিপ্লবঃ ॥ ১৮০৮
 কান্তেষু কাননান্তেষু সকাশ্বে সানুজং চ তম্ ।
 ভূয়ঃ শ্রিয়ং প্রতিশ্রুত্য স্থাতুং সাবধি সোভ্যথাৎ ॥ ১৮০৯
 একক্ষণানুভূতেষ্মিলংঘটে স্তম্ভদুঃখয়োঃ ।
 ঈদৃক্তদ্বাদশভেদাদনয়োরন্তরং মহৎ ॥ ১৮১০
 নিয়তং নিরূপাদানং শক্তিং দর্শয়িতুং জনৈঃ ।
 নানোপকরণগ্রামং সংনক্লোশাচ্ছিনবিধিঃ ॥ ১৮১১
 অত্যন্তুতানি কৃত্যানি বক্ষ্যমাণানি ভূপতেঃ ।
 কোমুখ্য বহু মন্ত্ৰেত সামগ্ৰ্যে সতি সংপদান্ ॥ ১৮১২

“বৎস তোমাকে চিরকাল বনবাসী হইতে হইবে না, চতুর্দশ
 বৎসর অন্তে তোমায় রাজ্য দান করিব, তুমি রমণীয় কানন প্রদেশে
 ভাব্যা ও অমুজ লইয়া অবস্থান কর—” ১৮০৯

রাজা রামচন্দ্র ও জয়সিংহ উভয়েই এককালে প্রবল স্তম্ভ দুঃখের
 যুগপৎ ভাজন হইয়াছিলেন ; কিন্তু অবস্থা বিবেচনা করিলে উভয়ের
 মহৎ অন্তর দৃষ্ট হয় । ১৮১০

সর্ববিধ উপকরণহীন জয়সিংহের অসাধারণ শক্তি লোকমধ্যে
 প্রকটিত করিবার অভিপ্রায়েই যেন বিধাতা তাঁহাকে সর্বপ্রকার
 পার্শ্ব উপায় রহিত করিয়াছিলেন । ১৮১১

রাজার অত্যাশ্চর্য কার্যকলাপ বর্ণনা করা বাইতেছে, যদি

ধৈর্য্যাকিনী কার্যশেষে জাতুং রাজ্যে সন্তুষ্টম্ ।
 পুষ্টৌধ কোট্টবৃত্তান্তমাচখৌ লেখহারকঃ ॥ ১৮১৩
 উৎসৃজ্য ভাগিকে কোট্টং প্রয়াতে মণ্ডলেশ্বরঃ ।
 লুপ্তোদ্ধোগোভবদন্তপ্তৌ প্রেমা সংপৎপ্রমত্তমীঃ ॥ ১৮১৪
 মণ্ডনাভ্যবহারস্বীভোগৈকাগ্রো মদোগ্রয়া ।
 স বৃত্তা ভববৈমুখ্যাধাত্ৰাভব্যং ব্যবহারং ॥ ১৮১৫
 কুল্যাহুকৃষ্ণিনা দৃষ্ট্যুৎপাটনাদেঃ স বারিতঃ ।
 দেবেন নাদাধকানাং কাংচিদ্রক্ষাকমাং জিয়াম্ ॥ ১৮১৬
 মাদ্রাব্যদয়নো নাম কাহ্নহঃ স্থলবাহিতঃ ।
 মাক্ষিকশ্চ প্রতীহারো বহুশূলস্ত মজ্জিগঃ ॥ ১৮১৭

তাহার সম্পদ সামগ্রী প্রচুর থাকিত, তাহা হইলে কে উহা আদর
 করিয়া বর্ণন করিত ? ১৮১২

সমুদ্রবৎ ধৈর্য্য সম্পন্ন রাজা অবশিষ্ট বৃত্তান্ত জানিবার জন্য পত্র-
 বাহককে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিতে লাগিল । ১৮১৩

ভাগিক কোটাধিকার ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিলে মণ্ডলেশ্বর
 প্রেম সম্পদ গ্রাপ্তে বুদ্ধিব্রান্ত হইয়া উঠে—ও দুর্গরক্ষা বিষয়ে উদ্বেগ-
 হীন হইয়া পড়ে । ১৮১৪

সে সর্বদাই দেহে অহ্মলেনন, জীসন্ডোগ ও বিলাসাদিতে মত্ত
 থাকিত । অত্যন্ত আচরণে অনেককে বিরোধী করিয়া তুলে । ১৮১৫

মহারাজ করুণাবশতঃ জাতিগণের চক্ষুঃপাটনাদির আদেশ দেন
 নাই বলিয়া সে কারারুদ্ধদিগের রক্ষা বিষয়ে অসাবধান হয় । ১৮১৬

উদয়ন নামক এক চক্ষাভকারী হুমাকাক্ষ কাহ্নহ ও প্রতীহার

পুত্রো ভীমাকরশ্চেন্দ্রাকবচাত্তরে সমম্ ।

হৃৎকবন্তত্র তত্র বধং প্রেমো ব্যচিস্তয়ম্ ॥ ১৮১৮

অলকো হৃদমপ্রাপ্তাবসরৈত্তৈঃ কদাচন ।

কোট্টাদট্টালিকাং কার্যবণাদবকরোহ সং ॥ ১৮১৯

কশ্মীরেভ্যো নুপেণাভাবশেষপ্রাণবৃত্তিনা ।

প্রৈষি শাসনমেতাদৃগিতি প্রত্যয়সিক্ষয়ে ॥ ১৮২০

কোট্টৌকসামশেষাণাং চলেথাষ্মিধায় তৈ ।

নিবন্ধসংবিদঃ পূৰ্ণমভিষেচ্যস্ত ভাৰ্যয়া ॥ ১৮২১

দৃষ্ট্বা হুর্গাঃশ্রির্নিগড়ং কৃষ্ণা চ নিশি লোঠনম্ ।

সিংহরাজস্বামিবিষ্ণুপ্রাসাদাং যেষচন ॥ ১৮২২

মাত্রিক, ভীমাকরের পুত্র ইন্দ্রাকরের সহিত পরামর্শ করিয়া দৃঢ়প্রতিভা
মন্ত্রী প্রেমের বধ সাধনার্থ উপায় চিন্তা করিতেছিল । ১৮১৭।১৮

কিন্তু তাহারা প্রেমকে বধ করিবার কোন সুর্যোগ পায় নাই ।
প্রেম কোন সময়ে লোহরকোট হইতে অট্টালিকা নামক স্থানে
অবতরণ করে । ১৮১৯

ইত্যবসরে তাহারা লোহরকোটস্থ লোকদিগের প্রত্যয়ার্থ এইমর্মে
শুশ্রূষা প্রস্তুত করে, “যেন কাম্বীররাজ সুমুর্দশার উপনীত হইয়া
তথাকার কাম্বীরীদিগকে এই আজ্ঞা পাঠাইয়াছেন । ইতঃপূর্বেই
তাহারা লোঠনের ভাৰ্য্যাকে লইয়া মজ্ঞা করে, এবং তাহাকেই সিংহা-
সনে অভিষিক্ত করিতে অভিলাষী হয় । কিন্তু রাজিকালে লোঠনের
সহিত সাক্ষাৎ করিয়া, তাহার শৃঙ্খল মুক্ত করে, এবং হুর্গ হইতে
তাহাকে সিংহরাজস্বামীরিষ্ণুপ্রাসাদে সমুখে লইয়া যায় এবং সেই
রাজিতেই অভিষেক করে । ১৮২০—১৮২২

শারদাখ্যা ধ্রুবেকা কাপি শ্রুসল ভূপতেঃ ।

তজ্জ স্থিতাভবৎক্ষুদ্রা তেযামমুমতপ্রদা ॥ ১৮২৩

ভদ্রপিতৈরয়োযজ্ঞভজনৈরগগানি তে ।

কোশান্নিবার্য পরীপ্তং কোশরত্নাদি জহ্নিরে ॥ ১৮২৪

সভৃত্যেঃ সপ্তভিস্ততৎসাহসং শ্রুমহৎকৃতম্ ।

দানেন ত্যাজিতায়ামা চণ্ডালৈঃ প্রতিকূলতা ॥ ১৮২৫

ভেরীতুর্গাদিনির্ঘোষৈর্নির্নিদ্রাঃ কোট্টবাসিনঃ ।

কৃতরাজোচিতাকল্পমপশুন্নথ লোঠনম্ ॥ ১৮২৬

অদৃষ্টপূর্বতাদৃক্ষোদাত্তবেষঃ স বিশ্বম্ ।

নিশ্চে জনানুপামাতাযোগো দীপৈঃ প্রকাশিতঃ ॥ ১৮২৭

রাজা শ্রুসলের শারদা নামে কোন সামান্য প্রমদা তথায় অবস্থান করিত, সেই নারীই উক্ত কার্যের অন্তিমোদনকারিণী ছিল ! ১৮২৩

উক্ত রমণীই অর্গলাদি ভগ্ন করিবার জন্ত লোহ যজ্ঞাদি অর্পণ করে, উহারা তৎসাহায্যে তালাচাবি ভাঙ্গিয়া কোষাগার স্থিত প্রভূত ধনরত্নাদি অপহরণ করিয়াছে । ১৮২৪

তাহারা ভৃত্যসমেত সাতজনে মিলিয়া এই দুঃসাহসের কার্য করিয়াছে, ধনাগার রক্ষী চণ্ডালদিগেকে টুংকোচদানে বশীভূত করিয়া প্রহরা হইতে সরাইয়া দেয়, স্ততরাং প্রহরীরাও কোনরূপ বাধা দেয় নাই । ১৮২৫

ভেরী তুরীর নির্ঘোষে দুর্গবাসীরা জাগরিত হইল, এবং রাজোচিত পরিচ্ছদে ভূষিত লোঠনকে দেখিল । ১৮২৬

অদৃষ্টপূর্ব মহার্ঘবেশে শোভিত, দীপালোকে সমুজ্জ্বল, অমাত্য বেষ্টিত লোঠনকে দেখিয়া লোকে বিস্মিত হইল । ১৮২৭

প্রেমঃ পার্শ্বস্থিতভ্যামানয়েদারকোস্তিকম্ ।

সসৈন্তৌ স্বভুবচৰ্মপাসিকাখ্যৌ চ ঠকুরৌ ॥ ১৮২৮

তদাশ্বযাহিতান্ধবভঙ্গতেষামশেষতঃ ।

রাত্রিশেষশ্চ চন্দ্রাংস্তম্পর্শপাণ্ডুরশীর্ণত্ব ॥ ১৮২৯

প্রাতঃ প্রেমাত্ম দুর্বার্ত্তীশ্রবণেনোঞ্চদারুণঃ ।

সংতাপ্যমানশ্চোষণঃশুকরৈ রোদ্ধ,মুণাঘরৌ ১৮৩০

তং প্রতোলীতল প্রাপ্তং নির্যাতৈর্দৈরিসৈনিকৈঃ ।

পরাস্বপীকৃতঃ বীক্য চকিতোন্মাস্তিকং প্রভোঃ ॥ ১৮৩১

প্রবেতি ভূভৃশ্বরয়া লুপ্তং লোহরমস্ত্রিণম্ ।

বিসমর্জ্যেদয়দ্বারপতিমানন্দবর্দ্ধনম্ ॥ ১৮৩২

প্রেমার তরুণ বয়স পুত্র দুর্গের সন্নিকটে অবস্থিত ছিল, পাছে তত্রত্য ঠাকুরদ্বয় চৰ্ম্ম এবং পাসিক, সসৈন্তে তাহাকে লইয়া আক্রমণ করে, তাহাদিগের এই ভয় হইয়াছিল, কিন্তু রজনীর শেষভাগ চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত হওয়ায় তাহারা আশ্বস্ত হইল । ১৮২৮।২৯

পরদিন প্রভাতে প্রেম এই সংবাদ পাইয়া—ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং প্রচণ্ড রোদ্ৰতাপে উত্তাপিত হইয়াও যুদ্ধার্থ আগমন করিলেন । ১৮৩০

কিন্তু তিনি প্রতোলীর সমতল প্রদেশে উপস্থিত হইবামাত্র দুর্গ হইতে শত্রুপক্ষীয় সৈন্তেরা বহির্গত হইয়া তাহাকে আক্রমণ করে, তিনি রণে পরাস্বপ্ত হইলেন দেখিয়া আমি প্রভুর সন্নিকটস্থে আগমন করিতেছি । ১৮৩১

দূতমুখে সমুদায় বৃত্তান্ত শুনিয়া রাজা সত্বরে লোহর মন্ত্রী লুপ্ত, এবং দ্বারপতি আনন্দবর্দ্ধন-তনয় আনন্দকে তথায় প্রেরণ করিলেন । ১৮৩২

ভূমিজৌ তৌ হি কোটন্ত বিবেদানন্তদেশজৌ ।

সোম্মান্নাদিরক্ষাণাং লক্ষণাদ্গ্রহণক্ষমৌ ॥ ১৮৩৩

প্রবিষ্টশ্চ পুরং দৃষ্ট্বা প্রীতিদায়ার্থিভিঃ শিরঃ ।

ভ্রাম্যমাণং তটৈর্ভিক্ষোদ্রাক্ষিপৌতানদাহয়ং ॥ ১৮৩৪

রাজাদেশাদসংকটৈঃ স্ত্রীভূয়িষ্ঠৈরসৌ জনৈঃ ।

নপ্তা পৈতামহে দেশে দহমানোরশোচ্যত ॥ ১৮৩৫

কালে গ্রীষ্মোদয়োদ্রিক্তভানৌ স্ববিষয়ে নৃপঃ ।

সিদ্ধিমশ্রদ্ধধানোপি প্রহিণোতি স্ম রিলহণম্ ॥ ১৮৩৬

উভয়েই লোহর দেশীয় বলিয়া তথাকার স্থানীয় অবস্থা সম্যক অবগত ছিলেন, লোহরের খাত্ত সামগ্রীর নুনতা প্রভৃতি রক্ষা তাঁহারা জামেন, রাজা ভাবিলেন এই হেতু তাঁহারা লোহর পুনরুদ্ধারে সমর্থ হইবেন । ১৮৩৩

তদনন্তর রাজা শ্রীনগরে প্রবেশ করিলেন, তথায় ভিকুর মন্তক লইয়া সৈনিকেরা পুরকার লাভার্থ উপস্থিত দেখিয়া তাহা-
দিগকে তিরস্কার করিলেন এবং যুগ সংকারের আদেশ দিলেন । ১৮৩৪

স্থানীয় লোকেরা বিশেষতঃ নারীগণ ভিকুর সংকার সময়ে শোক প্রকাশ করিতেছিল। পিতামহের রাজ্যে (হর্ষের) নপ্তা (নাতি ভিকু) বহিঃগত হইলেন। ইহাতে রাজা কোনরূপ নিবেদাজ্ঞা দেন নাই। ১৮৩৫

তখন গ্রীষ্মকাল, প্রথর সূর্য্যোদয়, রাজা জয়াধাৰ সন্ধিহান, তথাপি লোহর জয়ার্থ রিলহণকে প্রেরণ করিলেন। ১৮৩৬

স শৌৰ্য্যামিত্ত্যাক্ষীঃ স্পৃহাদিগুণোজ্জ্বলঃ ।
 তেন হুমোষপ্রারম্ভঃ সমভাবি জিগীষুণা ॥ ১৮৩৭
 ভবিতব্যত্তরা দম্ভব্যামোহঃ প্রেরিতোধবা ।
 শঠামাতৈরহৃভুভুৎস ব্যক্তায়ুক্তমদ্বিতঃ ॥ ১৮৩৮
 হীনোর্থদুর্গামাতৈর্যদ্বৈকৈকব্যস্ত বৈরিণঃ ।
 অহুমেনে কৃতারদ্বীনুভূত্যানুগ্রীষ্মোদ্বনকণে ॥ ১৮৩৯
 উদয়ঃ কল্পনাধীশো রাজ্যেগ্রে পর্যশব্যত ।
 সৰ্ব্বামাত্যাঃ প্রতীহারমঘগচ্ছনপুনঃ শরে ॥ ১৮৪০
 রাজ্যদ্বজ্জহ্মারোহডামরামাত্যমিশ্রয়া ।
 দৈর্ঘ্যং তৎসেনয়াবাপি সৰ্ব্বসামগ্র্যদগ্ৰয়া ॥ ১৮৪১

বিলুপ্ত শৌর্য্য, প্রভুভক্তি, ধননিষ্কৃতিাদি গুণে ভূষিত ছিলেন,
 সুতরাং জিগীষু রাজা হ্রিব করিলেন, এই উপায় প্রয়োগ
 অব্যর্থ । ১৮৩৭

কিন্তু দৈবগতিকে হটক অথবা শঠ মন্ত্রীর কুপরামর্শেই হটক,
 রাজার নীতি প্রয়োগে প্রমাদ ঘটিল । কারণ তাঁহার সমর-সামগ্রীর
 অপ্রোচুর্ষ্য, দুর্গ ও বিজ্ঞ মন্ত্রীর অভাব সত্ত্বেও তিনি মনে করিলেন,
 এই হুঃসহ গ্রীষ্মকালে তাঁহার সেনানীগণ অনায়াসে প্রবল শত্রুর প্রতী-
 কারে সমর্থ হইবে । ১৮৩৯।৩৯

প্রধান সেনাপাত উদয় একাকী রাজার নিকটে রহিলেন, অপর
 সকলে প্রতীহার লক্ষ্যকের অহুময়ন করিল । ১৭৪০

লক্ষ্যকের—বাহিনীতে রাজপুত্র, অরোরোহী ডামর ও অমাত্য-
 গণ ছিল, সৰ্ব্ব উপকরণপূর্ণ রাজসেনা স্তুদীর্ঘপথ কাশিয়া
 চলিল । ১৮৪১

সংবেষ্টয়ম্ভটলিকানিষিষ্টকটকো দিশঃ ।

সংগ্রহীতুং প্রববুতে সর্কোপায়বিরোধিনঃ ॥ ১৮৪১

লুপ্তাদয়ঃ ফুলপুরে কোটোপাস্তাশ্রয়ে স্থিতাঃ ।

ভয়ভোদাহব্যাগ্রান্ প্রকম্পমনয়নিপুন্ ॥ ১৮৪৩

সুসঙ্গলক্ষ্যাপতির্কঙ্কে লোঠনে তৎসুতামদাৎ ।

যত্নে প্রাকপদলেখাখ্যাং বহুস্থলান্নাভুজে ॥ ১৮৪৪

সাহায্যকায় প্রাপ্তস্ত তস্ত সৈন্তৈর্দ্বিষচ্চমুঃ ।

শ্রুতিভিঃ শুদ্ধেযু প্রত্যগ্রাহি প্রতিক্ষণম্ ॥ ১৮৪৫

তেষুপকঙ্করাষ্ট্রেষু ভয়দোলায়মানধীঃ ।

অদীচক্রে নরপতেন্ৰতিং দণ্ডং চ লোঠনঃ ॥ ১৮৪৬

তিনি অটলিকায় কটক সন্নিবেশিত করিলেন, এবং সকল দিক হইতে শত্রুপক্ষকে বেঁঠন করিয়া করায়ত্ত করিবার চেষ্টায় রহিলেন। ১৮৪২

লুপ্ত প্রভৃতি বীরগণ দুর্গের সমীপস্থিত ফুলপুর নামক স্থানে অবস্থিত হইয়া শত্রুদিগকে কম্পিত করিয়াছিল, কারণ তাহাদিগের গৃহমধ্যে অনৈক্য, প্রতিক্ষণে যুদ্ধ ও পরাজয়ভয়ই তাহাদিগকে শল্যবাস্ত করিয়া ফেলে। ১৮৪৩

ইতঃপূর্বে সুসঙ্গ ভূপতি যখন লোঠনকে কারারুদ্ধ করেন, তখন তদীয় কস্তা পদলেখাকে বহুস্থলভূমির অধিপতি শূরকে সম্প্রদান করিয়াছিলেন; অধুনা জামাতা শূর শত্রুরের সাহায্যার্থ সৈন্তে উপস্থিত হইলেন এবং অল্পকাল তদীয় সৈন্তগণ শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করিতে লাগিল। ১৮৪৪। ৪৫

রাজসৈন্ত যখন সমগ্র দেশ আধিকার করিয়া বসিল, তখন লোঠন

এতাবৎসিকমফলারস্বীনাযজ হুঃসহে ।

কালে ব্যাবৃতিবস্মাকমুচিভাস্মিন্ন লাঘবঃ ॥ ১৮৪৭

শারদারম্ভমুভগে ক্রমাৎকালে বলোজ্জিতাঃ ।

অথারক্টিং বিধাস্তামঃ সর্কারস্তেণ শোভনাম্ ॥ ১৮৪৮

প্রত্যহং লক্ষ্যকেন প্রহিতং নাদধে নৃপঃ ।

অস্ত্রে চ মন্ত্রিণে। মন্ত্ৰং শাঠ্যাদভ্যর্থবর্জিনঃ ॥ ১৮৪৯

সর্কারিকায়ুর্দয়নঃ প্রতিশ্রুত্য ধনং বহু ।

সাহায্যকার্থমানিত্রে সোমপালমপি প্রীভাঃ ॥ ১৮৫০

অপাণ্ডুজ্যেয়ঃ স সংবন্ধবদ্ধোপি ধনলুক্খীঃ ।

ক্রহতি স্ম মহাব্যাপস্মিন্নধায় মহীভুজে ॥ ১৮৫১

ভয়ে বিচলিত চিত্ত হইলেন, এবং রাজার নিকট বশুতা স্বীকারে ও

দণ্ডগ্রহণে প্রস্তুত হইলেন । ১৮৪৬

এদিকে লক্ষ্যকও প্রত্যহ রাজাকে এইরূপ পরামর্শ দিতেছিলেন যে
“মহারাজ ! সম্প্রতি লোঠনের বশুতা স্বীকারই আমাদের পক্ষে
যথেষ্ট, এই হুঃসহ নিদাঘে যুদ্ধ ব্যাপারে স্রফলের আশা নাই, আগামী
শরৎকালে সর্ব প্রকার আয়োজন করিয়া নববলে যুদ্ধারম্ভ করিব—
এসময় প্রত্যাবৃত্ত হওয়াই উচিত, ইহাতে মর্যাদা হানির আশঙ্কা নাই”
কিন্তু প্রতিহারের এই মন্ত্রণা রাজা গ্রহণ করিলেন না, এবং তদ্রূপ
অস্ত্রান্ত শঠ মন্ত্রীরাও অগ্রাহ করিল । ১৮৪৭—৪৯

লোহর সর্কারিকারী উদয়ন স্বীয় প্রভুর সাহায্যার্থ সোমপালকে
বহুধন দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহাকে আনয়ন করিলেন । ১৮৫০

পণ্ডিত ভোজনের অযোগ্য সোমপাল, পূর্বেই জয়সিংহের সহিত

বহুবর্ধদো লোঠনশ্চেৎকিং মে সংবন্ধ্যপেক্ষয়া ।
 অকথা ভবতামস্মীত্যন্তাধিক্যামি কৈতবাৎ ॥ ১৮৫২
 দম্ভমিত্যভিসংধায় সোমপালোভ্যুপায়দৌ ।
 সমর্থনে হেতুরাসীৎসুজ্জেক্ষ্যাজে কিদানপি ॥ ১৮৫৩
 স হি ভিক্ষাচরৌনুখ্যান্নিবার্যানাদিতো যদা ।
 সোমপালমুখে নোবীভূজা রাজবিসর্জিতঃ ॥ ১৮৫৪
 দূতঃ প্রার্থয়ানশ্চানন্নার্থান্ প্রাক্ প্রহিষ্কৃতান্ ।
 ঋণিকস্তোভমর্গেভ্যঃ প্রদাতুমনুব্রতঃ ॥ ১৮৫৫
 তদা ভিক্ষাচরং জাননহতকল্পমনেন নঃ ।
 ব্যসনপ্রশমে কোর্থ ইত্যবজ্জাং প্রকাশয়ন্ ॥ ১৮৫৬

বিবাহের সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তথাপি ধনলোভে রাজার বিপৎ-
 কালেও দ্রোহাচরণে উদ্বৃত্ত হইলেন । ১৮৩১

সোমপাল ভাবিলেন, যদি লোঠন বহুপরিমাণে অর্থ প্রদান করে
 তবে আমার সম্বন্ধীয় (ঋণের) মুখ্যপেক্ষার প্রয়োজন কি ? যদি
 তাহা না হয়, উহাদিগকে মুখে বলিব আমি আপনাদিগের পক্ষেই
 আছি, এই প্রকারে কপটতা অবলম্বন করিয়া সোমপাল আসিয়া পড়ি-
 লেন; সুজ্জিও কিয়ৎ পরিমাণে তাহার মত সমর্থন করেন । ১৮৫২।৫৩

কারণ, রাজা জয়সিংহ যখন সোমপালের মধ্যস্থতার সুজ্জিকে
 ভিক্ষাচরের পক্ষ গ্রহণেচ্ছা ত্যাগ করাইয়া আনেন, তখন সুজ্জি
 রাজপ্রেমিত দূতকে পূর্ব প্রতিশ্রুত অত্যধিক অর্থ প্রার্থনা করেন,
 এবং তাহার উত্তমণদিগের ঋণ পরিশোধ জন্য অনুরোধ করেন ।
 রাজদূত জানিতে পারেন, ভিক্ষাচর বিনষ্টপ্রায় ; কিন্তু একক্লম প্রশ-
 মিত হইয়াছে, এক্ষণে ইহার দ্বারা আমাদের কি প্রয়োজন নিক

মমেন ন দদৌ কিঞ্চিংসোথ ভিক্ষাচরং হতম্ ।
 ঋত্না নিরূপযোগং স্বং রাজ্ঞো জ্ঞাত্বা সশোকতাম্ ॥ ১৮৫৭
 যাবদেকাহমভজল্লোহরব্যসনে ভয়ম্ ।
 ভাবমিশ্রয়া সংপ্রাপ্তোৎসেকো ভূয়োপি মহুভাক্ ॥ ১৮৫৮
 লোঠনঃ বন্ধসন্ধিং বঃ করিষ্যামীতি ভূভুজঃ ।
 উক্ত্বা দূতং লোঠনেন দাপয়িষ্যামি কাঞ্চনম্ ॥ ১৮৫৯
 যুযভ্যং কথয়িষ্যেতি সোমপালং চিকীর্ষিতম্ ।
 বলিতামবলভ্যং চ সর্কেষাং স্বার্থসিদ্ধয়ে ॥ ১৮৬০
 সমং সোমেন তৎসৈন্তমস্তপ্রস্থিত্যলক্ষিতৈঃ ।
 মিতৈরহুগতো ভূতৈর্যোঃসমূলকমাসদং ॥ ১৮৬১

হইবে? ইহা ভাবিয়া তাঁহার প্রার্থনায় অবজ্ঞা প্রকাশ করিয়া
 কিঞ্চিংসোথও অর্থ প্রদান করেন নাই। অনন্তর সুজ্ঞি ভিক্ষাচরের
 মহা সংবাদ পাইয়া বুঝিলেন, আর তাঁহাতে রাজার কোন প্রয়োজন
 নাই; শোকে দুঃখে একদিন তাঁহার কাটিয়া গেল। পরে যেমন
 জ্ঞানিলেন লোহর অঞ্চলে বিদ্রাট উপস্থিত, অমনি তাঁহার সাহস
 জন্মিল, পুনঃ ক্রোধ দেখা দিল। ১৮৫৪—৫৮

তিনি রাজদূতকে বলিলেন, আমি লোঠনকে আপনাদিগের সহিত
 সন্ধিতে আবদ্ধ করিয়া দিব, এবং সোমপালকে বলিলেন “আমি
 লোঠনকে দিয়া আপনাকে বহু স্বর্ণ দেওয়াইব”। যেকোন পক্ষ প্রবল
 বা দুর্বল হউক তাঁহার স্বার্থ সিদ্ধির অমুকুল হইবে এই উদ্দেশ্যে
 তিনি সোমপালের সহিত অল্প সংখ্যক অশুচর লইয়া অলক্ষিত ভাবে
 সৈন্তমধ্য হইতে প্রস্থান করিলেন এবং ঘোরমূলক নামক স্থানে
 উপস্থিত হইলেন। ১৮৫৯—১৮৬১

যদ্যনৌচিত্যদুঃপাংস্ববর্ষদুঃখিতকীৰ্ত্তিনা ।

ভোগলুপ্ততয়া তেন হতা বিততসম্বতা ॥ ১৮৬২

তুয়ারশকরাগুরুজলপানাদদুর্জরম্ ।

অক্লুং ভোজ্যং মৃদু স্নিগ্ধং কাশ্মীরং ন শশাক সং ॥ ১৮৬৩

সতুষং শুকসক্তাদি বহির্ভোক্তৃমগারয়ন্ ।

বৈশ্তৈরুপাঠৈঃ কশ্মীরান্-প্রবিবিক্ষুরতোভবৎ ॥ ১৮৬৪

কাশ্মীরকাঃ কাৰ্ষ্যশেষমদৃষ্টা গ্রীষ্মশোধিতাঃ ।

আকর্ষ্য চ তদাপাতমাকুলত্বমশিশ্রিয়ন্ ॥ ১৮৬৫

ভুজানৈভৃষ্টমাংসানি পিবান্তঃ পুষ্পগন্ধি চ ।

প্রতীহার্য্যেতো হারি মার্দ্বীকং লঘু শীতলম্ ॥ ১৮৬৬

মহাহুভব সৃজ্জি যে উচিত্য বর্জন করিয়া স্বীয় কীর্ত্তিকে ভস্মা-
চ্ছাদিত করিলেন, তাহার কারণ দৈহিক ভোগ সুখের মোভও হইতে
পারে। কাশ্মীরের শীতল সব্বত ও তুয়ার দ্বংল জলপানে সহজে
জীৰ্ণ কোমল হুতপক ভোজ্য পরিত্যাগ করিয়া সীমান্ত দেশের সতুষ
শুক শক্তু ভোজন করিতে একান্ত অসমর্থ হইয়াই সৃজ্জি যেন তেন
প্রকারেণ পুনরায় কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ অভিলাষী হইয়া-
ছিলেন। ১৮৬২—৬৪

রাজপক্ষীয় কাশ্মীরীরা উপস্থিত ব্যাপারের কোনরূপ নিষ্পত্তি
দেখিতে পাইল না, উপরন্তু প্রথর গ্রীষ্মে দগ্ধ হইতেছিল। এমন সময়ে
সৃজ্জির আগমন সংবাদে ব্যাকুল হইয়া পড়িল। ১৮৬৫

প্রতীহারের সমীপে যাহারা ভূষ্ট মাংস ভোজন ও পুষ্পগন্ধি
শীতল জলপান এবং মনোরম মৃদু সুরা সেবন করিত, তাহারা প্রায়ই

আনেষ্যামো জবাংসুজ্জিমাধুৰ্য্য শ্রুঙ্গসংযুগে ।
 ইথং বিকথনৈষ্টরাহোপুরুষিকাঃ কৃতাঃ ॥ ১৮৬৭
 কাশ্মীরকৈশ্মিতৈয়ুক্তং থৈঃ সৈন্ধবকৈরপি !
 অভিষেণমিতুং শেকুর্ন তেপ্যামিনোপি তম্ ॥ ১৮৬৮
 ভ্রাতৃত্বায় চ মুখ্যায় ভূভুজাং চ কর্যপর্ণম্ ।
 বিদধ্যাং জয়সিংহায় বরমিত্যভিমানিনা ॥ ১৮৬৯
 বহুবর্থমর্থ্যামানেন লোঠনেন তিরস্কৃতঃ ।
 সোমপালঃ প্রিয়ং কিঞ্চিদ্রাজপক্ষে হৃদদর্শয়ৎ ॥ ১৮৭০
 ময়ি শৃঙ্গরসৈন্তানাম্ বাগ্রাণাম্ বৈরবিগ্রহে ।
 সুজ্জিহ্বিতায় হুং রক্তমম্বিষাসি কিমাশ্রিতঃ ॥ ১৮৭১

পৌরুষ সহকারে স্পর্ধা করিয়া বলিত আমরা সত্বরে ঘাইয়া সুজ্জির
 শ্রুঙ্গ ধরিয়া লইয়া আসিব । ১৮৬৬/৬৭

সুজ্জির সঙ্গে অল্প সংখ্যক কাশ্মীরী সৈন্ত, কতকগুলি খশ ও
 কতিয়য় সিদ্ধ দেশীয় সৈনিক ছিল, তথাপি রাজপুরুষেরা বহু চেষ্টাতে
 তাহাকে আয়ত্ত করিতে পারে নাই । ১৮৬৮

সোমপাল প্রভূত অর্থ প্রার্থনা করিলে অভিমানী লোঠন তাহাকে
 বলিলেন “বরং আমার ভ্রাতৃপুত্র ভূপতিশ্রেষ্ঠ জয়সিংহকে কর প্রদান
 করিব” । তিরস্কারে সোমপাল রাজা জয়সিংহের পক্ষে কিঞ্চিৎ অনুরাগ
 দেখাইতে লাগিলেন । ১৮৬৯/৭০

“আমার শৃঙ্গর সৈন্ত শত্রুগণের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত রহিয়াছে,
 আমি তাহাদিগের সাহায্যে আসিয়াছি, তুমি আমার আশ্রিত হইয়াও
 কেন তাহাদিগকে আক্রমণ করিবার জন্য সুযোগ অন্বেষণ করিতেছ ?
 সোমপাল এইরূপে সুজ্জিকে ভৎসনা করিলেও সুজ্জি স্বীয় দর্পানুযায়ী

ইতি নির্ভংসিতেন্নে নৃজিঃ স্বাহংসিযোচিতঃ ।
 সর্কানুজ্ঞা সংনন্দো রাজসৈন্ত্যগ্রহেভবৎ ॥ ১৮৭২
 জরচাবাচসংজাতশীতজরমহাভয়ঃ ।
 বরুথিনীমথোথাপ্য বিদ্রো নিশি লক্ষকঃ ॥ ১৮৭৩
 বিস্ফটদূতাঃ কটকং নষ্টং বক্তুং প্রভোদ্রুতম্ ।
 কেচিদম্বরনশুজিঃ সৈনিকান্তে জিঘাংসবঃ ॥ ১৮৭৪
 পারেনৈকেন ভূপালসৈন্ত্যমন্ত্ৰেন বৈবিণঃ ।
 বহ্ননঃ খলুদুর্গন্ত তুল্যমেব প্রতস্থিরে ॥ ১৮৭৫
 শারস্বতপথং বৈবিস্বতং তক্তুং যিঘাসবঃ ।
 স্খোৰ্ব্বাং কালেননাথ্যেন সংকটেন তদন্তিকে ॥ ১৮৭৬

সকলকে অতিক্রম করিয়া রাজসৈন্য পরাজয়ার্থ বঙ্গপরিকর
 হইলেন । ১৮৭১।৭২

অনন্তর আবার মাসের প্রবল শীতজরের প্রাদুর্ভাবে মহাভয়
 পাইয়া প্রতীহার লক্ষক বাত্রিযোগে শিবির উঠাইয়া পলায়ন
 করিলেন । ১৮৭৩

কতিপয় সৈনিক প্রভুসমীপে কটক ভঙ্গের সংবাদ দিতে প্রেরিত
 হইয়া নৃজিকে হনন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অম্বরগণ
 করিল । ১৮৭৪

উক্ত তৈল সর্কীর্ণ একই পার্শ্বত্যাগপথের এক পার্শ্ব দিয়া রাজ
 সৈন্ত ও অপর পার্শ্ব দিয়া শত্রুরা সমভাবে প্রস্থান করিয়াছিল ১৮৭৫
 সৈন্তগণ বৈরকরগত শরস্বত পথ পরিত্যাগ করিয়া কালেনন
 নামক গিরি সঙ্কট পার হইয়া স্বদেশে প্রতিগমন মানসে, সেই দিন

তন্নিগ্ৰহস্তখলিতা বনিকাবাসনামনি ।
 গ্রামে সৈন্তা স্তবিকস্ত লোকৈরুচ্চাবৈচেঃ সমম্ ॥ ১৮৭৭
 অমুগ্রহাঘিনোভ্যগ্নগ্রামকেবপি হৃদ্রবুঃ ।
 ভূক্কা পীত্বাথ তে নিম্নাশির্দক্ষকুতোভয়াঃ ॥ ১৮৭৮
 অথাপাতং বিধিবন্তিঃ স্বস্ত শ্রাবয়িতুং দ্রুস্তন ।
 ক্ষৌভভৃৎসুজ্জিরভ্যেত্য তূর্যধোবনকারয়ৎ ॥ ১৮৭৯
 ক্ষণদাশেষ এবাণ্ড পলায়াংচক্রিরে ততঃ ।
 তৈস্তৈঃ শৈলপথেঃ সেনা নিরবষ্টন্তনাযকাঃ ॥ ১৮৮০
 চিত্রাধরাণি মুখস্তিঃ প্রাহৃত্যজ্যাস্ত মন্ত্রিণঃ ।
 ভূপ্রকট্পৈর্গজশৈলা নানাধাতুদ্রবৈরিব ॥ ১৮৮১

তৎসম্মিহিত বনিকাবাস নামক গ্রামে নির্বিস্ময়ে সন্নিবেশিত হইল—
 তাহাদিগের সঙ্গে ভদ্র ও ইতর বহুলোভ ছিল । ১৮৭৬/৭৭

তাহাদিগের পশ্চাৎ আগতেরা পার্শ্ববর্তি পল্লীসমূহে আশ্রয়
 লইল ; এবং গ্রহীণাঘ্রি অকুতোভয়ে পান ভোজনে অতিবাহিত
 করিল । ১৮৭৮

অনন্তর স্কন্ধ সুজ্জি শত্রুকে স্বীয় ক্ষিপ্ত প্রয়াণ ও নৈশ আক্রমণ
 জানাইবার অভিলাষে তূর্য্যধ্বনি করাইলেন । ১৮৭৮

তাহার পরে নিশাশেষ থাকিতেই সৈন্তগণ এবং নিরুপায় সেনা-
 নীগণ পার্শ্বত্যা পথ দিয়া সম্মুখে পলায়ন করিতে লাগিল । ১৮৮০

যেমন ভূকপানে গণ্ড শৈলেরা বিবিধ ধাতু নিঃস্রব মোচন করে,
 প্রভাতকালে মন্ত্রীগণ সেইরূপ দম্ভাহুস্তে বিবিধ চিত্রিত বস্ত্র উন্মোচন
 করিতেছিলেন । ১৮৮১

লুপ্ত্যমানাশ্চমুজ্জাতুং নাদদে কশ্চিদায়ুধম্ ।

তদান্বয়েন রা তেন স্বাস্ত্রনাতুল্য রক্ষিতঃ ॥ ১৮৮২

উৎপ্লুত্যা লক্ষ্যস্তোহদ্রীনকেপি শোণাধরাশ্চকাঃ ।

রক্তক্ষিজো গতো প্রাপুশ্বকট্টা ইব পাটবম্ ॥ ১৮৮৩

কেপাশ্বরপরিত্যাগবিকচদেগৌরবিগ্রহাঃ ।

হরিতালশিলাখণ্ডা ইব বাতেবিতা যযুঃ ॥ ১৮৮৪

শূলবেণুবনাকীর্ণৈঃ শৈলৈরকুশবিগ্রহাঃ ।

কেপি স্বাসোথপূংকারাঃ করিপোতা ইবাত্রজন্ ॥ ১৮৮৫

কিং নামোদীরগৈশ্বস্ত্রী স নাসীন্তত্র কশ্চন ।

তিরশ্চেব বিপৰ্বন্তদৈর্ঘ্যৈর্ধেন পলায়িতম্ ॥ ১৮৮৬

সৈনিকদিগের সর্বস্ব লুপ্ত হইতেছিল, তথাপি তাহাদিগের রক্ষার্থ কেহ অস্ত্র ধারণ করে নাই ; তখন সকলেই স্ব স্ব আশ্রয়লাভ করিয়াছিল, কোন আত্মীয়ের দ্বারা রক্ষিত হয় নাই ১৮৮২ ।

রক্তবর্ণ অন্তর্বাস পরিহিত কতিপয় বীরপুরুষ গিরিজঙ্ঘন সময়ে লোহিত ক্ষিক (পাছা) মর্কটের জায় নৈপুণ্য দেখাইয়াছিল ১৮৮৩ ।

কেহ কেহ বিবস্ত্র হইয়া বায়ুচালিত হরিতাল শিলাখণ্ডের জায় দেহের গৌরবাস্তি দেখাইয়াছিল ১৮৮৪ ।

শূল-কলেবর কোন কোন পুরুষ শূল কটক ও বংশপূর্ণ শৈলোপরি গমন করিতে করিতে করিশাবকের জায় দীর্ঘস্থাসে ফুৎকার করিতেছিল ১৮৮৫ ।

কাহারও নাম উচ্চারণ করিয়া ফল নাই । ইহা বলিলেই পর্যাপ্ত হইবে যে এমন মন্ত্রী কেহ ছিলেন না, যিনি সাহস হারাইয়া পশুর জায় পলায়ন করেন নাই । ১৮৮৬

ভূতাস্কন্ধাধিকৃতোথ গচ্ছযুতঃ প্রধাবিতুম্ ।
 প্রতীহারো দ্বিধস্তোমৈদু'বাৎকৈশ্চিদ্যালোক্যত ॥ ১৮৮৭
 নিরংগকঃ স সূৰ্য্যংগকচৎকেয়ুরকুণ্ডলঃ ।
 প্রতিজ্ঞায়ানুসম্বে তৈঃ সৰ্ব্বপ্রাণপ্রধাবিতৈঃ ॥ ১৮৮৮
 অস্ত্রাহতেন ভূতেন ত্যক্তঃ স্বক্কাদ্বৎকৃতঃ ।
 স নিঃস্পন্দবপুস্তিষ্ঠঃস্তৈত্তরগ্রাহি মহাজ্জবৈঃ ॥ ১৮৮৯
 নববন্ধনশোকাকর্ষশারিকাকুশবিগ্রহঃ ।
 স গগংগলিরিব ব্যঞ্জদ্বিধঃ সংকুচিশ্বেক্ষণঃ ॥ ১৮৯০
 বদ্ধস্ত মে মানধনপ্রহর্ষকৈশ্চৈশাস্তরম্ ।
 ইতোধিকং ক্রবং সৃজ্জির্বিদম্যাদিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১৮৯১

প্রতীহার অয়ং ভয়ে ভূতাস্কন্ধাক্রুত হইয়া পলাইতেছিলেন, শত্রু-
 পক্ষের কতিপয় যোদ্ধা তাঁহাকে দেখিতে পায়। তাঁহার দেহ নয়
 থাকায় সূর্য্য কিরণে তাঁহার কেয়ুর কুণ্ডল বল্লমিতেছিল ; সুতরাং
 তাঁহাকে চিনিতে পারিয়া তাহারা প্রাণপণে তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত
 হইল। ১৮৮৭। ১৮৮৮

প্রস্তরাহত হইয়া ভূত তাঁহাকে স্বক হইতে ফেলিয়াছিল ;
 তিনিও পাষাণে আহত হইয়া নিঃস্পন্দভাবে রহিলেন, শত্রুরা ক্রতবেগে
 আসিয়া তাঁহাকে ধরিয়া ফেলিল। ১৮৮৯

নববন্ধনযুক্ত শোকাকর্ষ শারিকার দ্বায় তাঁহার তলু কুশ হইয়াছিল,
 তিনি বাহুড়ের দ্বায় অশ্রুপূর্ণ নয়ন সজ্জ্বলিত করিতেছিলেন ; ১৮৯০

তিনি ভাবিতেছিলেন, আমি যেমন সৃজ্জির সম্মান সম্পন্ন সকলই
 অপহরণ করিয়াছি, অধুনা সৃজ্জি আমাকে বদ্ধাবস্থায় পাইয়া
 স্তম্ভপেক্ষা অধিকতর ক্লেশ প্রদান করিবে। তখন সৈনিকেরা ঘোর

কঙ্কেধিরোপ্য নিঃশেষীকৃতপ্রাবারভূষণঃ ।

নদন্তিঃ সোপহাসং তৈঃ স্নুজ্জেরগ্রং বানীয়ত ॥ ১৮২২

প্রচ্ছান্ত সত্ত্বাবরুজ, সোপ্তকেনৈষ নোচিহ্নতঃ ।

বৃহদ্রাজ ইবেতু্যক্তা তৈশ্ব স্বান্তংসুকান্তদাং ॥ ১৮২৩

প্রাবারিতাধরং কৃদ্বা হ্যাক্রুৎ চ তং পুনঃ ।

ধৈর্যেণাঘোজয়ৎস্নিগ্ধৈর্কর্ষচোভিঃ পরিসাঙ্ঘয়ন্ ॥ ১৮২৪

নির্লুপ্তিতত্ত্বংগাসিকোশৈঃ পরিবৃত্তঃ পশৈঃ ।

ততো গৃহীত্বা তং শ্রীম নৃসোমপাগাস্তিকং যয়ো ॥ ১৮২৫

ইমা ব্যোমাসনক্রীড়ন্ত ত্বরলবিন্দ্ৰমাঃ ।

ভাগ্যমেবাত্মযাযিক্তঃ স্থায়িক্তঃ কস্ত সংপদঃ ॥ ১৮২৬

নিদান করিয়া তাঁহার অঙ্গবস্ত্র ও ভূষণ কাড়িয়া লইল, এবং তাঁহাকে কঙ্কে করিয়া উপহাস সহকারে স্নুজ্জের সম্মুখে আনয়ন করিল । ১৮২১। ১৮২২

কিন্তু মর্যাদাশালী স্নুজ্জ প্রতীহারকে তদবস্থ দেখিয়া বসনে বদন আবৃত্ত করিয়া “এই যে আমাদিগের আর্চিত বৃহদ্রাজ” বলিয়া তাঁহাকে নিজের বস্ত্রাদি দিলেন । ১৮২৩

প্রতীহারকে বসন পরিহিত ও অধারুত করাইয়া স্নুজ্জ দ্বিধ্ব বাক্যে সান্দনাবাদ দিয়া আবৃত্ত করিলেন, এবং প্রভূত ধন, অস্ত্র ও ত্বরক লুপ্তনে সানন্দচিত্ত খণ শৈল্য পরিবৃত্ত হইয়া শ্রীধারণ পূর্বক সোমশাল সমীপে গমন করিলেন । ১৮২৪। ১৮২৫

মানবের সম্পৎ আকাশ-প্রাক্ষেপে ক্রীড়াশীল ত্বরল ভড়িতের জার বিস্তার দেখাইয়া সতত ভাগ্যমেঘের অনুসরণ করে, কাহার সৌভাগ্য চিরস্থায়ী ? ১৮২৬

আরাধনধিরা স্বৈরং যত্নাগ্রোভোজি ভূত্যবৎ ।
 গাজাগি কুঙ্কমাণৈপক্ষপাচৰ্ঘ্যন্ত চ স্বয়ম্ ॥ ১৮২৭
 সোমপালানিভিঃ প্রহৈবঃ স মাসৈরেব পক্ষযৈঃ ।
 তেবামগ্রে তথাভূতস্তিষ্ঠল্লোকৈর্বাভাব্যত ॥ ১৮২৮
 লুল্লোপি পলিতশ্বেতোপান্তামাননঃ পরৈঃ ।
 বনৌকা ইব বহ্নোভূচ্ছোকমুকো বনান্তরৈঃ ॥ ১৮২৯
 অর্পিতঃ সৃজ্জিনা সোমপালং স্বাকৃত্য লক্ষকম্ ।
 জাননৃগৃহীতান্কশ্মীরান্নিজরাষ্ট্রং শ্রবর্ত্তত ॥ ১২০০
 লোঠনশাস্তিকাদেত্য স শূরৈর্শ্মাশ্রিকাদিভিঃ ।
 প্রতিশ্রুতপ্রভূতার্থৈঃ প্রতিহারময়াচ্যত ॥ ১২০১

পাঁচ ছয় মাস পূর্বে এই লক্ষকের সম্মুখে সোমপাল প্রভৃতি
 রাজগণ ভূত্যের জায় ভোজন করিতেন, বিনীতভাবে তাঁহার গাজে
 কুঙ্কমাদি অমুলেপন দ্বারা সেবা করিতেন ; হায় লোকে আজি তাঁহা-
 দিগের সম্মুখে সেই প্রতীহার লক্ষককে বিনীতভাবে উপবিষ্ট
 দেখিতেছে । ১৮২৭।১৮২৮

লুল্লও অরণ্য মধ্যে শত্রু কর্তৃক ধৃত হইয়াছিলেন, তাঁহার পলিত
 শ্বেত শ্রবণ বেষ্টিত শর্মিবদন শোক মোহে বাক্যতীন হওয়ায় বানরের
 জায় দেখাইতেছিল । ১৮২৯

সৃজ্জি লক্ষককে আয়ত্ত করিয়া সোমপালকে প্রদান করিলেন—
 তাঁহাকে পাইয়া সোমপাল ভাবিলেন কাম্বীর রাজ্য হস্তগত হইয়াছে,
 সানন্দে স্বরাজ্যে প্রতিগমন করিলেন । ১২০০

বীরবর শাক্তিকে এবং অস্ত্রান্ত্র অনেক লোঠিনের নিকট হইতে

কশ্মীরাদিপ্রতীহারশিক্ষাপক্ষাভুয়ায়িভিঃ ।

তদা ন কৈরমন্তস্ত সংপ্রাপ্য ডামরাগুজৈঃ ॥ ১২০২

নুঞ্জনাপি প্রতিহারায়ত্তং রাষ্ট্রং জিঘৃক্ষুণা ।

ভূরি চাদিৎসুনা বিত্তং রাজ্ঞোকারি ন তেন তৎ ॥ ১২০৩

ভগ্যমানেষ্মাত্যবু প্রাপ্তেষু নগরং নৃপঃ ।

হারিতে চ প্রতীহারে ন ধৈর্য্যাৎপর্যহীমত ॥ ১২০৪

যৈঃ সৈন্তসম্ভারৈরাজ্ঞাং পুরা ভিক্ষাচরোকরোৎ ।

যৈশ্চাপ্যংকুপিতে রাষ্ট্রে বৃত্তাবতিষ্ঠ স্তস্মলঃ ॥ ১২০৫

ভূভুতা সংগৃহীতানাং শীতজ্বররুজা ততঃ ।

তেষাং দশসহস্রাণি যোধানাং নিধনং যযুঃ ॥ ১২০৬

আসিয়া সোমপালকে প্রচুর অর্থ প্রদান করিয়া সন্তকের মুক্তি প্রার্থনা করিলেন । ১২০১

তখন প্রতীহারের শিক্ষাভুয়াই কোন্ ডামরাগুজ কাশ্মীরাজ্য প্রাপ্তির সম্ভাবনা না করিয়াছিল । ১২০২

কিন্তু অর্থলোভী সোমপাল রাজ্য প্রতীহারায়ত্ত দেখিয়া তৎপ্রাপ্তি-
চ্ছাষ এবং রাজার নিকট বহু ধন পাইবার আশায় প্রতীহারের উপদেশ
গ্রহণ করেন নাই । ১২০৩

অপরূপ অমাত্যগণ পরাজিত হইয়া শ্রীনগরে প্রত্যাবৃত্ত হই-
লেন, প্রতীহার শঙ্করগত, তথাপি রাজা ধৈর্য্যচ্যুত হন নাই । ১২০৪

ইতঃপূর্বে যে সৈন্ত সাহায্যে ভিক্ষাচর রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লব
উৎপাদন করিয়াছিলেন ; যাহাদিগের সাহায্যে স্তস্মল সিংহাসনে
প্রতিষ্ঠিত ছিলেন, অধুনা রাজার বহুযত্নে সংগৃহীত সেই বাহিনীর
প্রায় দশ সহস্র সৈনিক শীতজ্বরে বিনষ্ট হইল । ১২০৫। ১২০৬

বিবরাম তদা দেশে ন মুহুর্মপি কচিৎ ।

বাকবাক্রন্দতুমুলং শ্রেতবাত্তমহনিশম্ ॥ ১২০৭

ঘোরঘর্ষঘৃণিশ্রান্তাশেষব্যবহৃতিস্থিতিঃ ।

সোত্ত্বৎসাহহতঃ কালো নষ্টরাজ্য ইবাভবৎ ॥ ১২০৮

নানাদিগন্তরাবাতৈঃ প্রাপ্তৈঃ কান্মীরকৈরপি ।

লোহরেথ প্রবৃদ্ধি রাজধারমজায়ত ॥ ১২০৯

কাকতালীঘসংপ্রাপ্তলোকোত্তরনৃপশ্রিয়ঃ ।

অকুণ্ঠা লোঠনস্তাসীৎ স্মৃতির্কিত্তপতে রিব ॥ ১২১০

তস্তাকারপরিক্রেশবৈশসাভিন্নবৃত্তয়ঃ ।

ভোগেষবাহা ভাতৃব্যভূতাপুত্রাদয়োভবন্ ॥ ১২১১

তখন দিবানিশি মৃতজনের আত্মীয় স্বজনের বিলাপধ্বনি ভিন্ন
আর কিছুই শ্রুতিগোচর হয় নাই। ১২০৭

সূর্য্যের প্রথর উত্তাপ, রাজ্যের লোক শ্রমক্রান্ত, উৎসাহহীন, সমস্ত
ক্রয় বিক্রয়াদি ব্যবহার একরূপ বন্ধ হওয়ায় যেন রাজ্য বিনষ্টপ্রায়
হইয়াছিল। ১২০৮

কিন্তু তৎকালে লোহরাজ্যের রাজধানীতে নানা দিগদেশ হইতে
এমন কি, কান্মীর হইতে ও বহুলোক সমাগত হওয়ায় সমৃদ্ধি
ঘটিয়াছিল। ১২০৯

লোঠন কাকতালীয় স্বায়ে লোকোত্তর রাজশ্রী প্রাপ্ত হইয়া
ধনপতি কুবেরের স্বায় অকুণ্ঠিত স্মৃতি পাইতেছিলেন। ১২১০

তাহার পুত্র ভাতৃপুত্র ও ভৃত্যেরা বিপৎকালে সমরূপভাগী
হইয়াছিল, এক্ষণে তাহারা সমভাবে সুখভোগ করিতে
লাগিল। ১২১১

নাহানবর্ষা স্থানে বা বক্ষুর্জির্জিহৃতিমান্ ।

স বয়ঃপাকনিকর্মব্যবহারো ব্যভাব্যত ॥ ১২১২

ছায়ানিরঙ্কুশগতিঃ স্বয়মাতপস্ব

ছায়াঘিতঃ শতশ এব নিজপ্রসঙ্গম্ ।

দুঃখং সুখেন পৃথগেবমনস্তদুঃখ-

পীড়ানুবোধবিধূরা তু সুখস্ত বৃত্তিঃ ॥ ১২১৩

তাদৃগভ্যুদয়াবাপ্তেখ্যাসে ন্যানেধিকে গতে ।

একস্রনোঃ স্রতো দিল্লহো লোঠনস্ত ব্যপদ্যত ॥ ১২১৪

তমেকপুত্রা শোচন্তী শোকশঙ্কুহতশয়া ।

ততঃ প্রপেদে প্রলয়ং মল্লা লোঠনবল্লভা ॥ ১২১৫

তিনি প্রাচীনতা নিবন্ধন রাজ্যব্যবহারে নিকর্মা হইলেও
অপাত্রে ধন ত্যাগ বা সংপাত্র দেখিয়া কৃপণতা করি-
তেন না । ১২১২

ছায়া (অন্ধকার) অব্যাহত গতিকা; কিন্তু আলোক
স্বয়ং থাকিতে পারে না, যেচ্ছাক্রমে শত প্রকারে ছায়াঘিত
হইয়া পড়ে, দুঃখ সুখ হইতে পৃথক থাকিতে পারে, কিন্তু
অন্যে দুঃখপীড়া অনুভব করিয়া কাতর থাকাই সুখের
ধর্ম । ১২১৩

রাজ্যস্বপ্নপ্রাপ্তির পরে একমাস বাইতে না বাইতে লোঠনের এক
মাত্র পুত্র দিল্লহ গতাস্থ হয় । ১২১৪

লোঠনের প্রিয় মহিষী মল্লা একমাত্র পুত্র হারাইয়া নোকে
প্রাণত্যাগ করেন । ১২১৫

পদ্মামভিন্নভাবায়াং গুণজ্যোষ্ঠে তথাশুভে ।

বিপদ্রে স তয়া লক্ষ্ম্যা ন কৃত্যং কিঞ্চিদৈক্ষত ॥ ১৯১৬

নিঃস্নেহস্ত ভূপালসুলভস্ত বিজৃম্বিতম্ ।

মোহিনী বা শ্রিয়ঃ শক্তির্যদজ্জাসীৎপুনঃ সুখম্ ॥ ১৯১৭

অকারয়ন্নিকনোপি তথা বৃদ্ধস্ত কালবিৎ ।

লক্ষ্যে: ষট্‌ত্রিংশতা মোক্ষং লক্ষ্যকস্ত ক্ষমাপতিঃ ॥ ১৯১৮

দিষ্টবুদ্ধিপারক্ষিপ্তপুস্পবৃষ্টৌ জটৈঃ পথি ।

তস্মিন্‌প্রাপ্তে ন কোজ্জাসীদ্রাজা প্রত্যাহতাং শ্রিয়ম্ ॥ ১৯১৯

স লক্ষ্মীমহিমাক্ষিপ্ৰবিশ্বতাভিভবপ্রথঃ ।

প্রভবন্‌পুনরেবাসৌমিগ্রহাহুগ্রহধমঃ ॥ ১৯২০

যখন প্রিয়তমা পত্নী ও গুণবান পুত্র মৃত্যুমুখে পড়িল, তখন লোঠন রাজ্যেশ্বর্য্য অকিঞ্চিৎকর ভাবিলেন । ১৯১৬

ভূপাল-স্বয়ং-সুভ স্নেহাব্যবশ্যক অথবা সম্পদের মোহিনী শক্তির বিকাশ বশতঃ যাহাই হউক—রাজা লোঠন পুনরায় সুখ-স্বাস্থ্যবান হইলেন । ১৯১৭

রাজা সিংহদেব, নির্ধন হইয়াও সময় বুঝিয়া, বৃদ্ধ লক্ষ্যকের মুক্তি জন্য ছত্রিশ লক্ষ মুদ্রা নিষ্ক্রয় প্রদান করিলেন । ১৯১৮

লক্ষ্যকের আগমন সময়ে পৌরগণ রাজপথে পুষ্পবৃষ্টি করিয়া স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছিল—তাহার উদ্ধারে কে না মনে করিল রাজা রাজলক্ষ্মীকে পুনরুদ্ধার করিলেন । ১৯১৯

লক্ষ্মীর মহিমায় তাহার পরাজয় বৃত্তান্ত লোকে সত্বরেই বিস্মৃত হইল । তিনি অগোণেই পুনর্বার দণ্ডমণ্ডের কর্তা হইয়া উঠিলেন । ১৯২০

ধনপ্রলোভনির্নষ্টসর্কাবষ্টস্তপাটবঃ ।

সুজ্জিঃ সাচিব্যমব্যাক্ষং ভেজে লোঠনভূপতেঃ ॥ ১২২১

দত্তবান্ভাগিকস্ত্রতামবিখ্যাসমপাহরৎ ।

স তস্ত্রাত্তপ্রিয়াপায়তুঃস্থিতব্যথয়া সমম্ ॥ ১২২২

অভ্যর্থ্য পার্থিবং পদ্মরথং চানীতবানকৃতী ।

তস্ত্র সোমলদেব্যাত্মামুদাহার তদাত্মজাম্ ॥ ১২২৩

এবং প্রধানসংবর্দ্ধকৈর্দমূলং বিধায় তম্ ।

সৌব্যাহতস্ত্র সাচিব্যগ্রহস্ত্রানুগামায়ধৌ ॥ ১২২৪

অচিস্তয়চ্চ কাম্মীরপ্রবেশং ডামরাদিভিঃ ।

বহুশঃ প্রার্থ্যমানেন প্রেরিতো নবভূভূজা ॥ ১২২৫

ধনলোভ বশতঃ সুজ্জি স্বীয় অঙ্গুরাগ নষ্ট করিয়াছিলেন, এক্ষণে অকপটে লোঠনের মস্তিষ্ক করিতে লাগিলেন । ১২২১

তিনি লোঠনকে ভাগিকতনয়া দান করিয়া তাঁহার বিবাসভাজন হইলেন । তাঁহার প্রথমা পত্নীর বিয়োগ দুঃখও হ্রাস হইল । ১২২২

কার্যকুশল সুজ্জি কলিঞ্জর-রাজ পদ্মরথ সমীপে গমন পুণঃসর তদীয় সোমলদেবী নাম্নী তনয়াকে বিবাহার্থ প্রার্থনা করিয়া আনিলেন । ১২২৩

এইরূপে প্রধান প্রধান বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ করিয়া রাজাকে বদ্ধমূল করিয়া সুজ্জি রাজদত্ত সর্কোপরি প্রধান মন্ত্রিস্বরূপ ঋণ পরিশোধ করিলেন । ১২২৪

নবীন ভূপতির নিকটে ডামরেরা কাম্মীরাজমণার্থ বারংবার প্রার্থনা করায় তাহাদিগের অনুরোধে সুজ্জি কাম্মীর বিজয়ে উৎসুক হইলেন । ১২২৫

ইখংভূতং কুর্তৈকাং চ সমং সীমান্তভূমিপৈঃ ।

অথ চ্ছনয়িতুং শত্রুনীতিং প্রায়ুক্ত সৌস্ললিঃ ॥ ১২২৬

তত্রোদয়দ্বারপতিস্তত্ত্বারস্তে গভীরধীঃ ।

অনুপ্তমকঃ স্তভাঙ্গং সারৈতরবিদ্যামগাং ॥ ১২২৭

তত্রত্যঃ স হি নির্নষ্টসর্ব্বমোপ্যর্থিতোহিতৈঃ ।

দানমানাদিভিঃ স্বামিকৃত্য নিত্যোদিতোভবং ॥ ১২২৮

বনপ্রস্থভিধে স্থানে লোহরাদূরগে স্থিতঃ ।

অধিরোচ্ছিন্নসংগ্রামৈর্ভেদং নিন্তে দ্বিষদগম্ ॥ ১২২৯

কটাক্ষিতাভি প্রায়ৈশ্চিন্মিথ্যা তথ্যেন বা দধুঃ ।

ভয়ং লোঠনভূপালামাঞ্চিতকদারকাদয়ঃ ॥ ১২৩০

সুস্লল তনুয় জয়সিংহ যখন দেখিলেন শত্রুরা সীমান্ত রাজগণের সহিত ঐকমত্যে এতদূর অগ্রসর, তখন তাহাদিগের প্রতি চ্ছননীতি প্রয়োগ করিলেন । ১২২৬

এক্ষেত্রে গভীরবুদ্ধি দ্বারপতি উদয় স্বীয় সঙ্কোচকর্ষে সুধীগণের প্রশংসাজনক হইয়াছিলেন । ১২২৭

তিনি তথায় সর্ব্বপ্রকারে নিঃস্ব হইয়াছিলেন ; শত্রুপক্ষ হইতে তাঁহাকে প্রচুর অর্থ, সম্পদাদি উৎকোচ দিবার প্রস্তাব আসিলেও তিনি স্বীয় প্রভুর কার্য্যেই অবিচলিত রহিলেন । ১২২৮

তিনি লোহরের অদূরবর্ত্তী বনপ্রহ নামক স্থানে থাকিয়া অক্লান্তভাবে যত্নপূর্ব্বক শত্রু সৈন্য নিপাত করিতেছিলেন । ১২২৯

সত্য মিথ্যা ঠিক বলা যায় না, স্বাজ্জ ইজিতে লোঠনকে কোন অভিসন্ধি প্রকাশ করেন, ইহাতে মাঞ্চিত ইদারক প্রভৃতি ভীত হন । ১২৩০

হস্তব্যাংচাক্রিকানস্মানুজ্জৌ স্তস্তাশয়ো নৃপঃ ।

বেত্তি তৎপ্রেরণেনাসৌ তদাশঙ্কিবত্তেতি ত্তে ॥ ১২৩১

সংজাতং সহজাখ্যাং রাজ্যাং স্তম্ভসলভূপভেঃ ।

কুর্শো মল্লার্জুনং ভূপং লোহরেস্মিনহিতায় বঃ ॥ ১২৩২

তৎপ্রেরণমিবাকস্মাদভিসংধন্ত লোঠনম্ ।

সংদিশাথ তাকীমাঞ্জয়সিংহো মহীপতিঃ ॥ ১২৩৩

বাজেন রাজা সংদিষ্টং তৎকোটং স্বীচিকীৰ্ঘণা ।

প্রতিশ্রুতমবিস্তৃষ্টৈস্তস্মিন্শৈস্তচ তথৈব তৎ ॥ ১২৩৪

মল্লার্জুনং লোঠনোথ জাহ্নবা প্রারক চাক্রিকম্ ।

তদাত্মান্ভ্রাতৃহনঃস্তাংচাক্রিকানপাবক্ৰয়ৎ ॥ ১২৩৫

“সুজ্জিকে রাজা অত্যন্ত বিশ্বাস করেন। যদি তাঁহার পরামর্শে রাজা আমাদিগকে চক্রান্তকারী বলিয়া দণ্ডনীয় মনে করেন” তাঁহারা এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছিলেন। ১২৩১

“রাজ্যী সহজার গর্ভজাত রাজা স্তম্ভসলের মল্লার্জুন নামে একপুত্র আছে, আমি তোমাদিগের হিতার্থ তাঁহাকে লোহরের রাজা করিব, জোমরা যেমন হঠাৎ প্রেমকে অপসারিত করিয়াছিলে, সেইরূপ লোঠনের বিরুদ্ধে উত্থান কর” শ্রীমান জয়সিংহ এইরূপ সংবাদ প্রেরণ করেন। ১২৩২।৩৩

রাজা যেমন ছলপ্রয়োগে লোহরকোট অধিকার মানসে উক্তরূপ প্রস্তাব করিয়া পাঠাইলেন, তাহারাও তরুণ অবিশ্বাস সহকারেই উক্ত প্রস্তাব গ্রহণ করিল। ১২৩৪

যখন লোঠন জানিতে পারিলেন যে মল্লার্জুন বড়বলে লিপ্ত

অবরুদ্ধতনুজেন শঙ্কাং সৌম্নলিনা ভজন্ ।
 পরং বিগ্রহরাজেন প্রাতিহার্যমজিগ্রহৎ ॥ ১২৩৬
 রাজা ব্যাজাংপিতৃব্যেণ বন্ধসংবিক্রপায়বিৎ ।
 তদ্বরে হারিতঃ রাজ্যং তৈত্তৈঃ স্বীকতুমুত্তমৈঃ ॥ ১২৩৭
 বিন্দুজা শূরং নিকম্পরাজ্যঃ স্নুজ্জৈঃ পহিশ্রমাং ।
 মাসান্কাংশ্চিদসংক্লেভো বৃত্ত্যাবতিষ্ঠ লোঠনঃ ॥ ১২৩৮
 স্নুজ্জিঃ পদ্মরথাপত্যং প্রাক্কিত্যামানিনায় যাম্ ।
 অনুঢ়ায়া বিবাহায় তস্তা মাতরমাগতাম্ ॥ ১২৩৯
 আকর্ণ্য তেজলাদীনাং প্রসঙ্গেহস্মিনগৌরবাম্ ।
 সামাত্যো দর্পিতপুং কৃতপ্রতাদদাতো যদৌ ॥ ১২৪০

হইয়াছেন, তখন তাঁহাকে ও অন্যান্য ভ্রাতৃপুত্রগণকে কারাবদ্ধ করিলেন । ১২৩৫

তিনি আশঙ্কাবশতঃ কেবল স্নুস্নলের দাসীপুত্র বিগ্রহরাজকে প্রাতিহার পদে নিযুক্ত করিলেন । ১২৩৬

তখন রাজা জয়সিংহ মৌখিক ভদ্রতানুরোধে পিতৃব্য লোঠনের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া কোশলে নষ্টরাজ্য লোহর অধিকারের চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ১২৩৭

স্নুজ্জির প্রযত্নে লোঠন কতিপয় মাস নিকম্পভাবে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত রহিলেন, শূরকে ছাড়িয়া দিলেন । ১২৩৮

স্নুজ্জি ইতঃপূর্বে যে পদ্মরথ-তনয়া অনুঢ়া কন্যাকে বিবাহার্থ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহার জননী গৌরবাধিতা তেজলাদীনা আসিতেছেন শ্রবণ করিয়া প্রত্যাগমন মানসে অমাত্য সহ দর্পিতপুং গমন করিলেন । ১২৩৯।৪০

মাণ্ডিক্যাদৈবথ প্রাপ্তরৈক্কাণিগত্য বন্ধনাং ।
 মল্লার্জুনঃ কোট্টরাজ্যে সংহতৈরভ্যযিত্যত ॥ ১২৪১
 ঠাকুরৈঃ প্রাণদানীতৈঃ প্রতোলীতলমাগতান্ ।
 ভূত্যাংস্তে সিংহভূতুঃ প্রবিবিক্ষুণ্যবারয়ন্ ॥ ১২৪২
 যষ্ঠে লোঠনঃ শুক্লদ্রয়োদশাং স ফাল্গুনৈ ।
 যথায়জ্যত রাজ্যেন তথৈবাশু ব্যযজ্যত ॥ ১২৪৩
 অনুচাং কন্তকাং মূঢ়ঃ সম্পদং চাবায়ীকৃতাম্ ।
 প্রাপ্তাং পরম্ভ ভোগ্যত্বং ভাগ্যহীনঃ শুশোচ সঃ ॥ ১২৪৪

মাণ্ডিক্য প্রভৃতি কয়েকজন এই অবসরে সুযোগ বুঝিয়া কারাগার হইতে বহির্গত হইল। সকলে মিলিয়া মল্লার্জুনকে অভিষিক্ত করে । ১২৪১

ভক্ত্য ঠাকুরদিগের সাহায্যে তাহারা পূর্ববৎ রাজা জয়সিংহ প্রেরিত সৈন্যদিগকে লোহরকোট, প্রবেশ করিতে দেয় নাই । রাজ-সৈন্যগণ প্রতোলী (রাজপথ) দিয়া লোহরে প্রবেশ করিয়াছিল । ১২৪২

লৌকিকাক্ষের (৪২০) ৬ ছয় বৎসরে ফাল্গুন মাসের শুক্ল দ্রয়োদশীতে লোঠন অল্পকাল মধ্যে অচিরপ্রাপ্ত রাজ্য হারাইলেন । ১২৪৩

ভাগ্যহীন মূঢ় লোঠন অনুশোচনা করিতে লাগিলেন, হায়, যে কন্তাকে আনাইলাম বিবাহ করিতে পাইলাম না, যে সম্পদ লাভ করিলাম তাহা ভোগে ব্যয় করিলাম না, কেবল পরের ভোগে লাগিল । ১২৪৪

অট্টা টিল্লিকাদিভ্যো দেশেভ্যো নষ্টশক্তিনা ।

তেন সুজ্জিবলাংকোশশেষঃ কশ্চিদবাধ্যত ॥ ১২৪৫

পূর্বাহুতান্নিংহভূতদৃত্যামাক্তা মাঞ্চিতঃ ।

নিনায়াপ্রতিমল্লহং মল্লার্জুনমহীভূজম ॥ ১২৪৬

তেনাতিবাঘিনা নবাবয়সা ভূভুজা স্বতম ।

মৌক্তিকৈঃ পূগবিচ্ছেদে তাবুলাপর্ণমেকদা ॥ ১২৪৭

বর্ষতো বিষয়োঃস্বক্যাদাটকং কুটুনাম্বি ।

ত্যাগিৎস্ব তত্ত্ব তদ্বৈজ্ঞঃ সদাযম্মদবোধ্যত ॥ ১২৪৮

প্রজোপতাপোপচিতঃ কোশঃ সুস্মলভূপতেঃ ।

তেনাতিবাঘিনা শ্বৈরমম্বরূপব্যয়ঃ কৃতঃ ॥ ১২৪৯

তিনি শক্তি হারাইয়া ঘুরিতে ঘুরিতে সুজ্জিব সাহায্যে টিল্লিকা প্রভৃতি স্থান হইতে কিঞ্চিৎ ধন প্রাপ্ত হইলেন । ১২৪৫

মাঞ্চিত ইতঃপূর্বে সিংহরাজের যে ভৃত্যদিগকে আহ্বান করিয়া আনয়ন করেন, অধুনা তাহাদিগকে ত্যাগ করিয়া দূর করিলেন এবং মল্লার্জুনকে লোহরের অপ্রতিরথ আধিপত্য দিলেন । ১২৪৬

নবীন-বগা ভূপতি অত্যন্ত অমিতব্যয়ী হইয়া উঠিলেন ; তিনি একদা গুপারীর গ্নরিবর্তে মুক্তা কাটিয়া তাবুল বিতরণ করিয়াছিলেন । ১২৪৭

তিনি ইল্লিয়াসক্তি বশতঃ রমণীসংগ্রাহকদিগকে প্রচুর স্বর্ণ দান করিতেন, সুতরাং বিজ্ঞলোকে তাহার দামশীলতার নিন্দাই করিতেন । ১২৪৮

রাজা সুস্মল যেমন প্রজাপীড়ন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, অধুনা সেই সঞ্চিত ধনের অম্বরূপ পরিণতি ঘটিল । ১২৪৯

গণিকাচারণদ্রোণু বিটচেটাদিপেটকম্ ।

সাধুস্থিধুয় সোপুষণাক্ষার্মাফঃ কুমতির্যাতঃ ॥ ১২৫০

সপত্নসাদহিতসাদাদি বা বহ্নিসাদ্ভবেৎ ।

দ্রবিণং ফৌণিপালানাং জনতোপদ্রবার্জিতম্ ॥ ১২৫১

প্রজাপীড়নজং বিত্তং জয়াপীড়মহীভুজঃ ।

দাস্তাঃ পুত্রৈরুৎপলাদৈর্কিলুপ্তং নপ্তুরহৃতকৈঃ ॥ ১২৫২

লোকসংরেশনোদ্ধৃতঃ কোশঃ শংকরবর্মণঃ ।

প্রভাকরাদিভিঃ শৈবং জায়াজারৈরভুজাত ॥ ১২৫৩

অনঙ্গবংশগাঃ পঙ্কোরঙ্গনা বৃজিনার্জিতম্ ।

দহুঃ স্নগন্ধানিত্যায় ধনং সম্ভোগভাণিনে ॥ ১২৫৪

রাজা মল্লার্জুন নিতান্ত কুমতি ও কামতপ্ত ছিলেন ; তিনি সাধু লোকদিগকে দূর করিয়া দিলেন, কতকগুলি চাটুকার, বিট চেট প্রভৃতি কামসহচর, কপট বন্ধু ও গণিকা পোষণ করিতে লাগিলেন । ১২৫০

প্রজাপীড়ন করিয়া ক্ষতিপালগণ যে অর্থার্জন করেন তাহা নিশ্চয়ই শত্রুরগত, অথবা অনলসং হয় । ১২৫১

রাজা জয়াপীড় প্রজাপীড়নপূর্বক বহুধন রাখিয়া গিয়াছিলেন, সেই ধনরাশি উৎপল ও তাঁহার ক্রীতদাসীর পুত্রেরা তাঁহার পৌত্রকে বিনাশ করিয়া, সমস্ত অপব্যয়িত করে । ১২৫২

শঙ্কর বর্ম্মাও লোককে বহু ক্লেশ দিয়া ধনাগার পূর্ণ করিয়াছিলেন, ভদ্রীর জায়ার উপপতিরা সে ধনরাশি উড়াইয়া দেয় । ১২৫৩

নপ্তুর রাজা নির্জিতবর্ম্মার কামিনীগণ কাম মোহিত হইয়া পতির

রাজ্যে যশস্বরসার্থায়াচক্রেতিসংচিতান্ ।

অনন্যনন্দবৈবশ্যাদালিঙ্গিতজনংগমা ॥ ১২৫৫

পূর্বরাজার্জিতং পার্শ্বগুপ্তিঃ প্রাপ্য ধনং মৃতঃ ।

দাতা জায়েপপত্যেন তুঙ্গাদীনাংজাযত ॥ ১২৫৬

সংগ্রামরাজঃ শ্রীলেখামুখাজমধুপৈধনী ।

মুসিতো ব্যড্ভসুহাদৈর্নিবিড়োপার্জনস্পৃহঃ ॥ ১২৫৭

অপ্রত্যবেক্ষ্যক্ষপিতপ্রজ্ঞা জগদুর্জিতাশ

অন্তেনন্তমহীভতুর্সিদ্ধুতির্ভগ্নসাদভূত ॥ ১২৫৮

পুত্রোণাপাত্রসান্নার্থা জারসাত্তরসা কৃতঃ ।

কুকলাকৌশলোদ্ভূতঃ কোশঃ কলশভূপতেঃ ॥ ১২৫৯

অসহপার্যার্জিত বিপুল বিত্ত প্রেমাস্পদ স্তম্ভাদিত্যেকে প্রদান করিয়াছিল । ১২৫৪

রাজা যশস্বরও বহুধন রাখিয়া গিয়াছিলেন, তদীয় পত্নী অনন্যবেশে নীচজনে আসক্ত হইয়া তাহা ক্ষয় করে । ১২৫৫

পার্বগুপ্তের পুত্র ক্ষেমগুপ্ত মৃত্যুকালে পূর্বরাজগণ সঞ্চিত বিপুল ধন রাখিয়া যান, তদীয় জায়ার উপপতি তুঙ্গ প্রভৃতি তাহা ভোগ করে । ১২৫৬

রাজা সংগ্রামরাজ অতি সঞ্চয়শীল ছিলেন। তদীয় ভাৰ্য্যা শ্রীলেখার মূৰ্খ-গম্ভ ভুজ ব্যড্ভসুহ সে সমস্ত ধনরাশি অপহরণ করে । ১২৫৭

প্রজাসংরক্ষণে উদাসীন অথচ সর্বজগৎ হইতে ধন সংগ্রাহে তৎপর রাজা অনন্তদেবের ধনরাশি অবশেষে ভস্মীভূত হইয়াছিল । ১২৫৮

কলশ ভূপতির অসৎ কলা ও কৌশলে সংগৃহীত ধন তদীয় পুত্রের অপাত্র বিনিয়োগে ও তৎপত্নীর জারগণের উপভোগে ব্যয়িত হয় । ১২৫৯

সহ গেহৈঃ সমঃ ক্রীড়িঃ সত্রা পুত্রৈরভূকনম্ ।

অশ্রান্তার্জুনতর্ষশ্চ হর্ষদেবশ্চ বহিসাৎ ॥ ১২৬০

চক্রাপীড়োচ্চলাবস্তিবশ্মাশ্চৈক্ক্ষ্মনিষ্টুৈঃ ।

নিষ্ঠা ভ্রাতৃশ্চ কোশশ্চ নাবাপ্যকুচিতা কচিং ॥ ১২৬১

চৌরচাক্রিকসীমান্তভূভ্বেদশ্চানিটাদয়ঃ ।

লুপ্তিং প্রাবেভিরে পৃষ্ঠাং নবে মল্লার্জুনোদয়ে ॥ ১২৬২

বঞ্চয়িত্বাপ্যরৌনভূভ্রাতৃমাষিধটিভেঙ্গিতঃ ।

অথ চিত্রবৎ তূর্ণমানন্দায় ব্যসর্জয়ৎ ॥ ১২৬৩

দ্বারপদাগ্রয়োস্তল্যাধীকারেণ প্রবর্দ্ধিতঃ ।

সোহনক্সসামন্তযুতঃ পদং কুলপুরে ব্যধাৎ ॥ ১২৬৪

রাজা হর্ষও সতত সঞ্চরুণ্ণ হইছিলেন, তাঁহার ধন সম্পৎ পত্নী, পুত্র, গৃহাদির সহিত অগ্নিসাৎ হইয়াছিল । ১২৬০

কেবল চক্রাপীড়, উচ্চল ও অবস্তিবশ্মা বিচার কার্যে নিষ্ঠুর ছিলেন সত্য, কিন্তু কখন শায়োপার্কীত ভর্থ অবধা ব্যয় করেন নাই । ১২৬১

তুরগ বয়স্ক মল্লার্জুনের অভ্যুদয় কালে পুনরায় চৌর, চক্রান্তকারী, সীমান্ত ভূপতি, পারিষদ ও চাটুকারগণ লুণ্ঠন আশ্রয় করিল । ১২৬২

যদিও রাজা জয়সিংহ শত্রুদিগকে প্রতারণিত করিতে সমর্থ হন, তথাপি তাঁহার উদ্দেশ্য সিদ্ধ না হওয়ায় অগ্রসরচিত্তে যুদ্ধার্থ সম্বরে চিত্রবৎকে প্রেরণ করেন । ১২৬৩

চিত্রবৎ দ্বারপতি পদে ও পাদাগ্র বিভাগে উন্নীত হওয়ায় বিলক্ষণ বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন । তিনি অসংখ্য সামন্ত সঙ্গে লইয়া কুলপুরে অবস্থিতি করিলেন । ১২৬৪

উৎসেহিরে ন বিততা অপি দুর্গবলাশ্রয়াৎ ।
 মল্লার্জুনচমুর্জন্তে জেতুং তদনুজীবিনঃ ॥ ১৯৬৫
 ভেদায় কোট্যারুচস্তৃত্যো রাজসংমতঃ ।
 মল্লার্জুনানুগৈ রাত্রৌ হতঃ সংবর্দ্ধনাভিধঃ ॥ ১৯৬৬
 যুদ্ধাসাধ্যোপি তিষ্ঠন্তঃ কোট্টে ভয়বিধেয়তাম্ ।
 কোষ্টেশ্বরেশ্বগায়াতে তত্রামিত্রাঃ প্রপেদিরে ॥ ১৯৬৭
 প্রতিশ্রুতকরো বকসংধিঃ স ব্যসৃজন্ততঃ ।
 সভাজনায় জননীং তেষাং মল্লার্জুনোত্তিকম্ ॥ ১৯৬৮
 সা বৈধবাবিবিজেন বেঘৈশ্চর্যশোভিনা ।
 কোষ্টেশ্বরাদীন্সোংকণ্ডাংষ্টক্রে চপলচেতসঃ ॥ ১৯৬৯

কিন্তু তাঁহার সৈনিকেরা মল্লার্জুনের দুর্গাশ্রিত অগণ্য চমুকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে সাহসী হয় নাই । ১৯৬৫

সম্বর্দ্ধন নামক তদীয় ভৃত্য রাজসমীপে আদৃত ছিল ; গৃহভেদ সাধনের উদ্দেশ্যে সে লোহরকোটে প্রবেশ করে, কিন্তু মল্লার্জুনের অহুচর হস্তে নিহত হয় । ১৯৬৬

এদিকে কোষ্টেশ্বর পশ্চাতে আসিয়া পড়িলেন ; অজেয় দুর্গবাসী হইয়াও শত্রুরা মিতান্ত ভীত হইয়া পড়িল । ১৯৬৭

তখন মল্লার্জুন সন্ধি বন্ধন করিয়া কর দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন ; এবং রাজসচিবগণের সমাদরার্থ স্বীয় জননীকে প্রেরণ করিলেন । ১৯৬৮

রাজমাতা বিধবা হইয়াও বেশভূষার চাক্চিক্যে চপলচিত্ত কোষ্টেশ্বরাদিকে মোহিত করিলেন । ১৯৬৯

তস্তাং গৃহীতবিস্তৃতং ব্যাবস্তায়াং তদন্তিকাং ।

দ্বারেশায় দদাবুরীকৃতং মল্লার্জুনঃ করম্ ॥ ১২৭০

আকৃষ্টো রাজজননীচক্ষুরাগেণ কোষ্ঠিকঃ ।

দিদৃক্ষাকপটাংকোটমারুরোহ মিতানুগঃ ॥ ১২৭২

অর্দ্ধরুঢ়েন সহিতস্তেন চিত্ররথন্তঃ ।

সংভূতপ্রাপ্ততো ভূমিততুঃ সবিধমায়য়ো ॥ ১২৭৩

রাজা তু সংমন্ত্য ততঃ প্রায়ুঙ্ ক্রাহতিশালিনা ।

উদয়দ্বারপশ্চিনা নীতিং জেতুমরানুপুনঃ ॥ ১২৭৩

বীতান্বন্দো লোঠনেপি গতে পদ্মরথাস্তিকম্ ।

লেভেভিনবতুপালঃ কিংচিৎপাদপ্রসারিকাম্ ॥ ১২৭৪

জননী প্রত্যাগত হইলে মল্লার্জুন আশ্বস্ত হইলেন এবং দ্বার-
পত্রকে প্রতিশ্রুত কর প্রদান করিলেন । ১২৭০

কোষ্ঠেশ্বর রাজজননীর দর্শনাশায় আকৃষ্ট হইয়া পরিমিত অহুচর
সঙ্গে কোট পরিদর্শন ছলে দুর্গে আরোহণ করিলেন । ১২৭১

তিনি অবরোহণ করিলেন, চিত্ররথ তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজকর
ও নানা উপহার সহ রাজসমীপে উপনীত হইলেন । ১২৭২

কিন্তু রাজা তাহার পর আদরপটু দ্বারপতি উদয়ের সহিত
পরামর্শ করিয়া শত্রু জয়ার্থ কূটনীতি প্রয়োগ করিলেন । ১২৭৩

যখন যুদ্ধ বিগ্রহ শান্ত ভাব ধরিল, লোঠন ও পদ্মরথের সমীপস্থ,
তখন যুবা ভূপতি মল্লার্জুন একটু পাদ প্রসারিত করিয়া
বাঁচিলেন । ১২৭৪

উদ্বৃষ্টবাস্তবমলাখ্যাং তাং পদ্মরথকন্ডকাম্ ।
 উপয়েম ধৃত্যামো নাগপালায়জামপি ॥ ১২৭৫
 তস্মাদহংক্রিমানুচালৈত্তিরে গুট্টকৈতবাঃ ।
 ভূভুজঃ সোমপালাত্তা ভৃত্যভাবেন বেতনম্ ॥ ১২৭৬
 কবিগায়নজন্মাক্ষোভচারিণচেষ্টিতৈঃ ।
 বহবো মুমুষুর্ভীন্তেপি তং রাজবীজিনঃ ॥ ১২৭৭
 স বাল্য্যাম্পি রৌপাকপ্রজ্ঞো দৃষ্টো বটন্ বহ ।
 জজ্ঞে বাক্য প্রাঢ়িমাশ্রেণ বালিশৈঃ কুণীশায়ঃ ॥ ১২৭৮
 কেতোরিবাস্ত্রহেতোঃ প্রদীপ্তং বদনং বিনা ।
 অনিষ্টরাক্ষতেদৃষ্টং তস্ত্রাস্ত্র ন সৌষ্ঠবম্ ॥ ১২৭৯

পদ্মরথের কন্ডা সোমলাকে বিবাহ করিয়া প্রতিপত্তি প্রসার হেতু
 পুনশ্চ নাগপালের দ্বহিতাকেও বিবাহ করিলেন । ১২৭৫

অহংকারোত্তম মল্লার্জুন সোমপাল প্রভৃতি রাজকুলগণকে ভৃত্যবৎ
 বেতন দিতেছিলেন, কিন্তু তাহারা গোপনে তাঁহারই বিরুদ্ধে চক্রান্ত
 করিতেছিল । ১২৭৬

কত শত কবি, গায়ন, আখ্যানভাবী বাচাল, মজা, চারণ প্রভৃতি
 এবং রাজকুলজাত অনেকেই নানারূপে তাঁহার ধন লুণ্ঠন করিতে
 লাগিল । ১২৭৭

বাল্যকাল হইতে শিক্ষাভাবে তাঁহার প্রজ্ঞা পরিপক্ব হয় নাই ।
 উচ্চৈঃস্বরে কথা কহাই বিজ্ঞতার পরিচায়ক মনে করিতেন । মুখেরা
 তাহাই ভাবিত । ১২৭৮

অমঙ্গলালয় ধূমকেতুর উজ্জল মণ্ডক তুল্য তাঁহার বদন ভিন্ন আর

অজান্তরে নৃপঃ স্মৃজিঃ সংজ্ঞাহোত্রবিজ্ঞম্ ।
 মা ভূমল্লার্জুনেনাপি শ্রিতোসাবিতি চিন্তয়ন্ ॥ ১২৮০
 নির্বাসনে প্রবেশে চ প্রভুঃ স্মৃজেস্ততোধিকম্ ।
 তাংকলিকীং প্রতোহারঃ শক্তিঃ কাংচিদদর্শয়ৎ ॥ ১২৮১
 স কম্পনাভধাকারশ্চ রাজবিসর্জিতাম্ ।
 বিতরনুজ্জয়ে রাজস্থানকার্যশ্চজং বিনা ॥ ১২৮২
 নিস্তোষায় গৃহায়াতসোমপালানুরোধতঃ ।
 প্রসীদয়ামহীন্তেন নিজজুটশ্চজং মদাৎ ॥ ১২৮৩
 আকৃষ্য প্রদনৌ তস্ত তৎপ্রাপ্তিপরিতোষিণঃ ।
 আপ্যায়মর্দয়া দৃষ্ট্যা যৎসংপদীকুধো ব্যধাৎ ॥ ১২৮৪

কোন অজই সোঁষ্টব সম্পন্ন ছিল না। তাঁহার আকৃতি নিতান্ত মন্দ ছিল না। ১২৭২

এই অবসরে রাজা জয়সিংহ স্মৃজিকে স্বপক্ষে আনিবার জন্য প্রত্যাব করিয়া পাঠাইলেন ; তাঁহার আশঙ্কা ছিল মল্লার্জুনও স্মৃজির সাহায্য পাইতে পারে। ১২৮০

স্মৃজিকে নির্বাসিত করা কিংবা স্বদেশে পুনরানয়ন বিষয়ে প্রতিহার লক্ষ্য কর্কময় প্রভু হইলেও, একেত্রে কিন্তু স বিশেষ ক্ষমতা প্রদর্শন করেন। ১২৮১

তিনি রাজপ্রদত্ত কম্পনাধীশ-মাল্য স্মৃজিকে দিতেছিলেন, এমন সময়ে তাঁহার ভবনাগত রাজা সোমপালের অনুরোধে স্মৃজিকে রাজস্থানের প্রাঙবিবাক্ত না দিয়াও সন্তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে উচ্চ মত্রে দ্বীয় সন্তুত হইতে জটমালা উন্মোচন করিয়া তাৎক্ষণিক

ভদ্রে হিতায় সৌহার্দ্যং বিধুঘোদয়ধন্যয়োঃ ।

অভিজদ্রিল্বহঃ সৃজ্জঃ প্রবেশে প্রতিলোমতাম্ ॥ ১২৮৫

প্রত্যাগমনে সংমাক্ত সৃজ্জিং প্রাবেশয়ম্পঃ ।

দেশান্নিরাঙ্কজ্ঞাদীন্মানসায় তু তদ্বিরা ॥ ১২৮৬

কৃত্যাগাঃ স্মাপতো লক্ষ্মণে তীক্কেজ্জিঘাংসতি ।

কোষ্ঠেশ্বরঃ পলায়িঃ জ্ঞাতোদন্তস্তদন্তিকাং ॥ ১২৮৭

আঙ্কনায়োগতে রাজ্ঞি গৃহিতম্নুজেশ্বতঃ ।

অপক্কেভেদোপহতঃ সোথ দেশান্তরং যচৌ ॥ ১২৮৮

প্রিয়র মনে দিলেন । ইহাতে সৃজ্জি আপ্যায়িত হইলেন, তাঁহার নয়ন
আর্দ্র হইল, যেন তাঁহার ভাগ্য-তরু উদ্গত হইল । ১২৮২-৩৪

সৃজ্জির পুনরাগমনে বিল্বহ প্রভুর হিত সাধনার্থ উদয় ও ধন্তের
সৌহার্দ্য বর্জন পুরঃসর ভাবান্তর ধারণ করিলেন । ১২৮৫

ভূপতি স্বয়ং প্রত্যাগমন করিয়া সসম্মানে সৃজ্জিকে ত্রীনগর
প্রবেশ করাইলেন, এবং তাঁহার অনুরোধে ধন্তাদিকে দেশ
হইতে নির্বাসিত করিলেন, কিন্তু হৃদয় হইতে অপসারিত করেন
নাই । ১২৮৬

কৃত্যাপরাধ কোষ্ঠেশ্বর যেমন জানিতে পারিলেন ভূপতি তাঁহাকে
গুপ্তবাতক হস্তে বধ করিতে ইচ্ছুক হইয়াছেন, তিনি অমনি পলায়ন
করিলেন । ১২৮৭

যখন রাজা মনুজেশ্বকে হস্তগত করিয়া যুদ্ধার্থ বহির্গত হইলেন,
কোষ্ঠেশ্বর গৃহভেদ বশতঃ হতবল হইয়া দেশান্তর প্রস্থান
করিলেন । ১২৮৮

লোঠিনস্ত নিজগ্রাহ কাংশ্চিদাগস্থা ঠকুরান্ ।

বঙ্গনীলাভিধে স্থানে বসন্নল্লার্জুনং বলাৎ ॥ ১২৮৯

তত্র দৃষ্টমসংভাব্যমেবাস্ত থলু পৌরুষম্ ।

পরিব্রষ্টোপি যদ্বকপদং তমজয়ৎসদা ॥ ১২৯০

জহার তুরগাংলুস্তিং চকাংরাট্টলিকাপণে ।

মার্গদ্রঙ্গাদিভঙ্গং চ সৰ্ব্বংসৰ্ব্বত্র সো কবোৎ ॥ ১২৯১

রাজরাজাভিধানেন ডামরেণার্থিত্ততঃ ।

কশ্মীররাজসংপ্রাপ্তো ক্রমরাজ্যমগাহত ॥ ১২৯২

তদবেত্য সনীপস্থে হতে চিত্ররথেন সঃ ।

তন্নিব্ব বস্ত্রে প্রযয়ো বঙ্গনীলভুবং পুনঃ ॥ ১২৯৩

লোঠিন বঙ্গমৌল নামক স্থানে অবস্থান করিতেছিলেন, তথায় থাকিয়া কতিপয় ঠাকুরের (প্রধান) সহায়তার মল্লার্জুনকে আক্রমণ করিলেন । ১২৮৯

এই সময়ে তাঁহার প্রকৃত শৌর্য প্রকাশিত হয়, তিনি তদবস্থায়ও পদস্থ মল্লার্জুনকে পরাজিত করেন । ১২৯০

তিনি তুরঙ্গ সকলঅপহরণ করিলেন, অট্টলিকার বিপণি লুণ্ঠন করিলেন এবং সৰ্ব্বস্থানে পাখিমধ্যে চৌকি দ্রঙ্গা ধ্বংস করিয়া ফেলিলেন । ১২৯১

রাজরাজ নামক ডামরের প্রার্থনায় তিনি ক্রমরাজ্যে প্রবেশ করিলেন, কশ্মীর রাজ্য প্রাপ্তি উদ্দেশ্যে হইল । ১২৯২

যখন তিনি উক্ত লন্য চিত্ররথের সমীপে আসিয়া নিহত হইয়াছে, তিনি পুনর্বার বঙ্গনী অঞ্চলে গমন করিলেন । ১২৯৩

তস্মিন্নাক্ষয়মসংগৃহ্যন্যত্রিলিকামপি ।

অবরোদ্ধুমশক্তোভূৎকোটে মল্লার্জুনো বসন্ ॥ ১২২৪

ভ্রাতৃব্যোণ পিতৃবাস্ত দাপয়িত্বা ধনং বহ ।

ততঃ কোঠেশ্বরো যাত্রাসজ্জঃ সন্ধিং শ্রবক্ষয়ৎ ॥ ১২২৫

লোহরে বিহিতনৈশ্বৰ্যে গৃহীত্বা লোঠনং ততঃ ।

কশ্মীরোর্ব্যাং পপাতাসৌ বিজিঘৃক্ষুঃ ক্ষমভূজা ॥ ১২২৬

গিরীমূলত্যা কার্কোটদ্রঙ্গে বিহিতবান্পদম্ ।

নিপত্য মার্গেনুদ্বাতে যাবদনৈশ্চ ডামটৈঃ ॥ ১২২৭

নাবাপ যোগং নির্গতা ক্ষিপ্রকারী ক্ষমাপতিঃ ।

সর্কোত্তোগেন তং ভাবহুত্বানোপহতং ব্যধাৎ ॥ ১২২৮

তিনি পুনঃপুনঃ লোহর আক্রমণ করিতেছেন তথাপি মল্লার্জুন লোহর দুর্গ হইতে অটলিকায় অবতরণ করিতে সমর্থ হইয়েন নাই । ১২২৪

কোঠেশ্বর যুদ্ধ যাত্রায় সমস্তু হইয়া ভ্রাতৃপুত্র মল্লার্জুন ও পিতৃব্য লোঠনের বিবাদ ভঞ্জন করতঃ সন্ধি স্থাপন করিলেন ; মল্ল লোঠনকে বহুধন প্রদান করিলেন । ১২২৫

লোহর রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া তিনি লোঠনকে লইয়া রাজা জয়সিংহের সহিত যুদ্ধ বাসনায় কাশ্মীর রাজ্যে প্রবেশ করিলেন । ১২২৬

তিনি বহু গিরি মূলত্যা করিয়া নির্কিষ্মে কার্কোটদ্রঙ্গে উপনীত হইলেন ; তথায় অপরাপর ডামরদিগের সহিত মিলিত হইবার পূর্বেই রাজা জয়সিংহ ক্ষিপ্রগতিতে সর্বলো আগমন পূর্বক তাঁহাকে পরাজিত করিলেন । ১২২৭।২৮

অত্ৰাস্তরে প্রতীহারঃ প্রাপ্তময়পীড়নং ।

ন সম্পৎ স্বল্পপুণ্যানামনপাদিত্বমাযুধঃ ॥ ১৯৯৯

উৎসারণপ্রিয়তয়া পরিকল্পসর্ব-

দ্বারে গৃহে নিবহুরোধতয়া বসন্তঃ।

সম্পন্নযুক্ততদ্যো প্রতিষপ্রবৃত্তে-

কিঙ্গজ্ঞানতে ন বভসাম্মিয়তেনিপাতম্ ॥ ২০০০

কুর্কীণোৎসারণং তন্ত গৃহজা সততং নৃণাম্ ।

নাঙ্কাসীৎসুখভুপ্তস্ত পৃষ্ঠে পতিতমন্তবম্ ॥ ২০০১

অবিতঃ স হি নিষ্ঠ্যতজরঃ অপতি বিজরঃ ।

বিদিত্তেতি ন বিজাতঃ স্বপ্নেব মৃতস্তদা ॥ ২০০২

এই সময়ে প্রতীহার বন্দক পীড়িত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন ।

অল্পপুণ্য লোকে দীর্ঘজীবী হইয়া সম্পৎ ভোগ করে না । ১৯৯৯

যন সম্পদ লাভে চিত্ত দুর্বল হয়; তাদৃশ দুর্বল হৃদয় ব্যক্তি জানে না নিয়তির গতি কেহ রোধ করিতে পারে না ; মূঢ়েরা গৃহের স্বার-
রুদ্ধ করতঃ নিয়তিকে যেন অপসারিত করিয়া বাস করে । কিন্তু
নিয়তি হঠাৎ আসিয়া পড়ে । বিক্ মূঢ়তাকে । ২০০০

তদীয় সমাপ্ত জনপ্রাকে সর্বদা অপসারিত করিতেন । কিন্তু
তিনি জানিতে পারেন নাই, যে সুখশ্রুস্ত পতির পৃষ্ঠে শয়ন পতিত
হইয়াছেন । ২০০১

প্রতীহার অসম্ভব হইয়াছিলেন, বিজর অবস্থায় নিদ্রা যাইতে
ছেন যেন করিয়া কেহ ভাবে নাই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে । ২০০২

লোঠানে কোঠকেথ প্রয়াতে নৃপতিঃ পুনঃ ।
 ন স মল্লাজ্জুনো নাপি কোঠকো ন স লোঠনঃ ॥ ২০০৩
 ছদ্মনোদয়নং পার্শ্বস্থিতং মল্লাজ্জুনোবধীৎ ।
 তস্মৈ চক্রোধ মাধ্যস্ত্যে স্থাপিতস্তেন কোঠকঃ ॥ ২০০৪
 অহুনিভো ন তং খিন্নং স সংভূতবলস্ততঃ ।
 অভিষেপয়িতুং ক্রোধাদধাবৎসহ লোঠনম ॥ ২০০৫
 কোঠকো মল্লকোষ্টাষ্টৈর্গ্মিতৈর্যুক্তোপি সাদিভিঃ ।
 তীর্থী পরোক্ষীং তৎসেনাং নির্মমাথা প্রমাথিনীম্ ॥ ২০০৬
 হতেষু তেষু সংগ্রামে ঋসসৈন্ধবকাদিষু ।
 বধং প্রাপ্তঃ সিংহভূতদেবাঙ্গ স নৃপো হতঃ ॥ ২০০৭

লোঠানের সহিত কোঠক গ্রহণ করিলে কি মল্লাজ্জুন কি লোঠন, কি কোঠক, লোঠরে কাহারও আধিপত্য ছিল না । ২০০৩

যেহেতু মল্লাজ্জুন নিকটস্থিত উদয়নকে ছলপ্রয়োগে বধ করেন, উদয়নের রক্ষাকল্পে কোঠকই দায়ী ছিলেন, সুতরাং কোঠক মল্লাজ্জুনের উপরে কুপিত হইলেন । ২০০৪

কিন্তু মল্লাজ্জুন 'খিন্ন' কোঠককে কোনরূপ অহুন্নয় করিলেন না ; ইহাতে কোঠক ক্রুদ্ধ হইয়া সৈন্য সংগ্রহপূর্বক লোঠনকে লইয়া মল্লাজ্জুনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘাড়া করিলেন । ২০০৫

কোঠক কেবলমাত্র মল্লকোঠক ও অল্প সংখ্যক সাদী সৈন্যসহ পরোক্ষী পার হইয়া যুদ্ধ করিলেন এবং মল্লাজ্জুনের অকর্ম্মজ্ঞ সৈন্য পরাস্ত করিলেন । ২০০৬

সেই যুদ্ধে অনেক খল, সৈন্ধবাদি সৈনিক নিহত হয় ;

আক্রান্তঃ কোটমূর্দ্ধানং মানমূর্ধঃ পরিচ্যুতঃ ।
 ভয়প্রভাপো ভূয়োহপি সমধস্ত স কোষ্টিকম্ ॥ ২০০৮
 বিশ্বজা লোঠনং তিষ্ঠন্নিকৈরমগমংপুনঃ ।
 অনির্কাহিতদেয়েন তেন ধৈর্যং স ডায়রঃ ॥ ২০০৯
 বন্ধাধিকারিণঃ শুদ্ধং গৃহতাকারি রাজবৎ ।
 তেন স্বনায়া ভাণ্ডেশু দ্রুপে সিন্দূরমুদ্রণম্ ॥ ২০১০
 জতুনংহতয়োঃ কাচকলশীদলযোবিব ।
 ক্ষণে ক্ষণে সন্ধিভঙ্গস্তয়োঃ সমুদপশ্যত ॥ ২০১১
 বিবৃঢ়িচিশৃষ্টৈকীগ্রৌক্ষৈর্কিরাগং লোহরেশ্বরঃ ।
 নৈন্তে লবস্তং সোপ্যনং স্পর্জিবন্ধৈরণমুশৈঃ ॥ ২০১২

মলার্জুনকে নিহতপ্রায় করিয়াও শত্রুরা সিংহরাজের প্রতি দেব দণ্ডঃ
 ছাড়িয়া দিল । ২০০৭

তখন তিনি সন্মান চূড়া চ্যুত হইয়া দুর্গপ্রাসাদ চূড়ায় উঠিলেন,
 এবং কোষ্টিককে পুনঃ প্রসন্ন করিলেন । ২০০৮

ডায়র কোষ্টেশ্বর লোঠনকে পরিত্যাগ করায় কিছুকাল শান্তি
 স্থাপিত হয়, কিন্তু মলার্জুন তাহাকে প্রার্থিত অর্থ প্রদান না করায়
 সে পুনর্বার বিরোধ বাধাইয়াছিল । ২০০৯

সে দ্রুপা (ঘাটি) স্থিত কর্মচারীদিগকে আবদ্ধ করিয়া স্বয়ং
 রাজার স্তায় শুদ্ধ আদায় করিতে লাগিল, এবং পণ্য দ্রব্যের উপরে
 নিজ নামের সিন্দূর চিহ্ন দিতে লাগিল । ২০১০

যেমন ঘো সংযোগে কাচ পাত্র বহুকণ সন্মল্য থাকে না, সেইরূপ
 তাহাদিগের (মলার্জুন ও কোষ্টিক) সন্ধি ভঙ্গ-ভঙ্গুর ছিল । ২০১১

অনর্থক রক্ত বাক্য প্রয়োগ করিয়া লোহরেশ্বর লবন্য কোষ্টিককে

ডামবেণ ততো দত্তাঙ্কলং তৎকটকাস্তরম্ ।
 পরাক্ৰিয়াযুধধূষীষহরণাংসুজরং কৃতম্ ॥ ২০১৩
 দত্তাঙ্কসম্পরায়ত্যাং বিঘট্টৈষ্ঠপৌরুষৈঃ ।
 এবং তং কোষ্টকো মূঢ়ঃ সুখোচ্ছেদং বাখাদ্ধিষাম্ ॥ ২০১৪
 তনুদাদানসংবন্ধাচ্ছান্তরং যুথ্যমস্ত্রিণম্ ।
 অস্ত্রাস্তরে নৃপো হস্তং মাঞ্চিতং স ব্যচিস্তয়ৎ ॥ ২০১৫
 আসীৎকঠোরতারুণ্যাতরঙ্গিতমনোভবঃ ।
 সুব্যস্তং স হি তন্মাতুরোপপতোন সংমতঃ ॥ ২০১৬
 অহিরাবসরে তীক্ষ্ণাঃ কৃতসংজ্ঞাঃ ক্ষমাভুজা ।
 দত্তপ্রহরণাঃ প্রাগৈভূজ্ঞানং তং ব্যরোজঘন্ ॥ ৩০১৭

বিরক্ত করেন, এবং স্বয়ং ও তাহার অপ্রতিহত স্পর্ধা দেখিয়া
 বিরক্ত হন । ২০১২

তদনন্তর ডামর কোষ্টক রাজসৈন্য আক্রমণ করিয়া তন্মধ্যে উৎকৃষ্ট
 অস্ত্র, অশ্ব, বাহনাদি অপহরণ করিয়াছিল । ২০ ৩

এইরূপে নিয়ত আক্রমণে বিষম বিক্রম প্রকাশ করিয়া মূর্থ
 কোষ্টক রাণা জয় সংহেবই শত্রুর সুখোচ্ছেদ করিতেছিল । ২০১৪

মাঞ্চিত মল্লার্জুনকে কন্যাদান করিয়া তাহার হস্তর হইয়াছিলেন ;
 এবং প্রধান মন্ত্রীর কার্য্য করিতেন ; এই সময়ে লোহরপতি তাঁহাকেই
 বধ করিবার উপায় ভাবিতেছিলেন । ২০১৫

মাঞ্চিত যুবাশ্রয় ছিলেন । কামবশে মল্লার্জুনের জননীর প্রেম
 পাত্র হইয়া পড়েন । ২০২৬

তিনি যখন ভোজন করিতেছিলেন, সেই সময়ে গুপ্ত বাহকেবা
 রাজার ইচ্ছিতক্রমে অস্ত্রাঘাতে তাহার প্রণাশ করে । ২০১৭

ধুম্রমসিপট বজ্রবীরপটো রটমহ ।

নিম্নুঠমল তৎসেনাং তাং তামারভটীং ব্যাধাং ॥ ২০১৮

অবাশিষাত ন দ্রোহমধ্যাদিন্দারকোপ্যহো ।

রাজ্ঞা বিশমিতস্তেন রসদানেন স স্ময়ম্ ॥ ২০১৯

দৈবেনোৎসারি তারতিস্থিতঃ সিংহমহীপতিঃ ।

সংদাধে কোষ্টকং সৃজ্জিং প্রাহিণোবিজয়ায় চ ॥ ২০২০

মার্গস্ত যামমাত্রোণ গমাস্তা স্তকমাপ সঃ ।

যাবত্ব বজ্রহরণাংকোষ্টকেনাকুলাকৃতঃ ॥ ২০২১

অস্তর্ভেদাকুলস্তাবৎপ্রত্যবস্তাকুমক্ষমঃ ।

গৃহীতকোশঃ সংত্যজ্য কোটং মল্লার্জুনো যদৌ ॥ ২০২২

তৎপরে বীরপাটা বাধিয়া অসি ঘুরাইয়া উচ্চ নিনাদ তুলিয়া বহু প্রকার বীরপণা দেখাইয়া রাজা মাঞিকের সৈন্য লুণ্ঠন করিলেন । ২০১৮

এমন কি রাজ্যদ্রোহ লিপ্ত বলিয়া ইন্দারকও নিকৃতি পান নাই । রাজা স্বয়ং বিষ দানে তাঁহাকে বিনাশ করেন । ২০১৯

তদনন্তর মহীপতি জয়সিংহ শত্রুগুলকে দৈহহস্তে বিপন্ন দেখিয়া কোষ্টককে স্বপক্ষে আনয়ন করেন, এবং লোহর বিজয়ার্থ সৃজ্জিকে প্রেরণ করিলেন । ২০২০

তিনি প্রহরমাত্র পথ প্রদর্শন করিলে মল্লার্জুন তাঁহার সম্মুখে ভীষ্টিতে পারিলেন না কারণ কোষ্টক তদীয় অশগুল ইতঃপূর্বেই অপহরণ করিয়া তাঁহার বগছাশ করিয়াছিল । গৃহবিচ্ছেদেও তিনি নিতান্ত ব্যাকুল হইয়াছিলেন, উপায়াস্তর না দেখিয়া ধনরত্ন গ্রহণ-পূর্বক লোহর কোট পরিত্যাগ করেন । রাজ্যভ্রষ্ট হইলেন, পশ্চিমঘো

রাজ্যভ্রষ্টঃ স নিলুপ্ত্যমানো মার্গেষু তত্বতৈঃ ।

অবনাহোমুখো রক্ষনকোশশেষং কথংচন ॥ ২০২৩

ব্রহ্মমষ্টাদশশরদেস্তাচাষ্টমবৎসরে ।

রাজ্যাত্তেন দ্বিতীয়স্তাং বৈশাখস্তাসিতেহনি ॥ ২০২৪

দাতা শিখামৃতকুচেরমৃতং বিলক-

কার্পণ্যকুৎসামিতি লুনশিরাঃ কৃতশ্চ ।

ঈশেন যত্র তদকাযুপকতুরস্ত

তত্রাপরঃ ক ইব সংনিহিতদ্বিজিহ্বাঃ ॥ ২০২৫

মুক্তা ইমা ইতি জলং নলিনেষু লীনং

স্তাত্ত্বমেতদिति জাড্যমিনেষু লগ্নম্ ।

যজ্জ্যয়েতে কিমপি হস্ত বিনোহনৌ সা

শক্তিঃ শ্রিয়ঃ ক্ষুরতি কাপি তদাশ্রয়ায়াঃ ॥ ২০২৬

তত্ববেরা তাঁহার ধনরাশি লুণ্ঠন করিল ; তিনি ষৎকিঞ্চিৎ ধনমাত্র লইয়া অবনাহ অভিমুখে চলিলেন । ২০২১—২০২৩

লৌকিকাদের (৪২০৮) অষ্টম বৎসরে বৈশাখ মাসের কৃষ্ণ-দ্বিতীয়ায় মল্লার্জুন অষ্টাদশ বৎসরমাত্র বয়ঃক্রমে রাজ্যচ্যুত হন । ২০২৪

যিনি সুধাকর শেখরকে অমৃত দান করিয়াছিলেন তাঁহারই শিরচ্ছেদন করেন স্বয়ং মহেশ্বর ; যখন দেখা যাইতেছে উপকারী জনের প্রত্যাশকার করণে অহিভূষণ ঈশ্বরেরই এই ব্যবহার তখন খেলের কথা কি ? ১০২৫

নলিনী দল গত জলকণা দেখিয়া লোকে মুক্তা ভ্রম করে, জাড্য-জড় বিজ্ঞতার খ্যাতি লাভ করে ইহাও তি হয়

স্বস্ত্যঙ্কুতগ্রহরণা বিপিনেষু কেপি

ভ্রাণেন কেচন দৃশ্যং রসজ্ঞয়াস্তে ।

তে কেপি সন্তি তু নরেন্দ্রগৃহেষু হিংস্রা

বাটৈব যে বিরচয়ন্তি কিলোপধাতম ॥ ২০২০

জ্যোতীরসাম্মন ইবাশ্রিতমীশ্বরত

নির্দগ্ধুমিদ্ধনমিবাগ্রগতং ন শক্তাঃ ।

পশ্চাত্তবেত্ত্বহি স তৎপ্রসূতাবকাশাঃ

কুর্ঘুঃ খণা রবিকরা ইব ভস্মশেষম্ ॥ ২০২৮

কাপিলং হৃষটং কোটং নীতবান্নগুণেশিতাম্ ।

উদয়েঃ কোটভূত্যানাং স গ্রহং কম্পনাধিপঃ ॥ ২০২৯

যে লক্ষ্মীশ্রীর আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তিতেই অবস্ত ও বস্ত হইয়া যায় । ২০২৬

অরণ্যমধ্যে অনেকানেক জন্তু বিচিত্র অস্ত্রে প্রাণিবধ করে, কেহ বা নাসিকা দ্বারা কেহ নয়মে, কেহ বা জিহবার সাহায্যে জীবননাশ করে, কিন্তু রাজপ্রাসাদ মধ্যে এমন হিংস্র পশু বাস করে যাহারা বাক্যমাত্রেই হনন সাধন করিয়া থাকে । ২০২৭

যেমন সূর্য্যরশ্মি আতসী প্রস্তুত ব্যবহিত দারুণত্বকে দগ্ধ করিতে পারে না, সেইরূপ ধনশালী প্রভুর আশ্রিত জনকণ্ড খলোয়া বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয় না । কিন্তু মণির পশ্চাতে পড়িলে কাষ্ঠ রবিকরে ভস্মীভূত হয়, প্রভুর দৃষ্টিপথের অতীত হইলেই খলসত্তে ভূত্যও লাহিত হয় । ২০২৮

কম্পনাধিপতি সুজি কপিলতনয় হৃষটকে আনাইয়া লোহর কোটের আধিপত্য দিলেন, এবং দুর্গরক্ষক কর্ণচারী সংগ্রহ করিতে লাগিলেন । ২০২৯

কুর্গিগ্রন্থাং পুনর্নৈতুং মণ্ডলং তদ্যলম্বত ।
 দিনাদি কতিচিদ্ধং যাবৎ প্রকৃতিহুর্জনেঃ ॥ ২০৩০
 বিটৈরন্থয়াবিষটৈঃ প্রসাদাবসরো নৃপঃ ।
 তাবৎকলুষতাং তন্নিরূপজাপৈরনীয়ং ॥ ২০৩১
 রাজা ভবনপরঃ কোস্ত স্থবিচারদৃঢ়ক্ৰিয়ঃ ।
 এঃষাপি শিশুবদ্ধভৃগুত্র ধৃষ্টৈঃ প্রনর্ত্যৈঃ ॥ ২০৩২
 শৈশবে বালিশপ্রায়েঃ সংস্কৃতৈর্জ্ঞানমপি তম্ ।
 প্রৌঢ়াবপি ন বা যাদ্যদ্রাজ্যঃ কাঞ্চয়ং যশেরিব ॥ ২০৩৩
 ভূত্যাশ্রয়পরিজ্ঞানমাত্রেণ জগতীভূজাম্ ।
 নিরাগমো বজ্রপাতঃ কষ্টং রাষ্ট্রস্থ জায়তে ॥ ২০৩৪

লোচর রাজ্যের শৃঙ্খলা ও শাস্তিস্থাপন মানসে কতিপয় দিবস
 যেমন তথায় বিলম্ব করিলেন, অমনি রাজধানীস্থিত চাটুকারেরা স্বজির
 অনিষ্ট সাধনোদ্দেশ্যে রাজার কর্ণে নানা কথা তুলিয়া রাজার চিত্ত
 কলুষিত করিয়া ফেলিল । ২০৩০ । ২০৩১

যখন রাজা জর্জসিংহই ধূর্ত চাটুকারের হস্তে ক্রীড়া-পুত্তলীর আয়
 নৃত্য করিতেছেন, তখন অপর কোন্ রাজা বিচারপূর্বক দৃঢ়ভাবে
 স্বীয় কর্ম সম্পন্ন করিবেন । ২০৩২

সম্ভবতঃ শৈশবকালে যে জড়তা মূর্খ পারিপার্শ্বিকের দ্বারা
 সংক্রামিত হয়, মণিসংগে রক্ষচিহ্নের আয় তাহা প্রৌঢ় বয়সেও
 অপনীত হয় না । ২০৩৩

জগতীপতিগণ স্বীয় ভূভাগ্যের সদৃশদৃশ্য বিচারে ও ভারতম্য
 নির্ণয়ে অক্ষম হইলে, রাজ্য মধ্যে নিরীহ প্রজাগুলের মস্তকে ক্রমেই
 বজ্রপাত হয় । ২০৩৪

কৃত্যব্যবসিতেসাধ্যো হ্যস্তঃ শ্রান্নক্ষকাদিবৎ ।

সুজ্জিঃ প্রায়োজি রাজ্যৈশ্বর্নির্জ্জৈতুমিতি লোহরম্ ॥ ২০৩৫

নির্কুটাদৃতকার্বেথ তস্মিন্ ব্রহ্মাস্ততুল্যয়া ।

অমোঘয়া প্রজহুস্তে পাপাঃ পৈত্তস্তবিস্তয়া ॥ ২০৩৬

গান্ধীর্ষালক্ষ্যবিকৃতৈঃ প্রীত্যালাপৈশ্বর্য়হীপতেঃ ।

প্রত্যাহাতঃ কলুষতাং নাজ্জাসীৎকম্পনাপতিঃ ॥ ২০৩৭

প্রকৃত্যা তস্ত নিদ্রোহতয়া শঙ্কাস্ত তাদৃশম্ ।

প্রিয়ং কৃতবতশ্চ শ্রাদবিষ্যাসোথবা কথম্ ॥ ২০৩৮

প্রীতিরাসীন্ন নৃপতেত্তৎকর্তৈরুচিটৈরপি ।

অপ্রিয়প্রমদালাপৈর্কিরক্তস্তেব কামিনঃ ॥ ২০৩৯

মহীপতি যে সময় সুজ্জিকে লোহর বিজয়ে প্রেরণ করেন, দুই চাটুকারেয়া ভাবিয়াছিল, সুজ্জি এই দুইর কর্ম সাধনে অপারগ হইয়া লক্ষকের ন্যায় উপহাস্ত হইবেন । ২০৩৫

কিন্তু যখন সুজ্জি তাদৃশ দুইর কর্মও অনায়াসে সম্পন্ন করিলেন, তখন পাণ্ডিত্যেরা খলতারূপ ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করিল । ২০৩৬

কম্পনাপতি সুজ্জি বিজয় লাভানন্তর প্রতাগত হইলে, ভূপা এরূপ মধুর আলাপ করিলেন যে, সুজ্জি রাজার কোনরূপ মনোমালিন্ত অনুভব করিতে পারেন নাই । ২০৩৭

বিশেষতঃ সাধু প্রকৃতিক সুজ্জি তাদৃশ দুইর রাজকর্ম সাধনের পর রাজার মুখে প্রিয়বাক্য শ্রবণ করিয়া কিরূপে সন্দেহ করিবেন যে, রাজার চিত্ত কলুষিত হইয়াছে । ২০৩৮

সুজ্জির অহুচিৎ কোন প্রিয় কর্মেই রাজার প্রীতি ছিল না ; অপ্রিয় প্রমদার আলাপে বিরক্ত প্রেমিক কখন সুখানুভব করে না । ২০৩৯

জিহ্বা রাষ্ট্রবয়ং প্রাদাং হারিতং নৃপতেরিতি ।

বহুমানেন দর্পাচ্চ স্বচ্ছন্দং স বাবাহরং ॥ ২০৪০

পৌরানগাংহরণাত্তপকারৈর্নিরুদ্ভুতাঃ ।

তদ্বকবো বাধমানা বিরাগমনয়জ্জনম্ ॥ ২০৪১

নিজাগঃস্বরগাংকোষ্টেশ্বরো ন বাশসীন্মুপে ।

ন পিতৃবোপি ভূপালকোপাংকি হাবিক্রিয়ে ॥ ২০৪২

কোশং প্রজোপতাপেন সংচিন্মনস্বজ্জিনাসমম্ ।

সংবন্ধকচ্চিত্ররথো নাত্তদভিমতঃ প্রভোঃ ॥ ২০৪৩

ধতোদয়ো নৃপঃ স্বজ্জিদাক্ষিণ্যানক্যাসৌহৃদঃ ।

অপুষ্কজবির্গৈর্গৃঢ়ং রাজপুর্বাং কৃতস্থিতী ॥ ২০৪৪

স্বজ্জি ভাষিতেন আমি রাজাকে দুইটি নষ্ট রাজ্যের পুনরুদ্ধার
করিয়া দিগছি, সুতরাং দর্পদশতঃ তিনি স্বাধীনভাবে চলিতেন । ২০৪০

তদীয় বাকবগণ পুরবাসীদিগের গৃহাদি হরণ করায় এবং অব্যাহত-
রূপে নানাবিধ অত্যাচারপূর্বক সাধারণ লোকের চিত্তেও বিরাগ
জন্মাইয়াছিল । ২০৪১

কোষ্টেশ্বর নিজ ছুর্গ সফল স্বরণ করিয়া রাজা এবং নিজের
গুল্লতাত মহাজেশ্বরকে বিশ্বাস করিত না । কারণ রাজা যখন তাঁহার
প্রতি ক্রুদ্ধ হইতেন, তখনই মহাজেশ্বর বিরুদ্ধভাব প্রকাশ
করিত । ২০৪২

চিত্ররথ প্রজা পীড়ন দ্বারা বহু অর্থ সঞ্চয় করিলেও এবং স্বজ্জির
সহিত বিবাহযত্নে কুইন্দিয়ায় সংক্ষেপ হাংগেও রাজার প্রিয়পাত্র
ছিল না । ২০৪৩

যদিও রাজা স্বজ্জির অল্প প্রকাশে রাজপুত্রীস্থিত ধন এবং উদয়ের

ভৌ চাবালগতো নীতজরনষ্টপরিচ্ছদৌ ।

মল্লার্জুনস্ত সাত্ৰাজ্যভ্রংশেপি বিপুলশ্রিয়ঃ ॥ ২০৪৫

শুজ্জিদ্বেদাংপুরা হুতোরাহুতো লক্ষ্মকেণ যঃ ।

আগচ্ছৎসঞ্জপালঃ স প্রাপ রাজপুরীং তদা ॥ ২০৪৬

শুজ্জিচিত্ররথাত্মাং তং রুদ্ধচেষ্টেন ভূভূজা ।

অবিসৃষ্টপ্রবেশাজং দূতৈর্মল্লার্জুনোভিজং ॥ ২০৪৭

তন্নিহিতং স কেনাপি সামন্তেন সহান্বনি ।

সংজাতকলহে শত্রুক্ষতো লক্ষ্যা বায়ুহ্যাত ॥ ২০৪৮

প্রতি অনুরাগ প্রকাশ করেন নাই, তথাপি গোপনে উভয়ে অর্থ সাহায্য করিয়াছিলেন । ২০৪৪

মল্লার্জুন রাজ্যচ্যুত হইলেও বিপুল বিভবশালী ছিলেন। ধন্য এবং উদরের অশ্রুচন্দ্রেরা নীতজরদ্বারা আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইলে, উভয়ে মল্লার্জুনের প্রশাদভিখাবী হইয়াছিল । ২০৪৫

লক্ষ্মক শুজ্জির প্রতি বিদেয় বশতঃ গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ প্রেরণ করিয়া সঞ্জপালকে ফিরিয়া আসিতে বাসিয়াছিল—এই সময়ে সঞ্জপালও রাজপুরীতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলেন । ২০৪৬

শুজ্জি ও চিত্ররথ কর্তৃক রাজা রুদ্ধচেষ্ট হইয়া তাহাকে (সঞ্জপালকে) প্রত্যাহ্বিত করিতে আদেশ দেন নাই। মল্লার্জুন দূত প্রেরণ করিয়া তাহাকে (সঞ্জপালকে) আমন্ত্রণ করেন । ২০৪৭

সেই জন্তু পথিমধ্যে জৈমৈক সামন্তের সহিত বিবাদ হওয়ায় ন আহত ও ক্ষতগুরুত্ব হইয়াছিলেন । ২০৪৮

তথাভূতমপি স্বৰ্গং ভূয়ঃপ্রাপ্ত্য নাশকং ।
 যন্তঃ মল্লার্জুনো নেতুং কার্যজৈস্তদপূজ্যত ॥ ২০৪৯
 সৌম্যতন্ত্রেণ রাজ্ঞা চ সৌজন্যাদিলংঘনেন চ ।
 দূতৈঃ প্রচ্ছন্নমাহতো রতসাদায়য়ৌ ততঃ ॥ ২০৫০
 ন ত্রাণনত্র চেকন্যর্ম্যমমুত্রতি চিন্তয়ন্ ।
 অমিত্রবিষমে মার্গে পুরংসাহসিকোবিশং ॥ ২০৫১
 স কন্তকুজগৌড়াদিনগulesu মহীচুক্যাম্ ।
 স্পর্ধয়া লব্ধসংকারো ভূপতেমন্ত্রিগণিতাম্ ॥ ২০৫২
 অনবাপ্য নিজে দেশে সংক্রিয়াং ধুংখিতোভবৎ ।
 রাজধাংস্তৃতিকৈঃ পৌরৈঃ প্রক্ষতাস্ক ব্যলোক্যত ॥ ২০৫৩

তিনি ঐরূপ ছরবস্থাপন্ন হইলে, মল্লার্জুন ভূমি প্রমাণ স্বৰ্গ দ্বারা তাহাকে বশীভূত করিতে না পারায়, কার্যজ্ঞা তাঁহার প্রশংসা করিয়াছিল । ২০৪৯

রাজ্য স্বাতন্ত্র্য হীনাবশতঃ এবং বিক্লগ সৌজন্য হইয়া দূত দ্বারা গোপনে তাহাকে আনয়ন করায়, তিনি সহর তথায় গমন করিয়াছিলেন । ২০৫০

সম্রাট সাহসের সহিত নগরে প্রবেশ করিয়াছিলেন । শত্রু-সকুল রাজপথে আসিবার সময় ভাঙিয়াছিলেন—“শত্রুরা যদি আমাকে পথিমধ্যে নিহত না করে, রাজপুত্রীতেও হত্যা করিতে পারে” । ২০৫১

তিনি কান্তকুজ গোড় প্রভৃতি দেশের রাজাদিগের নিকট স্পর্ধা সহকারে সংকারলাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু স্বদেশে মন্ত্রিদিগের

ভূপালোগণনিষ্ঠা মন্ত্রিণো দত্তবর্শনঃ ।

ভেজে অহস্ততাশূলদান প্রক্রিয়ৈব তন্ ॥ ২০৫৪

নিষ্কঙ্কনোপি সংখ্যাতিমাত্রেণানুগতো ভূতৈঃ ।

যাতায়াতং নৃপগৃহে কুব্জশত্রুনকম্পয়ৎ ॥ ২০৫৫

বাহারব্যবহারাদি ব্যালোক্যালৌকিকাক্রুতেঃ ।

পুরুষাশুরবিৎসু জিস্তস্তু ঐশ্বরমবেপত ॥ ২০৫৬

দদ্যৌ সোথ ক্রবৎ রাষ্ট্রেগর্বসর্বংকষক্রয়ম ।

নৈবর্মবানুভূতং ভূতমেতাদৃকশান্তিমেষাতি ॥ ২০৫৭

প্রতিকূলতার রাজ্য কর্তৃক সংকার প্রাপ্ত না হওয়ার দুঃখিত হইয়াছিলেন। এবং রাজধানীর পৌরজনেরা মাত্রলোচনে তাঁহাকে দেখিতেছিল। ২০৫১—২০৫৩

ভূপাল মন্ত্রিগণকে উপেক্ষা করিয়া সহদ সম্ভপালের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন এবং অহস্তে তাহাকে তাশূলদান প্রক্রিয়ায় আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ২০৫৪

সম্ভপাল নিদর্শন হইলেও, প্যাতিবশতঃ লোকে তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। নৃপ গৃহে যাতায়াত করিতে শত্রুরা কম্পিত হইয়াছিল। ২০৫৫

লোকচরিত্রজ্ঞ সুজ্জি, সম্ভপালের অলৌকিক আকৃতি, আলাপন-প্রণালী এবং রীতি নীতি দেখিয়া ভীত হইয়াছিলেন। ২০৫৬

সুজ্জি মনে মনে চিন্তা করিয়াছিলেন, এইরূপ অদ্ভুত ব্যক্তি ইহাতেই শাস্তিলাভ করিবেন না, পরন্তু রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের ওড়ুড় নাশ করিবেন। ২০৫৭

তাংস্তান্দেশান্তরে বীরানুৎসিক্তান্দৃষ্টবান্ স চ ।

তং পর্য্যালোচ্য বিশ্রান্তিং সোৎসোকানামমন্তত ॥ ২০৫৮

ভবিতব্যতয়া দর্পেণাথ নীতঃ স্বতন্ত্রতাম্ ।

পরিবাদাৎ সৃজিস্ততো যত্নদ্যাবাহরৎ ॥ ২০৫৯

বাহুগৈলুষ্টিতং রুক্ষমচ্ছাণং ক্షমা দ্বিজম্ ।

প্রাসৈমর্ডবরাজ্যস্থঃ স শৃগালমিবাবধীৎ ॥ ২০৬০

বাহুে কূলমর্গা তেন বিপ্রাব্য জনমাগতম্ ।

তং প্রত্যাগ্রক্রিয়ং লোকো বিরাগং নগরেপাগাৎ ॥ ২০৬১

অত্রান্তরে বন্ধুমেকং বধুঃ কমলিদ্ভাদয়ঃ ।

অগণ্যপ্রায়মুৎসকার্ত্তমপ্রক্রিয়াস্পদম্ ॥ ২০৬২

সে (সৃজি) দেশান্তরে অনেক গর্ষিত বীর দেখিয়াছিল, কিন্তু ইহাকে (সঞ্জপালকে) দেখিয়া পর্য্যালোচনা করিয়াছিল যে, সকল বীরের গর্ষই ইহার নিকটে বিশ্রান্ত হইয়াছে। ২০৫৮

ভবিতব্যতা প্রযুক্ত তথায় (মড়বরাজ্যে) নীত হইয়া সৃজি সদর্পে স্বাধীনভাবে পরিবাদস্বচক কুব্যবহার করিয়া ছিল। ২০৫৯

মাড়বরাজ্যে তদীয় অনুচরেরা জনৈক ভ্রাতৃগণের সর্বস্ব লুণ্ঠন করাতে সে পরুষবাণ্য প্রয়োগ করে। তাহাতে সৃজি ক্রুদ্ধ হইয়া প্রাসধারা শৃগালের ন্যায় তাহাকে বধ করে। ২০৬০

কুরুক্ষেত্র দ্বারা রাজধানীর জনসাধারণে মধ্যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়া তিনি নগরে আসিলে, নগরবাসীসকল বিরাগ প্রদর্শন করিয়াছিল। ২০৬১

অনন্তর গর্কোন্মত্ত কমলিদ্ভা প্রভৃতি তাহাদিগের জনৈক নগণ্য বন্ধুকে উত্তম প্রক্রিয়াস্পদ করিয়াছিল। ২০৬২

ময়ি সত্যপরোপি স্তাৎকিমহুগ্রাহকঃ শ্রয়াৎ ।

অকাষি চারণপ্রাধিক্যাদুকোশীতি সৃজিনা ॥ ২০৬৩

সংজাতয়োনসংবন্ধবন্ধঃ কমলিগাদিভিঃ ।

অথাস্তাক্ষিগতোভার্থং সামর্থ্যাদিল্হণোপ্যভূৎ ॥ ২০৬৪

অন্নেন হেতুনোদ্ভূতং বৈতং তেবাং চ তস্ত চ ।

খণ্ডৈপশুনসেকৈকন্তং প্রাপান্ত শতশাখতাম্ ॥ ২০৬৫

প্রকৃতোৎসিক্তমুৎসেকাবহৈঃ সমুদদীপিপৎ ।

দ্বা তৈর্জ্বলিগ্রহৈশ্চাগ্রে সাহদেবিত্তমূল্হণঃ ॥ ২০৬৬

অসমানাং সহান্নাভিঃ ক্রমতে সমশীর্ষিকাম্ ।

কৃতপ্রায়মিতি শৈবঃ মন্তাঃ রাজ্যাপি নোগ্রহীৎ ॥ ২০৬৭

পর্কিত সৃজ্ঞ ভাবিয়াছিল, আমি ছাড়া আর অন্য কে অনুগ্রাহক হইতে পারে ? সে জনৈক ভবনুরে চারণকে উক্ত উত্তমপ্রক্রিয়াম্পদের সমান পদবীতে আরুঢ় করিয়াছিল । ২০৬৩

কমলিয় প্রভূতির সহিত বিবাহ যত্রে আয়ীদ্যতায় বন্ধ হইয়া শক্তি সঞ্চয় করায়, বিহ্বলও সৃজ্ঞির চকুশূল হইয়াছিল । ২০৬৪

তাঁহাদিগের (কমলিয় প্রভূতির) সহিত তাহার (সৃজ্ঞির) অল্প কার্যশোদ্ভূত বৈরতা খলদিগের নিন্দাবাদে সিক্ত হইয়া অচিরে শতশাখাবিশিষ্ট তরুতে পরিণত হইয়াছিল । ২০৬৫

সহস্রবহনয় উল্লানের কুপরায়র্শে স্বভাবগর্কিত সৃজ্ঞির বিবেচনার আরও বর্ধিত হইয়াছিল । হীনপদস্থ ব্যক্তিয়া আপনার সমকক্ষতা করিতেছে দেখিয়া রাজা যখন কিছুই বলিতেছেন না, তখন “তিনিও কৃতম্” এই বলিয়া সৃজ্ঞির মনে রাজ-বিক্রকে বিবেক জন্মাইয়া দিয়াছিল । ২০৬৬। ২০৬৭

বিভ্যক্ত, তৃপতিস্তম্ভান্নিল্লগ্নং বাহুভ্যাবৎ ।
 মন্ত্রৈবৈবকথ্যৈবৈব কিস্তৈবৈব ব্যবজয়ৎ ॥ ২০৬৮
 স তু ধৃষ্টদ্যুম্নস্য ক্যতাদৃক্খ্যামিবৈবকৃতঃ ।
 শ্বেবাং ধৈৰ্যং পথেষাং তু সন্ত্রাসং মায়াভানোৎ ॥ ২০৬৯
 সহগ্রাশক্তিরা কাক্যস্য সন্তবঃ পক্ষযোৰ্যয়োঃ ।
 তন্তু তু প্রচরৌ সজ্জপালো দানেন মিত্রতাম্ ॥ ২০৭০
 সংনকরোঃ প্রবিশতোবনোত্তম্পথ্যা তরোঃ ।
 ক্ষণে ক্ষণে রাজধানী যযৌ সংভ্রমলোভতাম্ ॥ ২০৭১
 শূজিঃ স তুপানাসেপ্তং প্রতিপক্ষাত্মযুৎসয়া ।
 মহীমানোৎসবাহানে সংকোভমুদপাদয়ৎ ॥ ২০৭২

অপর দিকে রাজা শূজির ভয়ে বিহ্বলপক্ষে গুপ্ত মন্ত্রণা, বিশ্রান্তাগণ এবং অজ্ঞাত গোপনীয় কার্য্য হইতে পরিবর্তন করিলেন । ২০৬৮

বিহ্বল অতি চতুরতার সহিত বাজার এই উৎপেক্ষার ভাব গোপন করিয়া, ছল প্রকাশে অপক্ষীয়গণের উৎসাহ বর্দ্ধন ও শত্রুকুলের ভীতি উৎপাদন করিতে লাগিল । ২০৬৯

যে অমিততেজা শূজির সাহায্য উভয় পক্ষেরই বাহিনীর ছিল, বিহ্বল বহুমুখ্য উপদেষ্টকন প্রেরণ করিয়া, তাঁহায় বদ্ধতা প্রাপ্ত হইয়াছিল । ২০৭০

উভয় পক্ষই সমস্তাবস্থায় রাজধানীতে প্রবেশ করায় অতর্কিত যুদ্ধ সম্ভাবনায় নগরী সমাই উত্তেজনার ভাব ধারণ করিয়াছিল । ২০৭১

রাজা এবং প্রতিপক্ষদিগকে অপবিত্র করিবার জন্য শূজি যুদ্ধোচ্ছাস বর্দ্ধনেন উৎসব-সভায় ঐকতোর পরিচয় দিয়াছিলেন । ২০৭২

কুকাটিকান্তহস্তো দ্বাঃস্থেনাবেদিতো হি সঃ ।

তং নির্ভৎস্ত শিলাক্ষেপং ক্রোধকৃত্যাকরৌকবোৎ ॥ ২০৭৩

গিথিতৈরিব তান্সর্বৈঃ সোঢুং রক্ষণমীশিতুঃ ।

মিথ্যা ভথ্যমিবোদীর্ঘ সংগ্রহন্তিঃ সমর্থতাম্ ॥ ২০৭৪

উপাবেশয়দভ্যর্গে ভূপতিঃ পরিসাস্ত্য তম্ ।

সত্যশ্রিত্যন্তি নঃ কিঞ্চিদিত্যন্তস্ত ব্যচিস্তদৎ ॥ ২০৭৫

চক্রে মডবরাজ্যেহরথ প্রায়ো দ্বিজাতিভিঃ ।

ন স্নুজ্জৈঃ কম্পনেশহমিচ্ছাম ইতি বাদিভিঃ ॥ ২০৭৬

অবিদ্যা বিদ্বিবঃ শঙ্কং মন্ত্রবিম্বিণি রিল্লংগঃ ।

সংনন্তসৈন্তমানিক্তে পঞ্চচক্রং তদপ্রিয়ম্ ॥ ২০৭৭

দ্বারপাল, স্নুজ্জির আগমন ঘোষণা করিবামাত্র তিনি তাহার গলদেশে হস্তর্পণ করত গালাগালি দিয়াছিলেন এবং ক্রোধভরে উচ্চতর প্রকাশক ভাষা প্রয়োগ করিয়া প্রস্তর দ্বারা প্রহার করিয়া-
ছিলেন । ২০৭৩

এই ঘটনার যখন স্নুজ্জির বিরুদ্ধপক্ষ স্তম্ভিত হইয়া “রাজাকে কি প্রকারে রক্ষা করিবেন” ভাবিতেছিলেন, সেই সময়ে রাজা স্নুজ্জিকে নিজের পার্শ্বে বসাইয়া, সান্ত্বনা বাক্য প্রয়োগের পর—কুটিলতার উল্লেখ হটক বা সততার উল্লেখ হটক—বলিয়াছিলেন, এই বিখ্যাত অনুচর হইতে আমার ভীত হইবার কোন কারণ নাই । কিন্তু তিনি এই ঘটনার প্রকৃত অন্তরে চিন্তিত হইয়াছিলেন । ২০৭৪ । ২০৭৫

এই সময়ে মডব রাজ্যবাসী ব্রাহ্মণেরা “স্নুজ্জিকে আমাদের শাসনকর্ত্তারূপে চাহি না” বলিয়া “প্রাধ” আরম্ভ করিল । ২০৭৬

বিরুদ্ধ জানিতেন যে স্নুজ্জি, সঙ্গপালকে এবং বহু সৈন্যের

শশকে সজ্জাগাচ্চ তস্মাক্ বহুসৈনিকাং ।

সুজ্জিরত্মানগণয়ন্মবুদ্ধান্ত চ তদ্রিপুঃ ॥ ২০৭৮

আত্মদভীত্যা নির্গত্যা হুয়ারোহৈঃ সমং গৃহাং ।

বৃঢ়ানীকো নিরুকাতো জজাগারাত্ সোধ্বনি ॥ ২০৭৯

ভূপতিপ্রাতিলোম্যেন বর্তমানস্তদাভবং ।

কোষ্ঠেশ্বরোপি সংনকঃ সুজ্জিনা বহুসৌহৃদঃ ॥ ২০৮০

স্থিতমপ্রাতিলোম্যেন সোবধীস্মনুজেশ্বরম্ ।

ইতি দ্বেষোপি নিতরাং দ্বেষাং নৃপভেরগাং ॥ ২০৮১

অধিনায়ক বলিদা পঞ্চচন্দ্রকে ব্যতীত আর কাঁহাকে ভয় করেন না। এই জন্ত মন্ত্রণাবিদ রিফল শত্রুদিগের ভীতি উৎপাদন জন্ত সুজ্জির পরম শত্রু পঞ্চচন্দ্রক সৈন্যে রাত্রিকালে আনয়ন করিয়াছিলেন। ২০৭৭।২০৭৮

বিপক্ষেরা রাত্রিকালে তাহার প্রাসাদ আক্রমণ করিতে পারে এই আশঙ্কা করিয়া সুজ্জি নিজের অস্বারোহী সৈন্যদল সহ আবাস-বাটী ত্যাগ করত, পথিমধ্যে সৈন্যদলকে বুদ্ধার্থ সুসজ্জিত করিগা রাজি যাপন করিয়াছিল। কিন্তু বিপক্ষেরা রাত্রিকালে তাহাকে আক্রমণ করে নাই। ২০৭৯

এই সময়ে কোষ্ঠেশ্বর রাজার প্রতি বিরাগ বশতঃ সুজ্জির সহিত মিলিত হইয়াছিল। ২০৮০

তিনি পূর্বেই রাজার ঘৃণাভাজন ছিলেন, তদুপরি তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া রাজার বিপক্ষতাচরণে অস্বীকৃত হওয়ায়, বহুজেশ্বরকে হত্যা করার জন্ত রাজার পূর্ব বিষেব আরও বর্জিত হইয়াছিল। ২০৮১

ତଥା ହିତେ ନିଶିଦିକ୍ଷାମାଚକ୍ଷୁଷ୍ଟା ବିଧିବିଧିଃ ।

ଦୁଃସ୍ମାହେତୁତାଂ ରାଜାଃ ଅଶୃଣୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ଭଗବତଃ ॥ ୨୦୮୨

ଅତଥାଂ ତଥାବଦନ୍ତ ତଥାଂ ବାତଥାବନ୍ତଃ ।

ସଃ ପଞ୍ଚୋକ୍ତବଂସୋର୍ଥେଷ୍ଟାକୋନର୍ଥେଃ ବଳର୍ଥାତେ ॥ ୨୦୮୩

ରଜ୍ଜଞ୍ଜୋତିର୍ହୂତବହନିଆ ତାଜ୍ୟାତେ ନୃଷ୍ଟିପାତଃ

ଆବାକ୍ଷ୍ୟାମିତରାବିଧୟଃ ଅସ୍ତ୍ର ସଂଭାବ୍ୟତେ ଚ ।

ବଦ୍ଧେକେକଂ ସ୍ପଦିନ ନ ସ୍ପଦା ତନ୍ମୁଷା ବନ୍ଧୁସା ତ-

ତ୍ତଥୋନେତଃ କିମିବ ନ ଜନେନୃଷ୍ଟତେ ଦେହଶୂନ୍ୟତଃ ॥ ୨୦୮୪

ରାଜାଽସ୍ତେ ତଦ୍ବଦାନନ୍ତଦଜାନନ୍ଦୋହ୍ୟାଭେବଜ୍ଞମ୍ ।

କ୍ରମୁଠକ୍ତ ତସ୍ତ୍ର ତୀକ୍ଷ୍ଣବେ ସଜ୍ଜପାଳଂ ମହୋଜସଃ ॥ ୨୦୮୫

ସୁଜ୍ଞିତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସୁସଜ୍ଜିତ ଅବସ୍ଥାୟ ରାଜାଧିପାନଙ୍କେ ତାହାର ବିପକ୍ଷେରା ରାଜାର ନିକଟେ ବିଦ୍ରୋହିତାଚରଣରୂପେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିରାହୁଥିଲ । ୨୦୮୨

ସେ ରାଜା ଅଳ୍ପବୟସର ଶତ୍ରୁତାପକ ମିଥ୍ୟା ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକେ ଶତ୍ରୁ ବଳିଆ ଯେ କହେ—ତାହାର ସକଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଶତ୍ରୁ ଏବଂ ତାହାର ନାନା ବିପଦମୁଖାଳେ ଜଡ଼ିତ ହେଉ ଥାଉ । ୨୦୮୩

ତଦ୍ବଦାନନ୍ତଦ୍ବ୍ୟକ୍ତିରା ଅଗ୍ନିବୋଧେ ସ୍ବୟଂ ଯାଗ କଲେ । ଏବଂ ନିଜେକେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଓ ଅପରଙ୍କେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଏବଂ ମିଥ୍ୟାକେ ଶତ୍ରୁ ବଳିଆ ଯେ କହେ । ସୁତରାଂ ତାହାଦେବ ସକଳ ବିଷୟେହି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା । ୨୦୮୪

ସେହିକ୍ରମେ ରାଜା ସୁଜ୍ଞିତ ଯୁଦ୍ଧାଦ୍ୟତୀତ ବିପଦୋଦ୍ଧାରଣର ଅନ୍ତ କେହି ଉପାୟ ନାହିଁ ଯେ କହିବ, ସଜ୍ଜପାଳଙ୍କେ ଉକ୍ତ ସହାୟତାଦେବ ହତ୍ୟାର କ୍ରମ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ କରିଲେ । ୨୦୮୫

স কাপুরুষবধীরঃ প্রহৃত্যুং ছগ্ননাক্ষমঃ ।

কাজ্জরাকিপ্য তং হস্তং তত্র তত্রৈককত ক্ষণম্ ॥ ২০৮৬

যায়া প্রয়োগানন্তোক্তমুদ্ভিক্ত স্পৃহতোর্ধ্বমোঃ ।

ক্ষণে ক্ষণে তজজট্টিঃ ত্রাসোল্লাসবিলোলিতাম্ ॥ ২০৮৭

প্রত্যাশক্যোদঃ রাহৌ স্নজ্জৌ জাগ্রতি পূর্নবৎ ।

অব্যগ্রয়ামিকগ্রামং রাজধামাপ্যজায়ত ॥ ২০৮৮

রাষ্ট্রান্নিকীসনে রিল্পস্ত স্নজ্জেরভীপ্সিতে ।

পার্থিবো গৃহমস্তাভূদনীশঃ প্রত্যবস্থিতৌ ॥ ২০৮৯

সজ্জালা বীরপুরুষ ছিলেন। সেইজন্য গুপ্তবাতকের ভাষা বিধাসম্বাতকতাপূর্বক গুপ্তহত্যায় অক্ষমতা জানাইলেন। তিনি প্রকান্তভাবে যুদ্ধে স্নজ্জিকে বধ করিবার মানসে নানা বিষয়ে স্বেযোগ অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। ২০৮৬

সেই বীরপুরুষবধ পরম্পরের বিরুদ্ধে যে চতুরতার আশ্রয় করিল, তাহার ফলে রাজ্যের সর্বত্রই একটা ভীতির লক্ষণ প্রকটিত হইয়াছিল। ২০৮৭ .

নৈশ আক্রমণের ভয়ে স্নজ্জি পূর্নবৎ স্নসজ্জাবস্থায় রাজিবাস করিতেছে দেখিয়া, তাহার আক্রমণ-ভয়ে রাজপ্রাসাদও প্রহরীপূর্ণ করিয়া সতর্কাবস্থায় রক্ষিত হইয়াছিল। ২০৮৮

অনন্তর স্নজ্জি, রাজ্য হইতে রিল্পণের নিকীসন প্রার্থনা করিয়া, প্রতিবন্ধকতাদানে-অসমর্থ রাজা তাহার প্রস্তাবে সম্মত হইয়াছিলেন। ২০৮৯

স নবিয়ায়ুয়ামদ্য তৎখেদাৎকৃতিতাঃ প্রজাঃ ।

সংদর্শ্য দ্বারপতিনা রাজ্ঞো যুক্ত্যা সমর্থিতঃ ॥ ২০২০

সংযজ্য নৃপতিং মৈত্রীপ্রার্থিনা সৃজ্জিনা সমম্ ।

পীত্বা কোশং সজ্জপালঃ প্রাপ্তো রাজ্ঞো ব্যজ্জিগ্ধপৎ ॥ ২০২১

প্রেরণাচুল্লংগাদীনাং শ্বোৎসেকাচ্চেষ বর্ততে ।

রাজনুসৃজ্জেরাতিপ্রায়ঃ স্পর্ধিনোত্তানানচ্ছতঃ ॥ ২০২২

নিদ্রোহস্তোপকর্তৃশ্চ মতে স্তাষ্টাদি মে নৃপঃ ।

নির্কীৰ্ত্তা বিলুংগং চিত্ররথং বদ্ধা মহাধনম্ ॥ ২০২৩

লোহরারাক্ষবিনিষ্টানস্থানুকোশং চ ভূপতেঃ ।

নয়েরং সংভূতো হস্তাং দুৰ্ম্মতমপি কোষ্টকম্ ॥ ২০২৪

রাজাজ্ঞায় নিকাসনোন্মুখ বিক্লগ যখন রাজার নিকটে শেষ বিদায় গ্রহণ করিতে আগমন করিল, সেই সময়ে দ্বারপতি উদয়, রাজাকে বলিলেন—বিক্লগের জন্ত প্রজাকুলে কাতব হইয়াছে, স্তবরাং নির্কাসনাজ্ঞা প্রত্যাহার করুন। রাজা তাহার চতুর্থতায় সে কাব্য হইতে নিবৃত্ত হইয়াছিলেন। ২০২০

সৃজি, সজ্জপালের সখা প্রার্থনা করায়, তিনি সৃজির সহিত পবিত্রবারি স্পর্শে সখে্যে সংবদ্ধ হইয়াছিলেন। সৃজির সহিত পরামর্শ করিয়া রাজিকালে সজ্জপাল, রাজাকে বলিয়াছিলেন—হে রাজনু ! উল্লন এবং অন্তান্ত ব্যক্তিদিগের কুপরামর্শে সৃজি ঐরূপ ব্যবহার করিয়াছিল—প্রকৃতপক্ষে তাহার বিপক্ষতাচরণের আভিলাষ নাই। তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন—আমি আপনার বিশ্বস্ত এবং পরমোপকারী ভৃত্য। যদি আপনি আমার মতানুবর্তন করিয়া বলেন, তাহা হইলে, বিক্লগকে নির্বাসিত এবং ঐর্ষ্যাশালী চিত্ররথকে বন্দী করিয়া

কার্যোপরোধান্নির্বন্ধঃ সংবন্ধেষু নাস্তি মে ।

দাক্ষিণ্যং স্বামিনঃ কৃত্যে যন্ত প্রাণান্ত্রণোপমাঃ ॥ ২০৯৫

মধ্যে প্রতিরাজাদিনির্জয়স্বীকৃতোত্তমে ।

যুবা বিশ্রান্তচিত্তোঃ নৃপশ্রীভোগভাগ্ভবেৎ ॥ ২০৯৬

সাহায্যকায় দ্বারেশমূল্হণং রিল্হণাশ্রয়ে ।

কার্যব্রাতে চ মামীশমাকারয়িতুমিচ্ছতি ॥ ২০৯৭

ক্রতে চ মামূল্হণং চ স্বং চাহং চাবিভেদিনঃ ।

মিলিতা যত্র তত্রাস্তি গণ্যঃ কো নু নৃপাস্পদে ॥ ২০৯৮

ঐহস্থা নবদায়ানমেকমানীষ কংচন ।

নিদখ্যোস্ত পদে রাজ্ঞো নানুভির্ভেদিনং যদি ॥ ২০৯৯

লোহরযুদ্ধে আপনার যে অর্থ এবং অশ্ব নষ্ট হইয়াছিল, আমি
জাহার পুনরুদ্ধার করিব এবং দুর্বৃত্ত কোষ্টককেও বিনাশ
করিব । রাজ্যের মঙ্গলের জন্ত আমি কোন প্রকার আত্মীয়তা
গ্রাহ্য করি না এবং আপন জীবন তৃণতুল্য জ্ঞান করি । পরে আমি
যখন আপনার বিপক্ষ নরপতিদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিব,
হে নবীন ভূপতি ! তখন আপনি নিঃশঙ্কচিত্তে সুবৈশ্বর্য্য
ভোগ করিবেন । সুজি নিজের সাহায্যার্থ উল্লগের সমস্ত কার্য্যভার
আমাকে প্রদান জন্ত আপনাকে অনুরোধ করিয়াছেন । তিনি
আরও বলিয়াছেন, যদি তুমি, আমি ও উল্লগ একমত হইয়া একযোগে
কার্য্য করি, তাহা হইলে কি রাজাকে ভয়ের কোন কারণ থাকিবে ?
যদি রাজা আমাদের এই প্রস্তাবে সম্মত না হন, তাহা হইলে আমরা
এই রাজ্যमध्ये থাকিগাই তাঁহার অন্ত একজন দায়াদকে রাজ পদে
অভিষিক্ত করিব । ২০৯১—২০৯৯

শুণান্ প্রসবণত্রাসাধিকারেষ গিবাং শৃঙ্গম্ ।

দ্বিজাংস্তভঙ্গ্যা রাজাধ বিনিঃশস্ত্র ব্রবীষচঃ ॥ ২১০০

বধাহ স তথৈবৈতন্ন দ্রোহো নাসমর্থতা ।

নোদাসীন্তমথৈতন্নিজ-ভাব্যমভিমানিনি ॥ ২১০১

নিপ্রতিহন্ত্রাণোস্ত দ্রুক্ষেদো ভবেদতি ।

ইয়মপ্যন্তস্তাবদন্তপারধিয়ঃ কথা ॥ ২১০২

বিং তু দুয়ে য আকোপপ্রাথম্যান্তথ্যাতোপি বা ।

নির্জোহন্ত বধো ধ্য'তো যোস্তাসৌ কার্য এব তৎ ॥ ২১০৩

অনন্তর রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক বলিলেন, তাহাতে তাঁহার যে দস্তকিরণ বহির্গত হইয়াছিল, তাহাতে বোধ হইল স্বীয় বাক্যাবলীর বহির্গমন ভয়েই যেন বন্ধনার্থ রজু সকল নির্গাণ করিতেছেন। অর্থাৎ রাজা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগপূর্বক পরিমিত বাক্য প্রয়োগ সহকারে বলিলেন । ২১০০

সে (শৃঙ্গ) বাহা বলিয়াছে তাহা সত্য, সে দ্রোহী বা অসমর্থ নহে এবং সেই অভিমানীর উদাসীনতাও সম্ভাবিত বলিয়া বোধ হয় না । ২১০১

ইহার নিপ্রতিপক্ষতাবের উচ্ছেদ করা অত্যন্ত কঠিন হইবে, এই নষ্টকির কথাও এইরূপ দূরে থাকুক । ২১০২

কিন্তু শৃঙ্গ প্রকৃত পক্ষে নির্জোহ হইলেও আমি যে কোপের প্রথমাবস্থা হইতেই তাহাকে বধ করিব বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছি, তাহা যে অবশ্যই করিতে হইবে তৎকর্ত্ত দুঃখিত হইতেছি । ২১০৩

অর্থোয়মস্বস্বানামগ্রেস্মাভিহি মস্মিতঃ ।

নুনং তেনোপলভ্যেত তানাবজ্জয়তা ধনৈঃ ॥ ২১০৪

পুণ্যায়নপরিহার্যৈঃ সৈবজ্যৈর্ভ্যক্ষী মাদৃশামমী ।

জানতামপি জাদ্বে নিবৃত্তা ভোগভাগিনঃ ॥ ২১০৫

বালিশানুগৃহীতাং প্রায়শ্চিত্তমেতন্মহীভুজাম্ ।

তন্মোখ্যন্ত ফলং মূঢ়ৈরেতৈর্ষদনুভূতৈঃ ॥ ২১০৬

দুর্গমো ভূমিভূমার্গো বিটৈর্হটবৃষৈরিব ।

..... ॥ ২১০৭

তথানা ব্রতবৈমুখ্যং বসনাকৌল্যশালিনঃ ।

পরিশোণপহর্ষারঃ খলাঃ কোলেয়কা অপি ॥ ২১০৮

আমরা এই বিষয় কতিপয় দুর্বলচিত্ত লোকের নিকট মন্তব্য করিয়াছি একত্র বোধ হয় সে অর্থ দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করত ইহা নিশ্চয়ই অবগত হইবে ! ২১০৪

জানিতে পারিলেও ঐ সমস্ত গুণহীন ব্যক্তি আপনাদের পুণ্যফলে অথবা অনপরিহার্য মূখ্যতা বশতঃই হউক আমাদের হায় ব্যক্তিগণের সম্পদ ভোগ করে । ২১০৫

এই সমস্ত মোহাচ্ছন্ন নৃপতিগণ যে মূখ্যতার ফল ভোগ করে, ইহাই তাহাদের মূখ্য সংগ্রহের প্রায়শ্চিত্ত । ২১০৬

হাটের বুকের জায় ইঞ্জিয়পায়ণ বৃত্তগণদ্বারা পরিপূর্ণ রাজনীতি-বার্গ স্তম্ভীক হুববগাহ, কেবলমাত্র রাজনীতিকুশল ব্যক্তিগণের পক্ষে কথঞ্চিৎ সুগম ; ব্রতাদির বৈফল্য-কীর্তনকারী শ্বেদনপায়ণ পরিশোণপাহারী কুকুরসদৃশ প্রকৃতি বৃত্তগণদ্বারা পরিব্যাপ্ত বলিহীন প্রকৃত নীতিজ্ঞ ব্যক্তিগণেরও তাহা অবিগম্য না হইয়া বরং দুর্বিগম্যই

ইখং ধলোপতাপেন প্রযুক্তং তত্ত্বাংপুনঃ ।

অসংহার্যং কুকর্ষেদং পক্ষাতাপায় নো ভবেৎ ॥ ২১০৯

ইত্যুদীয় নৃপঃ সৃজ্জঃ সজ্জা বাপাদসিদ্ধয়ে ।

তমজাগারয়চ্ছবজ্জাগরং চাগ্রহীৎস্বয়ম্ ॥ ২১১০

বিভ্রমন্ত্রকতেঃ শকাং জিঘাংসুঃ সৃজ্জিরিত্যপি ।

তথাং ভৃত্যবচো জানৎস্তদ্বৌ দৌহ্যেন পার্থিবঃ ॥ ২১১১

গদ্যা স্বয়ং গৃহাণ্মানসংক্রমং কুরুতাং যুবাম্ ।

ইত্যুক্তা ব্রহ্মণেনাথ স সৃজ্জিঃ সময়োজয়ৎ ॥ ২১১২

বিখ্যাত্যপি তথা হস্তং তং প্রসঙ্গমনাগ্রবন্ ।

উদতান্যাদিবাত্রাঃ তল্লোপর্যবশং লুটন্ ॥ ২১১৩

হইয়াই থাকে ? ধৃত্যবচের ঐদৃশ উপদ্রব দ্বারা আমি এই কুকর্ষে প্রযুক্ত হইয়াছি এবং তাহারিগেরই ভয়ে তাহা হইতে নিবৃত্তও হইতে পারিতেছি না, এজন্ত পরে আমাকে অনুতাপ করিতে হইবে । ২১০৭—২১০৯

রাজা এইরূপ বলিয়া সৃজ্জির বধের নিমিত্ত সজ্জিত হইয়া তাহাকে সতর্কতা অবলম্বন করাইলেন এবং নিজেও সতর্ক হইয়া রহিলেন ; কিন্তু মন্ত্রণা প্রকাশের শঙ্কা করিয়া এবং 'সৃজ্জিও তাঁহার নিধনাভিলাষী এই ভৃত্যবাক্য যথার্থবোধ করিয়া তাঁহার মনে অত্যন্ত দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইল । ২১১০।২১১১

অনন্তর তিনি সৃজ্জি ও রিহ্লনের স্বয়ং গৃহে গমন করিয়া 'তোমরা পরস্পর ঘোঁর সম্বন্ধ স্থাপন কর' এই কথা বলিয়া রিহ্লনের সহিত সৃজ্জির মিলন করিয়া দিলেন । ২১১২

সেইরূপ বিখ্যাত ওয়াইয়াও তাহার বধের কোন সুবিধা না

সজ্জাপালে গৃহাধ্বনাশহুঃখিতনাগতে ।

আশঙ্ক্য সাহসাসিদ্ধিমধিকং পর্যতপ্যত ॥ ২১১৪

নিপত্য বীরশয়নে স্তম্ভসনস্বাপসংক্রিয়াম ।

ভ্রাতরো বীক্স কল্যাণরাজাত্মা বাস্মদহুধি ॥ ২১১৫

সেনানীঃ কুলরাজঃ স প্যাতো ব্যাঘ্রামবিক্রয়া ।

প্রাণৈরানুগ্যামিচ্ছংস্তমপৃচ্ছোচ্ছোককাবণম্ ॥ ২১১৬

স সংস্থাপয়িতুং হত্বং বাপ্যশক্যঃ ভবেদগ্নয়ং ।

ভক্ত্যপ্রতিসমাধেয়ং কম্পনাধীশ্বরাত্তয়ম্ ॥ ২১১৭

কিমেতন্নিজপ্রাণমাতুলভ্যং মহীভুজাম ।

ইত্যভান্য স জগাহ সাহসাদ্যবসায়তান ॥ ২১১৮

পাইয়া কেবল রাত্রিন্দিব শয্যার উপরিভাগে অবশভাবে লোটাইয়া
থেন করিতে লাগিলেন ২১১৩

এই সময়ে সজ্জাপাল, গৃহীয়াবিশেষে হুঃখিত হইয়া গৃহ হইতে
না আসায় তিনি কার্য্যের অসিদ্ধ কল্পনা করিয়া অধিকতর অন্ততপ্ত
হইয়াছিলেন । ২১১৪

যাহার কল্যাণরাজ প্রমুগ ভ্রাতৃবর্গ সংগ্রামস্থলে বীর-শয্যায় শায়িত
হইয়া স্তম্ভল ভূগতিয় সংকার বিষ্ত হইয়াছিল । ২১১৫

সেই ব্যাঘ্রামবিক্রয়া-পারদর্শী সেনাপতি কুলরাজ, স্বীয় প্রাণদারা
ভদ্রীয় ঋণ পরিশোধের অভিলাষী হইয়া তাঁহাকে শোকের কারণ
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহাকে রক্ষা করিতে বা বিনাশ করিতে
পারিতেছেন না এবং সৈন্যাদ্যক হইতে নিজের অপ্রতিবিধের
ভয়ের কথা বলিলেন । ২১১৬ — ২১১৭

নৃপতিনিগের পক্ষে স্বীঃ জীবনমাত্র রক্ষা প্ৰাপ্তিয়া অতি দুঃখ, এই

দিনদ্বয়মনায়াতো গৃহভাঃ কল্পনাপতিঃ ।

ন প্রাতিভাবামভবন্তস্ত মৃত্যোঃ শ্রিয়োধবা ॥ ২১১৯

মিস্ত্রভূতাঃ শৃঙ্গারনায়া চাপ্যবযৌঃপ্রভোঃ ।

তৎ দৃষ্টবাস্তুতীয়েহি শয়নেবগগং স্থিতম্ ॥ ২১২০

শোভোপযোগিনো ভর্তৃনিত্যং সততমেবকাঃ ।

কর্তুঃ সাহসসাঁচিব্যং বিদূঃশ্রুণু তু পার্শ্বতে ॥ ২১২১

করে পিনাকো মকরাক্ষশত্রোঃ

শোভাবিশেষায় সদামুযজতঃ ।

পুরাশবে কামুককর্ম তত্ত

তৎকালমাগ্নেন তু মন্দরেণ ॥ ২১২২

কথা বলিয়া সে তাহার বিনাশার্থ উত্তম (ঘাতক) গ্রহণ করিল । ২১১৮

অনন্তর সৈন্তাধক্ষ দুই দিন গৃহ হইতে না আসায় কুলগাছ তাহার মৃত্যু বা সম্পদের প্রতিভূ হইতে পারিল না এবং তৃতীয় দিবস শৃঙ্গার নামক একজন বিবস্ত্র ভূতা, প্রভুর নিকটে বলিল যে, আমি তাকে (সুজ্জিক) অমৃতের বিরহিত হইয়া শয্যায় শয়ন করিতে দেখিয়াছি । ২১১৯। ২১২০

যাহাঁরা সর্বদা সন্নিহিত থাকিয়া সেবা করে, সেই সকল সেবক কেবল প্রভুর ঐর্ষ্যের শোভা সম্বন্ধকমাত্র ; কিন্তু সাহসকাব্যের সহায়তা দ্রুতব্যক্তিই করিয়া থাকে ; যেমন পিনাক নামক মহাদেবের ধনুঃ সর্বদা হরের করে থাকিয়া শোভা সম্বন্ধন করে, কিন্তু পূর্বকালে ত্রিপুরবিজয়-সময়ে মন্দর সেই সময়ের জন্ত আসিয়া তাহার কাশ্মুকের কার্য সম্পাদন করিয়াছিল । ২১২১। ২১২২

তাঁহুঁহারকবাজাত্তো রাজা ব্যসজ্জয়ং ।
 কুলরাজ তমবাজ্জৈধীসংসক্ষাবিক্রিয়ম্ ॥ ২১২৩
 এবং মৃত্যুঃ পুনর্নাহমাগস্তা তন্ততোশ্চ কঃ ।
 আবেভেতি স নিস্তে ন তাঁহুঁলং স্বর্ণভাজনে ॥ ২১২৪
 ব্যসনপ্রশমং রাজ্যঃ স্বদেহত্যাগতোত্তমাঃ ।
 এবং কতুঁর্য যতাস্তেত্তে নির্ব্যাটৌ স্থলিতাঃ পুনঃ ॥ ২১২৫
 সগণো বাগণো বাস্ত নিহতো নিয়তং ময়া ।
 জানাত্ততঃ পরং দেব ইত্যাদীর্ষ বিনির্ঘয়ো ॥ ২১২৬
 গতশ্চ সাহসাসিন্দৌ শকাং শঙ্কঃ পলায়নম্ ।
 ॥ ২১ঃ ৭

অনন্তর স্বাভাবিক বীরতাপ্তে যাহার মনোবিকার অন্তের হুজুয়,
 সেই কুলরাজকে তাঁহুঁলবাহকছিলে হুজ্জির নিকটে পাঠাইয়া-
 ছিলেন । ২১২৩

মৃত্যু অবশ্যস্তাবী, বোধ হয় আমি আর ফিরিয়া আসিব না ;
 তারপর কে ইহা লইয়া আসিবে ? ইহা বিবেচনা করিয়া সে স্বর্ণ-
 পাঙ্গে করিয়া তাঁহুঁল গ্রহণ করিল না । ২১২৪

অনুজীবিলগ স্বীয় শরীরপাত করিয়াও প্রভুর বিপজ্জাহির সন্ত
 যত্ন করে, কিন্তু সকলে খ্যাতি লাভ করিতে পারে না । ২১২৫

হুজ্জি সাতুচরই হউক এবং অনুচরবিহীনই হউক আমি নিশ্চ-
 য়ই তাঁহাকে বিনাশ করিব, অতঃপর আপনি সাবধান হউন ; কুলরাজ
 রাজাকে এই কথা বলিয়া প্রস্থান করিল । ২১২৬

সে বাইবার সময় ভাবিতে লাগিল যে যদি হুজ্জিব বিনাশ করিতে

ব্রজনামিহিতং কৃত্বা পুনঃ পশ্চাচ্চিনায় সং ।

শক্তিণৌ দৌ মিষাচ্ছ্রোয়ো বন্ধস্থানে পরামুখন্ ॥ ২১২৮

স্বয়ং গৃহীত্বা তাবুগং রাজা প্রহিত ইত্যথ ।

দ্বাঃস্থেনাবেদিতঃ সৃজ্ঞেঃ পার্শ্বং কৃত্বানুগোবিশৎ ॥ ২১২৯

দদর্শোচ্চাবচৈস্তং চ মিঠৈঃ পরিজনৈর্যুতম্ ।

যুথনাথমিষাত্যৈল্লৈছি পৈররহিতাস্তিকম্ ॥ ২১৩০

গৃহীতবন্দিতস্বামিতাবুগং সস্মিতং স তম্ ।

দৃষ্ট্বা কৃত্যাদি নুপতেঃ সংকৃত্য বাস্বত্ৰংক্ষণাৎ ॥ ২১৩১

নাপারি তবে পলায়নই তাহার পক্ষে যোগ্য, কিন্তু তাহা আমার অসাধ্য হইবে । ২১২৭

এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে প্রভুর হিতসাধনের জন্ত পুনর্বার আসিয়া ছন্দ্রক্ৰমে কটিদেশে দুইখানি ছুরিকা এবং দুইজন শস্ত্রধারী অনুচর লইয়া গেলেন । ২১২৮

অনন্তর কুলরাজ সৃজ্ঞির গৃহসমীপে উপস্থিত হইলে, দ্বারপাল, তাহাকে রাজা পাঠাইয়াছেন এই কথা দ্বারপালেরা জানাইলেন এবং অনুচরদ্বয়কে তথায় রাখিয়া স্বয়ং তাবুগ গ্রহণপূর্বক সৃজ্ঞির নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাহাকে অল্পসংখ্যক হস্তীদ্বারা পরিবেষ্টিত যুথপতির স্তায় নানাবিধ পরিমিত পরিজন দ্বারা পরিবৃত দেখিতে পাইলেন । ২১২৯ । ২১৩০

সে (সৃজ্ঞি) অভিবাদনের সহিত প্রভুপ্রেরিত তাবুগ গ্রহণ করিল এবং রাজার কার্য্যাবলি জিজ্ঞাসা করণানন্তর সহাস্তবদনে সম্ভাষণ এবং যথাযথ সংস্কার করত লীড়ই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল । ২১৩১

জন প্রবেশাশঙ্কী স স্বরমাগন্তমত্রবীৎ ।

কৃতাগাঃ কোপি কৈবর্তশস্ত্রভৃন্নাংসমাশ্রিতঃ ॥ ২১৩২

তস্তাক্ষেপপরানভূত্যান্মান্নিবার্যধুনা তব ।

সংমাত্তা বয়মিত্যাগ্রে লক্ষয়ন্ প্রকৃতিক্ষণম্ ॥ ২১৩৩

সোৎসকামিব তাং বাচং স দর্পাদবধীরহ্ন ।

তস্ত কক্ষাক্ষরং নাহং কুর্যামিত্যত্রবীষচঃ ॥ ২১৩৪

স রোষাদিব নির্গচ্ছন্মাত্তোসাবিতি বাদিভিঃ ।

তং সাস্বদিত্বা তদভূতৌ কক্ষা ব্যাবর্তিতঃ পুনঃ ॥ ২১৩৫

ভেনোদি ততঃ কতুং বিজ্ঞপ্তিং বস্ত্রনোমুতঃ ।

সজ্জঘোরাদিশ দ্বারপ্রবেশং ভূত্যাযোর্মম ॥ ২১৩৬

তখন কুলরাজ অস্ত্রের প্রবেশ সন্দেহে ব্যস্ত হইয়া তাহাকে বলিল, আমার আশ্রিত অপরাধী কোন কৈবর্ত সৈনিককে আপনার ভূত্যেরা অপমানিত করিতেছে, এক্ষণে উহাদিগকে নিবারণপূর্বক আমরা দিগকে সম্মানিত করা আপনার কর্তব্য। গর্কিত সৃজ্ঞিও তাহার সেই মগক বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহার স্বভাবের প্রতি ক্ষণকাল লক্ষ্য করত অবজ্ঞা প্রদর্শন পুরঃসর কক্ষস্থরে কহিল, আমি করিব না। ২১৩২—২১৩৪

সে (কুলরাজ) ক্রুদ্ধের আয় হইয়া বাহিরে যাইতে উত্তত হইলে সৃজ্ঞির অশ্লচরবর্ণ 'এ ব্যক্তি মাননীয়' এই বলিয়া তাহাকে (সৃজ্ঞিকে) সাশ্রনা করত গতিরোধ পূর্বক তাহাকে পুনর্বার ফিরাইয়া আনিল। ২১৩৫

অনন্তর কুলরাজ সৃজ্ঞিকে কহিল, আমার ভূত্যদ্বয়, এই বিষয়

অবশেনেব তেনাথ বীক্ষ্য তো সংপ্রবেশিতৌ ।
 সহায়তাভাকু ক্রকুঃ প্রজিহীৰ্ব্ববর্তত ॥ ২১৩৭
 বাতাস্ত কুৰ্ব্বাং প্রাহবৌ বিদ্যেমিতি তাবদন্ ।
 দন্তপৃষ্ঠৌ বিশম্মনুস্তম্বে সৃজ্জিহো বপুঃ ॥ ২১৩৮
 গদাথ কিকিণ্ডাবৃত্তৌ নিষ্কষ্টকুরিকৌ জবাং ।
 প্রাহবৎকুলরাজ্যেস্ত বামে পার্শ্বে কৃতত্বরঃ ॥ ২১৩৯
 ভস্ত দিক্কুৰ্ত্তৌ দ্রোহমথাবৎকুরিকাং প্রতি ।
 যাবৎপালিঃ প্রহরণঃ তাবৎমৰ্বেপি তে বাধুঃ ॥ ২১৪০

আপনাকে জানাইবার জন্ত সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে, তাহা দিগকে দ্বার
 প্রবেশের আদেশ করুন । ২১৩৬

অনন্তর হতবুদ্ধি সৃজ্জি অনুচরদ্বয়কে প্রবেশের আদেশ দিলেন ।
 অনুচরদ্বয় প্রবেশ করিল, তাহাদিগকে অবলোকন করত কুলরাজ
 সহায়তাভাকু নিবন্ধন বিবাদ করিতে ইচ্ছা করিয়া শস্ত্র প্রাণাভিলাষী
 হইয়া রহিলেন । ২১৩৭

তোমরা অস্ত্র যাও কণা প্রভাতে তোমাদের সন্মুখে যাহা কর্তব্য
 তাহা করিব ; তাহাদিগকে এই কথা বলিতে বলিতে সৃজ্জি নিদ্রা
 যাইবার নিমিত্ত বিষুব হইয়া (পিঠ ফিরাইয়া) শয্যা শয়ন
 করিল । ২১৩৮

অনন্তর কুলরাজ কিম্বদ্বয় গমন করিয়া পুনর্বার ফিরিয়া আসিল
 এবং বলপূর্বক কুরিকা আকর্ষণ করিয়া অতীব কিপ্রতাপসহকারে
 সৃজ্জির বামপার্শ্বে আঘাত করিল । ২১৩৯

সৃজ্জি সেই দ্রোহে দিকার দিতে দিতে যেমন কুরিকা লইবার

ধিমৰ্ষঃ পশ্চাৎ যাবদাশক্যে তত্র নোত্তমৌ ।

স ভাবদেব সূচিরপেত্তমাস ইবাভবৎ ॥ ২১৪১

ভয়ত্যাভ্যাস্তিমানেষু বিজ্ঞতেষুজীবিশু ।

চকৰ্ষ শত্রুং তত্রৈকঃ পঞ্চদেবঃ পরং তদা ॥ ২১৪২

গ্রহয়ন্তৈস্বিত্তিস্তল্যপ্রতিপ্রস্থতিভিঃ ক্ষতঃ ।

ভ্রাম্যন্ততাস্কৃত্যাস্মৎস মণ্ডপান্নিরবাস্তত ॥ ২১৪৩

হিতান্দভার্গলে ধামি রুদ্ধবীরতমোরয়ঃ ।

জিহ্বাসবঃ সৃজিত্ত্যাস্ত ঞ্জানপৰ্য্যবারদন ॥ ২১৪৪

ভমোরিপ্রতিকূৰ্কাণা ভজ্যমানেরিভিৰ্যাদুঃ ।

তে হারে তুলশয্যাং তাং প্রোৎসার্য শবমুদ্ভুতম্ ॥ ২১৪৫

জন্ম হস্ত প্রসারণ করিল, অমনি তাহারা তিনজনই অস্ত্রাঘাত করিতে আরম্ভ করিল । ২১৪০

সমীপস্থ ভূত্যবর্গকে দেখিয়া সে বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ না করিতেই তাহার (সৃজির) প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়া গেল । ২১৪১

সৃজির অনুচরবর্গ ভয়ে আত্মাভিমান পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করিলে তখন কেবল একমাত্র পঞ্চদেব শত্রু গ্রহণ করিলেন । ২১৪২

কিন্তু সে একাকী, তাদৃশ প্রতিপ্রহারকারী তিন জন ঘাতকের প্রহারে ক্ষত বিক্ষত হইয়া, রক্তাক্তকলেবরে ইতস্ততঃ বিচলিত হইতে হইতে সেই মণ্ডপ হইতে দূরীভূত হইল । ২১৪৩

অনন্তর সৃজির অনুচরবর্গ, অর্গলদ্বারা আবদ্ধ গৃহমধ্যে অবস্থিত সেই ঘাতকদিগকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বার এবং গবাক্ষদেশ অবরোধপূর্বক গৃহের চতুর্দিক ঘেঁটন করত আক্রমণ করিল । ২১৪৪

তাহারা গৃহমধ্যে থাকিয়া গবাক্ষপথ দক্ষা করিতে করিতে দেখিল,

বজ্রোমুখলপৰিকল্পিতকামাভিবৰ্ণিণঃ ।

তান্দ্ৰসংদ্রময়দ্ব্যৰ্গৈৰ্গোনৌকন্তে বিবিক্ৰমঃ ॥ ২১৪৬

নৈরাশ্ৰহেতোৰ্বিশতাং তেষাং সংকটবৰ্তিভিঃ ।

পৃষ্ঠাচ্ছিব। শিরঃ স্ফুজৈরঙ্গনেন্দ্রিপ্যতাপ তৈঃ ॥ ২১৪৭

অস্মিনিঃসরণাভীন্স তুংগক্ষণপুটক্ৰান্তি ।

উত্তরৌষ্ঠকচচ্ছিন্নসমুদ্রাণপুটদ্বয়ম্ ॥ ২১৪৮

অক্ষৌক্ষম্যমাণস্ত লোকস্ত প্রতিবিশ্বকৈঃ ।

সংভাব্যগীনসংস্পন্দন্তোকপ্রব্যস্ততারকম্ ॥ ২১৪৯

হৃপুটক্ৰমচ্ছিন্নদাগমাংসস্ত সংধিয় ।

হরিদ্রাদৈ রবাস্তানমেদোগ্রহিভিক্রমণম্ ॥ ২১৫০

স্বারদেশ শক্রগণ কতক ভয় প্রায় হইয়াছে, তাহারা উদ্ধৃত শব্দকে অপসারণ পূর্বক সেই ভাষা দ্বারা দাবদেশে স্থাপন করিল। ২১৪৫

তাহারা (শক্ররা) নানাপথে গৃহে প্রবেশ করিবার অভিলাষে খজা, বাণ, শল, কুঠার, ক্ষরিকা ও প্রস্তর বর্ষণ করিয়া তাহাদিগকে অস্ত্রস্ত বাতিহাস্ত করিয়া তুলিল। ২১৪৬

অনন্তর ঘাতকেরা সঙ্কটে পড়িয়া তাহাদিগের নৈরাশ্র জন্মাইবার জন্য স্ফুজিত মস্তকচ্ছেদন পূর্বক পশ্চাৎদিক্ হইতে সেই মস্তক অঙ্গনে নিক্ষেপ করিল। ২১৪৭

স্ফুজিত অঙ্গুরবর্ণ সেই মস্তক দেখিতে পাইয়া হাহাকার করিয়া কোথায় পলায়ন করিল ; নিরস্তর রক্তস্রাব হওয়ায় বাহ্যর নেত্র এবং কর্ণদ্বয় শুষ্কবর্ণ ধারণ করিয়াছে, উত্তরওষ্ঠ কেশদ্বারা বাক্যের স্থান নীলিকাশুটদ্বয় সমাচ্ছন্ন, নিরস্তর ইত্যুতঃ সঙ্করণশীল লোকসমূহের প্রতিবিম্ব নেত্রদ্বয়ে পতিত হওয়ায় ঘোষ হইতে লাগিল যেন নেত্রদ্বয়

গলিধবস্তকচশ্রুণ ভদ্রেতদিত্তি নিশ্চয়ম্ ।

পবং ভালতলহেন দনংকুমবিন্দনা ॥ ২১৫১

তদ্বীক্য তিথ্যাকপতনব্যক্তসংখ্যাস্তরাঙ্কজম্ ।

উচ্চলত,মুলাত্রনা ভূতাঃ কাপি বিহত,ঃ ॥ ২১৫২

কলকম ॥

তীক্ষ্ণান্ প্রযুজ্য স্মাপস্ব তিষ্ঠন্ ব্যাকুলবীজনা ।

নহিবীক্য জনকোভং সাহসং নিশ্চিকায় তম্ ॥ ২১৫৩

সজ্জো হতে ক্ষতে বাপি কার্যমেতদিত্তি দ্রুতম্ ।

সংনহ্য সৈন্তস্তাদিক্ষংস তন্নান্দ্রিবেষ্টনম ॥ ২১৫৪

অপলিত হইতেছে এবং অল্প নিম্নলিত থাকায়, যাহার তারকাবয়
দ্বয় প্রকাশিত রহিয়াছে, অসমভাবে ছেদন করায় গলদেশস্থ
মাংসপিণ্ড-সন্ধিপ্রদেশ হরিদ্রাবর্ণ আর্দ্র, জীবন্তক মেদগ্রস্থিদ্বারা অধিক
ক্ষীত রূপে প্রতীয়মান হইতেছে, যাহার কেশরাশি এবং শ্রুণ ধূলি
দ্বারা পরিবাপ্ত, ললাটদেশ স্থিত কুম্ব বিন্দুদ্বারা, সেই (সুজ্জিব)
সম্বন্ধ বলিয়া সাক্ষ্য দিতেছে, বকভাবে পতিত হওয়ায় অভ্যস্তরস্থিত
দন্তসকল বহিঃ প্রকাশিত হইয়াছে । ২১৪৮—২১৫২

সেই সময়ে রাজাও ঘাতকদিগকে প্রেবণ করিয়া ব্যাকুলচিত্তে
অবস্থিতি করিতে লাগিলেন এবং বাহিরে লোকের জনতা দেখিয়া
সেই বধকার্য্য সিক হইয়াছে বলিয়া নিশ্চয় করিয়াছিলেন । ২১৪৩

অনন্তর তিনি সৈন্তাদিগকে আদেশ করিলেন যে, সুজ্জি হত কিংবা
আকৃত হইলে পর তোমরা সজ্জিত হইয়া লীঘ তাহার বাসগৃহ বেষ্টন
(আক্রমণ) করিও । ২১৫৪

মিথ্যাব শ্রুজ্জিনিস্তীর্ণ ইতি শ্রুতবতা জনাং ।
 স্বয়মগ্রাহি ভূগেন ততঃ সমরসংগ্রহঃ ॥ ২১৫৫
 নিঃসংশয়ং হতং জ্ঞাত্বা শ্রুজ্জিৎ রাজোপজীবিনঃ ।
 তত্র স্থিতং শিবরথঃ সৰ্ব্বদেব্যামবন্ধন ॥ ২১৫৬
 হিল্লাক্সজনানঃ শ্রুজ্জিলাভূতালস্ত কোশলম্ ।
 কলহস্তান্ত নিৰ্গণ্য বাণীঃ পুণ্যভাগিনী ॥ ২১৫৭
 আক্ষিপ্যমাঠৈর্ভিক্ষুট্টৈরশ্বে বীরোচিতং কৃতম্ ।
 তেন স্বসংশয়হেন সদাচারায় বিচ্যুতম্ ॥ ২১৫৮
 রাজোকশ্বেব তাং বার্তাং শ্রুত্বা স হৃৎপলাযিতঃ ।
 হতস্ত স্বামিনোলার্ণ জিহ্বাসুজ্জ্বলিতং যযৌ ॥ ২১৫৯

তার পর রাজা 'শ্রুজ্জি রক্ষা পাইয়াছে' এই মিথ্যা জনরব শুনিয়া
 বহুই দুঃসজ্জা করিতে লাগিলেন । ২১৫৫

রাজার অনুচরবর্গ শ্রুজ্জিকে নিঃসন্দেহ হত জানিয়া সকলের
 বিষেষভাজন, রাজভবনস্থিত শিবরথকে বন্দী করিল । ২১৫৬

অন্ত হিল্লের পুত্র এবং শ্রুজ্জির ভ্রাতৃশ্রালক কলশের (বা)
 কলহের দুঃকোশল (বীরত্ব) বর্ণনা করিয়া আমি এই বাক্যের
 পরিজ্ঞতা সম্পাদন করিতেছি । ২১৫৭

ভিক্ষু প্রমুখ বীরগণ আক্রান্ত হইয়া শেষে বীরোচিত কার্য
 করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি (কলশ) বিপর না হইলেও সদাচার
 হইতে পরিচ্যুত হন নাই । ২১৫৮

পলায়ন না করিয়া আত্মহত্যার অভিলাষে সে যতপ্রভুর নিকট
 গমন করিল । ২১৫৯

দ্বারং পদপ্রস্থতিভির্ভজন্তঃ রাজসৈনিকাঃ ।
 অপসার্য কথংচিত্তং ভীক্সাঃ কুল্লাদরক্ষিষুঃ ॥ ২১৬০
 প্রবিষ্টেগ্নিন্ননিবৃঢ়পীড়িতে মণ্ডপাস্তরম্ ॥
 লক্সাণা নৃপাভ্যর্গং কুলবাজাদয়ো যযুঃ ॥ ২১৬১
 হঠ প্রবিষ্টো হতবান্স তত্রৈকং মহাভটম্ ।
 শরৈরেব হতো দূরাংকথংচিৎপরিপহিতিঃ ॥ ২১৬২
 আয়াতং স্তুভিতে দেশে সজ্জপালং মহীপতিঃ ।
 য়িল্হণং চোল্হণং হস্তং প্রাহিণোদ্বিহিতস্বরঃ ॥ ২১৬৩
 যাতো মার্গাংপলায্যায়ং পরিশঙ্কথেতি য়িল্হণঃ ।
 ক্লিপ্তিকাতটপর্যন্তমটীয়া যাবদাযযৌ ॥ ২১৬৪

তথায় গিয়া দ্বার ভাঙিতে আরম্ভ করিলে চুর্দ্বিধ রাজসৈনিকেরা কোন প্রকারে তাহাকে অপসারিত করিয়া ঘাতকদিগকে রক্ষা করিল । ২১৬০

সে শামান্তরূপ আহত হইয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিলে কুল-রাজ প্রকৃতি রাজপুরুষগণ জীবনলাভ করিয়া রাজ্যের নিকট গমন করিল । ২১৬১

সেখানে কলহ বলপূর্বক প্রবেশ করিয়া একটি মহাবীর সৈনিক পুরুষকে নিহত করিল, অনন্তর শত্রুরা দূর হইতেই শব্দ বর্ষণ করত কোন প্রকারে তাহাকে নিধন করিল । ২১৬২

দেশ এইরূপে বিচলিত হইলে রাজা স্থগিত হইয়া সমাগত সজ্জপাল এবং রিহলগকে উল্লেগের নিধনার্থ পাঠাইয়া দিলেন । ২১৬৩

যখন রিহলগ, 'এইব্যক্তি (উল্লেগ) পথ হইতে পলায়ন করিয়া গিয়াছে' এই সন্দেহ করিয়া ক্লিপ্তিকার, কট পর্যন্ত পর্যটন

পূর্বায়াতঃ সজ্জপালো গৃহদ্বারাদিনির্ঘতঃ ।

উল্লংঘ্য পথো কক্স, বচনং প্রহরন্যাং ॥ ২১৬৫

তাবদেকস্ত থজেন িক্স্ত দৌষি দস্মিণে ।

ত্মাত্রেমেষে ক্ষিমাংস্থিহাযুগ্রহিরজায়ত ॥ ২১৬৬ তিলকম্ ॥

অগণ্যপ্রায়তাং প্রাপ্তে বংশে যৎকৌশলাদসৌ ।

দিগন্তরেষু অস্মিংশ্চ দেশে প্রাপ প্রথাং পুনঃ ॥ ২১৬৭

ফলকালে সমাসন্ন শৌর্যপ্রতিভুবাভজং ।

স তেন দৌষণৈবকল্যাণিগিচ্ছাং বিধুরাং বিশেষঃ ॥ ২১৬৮

স প্রাপ্তদয়াবাস্তৌ অবৈদবিকলো যদি ।

ফলেন তস্ত জনীয়াদিচ্ছাং লোকোয়মভুতাম ॥ ২১৬৯

পীতভূতস্ত স্তবগ্রহস্বং

ন প্রাণবিনাশাদি নাম বাহোঃ ।

করিয়া প্রত্যাগমন করিল, তখন পূর্বপ্রত্যাগত সজ্জপাল, গৃহ হইতে বহির্গত উল্লংঘের মার্গাবগোধপূর্বক যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া অনেক ব্যক্তিকে প্রহার করিল বটে, কিন্তু এক ব্যক্তির ধড়গাঘাতে স্বীয় দক্ষিণ হস্তের ন্যূন ও অস্থি ছিন্ন হইয়া গেল, কেবল চর্ম্ম মাত্র অবশিষ্ট রহিল । ২১৬৪—৬৬

এই ব্যক্তি (সজ্জপাল) অতি সামান্ত বংশে উৎপন্ন হইয়া যে উপায়ে দেশান্তরে এবং স্বদেশে বিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, ফল লাভের সময় উপস্থিত হইলে তাহার শৌর্য্যের প্রতিভু স্বরূপ সেই হস্ত বিকল হইয়া পড়িল; যিক্ বিধাতার অজ্ঞার ইচ্ছাকে । (কল্পমা বিসঙ্গ অস্তিপ্রায়কারী বিধাতাকে যিক্) । সে যদি উন্নতির সময়ে পূর্বের স্তার অবিকল থাকিত, তাহা হইলে লোকে ফল

অজ্ঞাতদিচ্ছাঃ তদমুখ্য লোকঃ

সামর্থ্যভাজঃ সুচিরপ্রকটাম ॥ ২১৭০

দৃষ্টেঃ শীলাভিষো বৃদ্ধঃ পিতৃব্যঃ সাহদেবিনা ।

সম্পূহং নিহতঃ সংখ্যে সাধুর্জাতব্রণাতিনা ॥ ২১৭১

তদ্ব্যতীর্ণা বিশতো বেষ্ম জজ্জলাগোত্রাগো হতঃ ।

মাক্ষোভুগো ভটো দ্বৌ চ যামিকঞ্চ জনংগমঃ ॥ ২১৭২

বালাং তনয়মালোকা নিবল্লভাঙ্গনস্থিতেঃ ।

তদ্ব্যনির্গচ্ছতো গেহে বিল্লগোত্রিমদাপন্নং ॥ ২১৭৩

দেখিয়া তাহার অদ্ভুত ইচ্ছা বুঝিতে পারিত। যদি অমৃত পান সময়ে রাজের শরীর নষ্ট না হইত, তাহা হইলে লোকে সেই শক্তিশালীর চিরকালের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিত। ২১৬৭—৭০

সহদেবের পুত্র সজ্জপাল, স্বয়ং অস্ত্রাঘাতে বিকৃত হইয়া সং-
স্ৰভাব সম্পন্নশীল নামক স্বীয় প্রাচীন পিতৃব্যকে বৃদ্ধে নিহত হইতে
দেখিয়াও হস্তবৈকল্য নিবন্ধন তাহার কোন প্রতিকার করিতে
পারিলেন না। ২১৭১

উল্লগও শস্ত্রাঘাতে কাতর হইয়া স্বগৃহে গমনাশুখ হইলে
তাহার অগ্রগামী সজ্জ নামক জনৈক বীর নিহত হইল এবং একজন
সন্ধানার্থ (বা স্নিক) অনুগামী সৈন্ত ও একজন চণ্ডাল প্রহরী
এই দুইজনও তাহার সম্মুখে নিহত হইল। ২১৭২

অরস্তর যখন সে বহির্গমন মানসে প্রাঙ্গনে আসিয়া নিজের
শিক্ত সন্তানকে অবলোকন করিতে করিতে সেই স্থানেই উপবিষ্ট
হইল, তখন অর্থাৎ বহির্গত না হইতেই তাহার গৃহে অগ্নি প্রদান
করিল। ২১৭৩

অনীক্ষমানো ধুমাক্কো বক্কো মুঠেখ্যো স সৈনিকৈঃ ।

গৃহদ্বারে হতঃ কৈশ্চিৎপ্রাকৃতৈব্রত্ৰবিক্রবঃ ॥ ২১৭৪

তস্ত প্রধানপ্রকৃতিক্ষয়হেতোর্গহীপতিঃ ।

মুণ্ডমপ্যবলোভ্যাসীদশাস্ত্রক্রোধবিক্রিয়ঃ ॥ ২১৭৫

ব্যাপান্তমানাঃ শাকোপং ভূপতিপ্রেরিতৈর্ভট্টৈঃ ।

উচ্চাবচাঃ সৃজ্জিভূত্যাঃ কৃত্যং সঙ্কোচিতং ব্যধুঃ ॥ ২১৭৬

অনুজ্ঞো লক্ষকঃ সৃজ্জেক্ষদ্বানীতঃ স বিক্রিয়াম্ ।

নৃপং বীক্ষাদর্শয়ৈঃ কৈশ্চিত্ত্রাজধানীগনে হতঃ ॥ ২১৭৭

শত্রু দ্বারা কত বিকৃত, এবং সেই গৃহদাহসমুচ্চ ধূমধারা নিভাস্ত আকুল সেই উল্লংগকে কতিপয় প্রধান সৈনিক, বন্দী করিয়া আনিতে লাগিল । এমন সময় দ্বারদেশে কতকগুলি সামান্ত সৈন্য তাহাকে নিধন করিল । ২১৭৪

এক জন প্রধান অমাত্য (সৃজ্জি) তাহারই কৃত্য নিহত হইল, একান্ত তাহার মুণ্ড দেখিয়াও রাজার ক্রোধশাস্ত্র হইল না । ২১৭৫

নৃপপ্রেরিত বীরগণ সৃজ্জির নানাবিধ অর্থাৎ প্রধান ভূত্যাগণকে বধ করিতে প্রেরিত হইলে তাহারী ও স্ব স্ব বীৰ্য্যাহরণ কার্য করিতে লাগিল । ২১৭৬

সৃজ্জির অনুজ লক্ষক বন্দী হইয়া নীত হইলে রাজার তাগুণ ক্রোধ দেখিয়া কতিপয় নিষ্ঠুর ব্যক্তি তাহাকে রাজধানীর অন্তরেই নিধন করিল । ২১৭৭

ভাতা পিতৃব্যজন্তু সঙ্গটোখো নপাকান ।

খুটগট ইব প্রাণানোচিত্যোনাযুচৎকৃতী ॥ ২১৭৮

প্রবিষ্টঃ শরণং বাণবংশৈশ্চ পাটৈঃ প্রমাপিতঃ ।

উন্মত্তো মুগুনিস্তু ভাতা কৈশ্চিৎস্বমন্দিরে ॥ ২১৭৯

সুজ্জিহ্বালঙ্ক শৃঙ্গারবুদ্ধাভিস্রবয়া হতঃ ।

মহাকুলীনো বিচরমৌচিতান চ চিক্রিয়ঃ ॥ ২১৮০

সঙ্গিকাধ্যঃ প্রতীহারো ব্রণিতঃ শনৈর্ককৃতঃ ।

অন্যপি সংশ্রিতাঃ সুজ্জেস্তু তত্র প্রমিম্বিয়ে ॥ ২১৮১

ভাত্যবাজ্জিবপ্রাপ্তপ্রাণাঃ কোষ্টেধরাস্তিকম্ ।

আসান্ত বীরপালাত্যা দ্বিত্বা মৃত্যুভঙ্গং জলঃ ॥ ২১৮২

ভাহার পিতৃব্যজ ভাতা কার্যাদক্ষ সঙ্গটও বীরোচিত বিক্রম প্রকাশ করিয়া প্রাণত্যাগ করিল । ২১৭৮

এইরূপ ব্যাপার দেখিয়া উন্মত্ত বা উন্মাদরোগগ্রস্ত ভাহার ভাতা মুগুনি স্বগৃহে প্রবেশ করিলে বাণবংশীয় কতিপয় পাণ্ডিত্য ভাহাকে সেইখানেই নিধন করিয়া পঞ্চদশ পাওয়াইল । সংকুলজাত সুজ্জিব স্থালক চিত্রিয় বিক্রমশালী ছিলেন বটে, কিন্তু তিনি (তুচ্ছ হইলেও উদ্ভাস কাম রিপুর শরজাল ভইতে পরিভ্রাণ পাইলেন না) তুচ্ছ শৃঙ্গার সুখাসক্ত হইয়াই নিহত হইলেন । এবং সঙ্গিক নামে প্রতীহারীও শরাঘাতে আহত হইয়া শীঘ্রই প্রাণত্যাগ করিল । সুজ্জিব অস্ত্রাস্ত্র অমুচরণও এইরূপে হ'নে স্থানে নিহত হইতে লাগিল । ২১৭৯—৮১

বীরপাল প্রকৃতি ছই তিনজন অমুচর, উভয় বেগশালী অশ্বের গতিতে প্রাণ রক্ষা করিয়া কোষ্টেধরের আশ্রয় গ্রহণ পূর্বক

ব্রহ্মশরদি যো হস্তোখানক্কুরংগমঃ ।

প্রপেদে সঙ্গটভ্রাতা বন্ধনং স্মৃতাংগটে ॥ ২১৮৩

স্মৃশ্চ সজ্জলঃ স্ফেজঃ খেতিকাশ্চাগ্জায়জঃ ।

উল্হণস্য তস্মজ্জশ্চ কারাগারং প্রপেদিরে ॥ ২১৮৪

ইথা রাজজমাভ্যে চ প্রাপ্তে পিণ্ডনবস্ত্রতাম্ ।

নবমেকে শুচেঃ গুরুপঞ্চম্যাং বিপ্রবোভবৎ ॥ ২১৮৫

কার্যে ক্বাপি বিপর্যস্তসঙ্ঘং সংস্থত্যা মদ্বিগম্ ।

ভ্রমস্তাপি নৃপস্তাদৃগ্-মৃত্যোপেতোমুতৰ্য্যতে ॥ ২১৮৬

বেতালোখাপনাচ্ছ্রলজ্বনাদ্বিষচর্ষণাৎ ।

ন্যালান্ধোঘাচ বিষমং সত্যং রাজোপসেবনম ॥ ২১৮৭

মৃত্যুভয়বিহীন হইল । গমন করিতে করিতে অর্থাৎ অবলীলাক্রমে
অশ্বনিগের শারদীয় উদ্দাম বেগরোধ সমর্থ সঙ্গটের ভ্রাতাও
স্মৃতা নামক মঠে বন্দী হইল এবং স্ফিজের পুত্র সজ্জল উদীয়
অগ্রজ তনয় খেতিকা ও উল্হণের পুত্র কারাগারে বদ্ধ
হইল । ২১৮২—৮৪

এইরূপে রাজা ও মন্ত্রী ঋণের বশীভূত হওয়ায় নবম বর্ষে
আষাঢ় মাসের গুরু পঞ্চমীতে বিপ্রব'সংঘটিত হইল । ২১৮৫

রাজা অস্তাপি কোন কোন দুঃসাহ্য কার্যে সেই মন্ত্রীর অগ্রত্ৰিহত
বুদ্ধিপ্রভাব স্মরণ করিয়া বক্রপ ভৃত্যযুক্ত হইলেও অমুতাপ করিয়া
থাকেন । ২১৮৬

রাজসেবা সত্যসত্যই বেতাল-উখাপন, ছিদ্র-লজ্বন, বিষচর্ষণ
এবং সর্প আলিঙ্গন অপেক্ষা অধিকতর বিষয় । ২১৮৭

অনায়াতনিত্তীর্ণগুণানাং চকবর্তিনাম্ ।

শকটানামিবাগ্রস্থো বিশ্বন্তঃ কো ন ভজ্যতে ॥ ২১৮৮

অযুক্তং নৃপতিঃ সৃজিবধং মেনে প্রজাঃ পুনঃ ।

যুক্তং জায়া তমুদ্রিকৃশক্তিভাং বিবিধঃ প্রজাঃ ॥ ২১৮৯

ভেজে রাজা সজ্জাপাণঃ কম্পনাধিপতিং দদৎ ।

কুলরাজে চ নগরাধীকারিত্বং সমার্পয়ৎ ॥ ২১৯০

তৎকৃত্বা মল্লাজুনং ধন্বাদম্বো নগরমাগতো ।

প্রাথং পুনর্জজ্জ্বল্যতে প্রিয়ো বিশ্বং ভরাভুক্তঃ ॥ ২১৯১

ইতরাশ্রয়বিচ্ছেদা বীতপারিপ্লবস্থিতিঃ ।

শ্রীঃ সর্বাকারমকরোৎস্থিরং চিত্তরথে পদম্ ॥ ২১৯২

অ-স্বতন্ত্রতা নিবন্ধন সম্রাটদিগের গুণাবলী প্রায় বিলুপ্ত হইয়া থাকে, সুতরাং পরাধীনগতি শকটের ভাষ্য তাহাদের সমীপবর্তী কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তি বিপর না হয় ? রাজা, সৃজিকে বধ করা নিতান্ত অসুচিত হইয়াছে বলিয়া মনে করিতে লাগিলেন, কিন্তু ভদ্রীয় প্রজাবর্গ তাহা সঙ্গত বলিয়া বিবেচনা করিল এবং ঐ কার্য্যে তাহাকে সমধিক শক্তিসম্পন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে লাগিল। রাজা সজ্জাপাণকে কম্পনার আধিপত্য এবং কুলরাজকে নগরাধীকারিত্ব প্রদান করিলেন । ২১৮৮—৯০

রাজার প্রিয়পাত্র ধন্ব এবং উদয় মল্লাজুনকে পারিত্যাগ করিয়া নগরে আসিল এবং পূর্ব্ববৎ কার্য্যে নিযুক্ত হইল । ২১৯১

রাজলক্ষ্মী আশ্রয়ান্তর বিরহে স্বীয় নৈসর্গিক চাক্ষু্য পরিভ্রাণ করত সর্ব্বতোভাবে চিত্তরথের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন ।

অট্টতৈশ্বর্যধ্বোপি রাষ্ট্রং দণ্ডেন পীড়্যন ।
 শমং নেতুমশক্যোভূৎস ভূপত্ৰাপ্যনস্থঃ ॥ ২১৯৩
 গন্ধর্ভানাবিধে গ্রামে টিক্ হত্বা বাসজয়ং ।
 পার্বেবিশোক কোটেশত্তচ্ছিরঃ পাখিবাষ্টিকম্ ॥ ২১৯৪
 নিসর্গধেবিণা প্রাপ্তপ্রতাপে নিতরাং নপে ।
 তদানীং তপ্যমানেন দূতেনাপ্যায়িতোসক্ ॥ ২১৯৫
 কোটেশ্বরেণ রত্নসান্নৈঃ পরিজনৈর্ষতঃ ।
 নিশি লোঠনদেবঃ স হাড়িগ্রামং ততোবিশং ॥ ২১৯৬
 মহাকথিতকহোত্তৈঃ সংরব্ধেঃ রাজ্ঞি সর্বতঃ ।
 বহুসংখিল বস্ত্রস্তং বিদসজ যথাগতম্ ॥ ২১৯৭

অতুল ঐশ্বর্যসম্পন্ন হইলেও দণ্ডদ্বারা প্রজা পীড়ন করত অর্থ
 সংগ্রহ করিতে লাগিল । সেই অদম্য স্বভাবসম্পন্ন ব্যক্তিকে নিবারণ
 করা রাজারও অসাধ্য হইয়া উঠিল । ১২২১৯৩

পরে বিশোক কোটের অধিপতি গন্ধর্ভান নামক গ্রামে টিক্কে
 বধ করিয়া তদীয় মস্তক রাজার নিকট পাঠাইয়া দিল । স্বভাবতঃ
 জীর্ষাস্রবণ কোটেশ্বর রাজার তাদৃশ প্রতাপ দর্শনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট
 হইয়া সেই সময়ে পুনঃ পুনঃ দূত দ্বারা তাহাকে উত্তেজিত করিতে
 লাগিল । তাহার পর লোঠনদেব অন্নসংখ্যক অশুচব লইয়া রাজিতে
 হঠাৎ হাড়িগ্রামে প্রবেশ করিলেন । তথাকার শাসনকর্ত্তা মহা
 কথিত কহ লবণ্য, রাজাকে অস্ত্রাশ্র শত্রুর সহিত চারিদিকে ঘুরাধ
 ব্যস্ত দেখিয়া তাঁহার সহিত সন্ধি করত যেমন আসিয়াছিলেন,
 সেইরূপেই তাহাকে বিদায় করিয়া দিল । ২১৯৪—২৭

উচ্চলাদিবদাদাতুঃ রাজ্যং স রতসং ভজনং ।
 নির্ব্যাচিন্তদাঢ্যে'গান্মুচো লোকস্ত হান্ততাম্ ॥ ২১৯৮
 তীক্ষ্ণপ্রযুক্তিভিঃ সৈন্তভেদৈরবৈশ্চ কোষ্টকম্ ।
 উপায়েনু পতিতৈস্তৈস্ততো হস্তং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ২১৯৯
 প্রতিদ্বন্দ্বীষ তীক্ষ্ণানাং প্রতিতাক্ষঃ কমাভুজাম্ ।
 ন সংপ্রসাদয়ৎক্রুদ্ধঃ প্রতিযোদ্ধুং ব্যচিন্তয়ৎ ॥ ২২০০
 যৈঃ যৈঃ প্রদেশৈরাদিত্য প্রবেষ্টুং পূতনাপতীম্ ।
 অয়মুচ্চাবটৈঃ সৈন্তৈরবচকন্ম তং পুনঃ ॥ ২২০১

উচ্চল প্রভৃতি নৃপতিগণ স্ব স্ব বিজয় প্রকাশে যাহা লাভ করিয়াছিলেন, মুড় লোঠন সেই রাজা হঠাৎ লাভ করিতে গিয়া যথার্থ সৈন্ত বিভ্রাস না থাকায় দৃঢ়তামূহ হইয়া লোকের উপহাসাস্পদ হইলেন । ২১৯৮

অনন্তর রাজা, ঘাতক নিয়োগ, সৈন্তের ভেদ সংঘটন (অথবা বিষাদিপ্রয়োগকুল সৈন্ত বিশেষ দ্বারা) এবং অস্ত্রাস্ত্র বিশেষ বিশেষ উপায় দ্বারা কোষ্টকে হত্যা করিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন । ২১৯৯

সে তাঁহার প্রসন্নতা সাধন না করিয়া বধঃ প্রতিদ্বন্দ্বীর জায় তৎপ্রেরিত ঘাতকদিগের চক্ষু উৎপাটন করত জোরে তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে সজ্জিত হইল । ২২০০

রাজা সেনাপতিদিগকে স্ব স্ব প্রদেশ দিয়া গমন করিবার অজ্ঞ আদেশ দিয়া স্বয়ংও অনেক প্রকার সৈন্ত সমভিযাহারে পুনর্বার তাহাকে আক্রমণ করিলেন । ২২০১

স ভূপং রভসাধাতং জ্ঞানপূজনং বলী ।

প্রাপ্তশূলমিতুং তন্তো প্রতাপৈঃ পরিহারিতঃ ॥ ২২০২

লয়ে রণে চিত্ররথঃ পৃথুসৈন্তোপি দৈবতঃ ।

তস্ত সৈন্তোকদেশেন নিন্তো জয়বিপর্যয়ম্ ॥ ২২০৩

ভঙ্গনা মঙ্গলোৎকারকল্লেন কিল তেন সঃ ।

ততঃ প্রভৃত্যভূতভ্রাদবষ্টন্তো দিনে দিনে ॥ ২২০৪

রিপুনাশীকৃতোষদ্বিত্বা বাচ্যাস্তাখিলাশুগঃ ।

লবন্তো নৃপতংসামিঃ কম্পনাধিপতের্বলী ॥ ২২০৫

উনৈঃ শতাদপি ভট্টৈরতো বিদ্রুতসৈনিকঃ ।

সহ তৎসৈন্তরোহং স গজকোভমিবাচলঃ ॥ ২২০৬

বলবান্ কোষ্ঠেশ্বর রাজাকে অল্প সংখ্যক সৈন্ত লইয়া হঠাৎ উপস্থিত হইতে দেখিয়া তদীয় প্রতাপ দ্বারা পরাজিত হইয়া ছল প্রকাশ পূর্বক তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া চিত্ররথের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইল। চিত্ররথ বহুসৈন্তের অধিনায়ক হইয়াও দৈবযোগে তদীয় সৈন্তের একাংশের নিকট পরাজিত হইল। তদবধি রমণীর মঙ্গলধ্বনি সদৃশ সেই বিজয় লাভে কোষ্ঠেশ্বর দিনে দিনে দুর্ভাগ্য হইতে লাগিল। ২২০২—২২০৪

রিপুনাশীকৃত সহিত যুদ্ধ করিয়া সৈন্তগণ পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িলে বলবান্ লবন্ত অনেক যুদ্ধ করিয়া সারাকাল নিপতিত হইল। বীর সৈন্ত সকল পলায়ন করিলে বিক্রমশালী কম্পনাধিপতি সজ্জপাল শত অপেক্ষাও নূন সংখ্যক সৈন্ত সমভি-
বাহারে, পক্ষত বেগন অবলীলাক্রমে গজবিমর্দ সহ করে, সেইরূপ কোষ্ঠেশ্বর বাহিনীর পরাক্রম সহ করিতে লাগিল। ২২০৫—২২০৬

কিং বাচ্যঃ স নবব্যাজঃ প্রবৃদ্ধিং যাতি সংগরে ।

নিজবর্ষতনুজাদি যন্ত যাতি ন বর্ষ্যণি ॥ ২২০৭

মন্দীকৃতারিসংরম্ভমবর্ধয়েন তাদৃশা ।

তুং ত্রিলোকাদয়ঃ প্রাপূর্ণবজ্রাঃ সৈন্তশালিনঃ ॥ ২২০৮

তৈঃ সজ্জাতীয়দাশিণ্যাক্তট্টৈশ্চৈবপি সংকটে ।

তন্ত্বেষুপযোগোভূৎস্ববীৰ্য্যপান্তবিদ্বিষঃ ॥ ২২০৯

কালে সংনহনং রাত্রিজাগরঃ সামতো বলৈঃ ।

সময়ে গ্রহণত্যাগতত্ত্বজ্ঞানবিকল্পনম্ ॥ ২২১০

এইরূপ সংগ্রাম ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইলে সেই পুরুষব্যাক্তের পরাক্রম কি আর পূর্বের ভায় শরীরে সুন্দররূপে লাগিতেছে না । সেইরূপ আক্রমণ দ্বারা শত্রু পক্ষের যুদ্ধবেগ খর্ব্বাকৃত হইলে, ত্রিলোকাদি লবজ-
গুণ বহু সৈন্ত সমভিব্যাহারে সাহায্যার্থ তাহার নিকট উপস্থিত
হইল । ২২০৭—২২০৮

সে সময়ে যদিও তাহারা স্বজাতীয় ঔদাসীন্ধ্যগুণে (বা স্বজাতি-
প্রোমে আকৃষ্ট হইয়া) যুদ্ধে ঔদাসীন্ধ্য প্রকাশ করিল, কিন্তু তাহাতে
সজ্জপালের কোন ক্ষতি না হইয়া বরং স্বীয় ভূজবীৰ্য্য দ্বারা শত্রুদিগকে
পরাজিত (বা দূরীভূত) করায় কিছু উপকারই সাধিত হইয়াছে ।
যথাসময়ে যুদ্ধ সজ্জা, রাত্রিজাগরণ, সায়প্রয়োগ, সৈন্তদিগের সহিত
স্বশত্রুকে কখন বা ত্যাগ করিবে, কখন গ্রহণ করিবে, এইরূপ গ্রহণও
ত্যাগ সম্বন্ধে নানাবিধ যুক্তি কল্পনাকরা, অধিকৃত স্থান পরিত্যাগ না
করা, জিগীষু এই সমস্ত গুণ দ্বারা শত্রু পক্ষ বিচলিত হইতে পারে ;

লকত্ম্যপরিভাগো জিগীষোরীদৃশৈঃ ।

চলেশ্বররয়োপাস্ত কা বৈধ্যাক্রমণে স্তুতিঃ ॥ ২২১১

অবিস্বসন্ভিন্নভৃত্যন্তানৃকং রক্তপীড়িতঃ ।

পলায়নোদ্যুতঃ শৈলংকোষ্টকোথ ব্যগাহত ॥ ২২১২

মার্গেখকালপ্রালেয়পাতকধেষু বাজিনাম ।

গন্তং তন্ত্রোত্তমং জঘ্নুঃ পৃষ্ঠলগ্না বিরোধিনঃ ॥ ২২১৩

অবমানোপতপ্তোথ পরিমেঘপরিচ্ছদঃ ।

স যধৌ জাহ্নবীং সাত্তং রাজা রাষ্ট্রাদপার্কৃতঃ ॥ ২২১৪

সোমপালোথ ভূপালনায়া পুত্রেন খেদিতঃ ।

দীর্ঘদৈবাজ্যভূতঃখার্ষঃ শবণং নৃপতিং যধৌ ॥ ২২১৫

সুতরাং এইরূপে শত্রু আক্রমণ কবায়, ইহার (কম্পানপতির) কি প্রাশংসা হইতে পারে ? ২২০৯—২২১১

অনন্তর কোষ্টক সজ্জপালের দারুণ বিক্রমে প্রপীড়িত এবং শত্রুর বশীভূত অমুচরদিগকে অবিশ্বাস করিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন মানসে পর্কৃত হইতে অবতীর্ণ হইলেন, কিন্তু অসময়ে ভূবার পতনে অশ্বের পথ-রুদ্ধ হওয়ায় শত্রুরা তাহাব অন্তসরণ করিয়া সে উত্তম নষ্ট করিয়া দিল । ২২১২ । ১৩

অনন্তর রাজা রাজ্য হইতে দূর করিয়া দেওয়ায় অপমানিত হইয়া কতিপয় নির্দিষ্ট অমুচর সমভিব্যাহারে গম্ভীরান করিতে প্রস্থান করিল । ২২১৪

পরে সোমপাল, পুত্র ভূপালের অ'চরণে অত্যন্ত খিন্ন এবং দীর্ঘকাল হইতে পুত্রের সহিত রাজসংক্রান্ত বিরোধে নিতান্ত নিপীড়িত হইয়া রাজার শরণাগত হইল । ২২১৫

পুত্রো দত্তবতো নীৰীঃ নাগপালস্ত তস্ত চ ।
 অভয়ঃ প্রতিশ্রুতঃ ভূক্তাশ্রিতবৎসলঃ ॥ ২২১৬
 বৃহদ্রাজস্ত জিহ্বোদ্রঃ দৌঃস্বাঃতুরভূদিতি ।
 স তদাপ দি নান্যার্বৌদব্যাজৌদার্বীধুৰ্বধীঃ ॥ ২২১৭
 সাহায়কায় স্বঃ সৈন্তঃ দত্তবাঃস্তঃ মহীপতিঃ ।
 ভূয়ঃ প্রতিষ্ঠামনন্দপ্ৰশমনাদ্বিধাম্ ॥ ২২১৮
 স্বাঃ জ্ঞানদাঃ ব্যাবৃত্তঃ কোষ্টকোজ্ঞাস্তরে পুনঃ ।
 মল্লাজ্জুনঃ গৃহীত্ব ভূদৈবাজ্যোথাপনোত্ততঃ ॥ ২২১৯
 অর্কোপরাগে প্রাপ্তঃ স কুরুক্ষেত্রমবাপ তম্ ।
 লবস্ত্বাঃ কাষতন্ত্যক্তপূর্ববৈবো নৃপাত্মজঃ ॥ ২২২০

সে নিজের অস্ত্র পুত্রকে এবং তাগপালের পুত্রকে মূলধন
 দিলে আশ্রিতবৎসল রাজা তাহকে অভয় প্রদান করিবেন অস্বীকার
 করিলেন । ২২১৬

অকপট উদারচেতা বাজা, বিপৎ সময় বিবেচনা করিয়া বৃহৎ
 রাজ্যের এই কোটিল্য বা শঠতা রাজ্যের দুর্দশার কারণ ইহা মনে
 করিলেন না, বরং সাহায্য প্রদানের নিমিত্ত তাহাকে স্বীয় সৈন্য
 পাঠাইয়া দিয়া শত্রুদিগের দর্প চূর্ণ করত পুনর্বার তাহাকে স্বপদে
 স্থাপন করিলেন । ২২১৭।১৮

এই সময়ে কোষ্টিক গঙ্গাখন করিয়া প্রত্যাগমনপূর্বক পুনর্বার
 মল্লাজ্জুনকে লইয়া কাশ্মীর জয় করিতে উত্তত হইল । ২২১৯

সেই রাজপুত্র (মল্লাজ্জুন) স্বর্ঘ্য গ্রহণে কুরুক্ষেত্রে গিয়েছিলেন,
 তথায় কার্যাহুরোধে পূর্ব শত্রুতা পরিত্যাগপূর্বক সেই লবজের
 সঞ্চিত সম্মিলিত হইলেন । তিনি পূর্বে লোঠিনকেও আহ্বান

আহতো লোঠনঃ পূৰ্ণমায়াতন্তেন ডামরম্ ।
 নিশম্য তৎ সংঘটিতঃ ধিঃ প্রায়ান্তথাগতম্ ॥ ২২২১
 বিজয়শাগ্রতঃ পীতকোশোপি নৃপতিধিষঃ ।
 প্রবিবিক্তমুপৈক্ষিষ্ট সৌমপালো দূরাশয়ঃ ॥ ২২২২
 আরাধনায় ভূভতুন্তুপুত্রঃ কোটিকং পুনঃ ।
 প্রাপ্তং স্ববিষট্টৈস্তৈষ্ঠৈষ্ঠকুরৈনিরলুষ্ঠয়ৎ ॥ ২২২৩
 অজ্ঞাত্বৈচ্চিত্ররথং সংবুদ্ধায়াসচুগ্রভম্ ।
 অনিচ্ছন্তোবস্তিপুৰে প্রায় চক্রুর্ধিজাতয়ঃ ॥ ২২২৪
 উপেক্ষায়াণান্তে দৰ্পান্তেনাগণিতভূভুজা ।
 জলিতে জলনে দেহাঘববো জুহবুঃ শুচা ॥ ২২২৫

করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি আসিয়া শুনিলেন যে, সেই ডামর তাহার
 সহিত মিলিত হইয়াছে, তখন ধির মনে যেগন আসিলেন, তেমনই
 প্রস্থান করিলেন । ২২২০।১১

দূরাশায় সৌমপাল, বিজয়শগ্নবের সমীপে অর্থ গ্রহণপূর্বক
 প্রতিশ্রুত হইয়াও কান্দীর প্রবেশেচ্ছ রাজ শত্রুদিগকে উপেক্ষা করিয়া
 ছিল। কিন্তু তাহার পুত্র (ভূপাল,) রাজার সন্তে য সাধনের
 জন্য সেই ঠাকুরদিগদ্বার পুনর্ব্বার স্বদেশ প্রত্যাগত কোটিকের সর্ব্বত্র
 পুষ্ঠন করিয়াছিল । ২২২২।৩৩

এই সময়ে চিত্ররথের দারুণ দুর্দ্দৈব নিবারণ মানসে অবন্তি-
 পুত্রের ব্রাহ্মণগণ, অত্যন্ত আশাস করিয়া—যাহাতে তাহাকে শত্রুগণক
 গ্রাস করিতে না পারে—অনশন ব্রত অবলম্বন করিয়াছিল । ২২২৪

যে, অহঙ্কারে রাজাকে গ্রাহ করিত না, তাহার। অনেকেই সেই

চরকে ধর্মধেনুনামুক্তকেপি তদাঞ্জিতৈঃ ।

বহুিং গোপালকোপ্যকঃ কারুণ্যপ্রবণোবিশং ॥ ২২২৬

ভট্টশোভটবংশস্ত পৃথ্বীরাজস্ত নন্দনঃ ।

যুবা বিজয়রাজাখ্যঃ সাহজো গাঢ়হৃৎ ॥ ২২২৭

দেশান্তরং জিগমিষুর্বিষমং বীক্ষ্য তত্র তৎ ।

ব্যাজহারান্নজন্মানং কারুণ্যাশ্চকণান্কিরন্ ॥ ২২২৮

উপেক্ষ্যমাণা দাক্ষিণ্যস্তভিতেন মহীভুজা ।

বিশঃ সচিবপাশেন বিবশাঃ পশু নাপিতাঃ ॥ ২২২৯

ছন্দানুবৃত্ত্যামাত্যানাং যত্র স্ফাভূতুপেক্ষতে ।

কতজ্ঞানস্ত দীনানামাপচ্ছময়িতা বিশাম্ ॥ ২২৩০

দাক্ষিক ব্যক্তি কর্তৃক উপেক্ষিত হইয়া দুঃখে প্রজ্বলিত হতাশনে স্ব স্ব দেহ বিসর্জন করিল । ২২২৫

তাহার আশ্রিত ব্যক্তিগণ কর্তৃক ধর্মধেনু সকলের চারণভূমি উপরুদ্ধ হইল দেখিয়া একজন গোপালক ও কারুণ্য চিতে প্রজ্বলিত অনলে প্রবেশ করিল । ২২২৬

উদ্ভটবংশীয় ভট্ট পৃথ্বীরাজের যুবক পুত্র বিজয়রাজ, অমুজের সহিত অত্যন্ত হ্রসবস্থায় পড়িয়া দেশান্তরে যাইবার মানস করিলেন, কিন্তু সেখানে সেই বিষম ব্যাপার দেখিয়া দুঃখে অশ্রুবর্ষণ করিতে করিতে কহিল । রাজা ছন্দানুবর্তন দ্বারা স্তম্ভিত অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলে তৎকর্তৃক উপেক্ষিত প্রজাবর্গ নিরুপায় হইয়া ভদ্রীয় দুর্ভাগ্য মন্ত্রীর পাতিত শঠতাক্রপ পাশে বদ্ধ হইয়া ক্রিপে মৃত্যুমুখে পড়িত হইতেছে দেখ । যেখানে রাজা অমাত্যগণের ছন্দানুবর্তির অহরোধে বীর প্রকৃতিবর্গের উপর উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, সেখানে অল্প কে

যবা ভাবোন্নমকোত্তম্পদা যতপদ্যতম ।

শমিতা দণ্ডেচ্ছায়াং শমিতারং পরোধবা ॥ ২২৩১

বিশৃঙ্খলং নয়েচ্ছায়াং দাটসারং বিষট্টনৈঃ ।

কদাচিল্লোহগম্মানমশ্রা লোহং কদাচন ॥ ২২৩২

বোষেণৈকেন ন ঘেযো রাজা সর্বগুণোজ্জলঃ ।

বধাচ্চিত্তবধস্তাক্ষিধেয়ং নাভাতি মে ॥ ২২৩৩

ধর্মঃ সর্কোপকার্যেবকুদ্ৰক্ষণমুচ্যতে ।

জঘানাজগরং সোপি জন্তুনাশকং জিনঃ ॥ ১২৩৪

হৃৎকৃতদমনেশ্বাভিঃ কৃতে তেজস্বিনো জনাং ।

ভূয়োপাধিকৃতো বিভার কশিচৎপীড়য়েৎপ্রজাঃ ॥ ২২৩৫

দীন প্রজাবর্গের বিপদ নিবারণ করিবে ? অথবা উত্তরপক্ষ সম্পর্ক
করিয়া যে পরস্পরকে আক্রমণ করে, তাহাই জায়সমত, তদনুসারে
শমদিতা শাম্যকে এবং শাম্য শমদিতাকে করিতে পারে ? কখন
লোহ, দৃঢ় প্রস্তরকে এবং কখন বা প্রস্তর, বিশৃঙ্খল গৌরকে আঘাত
দ্বারা ভগ্ন করিতে সমর্থ হয় । ২২২৭—২২৩২

সর্বগুণসম্পন্ন নরপতি, একটীমাত্র দোষে কখন বিধেবভাজন
হইতে পারেন না, এইক্ষণ চিত্তরথের বিনাশ ব্যতীত অন্য কিছু কর্তব্য
বলিয়া বোধ হইতেছে না । ২২৩৩

সকলের উপকারক ধর্মবরূপ জিন (বুজ) বাহাকে লোকে সামান্ত
কণপদ বলে, তিনিও প্রাণিগণের অসংখ্য স্বরূপ অজগরকে ধম
করিয়াছিলেন । ২২৩৪

আমরা যদি সেই দুরাচারকে ধমন করি, তাহা হইলে তেজস্বী
লোকের ভয়ে কোন কর্মচারী আর প্রজাপীড়ন করিবে না । ২২৩৫

কায়স্থাত পরিত্যাগনিবৃত্ত্য জন্তবো যদি ।

অধিনঃ স্মারসৌ ভ্রাতর্কণিজা আধসৌ ন কিম্ ॥ ২২৩৬

সংকুশ্বাংসং স তথৈতথ তং কোশপীধিনম ।

বিধায়ানুসসারৈতা হস্তং চিত্ররথং তদা ॥ ২২৩৭

কালেহ্মি কক্ষদৌর্জাল্যকলুষেপি কলেঃ কিল ।

প্রভাবো ভূমিনেবানান্ দ্বোহতেজাপ্যভঙ্গুরঃ ॥ ২২৩৮

ব্রাহ্মণৈরপরিজ্ঞানপূর্ণপুণ্যো ন কশ্চন ।

দৈর্ঘ্যারভতে ব্রহ্মদ্রোণাটনপাটিবৈঃ ॥ ২২৩৯

দ্বিজানুবেদঘনশুজ্জিহ্বাদেবাসদব্রহ্ম ।

বিপ্রৈর্নৈব হতশ্চিত্ররথো বিপ্রাবমানকুং ॥ ২২৪০

জীবন যদি এই নব্বয় শরীর ত্যাগ করিয়া অন্তকালের জন্য সুখ ভোগের অধিকারী হয়, তাহা হইলে হে ভ্রাতঃ ঐরূপ বাণিজ্য কি শ্রেষ্ঠ নহে ? অনন্তর অল্প তাহাতে সন্তুষ্ট হইলে বিজয়রাজ তাহাকে শপথ করাইল এবং তৎকণাৎ উভয়ে আসিয়া চিত্ররথকে বিনাশ করিবার অভিলাষে তাহার অনুসরণ করিল । ২২৩৬। ২২৩৭

এই কলিকাল ধর্মের দুর্বলতা নিবন্ধন কলুষিত হইলেও অজ্ঞাপি ব্রাহ্মণগণের প্রভাব অক্ষুণ্ণরূপে বিরাজমান রহিয়াছে । ২২৩৮

ব্রাহ্মণেরা জ্ঞানপথদ্রষ্ট্র দুই ব্যক্তিদিগের দমনকর্তা, স্ততরাং যাহাঁদের পূর্বে পুণ্যের ক্ষয় হয় নাই, ঐরূপ কোন ব্যক্তিই তাহাদের সহিত বিরোধ করিতে প্রবৃত্ত না হইয়া দৈর্ঘ্য অবলম্বন করিয়া থাকে । ২২৩৯

শুজ্জি ব্রাহ্মণগণকে উপীড়ন করিয়া ব্রাহ্মণ হইতেই নিহত হইয়াছে এক ব্রাহ্মণের অবমাননাকারী চিত্ররথ ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিহত হইল । ২২৪০

দ্বিজোথাপিতরা ক্রান্তচিহ্নোসৌ কৃত্যয়া ধ্রুবম্ ।

দধৌ তত্ত বধং প্রাণাঘ্নিনা কারণমুৎসৃজন্ ॥ ২২৪১

কৃশাঙ্গসাদকৃত্য বিপ্রা দেহাত্মদৈব তে ।

তদেধস্তল্যাসংঘর্ষে তদৈবাসীকৃতানুগঃ ॥ ২২৪২

অনামাদয়তশ্চিহ্নরথং পৃথুবলান্বিতম্ ।

গণরাত্রমভূকস্তর্দিবাত্রং প্রজাগরঃ ॥ ২২৪৩

স হুপর্ষস্তসামন্তসৌমন্তিতপথো ব্রজন্ ।

অভূদদন্তো দন্তশ্চ জনসংবাহমধ্যগঃ ॥ ২২৪৪

যোধ হয় ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক উত্থাপিত কৃত্য (আভিচারিকী ক্রিয়া) বিজয়রাজের হৃদয় অধিকার করিয়াছিল, একজ্ঞ সে অকারণে স্বীয় প্রাণ পরিত্যাগে স্বীকৃত হইয়া চিত্ররথের বিনাশ সাধনে উদ্বৃত্ত হইয়াছিল । ২২৪১

যে সময়ে ব্রাহ্মণেরা অপমানিত হইয়া অগ্নিতে দেহ বিসর্জন করে, সেই সময়েই কোন ভুল্য শক্তিশালী ব্যক্তির সহিত তাঁহার বিবাদ উপস্থিত হওয়ায় তাহাদের দেহা চিত্ররথের অমুচরবর্গ বিনষ্ট হইয়াছিল । ২২৪২

চিত্ররথ রথে অসংখ্য সৈন্তসামন্তে পরিবৃত্ত হইয়া চলিত, একজ্ঞ সেই জনতার মধ্যে তাঁহাকে কখন দেখা যাইত কখন বা দেখা যাইত না, এ কারণে হস্তা বহুদিন পর্য্যন্ত দিব্যরাত্র চেষ্টা করিল, কিন্তু বহু সৈন্ত পরিবৃত্ত থাকতে তাহাকে বধ করিতে পারিল না । ২২৪৩—২২৪৪

ভেন সান্ধবটেনশল্যনিষ্টয়েণেকদা জবাং ।

সোমুসশ্রে ব্যক্তিকান্তিঃশ্রেণির্পবেশ্রনি ॥ ২২৪৫

বিলম্বিতস্ত স্তম্ভাশ্রে কৃপাণ্যা মুগ্ধাশ্র সঃ ।

সামন্তমধ্যগন্তৈব প্রাহরতীত্রসাহসঃ ॥ ২২৪৬

মুমূর্ষোরিব তত্রাশ্র বৈহবল্যগণিতম্বতেঃ ।

উদ্ভ্রান্তচক্ষুষো বর্জ্যচ্যবনং সমপদ্যত ॥ ২২৪৭

প্রমাপিতোয়ং রাজজিহ্বা জাহ্না সম্ভবহিকৃতাঃ ।

বিত্তস্তান্তং তথাভূতমত্যাঙ্গমুজীবিনঃ ॥ ২২৪৮

তং বীতজীবিতং জাহ্না ন তীক্ষ্ণঃ প্রাহরৎপুনঃ ।

প্রাপ্তং দ্বিতীয়নিঃশ্রেণ্যা ভ্রাতরং নিবিবেচ চ ॥ ২২৪৯

একদা সামন্তপরিবৃত চিত্ররথ, রাজত্ববনে সোপানাবলী অতিক্রম করিয়া ক্রমের জগভাগ অবলম্বনপূর্বক দণ্ডায়মান আছেন, এমন সময়ে সেই নিষ্ঠুর (বিজয়রাজ) অভূত নিশ্চলতাসংস্কারে বিশেষ বেগে তাহার অনুসরণ করত অভ্যন্ত সাহসের সহিত সেই সামন্তগণের মধ্যেই খড়্গ দ্বারা তাহার মস্তকে আঘাত করিল। ২২৪৬

চিত্ররথ সেই খানেই ভয়ে বিহবল হইয়া পড়িল এবং জানশূন্য হইয়া মুমূর্ষুর স্থায় মলত্যাগ করিতে লাগিল। তাহার দুর্বল অর্থাৎ কাণ্ডশ্রম অনুজীবীগণ এই ব্যক্তি রাজ কর্তৃক বিনাশিত হইল ইহা বিবেচনা করিয়া ভয়ে তাহাকে সেই অবস্থায় পরিত্যাগ করিল। ২২৪৭—২২৪৮

সেই ব্যক্তক (বিজয়রাজ) তাহাকে (চিত্ররথকে) মৃত মনে করিয়া পুনরায় প্রহার করিল না এবং দ্বিতীয় সোপান দ্বারা উপস্থিত

ন পলায়িষ্ঠি নির্বিসংসর্কমার্গোপি ব্যতিতঃ ।

রাজা চিত্রবৰ্ধনঃ সম্বদিত্বাউচৈঃ প্রোচ্যকার সঃ ॥ ২০৫০

প্র...ষ্ঠঃ ভূম্যংসাদিরাজ্যভোগপুৰঃসরৈঃ ।

সর্কৈঃ কাপুরুষৈশ্চানাদখ চিত্রবৰ্ধনুপৈঃ ॥ ২০৫১

জ্যাধারোঠরথস্তত্র ভ্রাতা ভীত্যা পলায়িতঃ ।

শরণং নর্তকীমেকাং যযৌ বক্রার্ণিতস্তনঃ ২০৫২

তাদৃক্ প্রবেশিতশ্চিত্রবৰ্ধনোত্যগং মহৌজ্জা ।

গা ভৈষীঃ গ্রাহয়ংকহামিত্যক্হাখ্যাসিতঃ বৃষন্ ॥ ২০৫৩

নৃপাজ্ঞয়া কো নিহন্তা হারেন্ত্রোতি বাদিভিঃ ।

ভীক্কোবিত্তৌ ভটে: সোহমিত্যক্হা স্বং তদর্শয়ং ॥ ২০৫৪

অনুজকেও নিবেশ করিল। সে, সমস্ত পথ বিঘ্নশূন্য হইলেও পলায়ন না করিয়া, 'রাজা চিত্রবৰ্ধনকে বিনাশ করাইলেন' এই কথা উচ্চৈঃস্বরে পুনঃপুনঃ বলিতে লাগিল। ২০৪৯—২০৫০

অনন্তর ভূম্যংস প্রভৃতি রাষ্ট্রভোগে অগ্রসৃত্তী, চিত্রবৰ্ধনের সমস্ত কাপুরুষ ভ্রাতৃচরবর্গ ভয়ে পলায়ন করিল এবং তাহার ভ্রাতা লোঠরথ ভয়ে এক নর্তকীর শরণাপন্ন হইয়া তাহার তনু পানে আবৃত্ত হইল। রাজা চিত্রবৰ্ধনকে সেই অবস্থায় নিকটে আনয়ন পূর্বক 'ভয় নাই, কে তোমাকে প্রহার করিল' এই কথা বাগ্ধা স্বয়ং তাহাকে আশস্ত করিলেন। সৈনিকেরা, 'কে রাজার আদেশে দ্বারপতিকেকে বধ করিতেছিল' এই কথা বালিয়া খাতকের অধেষণে আবৃত্ত হইলে, বিজয়রাজ 'আমি সেই ঘটক' বলিয়া আপনাকে দেখাইয়া দিল। ২০৫১—২০৫৪

* "প্রগষ্ট" হইবে।

ধীরো বোধান্বেদৈর্ঘ্যাত্ত, লজ্জনং শ্রীঘ্যবিক্রমঃ ।

ত্রিংশদ্বিংশাঙ্গ হস্তাথ প্রহতা চ বর্ণে হতঃ ॥ ২২৫৫

পরিভ্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃত্যাম্ ।

ধর্মসংস্থাপনার্থায় সংভবামি যুগে যুগে ॥ ২২৫৬

লব্ধা লিখিততৎকৃত্যকারণাং পত্রিকা করাং ।

তস্তান্তসময়াংশসা শ্লোকেনানেন পাবনী ॥ ২২৫৭

অকচ্যুতাদীনত্মতশ্চিৎপ্রবৃত্ততঃ ।

কৃত্ত্রণোপি লাগাটসংধিবেধাদজায়ত ॥ ২২৫৮

সংগাসান্ পঞ্চাশতাপ্য নিরাপায়কৃশাকৃতিঃ ।

বিবেষ্টমানো বর্তিষ্ট শয়নীয়তলে বহম্ ॥ ২২৫৯

অনন্তর প্রাধান্যের পরাক্রম ধীরপ্রকৃতি সেই (বিজয়রাজ)
দৈর্ঘ্যাবলম্বনপূর্বক সৈন্তবাহ অতিক্রমপূর্বক যুদ্ধে বিশ ত্রিশ জনকে
হত ও আহত করিয়া অগ্নি নিহত হইল । ২২৫৫

তাহার হস্তে একখানি পত্র পাওয়া গেল, বাহাতে তৎকর্তৃক
স্বহস্ত দ্বারা এই কার্য্য কারণের সহিত এই শ্লোকটি লিখিত ছিল,—

শ্লোক :—“পরিভ্রাণায় সাধুনাং—”

এই শ্লোকটি দ্বারা তাহার অন্তিম সময়ের অভিপ্রায় পবিত্র বোধ
হইতেছে । ২২৫৬—২২৫৭

তদনন্তর চিত্রবর্ষের কৃত তাদৃশ ভয়াবহ না হইলেও তাহার
ললাটে সন্ধিভেদ হওয়ায় তিনি অট চিত্ত উদ্ভাদগ্রস্ত এবং দীর্ঘ ভাবান
(অর্থাৎ অতিশয় কাতর) হইয়াছিলেন । ২২৫৮

তিনি পাঁচ ছয়মাস কাল শয্যায় শয়ান ছিলেন এবং যন্ত্রণায়

মল্লার্জুনং পুরস্কৃত্য কোষ্টকো বিপ্লবোৎপদঃ ।

তন্মধ্যে তরঙ্গংবাধং গিরিহুর্গমগাহত ॥ ২২৬০

মা মামভ্রময়ঃ ভ্রাম্যন্স্বয্যগ্রসনোত্তমাং ।

অবিস্মৃতাংপদং লোকং পুনর্দৈবাজ্যশঙ্কিতম্ ॥ ২২৬১

অকাণ্ডাশ্বদজাডেন পীড়িতাঙ্গ ইবাভজং ।

পরচক্রোদয়োনাণ্ড লোকঃ শিখিলশক্তিতাম্ ॥ ২২৬২

তরুহুর্গং তদক্লশক্লেশব্যাপ্যথ সর্বতঃ ।

ব্যাগ্ৰৌপাস্তবনগ্রাটৈঃ সচিবৈঃ স তুরোধয়ং ॥ ২২৬৩

অস্থির হইয়া কেবল পার্শ্ব পরিবর্তন (চটফট) করিতেন। তাঁহার শরীর নিতান্ত ক্লশ হইয়াছিল। ২২৫৯

এই সময় কোষ্টক যুদ্ধোহ উপস্থিত করিবার জন্য মল্লার্জুনকে অগ্রণী করিয়া বৃক্ষপরিবেষ্টিত গিরিহুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিল। ২২৬০

সে স্বপক্ষীয় লোক সংগ্রহের জন্য চতুর্দিকে ভ্রমণ করিতে লাগিল। লোক সকল পূর্ববিপদ বিস্মৃত না হইতে হইতেই সে পুনরায় তাহাদিগকে বিদ্রোহভয়ে ভীত করিল। ২২৬১

প্রজাগণ শত্রুকে পুনরায় বলসম্বলপূর্বক পরাক্রান্ত হইতে দেখিয়া, অকাল শীলার্ষণে শীতকাতর ব্যক্তির জায় শিখিলশক্তি অর্থাৎ হস্তোদ্ধম হইয়া পড়িল। ২২৬২

তাঁহার পর তিনি (ভয়সিংহ) চতুর্দিকবর্তীলম্বিত বনপল্লীহিত অমাত্যগণ দ্বারা পরিবৃত হইয়া বহুক্লেশব্যাপী সেই বৃক্ষ হুর্গ অবরোধ করিলেন। ২২৬৩

সজ্জপালে যবনটকঃ স্কন্ধাবাং নিবসতি ।
 অমুচক্রুর্দ্বিষোন্স্পন্দান্নিবাতন্তিমিতাংস্করুন্ ॥ ২২৬৪
 ধন্তোপি শিলকা কোষ্ঠপর্ষস্তকটকোভবৎ ।
 গন্ধদ্বৌ গজরিপুঃ সিন্ধুরশ্বে বৈরিণঃ ॥ ২২৬৫
 আবাসিতবলো রাজ্ঞা গোবাসে রিল্হণোকটোৎ ।
 অটবীং পর্যটনধুকানিবাকৌ ক্রুড়িতানরীন্ ॥ ২২৬৬
 তীত্রশক্তে নৃপশ্চৈবমারভৈঃ স্তম্ভিতোভবৎ ।
 কোষ্ঠেশ্বরজিহ্বচতুরান্নাসান্নাচারশূন্ততাম্ ॥ ২২৬৭
 ক্রিষ্টৌ দেশান্তরে রাষ্ট্রানন্তরৈর্ম্যক্তৌ নৃপৈঃ ।
 ভিন্নস্ববর্ণৌ ভূভত্ভূত্যব্যর্থীকৃতোত্তমঃ ॥ ২২৬৮

সজ্জপাল যবনগণের (মুসলমানদিগের) সহিত শিবির সম্মিলন
 করিলে বৈরিবর্গ নিবাত-নিষ্কম্প তরুরাজির আয় নিস্পন্দভাবে অবস্থান
 করিতে লাগিল । ২২৬৪

ধন্ত ও শিবিকা কোষ্ঠ (পার্শ্বত্যা পল্লী) পর্য্যন্ত সৈন্ত সম্মিলন করত
 গজগন্ধা সহিষ্ণু সিংহের আয় বিদেহ প্রদর্শন করিতেছিল । ২২৬৫

রিহ্লণ গোবাসে (তন্নামক স্থানে) তদীয় সৈন্ত রাজ সাহায্যে
 সম্মিলিত করিয়া বিশিষ্ট বিচরণ করিতে লাগিলে বিপক্ষবর্গ সূর্য্যালোক-
 ভীত পেচককুলের আয় প্রচ্ছিন্নাবস্থান করিতেছিল । ২২৬৬

কোষ্ঠেশ্বর প্রবল প্রতাপ রাজার এইরূপ উদ্যোগে স্তম্ভিত হইয়া
 তিন চারি মাস নিশ্চেষ্টভাবে রহিল । ২২৬৭

সে দেশান্তরে হৃদিশাপ্রাপ্ত ও আসন্ন নৃপতিগণের নিকটে অপ-
 মানিত হইয়াছিল এবং তাহার অমুচক্রবর্গ বিরক্ত হইয়া পড়িয়াছিল,
 একান্ত রাজকর্মচারিণী ও তাহার উত্তম শক্তির বৈকল্য বিধান করিতে

বালিশ্বাদকুশলো জাতুং বৃন্তিং মহীভুজাম্ ।
 স বিশ্বভাগাঃ সংধাতুমৈচ্ছচ্ছিন্নপাদা নৃপম ॥ ২২৬৯
 উজ্জিশীর্ঘোঃ ক্রোধোন্মত্ত্যং বাচ্যং তদ্বকনাদিদম্ ।
 ভক্ত্যেকাগ্রঃ সজ্জপালস্তৈস্তেচ্ছাং তামপূরয়ৎ ॥ ২২৭০
 তথার্হোপি বিপুং রাজ্যঃ সংধিংসুবাগ্রহীন্ন সঃ ।
 পৃথীহরপ্রসূতানাং নির্দ্রোহত্বং ন কোতুকম্ ॥ ২২৭১
 তেন প্রহিতা রাজবৈরিণং স্বকরাঙ্গুলিম্ ।
 ছিন্দ্যোপি মহীভতুর্দ্ব্যস্ত্যেচ্ছকৃত্যং ন পারিতঃ ॥ ২২৭২
 বর্ধবকশিরঃশাটঃ শীর্ষেণোপানহং বহন্ ।
 ভুক্তবেলোপি ভূপালং কতুং নাশকদক্রুদম্ ॥ ২২৭৩

লাগিল, তখন সে মূঢ়তাবশতঃ রাজগণের নীতি বুঝিতে না পারিয়া
 নিরুপায় হইয়া স্বীয় দোষ মনে না করিয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়া-
 ছিল । ২২৬৯-২২৬৯

তত্ক্ষণেই সজ্জপাল প্রভুর কোপানল শাস্তিপ্রদাসী অঙ্গুগত
 স্বাক্ষির প্রতি নির্যাতন নিন্দনীয় বোধ করিয়া তাহার প্রার্থনা পূরণ
 করিলেন । ২২৭০

তিনি সজ্জপাল সন্ধি পক্ষপাতী হইয়া স্বীয়নিষ্টকারী সেই ভূপতি
 বৈরীর কোন নির্যাতন করিলেন না । পৃথীহরের তনয়গণ ইহার
 অতিকুলভাচরণ করে নাট, ইহা বিশ্বয়ের বিষয় নহে । ২২৭১

তিনি ভূপ বৈরীকে রাজসন্নিধানে প্রেরণ করিয়া নিজ করাঙ্গুলি-
 ক্ষেদন দ্বারাও মহীপতির ক্রোধ শাস্তি করিতে পাবেন নাই । ২২৭২

সজ্জপাল মতক বস্ত্র গলদেশে এবং চর্মপাত্রকা উত্তমাঙ্গে হস্ত

অস্বীকৃতধ্বজভূজলাঙ্গনঃ সৃ হি রাজবৎ ।

তত্ত্বংপ্রাপ্তভূপাঙ্গঃ সৰ্বং পরীক্ষ্যবাহ২৭ ॥ ২২৭৪

শুশ্রাব বহুং তন্মধ্যে যাঃ নল্লাজ্জুনং নৃপঃ ।

অনুব্রাতি ভব্যানামুদয়েভ্যদদ্যাস্তরম্ । ২২৭৫

নৌয়মানঃ স হি স্কন্ধমধিগোপ্যাহুজীবিভিঃ ।

অজ্ঞাতিকতয়া মার্গোল্লভ্যনায় স নিঃসহঃ ॥ ২২৭৬

এবং রাজোচ্ছিষ্ট ভোজন কার্যাও ভূপকোপ অপনোদন করিতে পারিলেন না । ২২৭৩ (ক)

তিনি (কোঠেশ্বর) সেখানে রাজাদেশগুলির প্রত্যাখ্যান করত বৃথাভিমান প্রদর্শন কবিয়া যেন রাজা তইয়া বসিলেন, কেবল ছুটি তিনটি অসাধারণ রাজচিহ্ন ধারণ করিলেন না । ২২৭৪

ইত্যবকাশে রাজা শুনিলেন যে, মল্লাজ্জুন স্থানান্তরে বন্দী হইয়াছে ; সৌভাগ্যাশাণী জনগণের অভ্যুদয় সময়ে শুভ পরম্পরা সংঘটিত হইয়া থাকে । ২২৭৫

সে (মল্লাজ্জুন) পাদগমনের শ্রান্তি সহ করিতে পারে না ; একজন্ত তাঁহার ভৃত্যবর্গ তাহাকে স্বন্ধে বহন করিয়া লইতেছিল ; সে

(ক) । মূলে 'ভুক্তবেলোহাপ' এই পদের অনুবাদ রাজোচ্ছিষ্ট ভোজন করিয়াও দেওয়া গেল । অর্থ জটিল, Dr. Stein প্রথমে 'used (unfavourably) moments বলিয়া অনুবাদ করিয়াছেন বটে, শেষে উক্ত পদের অর্থ দুর্বোধ্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন । "The meaning of Bhaktavela is doubtful" এই তাঁহার সিদ্ধান্ত । আমরা বেলা শব্দের রাজভোজন অর্থ গ্রহণ করিলাম । "বেলা"—ভোজনেংশীকরণার্থে যাৎ ইতি বিদ্যপ্রকাশ ।

ততস্ততো ভয়স্থানানিস্তীর্ণো লোহরাশ্রিতম্ ।

সাবর্ণিকাভিঃ গ্রামং প্রাপ্তো বিজয়রক্ষিণা ॥ ২২৭৭

নিরুদ্ধো জগৎগিকাথ্যেন ঠাকুরেণ মহীপতিঃ ।

প্রিয়ংকরং তং চ ভূতং সুশ্রাবান্তিকম্নাগতম্ ॥ ২২৭৮

বদ্ধপ্রায়োরিণা দুর্গাঙ্গিগতঃ স কথং চন ।

বহুস্তেন পুনঃ শক্তিঃ কথ্য ভাব্যর্থলজ্জনে ॥ ২২৭৯

গঙ্গা দু্যমার্গলুপ্তিতা জঠরাৎকথংচি-

দেকথ সংহতবতো নিম্নতা মহর্ষেঃ ।

গ্রস্তাপরেণ কৃতসাগরগর্ভপুষ্টিঃ

শক্তো ন কোপি ভবিতব্যবিলজ্জনায়াম্ ॥ ২২৮০

বিবিধ বিপত্তি স্থান উভীর্ণ হইয়া লোহরের অন্তর্গত সাবর্ণিক গ্রামে উপস্থিত হইয়া জাগতিক নামক এক ঠাকুর পূর্ব নিযুক্ত রক্ষিণের সাহায্যে তাহাকে বন্দী করিল। সেই প্রিয়কারী ভূতা নিকটস্থ হইয়া সমস্ত বলিলে রাজা শুনিতে লাগিলেন । ২২৭৬—২২৭৮

তিনি যে জনের হস্তে বদ্ধপ্রায় হইয়া দুর্গ হইতে কোন প্রকারে মুক্তিরূপে করিয়াছিলেন ; আবার সেই ব্যক্তির হস্তে বন্দী হইলেন, সুতরাং ভবিতব্য লজ্জনে কাহার শক্তি নাই । ২২৭৯

গঙ্গা আকাশপথে দৌড়িয়ামান হইয়া এক মহর্ষির কঠরে পতিত হইয়াছিলেন, কঠে তাহা হইতে মুক্ত হইয়া পুনর্বার অজ্ঞ মহর্ষির কবলিত হইলেন, শেষে সমুদ্রের খাতে আত্মপাত করিয়াছিলেন, অতএব কেহ ভবিতব্য বাধণে সমর্থ নহে । ২২৮০

জগৎগিকে বহুসংপ্রাপ্তিপৰ্যন্তোপাস্তবক্ষিণি ।
 রাজ্ঞানঘরপতিঃ প্রায়োজি প্রাজ্যবুদ্দিনা ॥ ২২৮১
 তং বিনা ধৈর্যপাত্তীৰ্যশৌর্যধূর্যং মহাধিরম্ ।
 সংকটে নহবহুন্তো রাজ্ঞাজ্জাযান্তমদ্বিগাম্ ॥ ২২৮২
 স হৃতিক্রম্য সাবাধাআর্গাহুভয়বৈতনৈঃ ।
 তমোরিন্দিতমজ্রাকীভং ক্ষমাপতিবিদ্বিমম্ ॥ ২২৮৩
 নিষ্ঠানুন্তেন ধৈর্যেণ শৌর্যসংভাবনাবহঃ ।
 স্তবক তং বহিঃপ্রাপ্তং তক্তদুজ্জাববীতপুনঃ ॥ ২২৮৪

যতক্ষণ পর্যন্ত বন্দী (মল্লার্জুন) রাজসকাশে আনীত না হয়, তৎকালপর্যন্ত মনস্বী মহীপতি জাগ্রৎকালে তাহার আসন্ন রক্ষা করিয়া দিয়া দ্বারাধ্যক্ষ উদয়কে উক্ত বন্দীকে আনিবার জন্য নিযুক্ত করিলেন । ২২৮১

দীর্ঘ, গভীর, শূর ও প্রতিভাশালী উদয় ব্যতীত অস্ত্র মন্ত্রি-
 গণের মধ্যে কেহ সকট সমুদ্বারণে সমর্থ নহেন, ইহা রাজা
 বুঝিয়াছিলেন । ২২৮২

উদয় উভয় পক্ষের বেতনভোগী ব্যক্তিবর্গের দ্বারা সকট সঙ্কল
 পার্শ্বভ্যা পথসমূহ অতিক্রম করিয়া গবাক্ষদেশে দণ্ডায়মান সেই রাজ-
 সিপুকে (মল্লার্জুনকে) দেখিতে পাইলেন । ২২৮৩

তিনি বহির্দেশে দণ্ডায়মান হইলে মল্লার্জুন অশেষ ধৈর্য্য সহকারে
 নির্ভীকতা দেখাইয়া নানা প্রকার বাক্যে তাঁহাকে প্রশংসা করিয়া
 পুনর্বার বলিতে লাগিলেন । ২২৮৪

সর্বতো জ্যায়সীং ভর্তুভক্তিং যো বহু মনুতে ।

ভবাকুর্যো মতিমতামনুতো লোভনান্তরৈঃ ॥ ২২৮৫

কৃত্য বক্ষামণিসমং সহায়ং ত্বাদৃশং যিনা ।

হানির্থে হর্নব্রহ্মস্ত্র বাল্যে রাজ্যে বহুচ্ছলৈঃ ॥ ২২৮৬

হুশ্ৰেকাণাং ভবতোব নিয়মাদ্রাজভাষ্যতাম্ ।

ভাগ্যান্তহেমন্তদিনে জননেত্রবিলজ্জয়তা ॥ ২২৮৭

শোভতে কুম্বিরাত্মনগুণাগো যথোদয়ে ।

তথা যোগ্যময়ে ভাষ্যনিব বন্দ্যঃ স ভূপতিঃ ॥ ২২৮৮

ধতোবতারো যন্তাসীৎক্ষুভ্যৎপোরাক্সনাজনঃ ।

উদয়েন্তময়েপ্যগ্রে রাগবাগ্রাপ্সরোগলঃ ॥ ২২৮৯

যিনি মনস্বিগণের অগ্রণী, প্রভুভক্তিকে গরীয়সী বলিয়া গণ্য করেন, এবং প্রলোভনপরায়ণ, সেই আপনি অল্প এখানে আনিয়াছেন । ২২৮৫

বক্ষাবহু সদৃশ ভবাদৃশ সহায় বিরহ কোমার কালে কপটাচারিগণ মাদৃশ অযোগ্য নরপতির রাজ্যহানি করিয়াছে । ২২৮৬

যেমন প্রতাপাকর প্রভাকর দুর্নারীক্ষ্য হইলেও হেমন্তকালে হীন-প্রভা নিবন্ধন হেয় হইয়া পড়েন, তদ্রূপ প্রভাবকালে নরপতিগণ দুষ্কর্ষ হইলেও ভাগ্যবিয়োগে লোকগণের লজ্জনীয় হইয়া থাকেন । ২২৮৭

যে রাজা উদয় ও অন্তকালে সমান লোহিতরশ্মিবিসারী বিলকরের স্থায় দেদীপ্যমান, তিনিই বন্দনীয় । ২২৮৮

ধাহার অভ্যুদয়ে পোরাক্সনাজন এবং অবসান সময়ে অপ্সরার পাচাক্ষর্য প্রদর্শন করিয়াছে, তাহারই ভূমণ্ডলে আবিস্কার সাধক । ২২৮৯

পদে প্রয়োগং লক্ষ্যার্থে কথিতং কুলীনবৎ ।
 অহং কবিরিষ প্রৌঢ়ঃ প্রাপ্তো নিবৃত্তিমুক্ততাম্ ॥ ২২৯০
 সত্যংকারোধুনা ভূত্বা বিধতাং স্বাস্ত্যস্থিতিম্ ।
 সাধ্যাত্মানতিবৃত্তেন ববেগৈকেন মে ভবান্ ॥ ২২৯১
 ইত্যুক্তা প্রত্যয়েৎপঠ্যে সংশ্লিষ্টঃ ক্ষাটিকং ততঃ ।
 স পীঠং পুরতো দ্বারপতেলিন্মুপানয়ৎ ॥ ২২৯২
 অচ্ছলাংবসংমর্দপ্রাসশূলেবুবর্ষিণঃ ।
 ঘোষণাত্যোক্তং বরং সাধং মানবান্ননমিচ্ছতি ॥ ২২৯৩

যে রূপ প্রতিভাশূন্য (ক) কবি কতিপয় মাত্র পদ (শব্দ) ও
 অর্থ সংগ্রহ করিয়া শ্লোক রচনা করিতে গিয়া শেষে হতবুদ্ধি হইয়া পড়ে,
 আমিও তদ্রূপ অল্পকাল মাত্র পদ (প্রতিষ্ঠা) ও অর্থের (সম্পত্তির)
 পরিচালনা দ্বারা রাজত্ব করিয়া পরে বিবেক হইয়া পড়িয়াছি। ২২৯০

এখন আপনি শপথপূর্বক সুমাধ্য একটি বর প্রদান করিয়া
 আমার চিত্ত স্থির করুন। ২২৯১

ইহা বলিয়া বিশ্বাস বিধানের নিয়ন্ত সর্পীঠ ক্ষাটিকময় শিবলিঙ্গ
 দ্বারাধ্যাসের সম্মুখে সংস্থাপন করিলেন। ২২৯২

তখন দ্বারাধ্যাস উদয় বুঝিলেন যে, সেই রণমগ্ন মহারাজ্জুন নিশ্চয়ই
 অকপট সমরার্থী হইয়া কুন্ত, (ভান) শূল ও বাণবর্ষা বীরবর্গকে

(ক) ২২৯০। মূলে 'প্রৌঢ়ঃ' পদ আছে। Dr. Stein তাহা রাখিয়া
 অনুবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ 'অপ্রৌঢ়ঃ' হইবে। তাহাই স্থির করিয়া প্রতিভা-
 শূন্য অর্থ গ্রহণ করা হইল। 'প্রবুদ্ধঃ প্রৌঢ় মেধিতম্' অমর কোষ। বৃত্তরাং
 প্রৌঢ় শব্দের অর্থ প্রবুদ্ধ। এখানে তাহা সঙ্গত হয় না; অপ্রবুদ্ধ (নবীন)
 অর্থ হইলে উভয় পক্ষে অর্থসঙ্গতি হয়।

ইতি সভাব্য সম্পূর্ণশিবলিঙ্গঃ স বাহিতম্ ।

বরং তন্তোররীচক্রে স চ ভূয়ো জগাদ তম্ ॥ ২২২৪

অকুটদৃষ্টিবহতঃ স্নাত্ত্বজ্যোত্তিকমক্ষতঃ ।

যথেষ্টংগেব প্রাপ্নোষি তথা স্বামর্থয়েধুনা ॥ ২২২৫

কার্পণ্যোপহতং তন্ত বচঃ শ্রদ্ধা ত্রপাজড়াঃ ।

সর্বৈশ্বর্যমুখাস্তত্ত্বর্ ষ্টার্জাঃ পল্লব ইব ॥ ২২২৬

অন্তক্ষণন্ততো ভিক্ষোঃ স্বর্থমাণঃ স চেতসাম্ ।

বিকাসক্ষেতুতাং প্রাপ স্বস্থম্ মনসঃ পুনঃ ॥ ২২২৭

মহুধ্যবাহুমারুঢ়ঃ পত্রং নিন্ত্রে স নিস্তপঃ ।

তেন অপালিতালৌকানপি পশ্চন্নবিক্রিয়ম্ ॥ ২২২৮

বরাকারে প্রার্থনা করিবে, এই সম্ভাবনা করিয়া তিনি শিবলিঙ্গ স্পর্শ করিয়া তাঁহাকে বর দিতে অঙ্গীকার করিলেন ; তখন মল্লার্জুন তাঁহাকে আবার এইরূপ বলিতে লাগিলেন । ২২২৩-২২২৪

যাহাতে আমার চক্ষুঃ উৎপাটিত, শরীর ক্ষত ও প্রাণ নষ্ট না হয় এবং উপস্থিত অবস্থায় রাজসকাশে যাইতে পারি ; আমার এক্ষণে আপনার নিকটে তাহাই প্রার্থনা । ২২২৫

তাঁহার এই কাণ্ডশ্যশ্রুত কথার শুনিয়া জনসমূহ লজ্জায় কুটিবাবি-
সিক্ত পল্লবাবলীর স্তায় অধোবদন হইয়া রহিল । ২২২৬

তাঁহার পর সহৃদয় ব্যক্তিবর্গ ভিক্ষুর অস্ত্রমকাল শ্রবণ করিয়া
জ্ঞান হইয়া পড়িয়াছিলেন ; পুনর্বার তাঁহানিগের চিত্ত সুস্থ হইয়া
প্রকট হইয়াছিল । ২২২৭

উদয় তাঁহাকে শিবিকারোহণে পাঠাইলেন ; সে নির্ভীক ও
নির্বিকারচিত্তে স্বীয় আশ্রিতদিগকে দেখিতে লাগিল । ২২২৮

অহীনাহারনিদ্রাদিবিবস্ত্রঃ পশুবাংপথি ।

কুমার্যঃ স কেনাপি ন বিকল্পেন পশ্পশে ॥ ২২৯৯

রক্তমানীষমানং তং গোপ্তৃ ভিত্তাদৃশং জনঃ ।

দয়ার্জুনদয়শাসীরাভ্যানন্দ্যচ্চ ভূভুজম ॥ ২৩০০

উবাচ চান্দ্রকম্প্যগ্নিঞ্জয়জ্যোষ্ঠস্ত ভূপতেঃ ।

নৈতাবজ্জাতি নৈষ্য ন্যামনুজে পিতৃবর্জিতে ॥ ২৩০১

আসেচনকমেতস্ত মেচকাজ্জদৃশো বপুঃ ।

ক্লেশগহ্ব মনিস্ত্রিংশচেতাঃ কঃ কতুর্মহতি ॥ ২৩০২

পূর্বাণরাহুসন্ধানবদ্যাস্তং দৃষ্টবাংস্তদা ।

বিস্মতাপা নৃপং তত্তদিত্যুপাগততানি ॥ ২৩০৩

যদিও রাজভৃত্যগণ তাঁহাকে পশুর স্তায় টানিয়া লইতেছিল ; তাহা হইলেও পথে তাঁহার আহার নিদ্রাদির ব্যাঘাত ঘটে নাই এবং তাঁহার চিত্তে কোন সন্দেহ উদয় হয় নাই । ২২৯৯

রক্ষিগণ তাঁহাকে (মল্লার্জুনকে) তদবস্থায় আনয়ন করিতে লাগিলে লোক হৃদয় তাহা দেখিয়া দয়ায় দ্রবীভূত হইয়া গেল এবং রাজার তাদৃশ কার্য্য কেহ অনুমোদন করে নাই । ২৩০০

“রাজা জ্যোষ্ঠ হইয়া পিতৃহীন এবং কুপার্ব এই অনুজের প্রতি ঈদৃশ নিষ্ঠুরাচরণ করিয়া ভাল করেন নাই, এবং “কোন্ কোমল হৃদয় ব্যক্তি এই নীলোৎপলাক যুবকের কুসুমের স্তায় কমনীয় কলেবরে কঠোর ক্লেশ প্রদান করিতে পারে” এই জনগণ বলিতে লাগিল । ২৩০১। ২৩০২

লোকেরা পথে মল্লার্জুনের এইরূপ অবস্থা অবলোকনে তাহার পূর্বাণর অহুসন্ধানে অক্ল হইয়া এবং তদীয় অপরাধ মনে না করিয়া রাজার উক্তরূপ নিন্দাবাদ করিতেছিল । ২৩০৩

গগনা কাথ বা বাগবালিশাদৌ বিধীয়তে ।

ন চিত্তবৃত্তেবৈকাগ্র্যং মহতামপি সৰ্বদা ॥ ২৩০৪

শ্রোতৃণাং দ্যুতলাক্ষালীকেশকৃষ্টাদি শৃংখলান্ ।

পাণ্ডবেভ্যোদিকঃ ক্রোধো ধর্তিরাষ্ট্রেবু জায়তে ॥ ২৩০৫

কুরুণাং স্ততজাপানে ভগ্নোরোম্মুখতাড়নে ।

শ্রুতে পাণ্ডববিদেহস্তেবামেব চ দৃশ্যতে ॥ ২৩০৬

পর্যবরজঃ কার্ঘ্যণাং ন কশ্চিন্মধ্যমং বিনা ।

তটন্তেহুভবাভেদস্তত্র তত্র কথং ভবেৎ ॥ ২৩০৭

স পোরানোনয়নকৈ ছিন্নাঙ্গুল্যকমুদ্রহন্ ।

যুগ্যাধিক্রান্তো যুৎপাত্ত্রং সাগং নগরমাগতং ॥ ২৩০৮

মনস্বিগণেরও মনোবৃত্তি সকল সময়ে সমানভাবে থাকে না, অজ্ঞ ও বালিকাদিগের ত কথাই নাই । ২৩০৪

কপট অক্ষক्रीড়া ও দ্রোপদীর কেশাকর্ষণাদির কথা শ্রবণকালে শ্রোতৃবর্গের পাণ্ডব অপেক্ষা কুরুকুলের উপর অধিক ক্রোধের উদ্বেক হয় বটে, পক্ষান্তরে যখন দুঃশাসনের রক্তপান ও ভগ্নোক ছুর্যোধনের ঐক্যমানে পদাধান শুনা যায়, তখন সেই শ্রোতৃবর্গের পাণ্ডুপুত্রদিগের উপর বিশেষ বিদ্বেষ জন্মে । ২৩০৫—২৩০৬

যিনি কার্য্যাবলীর পোর্কোপয্যের মধ্যস্থ মনেন, তিনি সদস্য বিচার করিতে পারেন না, সুতরাং সেই সেই বিষয়ে দূরস্থ ব্যক্তির সমান ধারণা কেন হইবে ? ২৩০৭

মল্লার্জুন স্বীয় ছিন্নাঙ্গুলি যুৎপাত্ত্রে স্থাপন করিয়া লইয়া পুরবাসী-সিগকে নয়ননীবে ভাসাইয়া শিবিকারোহণে সাগং সময়ে রাজধানীতে উপস্থিত হইলেন । ২৩০৮

অধস্তাশ্বজা শুক্লপঞ্চদশাং মহীপতিঃ ।

একাদশেষে তং রক্ষিতং নবমঠান্তরে ॥ ২৩০৯

ত্যাগাহারস্ত চ নিশাঃ পঞ্চাশস্ত তাম্যতঃ ।

পার্শ্বং অগায় কারুণ্যাক্তরণস্পর্শনার্থিনঃ ॥ ২৩১০

অবাদীদর্থিতং ঠৈশ্ব প্রতিশুশ্রবুষেভস্ম ।

দ্রোহাবেকাস্ততো বধো স চিত্ররথকোষ্টকৌ ॥ ২৩১১

রাজা নির্জঙ্ঘুষঃ শ্বেৰী কোষ্টকস্তাধ বন্ধনম্ ।

বিদিশস্তঃ পঞ্চানাপ্তানিল্পাদীনচূদৎ ॥ ২৩১২

সর্বেষু গণিতৌজঃসু স্বয়ং রাজ্যাত্মমস্পৃশি ।

অথ তং রিহ্লগো দোভ্যাং ধনং গ্রাহ ইবাগ্রহীৎ ॥ ২৩১৩

মহীপতি একাদশ অঙ্কে (ক) আশ্বিনের পূর্ণিমা তিথিতে রক্ষি পরিবেষ্টিত নবীন গঠে তাঁহাকে স্থাপন করিলেন । ২৩০৯

যখন মল্লাজ্জুন চারি পাঁচদিন অনাহারে অতিবাহিত করিয়া কাতরকণ্ঠে চরণ স্পর্শের প্রার্থনা করিতে লাগিলেন, তখন রাজা দয়াপরবশ হইয়া তাহার পাশ্বে উপস্থিত হইলেন । ২৩১০

যখন রাজা মল্লাজ্জুনকে অভীষিত অভয় প্রদান করিলেন, তিনি তখন রাজদ্রোহী চিত্ররথ ও কোষ্টকের বধ সাধন কারিতে বলিরা দিলেন । ২৩১১

কোষ্টক স্বস্থানে প্রস্থান করিতে উত্তত হইলে রাজা তাহার কারা-বোধ কামনায় রিহ্লগ প্রভৃতি পাঁচ ছয় জন বিধগু ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলেন । ২৩১২

সকলকে হত্যাংগাহ দেখিয়া যখন স্বয়ং রাজা বন্ধপরিবর

হতশয়ঃ স বলিনস্তত্ত্ব দোশজ্ঞরাস্তরে ।
 তদ্বাবচেষ্ঠো নিদ্রাকো ভূতেনেবাসমীকৃতঃ ॥ ২৩১৪
 ব্রাহ্মণ্যো ভিঃখরাজাখ্যঃ কুলরাজস্ত কোপনঃ ।
 ভূভৃঙ্খল্য কৃপাণ্যাস্ত নিৰ্ব্বিভেদ কৃকাটিকাম্ ॥ ২৩১৫
 পরম্বধেন মুৰ্ছ্যানং পৃথীপালশ্চ তাডয়ন্ ।
 রাজবীজী স চ ক্রোধান্নাষিধ্যত মহীভূজা ॥ ২৩১৬
 কৃকাটিকাংসংজ্ঞাতমৰ্ম্মবেধোপচেষ্টিতঃ ।
 বিবেষ্টমানোবর্জিষ্ট ক্ষিতৌ স ক্লণিরোক্ষিতঃ ॥ ২৩১৭
 মহাবলৈঃ কমলিয়প্রমুখৈশ্চ সোদরঃ ।
 চতুষ্কঃ পাতিতোপ্যুৰ্ব্বাং গণ্ডশৈল ইব দ্বিষ্টৈঃ ॥ ২৩১৮

হইলেন, তখন মকরের মংস্তাক্রমণের জ্ঞায় বিক্লপ বাহুদয় বেষ্টনে তাহাকে ধরিয়া ফেলিল । ২৩১৩ -

কোষ্ঠিকের শস্ত্র কাড়িয়া লইলে সে মহাবল বিক্লপের বাহুবেষ্টন মধ্যে ভূতাবিষ্ট ব্যাক্তর জ্ঞায় নিদ্রাক্ষ ও নিশ্চেষ্ট হইয়া রহিল । ২৩১৪

কুলরাজের ব্রাহ্মপুত্র ভিঃখরাজ ভূপতির প্রতি ভক্তিবশতঃ ক্রোধোদীপ্ত হইয়া তাহার ঐবাদেশে ছুরিকাঘাত করিল । ২৩১৫

রাজবংশীয় পৃথীপাল ক্রোধবশতঃ তাহার মস্তকে কুঠারপাত করিতে উদ্ভোগী হওয়ায় রাজার নিবেদনস্বারে নিরস্ত হইল । ২৩১৬

সে ঐবশিষ্টে মৰ্ম্মভেদী আঘাত প্রাপ্ত হওয়ায় রক্তাক্ত কলেবরে ভূমিতে ক্ষেপিত হইয়া পড়িল । ২৩১৭

কোষ্ঠিকের সহোদর চতুষ্ক বলদৃষ্ট কমলিয় প্রভৃতির দ্বারা আক্রান্ত হইয়া গজভয় গণ্ডনিরির জ্ঞায় ভূমিতে পতিত হইল । ২৩১৮

বিলোক্য বৈকল্যহতো বন্ধো তৌ স্বামিনৌ তথা ।
 কৃষ্টাসিধেনুক্রান্তস্থৌ দ্বিজান্না মল্লকান্নিধঃ ॥ ২৩১৯
 উচ্চাবচেষু প্রহরন্স ভূপালোপজীবিশু ।
 অতর্ক্যমাণস্তমূলং রাষ্ট্রবালক্যাতাপতন ॥ ২৩২০
 নৃপান্তিকাদাপততস্তাংস্তান্দ্রস্তং মহাভটান্ ।
 অধাবৎসাসিধেনুস্তং কুলরাজো মহোজসম্ ॥ ২৩২১
 প্রতিপ্রহতিবু ক্ষিপ্রাপতৎপাণিমপারয়ন্ ।
 নিহস্তং সংক্রোধেব ভিত্তৌ ব্যাধামাবিৎস তম্ ॥ ২৩২২
 অপঘাতুমবস্থাতুং প্রহতুং বাপ্যশকুবন্ ।
 তস্থৌ চ বহুসংধানঃ সংস্তম্ভোনমবিস্কৃতম্ ॥ ২৩২৩

মল্লক নামা একজন ব্রাহ্মণ প্রভুদ্বয়কে তদ্রূপ বাকুল ও বন্দী দেখিয়া শাণিত ছুরিকা লইয়া দণ্ডাধম্যান হইল । ২৩১৯

সে উচ্চনীচ রাজ ভৃত্যবর্গকে প্রহার করত যখন অতর্কিত ভাবে রাজার সমীপে উপস্থিত হইল ; তখন তিনি তাহাকে দেখিতে পাইলেন । ২৩২০

রাজ সমীপ হইতে যে যে মহাবীর মহাবল মল্লকের অভিযুগে আসিয়াছিল ; সে তাহাদিগকে অস্বাঘাত করিতে লাগিল ; কুলরাজ ছুরিকা লইয়া তাহার দিকে দাবম্যান হইল । ২৩২১

মল্লক প্রতিপ্রহার প্রদানে ক্ষিপ্রহস্ত, এতন্ত কুলরাজ তাহাকে বধ করিতে না পারিয়া ব্যায়াম কৌশলক্রমে প্রাচীর গাত্রে চাপিয়া ধরিল । ২৩২২

কুলরাজ প্রহান, অবহান বা প্রহার করিতে না পারিয়া বহু প্রযত্নে ওদীর শরীরে আঘাত না করিয়া ধরিয়া রাখিল । ২৩২৩

চরণাঞ্চালনোৎকালদোঃশব্দমুখরোত্তিকম ।

ধাবিতে পদ্মরাজেথ মল্লাকোক্ষিপদীক্ষণম ॥ ২৩২৪

প্রাহরংকুলরাজোস্ত লক্ষরজ্জোথ বক্ষসি ।

প্রহৃত্য গচ্ছতঃ পালৈঃ স তস্তাঙ্গুষ্ঠমক্ষিণোৎ ॥ ২৩২৫

তো বিজ্ঞরাজো দর্পোক্ষনিবিড়ং প্রহরত্বাভো ।

তন্নিপ্ৰতিপ্রহরতি ক্ষিপ্রং প্রাহবতাং ততঃ ॥ ২৩২৬

স জীনপ্যাভিধোভুংস্তাংস্ত্যক্তা দৃকপথমাগতম ।

চতুক্ষিকাধারগতং রাজানং সমুপাদ্রবৎ ॥ ২৩২৭

লক্ষীভূতে নৃপে শীঘ্রমুখাবলসংভ্রমম্ ।

চকার দুলরাজস্তং ক্ষিপ্রস্থিতিনির্জীবম্ ॥ ২৩২৮

তৎপর মল্লক পদ ও বাত সঞ্চালন দ্বারা শব্দ করিতে লাগিল ; সে সময় পদ্মরাজ তাহার নিকটে বেগে উপনীত হইলে সে সেদিকে দৃষ্টিদান করিল । ২৩২৪

কুলরাজ এই সুযোগে তাহার বক্ষে প্রহার করিয়া হস্তোত্তোলন করিতে লাগিলেই মল্লক তাহার হস্তের অঙ্গুষ্ঠ কর্তন করিয়া দিল । ২৩২৫

তদনন্তর কুলরাজ দর্পোত্তেজিত হইয়া মল্লককে প্রহার করিতে লাগিল ; মল্লক প্রতিপ্রহার প্রদান করিতে লাগিল ; কুলরাজ ও পদ্মরাজ এই দুইজনে মল্লককে ক্ষিপ্রহস্তে আঘাত করিতেছিলেন । ২৩২৬

মল্লক আক্রমণকারী উক্ত তিন জনকে ত্যাগ করিয়া চতুক্ষিকাধার দ্বারে রাজাকে দেখিয়া সেইদিকে ধাবমান হইল । ২৩২৭

রাজা তাহার (মল্লকের) লক্ষ্য হওয়ার এই সুযোগে কুলরাজ

ততঃ সর্বৈব তৌ ঘোষৈঃ ক্রীড়াক্রীড়াম্ সঙ্গাম্ ।

হস্তাভজদ্বীরশয্যাং রক্তশ্রম্মোত্তরচ্ছদান্ ॥ ২৩২৯

জীবদ্ব্যাপদাতস্বামিবীক্ষিতঃ শ্লাঘ্যবিক্রমঃ ।

স এব স্পৃহীয়াস্তক্ষণো বীরেষগণ্যত ॥ ২৩৩০

বহিঃ কোষ্টকভূত্যেবু বিক্রতেষদবিত্রতাম্ ।

পরং জনকচন্দ্রাণ্যো ধৈর্যেণোবাহ ডামরঃ ॥ ২৩৩১

নিরাযুদো রাজভূত্যাঙ্কতৈকস্মাৎপরশ্বদম্ ।

স হৃৎকাজ্রদুত্বং নয়নভূরীভ্রমাস্তিকৈ ॥ ২৩৩২

বাগ্ৰভাবে অহুসরণ করিয়া তাহার কটির অস্থি ভেদ করিয়া গতিরোধ করিয়া দিল । ২৩২৮

তাহার পর সফল যোদ্ধাবণ তাহাকে বেঁধেন করিলে সে বীর ও ভীকৃদিগকে বিনাশ করিয়া রক্তাক্ত বসনবৃত্ত বীরশয্যায় অবিলম্বে শয়ন করিল । ২৩২৯

মল্লক জীবিত ও বিপন্ন প্রভুর সমক্ষে শ্লাঘনীয় শৌর্য প্রদর্শন করিয়া নিহত হওয়ায় বীরবর্গের মধ্যে তদীয় মরণ সাধুবাদাই হইয়াছিল । ২৩৩০

কোষ্টকের যে সমস্ত অস্ত্রের পলাইয়া বাহিরে গিয়াছিল, তাহা-
দিগের মধ্যে কেবল জনকচন্দ্র নামা এক ডামর ধৈর্য্যাবলম্বনে
পৌরুষ প্রদর্শন করিয়াছিল । ২৩৩১

সে শত্রুশূন্ত থাকিয়াও এক রাজ ভূত্যের নিকট হইতে কুঠার
লইয়া যুদ্ধ করিয়া বহু ব্যক্তিকে শমনসমনের দূতরূপে পাঠাইয়া
পরে আপনিই উপনীত (নিহত) হইয়াছিল । ২৩৩২

যিহাসোক্তস্ত চণ্ডাংগমণ্ডলং পরন্তঃ করে ।

স্বধূম্রাঙ্গবিভাগার্থী শশিধণ্ড ইবাবিশং ॥ ২৩৩৩

নাদ্রাস্ত নাস্রৌশ্ব বাপি বন্ধে ভর্ত্তরি যন্তনা ।

কোষ্টকস্ত বধূরষতিষ্ঠান্নানবতী সতী ॥ ২৩৩৪

জীবনভূয়োপি লভ্যেত ত্বয়া স পতিবিত্যসৌ ।

বন্ধুনামবধীর্থোক্তিং প্রাবিশত্কুতূশনম্ ॥ ২৩৩৫

সপ্তর্ষিষোষিদান্নেপতর্ষকিল্বিষদুষিতঃ ।

তস্তা সতীলোকগায়াঃ পাদাভ্যাং পাবিতোনলঃ ॥ ২৩৩৬

চন্দ্র যেমন স্বধূম্রা নামক বিভক্ত রশ্মি বিশেষের সহযোগে সূর্য্য-
লোক সম্মিলিত হয়েন, তদ্রূপ কোষ্টক আদিভ্যামণ্ডলে বাইতে উজ্জত
হইলে শত্রু হস্তচ্যুত কুঠার তদীয় করসংলগ্ন হইয়া সহায়তা সম্পাদন
করিল । ২৩৩৩ (ক)

যে সময়ে কোষ্টক কারাক্ষিপ্ত হয়েন, তখন মানবতী তদীয় সতী
পত্নী বাহ্য করিয়াছিলেন ; তাহা আমরা আর কখনও দেখি বা
জনি নাই । ২৩৩৪

‘তুমি জীবিত পতিকে পুনর্বার পাইবে’ তিনি এইরূপ বন্ধুজন বাক্যে
অনাস্থা প্রদর্শনপূর্ব্বক হতাশনে আত্মার্পণ করিয়াছিলেন । ২৩৩৫

পতিব্রতা পুরীগামিনী সেই মহিলামণি রমণীর পদস্পর্শে
বহুব সপ্তর্ষি পত্নীগণের সংসর্গ প্রার্থনা জনিত কলুষ কালিত
হইয়াছিল । ২৩৩৬

(ক) সময়ে পলায়ন পরাক্রম করিলে সূর্য্যমণ্ডলে বাস হয় ।

‘প্রাবিশৌ পুরুষৌ লোকে সূর্য্যমণ্ডলে ভোদিনৌ ।

পরিভ্রাজ্ যোগেশ্বরস্ত রূপেচাতি স্বপ্নোহতঃ ॥’

বসন্তস্থ স্ত্রীতা ধনোদ্যোতাতুঃ পুপোষ সা ।
 শুচিবংশাভিমানেন ন ডামরবধূত্রতম্ব ॥ ২৩৬৭
 লবন্তললনাং কুযু কৈধব্যোপি ধনেচ্ছয়া ।
 গ্রামবার্ষিকটুহাদীন্নিত্বাতোগভাগিনঃ ॥ ২৩৬৮
 মতিব্যামোহনিবৃঢ়বৈক্লব্যাভিমানিনঃ ।
 তদ্বাহুগাভ্যাং চ কৃতঃ কোষ্টকস্তোচ্চকৈঃ শিরঃ ॥ ২৩৬৯
 রুদ্ররূপোপি ক্রিমিসাদৃতঃ কৈরপি কিল্বিষৈঃ ।
 নিশ্রাণো গণরাত্রেণ কারায়াং কোষ্টকোভবৎ ॥ ২৩৭০
 অথ চিত্রবথঃ শোবরুণঃ কলুষিতং নৃপম্ ।
 সূতা মল্লার্জুনেনাভূতদ্যাদত্যস্তহৃদিতঃ ॥ ২৩৭১

তিনি ক্ষত্রিয়বংশসম্বৃত ধনু এবং উদরের ভ্রাতা বসন্তের কন্যা ছিলেন, এজন্য পৈতৃক আভিজাত্য অভিমানে ডামরবধুদিগের পদ্ধতিতে পদক্ষেপ করেন নাই । ২৩৬৭

লবন্ত ললনাগণ বিধবা হইলেও ধনলালসায় গ্রামাধ্যক্ষ ও কুটুম্ব প্রভৃতির উপভোগ্য হইয়া থাকে । ২৩৬৮

যদিও বুদ্ধিভ্রমে অভিমানী কোষ্টকের অধঃপাত ঘটিয়াছিল, কিন্তু তদীয় পত্নী ও জুহুচরদম্ব (মল্লক ও জনকচন্দ্র) তদীয় মন্তককে গৌরবোন্মিত করিয়াছিল । ২৩৬৯

কৃত কমিয়া গেলেও অত্যাচার দোষে তাহা ক্রিয় পূর্ণ হইল, এবং কয়েক দিন পরে কারাগারে কোষ্টক পঞ্চম প্রাপ্ত হইলেন । ২৩৭০

অনন্তর চিত্রবথ ক্ষয়বোগে শীর্ণশরীর হইয়া পড়িয়াছিল, যখন মল্লার্জুনের বাক্যক্রমে তাহার উপর রাজার বিকৃত বুদ্ধির কথা শুনিল, তখন সে ভয়ে ব্যাকুল হইল । ২৩৭১

পত্নী তৈজকভার্যস্ত প্রিয়া সূৰ্যমতী সতী ।
 পরলোকান্তিঃ পূৰ্ণং বিভবপ্রতিভূতং ॥ ২৩৪৩
 দেহে যাপ্যহতাপ্যায়ৈ গেহে গতপবিগ্নাহে ।
 পতৌ বৈমত্যকলুষে নেবদপ্যেয পিপ্রিয়ে ॥ ২৩৪৩
 তীর্থস্থিতস্ত ন স্ত্রায়ে সাগসোপ্যপ্রিয়ং নৃপাং ।
 ইতি সচিন্ত্য স প্রায়ান্নিবান্নতুং সুরেশ্বরীম্ ॥ ২৩৪৪
 অথ নানার্থভূমিষ্ঠাং ধনাধীশাধিকশ্রিয়ঃ ।
 স্থানান্ততন্ততন্তস্ত পার্থিবে পাহরচ্ছ্রয়ম্ । ২৩৪৫
 কনকাস্তকসংনাভযাজিরজ্জায়ধাদিভিঃ ।
 বা স্বা প্রকাশিতা লক্ষ্যোঃ স্পর্শ্যেবাধিকাদিঃ ॥ ২৩৪৬

তাহার সমকক্ষা একমাত্র সূর্যমাতী নামী সতী পত্নী ছিল ; সে
 পূৰ্ণেই পরলোক প্রবাসিনী হইয়াছিল । ২৩৪৩

তাহার দেহ অসাধ্য ব্যাধিতে ভগ্ন ; তাহাতে গৃহ ভায়াবিরহিত,
 আবার ত'হ'র উপর প্রভু প্রতিকূল ; একুপ অবস্থায় চিত্রবৎসর
 বিন্দুমাত্র শিনোদনের কারণ ছিল না । ২৩৪৩

অপরাধী হইলেও তীর্থে থাকিলে রাজাহইতে কোন অহিত
 হইবে না, ইহা ভাবিয়া সে মরণক্ষুদ্রে সুরেশ্বরী কেজ্রে প্রস্থান
 করিল । ২৩৪৪

তাহার পর রাজা কুসেবাধিক বিভবভোগী সেই চিত্রবৎসর
 স্থানস্থিত বহল সম্পত্তি হরণ করিয়া লইলেন । ২৩৪৫

সূবর্ণ, বস্ত্র, সজ্জা, অশ্ব, রত্ন এবং অস্ত্রশস্ত্র আভূতি যেন পরস্পর
 স্পর্শা পরস্পর হইয়া স্বয়ং শোভা বিস্তার করিতে লাগিল । ২৩৪৬

লোহর-বিরোধীরাশোষিতো রাজপাদপঃ ।

তল্লাসীশৈলতটিনীসেকেনাপ্যায়িতোভবৎ ॥ ২৩৪৭

বিপ্লবে চিরনষ্টেপি শ্রীকল্যাণপুরং ন যঃ ।

বনবাসোচিতভ্রাসঃ সাধঃ সৌ*...মিষাত্যজৎ ॥ ২৩৪৮

শ্বেতচ্ছত্রাংশুপ্তেব চিত্তাপাণ্ডুববর্তত ।

বন্দীকৃত্য নরেন্দ্রশ্রীনির্নিদ্রা যন্ত মন্দিরে ॥ ২৩৪৯

রাজ্ঞা প্রযুক্তং বিজ্ঞায় বিজয়ঃ স ভবোদ্ভবঃ ।

তীক্ষ্মমানস্শনানমানমবধীন্তেন চাবধি ॥ ২৩৫০ তিলকম্

লোহর-বিরোধীরাশোষিত রাজ-সৌভাগ্যাতরু-শোষিত হইয়াছিল ; এমন চিত্ররথের সম্পত্তিরূপে শৈল-শ্রোতস্থতীর সলিলসেকে পুনরুজ্জীবিত হইয়াছিল । ২৩৪৭

যে রূপ সাধ (হরিশ্চন্দ্র রাজা) সৌভনগর আশ্রয়বশতঃ ত্যাগ করেন নাই, তদ্রূপ বহুকাল বিপ্লব নিবৃত্ত হইলেও তিনি বনবাসিস্থলভ ভয়বশতঃ সমুদ্রিশোভিত কল্যাণপুর পরিত্যাগ করেন নাই । ২৩৪৮

ভবের পুত্র যে বিজয়ের তবনে রাজলক্ষ্মী বন্দীর জ্বায় নিরস্তর নিদ্রারহিত এবং উৎকর্ষাবশতঃ ধূসরিত থাকায় যেন রাজকীয় শুভ্র আতপত্নের আভার আশ্রয় বলিয়া বোধ হইয়াছিল, সেই বিজয় যখন রাজ প্রেরিত উগ্রকর্মা আনন্দ নামক লোককে ধাতক বলিয়া বোধ করিল, তখন সে তাহাকে বধ করিয়া স্বয়ং উৎকর্ষক-নিধন প্রাপ্ত হইল । ২৩৪৯—২৩৫০ (ক)

* সাধ সৌভমিত ইতিভাঃ ।

(ক) বিজয় বধের বিশেষ কারণ গ্রন্থে কিছু নির্দিষ্ট হয় নাই । তবে বিজয়ের বিপুল বিভব রাজকোষভূক্ত করিবার জন্য এই বধ ব্যাপার ঘটয়াছিল, ইহা কতিপয় বিজ্ঞের অনুমিত ।

ইধং স পশ্চথে তাদৃকপ্রজাপালনশালিনঃ ।

সর্কোংসাহময়োনেহা জয়সিংহমহীভূজঃ ॥ ২৩৫১

তীর্থস্থিতে চিত্ররথে পাদাগ্রগ্রহণৈবিশিণৌ ।

শৃঙ্গারজনকাবাস্তাং তদভূতো ব্যক্তচাক্ষিকৌ ॥ ২৩৫২

প্রচুরোক্তোচদানেন স্বীকৃত্য নৃপতিং যযৌ ।

শৃঙ্গারো ভগ্নজনকঃ স্বামিস্ত্রীভোগভাগিতাম ॥ ২৩৫৩

চিত্রপ্রচলিতং হারমুদয়ে নিদখে পুনঃ ।

মেঘকালঃ সরিৎপূরচ প্রতীর ইব পার্শ্বিবঃ ॥ ২৩৫৪

অবশ্যভোগ্যকুকর্ণদন্তমর্ষব্যথশ্চিরম্ ।

কথাশেষোভবচিত্ররথো মাসৈসবথাষ্টতিঃ ॥ ২৩৫৫

এইরূপ সম্পত্তিলাভ ও শত্রুসংহার দ্বারা প্রজাপালনপরায়ণ রাজা জয় সিংহের সময় সর্কোংসাহে অতিবাহিত হইয়াছিল । ২৩৫১

চিত্ররথ তীর্থে অবস্থান করিলে তদীয় শৃঙ্গার ও জনক নামক ভৃত্যরয় পাদাস্র (ক) গ্রহণের জগ্ন বিশেষ যত্নবদ্ধ করিতে লাগিল । ২৩৫২

শৃঙ্গার প্রভূত উৎকোচ অর্পণে বশীভূত করিয়া জনককে পরাভূত করত প্রভু-সম্পত্তি ভোগ করিতে বসিল । ২৩৫৩

বর্ষাকাল যেমন নদীপ্রবাহকে তীর ভূমিতে পুনরুত্থাপিত করে ; তদ্রূপ রাজা উভয়ের হস্তে বহু দিনান্তে আবার দারভার জুত করিলেন । ২৩৫৪

আট মাস অনবরত অবশ্যভোগ্য কুকর্ণের পরিণাম মর্ষবেদনা ভোগ করিয়া চিত্ররথ পঞ্চমপ্রাপ্ত হইলেন । ২৩৫৫

(ক) । পাদাস্র নামক হালের কাঁধাভার গ্রহণ ।

হাশ্যবোধোপাযিক্তো বিকৃতো নপাত্তো

হর্গন্ধিরপ্যতিজড়োপি গৃহীতবাক্যঃ ।

পূর্বাহ্নভাবজঘ্নিনো ভবতি প্রভাবা-

দ্বস্ত্র স্তমস্তমতিসংস্তবম প্রতর্ক্যাম্ ॥ ২৩৫৬

নিদ্যৈবাস্তু তনাত্তৈর্যশ্চেষ্টিতৈঃ প্রাগভীষ্টতাম্ ।

বাল্যে হ্রল্লিতশ্রাগাঙ্কুভুশ্চিত্রাচতসঃ ॥ ২৩৫৭

বিসৃজ্যমানঃ সঃ প্রাপ্তসাম্রাজ্যেন দিবানিশম্ ।

ক্রমাস্বীকৃত্য তাঙ্গুং তেন চিত্ররথাস্তিকম্ ॥ ২৩৫৮

হুতোঃ কৃত্যাস্তরজ্ঞতঃ প্রাপ্তবানাপ্ততাং গতঃ ।

তদন্তে ঘটয়নুজ্ঞস্তুভূতানুকোশদর্শকান্ ॥ ২৩৫৯

বাহার প্রভাবে প্রকৃতিস্থ পুরুষ হাশ্যাস্পদ এবং বিকৃতাক্ষ ও হর্গন্ধ দূষিত ব্যক্তি আদরণীয় হয় এবং অতি অজ্ঞ ও বিজ্ঞ হইয়া পড়ে ; আমরা সেই স্তবাতীত তর্কগম্য এবং পূর্বসিদ্ধান্তচ্ছেদী মহাপুরুষের স্তুতিবাদ করি । ২৩৫৬

রাজা যখন বাল্যকালে হ্রল্লিত (আবদারে) ও উচ্ছৃঙ্খল ছিলেন, তখন যে ঔদরিকতা প্রভৃতি (ক) প্রদর্শন করিয়া তাঁহার শ্রিয়পাত হইয়াছিল, তাহার পর রাজা রাজপ্রতিষ্ঠিত হইলে যে দিব্যাত্রা কষ্টকর দৌত্য করিতে চিত্ররথের নিকটে প্রেরিত হইত, যে দৌত্যদ্বারা সমস্ত কার্যের অভ্যন্তরজ্ঞ ও রাজবিষয় হইয়াছিল এবং চিত্ররথের জীবনান্তে তদীয় ধনাগার দর্শক ভৃত্যবর্গকে রাজ্যের

(ক) মূলে 'আনুতনাত্তেঃ' এই পাঠ আছে । Dr. Stien by grammar-bling বলিয়া উহার অনুবাদ করিয়াছেন । বস্তুতঃ আনুতনতা শব্দ দেখা যায় না ও সিদ্ধ হয় না ; এক্ষণে 'আনুতনতা' শব্দ ধরিয়া লইয়া ঔদরিক অর্থে অনুবাদ করা হইল ।

তদা সর্বোন্নতান্বেষমস্মিন্ভুক্তে নৃপাঙ্গদে ।

সজ্জকতাস্থজঃ প্রাপ শৃঙ্গারো মুখ্যমস্মিতাম্ ॥ ২৩৬০

চক্লকম্ ॥

তন্তু বৈধেয়তাভ্যন্তকুট্টেষ্টেরপি দুষ্কৃতাম্ ।

নাতঃ পাত্ৰাৰ্পণাত্তুচ্ছত্যাগিহেনাপি সংপদঃ । ২৩৬১

যোশিংকশিপুভোগ্যেন ধনুঃমন্ত্ৰোপি সোভবৎ ।

ধাত্তদানবদন্তুঃ গুরুণামাজগাম যৎ ॥ ২৩৬২

পীঠং কৃতবর্তো রূপাং সংযোজ্য বজ্রতৈর্নিজৈঃ ।

বিজ্ঞমানং সুরেশ্বরীং সাযুজ্যং তন্তু যুজ্যতে ॥ ২৩৬৩

সংযোজিত করিয়া দিয়াছিল, সেই সজ্জক তনয় শৃঙ্গার রাজার মুখ্য-
মন্ত্রিপদে প্রতিষ্ঠিত হইল, কারণ তৎকালে রাজধানীতে মন্ত্রিগণসম্পন্ন
কোন যোগ্য জন ছিল না । ২৩৫৭—২৩৬০

শৃঙ্গার মূৰ্ত্তানিবন্ধন দৃষ্টিকপণ ছিলেন বটে, কিন্তু অকার্য্যে
তদীয় অর্থের অপব্যয় হইত না, এবং তাহা কিছু দান, সংপায়েই
হইত । ২৩৬১ (ক)

তিনি স্বীয় পত্নীর অরাচ্ছাদনের উপযোগী অর্থে আপনাকে চরিত্র-
ভার্থ বোধ করিয়া গুরুগণকে অকাতরে ধাত্তদান করিতেন । ২৩৬২

তিনি নিজ অর্থে সুরেশ্বরীকে যে যৌপ্যময় পীঠ (লিঙ্গ) প্রতিষ্ঠা
করিয়াছিলেন, তাহা অতাপি বর্তমান বহিরাছে, তাহাতে তাহার
সায়ুজ্য মুক্তিলাভ সঙ্গত । ২৩৬৩

(ক) মূলে 'নাতঃ' স্থলে 'নাশঃ' পাঠ করিয়া অনুবাদ করা হইল ।
নচেৎ অর্থসঙ্গতি হয়ত ।

উর্বারৈরপি নার্কীগুভিযোহুগন্তমশক্যত ।

আবাঢ়্যামাঢ়্যাসংভারো নিবিড়দ্রবিশব্যয়ঃ ॥ ২৩৬৪

নন্দিকেষ্ট্রে স তজাদৈ্যঃ প্রগীতচম্পকাদিভিঃ ।

তেন কালাহুসারেণ পোষিতঃ পঞ্চবাঃ সমাঃ ॥ ২৩৬৫

নরীকতায়ং নিঃসারো জ্ঞাতো যঃ সোহধিকারভাক্ ।

অচিন্ত্যকৃত্যকার্যাসীং স্বামিনেহপ্রভাবতঃ ॥ ২৩৬৬

কেলীসজ্জৈমু বতিকরৈঃ কণ্ঠভূবানশায়াঃ

যতাজ্জায়ি ত্রটনমসকুৎস্নাধরেষাসকটৌ ।

সোহপ্যাদিষ্টজিপুররিপুণা প্রাপ ভঙ্গং ন ভোগা

শক্ত্যাধায়ী কচন ন পরো ভর্তৃবাজাপ্রভাবাৎ ॥ ২৩৬৭

পূর্বতন চম্পক (কলুহণের পিতা) প্রভৃতি নন্দিকেষ্ট্রে আবাঢ়ী পূর্ণিয়ার অজস্র অর্থব্যয়ে মহাসমৃদ্ধিময় যেক্রপ উৎসব আচরণ করিয়াছিলেন ; অধুনা ভূপতিবৃন্দ সেক্রপ করিতে পারেন নাই ; কিন্তু শূঙ্গার পাঁচ ছয় বৎসর উক্ত উৎসব যথাকালে সম্পাদন করিয়াছিলেন । ২৩৬৪—২৩৬৫

তিনি নৃপতির নন্দস্যাচিব্যে (বয়স্কাভাবে, ইদারকিতে) অকৃতকার্য হইলেন অন্যান্য রাজকীয় ব্যাপারের ভার পাইলে যে অনাধারল দকতা দেখাইয়াছিলেন, তাহা প্রভুভক্তির বলে হইয়াছিল । ২৩৬৬

যে বাসুকিকে কণ্ঠভূষণ করিয়া নীলকণ্ঠ ক্রীড়াসহচরী কাত্যায়নীর কর নৃপরাধাতে ছেদন শকা করিতেন, সেই সর্প ত্রিপুর বিজয়কালে মন্দর ধনুর আকর্ষণে আদিষ্ট হইলে ছিন্ন হয় নাই ; বাসীর আজ্ঞা প্রভাবে কে কোথায় শক্তিসম্পন্ন না হয় ? । ২৩৬৭

তঞ্চ বিলুপ্তধাত্তো চ সমাশ্রিত্যতরেতরম্ ।
 কার্যং জনকশৃঙ্গারাবুৎকোচেনাপজহুঃ ॥ ২৩৬৮
 কদাচিজনকঃ বদ্ধা সার্কঃ ভূষণমৌক্তিকৈঃ ।
 সপুত্রদায়ং শৃঙ্গারং বাস্পবিন্দুনমোচয়ৎ ॥ ২৩৬৯
 স তঞ্চ জাতু নিবিন্ত মানহীনমকারয়ৎ ।
 ক্রমরক্ষ্যপিতৌৎকোচবনান্নাশিতমৈথুনঃ ॥ ২৩৭০
 অজুষ্ঠনখনির্ব্বনর্জিতানামিকোশ্বিকঃ ।
 বদন্ত বামোত্তরোষ্ঠাগ্রোক্ষনৈঃ কুরুতেষণঃ ॥ ২৩৭১
 ভক্তদোষেজ্জিতবলীনির্ম্মত্ততললাটভূঃ ।
 পুনরেকত্তমোল্লককাযো লোবমহাসয়ৎ ॥ ২৩৭২ তিলকম্ ॥

জনক ও শৃঙ্গার প্রত্যেকে (রাজাকে) বিলুপ্ত এবং ধাত্তকে
 অবলম্বন করিয়া উৎকোচ দ্বারা পরস্পরের কার্য ক্ষতি করিতে
 লাগিল । ২৩৬৮

কখন শৃঙ্গার জনককে, পুত্রকলত্র সহকারে কারাক্ষিপ্ত করিয়া
 মুক্তাকল-ভূলা-তুল নয়নীরে ভাসাইতে লাগিল , পুনর্বার জনক
 শৃঙ্গারকে হতমান করিয়া উৎকোচ বনীকৃত কঠোর কারাধ্যক্ষ দ্বারা
 ছত্রিয়া (অশ্লীল ব্যাপার) সাধনের প্রয়াস পাইতেছিল । ২৩৬৯৭০

পুনর্বার উন্নয়ো কেহ কার্যোদ্ধার হইলে অজুষ্ঠের নখদ্বার
 অশ্রমিকার সংঘর্ষণ করিয়া বদন বিকৃতি ও নেত্র নিম্নলীন পূর্ব্বক কথা
 বলিয়া এবং ভ্রুভঙ্গী বিক্ষেপে ললাট রেখার আকৃকন ও সম্প্রসারণ
 করত জনগণকে হাসাইল । ২৩৭১

আবার অজুজনকে কৃতকার্য হইলে মুদ্রিতনেত্রে অব্যক্ত ক্লক
 দাক্ষ্য প্রয়োগ ও করতালী প্রদান করিতে দেখা যায় । ২৩৭২

অব্যক্তাকরবাগরৌক্ষ্যমীলিতাকো রটন্ বহ ।

হসন্ স করতালসঞ্চ সংপত্তকো ব্যতাব্যত ॥ ২৩৭৩

শোল্লেকপ্রতিভোয়ীততত্ত্ববাং হান্তবস্তনি । (ক)

কথাশরীরং পর্যাপ্তং ন দৃশাং কিমচেতসাম ॥ ২৩৭৪

সর্বস্মিন বস্তভো বাচি কালে বিগতযোগ্যতে ।

জানে ত্বণনৃণাং তুলো শৃঙ্গারোহর্হভাগর্হ্যভাম্ ॥ ২৩৭৫ (খ)

যঃ সর্বকথনিকম্পশেষমুখীকঃ ক্ষমাপত্তিঃ •

ধূর্য্যতাং ধর্ম্মচর্যাভিগতঃ স্কৃতশালিনাম্ ॥ ২৩৭৬

লকবোধিরিবাবেষ্যচক্রে ব্যাপহ্যপক্রিয়াম্ ।

দাবপ্রদত্ত দক্ষাকোলাঘমিব চন্দনঃ ॥ ২৩৭৭

ঐদৃশ অজবর্গের কথা মনস্বী মনুষ্যের প্রতিভাপথে পতিত হইলে
তাহা প্রচুর পরিমাণে হান্তরসের আশ্রয় হয় না কি ? ২৩৭৩

আমার বোধ হয় যে, এই বিষয় সময়ে তুচ্ছ ত্বণ ও নরের তার-
তম্য-বিচার-বিবর্জিত হওয়ায় শৃঙ্গার হেয় হয় নাট । ২৩৭৪

যে রাঙ্গা সর্কাপেক্ষা স্থিতিবুদ্ধি, ধর্ম্মচরণে স্কৃতশালীদিগের অগ্রাণী
এবং বুদ্ধের জ্ঞান মহাজ্ঞানসম্পন্ন ছিলেন, যিনি অরিকৃত অপকার প্রাপ্ত
হইয়াও অগ্নিনাতার পক্ষে চন্দ্রাতরুর জ্ঞান বিশেষপাতে তাহার হৃৎক্লব
করিতেন। যিনি গুরু, পণ্ডিত, ব্রাহ্মণ এবং নিরাশ্রয় প্রভৃতিকে সন্তোষ
প্রাপ্ত পোষ্যবর্গ পোষণের জন্য ধনদান করিতেন। যিনি নিপুণ বুদ্ধ
প্রণোদিত হইয়া বিজয়েশ (শিব) প্রভৃতি দেবতাপ্রণয় মন্দিরমালায়
চূর্ণলেপন (চূর্ণকাম) করিয়া কৈলাসের তুল্য করিয়া তুলিয়াছিলেন।

(ক) 'ভাবানন্' ইতিভাৱ ।

(খ) 'বস্তভোহর্হ্যভাচি' ইতিভাৱ ।

শুক্লব্রহ্মজ্ঞানপ্রভৃতিচিন্তাপি যঃ ।

প্রতিপত্তা সংবিভেজে সংবিতাজ্য কুটুমকম্ ॥ ২৩৭৮

প্রাসাদান্ বিজয়েশাদিদেবব্রাতস্ত শুক্লধীঃ ।

সুখাদানেন নিভে চ ধন্তঃ কৈলাসতুঙ্গ্যত্ৰাম্ ॥ ২৩৭৯

মঠদেবগৃহায়ামহ্রনকুল্যানিঘোজনে ।

১. জীর্ণে ক্রুতিব্যসনিনস্তত্র চিন্তা নিরন্তরা ॥ ২৩৮০

সকৃদশিতবিদেবকার্যাসব্রহ্মচারিণা ।

স ক্রৌঞ্চাধাম পর্য্যাপ্তমৌদগপ্যচ্যতে জটৈঃ ॥ ২৩৮১

বিধাপ্যায়নসপ্তসিদ্ধপূরণব্রহ্মাদিসংপ্রীণন-

প্রায়ঃ কৃত্যমুদাত্তনেকসমধোগান্তেন তুষ্কর্যণা ।

স্বঃসিদ্ধোল্লুপ্তাং গতং সুব্রহ্মজ্ঞশ্রেণীচিত্তাস্পশনা

...তা যেন জনাঃ শ্রশানমিব সা যোগ্যা কলাহুগাং স্থিতৌ । ২৩৮২

মঠ, দেবালয়, উপবন, হ্রদ ও প্রণালী প্রভৃতির সংস্থার কার্যে
জীর্ণোদ্ধার পক্ষপাতী বাগান চিত্ত সতত চিন্তাশীল । ২৩৭৫—২৩৮০

ঈদৃশ গুণাঃ কৃত সেই জয়সিংহ ভূপতিকে ব্রহ্মচারীর প্রতি একবার
মাত্র অভ্যাস করিতে দেখিয়া মুখগণ নির্ভরতার অবতার বলিয়া
নির্দেশ করিত । ২৩৮১

গঙ্গা জগতের ভূপতিসাধন, সপ্তসিদ্ধ পূরণ ও ব্রহ্মাদি সুব্রহ্মণ্যের
শ্রদ্ধা প্রদান করিলেও একবারের কুকার্যে তাঁহার সমস্ত সুকার্যের
মৌরবহানি করিয়াছে ; সগর-সন্তানগণের চিত্তাস্পর্শ করার লোকে
কোনো কালে শ্রশানের ভায় অস্তিত্বের বলিয়া বুঝিয়াছে । ২৩৮২

তদন্তরং শিববধো দ্বিজঃ প্রচুরচাক্রিকঃ ।

কাহ্নপাশঃ পাশেন গলং বদ্ধা ব্যাশস্তত ॥ ২৬৩

ইথাং পৃথ্বীপতিঃ কৃষা তন্তংকটকপাটনম্ ।

অপেতবিরং সৌজন্তবিরো ব্যধিত মণ্ডলম্ ॥ ২৬৪

বিপক্ষাবরণাপায়ে প্রায়েণ পৃথিবীভূজঃ ।

তৈক্ষ্যমাশাস্তি জীমূতমুক্তা রবিধরা ইব ॥ ২৬৫

পরিণামমনোজ্ঞং রাজরত্নং নৃপঃ ।

নাধ্বাধ্যাধিক্যমুৎপকো দ্রাক্ষাক্রম ইবাবধৌ ॥ ২৬৬

প্রাবর্তয়ত সাতত্যাং ক্রতুং বিততদক্ষিণান্ ।

বিবাহতীর্থযাত্রাদীনু মহিতাংশ্চ মহোৎসবান্ ॥ ২৬৭

সংবিভেজে স্বমভট্টৈঃ স ক্রিষ্টাধর্মচারণাম্ ।

তেজোভিঃ কুলশৈলানাংমোষবীরিব চন্দ্রমঃ ॥ ২৬৮

এই সময়ে শিববধ নামা একজন পরম চণ্ডী ব্রহ্মজ্ঞানচারী কোন কাহ্ন কৃত উষ্মকন দ্বারা নিহত হইয়াছিল । ২৬৩

সৌজন্তলিপ্সু রাজা এইরূপে কটক উন্মূলন করিয়া রাজ্য বির-
বিস্তৃত করিলেন । ২৬৪

প্রায় পৃথিবীপতিয়া অরিরূপ আবরণের উন্মোচন হইলে মেঘমুক্ত
নিবাকর-করের স্তায় প্রচণ্ডরূপ হইয়া পড়েন । কিন্তু এই নৃপতিমণির
পরিণাম দ্রাক্ষাক্রমের ফলের স্তায় অধিকতর গধূর ও মনোহর হইয়া-
ছিল । ২৬৫।২৬৬

তিনি পর্য্যাপ্ত দক্ষিণা সমন্বিত যজ্ঞ, বিবাহ ও তীর্থযাত্রাদি প্রশাস-
নীয় মহোৎসবের প্রবর্তনা করিয়াছিলেন । ২৬৭

চন্দ্র যেমন স্বায় জ্যোৎস্না দ্বারা কুলশৈল সমূহের জ্যোতির্লভাগশব্দকে

প্রতিজ্ঞাতঃ স্বজোবাহপ্রতিষ্ঠাদৌ পুরোকসাম্ ।

ভেনৌপদিকসামগ্রীদানমৰা ঘচেতসা ॥ ২৩৮৯

দাক্ষণ্যাকরাঃ কোশবৃকয়ে যে খণ্ডভুজাম্ ।

নবীচক্রে পুরং সৰ্বং স্বাধীনান্ স বিগায় তান্ ॥ ২৩৯০

মজ্জতো রাজকার্যেবু তদ্বিবিদ্বিহরার্জনে ।

বিস্মিতৈবীক্ষ্যতে তন্ত নিষ্ঠাকাষ্ঠা মূনেরিব ॥ ২৩৯১

প্রাহাদারভ্য সারাহুপৰ্য্যন্তকান্ত দৃশ্যতে ।

ন তৎকর্তাং গতা যত্র নাব্যক্ষজং বিচক্ষণাঃ ॥ ২৩৯২

অবিচাবাক্তমসে বিজ্ঞা ব্যক্তোক্তান্তরা ।

জয়ানীড়াদিমেষশ্রীসৌদামজা বিলোলয়া ॥ ২৩৯৩

পরিপোষণ করেন, তদ্রূপ তিনি ধনসম্ভার দ্বারা ধর্মচারীদের কন্দ
স্বসম্পন্ন করিতেন । ২৩৮৮

তিনি একাগ্রচিত্তে পৌবজনগণের বিবাহ ও প্রতিষ্ঠাদি কার্যে
উপযোগী দ্রব্যজাত দান কবিত্তে প্রতিজ্ঞাপরতন্ত্র হইতেন । ২৩৮৯

যাহা হইতে ধনাগম দ্বারা অল্প নরপতি-চিত্তের কোশ বৃদ্ধি প্রাপ্ত
হয়, তিনি সেই সমস্ত কার্যের আকর স্বধীন (শুদ্ধরহিত) করিয়া
দিয়া নগর সমূহকে নূতন করিয়া তুলিয়াছিলেন । ২৩৯০

তিনি রাজকার্যে নিতান্ত নিমগ্ন থাকিলেও তৎকালীনা যুনির জায়
তাহার একান্ত শিবপূজাপ্রসক্তি দেখিয়া বিস্মিত হইতেন । ২৩৯১

পূর্বাহ্ন হইতে সায়ং সময় পর্য্যন্ত তাহার একমুখ কোন কার্য হই
হইত না, যাহা বিচক্ষণবর্গের উপদেশ অপেক্ষা করিত । ২৩৯২

মুখ্যতঃ যৌবরুদ্ধি-মেঘনিভজয়ানীড়াদি হইতে বিজ্ঞান-
বিজ্ঞান-বিজ্ঞানের জ্ঞান অত্যাধিক অর্থ সাহায্য দ্বারা মধ্যে মধ্যে বিভ্রালোক

ভেন শ্রিয়ন্ত বিপ্রাণ্য স্থানঃ রত্নপ্রভামিব ।

শুগবৈচিত্র্যচিত্রস্ত প্রকাশো হননরঃ কৃতঃ ॥ ২৩২৪

স্বয়মো যেন.....বিন্তক্ষেত্রসংপদাম্ ।

গ্রামাণামাক্রমঃ কৰ্ম সাহসঃ স্বামিনঃ কৃতঃ ॥ ২৩২৫

বিদুষাং বিততোৎসেধসৌধান্তদ্বিহিতা গৃহাঃ ।

ব্যাখ্যাঃ সপ্তবিভিঃ মুন্যংকৰ্মিব মূৰ্দ্ধন ॥ ২৩২৬

প্রতিভাপ্রভবে প্রজ্ঞাপজ্ঞে চ পৃথি পাহুতা ।

সাধবাহা তমালদ্য নির্দোষা বিদুষাং হিতা ॥ ২৩২৭

আসীদ যথার্য্যরাজস্ত শয়ানস্তাপ্যভিশ্রিয়ঃ ।

কামঃ লিপ্যভিষেকান্তঃ সংকোভপ্রভবো ধ্বনিঃ ॥ ২৩২৮ (ক)

দেখা দিত বটে, কিন্তু জয়সিংহ রত্নপ্রভার ভায় স্থায়ী অর্ধালোক
বিস্তরণে প্রতিভার (বিজ্ঞার) অনুশীলনকে অবিনশ্বর করিয়া দিয়া নিজ
শুগমৌরবের বিচিত্র চিত্র স্থাপন করিয়াছিলেন । ২৩২৩।২৩২৪

তিনি কৃতবিদ্য ব্যক্তিদিগকে চক্রে সূর্য্যাদি গ্রহগণের স্থিতি পর্য্যন্ত
পুত্রপৌত্রাদি বংশানুক্রমে ভোগযোগ্য ক্ষেত্র সম্পন্ন গ্রাম সমূহের প্রদ
করিয়া দিয়াছিলেন । ২৩২৫

তিনি পণ্ডিতগণের বাসের জন্য এরূপ সৌধাবলী নির্মাণ করিয়া
দিয়াছিলেন, তাহা যেন সপ্তর্ষি মণ্ডলের শীর্ষস্পর্শী বলিদাঁড়
হইত । ২৩২৬

পণ্ডিতগণ তাঁহাকে সহায় অবলম্বন করিয়া প্রতিভা পথে অনায়াসে
অগ্রসর হইতেন । ২৩২৭

আর্য্যরাজের শয়ন সময়ে শিবলিঙ্গের সান্নিধ্যলিঙ্গের পতন শব্দ

নিজাশ্রয় তথা বেণুবীণাদিপরিহারিণঃ ।

দয়িতং ভক্ত নিবে ববিষজ্জলবিকল্পনম্ ॥ ২৩৯৯

কালে ঐলগিতাদিত্যাবস্তিৎসাদিতুভুজাম্ ।

সিদ্ধং ন বৎ প্রতিষ্ঠাদি নিষ্ঠাং তদধুনা গতম্ ॥ ২৪০০

মঠদেবগৃহেষেব স্বকালপ্রভবেষু যৎ ।

সর্কেষেব কৃত্তা তেন নির্বাণায়া ব্যবস্থিতিঃ ॥ ২৪০১

বত্বাদেব্যা দৃঢ়াকৃৎভূত্বলভতাদুবঃ ।

সর্বপ্রতিষ্ঠাপ্রতিষ্ঠং বিহারঃ প্রথমং গতঃ ॥ ২৪০২

রিপুগোহং গুণগ্রামবাকুবো ধর্মপকর্তো ।

বত্বং পূর্বপথিকঃ সমস্তামাত্যসম্বতেঃ ॥ ২৪০৩ (ক)

যেদ্রুপ অভ্যধিক প্ৰীতিপ্রদ ছিল ; জয়সিংহের বেণুবীণাদি বিরহিত
নিদ্রা প্রাপ্তিতে তদ্রুপ পণ্ডিতগণের বিষেব বিবর্জিত তর্কাতুর্ক অতি
প্রিয় হইত । ২৩৯৮। ২৩৯৯

লগিতাদিত্য ও অবস্তিৎসাদি ভূণতিবর্গের সময়ে যে দেবতা
প্রতিষ্ঠা প্রকৃতি সূচাক ভাবে সম্পাদিত হয় নাই ; এখন তাহা পূর্ণতা
প্রাপ্ত হইল । ২৪০০

তিনি নিজ সময়ে মঠ ও দেবতা গৃহাদি বিষয়ে যে যে স্থায়ী ব্যবস্থা
করিয়াছিলেন, তদ্ব্যপ্যে ভূত্বলভা বত্বাদেবীর বিহার সর্ব প্রতিষ্ঠা
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ । ২৪০১—২৪০২

রিপুগুণ গুণিগণের পদম সহায়, তিনি ধর্মকার্য্যে সমস্ত শক্তিবের
অঙ্গণর ছিলেন । ২৪০৩

উপোদনান্নং কবর্ণান্ ধর্মব্রহ্মাণ্ড শুদ্ধধীঃ ।

বিশুদ্ধভবনহোহপি শক্তস্ত্যক্তঃ ন যঃ কচিৎ ॥ ২৪০৪

কৃষ্ণাজিনোভয়মুখীদানমুদ্যোঃ স্নকর্মভিঃ ।

ধর্মকর্তাবিবাহৈষ্ট্য যন্তাশ্রুতদ্বয়যুগঃ ॥ ২৪০৫

সর্বোদ্যামাহিতাশ্রীনাং নিশ্চিন্তাহা মহাশ্রনা ।

সর্ববাগোপকরণৈর্ঘেন বিশ্রাণিতৈঃ ক্রিষাঃ ॥ ২৪০৬

ভোগান্ বৃত্তজিরে ভব্যান্ স্নানৈঃ স্নাত্তবিস্ময়ে ।

যন্ত বর্ণাশ্চতুঃষষ্টিঃ কুদৃষ্ট্যম্পৃষ্টচেতসঃ ॥ ২৪০৭

অগ্রহারণগোদগ্নৈর্বিভক্তৈঃ স্নেহৈঃ স্নেহৈঃ ।

পুয়ে পবিত্রতে ঘেন দ্বয়োঃ প্রবরসেনয়োঃ ॥ ২৪০৮

যখন সেই বিশুদ্ধ বুদ্ধি বিশ্রাম ভবনে এসিতেন, তখনও উপোদন, পাণ্ডিত ও ধার্মিকগণের সংসর্গ শূন্য থাকিতেন না । ২৪০৪

কৃষ্ণাজিন ও উভয়মুখী (অর্দ্ধপ্রস্থত) গো দান প্রভৃতি সংকর্ম এবং ধর্মবুদ্ধিতে পরকীয় কত্তা বিবাহ সম্পাদন দ্বারা দীর্ঘায় জীবিতকাল অভিষাহিত হইয়াছিল । ২৪০৫

সেই মহাত্মা অগ্নিহোত্রাদিগকে অবাধে যাগ সমাধানের জন্য বিবিধ উপকরণ অর্পণ করিতেন । ২৪০৬

যদ্যপি বুদ্ধিসম্পন্ন সেই মহাত্মনার বিশ্বয়াবহ স্নেহে চতুঃষষ্টিবর্ণ পর্য্যাপ্ত পরিমাণে ভোজন করিত । ২৪০৭

তিনি অগ্রহার, অসম্বন্ধ মঠ ও স্নেহ প্রভৃতি দ্বারা প্রবরসেন নৃপতিদ্বয়ের নগর সুশোভিত করিয়াছিলেন । ২৪০৮

আছে এবরভূভর্জুঃ পত্তনে প্রভবিয়াঃ ।

প্রাপ্তঃ প্রতিষ্ঠাপ্রার্থনং যৎকৃতো বিন্ধ্যশেখরঃ ॥ ২৪০৯

লোকান্তরগতাং কান্তাং কৃতিনোদ্ধিতাং সুসল্যাম্ ।

ভল্লেরকপ্রপাত্তানে বিহারন্তেন কারিতঃ ॥ ২৪১০

মার্জার্য্যান্তিৰ্য্যঙচিত্তেন্নেহবিস্মৃত্যপোহতঃ ।

মৃত্যুমমৃত্যাস্তরায়া যঃ খ্যাতিমাগতঃ ॥ ২৪১১

ততর্জুর্বাধ্যাকলুবো তস্তা দূরাগ্রগা পুরঃ ।

প্রদেশে মানুর্বায়াসীং প্রিয়া ক্রীড়াবিড়ালিকা ॥ ২৪১২

তীর্থপ্রস্থানদিবসাদারভ্যাভাবিরাবিণী ।

উৎসৃজন্ত্যাহতং ভোজ্যং সা স্তচা জীবিতং জহৌ ॥ ২৪১৩

প্রথম এবরসেন নরপতির নগরে উৎকৃত (বিন্ধ্য সংস্থাপিত)
বিন্ধ্যশেখর নামা শিবলিঙ্গ অপরাপর প্রতিষ্ঠাকে পশ্চাৎপদ
করিয়াছিল । ২৪০৯

তিনি নিজ পরলোক প্রবাসিনী পত্নী সুসল্যার উদ্দেশে ভল্লেরক
নামা ভিকুর পানীয় শালা সরিষানে যে বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন,
তাহা তাঁহার উক্ত পত্নীর অমৃত্যু মার্জারীর নামে তদীয় অনামান্ত স্নেহ
প্রদর্শন জন্য প্রসিদ্ধ হইয়াছে । ২৪১০।২৪১১

সুসল্যা নামীর যৌবনতঃ দূরদেশবাসিনী হইলে সেই
ক্রীড়াবিড়ালী মানুর্বায়া হইয়া সর্বদা তাঁহার সঙ্গিনী থাকিত । ২৪১২

তাঁহার তীর্থযাত্রার (মরণোদ্দেশে) দিন হইতে সে (বিড়ালী)
নিজের চৌৎকার করিয়া উপস্থিত আহাৰ্য্য উপেক্ষা করিয়া (অনাহারে)
প্রাণপাত করিয়াছিল । ২৪১৩

আবোধতি পরাং কাষ্ঠাং প্রতিষ্ঠাবিবিধাধুনা ।
 দিকা নৃপতিপত্নীষু মন্ত্রীষু তু স্তম্ভসলা ॥ ২৪১৪ (ক)
 শ্রীচক্ৰণবিহারক বা যাতং নামাষশেষতাম্ ।
 অশ্বপ্রাসাদবৈশ্বাদিককর্ণা নির্মমেতধুনা ॥ ২৪১৫
 অশ্বঘটপ্রবন্ধাকুচ্ছাত্রালাদিককর্ণাতিঃ ।
 তস্তাঃ সংপূর্ণতাং পুণ্যপ্রকারা নিখিলা গতাঃ ॥ ২৪১৬
 পূর্বরাজকুলাগণ্ডস্থঙিলব্যাপিনাখিলম্ ।
 তদ্বিহারেণ নগরং নীতং নেজাভিগ্রামতাম্ ॥ ২৪১৭
 প্রাপি প্রতিষ্ঠয়েবাস্ত যক্ষকপিভয়া তয়া ।
 বিপত্তিঃ শ্রীমুখেশ্বর্যাং প্রাজ্যসায়জাদুতিকা ॥ ২৪১৮

রাজাদিগের মধ্যে বেক্রপ দিকা, মাত্র পত্নীদিগের মধ্যে তক্রপ
 স্তম্ভসলা, তাঁহাদিগের কৃত বহুবিধ প্রতিষ্ঠা অল্প পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন
 করিতেছে । ২৪১৪

স্তম্ভসলা অল্প প্রস্তরময় প্রাসাদ ও গৃহাদি নির্মাণ দ্বারা নামাষশিষ্ট
 চক্ৰণ বিহারকে নতুন করিয়া দিলেন । ২৪১৫

তিনি ঘণ্টা ঘর, কূপ ও ছাত্রালয় প্রভৃতির নিৰ্মাণ করিয়া বিবিধ
 পুণ্যার্জন করিয়াছিলেন । ২৪১৬

• তাঁহার বিহার পূর্ব রাজগণের সমগ্রস্থঙিলভূমি-ব্যাপী হইয়া
 নগরকে নেজানন্দ করিয়া তুলিয়াছে । ২৪১৭

এই বিহার প্রতিষ্ঠার পরেই তিনি যক্ষারোগে শ্রীমুখেশ্বরী
 কেশবকেশবভূক্ত্য মুক্তির স্থান বলিয়াই যেন সেখানে কাল কবল আশ্রয়
 করিয়াছিলেন । ২৪১৮

মঠাধ্বারা धन्वेन वल्लभाभिधया कृताः ।

নাভীষ্টং লেভিরে নাম ধ্যাতি: পুঠৈ বিনা কুত: ॥ ২৪১

অগ্রহাৰমঠাংস্তব্ধদয়: কম্পনাপতি: ।

কৃষাপি আভিধায়েব তৎসংবন্ধং সদাশৃণোৎ ॥ ২৪২০

উদয়দ্বারপতিনা সহ ব্রহ্মপুরীপঠৈ: ।

কুতে অঠে মঠে শোভা লেভে পদ্মসরস্তুট: ॥ ২৪২১

শৃঙ্গারভঙ্গপতিনা শ্রীদ্বারেহপ্যাখ্যায়না ।

প্রতিষ্ঠাপি মঠোজ্জানদীর্ঘিকাভ্রনঘায়না ॥ ২৪২২ (ক)

ধন্তদ্বারা স্বপত্নীর প্রতিপত্তির জন্ত মঠ ও অগ্রহাৰাদি নির্মিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাহা ধন্তবাদাই হয় নাই, পুণ্য ব্যতীত ধন্তবান কোথা হইতে হইবে ? । ২৪১৯

কম্পনাপতি উদয় স্বপত্নীর নামে মঠ ও অগ্রহাৰাদি করিয়াছিলেন, কিন্তু সংসমুদায় সৰ্ব্বদা স্ব (উদয়) নামে ক্রত হইত । ২৪২০

দ্বারপতি বহুতর ব্রহ্মপুরী সম্বন্ধে একটা প্রধান মঠ নির্মাণ করিয়া পদ্মসরোবরের তীরভূমি স্তম্ভোত্তিত করিয়াছিলেন । ২৪২১

তাহার জ্যেষ্ঠভ্রাতা ভঙ্গপতি (আধিকরণিক, বিচারাদ্যক্ষ) শৃঙ্গার শ্রীদ্বারে মঠ, উজ্জান ও দীর্ঘিকা প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ২৪২২

বৃহদঙ্গ নামক ধনাগারাদ্যক্ষ অলঙ্কার নামা ব্যক্তি জ্ঞানশালা, মঠ, ব্রহ্মপুরী ও সেতু প্রভৃতি নির্মাণ করিয়া দেশের শোভা সমৃদ্ধির বিবৃদ্ধ সাধন করিয়াছিলেন । ২৪২২

মানকোষ্ঠমঠব্রহ্মপুরীসেহাদিকর্ণণা ।

সৌহৃদককারালকারো বৃহৎগজাধিপো ধরান্ ॥ ২৪২৩

বুধঃ সদৌবধীশান্তিহেতোর্জাতঃ কলাবতঃ ।

যঃ কবির্দানবদে চ খ্যা তস্ত্যাপেন যোহজ্জয়ঃ ॥ ২৪২৪

নৃসিংহসেবৌ নিহিংসহিরণ্যকশিপুচ্ছিন্নঃ ।

বরাহসময়ে দন্তগোষ্ঠ যোঃপূর্ববৈষ্ণবঃ ॥ ২৪২৫

ভট্টারকমঠাভার্ণে পূর্ণবাক্যবিব প্রহিঃ ।

মঠঃ শৃঙ্গারভট্টস্ত খ্যা ত্যানৌচিত্যমোহিতঃ ॥ ২৪২৬

তিনি ওষধি (লতা শস্তাদি) দ্বারা রোগ প্রতিকারক এবং কলা বিজ্ঞা (লীলাদি) বিশারদ ও ওষধি পোষক কলা নিধির (চন্দ্র) সদৃশজনক হইতে জন্ম গ্রহণ করত বৃদ্ধগ্রহেরতায় সদা বোধশীল (জানী) ছিলেন এবং তিনি স্বয়ং কবি (প্রতিভাশালী, রচয়িতা) দানবদে (দাতৃদে, দানশীলভায়) বিদ্বদ্ভূতকে পরিপোষণ ও সকলকে অতিক্রম করিয়া কবি (শুক্লগ্রহের) জায় ত্যাগশীলভায় দানবদে (দৈত্যভাব) হইতে বিমুক্তি লাভ করিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন । ২৪২৩।২৪২৪

তিনি অপূর্ব (আশ্চর্য্য) বৈষ্ণব নৃসিংহ (নরশ্রেষ্ঠ—রাজা) ভক্ত ও হিরণ্য (সুবর্ণ) ও কশিপু (অন্ন ও বস্ত্র) দান করিতেন এবং বরাহরূপী বিষ্ণুর উৎসব সময়ে গোদান (গাভী বিতরণ) করিতেন ; পশ্চাত্তরে তিনি অপূর্ব (আদ্যম) বৈষ্ণব নৃসিংহরূপে হিরণ্য কশিপু-নামক দৈত্যের নির্ধাতক এবং বরাহাবতাবে পৃথিবীর (গোব্রহ্মণার) উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন । ২৪২৫

শৃঙ্গারভট্ট ভট্টারক কৃত মঠের সম্মুখানে একটি মঠ নির্মাণ করিয়া

সাক্ষিবিগ্রহিকো দার্দ্র্যভিন্যাসোব্রজোহকরোৎ ।

অষ্টমূর্ত্তেজট্টনামা প্রতিষ্ঠাং পুণ্যকণ্ঠঃ ॥ ২৪২৭

পুষ্পাকরপ্রণয়ভূঃ স্তম্ভগা বিভূতি-

বেকস্ত হস্ত করবীরতরোক্ষ্মেষু ।

পুষ্পানি যন্ত সফলীকুরুতে স্বয়ং তৎ

প্রোক্তভবৎ কিমপি লিঙ্গমনস্কলজ্ঞোঃ ॥ ২৪২৮

বিভূত্যা সংবিত্তৈষু ভূভুজাধিলম্ভয় ।

উৎকর্ষকোটিং ভূট্টাখ্যঃ পরং জহ্লানুজোহর্ষতি ॥ ২৪২৯ (ক)

স্বয়ং প্রকটীভয় পূজাং স্বীকুরুতে স্বয়ম্ ।

জ্যেষ্ঠকন্তো বসিষ্ঠস্ত যন্ত বা বালকেশ্বরঃ ॥ ২৪৩০

হিলেন বটে, কিন্তু তাহা সগিল পূর্বসমুদয়গণবর্তী কুণের জায়
প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় নাই । ২৪২৬

দার্দ্র্যভিন্যাস (রাজপুত্র) রাজের ধর্মকন্ধ্যা সাক্ষি বিগ্রহিক (খ)
জট্টও একটি শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ২৪২৭

তরু রাত্রি মধ্যে বসবান বৃক্ষেণ বিভবতৈ কুশুম বিধাতা বসন্ত
কুশুম প্রীতিপাত্র ; কারণ স্বয়ং নামক শিবলিঙ্গ ইহার সাক্ষ্য সম্পাদন
করিয়া থাকেন । ২৪২৮

কুণতির বিভব বিতরণ দ্বারা সমস্ত সচিব সংকৃত হইলেও তদ্রূপে
জহ্লের অহুজ ভূট্টই প্রধান পদ পাইবার অধিকারী । ২৪২৯

জ্যেষ্ঠকন্ত নামা লিঙ্গ যেরূপ বসিষ্ঠাপ্রমে তদীয় (বসিষ্ঠকন্ত) পূজা
আগ্রহ সহকারে গ্রহণ করেন, তদ্রূপ বালকেশ্বরনামা স্বয়ং লিঙ্গ
স্বয়ং সমুদীন হইয়া সেই ভূট্টের অর্চনার আশ্রয়িত করেন । ২৪৩০

ক) 'উৎকর্ষ কোটিম্' ইতিভাষ্য ।

খ) সাক্ষি ও সমস্ত বিবরণের অধ্যক্ষ

সবিহারমঠোৎপাদ্যেভ্যঃ কলুষোচ্ছাঃ ৷

তেন তত্র কৃতং ভূটেশ্বরীয়াং পুটভেদনম্ ॥ ২৪৫১ (ক)

নগরেপি হরঃ প্রত্যষ্ঠাপি ভূটেশ্বরীতিথ্যঃ ।

সরশ্চ মড়বগ্রামে ধর্মবিভ্রমদর্পণং ॥ ২৪৫২

নৌকা প্রতিষ্ঠাং বৈকুণ্ঠমঠাদি অবিহারভূঃ ।

রত্নাদেব্যা দৃঢ়ং চক্রে স্বার্থগ্রথনসুস্থিবা ॥ ২৪৫৩

রত্নাপুরে বজ্রহারমহার্ষে নিরঘো মঠঃ ।

ধন্তে শ্রুতত্বংসস্ত্র স্মৃতিবীতংসবিলম্বম্ ॥ ২৪৫৪

মৃত্যুঞ্জয়ো রাজভেৎস্যাঃ সুধাধোতান্ ভজন্ গৃহান্ ।

জনজানিত্যতোচ্ছিত্ত্য শ্বেতদ্বীপং সজ্জনিব ॥ ২৪৫৫

সেই ভূট বিহার, মঠ ও বিশাল ভবন বিশোভিত ভূটপুর নামক পবিত্র নগর নির্মাণ করিয়াছিলেন । ২৪৫১

তিনি নগরে ভূটেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করেন, এবং মড়ব-গ্রামে ধর্মের দর্পণ সম্বিত একটি স্বচ্ছ সরোবর খনন করেন । ২৪৫২

‘ রাজী রত্নাদেবী স্বকীয় বিপুল অর্থ ব্যয়ে বৈকুণ্ঠ মঠ প্রতিষ্ঠা দ্বারা নিজ বিহার ভূমির দৃঢ়তা সংস্থাপন করিয়াছিলেন । ২৪৫৩

বিবিধ ভোষণ বিশোভিত রত্নাপুরের সেই বহুমূল্য নির্মল মঠ ঐহংসের প্রকাণ্ড পিঙ্গবস্ত্রে পরিচয় প্রদান করিতেছে । ২৪৫৪

ঐহার প্রতিষ্ঠিত মূর্তি মৃত্যুঞ্জয় সুধা (চূণ) সংমার্জিত মন্দির দ্বারার মধ্যে বিভাজমান হইয়া জনগণের যমযজ্ঞা নিবারণের জন্য যম শ্বেতদ্বীপের সৃষ্টি করিয়া বাসিয়া আছেন (খ) । ২৪৫৫

(ক) ‘কলুষোচ্ছিত্ত্য’ ইতিভ্যং ৭ ।

(খ) যেই রাজ্যের কণ্ড লিখ সৃষ্টি দ্বীপ মৃত্যুঞ্জয়ের বর প্রভাবে সবণ ভয় বিবর্জিত ।

গোকুলানাং বিধাতারো গোকুলে বিহিতে তয়া ।
 গণিতাঃ শূরবর্ষাভাঃ সত্বর্ণাভ্যবহারিণঃ ॥ ২৪৩৬
 গৰামব্যাহতৈশ্বরসঞ্চারচরকাঙ্কিতে ।
 তত্র বৈতন্ততোহ্যাতো যদপোচাময়ং বপুঃ ॥ ২৪৩৭
 মুকুন্দস্তত্র সান্ধৰ্য্যসৌন্দৰ্য্যোদার্য্যমন্দিরম্ ।
 অশ্বাবিবৰ্জনধরঃ সিকো নাবিশ্বকৰ্ম্মণঃ ॥ ২৪৩৮
 মঠা.....কুত্বা সা নন্নিক্ষেপ্তেহকরোং ক্রিতিম্ ।
 ...জয়বনাভেষু স্থানেষু চ মনোরমান্ ॥ ২৪৩৯
 দার্ক্যাসিসারেহপ্যুর্বাশসৌন্দৰ্য্যোদার্য্যমন্দিরম্ ।
 অনামাহ পুং চক্রে তয়া শক্রপুরোপগম ॥ ২৪৪০

তাঁহার (রত্না দেবীর) গোকুল (ক্ষেত্র সংলগ্ন গবাবহানবাটিকা
 নির্মিত হইলে তৎপূর্ববর্তী গোকুলাবলী নির্মাতা শূরবর্ষাদি হেয় হইয়
 পড়িল । ২৪৩৬

রাজার সেই গোকুল সংলগ্ন একপ ক্ষেত্র আছে যে, জাহা
 গোগণ অজ্ঞান আত্মা বিহারাদি করিতে পারে এবং তাহা বিত্ততা
 দ্বারি বিধোত হওয়ার গোপদীর ব্যাধি-বিমুক্ত থাকিত । ২৪৩৭

সেখানে বিস্তর গোবর্জনধর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়া বিশ্বাবহ সৌন্দর্য
 বর্ণনকরত রচনাচতুরাবিশ্বকর্মাৎকে অকর্ম্মণ্য করিয়া ফেলিয়াছেন । ২৪৩৮

রত্নরাজী নন্নি ক্ষেত্রে একটি মঠ স্থাপন করিয়া সেখানে বা
 করিয়াছিলেন এবং যখন প্রতীতি স্থানে রমণীয় বিহার নির্মাণ করিয়া
 দার্ক্যাসিসারে নিজ নামে রাজোচিত বদান্ধতা ও সৌন্দর্য্যের পরাকা
 ষাৎকণ অবদাৰ্ভী প্রথম একটি পুরী প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ২৪৩৯—৪

উদ্ভিষ্টোপবর্তনান্ মান্তমহন্তরমুখানপি ।

প্রতিষ্ঠা বিবিধাশ্চক্রে সা রাজ্যাপ্রিতবৎসলা ॥ ২৪৪১

এবং সর্বাকাম্যমুক্তালঙ্কৃতেরথ স ক্রিতেঃ ।

বিশেষকামং ভূভর্ভূবৃষা শ্রমকরোন্নতম্ ॥ ২৪৪২

অনুৎসিক্তেন ধো দত্তভূরিগ্রামো মহীভূজা ।

তজ্জৈবোরোপিতঃ খ্যাতিং মুখ্যঃ সিংহপুরাখ্যয়া ॥ ২৪৪৩

বাধাৎ কারপণেশশ্চ দৌহিত্রঃ সিদ্ধুজান্ বিজান্ ।

নিবিড়ান্ জাবিড়াশ্চাত্ত্র প্রাক্‌সিদ্ধচ্ছত্রমধ্যগান্ ॥ ২৪৪৪

কিং বা মঠাদিনির্মাণন্তত্যা তস্ত ব্যধত্ত যঃ ।

ভূমঃ সগ্রামিনগরং কুৎসং কশ্মীরমণ্ডলম্ ॥ ২৪৪৫

আশ্রিত বৎসলা রত্নাদেবৌ পরলোক প্রবাসী মাননীয় অনুজীব-
জনগণের উদ্দেশ্যে বহুবিধ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ২৪৪১

ভূপতি বরিষ্ঠ এইকপে ভূমির সর্বাক্রম অলঙ্কৃত করিয়া তাহার তিলক
রূপ একটি শ্রমান চিহ্নিত মঠ নির্মাণ করিয়াছিলেন । ২৪৪২

বিবীত ভূমিপতি যে সমস্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন ; তন্মধ্যে
শ্রেষ্ঠ গ্রামকে বিজয় সিংহপুর নামে অভিহিত করিতেন । ২৪৪৩

কাঞ্চপথ (ক) পতির দৌহিত্র সিদ্ধচ্ছত্রের পূর্বনিবাসী ব্রাহ্মণ-
বর্গকে সিদ্ধু ও জাবিড় দেশ হইতে আনয়ন করিয়া নিবিড়ভাবে এই
খানে সংস্থাপন করিয়াছিলেন । ২৪৪৪

যিনি কাম্বীরমণ্ডলকে গ্রাম ও নগর নিচয়ের পুনঃ প্রতিষ্ঠা দ্বারা
সুশোভিত করিয়াছিলেন ; তাহার পক্ষে মঠাদি নির্মাণের প্রশংসাবাদ
অকিঞ্চিৎকর । ২৪৪৫

(ক) রত্নশেখরকারাপথ বলিয়া সপ্তাবন্ধরে উল্লিখিত হইয়াছে ।

জীর্ণাবণ্যসম্বর্ধায় কালদোষাশ্রয়ো ভবন্ ।

দেশো ধনজনাবাসৈশ্চেন ভূমোহপি যোজিতঃ ॥ ২৪৪৬

অবিস্তাৎ প্রভৃতি স্থাপে দীক্ষিতেহভীষ্টনস্তিহ ।

শিল্পিপ্রায়েষপি প্রায়ো মঠদেবগৃহাঃ কৃত্যঃ ॥ ২৪৪৭

সংকোশাং শুকরজাদৌ নিরস্থয়েন ভূভুজা ।

সাধারণীকৃতে পৌরাত্নাং স্থাং চক্রুর্নহোৎসবান্ ॥ ২৪৪৮

অকাণ্ডতুহিনাপাতোদীপাঐত্তরপ্যাপদ্রবৈঃ ।

নষ্টেষু শালিষকীণং স্তম্ভিকং তত্র ন ক্ষণে ॥ ২৪৪৯ (ক)

অদ্রুতকাভবদ্বাচঃ শ্রুত্যা যমিণি রক্ষসাম্ ।

কেদ্বাহ্যং পাতভাতঞ্চ দষ্টং নষ্টাংচ ন প্রজাঃ ॥ ২৪৫০

যে দেশ কালের অত্যাচারাব্যাহতে জীর্ণাবণ্য প্রায় হইয়াছিল তাহা তাঁহার (ভয়সিংহের) প্রযত্নে পুনর্বার ধন, জন ও আবাসে পরিপূর্ণ হইল । ২৪৪৬

যে রাজা প্রথম হইতে জনগণের অর্জিত পূরণে ভৎপন্ন হওয়া শিল্পিসন্নিভ ব্যক্তিগণ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া বহুলভাগে মঠ ও দেবমন্দির নির্মাণ করিয়াছিল । ২৪৪৭

সেই অত্যাশুস্ত নরনাথ স্তায়লক বর্ধরাশি, বসন ও রত্নমাজি জনসাধারণের হিতব্রতে স্তম্ভ করায় পৌরবর্গ বিবিধ মহোৎসব সম্পাদন করিয়াছিল । ২৪৪৮

তৎকালে আকস্মিক ভূবারশিলা (বরফ) পাত ও জল জীবন প্রভৃতি উপদ্রবে ধাক্কা খসল হইলেও হস্তিক দেখা দেয় নাই । ২৪৪৯

ইহাই বিষয়ের বিষয় যে, বামিনীযোগে যাকসের শব্দ শুনা যাইত

(ক) শালিগু কীর্ণং স্তম্ভিকং ।

কোঠেশ্বরাজহুজ্জুডনামা বিহিতবিগ্রহঃ ।

আহতৈবগৃহ্মনৈশ্চ রাজা নিহতৈবকান্তিকম্ ॥ ২৪৫১

চক্রে বিক্রমরাজাদৌ ভূপাহুস্বাধ্য পার্শ্বিযঃ ।

প্রবোধঃ গুল্মগাদীনঃ রাজাঃ বলাপুত্রাদিবু ॥ ২৪৫২

প্রজ্ঞাঃ কান্তকুলাদিবজ্র্যেণ নৃপাধ্যক্ষা ।

স ব্যাধাভ্যভূতগৈবন্তবানভিমানিনঃ ॥ ২৪৫৩ (ক)

বিদ্যোতমানে নিশ্চেষ্টৈশ্চৈবন্ততৈববৈকনা ।

ভেজে জীবিতদারিদ্র্যঃ দরদ্রাজো যশোধরঃ ॥ ২৪৫৪

এবং ধূমকেতু প্রভৃতি উৎসর্গের উদয় দৃষ্ট হইত বটে ; কিন্তু প্রজা
পুঞ্জের আগপাত (হুনিয়িত জনিত) ঘটে নাই । ২৪৫০

ভূপতি ব্যক্ত সময়ে ও কূটকৌশলে বিদ্রোহী কোঠেশ্বরের অহুজ
হুজ্জকে কৃতান্ত নিকেতনে প্রেরণ করিয়াছিলেন । ২৪৫১

তিনি বিক্রমরাজ প্রভৃতিকে উন্মূলন করিয়া গুল্মগ প্রভৃতিকে
বলাপুত্র প্রভৃতি প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন । ২৪৫২

তিনি কান্তকুল প্রভৃতি দেশের প্রজা প্রভূগণের সহিত সখা
সংস্থাপন করিয়া তাঁহাদিগকে নিরুপদ্রবে বিভবভোগের বোগ্য ও
কৃতার্থ করিয়াছিলেন ২৪৫৩

এইরূপে তাঁহার অবাধ সংকল্প সিদ্ধি সহকারে গৌরব বর্জিত
হইতে লাগিলে, এমন সময়ে দরদ্রাজ যশোধরের আগমন ফুরাইয়া
গেল । ২৪৫৪

(ক) "প্রজ্ঞান" ইতি বুঝাতে

স ভূম্যানন্তরোপান্তরাজো রাজোহতিসেবরা ।
 বিপত্তৌ প্রকৃতিক্রান্ত-সন্তানশিষ্টত্যাগামগাং ॥ ২৪৫৫
 নিকৃতান্ত নিজামাত্যো বিড্ডনীহাতিথো যতঃ ।
 সংভূত্যা দয়িতাং রাজ্যমপ্রৌঢ়তনয়েহগ্রহীৎ ॥ ২৪৫৬
 বশীকৃত্য শনৈঃদর্শং নামমাত্রশিশুং নৃপম্ ।
 উচ্ছেদ্যুর্মৈচ্ছন্ যাবৎ তং স জিঘৃকুঃ স্বয়ং ক্রিতিম্ ॥ ২৪৫৭ (ক)
 অত্রোহিমাত্যঃ পুরস্কৃত্য যশোধরমুতং পরম্ ।
 তাবৎ তেন সমং ভ্যজে পর্য্যাকাথো বিপর্য্যয়ম্ ॥ ২৪৫৮ যুগ্মম্
 কশ্মীরান্ পৃষ্ঠতঃ কুপ্তা দৈবাজাং তত্র কুর্কতি ।
 ১০মস্ত্য সজ্জপালাদীন সর্বকাৰ্য্যভরক্ষমান ॥ ২৪৫৯

সে আসন্ন রাজ্যাধিপ হইয়াও আনুগত্যগুণে পৃথিবীপতির প্রিয়
 পাত্র হইয়াছিল, এইক্ষণ তাহার প্রাপ্নপাতে তদীয় বংশধরগণ
 দুঃখত্রিগণের কূটকোণে পতিত হওয়ায় তিনি উৎকণ্ঠাকুল
 হইলেন । ২৪৫৫

যশোধরের নিজ অমাত্র বিড্ডনীঃ নামক একজন তদীয় বিধবা
 শত্রীর অবৈধ প্রণয় পাত্র হইয়া তাহার অপ্রাপ্ত বয়স্ক তনয়কে উপলক্ষ্য
 করিয়া স্বয়ং স্বহস্তে রাজশক্তির পরিচালনা করিতে লাগিল । ২৪৫৬
 যখন সে ক্রমে ক্রমে দেশকে কল্পতলগত করিয়া রাজ্যলাভ লাগল
 সেই নাম মাত্রনৃপশিশুর উচ্ছেদ উদ্দেশে উদ্যোগী হইল, তখন পর্য্যাক
 নামক অমাত্র অমাত্য যশোধরের অপর পুত্রকে প্রতিপক্ষরূপে উপস্থাপিত
 করিয়া প্রতিকূলচরণ করিতে লাগিল । ২৪৫৭—২৪৫৮

যখন পর্য্যাক কাম্বীররাজকে পৃষ্ঠপোষক করিয়া সমরে প্রবৃত্ত

হেবাক প্রতিপত্তাভ্যুত্তিধমৌদ্ধানিক্কদীঃ ।

সৰ্বাধিকাৱাভ্যোপান্নতমানোভিমানিতাম্ ॥ ২৪৬০

পৰ্বা কাৰ্জ্যতঃ স্বেজ্জেরপ্রৌঢ়মহুজং নিজম্ ।

প্রহিধানোহুহুমত্তিঅং যহুজোহপ্যভজম্পঃ ॥ ২৪৬১ তিলকম্

অপূৰ্ণমণ্ডলারকাবাটোপাদ্ ধামশালিনঃ ।

ক সৰ্বকৰ্মনিষ্কম্পপ্রতিভাঃ কাৰ্য্যবেদিনঃ ॥ ২৪৬২

ক বালবালিশপ্রায়ে নষ্টব্যবহুতির্জনঃ *

ধিক্ পৰীপাকবিষমং স্বাচ্ছন্দ্যং মেদিনীভুজাম্ ॥ ২৪৬৩ বুগ্মম্

কাৰ্য্যাপেক্ষবিপক্কেত্তৈরিচ্ছদ্ব্যজিত্তাচ্ছিনাম্ ।

সৈন্তস্ফাৰ্গুকোশাদেন...শস্ত্রাস্তরজ্ঞতাম্ ॥ ২৪৬৪ (ক)

হইল, তখন রাজা (জয়সিংহ) নীতি নিপুণ হইয়াও ভ্রান্তি বুদ্ধি বশতঃ স্বেজ্জের (বোকার) দ্বারা সৰ্বকাৰ্য্যক্ষম সজ্জপাল প্রভৃতিকে উপেক্ষা করিয়া সৰ্বাধিকার প্রভৃতি প্রধান পদ প্রাপ্ত ও অভিমানী সজ্জের স্ত্রুত শূদ্রাবের মনুণা উনিতে লাগিলেন এবং সেও পৰ্ব্বাকের সহিত প্রণয়বশতঃ অপরিণতবয়স নিজ অহুজকে প্রেরণ করিয়াছিল । ২৪৬০—২৪৬১

বিশ্রাবহ রাজ্য বিজয় ব্যাপারের জন্ত কোথায় অবিলম্বিত প্রতিভা পূর্ণ দূরদর্শী কাৰ্য্যজ্ঞ বিজবৰ্গ এবং কোথায় বা কাৰ্য্যক্ষমসকাবী বালক একজ্ঞ রাজগণের পরিণাম বিবম যদৃচ্ছাচারকে ধিক্ । ২৪৬২—২৪৬৩

আসন্নরাজ্যবাসীরা পরমাত্মের সৈন্ত, দেশ, ভূগ ও কোশাধির অবধীভিত্ত না হইলেও কাৰ্য্যসিদ্ধি বঞ্চিত পরকীয় ভৃত্যদ্বারা তাহা-
সিগের (লজ্জা সমূহের) গৰ্ব্বধৰ্ম্ম করিতে অভিলাষী হইয়াছিল । ২৪৬৪

(ক) "শস্ত্রাস্তরজ্ঞতাম্" ইতি বৃত্তম্ ।

প্রক্রিয়ামাত্রতো মন্ত্রং গৃহীত্ব ক্ষিত্যনন্তরাঃ ।

কৃতসাহায্যৈকৈবেব চিত্ত্যা যিত্রমুখা দিবঃ ॥ ২৪৬৫

যুক্তারকুবিধৌ তত্র বৈরিসাহায্যকগ্রহে ।

ক বৈধেয়ান্ বকপ্রায়ান্ কার্য্যসংদর্ভবেদিনঃ ॥ ২৪৬৬

দরজাজক্রমোন্তোত্তোভেদকুগক্ষ্যচ্চ্যুতঃ ।

ক্রষ্টুং নাশক্যাতাপ্রোঠৈঃ স্রোতোভিবিব মধ্যগঃ ॥ ২৪৬৭

পশুর্য়কাসংকটে কার্য্যে তং তমুংকোচমিচ্ছতঃ ।

স দুগ্ধবাতমানাতুমপ্যাসীদলসকমঃ ॥ ২৪৬৮

আসন্ন রাজগণ সেই মূখ মিত্র (কৃত্রিম বন্ধ—বাস্তবিক শত্রু)
বর্গের সাহায্যদাতা হইয়াও কেবল রীতিরক্ষার জন্য তলীয় মন্ত্রণা
গ্রহণ করিত । ২৪৬৫

সেই বৈরিবর্গের সাহায্য দানচ্ছলে রাজ্য জয় করিবার অভিসন্ধি-
শালী বকবিহসের ভ্রাম মন্ত্রগামী কার্য্যজ্ঞ বিজ্ঞ কোথায় ? পৌরী-
পর্য্য-বিবেক-বিবর্জিত মূখ বা কোথায় ? (উভয়েব মধ্যে গুরুতর
প্রভেদ) । ২৪৬৬

দরজাজ্য মন্ত্রিকুলের পরস্পর কলহে রাজ শক্তি হইতে স্থলিত
হইয়াছিল বটে ; কিন্তু ততিনীর তীর্থভঙ্গে নদীগর্ভ পতিত তরুর ভ্রাম
অপ্রবল প্রবাহ-সমূহ-সদৃশ বিক্রম-বর্জিত ব্যক্তিবৃন্দ তাহার পরিচালন
করিতে পারে নাই । ২৪৬৭

পশুর্যক লক্ষ্যে পড়িয়া উৎকোচাভিলাষী হইলেও সে (শূকারের
অনুগ) তাহা চাইতে কৰ্ম সাধনে (উৎকোচ দ্বারা) শিথিল প্রবল
হইয়াছিল । ২৪৬৮

পশু কৈণ সময় বিড়সীহঃ সন্ধিং নিবন্ধান্ ।
 যথাগতং গতে স্রজ্জী কশীরেন্দ্রোহগ্রহীক্ষণম্ ॥ ২৪৬৯
 সর্বাধিকারপ্রবরাচিরসংচাৰতুচ্ছঃ ।
 প্রসঙ্গে তত্র শৃঙ্গারো মৃত্যুসৌহিত্যকাৰ্য্যভূৎ ॥ ২৪৭০
 আলস্কাভ্যাসংসর্বাধিকারোহানুদ্বিতীয়য়া ।
 বৃত্তা ততস্ত শতধা নির্বাস্ত ইবাভবৎ ॥ ২৪৭১
 অস্ত্রোপমাভ্যাঃ সাংমত্যাভ্যুর্দ্ধায়াভ্যাভাগিনঃ ।
 প্রময়ং সময়ে তস্মিন্ধৈবাৎকিমপি লোভিরে ॥ ২৪৭২
 প্রাশংসামানুশংসস্ত কিং বিদগ্ধো ধরাভুজঃ ।
 স্বতামাত্যার্ককাপত্যাং নিধন্তে যঃ পিতুঃ পদে ॥ ২৪৭৩

সুজ্জ উপস্থিত হইয়া স্বপ্নানে প্রভাবর্জন করিলে বিড়সীহ পশু-
 কের সাহিত সন্ধি কবিতা কাশীরপতির প্রতি ফুক হইল । ২৪৬৯

সেইকালে শৃঙ্গার রক্ষারোহণের জায় প্রধান মন্ত্রী পদে অঙ্গ-
 কাণের জন্ত আকৃষ্ট হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল । ২৪৭০

লক্ষকের অশানশয়ন সময় (মরণকাল) হইতে প্রধান মন্ত্রিপদের
 প্রতিদ্বন্দ্বীশূত্র ছিল ; কিন্তু এইক্ষণ তাহা নির্ব অঙ্গের জায় শতধাবিধ
 বিভক্ত হইয়া পড়িল । ২৪৭১

অস্ত্র যে সকল অমাত্য রাজার প্রিয়পাত্র ছিল ; তাহারাও দৈব
 নির্বন্ধে যম ভবনে প্রস্থান করিল । ২৪৭২

যে রাজা মৃত অমাত্যের শিশু স্রুতকে তৎপদে স্থাপন
 করেন ; সেই ভূপতির সদয়তার আমরা কত প্রশংসা করিতে
 পারি ? । ২৪৭৩

অবর্তিতা অমাত্যানাং ভূত্যাঃ পদ্ধতিবুদ্ধতা ।

নির্দৈর্ঘ্যলক্ষ্যঃ প্রভোলক্ষ্মীঃ জহুঃ স্বগৃহিণীমিব ॥ ২৪৭৪

ভূভর্ত্ত্বঃ প্রাত্তীকৃত্য মৃতস্ত স্বামিনঃ শ্রিদ্ম ।

সন্তানস্ত বিহৃত্যর্থং কৃষা কার্য্যং হি তেহহরন্ ॥ ২৪৭৫

গজাবিপে বিশ্বনারি বিপন্নৈ রক্ষিতা পশু ।

একেন সহজাখ্যোন সহায়ানাং মহার্বতা ॥ ২৪৭৬

নাথ্যাকরোহাধিকারং পার্থিবেনার্থিতোপি যঃ ।

স্বামিস্থনোষ্টিষ্টনামো বৃষ্ট্য সাহায়কং বাধ্যং ॥ ২৪৭৭ (ক)

নিষ্ঠান্নামপ্রতিষ্ঠত্বং দৃষ্ট্যপি অভিবিস্তাভিঃ ।

ধিকৃপরম্পরয়া ভূত্যাঃ প্রবদ্ধান্ততদধিকাদিকম্ ॥ ২৪৭৮

অমাত্যগণের ভূত্যবর্গ অদ্ভুত রীতির অবতারণা করিত ; সেই নির্লজ্জগণ পরলোক প্রস্থিত প্রভুর সম্পত্তি নিজ গৃহিণীর কায় ভোগ করিতে লাগিল । ২৪৭৪

তাহারা রাজাকে পরলোকগত-প্রভুর অর্থ উপহাররূপে অর্পণ করিয়া তদীয় তনয়গণের রক্ষণচ্ছলে বিভব অপহরণ করিত । ২৪৭৫

কেবল গজাধিপতি বিশ্ব বিপন্ন (মৃত) হইলে সহজ নামে তদীয় এক ভৃত্য সেবক ধর্ম্মের সার্থক্য রক্ষা করিয়াছিল । ২৪৭৬

সে রাজাহরক্ক হইয়াও স্বীয় প্রভুর পূর্ব্বপদ গ্রহণ করে নাই, কিন্তু টিষ্ট নামক প্রভু পুত্রের উন্নতির জন্য সহায়তা করিয়াছিল । ২৪৭৭

অজুহা ভৃত্যদিগের নিজ নিয়োগে অপ্রতিষ্ঠা (অকর্ম্মণ্যতা) ঘরলোকন করিলেও উত্তরোত্তর তাহাদিগের অধিকারিক শ্রীতি বিধান করেন, ইহাই দিক্কারের বিষয় । ২৪৭৮

কে : "বৃষ্ট্য" ইতি তস্যেৎ ।

আদীনাচমনোপযোগি কলশে অষ্টর্জগল্পজন্ম-
 ক্রান্তান্তি ক্রমহাধাধাস্তররিপোটৈব্রতোতসং যৎপরঃ ।
 শস্ত্রস্তম্ভাধে অমূর্কিনি জড়েহংপ্যকপ্রযুক্তাদতো
 শ্বাঃ সর্কেপ্যবশা গতাভুগতয়া গাঢ়াদরাঃ স্বামিনঃ ॥ ২৪৭৯
 সৃজ্জি নির্বাসন প্রাপ্ত প্রয়োহো হুন যক্ষমঃ ।
 সাজ্জিজাড্যাক্তাপ্যায়ঃ ক্রমেণাশীৎফলোন্মুগঃ ॥ ৩৮০ (ক)
 দ্বিত্বাঃ সমাঃ সমহ্যঃ স বিড্ভদৌহন্ততোভা১২ ।
 অকুষ্ঠরাজ্যাক্ত্যৎকণ্ঠং দূতৈরকৃত গোঠনম্ ॥ ২৪৮১

বিশ্ববিধাতা ব্রহ্মার কলশে আচমনযোগ্য যেটুকু গন্ধাঙ্গল ছিল, মধুসূদন তদ্বারা ভুবন-লজ্বন-অনিত চরণ ক্রান্তি ফালন করিলেন, সেই জল শস্ত্র স্বয়ং অমস্তকে ধারণ করিলেন ; একজন প্রভু যাহাকে আদর করে, সে জড় (খ) হইগেও অত্র প্রভুরা তদগণন তাহার প্রতি আরও অত্মরূপ প্রদর্শন করিয়া থাকেন । ২৪৭৯

সৃজ্জির নির্বাসনে যে দুর্নীতি-ক্রম অকুরিত হইয়াছিল, তাহা কালক্রমে সাজ্জির (গ) (শৃঙ্গারের) জড় বুদ্ধিতে বদ্ধিত হইয়া ফলোন্মুগ হইল । ২৪৮০

তাহার পর বিড্ভদৌহ দুইতিন বৎসর কুপিতাণ্ডঃকরণে থাকিয়া দূতগণের দ্বারা গোঠনকে অকুণ্ড রাজাদি (কাশ্মীররাজ্য) জয় করিবার অত্র উত্তেজিত করিয়াছিল । ২৪৮১

(ক) 'সৌজ্জিজাড্য' ইতিভাৱ ।

(খ) জড়শব্দ বিরাগী ও ব্যর্থক. অকুরূপ ও অর্থহীন ।

(গ) সৌজ্জি পাঠ সঙ্গত ।

দূরানাবিশিষ্টোথানঃ শূরমাত্রিত্য ভূগতিম্ ।

জীবনকৃষিবণিজ্যাদিকৰ্মণা স সম্বন্ধবঃ । ২৪৮২

দরদাং মন্ত্রিণাং জাতজ্ঞাতেরৈরভিযোগভাক্ ।

চক্রেবলংকারচক্রাঔর্ডামরৈঃ সহ চক্রিকাম্ ॥ ২৪৮৩ মুখ্যঃ

সোপ্যদ্রিহুর্গাম্যন্ত প্রথমপ্রস্থিতৌ সূহৃৎ ।

কুদ্রো জনকভদ্রাখ্যঃ পশুং লিপ্সোর্বাপত্তত । ২৪৮৪

কর্ণাটকাদাবভবৎস্থানে স্থানে বিলোক্য তম্ ।

প্রস্থিতং কস্তাচন্দ্রাহে বুদ্ধিঃ কস্তাপি সাধুতা ॥ ২৪৮৫

তং তথা বিপুলারম্ভমপি শাঠ্যাদিসংভ্রমম্ ।

প্রবিবিক্ষুণ্ণৈক্শিষ্ট কৌশীত্তানুত্তমো নপঃ ॥ ২৪৮৬

অন্য উত্তমশীল সেই লোঠন স্বজনগণের সহিত বহুস্থলাধিপতি
শুরকে আশ্রয় করত কৃষিবণিজ্যাদি দ্বারা জীবিকা যাপন করিতে
ছিলেন, এক্ষণে রাজালিপ্সা বলবতী হওয়ায় দরদ মন্ত্রিগণের
জাতি অলঙ্কার চক্র প্রভৃতি ডামরদিগের সহিত ষড়্‌যন্ত্র করিতে
লাগিলেন । ২৪৮২।৮৩

প্রথম ঘৃক-যাত্রায় পরীতহুর্গ-পতি জনক ভদ্রনামা সামান্ত একজন
ভাঁহার সহায় ছিল ; এবার তাহাকে সঙ্গে লইবার কল্পনা করায় সে
কালকবলে পতিত হইল । ২৪৮৪

কর্ণাটক (ক) প্রভৃতি প্রদেশে তাহাকে উপস্থিত দেখিয়া কেহ
প্রতিকূল কেহবা অলুপ্ত হইয়াছিল । ২৪৮৫

লোঠন মহারাজে শঠতা ও নির্ভীকতা সহকারে রাজ্যমধ্যে

(ক) পাঠান্তরে 'কর্ণাট' বা 'কর্ণাট' বুলি হয় ।

পোষিতে প্রেষিত্রীকৈকংপিঞ্জৈ বিপ্লবৈষিভিঃ ।

অখোদয়দ্বারপতিঃ প্রৈষি বিগ্গংভরাভুজা ॥ ২৪৬৭

সংগৃহতা চ মূর্ত্তেন পুরে শংকরবর্ষণঃ ।

প্রাপ্তোহলংকারচক্রস্ত পার্শ্বমশাবি লোঠিনঃ ॥ ২৪৬৮ (ক)

অপি বিগ্গহরাজাখ্যঃ স্তম্বঃ স্তম্ভসমভূপতেঃ ।

ভোজঃ সুল্হণজনা চ শতৌ তেন সহাগতৌ ॥ ২৪৬৯

অখোপহ...খান এব তেষাং স সহবঃ ।

মার্গঃ বহুদিনোল্লঙ্ঘ্যমেকেনাদ্বা বালজয়ম্ ॥ ২৪৭০

(কাম্বোজরাজ্যে) প্রবেশোদ্ধত হইলে রাজা আগস্ত্য ঐ উদাস বশঃ তাহাতে উপেক্ষা করিলেন । ২৪৬৬

তাঁহার পর যখন বিপ্লবার্থী ব্যক্তিবর্গ ঈর্ষ প্রেরণ দ্বারা বিজ্রোহের পোষণ করিতে লাগিল, তখন নরনাথ (জয়সিংহ) দ্বারাধিপতি উদয়কে প্রেরণ করিলেন । ২৪৬৭

যখন সে (উদয়) শঙ্কর বর্ম্মার নগরে সৈন্ত সংগ্রহ করিতেছিল, তখন লোঠিনকে অলঙ্কার চক্রের সহিত সমবেত হইতে শুনিল । ২৪৬৮

স্তম্ভসমভূপতির স্তম্ভ বিগ্গহরাজ এবং সুল্হণ-তনয় ভোজ—এই ব্যক্তিদ্ব—তাঁহার (লোঠিনের) সহিত সমাগত হইয়াছে, উদয় ইহাও শুনিতে পাইল । ২৪৬৯

তাঁহার পর উদয় এইরূপ বিপ্লববর্গের সমবেত অথবা শুনিয়া বহুদিন গম্য ঐ একদিনে অতিক্রম করিল । ২৪৭০

স্বার্থকহাগ্রথনাসিদ্ধেযাতো বিধেয়তাম্ ।

তদাঙ্গনহতস্পন্দঃ স পলায়িত্ত ভামরঃ ॥ ২৪৯১

সিক্কোন্মধুমতীযুক্তাশ্রয়মতুঃস্থিতং ততঃ ।

শিরঃশিলাভিধং কোটুমথ তৈরদিশিশ্রিয়ে ॥ ৩৪৯২

গহনে ত্রাড়িতঃ কোটে স্থিতঃ কিং বা স ইত্যসৌ ।

ন নিশ্চিকায় দ্বারেশো ভ্রাম্যন্নীঘাস্ত ভূমিবু ॥ ২৩৯৩

অখোপানকতদ্যুর্গারোহণেন্নিম্নশকাত ।

দৈবৈনোপি ন ভূততঃ প্রভাবো নিস্পরাভবঃ ॥ ২৪৯৪

উখানোক্তগতাং সর্পেপ্যুৎপিন্ণে তত্র দস্তবঃ ।

পাশগাশ্চিময়ো বর্ষপথকৃত ইবাভবন ॥ ২৪৯৫ (ক)

ভামর স্বদল কহাকে (কাপাকে) গ্রহন করিতে (গাথিতে—যথা-
যথ সমবেশ করিতে) না পারিয়া হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল এবং উদয়ের
আক্রমণে গতিশক্তিহ্রষ্ট হইয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন (পলায়ন) করিল । ২৪৯১

তাৎপর্য পর দিক (কক্ষগঙ্গা) এবং মধুমতী ও যুক্তাঙ্গীর
(নদীদ্বয়) মধ্যবর্তী শিরঃশূল নামক কোটে (দুর্গ) আশ্রয় করিল ॥ ২৪৯২

অলঙ্কারচক্র নির্দিষ্ট হন বা কোট মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে ; উদয়
ব্যতিক্রম করিয়াও তাৎপ নিশ্চয় করিতে পারিল না । ২৪৯৩

তৎপর যখন সে অলঙ্কার চক্রের দুর্গে আরোহণ জানিতে পারিল,
তখন দৈবও রাজশক্তির অপরাভব (জলাভ) আশা করিতে পারে
নাই । ২৪৯৪

এই বিদ্রোহ ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলে সমস্ত দস্ত্য পুঙ্খবিলীষিত বৃষ্টি-
বিচ্ছিন্ন মৎস্ত-মালা (বাঁকের) ছায় উখানোন্মুখ হইয়াছিল । ২৪৯৫

তৈজস্বিন্দিগ্ৰীভিগ্ৰীভৈকুতৈরথ লোঠনঃ ।

পা...হরিঃ পুনশ্চক্রে নান্যচতুরচাক্রিকৈঃ ॥ ২৪৯৬

পুরগ্রামাদিদন্ধারসাদ্যমথ দাবতাম্ ।

পদে পদে কৃষ্ণগতং স্বপক্ষাস্তমবাক্ষসুঃ ॥ ২৪৯৭

দিব্চক্রেনিয়তে ভ্রাম্যন্দশ্রাদ্ধশুঃ স সর্বতঃ ।

কল্পাত্যমোদধী ব্রহ্মপুত্রঃ কে তুরিবাভবৎ ॥ ২৪৯৮

শ্রীশ্চৈরমাতৈত্যনির্বন্ধে সংহৌ কালানুজোদতঃ ।

মেনে মড়বরাজ্যোকাঁ হারিতেনাখিলা জ্ঞানঃ ॥ ২৪৯৯ (ক)

শঠতা-সমাচরণ ত্রিলোক প্রভৃতি এ পর্য্যন্ত চিত্তবিকার চাপিয়া রাখিয়াছিল, এক্ষণ পৃথ্বীহরের পুত্র লোঠনকে নেতা করিয়া যড়যন্ত্র সকলীন করিতে লাগিল । ২৪৯৬

সে নগর গ্রামাদি দাহ করিতে লাগিলেও অনুসন্ধানকারী রাজ-রক্ষিগণের অনিবার্য হইয়া পড়িল ; এবং স্বপক্ষীয়েরা পদে পদে তাহাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে লাগিল । ২৪৯৭

লোঠন প্রলয়কালে উদ্ভিত ও নিয়তিপরিচালিত ব্রহ্মপুত্র নামক ধূমকেতুর জ্বালা দিগ্বিদিকে কখন দৃশ্য কখন বা অদৃশ্য ভ্রমণ করিতে লাগিলেন । ২৪৯৮

অমাত্যগণ শ্রান্ত হইয়া অবশেষে সম্মোহযোগী নাক্সি বন্ধন করিয়া ফেলিলেন ; সমস্ত মড়বরাজ্য যেন নষ্ট হইয়া গেল, তদ্বারা লোকে ইহা বুঝিল । ২৪৯৯

অসংবৃত্তপ্রতীকারতয়া ব্রোহ্মহংস বৈরিষু ।

তদন্তঃকথং সংমন্ত্য ধনুঃ প্রাংস্থাপয়নূপঃ ॥ ২৫০০

ওৎকক্রাণোপিতে কার্যে ত্রীড়াং গচ্ছন্তটস্থতাম্ ।

বিপর্যাসমথ দ্বারাদীশ ইতাভ্যাজ্ঞনঃ ॥ ২৫০১

ভিক্ষুর্মহাভিক্ষুণ্ডাসীদেক এব ত্র্যম্বদী ।

সংহতা হস্ত দুঃসাধা দধ্যাশ্চেতাখিলঃ প্রতাঃ ॥ ২৫০২

দ্বারাদিপদ্বহবাকব্যবহারো মহীপতেঃ ।

সিদ্ধিং স্বস্ত্যপ্রসিদ্ধ্যাপি বাঞ্ছনশ্রদ্ধাৎ ব্রোহ্মভবৎ ॥ ২৫০৩

একাকী যঃ কিল ন ভজতে মৃত্যুং ভর্তৃকার্যে

নৌদাসীক্ত প্রতি চ ক্রমাং হ্রদ্বীনে চ তস্মিন্ ।

যখন বিপক্ষবর্গের অভ্যুদয় অনিবার্য্য প্রায় হইয়া উঠিল, তখন রাজা মন্ত্রণা করিয়া ধনকে পঠাইয়া দিলেন ২৫০০

তদর্শনে জনগণ জল্পনা করিতে লাগিল যে, স্বরপতি উদয় ইহাতে লজ্জিত, উপেক্ষানীল বা বিরুদ্ধাচারী হইবে ২৫০১

ভিক্ষু একমাত্র এবং মন্ত্রাজ্ঞন তদ্রূপ, এক্ষণ তিন জন মিলিত হইলে দুর্জয়ের হইবে, ইহা প্রজাপুঞ্জ কল্পনা করিতেছিল ২৫০২

কিন্তু স্বরপতি স্বীয় প্রতিপত্তির প্রতি দৃষ্টিদান না করিয়া অভিমান শূন্য ব্যৱহারে রাজার কার্য্যসিদ্ধির জন্য আপপাতী পরিশ্রম করিতে লাগিলেন ২৫০৩

যে একাকী ভারপ্রাপ্ত হইয়া প্রত্নকার্য্যে কর্তব্যবুদ্ধি বিচ্যুত না হয়, ব্রহ্মজনের প্রতি ভার জ্ঞাত করিলে তদন্যে থাকিয়া কোণে উদাসীনা প্রদর্শন না করে এবং বিদুমাত্র আত্মাভিমান প্রকাশ না করিয়া

নির্হেবাকবাহুতিতয়া সাধ্যসিদ্ধিং কিলেচ্ছঃ
 স্তাদুন্ময়ী প্রভবতি পরং নান্নপুণ্যস্ত রাজ্ঞঃ ॥ ২৫০৪
 পঞ্চচক্রে হুতে তস্তানুজং রাজোপবেশনে ।
 কুখাভং সঠচন্দ্রাখ্যং মোহংসরকৈ্যো বিনির্যযৌ ॥ ২৫০৫
 দ্বিবাঙ্কাদয়োমুখ্যা..... সহ গায়কৈঃ ।
 ধন্যমেবান্ববৃহাশ্চান্তে স্বাজোপজীবিনঃ ॥ ২৫০৬
 ধন্যাদিসু তিলগ্রামং কোটিসিদ্ধুতটাশ্রয়ম্ ।
 শ্রয়.....দ্বারেশো দ্রাক্ষস্থঃ পৃষ্ঠপদ্ধতীঃ ॥ ২৫০৭
 হঠপ্রবেশাযোগ্যাজিমুখ্যাহেবাকবজ্জিতঃ ।
 শোষয়ন্দ্ৰমতো ধৈর্য্যগভীরং স বাবাহরং ॥ ২৫০৮

সাধ্যসিদ্ধি বিহয়ে অভিলাষী হয়, নান্নপুণ্যে রাজার পক্ষে তাদৃশ মন্ত্রী
 স্থলভ নহে । ২৫০৪

পঞ্চচক্র পরলোক প্রাপ্ত হইলে তদীয় আসনে তাহার অনুজ যে
 সঠ চক্রে রাজা স্থাপন করিয়াছিলেন, সেও যুদ্ধযাত্রায় বহির্গত
 হইল । ২৫০৫

দ্বিবাঙ্ক প্রভৃতি অন্তরঙ্গ ও অন্তান্ত বহিরঙ্গ কর্মচারিগণ চারণ
 ও গায়ক লইয়া ধন্যেরই অনুগমন করিয়াছিল, কোটের সন্নিহিত সিদ্ধ
 (কৃষ্ণগঙ্গা) তটবর্তী তিলগ্রামে ধন্য প্রভৃতি আশ্রয় গ্রহণ করিলে
 জন্মস্থিত দ্বারপতি তদীয় পৃষ্ঠপদ্ধতির অনুসরণ করিলেন । ২৫০৭

তিনি হঠকাব্রিতা, শুক কলহ ও বুখাভিমান প্রদর্শনে অপ্রবৃত্ত
 হইয়া ধীর ও গভীরভাবে শত্রু সমূহের নির্যাতন করত অগ্রসর হইতে
 লাগিলেন । ২৫০৮

কুঠারিকাদিভিঃ কারুবৃন্দৈর্মান্দ্রপকৃতীঃ ।

যন্তো মধুমতীতীরে নগরম্পর্কিনীর্ব্যথাৎ ॥ ২৫০৯

নির্মলান্তঃ ক্রমসংবাধঃ সনিকৈস্তা বনস্থলীঃ ।

কটকং সর্বভোগাঢ্যং শত্ৰুং পরিব্রুতোহকরোৎ ॥ ২৫১০

দেশে ভূবিত্ত্বারোগ্রহিমন্তৌ ভাগ্যসংপদা ।

ভূভুতহরভিষোগ্যেব ভূবভূভানুভূষিতা ॥ ২৫১১

ভুবনাত্তসংভারপ্রেষণং বিজয়ৈযিণঃ ।

বৈরাজ্যমৌলিতাজ্ঞেপি কালে রাজ্ঞো ন যত্তিতম্ ॥ ২৫১২

উত্থান এবোপহতভয়ে যাত্ত্যগাৎপরম্ ।

ভারোঢ়িপিড়িতগ্রাম্যাক্রন্দং ক্ষান্তিচরুপশম ॥ ২৫১৩

যন্ত মধুমতী নদীর তীরে কুঠারিক (মিস্ত্রি) প্রভৃতি শিল্পিদ্বারা
নগরোপযোগিনী গৃহাবলী নির্মাণ করিলেন । ২৫০৯

সেই সুযোগ্য সেনাপতি (যন্ত) ঘন সন্নিবিষ্ট বৃক্ষাবলীকে অন্ধ-
কারহীন, বনভূমিকে বসতি ভবনে পরিণত এবং শত্রুরকে সর্ব-
ভোগোপযোগী করিয়া তুলিয়াছিলেন । ২৫১০

যে দেশ প্রচুর তুসার শিলাপাতে শীত ঋতুতে লোকের অগম্য ছিল,
তাহা রাজার সৌভাগ্য-দেবতার প্রসাদে ভাস্কর করে উদ্ভাসিত
হইল । ২৫১১

উপস্থিত বিবাদে রাজার আদেশ প্রতিহত হইলেও তিনি বিজয়
বাসনায় ব্যগ্র হইয়া ভুবনবিস্ময়কর অব্যসন্তর পাঠাইতে বিষম
হন নাই । ২৫১২

গ্রামবাসীরা যোদ্ধগণের আহাৰ্যাদির (রসদেয়) ভারবাহনে
ব্যাকুল হইয়াও বিদ্রোহ-বিপত্তির প্রতিকার প্রতীক্ষায় কষ্টসহিষ্ণু
শৈনিকগণের স্থায় তাহা সহ্য করিয়াছিল । ২৫১৩

দীৰ্ঘপ্রবাসনির্বেদাচ্চজিতান্দর্শনম্ ।

স্থান্মুখং তোষদ্বন্দ্বৈঃ সৈবৈঃ নিত্যে নৃপশচমুঃ ॥ ২৫১৪

ইথাং ত্ৰিচতুৰাশ্বাসাংস্থিষ্টিরপি নিষ্ঠুরৈঃ ।

নৈবাদাতুমশক্যন্ত কটকৈঃ কোটসংশ্রয়াঃ ॥ ২৫১৫

তেষাং হি বীৰ্য্যাসারনিরোধাদীনি দৃপ্যতাম্ ।

অগ্নিমাণি ন জাতানি দৈন্তদায়ীনি কানিচিৎ ॥ ২৫১৬

চিকিৎসবস্ত্রবাস্তে অবভূতিপ্রকাশনম্ ।

তদ্ব্যবহৃত্তোলাসাঃ পৰ্জ্বতা ইব ডামরাঃ ॥ ২৫১৭

কুং কুম্ভীবলৈর্কেদপাঠমুৎসৃজ্য চ দ্বিজৈঃ ।

উৎপিপ্লবস্জৈর্গামেষ সর্কতঃ শস্ত্রমাদদে ॥ ২৫১৮

রাজা বনক্ষেত্রে দীৰ্ঘপ্রবাস বশতঃ পলায়নোন্মুখ সৈন্তগণকে ক্রোধ প্রদর্শনে এবং স্থিতিশীল মৈনিকদিগকে পুরস্কার প্রদানে স্থির করিয়াছিলেন । ২৪১৪

এইরূপে তিন চারিমাस সমরাজনে রাজকটক দৃঢ়ভাবে অবস্থান করিয়া ও দুর্গস্থিত ব্যক্তিবর্গকে বন্দী করিতে পারিল না । ২৫১৫

কারণ, সেই দৃষ্ট দুর্গবাসীদিগের খাতাদির প্রবেশপথ বোধ করিলেও ক্লেবকর দৈন্ত জন্মাইতে পারে নাই । ২৫১৬

ভানরগণ শীতাবসানে অবিক্রম প্রকাশের অধুরিত উল্লাস দ্বয়ে স্থাপন করিয়া পৰ্কতের আশ্রয় অচলভাবে অবস্থান করিয়াছিল । ২৫১৭

প্রত্যেক গ্রামের প্রত্যেক স্থানে কৃষককুল কৃষি ও ব্রাহ্মণগণ বেদ পাঠ ত্যাগ করিয়া বিপ্লবে সোগদান করত অস্ত্রধারণ করিয়াছিল । ২৫১৮

প্রতীক্ষমাণাঃ প্রাণৈয়প্রকরং মার্গভূতাম্ ।

দারদাস্তরগানীটকঃ সজ্জিতস্থর্জিগীষবঃ ॥ ২৪১৯

হিমিকাসংহতেঃ কালতুলতন্মাক্তেদধৎ ।

পাতভীতিং জনো রাজসেনা শব্দদেপত ॥ ২৪২০

ইথং প্রত্যর্থিসামর্থ্যপৰমার্থাদরীক্ষণাৎ ।

স্ফাভূম্মিথোবগারেভে সংদেহং চ জয়েতভজৎ ॥ ২৪২১

বৈদগ্ধ্যাদিধ্বমনসানয়মেক এব

কোপ্যন্তি বধননিধেকচিতঃ প্রকারঃ ।

যেনাত্মনা কিল বিশদ্বিতশক্তয়ন্তে

মুঞ্জেপি বৈরিণি বিচারহোতুমাঃ স্ত্যঃ ॥ ২৪২২

দারদগণ পথের মধ্যবর্তী পর্বত পুঞ্জের ভূবারাবসানের প্রতীক্ষা করত বিজয় বাঞ্ছায় তুরঙ্গ সৈন্য সহকারে সমজ্ঞ অবস্থান করিতেছিল ॥ ২৪১৯ ।

রাজসেনানিচয় কৃতান্তের তুলাশয্যাসন্নিভ ভূবারশিলার (বর-কের) পতন-ভীতিবশতঃ সর্বদা কাঁপিতে লাগিল । ২৪২০

এইরূপে রাজা বাস্তবিক পক্ষে বিপদের বল জানিতে না পারিয়া রণোত্তম বিবেচনা করিয়া বিজয় লাভে সন্দিহান হইলেন । ২৪২১

যাহাদিগের চিত্ত চাতুর্য্যে পূর্ণ, তাহারা একমাত্র কারণে প্রবলিত হয়, এবং স্বীয় শক্তিতে সন্দিগ্ধ হইয়া সামান্য শত্রুদ্বয়ে শঙ্কিত ও হতভম্ব হইয়া পড়ে । ২৪২২

প্রবাদমাত্রসারান্যসংস্পর্শিকরাদরেঃ ।

স্বইব তস্ত বিদ্যেত সিদ্ধিশিষ্টাঙ্করা ধিরা ॥ ২৫২৩

বিদ্যোদাত্ত শিলীমুখৈঃ প্রবিতরেৎপঠৈরবন্ধনঃ

বরীষাত্তভিদিং গুণৈঃ পরিকরৈর্মিথ্যাশ্রসিদ্ধিরিতি ।

স্রাচ্ছেদশুকং দ্বিপস্ত ভয়কৃচ্ছিত্তাসহৈঃ সাহসং

প্রত্যাহত ততো নিভৈরপঘনৈরপ্যেতদ্ব্যমূলনে ॥ ২৫২৪

লোঠনাভৈর্হি কর্ণহানিস্তীর্ণৈস্তৈঃ কথংচন ।

প্রাপ্তেহলংকারচক্রেণ রাজ্যমজ্জামি নিজিতম্ ॥ ২৫২৫

মিথ্যৈব গ্রাণিতা কথা স্বয়ংৈঃ কথমশ্রুত্যা ।

তস্মিন্নমন্দমাদং ধাবন্দারাদিপো দদৌ ॥ ২৫২৬

যে বৈদ্যের প্রবাদমূলক বিক্রমে কম্পিত কলেবর হইয়া পড়ে, সেই উৎকর্ষাক্ত জনের স্বাভাবিকসিদ্ধি বিঘ্নবিসম্বল হয় । ২৫২৩

শিলীমুখ (ভ্রমর, পক্ষান্তরে বাণ) দ্বারা বিদ্ধ করিবে, পত্র (পাতা, পক্ষান্তরে রথাদি যান) দ্বারা আক্রমণ করিবে, গুণ (মৃণাল-সূত্র, পক্ষান্তরে পাশ, রজ্জু) দ্বারা বন্ধন করিবে, এই প্রকার বৃথা বিপত্তি কল্পনা করিয়া হস্তী পদ্বলনে শঙ্কা করিলে, কখন কি তাহা পাদ প্রহারে উদ্ধৃত্ত করিতে পারে ? ২৫২৪

• লোঠন প্রভৃতি কোনরূপে কর্ণাহ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিয়া অলংকার চক্রে সম্মুখে পাইয়া ভাবিয়াছিলেন যে, রাজ্য হস্তগত হইয়াছে । ২৫২৫

কিন্তু তাঁহার স্বপক্ষগণের সহিত কল্পনা কথা গ্রহন (বড় যত্ন সৃষ্টি) বৃথা হইয়া পড়িল ; তাহা না হইলে দ্বারপতি ক্রতপদে আসিয়া কেমন করিয়া তাঁহাকে (অলংকার চক্রে) তীব্র আক্রমণ করিল ? ২৫২৬

প্রত্যবস্থিত্যসামর্থ্যাত্ততঃ কোটং ব্যসজ্জয়ৎ ।

স রাজবীজিনস্তাংষ্ট পরেদ্রাঃ স্বয়মমগাৎ ॥ ২৫২৭

কোটাদিঃ সলিলস্তান্তঃ ক্রশোধঃ পৃষ্ঠদৈর্ঘ্যভাক্ ।

স তৈর্বৈসারিণগ্রাসব্যগ্রো বক ইদৈক্ষ্যত ॥ ২৫২৮

নিঃসামর্থ্যং তদ্বিলোকা গজাগারমিবাগজম্ ।

ততাজ্জ্বিজয়াশংসাং ভয়ং চোদবহনুহৃদি ॥ ২৫২৯

ততঃ শরৈর্দৃষদ্বৈর্ঘ্যধ্যাশ্চেতোবিরোধিনঃ ।

অর্ণসো বক্ষণমিতো বক্ষা যন্তোপলা ইতঃ ॥ ২৫৩০

ইথাং স তৈবভিক্রটৈর্গণা...দাদায় ডামরঃ ।

যেনে স্বপ্তিশ্রিমাত্রাখী ন যুদ্ধে বদ্ধনিশ্চয়ঃ ॥ ২৫৩২ যুগ্ম

অনন্তর অলঙ্কার চক্র তাহার প্রতিকারে পরাওঁম্ধ হইয়া রাজ-
বংশীয়বর্গকে কোটে (দুর্গে) প্রেরণ করিয়া পর দিনে স্বয়ং তাঁহাদিগের
অনুগামী হইল । ২৫২৭

সেই গিরিভূগের জলমগ্ন তলদেশ সঙ্কীর্ণ ও পৃষ্ঠপ্রদেশ বিস্তীর্ণ
হওয়াতে তাহাকে মৎস্তগ্রাসে ব্যগ্র বক (জলহ) বিহঙ্গের স্রাব দেখা
যাইতে লাগিল । ২৫২৮

যখন লোঠন প্রভৃতি তাহাকে গজ বর্জিত গজগৃহের স্রাব বন্ধ
বিহীন (বীর রহিত) বিলোকন করিল, তখন তাহার জগাশায়
জলাঞ্জলি দিয়া ভয়ে বিহবল হইয়া পড়িল । ২৫২৯

এদিকে বাণবর্ষণের এবং অস্ত্রদিকে প্রস্তুতরথও ক্ষেপের দ্বারা
দৈববর্গকে বিপ্লবে ফেলিতে হইবে, আবার জলের ও যন্ত্র
প্রস্তুতের বক্ষা কর্তব্য, এই সমস্ত ডামরের ইতিকর্তব্যতা প্রকাশ

ততঃ কন্দলিতাধ্বনে তিলগ্রামে দ্বিধ্বজে ।

প্রতীকারাক্রমে দন্তৌ তে চিন্তাক্ষমতাং দধুঃ ॥ ২৫৩২

বিস্রবাপি ক্ষতপ্রজ্ঞাসৌষ্টবৌ লোঠনঃ পুনঃ ।

ডামরং কৃত্যসংপূর্ণমগ্নুতং তমগর্হিত ॥ ২৪৩৩

ভোজং তুর্ধ্বজিতং যমো দ্রোহো রোহিদিতি ক্রবন্ ।

রুদ্ধা পিতৃব্যং তং ব্যাজন্তত্যা নিত্যমুপাচরং ॥ ২৫৩৪

বিমুখে লোঠনে কুণ্ঠশাঠ্যস্তত্ত্ব তু সাস্বনৈঃ ।

মেনে মন্ত্রজ্ঞতাং কিংচিৎসংবর্তিষ্ট চ স বিদি ॥ ২৫৩৫

হস্তান্মাং ভূভূদিত্যেব বাতেষেতেন্ সংত্যজেৎ ।

নাশ্বাহুজ্জ্যেত্যমৌংসীংস পিতৃব্যং গমনার্থনাং ॥ ২৪৩৬

তাহারা তাঁহাকে সমরকামী না ভাবিয়া আশ্চর্য্যকামাত্রাভিলাষী
বোধিতাছিল । ২৫৩৩ । ৫৩১

তাহার পর শত্রুসেনা তিলগ্রাম আক্রমণে অভিযুগ্ন হইলে দস্যু
(অলঙ্কার চক্র) তাহার প্রতীকারে পরাজুগ্ন হওয়ায় তাহার হতবুদ্ধি
হইয়া পড়িল । (ক) ২৫৩২

(ক) দ্বন্দ্ব উপনি

লোঠন যেমন অশ্বশক্তিশূন্য, তদ্রূপ বুদ্ধিবৃত্তিভ্রষ্ট, সেজন্ত সে
ডামরকে (অলঙ্কার চক্রকে) কৃতকর্ম্ম দেখিয়াও স্পষ্ট বাক্যে নিন্দা
করিতে লাগিল । ২৫৩৩

কিন্তু ভোজ তাহার নিন্দার দ্রোহের দূর্ণাম স্পর্শিবে, ইহা বলিয়া
স্বীয় পিতৃব্যকে নিবৃত্ত করিয়া ব্যঙ্গ চাটু থাকো প্রত্যহ তাঁহার (অল-
ঙ্কার চক্রের) প্রীতি সাধন করিতে লাগিল । ২৫৩৪

লোঠন তাহাতে বিরক্ত হইলে তাহার সাস্বনায ইহার চলিয়া

অধ্যাত্মাঃ চ সৰ্বেষু বেষ্টিলেবুংকটা দ্বিধাঃ ।

পৃষ্টকোপমসংভাব্য কুত্ৰাশ্চিমিশ্চতোত্তমাঃ ॥ ২৫৩৭

যদাদিদধ্যাঃ সিধ্যোত্তত্তদেকং ত্যজ মাশিতঃ ।

অস্তান্ন বজ্ঞানানীয় দরদ্রোবাযবেন বঃ ॥ ২৫৩৮

বন্ধনং ব্যপনেধ্যামি যুক্তমিত্তুক্তবাংশ তন্ ।

ডামরং বিদধে কিংচিদিব সাংমতামাশ্রিতম্ ॥ ২৫৩৯

বিমান্য্যামি ক্ষপায়াঃ স্বামদ্য খো বেতি তং ক্রবন্ ।

সত্ত্বপক্ষীণনাশিনো বিপ্রশ্চেভে প্রতিক্রম ॥ ২৫৪০

গেলে রাজা আমাকে (অলঙ্কার চক্রকে) হত্যা করবে, ইহা ভাবিয়া সে (অলঙ্কার চক্র) আমাদিগকে ছাড়িয়া দিবে না' এইরূপ কপট মন্ত্রণায় স্বীয় পিতৃব্যকে গমন প্রার্থনা হইতে বিরত করিল । ২৫৩৫-২৫৩৬

তাহার পর ভোজ ডামরকে বলিল “যদি তুমি ও আমরা সকলে অবরুদ্ধ হই, তাহা হইলে শত্রুরা অন্য কোন স্থান হইতে পশ্চাদাক্রমণ অসম্ভব বুঝিয়া অচল উত্তমে বাহা বাহা করিবে, তাহাই সিদ্ধ হইবে । তবে যদি কেবল আমাকে এস্থান হইতে ছাড়িয়া দাও, তাহা হইলে আমি অবিলম্বে অস্ত্র লবণ্য বা দরদ্রদিগকে আনিয়া তোমাদিগের এই অবরোধ উদ্ধার করিব” এই যুক্তিপূর্ণ উক্তিভে ডামর যেন কিকির্নাত সঙ্গতি প্রদান করিল । ২৫৩৭-২৫৩৯

“তোমাকে অস্ত্র দিবাভাগে, রজনীযোগে বা কল্যা ছাড়িয়া দিব” এইরূপ বাক্য বলিয়া তাহাকে (ভোজকে) কুটবুদ্ধিসম্পন্ন অলঙ্কার চক্র বাহ্য উদ্যোগদর্শনে প্রভাবিত করিতে লাগিল । ২৫৪০

অধরোধে স্মদ্রুতৈর্হৃদযথাবদকৃতৈহরিভিঃ ।

বাজ্রগ্রামাহতৈ রত্নৈস্তে স্বহস্তত্যাগাহবদ ॥ ২৫৪১

দ্রুদকর্মযথাশক্য সমদ্যং তে ব্যজিজ্ঞপন্ ।

ধন্যদয়ো হি তৈঃ সংধিক্ষিপেয় ইতি ভূপতিম্ ॥ ২৫৪২

তৈস্তৈর্নির্মিত্তৈঃ সন্ধানমবিধেয়ং বিদম্ ॥

তানাদিদেশ কর্তব্যং কোটাটালকবেষ্টম্ ॥ ২৫৪৩

তানাদিদেশ চ দায়াদা বক্ষ্যেত্বন্যাতিমাগন্ধৈঃ ।

নিজাম্পদে তাঞ্জহতি দন্তোৎকোচেথ ডামরে ॥ ২৫৪৪

ভূহা বঠো প্যাস্ত্যমিষ্ঠা নিঃসোষ্ঠবা ক্রবম্ ।

ক্রিয়াতিপত্ত্বাপালনৈর্ভব্যাস্ত্যামোদংসং বিশাম্ ॥ ২৫৪৫

দূরে থাকিয়া ছর্গ রোধ করিলেও শত্রুরা যথাবিধি যাতায়াত পথ বন্ধ করিতে পারে নাই ; একজ্ঞ তাহারা বহিঃগ্রাম হইতে আনীত খাদ্যাদি দ্বারা দিন যাপন করিত । ২৫৪১

ধন্য প্রভৃতি অল্প মজ্জীরা বর্তমান অভিযানের অশুভ পরিণাম আশঙ্কা করিয়া শত্রুর সহিত সন্ধি করিতে রাজাকে অনুরোধ করিল । ২৫৪২

তিনি নানা কারণে সন্ধির অটবেধতা বুঝিয়া তাহাদিগকে কোটের প্রাচীর পরিবেষ্টন করিতে আদেশ করিলেন এবং বলিয়া পাঠাইলেন যে, “তোমরা ডামরকে উৎকোচ দিয়া রাজ দায়াদদিগকে মুক্ত এবং প্রতিপত্তি সহকারে স্ব স্থানে পাঠাইয়া দাও । ২৫৪৩-২৫৪৪

আমরা এই সঙ্কট সময়ে কঠোর উত্তম কার্য সাধন করিতে না পারিলে লোকের হুযোগ স্ব স্ব জনিত ভৎসনাতপ্ত হইব । ২৫৪৫

নাতিক্ষ্যদ্বর্ষদেবশেচৎসপ্তাহান্যদ্যমং তঃ ।

দুগ্ধপ্রবাহং প্রাপ্যান্ন শাশ্বতাত্তোপি তপ্যতে ॥ ২৫৪৬

প্রাপ্তব্যাং প্রাপ্তবান্ধবা নিজৈঃ কুটৈঃ শুভাভুতৈঃ ।

ক্রিদ্ভাতিপতে লীকেন ত্রৈলোক্যং তু মুখের্প্যতে ॥ ২৫৪৭

পাদেষু পক্ষেষু চ সংস্থ নোবাং

ন ব্যোমি বা পক্ষপিপীলবস্ত ।

পঙ্খকবচ্চঙ্ক্রমেণং তু গর্ভে

কিং সংপদা স্তান্মিয়মে গতীনাম্ ॥ ২৫৪৮

সহস্রপাদস্ত গতে নিমিত্ত-

মনকুভাবেপ্যক্রণঃ প্রজাতঃ ।

“যদি দ্বর্ষদেৱ সপ্তাহ কাল উজ্জয় বক্ষা করিতেন, তবে তিনি দুগ্ধ প্রবাহ (অত্যন্ত স্রোণ) প্রাপ্ত হইতেন, ইহা শুনিয়া অল্প রাজাও দুঃখিত হয় । ২৫৪৬

সকল লোক স্বীয় শুভাশুভ কক্ষবলঃ প্রাপ্য কল পাইয়া থাকে ; তবে প্রারম্ভে কার্যক্ষতি হইলেও পরে ত্রিভুবনপাতিও পাওয়া যায় । ২৫৪৭

“পক্ষ পিপীলক পদ ও পক্ষ (ডানা) থাকিলেও পৃথিবী বা আকাশে কোথাও ভ্রমণ করিতে পারে না; কেবল পক্ষ ও অন্ধের ভ্রায় গর্ভ মধ্যে বিচরণ করে । নিয়তির গতি অনিবার্য্য; উপকরণ তাহার নিকটে অকক্ষ্য । ২৫৪৮

“স্বর্ঘ্য সহস্রপাদ (ক) হইলেও তদীয় গতির ভ্রম উৎসাহিত

(ক) পাদি রাশি, পক্ষাঙ্কুরে চরণ ।

তত্তাভবিষ্যত্তদি পাদযুগ্মং

ততোধিকং তৎকিমিবা করিষ্যৎ ॥ ২৫৪৯

উপেক্ষ্য সাক্ষিতাং তস্মাৎকৃতং কোটং বিবেচ্যতাম্ ।

প্রয়াতু তজ্জৈবান্মাকং তেবাং চ পুরুষাযুযম্ ॥ ২৫৫০

অবিশ্রান্তো বাতো দহন ইব সোমং জনয়তি

প্রসক্তিং সাতত্যান্দয়তি কুলাদ্রীনপি জলম্ ।

প্রস্থতে কৃত্যযু ব্যবসিতিরনির্ব্যুতশ্রুদ্রা

কলাবাপ্তিং লোকে প্রতিকলমসংভাগবিভুত্বাম্ ॥ ২৫৫১

ক্রুরাং নরপতে রাজাং ক্ষুধা ধনাদয়ন্ততঃ ।

কোটপ্রতোলীং কুলং তং ত্যক্ত্যপ্যারুহর্জবাং ॥ ২৫৫২

কথং যুধং বিধান্তস্তি কথং স্থান্তস্তি বেতি তান্ ।

শরান্কিরন্তং কোটস্থ্য যাবৎপ্রেক্ষ্যন্ত কৌতুকাৎ ॥ ২৫৫৩

অক্লণের জন্ম, যদি তাহার পদদ্বয় থাকিত, তাহা হইলে সে তদপেক্ষা
অধিক আর কি কার্য্য করিত ? ২৫৪৯

“অত এব তোমরা ঐক্যসীন্ত ত্যাগ করিয়া সমস্ত কোট অব-
রোধ কর, সেই স্থানেই তাহাদিগের ও আমাদের জীবন কাল
অতিবাহিত হউক । ২৫৫০

“অনলের জ্বালা অনিল ও সগিল অবিরল প্রবাহিত হইলে এমন কি
কুল পৰ্ব্বতকে পাত করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রতিক্ষণে অদম্য উত্তম
পরিচালনা করিলে জগতে অভাবনীয় ফল উৎপাদন করে । ২৫৫১

তৎপর উক্ত প্রকার কঠোর রাজ্যদেশ শ্রবণে ধন্ত প্রভৃতি সেই
নদীতীর পরিত্যাগ পূর্বক বেগে হুর্গপথে আরোহণ করিল । ২৫৫২

কোট (হুর্গ) বাসিন্দার বাণ বর্ষণ করত ‘ঐহায়া কিরূপে যুদ্ধ
করিবে, কিরূপে বা অবস্থান করিবে, এইরূপ কল্পনা করিয়া যতকাল

অধঃ সোপানং গাত্বৈকনিশাভ্য নিবিড়ৈর্বাধাৎ ।

ধনুঃ প্রদেগং তীব্রতং তিষ্ঠতৈঃ পদমোপমম্ ॥ ২৫৫৪

ধগম ॥

অবিশ্রান্তিস্ততঃ সংখ্যায়সংখ্যায়শচক্ষুঃ ।

প্রতিক্ষণং প্রববুতে সৈক্যয়োক্তয়োঃপি ॥ ২৫৫৫

পরেদ্ধাঃ শারদাং দৃষ্ট্বা স প্রাপ্তো গর্গনন্দনঃ ।

সংক্রন্দনপূরীপোরমোঽধিবৃদ্ধিং তৈতব্বাধাৎ ॥ ২৫৫৬

অলংকারাভিধো বাহুরাজস্থানাদিকারভক্ষ ।

অথুষো মাতৃনৈবুদ্বৈবিক্রন্দারভদ্যাবধীৎ ॥ ২৫৫৭

ক ভূধরচৈবঃ স্পর্ধা বসুধাতলচারিণম্ ।

তথাপি পুত্রায়স্থানস্থ্যং চিস্ত্যামচিস্ত্যকুৎ ॥ ২৫৫৮

বিপক্ষের গতি বিধির দিকে দৃষ্টিদান করিতেছিল, সেই সময়ে ধনু অধঃস্থ হইয়াও উর্দ্ধ দেগত্বদিগকে নিরস্তর বণরাবা নিপীড়ন করিয়া সেই স্থান ভবনাবলী দ্বারা রমণীয় নগরাকারে পরিণত করিয়া-
ছিল । ২৫৫৩-২৫৫৪

তাঁহার পর উভয় পক্ষের অনবরত সংগ্রামে অগণা সৈন্তক্ষয় হইতে লাগিল । ২৫৫৫

পরদিন গর্গনন্দন (যশ চন্দ্র) শারদা দেবীর মন্দির দর্শন করিয়া আসিয়া বনে স্থনিহত বীরবৃন্দ দ্বারা অমরাবতীকে জনাকীর্ণ করিয়া ফেলিলেন । ২৫৫৬

বাহু রাজস্থানের অধিকারী অলংকার দুর্জ্জয় অশৌর্য্যের সংগ্রামে বহু বিপক্ষকে প্রশমনশায়ী করিলেন । ২৫৫৭

ভূধরারোহীদিগের সহিত ভূতলবাসীগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিড়ম্বনা

অল্লীয়াংসঃ কোটিনিষ্ঠা ভূমিষ্ঠাঃ কটকাশ্রয়াঃ ।

অতঃ পূর্বে বহুগুপ্তোপাসনকৃত্যন্নধা কতাঃ ॥ ২৫৫৯

শ্লিষ্টদ্বারারবিপুটং দ্বিতৈঃ পীড়িতামাহবৈঃ ।

নীলিতাক্ষমিব ত্রাসান্ততো দুর্গমজায়ত ॥ ২৫৬০

গোপ্তৃভেদান্তরবৈষম্যচ্ছিত্তানুসারিণঃ ।

ধন্যদীর্ঘীক্ষ্য বিশ্বাসং কোটীহা নোপলেভিরে ॥ ২৫৬১

নিদ্রাচ্ছেদার্থমন্তোহুঃ ক্রোশন্তো নান্বপন্নিশি ।

অপন্তোহি ভু নিঃশব্দশূন্যং কোটী দীদৃশন্ ॥ ২৫৬২

বিষয় হইলেনও অচিস্তনীয় অসংখ্য যুদ্ধরত্ন-ধারীদিগকে চিন্তাচমৎকৃত করিয়া তুলিয়াছিল । ২৫৫৮

কোটবাসীর সংখ্যা অল্প এবং শিবিরান্ত্রিতের সংখ্যা বিপুল, এজন্য পূর্বোক্ত (কোটবাসী) সেনা বহু সংখ্যক শিবিরবাসী (রাজ-সৈন্য) দিগকে মারিয়াও অল্লীয়াসেই ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল । ২৫৫৯

অনন্তর দ্বিতীয় ও তৃতীয় আক্রমণে ক্রান্ত হওয়ায় দুর্গবাসীগুলি অর্গগাবন্ধ হইল, তাহাতে বোধ হইল যে দুর্গ যেন ভয়ে বিকল হইয়া নেত্রমুদ্রিত করিয়াছে । ২৫৬০

যত প্রভৃতিকে রক্ষকদিগকে বশ এবং আশঙ্করিক ভেদ প্রভৃতি ছিদ্রান্বেষণ করিতে দেখিয়া দুর্গবাসীদিগের বিশ্বাস বিলুপ্ত হইয়া ছিল । ২৫৬১

তাহারা যামিনীযোগে নিদ্রা বাইত না এবং নিদ্রানিবাণের জন্ত পরস্পর ডাকাডাকি করিত এবং আবার দিবাভাগে নিদ্রিত হইয়া কোটিকে নিঃশব্দ ও জনশূন্য দেখাইত । ২৫৬২

নিশাম্র তন্তুপূত্নায়ামতুর্ধরবৈরপি ।

চটকাঃ কোটংগণ মেঘশকৈরিবাত্তসন্ ॥ ২৫৫৩

অহর্নিশং ভ্রমন্তীতি নীতিঃ সংকল্পপাথসঃ ।

ভাস্মগভ্রমরক্ষকপ্রকারং রাজসৈনিকাঃ ॥ ২৫৫৪

তে রক্ষপাথসন্তর্বেশোধঃ কেচিদ্ধিবেহিরে ।

নিঃসংচারাস্ত্র সংকীর্ণে ভোক্তব্যে ক্ৰৈবামাযয়ুঃ ॥ ২৫৫৫

বুভুক্ষবঃ স্নাপযোগ্যান্ভোগান্ভাগোজিতাংস্ততঃ ।

কর্কশৈর্নৃপদাঘানা অশনাশংসদৈর্ব্যধুঃ ॥ ২৫৫৬

দূরে স্পর্ধস্ত নিষ্ঠীর্ণাঃ ক্ষুধিতান্তেধিকঃ ব্যধুঃ ।

ভূভর্তুর্ভোগভাগিভো ভূত্যেভ্যোপায়হং স্পহাম্ ॥ ২৫৫৭

রক্তনীতে যখন সৈনিকগণের যাম যত্নেব (গ্রহরে গ্রহরে বাদনায় চকাদির) বাস্ত শুনা বাইত, তখন তাহারা ঘনগর্জ্জন শ্রবণে কোটির-স্থিত চটক পক্ষীর ভায় ভয় হ্রিব হইয়া পড়িত । ২৫৫৩

জয় সিংহের সৈনিকগণ অহোরাত্র ভ্রমণশীল তরগি-রাজিহ রা জলের রোধ করিয়া সর্বপ্রকারে দুর্গবাসীদিগকে বিপর্যস্ত করিয়া-ছিল । ২৫৫৪

জল রুদ্ধ হওয়ায় তাহারা কোনরূপে তৃকা-কষ্ট সহ্য করিয়াছিল বটে, কিন্তু বহির্ভাগে যাতায়াত রহিত হওয়ায় খাদ্য-কৃষ্ণ-নিবন্ধন অবদন হইয়াছিল । ২৫৫৫

তাহার পর রাজাশর্যা-ভোজী রাজ দায়াদগণ ক্ষুধা-কাতর হইয়া অল্প অল্প দ্বারা জীবন ধারণ করিতে লাগিলেন । ২৫৫৬

স্পর্ধা দূরে পাঠক, যখন তাহারা ক্ষুধায় অধীর হইয়া পড়িত,

বাহেন্সাকু পরীপ্তমকার্যমিতি ভাবিনম্ ॥

ভোজ্যং ব্যধান্যশৃঙ্গং দুর্গস্তাথ স তং পৃথক্ ॥ ২৫৬৮

একস্ত বার্ককাদ্বেষ্টাপুত্রতাদপংস্ত চ ।

জান্নবোঁয়াতা মনে দৈবাজ্যার্থং তমেব সঃ ॥ ২৫৬৯

বিনামুং চানয়োঃ সমাঙ্গরন্তেরন্ন বৈবরিণঃ ।

ইতি মিথ্যা প্রথাং নিস্তে তদ্বিনিঃসরণং বহিঃ ॥ ২৫৭০

কাস্তালংকাচক্রস্ত কাক্ষস্তী কাক্ষিস্ত্রী ।

চক্ষুরাগাংবষ্ঠচাক্স সাক্সসেহাদ্রতাং গত ॥ ২৫৭১

বহিরাভ্যন্তরং ভেদং নয়স্তী মন্ত্রমাযযৌ ।

সালংগেঃ কর্ণসরণিং সর্কময়িত্যতোবহম্ ॥ ২৫৭২ যুগ্মম্ ॥

তখন প্রতিফণ ভূপতির ভূত ভোজ্য বস্তুর জন্ম ও লালসাকুল
হইত । ২৫৬৭

‘তৈন্য সন্নিবেশে আমাদিগের প্রতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়াছে,’
ইহা বলার ভোজকে অলঙ্কার চক্র দুর্গের মধ্যশৃঙ্গ ভিন্নভাবে রাখিয়া
দিলেন । ২৫৬৮

তিনি লোঠনকে বুদ্ধ ও বিগ্রহরাজকে বৈবরীকৃত (উপপত্নীপুত্র)
বোধ করিয়া অযোগ্য ভাবিয়াছিলেন এবং কেবল ভোজকে রাজসিংহা-
ননের উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন । ২৫৬৯

অলঙ্কার চক্র ভাবিয়াছিলেন যে ভোজ ব্যতীত এই দুই জনের
জন্ত বৈবরিণ প্রয়াস প্রাৰ্শন করিবে না, তজ্জন্ত তিনি তাঁহার (ভোজের)
অলীক পলায়ন দুর্গের বাহিরে প্রচার করিয়া দিলেন । ২৫৭০

অলঙ্কার চক্রেয় অমতী ভার্য্যা বষ্ঠচক্রেয় সৌন্দর্যাদর্শনে মুগ্ধা
হইয়া তাহার প্রতি অত্যন্ত অস্বাভাবিক হইয়া ভক্তির বিনাশ বাশনায়

রাগধ্বাস্তাঘিতমিখ্যঃ প্রতিভেদভয়েন সঃ ।

তস্ত প্রকাশয়ন্তেনাং গন্ত্যং তু প্রার্থনাং ব্যাধাৎ ॥ ২৫৭৩

ক্ষমাবান্ধিতোপেক্ষে মৈত্রীশৈর্ঘ্যে যুদং ভজন্ ।

নাগঃ সাগন্তাপি দধে বোধিসত্ত্ব ইব ক্রুদন্ ॥ ২৫৭৪

প্রিয়ামিত্যঃ সরাগেণ মৃত্যুহেতুমহানপি ।

হৃদি বিস্ময়তে পৃষ্ঠে শরভেণেব বারণঃ ॥ ২৫৭৫

অথ প্রস্থাপিতো ভোজঃ সুপ্তারিশিবাস্তুরাৎ ।

সাহ প্রাচোপ্যালংকারতনবেনাগুযাযিনা ॥ ২৫৭৬

বাহিরে ও অভ্যন্তরে ষড়্ বস্ত্র প্রদোশ করিতে লাগিল । ইহা অনবরত
অনুসন্ধানরত সলহণশ্রুতের (ভোজের) কর্ণগোচর হইয়াছিল
২৫৭১-২৫৭২

সে পত্নী-প্রেরাক অলঙ্কার চক্রকে এই বৃত্তান্ত বলিয়া প্রতিভেদ
(বিকল্প পক্ষকৃত প্রতিশোধ) ভয়ে স্বীয় প্রস্থান প্রার্থনা করিয়া-
ছিল । ২৫৭৩

অলঙ্কার চক্র ক্ষমাশীল এবং উপেক্ষায় ও প্রণয় বক্ষায় শিক্ষিত,
একান্ত পাণিনী পত্নীর দোষ বোধিসত্ত্বের (বুদ্ধবিশেষ) রোধ-সংঘরণের
জায় সহ্য করিয়াছিলেন । ২৫৭৪

প্রণয়ক জনের প্রিয়ার প্রতি বিরাগ প্রাপ্ত তের গুরুতর হেতু
হইলেও শরভের (ক) পৃষ্ঠাঙ্কিত হস্তীর জায় দৃষ্টিগোচর হয় না । ২৫৭৫

তাহার পর অবিগল নিদ্রিত হইলে ভোজ শিবির হইতে কিয়দূর
বহিষ্ঠিত হইল, অলঙ্কার চক্রের কাপুরুষ পুত্র তাহার অনুসরণ করিয়া

(ক) । শরভ-পুরাণ বর্ণিত বহুতর গাঢ় বিশিষ্ট জাতি প্রবল জন্তু, সিংহ ও
হস্তীর বিনাশক

সোহেচ্ছা ভাবাপি ধ্বস্তস্বেন ন স্বরম্ ।

বারভাতোপিতো ভূঃ কোটীহস্তান্তিকং পিতুঃ ॥ ২৫৭৭

যুগ্মম্ ॥

নির্ভংস্তু পুত্রং গন্তাসি যো নিশীতভিধায় তম্ ।

ছন্নমস্থাপয়ৎসোহি যাত ইত্যথিলাঘবন্ ॥ ২৫৭৮

প্রোচ্চল্যানিশ্চাদেবঃ প্রাধাকৌ যঃ প্রযাস্ততঃ ।

বোধিতৈরথ যত্নৈরজাগার্যথিলৈর্নিশি ॥ ২৫৭৯

প্রস্থান্, স নিশীথে কোটাটাল্যাদ্যলোকয়ৎ ।

জাগতঃ কটকে সকলং পরিতো দীপিতানলে ॥ ২৫৮০

বা বিদ্রোহ-বুদ্ধিতে তাহাকে কিগাইয়া আনিয়া পুনরায় কোটী পিতার সমীপে উপস্থাপিত করিল । ২৫৭৮-২৫৭৭

পিতা পুত্রকে ভৎসনা করিয়া ভোজকে বলিল ‘পরদিনে রাত্রিতে ঘাইতে পারিবেন’ এবং সমস্ত লোককে ভোজ ‘গিয়াছে’ বলিয়া উহাকে দিশেষে প্রহরভাবে রাখিয়া দিল । ২৫৭৮

কিন্তু ঘাইবার হিরত না থাকায় এক জন (ভোজ) একাকী প্রস্থান করিয়াছে, পরদিন অল্প দুইজন (লোঠন ও বিগ্রহরাজ) ঘাইবে, এই কথা প্রচারিত হওয়ায় যত্ন প্রভৃতি পর বাগিনী জাগরণে যাপন করিয়াছিল । ২৫৭৯

ভোজ নিশীথে প্রস্থানোত্তর হইয়া কোটের অট্টালিকায় অগ্রে উদ্রিয়া শিবিরের চতুর্দিক্ অগ্নি সন্দীপিত ও সমস্ত শত্রুলোককে জাগরিত দেখিতে পাইল । ২৫৮০

প্রকাশ বহুনা হুগং প্রতোলীনির্গতো যথা ।

পিপীলিকোপ্যলক্ষ্যত্বং নোন্মুখানাং দ্বিবাং ব্রজেৎ ॥ ২৫৮১

জালাপ্রকাশং চাকল্যাহিলোলা ইব রঞ্জিতাঃ ।

ত্ৰযেমূৰ্দ্ধকম্পেন সালংঘিৎ সাহসাদ্গৃহাঃ ॥ ২৫৮২

তদগন্তনক্ষমঃ ক্ষিপ্তং ক্ষমা প্রাপ্তে স ডামরঃ ।

অধোবাতীতরচ্ছদ্রনালিঙ্গিতবটাকরম্ ॥ ২৫৮৩

ক্ষেমরাজাভিধানেন ডামরেশেন সোষিতঃ ।

শিলাং বৈতদিকাতুল্যামধ্যান্ত শব্দমধ্যগাম্ ॥ ২৫৮৪

আক্ৰহাসনমাত্রে তাং পর্যাপ্তাং পাতভীতিতঃ ।

নির্নিদ্রৌ পঞ্চ রাত্রীস্তাবত্যবাহৃতাবভৌ ॥ ২৫৮৫

বহুিতে হুগং একুপ আলোকিত হইয়াছে যে, পিপীলিকাও দ্বার হইতে বহির্গত হইলেও উক্তযুগ শত্রুদিগের অলক্ষিতভাবে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিতে পারে না । ২৫৮১

বৈরিবর্গের বাসভবনগুলি বহুশিখার সঞ্চরণে চকলের ত্রায় হইয়া যেন সলংঘ-স্রুতকে তাদৃশ সাহসিক ব্যাপার অবলম্বনে বারণ করিতেছিল । ২৫৮২

উক্ত কারণে তিনি পলায়নে অক্ষম হইয়া রজনী অবসান হইলেই অশঙ্কার চক্রের চেষ্টায় ক্ষেমরাজ নামক ডামরাধিপের সহিত রজ্জু অবলম্বনে পর্বত শৃঙ্গ হইতে অধঃস্থিত গর্ভে অবতরণ করিলেন এবং উভয়ে গর্ভ গর্ভস্থ মঞ্চতুল্য এক শিলাখণ্ডে উপবেশন করিলেন । ২৫৮৩।৮৪

কেবল উপবেশনযোগ্য সেই শিলায় আরোহণ করিয়া তাঁহারা পতনভয়ে পাঁচ রাত্রি অনিদ্রায় অতিবাহিত করিলেন এবং দস্তস্থ সক্ত,

নিবর্তিতপ্রাণবাত্তৌ করহৈঃ সজ্জনিতকৈঃ ।
 তত এব ব্যজহতাং বিষ্ঠাং নীড় দিবাংজৌ ॥ ২৫৮৬
 অব্যক্তব্যাক্তী ত্রিহাসিত্তিত্তিব তৌ স্থিতৌ ।
 বীক্ষ্যারিকটকে লক্ষ্মীঃ পৃষ্ঠাধিস্থমীড়তুঃ ॥ ২৫৮৭
 তয়োরাশীদন্ত স্বীতশীতবিশ্বতিকাশিণা ।
 জঘসিংহপ্রতাপাধিসংতাপেনোপকারিতা ॥ ২৫৮৮
 ঘষ্ঠেহি তত্র নিঃশেষীভূতভোক্তব্যেষোরথ ।
 ক্ষতক্ষার ইবারস্তি তুষারং বর্ষভূং ধনৈঃ ॥ ২৫৮৯
 অগৃহ্যতোচিত্তে দন্তবীণাবাত্তোত্তমে তথা ।
 শীতাসাদিতসাদেন পাণিপাদেন সুপ্ততা ॥ ২৫৯০

পিণ্ডবরা প্রাণবাত্তা নির্বাহ করিতেন এবং কুলায়স্থিত বিহঙ্গের জায়
 বিষ্ঠা বর্জন করিতেন । ২৫৮৫। ২৫৮৬

তঁাহারা চিত্তার্পিত পুস্তলিকার জায় নিষ্পন্ন ও অলক্ষিতভাবে
 অবস্থান করিয়া পশ্চাত্তাগে প্রতিপক্ষের শিবিরস্থ বিপুল বিভব দেখিয়া
 বিষয়ে মগ্ন হইতেন । ২৫৮৭

সিংহদেবের প্রতাপানলে তঁাহাদিগের শীতভীতি অপনীত
 হইয়াছিল । ২৫৮৮

কিন্তু ষষ্ঠ দিবসে ভোক্তব্য বস্তু নিঃশেষিত হওয়ায় যখন ব্রণে
 লবণসেকের জায় মেঘের তুষার বর্ষণে সেই ক্ষুধাকাতরদেহের হস্তপদ
 অবসন্ন হইয়া পড়িল, তখন তঁাহারা দন্তবীণা বীণাবাদন করিয়া
 চিত্তবিনোদন করিতে লাগিলেন । ২৫৮৯। ২৫৯০

তাবচিন্তাভাগ্য ক্ষুচ্ছীতাভিতো ধবম্ ।
 পতিব্যাবোরিকটকে পাশবদাবিবাণ্ডজো ॥ ২৫৯১
 বং পুংকুবং কজ বাবাং বিদিতৌ যো বিনির্হরেতু ।
 ততঃ পক্ষান্তরাময়ৌ যুগপঃ কসর্তাণিব ॥ ২৫৯২
 বিষমস্তাবথেষং তৌ নজ্ঞমভ্যর্থ্য ডামরঃ ।
 অরোপ্য বজ্জীবসপে শস্ত্রে স্থাপয়তি স্র সঃ ॥ ২৫৯৩
 কৃতশীতপ্রতীকারৌ পলাগানকসেবনৈঃ ।
 দুঃখং ব্যগ্রতাং তত্র নিদ্রয়া চিরলকয়া ॥ ২৫৯৪
 ততোপ্যভ্যাসিকা বাপস্তোজ লোঠনবিগ্রহৌ ।
 অচক্ষুদৌ জনাংমিথ্যাঃ গিরমপ্যাপতূন যৌ ॥ ২৫৯৫
 যবকোদ্রবপুপাদি তয়োঃ সতুষ্মগতোঃ ।
 গঠৈববৈশ্রব বৈবর্ণ্যং শুদ্ধিঃ ক্যাত্তা দদে ॥ ২৫৯৬

তাঁহারা ভাবিতে লাগিলেন যে, আর আমরা ক্ষুধা ও শীতে অভিভূত
 হইয়া নিশ্চয়ই জাল-জড়ীভূত পক্ষিদের স্থায় শত্রুশিবিরে পড়িব এবং
 কাহাকে আহ্বান করিব ? কেবা পক্ষ-পতিত করিশাবকদের পক্ষে
 যুগপতির জায় আনাদিগের দুর্গতি দূর করিবে ? ২৫৯১—২৫৯২

অনন্তর অলকারচক্র অহরুদ্র হইয়া সেই বিপন্ন ব্যক্তিদ্বয়কে
 দ্রাক্ষিতে বজ্জুতে আরোপিত করিয়া নির্জন গৃহে রাখিয়া দিলেন এবং
 তাঁহারা ক্রণের অগ্নিতে শীত-মুক্ত হইয়া বহুদিনের পর নিদ্রালাভ
 করিয়া সুস্থ হইলেন । ২৫৯৩—২৫৯৪

তদপেক্ষাও লোঠন ও বিগ্রহদ্বয় অধিক বিপদে পড়িয়াছিলেন ;
 তাঁহারা লোকের চক্ষুশূল ও কল বাক্যেও ভাগী হইয়া যব ও কোদ্রবের

ধোলাকারচক্রস্ত কীর্ণভোগ্যস্ত সর্বতঃ ।

স্বীচকারাদানেন তুল্যো হোণয়শঙ্করো ॥ ২৫২৭ ॥

ততঃ স দূতৈর্বিব্রেক্তুমস্বীচক্রে নৃপদ্বিষঃ ।

বুভুক্ষাকৃতিভো ভৃত্যভেদভীতশ্চ ডায়রঃ ॥ ২৫২৮ ॥

দুস্তরব্যাপজ্জৈবক্রতসত্ত্বতয়াত্যজৎ ।

পাপোপলিপ্ততচ্চিত্তমধর্ম্মাকীর্ণিশিবসন ॥ ২৫২৯ ॥

ভূপতের্বিদ্বিষচ্ছেষস্থাপনান্বশস্ত রক্ষণম্ ।

খ্যাতিশুভৈক্য চিকীর্ষুংশ্চ কুশকাশালেশ্বনম্ ॥ ২৫৩০ ॥

(শম্প বিশেষের) সহস্র পিষ্ঠকাপি (কুটি) তক্ষণ করিতেন ও তাঁহাদিগের গাত্র ও বসন মার্জনাভাবে মলিন হইয়া পড়িয়াছিল। ২৫২৫—২৬

যখন অলঙ্কারচক্রের আহার্যের অবসান হইল, তখন ধন্য হোলা ও যশস্কর নামা তদীয় লোকদ্বয়কে অনুরান করিয়া হস্তগত করিলেন। ২৫২৭

তাঁহার পর কুখ্যাত ও ভূতা ভেদে ভীত হইয়া অলঙ্কারচক্র রাজদেবীদিগকে বিক্রয় (ধস্ত্য নিকটে সমর্পণ) করিতে দূতমুখে অঙ্গীকার করিয়াছিলেন। ২৫২৮

দুস্তর বিপদে উত্তম ভঙ্গ হওয়ার তাঁহার চিন্তে পাপ স্পর্শ করিল, সে জন্ত তিনি অগ্নি ও অখ্যাতির ভয় বিসর্জন দিগেন ॥ ২৫২৯ ॥

তিনি রাজদেবীদিগের মধ্য হইতে কতক হস্তে রাখিয়া আশ্রয়কণের এবং কুশকাশাদি অলঙ্করণ করিয়া কলঙ্কফালনের অতিশয়ী হইলেন। ২৫৩০

ভৃত্যস্বোদয়নাথ্যস্ত মিমা প্রচ্ছাদিতং তথা ।

ররক্ষ সালংগিং ভোজং ধৌ তু দাতুং স তত্ত্বরে ॥ ২৬০১

তং বিনা চ তয়োভূপাদিগুং জানন্নসাপ্রতম্ ।

অবাধং স্বস্ত চাশেষকৃত্যং যুক্তমবজত ॥ ২৬০২

ভোজ্যভাবকৃত্যং তস্ত ব্যাপদং তচ্চ মম্বিতম্ ।

তদা নাজ্জাসিষুদ্যুতাদয়ঃ সন্ধিং বিধিৎসবঃ ॥ ২৬০৩

মিষাচ্চিচলিষা তেবাং কস্মাচ্চিনভবন্ততঃ ।

কিং পুনস্তেন দায়াদ্বয়ে দাতুং প্রতিশ্রুতে ॥ ২৬০৪

দেয়বিশ্রাণনানীকোথানাদিপণসিদ্ধয়ে ।

ভ্রাতৃব্যমনয়ধন্যঃ কল্যাণমবকল্পতাম্ ॥ ২৬০৫

তিনি উদয়ননামা ভৃত্যের বুদ্ধিতে সলংগ সূত ভোজকে প্রচ্ছাদিত রাখিয়া অবশিষ্ট দুই জন রাজদাতাকে সমর্পণ করিতে সম্মত হইলেন । ২৬০১

অলঙ্কারচক্র বুঝিয়াছিলেন যে, ভোজ ব্যতীত কেবল ইহারা দুই জন রাজসমীপে দণ্ড পাইবে না ; সুতরাং তাঁহার এইরূপ ব্যবস্থা স্বীয় ও পরকীয় পক্ষে সুসঙ্গত । ২৬০২

ধন্য প্রভৃতি মন্ত্রিগণ সন্ধি-বন্ধনে সযুৎসুক হইয়া অলঙ্কারচক্রের উক্ত কল্পনা ও খাড়াভাব-জনিত-সকট জানিতে পারেন নাই । ২৬০৩

তাঁহারা যে কোন ছলনায় সে স্থান হইতে প্রস্থানেচ্ছা করিতে-ছিলেন, কিন্তু আবার যখন অলঙ্কারচক্র দ্রোহী দায়াদ্বয়কে সমর্পণে অস্বীকার করিল, তখন ত আর কথা কি ? ২৬০৪

ধন্য সৈন্তাপসারণ এবং প্রতিশ্রুত সমর্পণ প্রভৃতি পণ আশ্রিত অস্ত্র ভ্রাতৃপুত্র কল্যাণকে কল্পনা করিয়া পাঠাইয়াছিলেন । ২৬০৫

প্রবন্ধঃ নির্বন্ধঃ বিমুপচরঃ শ্চাদিতরূপঃ
 মহাহিং সংগৃহ্নন্নকুটিলচেষ্ঠং ব্যবহরন্ ।
 স ভূমিঃ সিদ্ধীনাং দমহুচিৎকর্তব্যপয়তাং
 ভবেতৌ নিবৃত্তাবপি স্তদৃচসংস্কৃতভসঃ ॥ ২৬০৬
 কুঃখৈর্দীর্ঘপ্রবাসোৎথরপসারিতসৌষ্ঠবাঃ ।
 তদা সংরক্তশৈথিলাঃ ভূভৃত্ত্যাঃ প্রপেদিবে ॥ ২৬০৭
 স সত্যং সচিবো প্রাপাঃ সংগ্রহীতুং প্রগল্ভতে ।
 কথশরীরমিব যো নিবৃত্তৌ কার্যমাকুলম্ ॥ ২৬০৮
 সন্ধিং নিবন্ধং বিজ্ঞায় সৈনিকাঃ স্বগৃহোন্মুখাঃ ।
 উপেক্ষ্য স্বামিদাগিলাং কলাদেব প্রতস্থিরে ॥ ২৬০৯

যে ত্রায়বুর্জির্বাশিষ্ট হইয়া নিঃসন্দেহ সবেগে অনন্ত উদ্বেগ
 সহকারে কর্ম্যক্ষেপ করে, অন্তঃকোপসম্পন্ন শত্রুকে প্রশমিত করে,
 মহা সর্পকে ধরিয়া রাখে ও কূটনীতিসম্পন্ন ব্যক্তিকে ব্যবহারে
 বশীভূত করে ; সে সমস্ত কলসিদ্ধির পাত্র হয় । ২৬০৬

রাজকর্ম্যচারিগণ দীর্ঘ প্রবাসজনিত ক্রেশে কাতর হইয়া নিকট-
 সাহ হইয়া পড়িয়াছিল । ২৬০৭

যে উপভ্রাসসদৃশ ভিত্তি-বিহীন আকুল (বিশৃঙ্খল) কার্য
 সুব্যবস্থায় সংস্থাপন করিতে পারে, তাদৃশ অমাত্য প্রকৃত পক্ষেই
 দুর্লভ । ২৬০৮

সন্ধিবন্ধনের কথা শুনিয়া রাজসৈনিকসমূহ প্রভুর প্রসাদ
 উপেক্ষা করিয়া তৎকলাৎ স্ব স্ব গৃহভিমুখে প্রস্থান করিয়া-
 ছিল । ২৬০৯

তদ্বিক্রীতমবাপ্যায়ং লবতঃ কার্যমম্বয়ঃ ।

ধজাতাঃ স্বল্পসৈন্তস্বাদাস্নকৃতক্রাগতাসবঃ ॥ ২৬১০

প্রশোলীকলিতদশঃ প্রার্থিতাগমনাশয়া ।

তাহঃ সোভিহ্যোক্তংলান্দদস্তাবতাপদ্বয়ং ॥ ২৬১১

রথাক্রান্দিনী রাতিস্তেবাং কৃচ্ছ্রণ সাগমং ।

বিনা জীবিতসম্ভাসনত্বংকার্যমপশ্যতাম্ ॥ ২৬১২

প্রযত্নসংভূতে কৃত্যে নষ্টে মন্দতয়া দ্বিগুণঃ ।

অস্মৎসংভাবন দূরীকৃতবাক্যাদিরং প্রভূম্ ॥ ২৬১৩

লবত তাহাদিগের বিক্রীত অন্ন পাইয়া কার্যোপযোগী প্রদর্শন করিতে লাগিল, এজন্য ধন্য প্রভৃতি স্বল্প সৈন্ত লইয়া প্রাণসঙ্কটে পড়িয়াছিল । ২৬১০

তাহারা প্রার্থিত দায়াদ্বয়ের আগমনাশায় দুর্গদ্বারে নেত্র নিক্ষেপ করিয়া রহিল বটে, কিন্তু ডায়র সেই দায়াদ্বয়কে সমর্পণ না করিয়া সে দিন বিপক্ষদিগকে যত্নে দিতে লাগিল । ২৬১১

তাহাদিগের বিশাপ বিভাবরী চক্রবাকের রোদনরবে মিশ্রিত হইয়া অতিবাহিত হইল, তাহারা নিদাক্ষণ যাতনায় আত্মহত্যা বাস্তব উপহাসের দেখিল না । ২৬১২

ধন্য প্রভৃতির চিন্তে কার্য্যাসিদ্ধিনিবন্ধন বিবিধ কল্পনা উদ্ভিত হইতে লাগিল । কেহ বলিল “প্রচুর প্রয়াসে যে কার্য্য সিদ্ধপ্রায় হইয়াছিল, এখন বুদ্ধিবৈষম্যবশতঃ তাহা ভ্রষ্ট হইল, অতঃপক্ষে নিশ্চয়ই নষ্ট কার্য্যের অশুশাচনাত্মকে আত্মদিগকে উপহাসাস্পদ করিবে এবং যিনি আত্মদিগকে সাদরাসাধে সৎকার করেন এবং সর্বদা

নষ্টাশ্রুশোচনবাজাত্তত্বাক্রোধানহাসিনঃ ।

সদয়ং নো ক্রুৎঃস্বীকরিত্যন্তমজ্জিগঃ ॥ ২৬১৪

সন্তো যত্রাতারতমাত্তান্যন্তো নন্তপার্পণম্ ।

কার্যনিষ্ঠামপশ্যন্তঃ কুয়ুর্বেত্যপরেক্রবন্ ॥ ২৬১৫

মার্মমেতানং বিহিতবৎসন্তঃ সংমদ্য নৃণাহিতৈঃ ।

সিদ্ধসাধোভুনা দম্মাইগম্মান্ক্রবৎ স্থিতঃ ॥ ২৬১৬

অগ্নেতরাংস্ত সন্ধয়ানেবং তেবাং বিত্বতাম্ ।

দন্তানন্তত্বজ্যানিঃ প্রভাতা সা বিভাবয়ী ॥ ২৬১৭ কুল কন্ ॥

প্রাক্লেপ রাজহানীৎ বিকারঃ সাহসোন্মুগঃ ।

ডামরঃ কোটীমাকুল নিভে নম্রভৈষবর্শম্ ॥ ২৬১৮

আমাদিগের প্রতি সদয় অচরণ করেন, সেই প্রভুর বাৎসল্যভ্রংশ হইবে” । কেহ বা বলিল “এই সমুদ্রযাত্রায় তাহারা আমাদিগের ও তাহাদিগের মধ্যে ভারতন্য দেখিয়া বিবগ্নভাবে অবস্থান করিতেছে, তাহারা এখন আমাদিগকে অকৃতকার্য্য দেখিয়া লজ্জা দিবে।” অপর কেহ বলিল “দম্মারাজ বৈয়িগণের (গোঠন প্রভৃতির) সহিত মজ্জণা করিয়া এইরূপ প্রভারণাপূর্ব্বক সাধ্য সিদ্ধি করিয়া নিশ্চয়ই আমাদিগকে উপহাসিত করিয়া বসিয়া আছে।” এইরূপ জল্পনা ও কল্পনায় তাহাদিগের কারুণ্যদায়িনী যামিনী ঘাপিত হইল । ২৬১৩—২৬১৭

অনন্তর প্রভাত হইলে রাজহানীয (প্রধান বিচারায়ক) অলকার সাহসসংকারে দুর্গায়োঃণ করিয়া ডামরকে নীতি প্রয়োগ ও ভদ্র-প্রদর্শনে বশীভূত করিলেন । ২৬১৮

একাহং গমনে সোঢ়বিলম্বন্তত্র বাসরে ।
 লোঠনে ক্ষীণদাক্ষিণ্যঃ স গচ্ছেত্যত্রবীংক্ষুটম্ ॥ ২৬১৯
 উপকৃত্ত্বংস্তত্তত্তস্ত মানিপ্রক্ষাগনক্ষমম্ ।
 মানিনঃ কেপি কৰ্ত্তব্যং কীর্ত্তিব্যয়নিবহ্ণম্ ॥ ২৬২০
 কালঃ সোধং সকলজনতালোচনধর'স্তদায়ী
 নিত্যাগোকপ্রকটনপটঃ কিংতু সৎক্ষত্রিয়গাম্ ।
 অত্রশ্রামাভুঃমসিলতাস্ববর্ধসংগতাপি
 ব্যক্তং সক্তিঃ দিশতি রতসান্ন গুণেনোক্ষভানোঃ ॥ ২৬২১
 সংপ্রাপ্তবন্তি নহু মণ্ডলমেকমেব
 স্নাপ্যজয়ে সমরসীমি বপুস্ত হিহ্না ।
 চণ্ডাংশুমণ্ডলনখাভিমতানি কামঃ
 প্রেমার্দ্ৰ'নির্জরবধুকুচমণ্ডলানি ॥ ২৬২২

একদিন তাহার গমনে বিলম্ব সহ্য করিয়া অলঙ্কারচক্র সৌজন্য
 বিসর্জন দিয়া লোঠনকে 'প্রহান করুন' স্পষ্ট বলিল । ২৬১৯

তাহার পর কতিপয় মানী ব্যক্তি লোঠনকে অবসাদ ও অকীৰ্ত্তি
 কালনের জন্ত (নিম্নরূপ) উপদেশ দিতে লাগিল । ২৬২০

"ঈদৃশ সঙ্কটবহ সংগ্রামসময় অত্র লোকের পক্ষে নয়নের নিবিড়
 অন্ধকার বটে, কিন্তু প্রাণ স্পৃহা-রহিত সংক্ষত্রিয়গণের চক্ষে এই
 জনশ্রয় আলোক ; যে অসিলতা নবমেঘের তায় অসিতাকার
 (কৃষ্ণবর্ণ), তাহাই প্রভাবতী সুর-যুবতি সম্ভোগের ও জ্যোতির্ষয়
 মিহিরমণ্ডলের প্রাপ্তির হেতু । যুদ্ধজয়ে ভূপতিবর্গ একটি মাত্র
 মণ্ডল (রাষ্ট্র) লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু সমরাজনে শরীর পাত

নান্নিলংভভবেষ্টনোবশতলৈস্তলৈবদেতি ব্যাথা
 গ্রহিত্যচলিতেন চালামশুভিমর্মব্যাথা জন্ততে ।
 ক্রন্দদক্কুজনার্তনাদচকিতস্বাস্তং ন বা হীতে
 নবেতন্নরং সুখস্ত সুভগা কাপ্যেব সংপ্রাপ্তিভূঃ ॥ ২৬২৩
 মার্গৈঃ খড়্গলতাবিতানগহনৈর্বাহঃ পিতা তে দিব্য
 ভ্রাতৃভ্যামসিদ্ধেকণ্টকধনে ভ্রাতৃজিতা সদগতিঃ ।
 বংশকুশুমিমাং নিবেদ্য বভসাদিধনান্মুদ্রয়া
 বৃত্ত্যা বোয়সি বিশার্কমণ্ডলমিহ স্বাস্তং চ তেজস্বিনাম্ ॥ ২৬২৪
 সাত্বাত্ম্যং বিধিনোপনীতমসকুংক্লেবোন বদ্ধাবিতং
 তত্রাপি প্রশমোচিত্তে বয়সি যতসংচষ্টিতং বালবৎ ।

করিলে প্রভাপূর্ণ সূর্য্যমণ্ডল এবং শুরললনাগণের প্রেমসলিলসিক্ত
 কুচমণ্ডল প্রাপ্ত হইলেন । ১৬২১—১৬২৩

“এইরূপ সমুখ সংগ্রাহে তদুহ্যগ সুখ-সংপ্রাপ্তির ক্ষেত্র, ইহাতে
 বেটন (রজ্জু প্রভৃতি) বিকৃত রক্ষণব্যায় বেদনাতোষণ করিতে
 হয় না, গ্রহনমুহু হইতে প্রাণাকর্ষণের বর্ষস্পর্শিনী যাঁহা জন্মে
 না, বিংশী ক্রন্দনাকুল বজুকুলের কাঁতর শব্দে অন্তঃকরণ ক্ষোভিত
 করিতে পারে না ।” ২৬২৩

“আপনার পিতা অসিলত-জালজটিল পথ দিয়া স্বর্গধামে
 গিয়াছেন, ভ্রাতৃবর ছুরিকা-কণ্টকিত-বাননে ভ্রমণ করিয়া সুখসদনে
 উপনীত হইয়াছেন, আপনার বংশপরম্পরা যে পথে বাইয়া থাকেন,
 আপনি সেই পথে পদ প্রক্ষেপ করত আকাশস্থ আদিত্যমণ্ডলে এবং
 তেজস্বী জনগণের মানসে আসন গ্রহণ করুন ।” ২৬২৪

“যে সাত্বাত্ম্য বিধাতা বারংবার উপস্থাপিত করিলেও আপনি

প্রাশ্চিত্তমমুখ্য লক্ষমধুনা তদেধসাপাদিতঃ

না ভূজাজ্যমিবেতদপ্যশ্লভতঃ কৰ্ত্তব্যমুকশ্চ তে ॥ ২৬২৫

রাজ্যং প্রাপ্তমপি শ্রনইমসমোচ্ছিষ্টাশনৈর্ধাপিতঃ

কালঃ সৰ্বজনস্বয়ং বিষয়ে যাতা স্থিতির্হেতুতাম্ !

ইত্যাসীৎকিমিবোচিতং শ্রভবতো তিষ্কাচরস্মাপতে-

নিবার্জং তু তদশ্চ দেহবিবর্তৌ যেনৈব সর্কৌদ্রতঃ ॥ ২৬২৬

স তথোকেজ্জিতোপোজো নাদদে তেজসোজ্জিতঃ ।

ন জলত্যাগিসংক্ষেপ নিবীৰ্য বানরেক্ষনম্ ॥ ২৬২৭

শাস্তাহন্তস্ত সংবৃত্তনিজাভঙ্গ ইবার্জকঃ ।

ঐচ্ছহন্তস্তয়োদেগো রৌদিতুং প্রস্তুতধরম্ ॥ ২৬২৮

কাপুরুষতা বশতঃ হারাইয়াছেন এবং তাহাতে আবার বার্কিক্যে
বালোচিত আচরণ করিতেছেন, এখন বিধাতা তাহার প্রাশ্চিত্ত
আপনার নিকটে উপস্থানিত করিয়াছেন । হে বর্তমানজ্ঞানাক, রাজ্যের
আর এই কুশ্রীপা বিষয় বিসর্জিত দিবেন না ।” ২৬২৫

“প্রভাবপূর্ণ তিষ্কাচর ভূশতি রাজ্য লাভ করিয়া হারাইয়াছিলেন,
বিদগ্ধ ব্যক্তির উচ্ছিষ্ট ভোজনে জীবন যাপন করিয়াছেন, দেশে ওদীয়
অবস্থিতি সর্বজনস্বয়ের হেতু হইয়াছিল, তাহার শুভকর দেহাবসানের
সঙ্গে এই অকার্য্যমিচর লিঙ্গ প্রাপ্ত হইয়াছে, কিন্তু তিনি সেই
ভুলপাতে সর্বপেক্ষা উন্নত হইয়াছেন ।” ২৬২৬

উক্তরূপ উদ্দীপক বাক্যেও তাহারা পৌরুষবহিত লোঠনকে
উত্তেজিত করিতে পারিল না, কারণ বামদাহত নিকীৰ্য্য (জলনোপ-
করণ বাধা সহ্য সাধ্য) কাষ্ঠ ক্লিস-বোমে জলে না ।” ২৬২৭

তিনি ইহাতে সন্মোহিত হইয়া নিজাভঙ্গে শিশুর জায় আস্তব্য দন
করত ভয়ে ও উৎসর্গীয় বোধন করিতে উত্তত হইলেন । ২৬২৮

ভামরেনাং পিতং নেতুং প্রবৃত্তান্তং নৃপাশ্রিতাঃ ।

তাদৃশং বীক্ষ্য কারুণ্যাক্ষৈর্বাধানার্থমভ্যধুঃ ॥ ২৬১৯

মা বিধীতং ন দেবস্ত দয়াচক্রেদয়োজ্জ্বলে ।

হৃদি প্ররোহিতি শৈবরং বিকারতিমিহাক্রতা ॥ ২৬২০

স সৌজন্তসুধাসিন্ধুঃ স স্থিরত্বসুরাচলঃ ।

স প্রপন্নার্থিসংতাপচ্ছেদচন্দনপাদপঃ ॥ ২৬২১

পুণাং শুদ্ধা চ সংলক্ষ্য শরদীব দ্রাবাহিনীম্ ।

মূর্ত্তি তৌত্ত্বয়ং চেতঃ সনাধ'স্মৃত এব তে ॥ ২৬২২

নিষ্কলকৈর্দ শপুটৈর্বাণির্নিশেষং সভাজয়ন ।

চারিত্রং লাঘবভুবোপ্রিঃ স্যাস্তং সোপনেষ্যতি ॥ ২৬২৩

ভামর যে সকল বাচকর্মচারীর হস্ত তাঁহাকে সমর্পণ করিয়াছিল, তাহারা তাঁহা ক আনয়নকালে তাদৃশ ভাবাপন্ন দেখিয়া কারুণ্যপূর্ণ হইয়া সাস্থনা করিতে লাগিল । ২৬২৯

“আপনি বিষয় হইবেন না, সিংহদেবের হৃদয় দয়া-চক্ৰিকায় সমুজল; তাহাতে বিন্দুগজও বিকার (বিদ্রোহ) অকরকার নাই ।” ২৬৩০

“সৌজন্ত-সুধার সিদ্ধু হৈর্যো পুরগিরি, (সুরমের) এবং আশ্রিত জনের তাপাপনোদনে চন্দন-তরু ।” ২৬৩১

“শরৎ কালীন গঙ্গার জায় তাঁহার পত্রি ও নির্মল মূর্ত্তি সন্দর্শন করিলে আপনার ক্ষুদ্র চিত্ত শান্তি লাভ করিবে ।” ২৬৩২

“কলঙ্কহীন বংশজ্যোষ্ঠংগ যেক্রপ সমাদরযোগ্য; তাদৃশ সমাদর করিয়া তিনি আপনার শীতলজননিত সঙ্কেচ অপনয়ন করিছেন ।” ২৬৩৩

অপকর্ত্ব বন্যমান্দরমানঃ পরানপি ।

কমাপরীক্ষাহেতুত্বাৎস বেত্তি কুপকারিণঃ ॥ ২৬৩৪

উক্তেতি দ্বষ্টৈস্তৈলৌল্লভকূর্চা গৃহ্যতঃ ।

বাগবৎকলো গোষ্ঠোদ্ব্যক্কা ইব নির্যযৌ ॥ ২৬৩৫

নিভূষণং স্তানজীর্ণবস্ত্রশস্ত্রং নিরীক্ষতম্ ।

যুগ্মাদিকটমাদ্যন্তং ধত্তো হ্রীন্মতঃ দধে ॥ ২৬৩৬

দীর্ঘাম্পন্দেক্ষণং কক্ষঘ-বর্চং সবিশ্রমম্ ।

ব্যলোকয়দধোলুকমিব নষ্টং গুহাগৃহাৎ ॥ ২৬৩৭

রেজে ঠৈলশচলিত্তৈস্তঃ শিবিরোদীপিতানলঃ ।

ভূপপ্রতাপবর্ণশ্চ কমাস্তহসিবাগতঃ ॥ ২৬৩৮

“সিংহদেব অপকারী বিপক্ষদিগকেও বিপন্ন দেখিলে দয়া করিয়া থাকেন এবং স্বীয় কমাপরীক্ষার হেতু বোধ করি। তাহাদিগকে উপকারী মনে করেন ” ২৬৩৪

এই সমস্ত শাস্ত্রনা বাক্য শ্রবণে লোঠন জাখন্ত ও আনন্দিত হইয়া গোষ্ঠবিনির্গত দোহুত্যাগমন ঘণ বস্ত্রবিদ্বিষ্ট বৃদ্ধ বৃদ্ধের জায় স্থল শস্ত্র-রাজি সঞ্চালন করি। তাহাদিগের সহিত গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন । ২৬৩৫

যন্ত তাঁহাকে ভূষণবর্জিত, স্তান ও জীর্ণ বস্ত্রাবৃত এবং শস্ত্র-ধারণে যানারোহণে আগত দেখিয়া লজ্জায় নত বদন হইলেন । ২৬৩৬

তাহার পর যন্ত গুহানিষ্ক্রান্ত মূর্ত্তিমান পেচকের জায় তাঁহার দীর্ঘ ও নিম্পন্দ নয়ন ও নিবিড় ও বর্কশ শস্ত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন । ২৬৩৭

সৈনিকগণ যখন শিবিরে অগ্নি প্রদান করিয়া প্রস্থান করে, তখন

স্বক্কাবাবে গতে বর্ষভুৱাং প্রসভং নভঃ ।
 অমর্ত্যভাবে ভূভূবিশাং চিচ্ছেদ সংশয়ং ॥ ২৬৩৯
 প্রাশ্চ্যপতেজিমং তাবন্মিয়েরনুজ্জ্বিতাঃ স্ফণাং ।
 পিষ্টাতকাস্তর্গভাটাঃ প্রবিষ্টা ইব সৈনিকাঃ ॥ ২৬৪০
 এবমেকান্নবিংশেষে দশমাং শুক্লফালনে ।
 ন্যূনানুধৃষ্টদেখীয়ো নিবদ্ধো লোঠিনঃ পুনঃ ॥ ২৬৪১
 দীর্ঘপ্রবাসাদাঘাতং সংকটং কটকং পুনঃ ।
 নির্মমো হম্যমুত্তুঙ্গমাকৃণোচ মহীপতিঃ ॥ ২৬৪২
 যথোচিতং দাননানসংভাষণবিলোকনৈঃ ।
 সাতোষ্য বিহঙ্গমৈশ্চ ধাতাদীনৈঃ প্রকৃতাগতান্ ॥ ২৬৪৩

পর্বিত যেন রাজার প্রতাপরূপ সুরণের পরীক্ষা-প্রস্তরের (কটি
 পাথরের) দ্বারা প্রতীক্ষমান হইতে লাগিল । ২৭৩৮

স্বক্কাবার উল্লিখিত হইলে অম্বর অকস্মাৎ তুষার বর্ষণ করিয়া রাজার
 অলৌকিকত্ব বিষয়ে যেন লোকের সংশয়চ্ছেদ করিয়াছিল । ২৬৩৯

যদি পূর্বে হিমালী (বরফ) পাত হইত, তাহা হইলে সৈনিকেরা
 তন্মধ্যে মগ্ন হইয়া পিষ্টাতক (আবির) মন্যে প্রবিষ্ট পিপীলিকার দ্বারা
 ক্ষয় প্রাপ্ত হইত । ২৬৪০

এইরূপে লোঠিন উনবিংশ অঙ্কে ফাল্লনের শুক্ল দশমীতে উনযুটি
 বর্ষ বয়সে পুনর্বার বন্দী হইলেন । ২৬৪১

অহঙ্কারশূন্য জয়লিঙ্গ দীর্ঘ প্রবাস হইতে সমাগত কটকের সং
 কারের জন্ত অত্যাচ্ছ অট্টালিকায় আরোহণ করিলেন । ২৬৪২

দান, যান, সম্ভাষণ ও দৃষ্টিপাত দ্বারা রাজা সৈন্যদিগকে যথাযোগ্য

তেষাং পুনশ্চ নৌকিন্দমূল শিশুকরা ভট্টৈঃ ।

ভৃত্তেনানাসিকং বাসঃ প্রান্তেনাচ্ছাদিতাননম্ ॥ ২৬৪৪

নিভূষণশ্রোত্রপালিপ্রবিষ্টৈঃ শ্রুঙ্গলোমভিঃ ।

বলককটৈঃ প্রবাক্কাশ্য ক্রেশং কপোলয়োঃ । ২৬৪৫

উচ্চাবচোক্তিমুখরে পৌরলোকেশ্বরাস্তরা ।

ব্যাপারঃস্তং নেত্রাত্তৌ দীনস্তিমিততারকৌ ॥ ২৬৪৬

কাতর্যমৈশ্রভীক্কাঙ্কিসুদনক্কাটাক্ষিতম্ ।

বেপমানুনিদ্রাসঃ গাং শীতেনাদিতামিব ॥ ২৬৪৭

ক্রান্তাগিব ক্কাং পর্য্যটানিবাত্রীনুপতিতানিব ।

বিদম্ভং চ দিবং শোষ.....বদচ্ছদম্ ॥ ২৬৪৮

সমাদর করিয়া বিদায় দিলেন এবং সমাগত ধাত্র প্রভৃতির প্রতি দৃষ্টি দান করিলেন : ২৬৪৩

তাহার পর সঙ্গপ্রাক্ষণ ছারিপাল নিবেদন করিয়া প্রবেশ করাইয়া দিলে লোর্ডনকে রাজা দেখিতে পাঠলেন, কিন্তু তিনি (লোর্ডন) জনতায় বেঠন বশতঃ কষ্টে দৃষ্টিগোচর হইয়াছিলেন । সৈনিকগণ তদীর বাহ্যঙ্গমূলে হস্ত ত্রুস্ত করিয়াছিল এবং বস্ত্র প্রান্ত দ্বারা তাহার নাসিকা পর্যন্ত মুখমণ্ডল আচ্ছাদিত হইয়াছিল । ভূষণ-শুল্ক বর্ণরত্নের কোণ প্রবিষ্ট শুভ্র কৃষ্ণ শ্রুঙ্গলোম তদীর কপোল বৃগলের কৈল্য ক্রেশর উদ্গার করিতেছিল । পৌরগণ সময়ে সময়ে বিবিধ কল্পনা করিতে লাগিলে তিনি তাহাদিগের দিকে কাতর কটাক্ষ-পাত করিতেছিলেন এবং কাতর্য্য, মানি, ভয়, ক্রান্তি, ক্রুধা ও হারিদ্রের বিষদৃষ্টিতে ব্যথিত হইয়া শীতল গাভীর স্তাষ কাশিতেছিলেন । তিনি

নৈবিকো বাস্তবায়োজ্ঞ ধ্বাংস্তং বোধ্যং প্রবর্ত্ততাম্ ।
 রাজৌকোভ্যর্গতাং যাতং বাতা বা করতর্জিনম্ ॥ ২৬৪৯
 সর্সাপকারকদ্রাজঃ স্থাশ্চামি পূরতঃ কথম্ ।
 পদানি সংনিক্রদানং নিধর্য্যয়েতি পদে পদে ॥ ২৬৫০
 অস্তবৃগলম্ ।
 বহুলোকাবৃত্তয়া স্তোকসংলক্ষ্যৈগক্ষত ।
 প্রতীহারৈরধাবেচ্চমানং লোঠনমঙ্গনে ॥ ২৬৫১ কুলকম্ ॥
 ক্রসংজয়া বিতীর্ণাজো রাজা তামারুহোহ সং ।
 সভাং পারিধিবাস্তোজাগিষ প্রেক্ষকলোচনৈঃ ॥ ২৬৫২
 দৃষ্ট্যা নিদিষ্টান্মৌবীস্থিতিঃ পৃথ্বীভূজস্ততঃ ।
 অপ্রাক্ষ্যোংকিতিনিষ্কিপ্তজাহ্নুর্মুর্ধ্ৱাতিবগন্ধজে ॥ ২৬৫৩

ধরাকে বিচূর্ণিত, পর্ব্বতম'লাকে বিপর্য্যস্ত ও আকাশকে পতিত বোধ
 করিতে লাগিলেন এবং শিপাসায় তাঁহার মুখ শুষ্ক হইয়া গেল । তিনি
 রাজপ্রাসাদে গমনোন্মুখ হইয়া পদে পদে গতিরোধ করিয়া ভাবিতে
 লাগিলেন—“কোন দৈব বিঘ্ন বা নিবিড় অন্ধকার উপনীত হইক্ বা
 নিকটবর্ত্তী রাজপ্রাসাদ-ব্যাত্যাহারা বিচূর্ণিত হইক্, নচেৎ আমি
 সর্ব্বপ্রকারে রাজার অপকার করিয়া কেমন করিয়া তাঁহার অগ্রে এমন
 উপস্থিত হইব ?” ২৬৪৪—২৬৫১

রাজার ক্রভঙ্গীতে প্রবেশাজা পাইয়া তিনি (লোঠন)
 সভাবেদীতে বসন আরোহণ করিলেন, তখন দর্শকবৃন্দের নয়ন-পদ্ম
 ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতে লাগিল । ২৬৫২

রাজা নেত্রসংকোচ দ্বারা পার্শ্বদেশে তাঁহার অবস্থান নির্দিষ্ট

হস্তাঙ্কাজ্যামালয়া ললাটতটমানতম্ ।

সম্রাট সংক্রমনশ্রুত ততোঃনমসচ্ছিরঃ ॥ ২৬৫৪

রত্নোদধীজুবোঃ স্পর্শঃ পাণ্যোস্তাপং স চেতসঃ ।

দৌর্ভাগ্যমহরংখাস্ত্র ত্রীগুণীতলঃ ॥ ২৬৫৫

পুণ্যাস্ত্রভাবাংকারুণ্যভাজো ভূভূতুঃক্সমা ।

বিশ্বস্তসংভাবনয়া স স্ফণাংপশ্পশে হৃদি ॥ ২৬৫৬

মা ভৈষীমিতি দৃষ্টোক্তিঃ স্মৃৎ সংপ্রাপ্যাতীতি বাক্ ।

অগাস্তীর্ষেণ ভগ্নেব মহ্যনা যয়ি সধুনা ॥ ২৬৫৭

ইত্যুক্তে পূর্ববৈরাণাং ভবেদঘাটমং কৃতম্ ।

বাকবো নমসিত্যস্মিনূপগীহাস ইব স্ফণে ॥ ২৬৫৮

কবির দিলে লোঠন ভূতলে পাত্তিত জাগু হইয়া মন্তক দ্বারা তদীয়
চরণমরোজযুগল স্পর্শ করিতে প্রবৃত্ত হইলেন । ২৬৫৩

রাজা অভিমাননশ্র লোঠনের অবনত ললাটতট ধরিয়া মন্তক
উত্তোলন করিলেন । ২৬৫৪

রত্ন ও ওষধিবিঃশযবিশিষ্ট রাজহস্তস্পর্শে তাঁহার তাপ ও চন্দন
সদৃশ নীতল শরীর সহযোগে হৃর্তাগ্য অগনীত হইল । ২৬৫৫

প্রাক্তন পুণ্যপ্রভাবে ভূপতিকে কারুণ্যপূর্ণ বোধ করিয়া
তদুত্তরে লোঠনের হৃদয় বিশ্বস্ত (রাজার প্রতি) হইয়া
উঠিল । ২৬৫৬

“ভীত হইবেন না” বলিলে দর্প দেখায় “সুখে থাকিবেন”
বলিলে অসারোক্তি হয়, “আপনার প্রতি আমার ক্রোধ এখন নাই”
বলিলে পূর্ববৈর উঠিয়া বসে “আপনি আমাদিগের স্বজন” বলিলে
বর্তমান স্ফণে পরিণামের জায় হয়, “উৎপীড়িত হইয়াছেন” বলিলে

ক্লিষ্টো সীতি স্বপ্রতাপপ্রভাবাভাষণং ভবেৎ ।

ধাৎস্বতি ভূভূদৃষ্টান্ত নাপ্যায়ং তু গিরাকরোঃ ॥ ২৬৫২

ভিলকম্ ॥

অভ্যর্থনয়া পাদৌ স্পর্শং নময়তঃ শিরঃ ।

স স্পর্শং মোলিষু পুনগ্রহস্যাজিঘাংকরোঃ ॥ ২৬৬০

কা যোগ্যতা সংক্রিয়ায়াং মমেতি বদতা বলাৎ ।

অজিগ্রহং পিতৃব্যেণ ভাস্বলং স্বকরার্পিতম্ ॥ ২৬৬১

নম্রং দারেশমুচেভুচ্ছমো ব ভীতি সন্মিতম্ ।

দন্তং বর্ষ্টং চ পস্পর্শ ক্রষ্টং সর্বোদ বাহনা ॥ ২৬৬২

দাক্ষ্যাদাক্ষিণ্যগাস্ত্রীর্ষবিনয় ঐক্যবিভাব্য ভম্ ।

ভূভূদৃষ্টৈঃ পরীতঃ স্বং লোঠনোমত্ততাবরম্ ॥ ২৬৬৩

নিজ প্রতাপের গোঁরবোধ ঘোষণা হয়, এই সমস্ত ভাবিয়া কোন উক্তি দ্বারা রাজা তাঁহাকে তুষ্ট করিলেন না । ২৬৫৫—২৬৫৯

বিগ্রহ-রাজ অভ্যর্থন্য হইয়া অবনত মস্তকে রাজ পদস্পর্শ করিলে ভূপতি প্রসাদস্বরূপ চরণ সংযোগ দ্বারা তাহার মস্তকের সমাদর করিলেন । ২৬৬০

তিনি “আমি ‘সংকারের যোগ্য নহি’ বলিলেও স্বকরস্থ ভাস্বল বলপূর্বক পিতৃব্যকে গ্রহণ করাইছেন । ২৬৬১

সন্মিত বদনে “তোমাদিগের বহুশ্রম হইয়াছে” ইহা প্রণত দ্বারাধিপত্যিকে বলিলেন এবং বাম হস্ত দ্বারা দন্ত ও বর্ষ্ট (চক্ষু) কে স্পর্শ করিলেন । ২৬৬২

লোঠন জয়সিংহকে দক্ষতা, ঔদার্য্য, গাস্ত্রীর্ষ্য ও বিনয়াদি রাজগুণে অলঙ্কৃত দেখিয়া আপনাকে অশক্য বোধ করিলেন । ২৬৬৩

আদিত্য সাক্ষরং ধনমুখেনাথ ত্রপানতম্ ।

পিতৃব্যঃ প্রাহিণোদেষ প্রাজিকুবিনয়াজ্জলিঃ ॥ ২৬৬৪

অভিযোগে য এবান্ত নীতৌ শ্রিত্ততো দৃশম্ ।

মুখরাগঃ স এবান্তফলাবাণ্ডাবিপ্রুতঃ ॥ ২৬৬৫

নায়াতি বাড়বশিক্খধনেন তাপং ।

শৈত্যং হিমাঙ্গিপন্নসা বিশতা ন চাকিঃ ।

কশিচজ্জীকমনসাং সততং বিষাদ-

কালে প্রমোদসময়ে চ সমোমুভাবঃ ॥ ২৬৬৬

ক্রীতিত্বৈষৈজ্জীতিষোঃগ্যশ্চোপচারৈরক্ৰিয়মঃ ।

ক্রনাদ্রাজাহরলজ্জাং পৌরুষভ্রংশজীবয়োঃ ॥ ২৬৬৭

দায়াদোষ্ঠদয়াদেব রাষ্ট্রে কৃষ্টেপি মজ্জবিৎ ।

ভোক্তনোঃপিঞ্জবর্পন্ত দন্তং সোন্তরচিত্তয়ং ॥ ২৬৬৮

রাজা ধনকে সাক্ষর করিতে আদেশ করিয়া লজ্জাবনত পিতৃব্যকে
কৃতাজ্জলিপুটে স্তম্ভোত্তিত গৃহে প্রেরণ করিলেন । ২৬৬৪

সেই নীতিদর্শী সি হৃদেবের সংগ্রামারম্ভে যেক্রম মুখশ্রী ছিল ;
অবলাভেও তাহার বিন্দুমাত্র বৈলক্ষণ্য ঘটে নাই । ২৬৬৫

সিদ্ধ বাড়ব-বহির সম্ভাপে বিন্দুমাত্র তপ্ত ও হিমাগ্নয়ের সলিল
প্রবেশে শীতল হয় না ; বাহার গজীর নায়ক, তাহানিসের চিত্র
অর ও অর কালে সতত সমভাবে থাকে । ২৬৬৬

কৃপতি স্থির সৌহার্দে ও আভিযোগ্য বিবিধ অক্ৰিয় উপচারে
সেই পৌরুষভ্রষ্ট জীববয়ের ক্রমে ক্রমে লজ্জা বিসর্জন
করাইয়াছিলেন । ২৬৬৭

অজ্ঞ (মজ্জপাশেতা পক্ষে সর্পবর পাশদর্শী বিষবৈজ্ঞ)

প্রবাসায়াসভীত্যা শৈল্যাক্রমংরস্তসংক্রমৈঃ ।

জিগীত্বিবিধবচ্ছৈশ্চক্রে যদ্বিশ্রুতাগরঃ । ২৬৬৯

সল্লংগঃ স তু বিস্তীর্ণক্কুন্ডাচ্ছূক্লগৃহে বসন্ ।

পিতৃবাবিগ্রহোদন্তমুপলোভে ন কংচন ॥ ২৬৭০

রাজা গৃহীত্বাংকারডামরাস্তিকমাগতম্ ।

পৃষ্ঠাধীক্ষাভদ্ভ্রোহদ্ভ্রোহসংভাবনস্তদা ॥ ২৬৭১

দদর্শ চ ক্রমাদ্ভ্রতয়া দুর্লভ্যবিস্মৃতি ।

স্বক্কাবারং বন্ধুমাংসং মার্গে নগরগামিনি ॥ ২৬৭২

অজ্ঞাতেন বিদূরত্বাংপিতৃব্যেণাশ্রিতং ততঃ ।

যুগাং চাসৌ ধনুঃপটযুগায়োরন্তরৈকত ॥ ২৬৭৩

রাজা সেই দায়াদৃষ্যের ওষ্ঠযুগল হইতে রাষ্ট্র উদ্ধার করিলেনও মনে মনে ভোজকে বিদ্রোহ ছুজকের বিষমস্ত বুঝাছিলেন । ২৬৬৮

কারণ, প্রবাসজনিত প্রয়াসভয়ে স্বপক্ষগণ যুদ্ধযাত্রায় বিলম্ব করাতে অবশিষ্ট শত্রুরা উদ্যতী রাজাকে জাগরণেরত (উৎকর্ষিত) করিয়া তুলিয়াছিল । ২৬৬৯

ভোজও খল হইতে নিস্তীর্ণ হইয়া শূল গৃহে বাস করিয়া পিতৃব্য (লোঠান) ও বিগ্রহবাজের কোনই বৃত্তান্ত জানিতে পারিল না । ২৬৭০

কিন্তু যখন কলকারচক্রকে ডামরের সমীপে আনিতে দেখিল ; তখন ভাহার মনে অপকারাশঙ্কা উদিত হইল । ২৬৭১

পরিশেষে নগরাহিমুখ পথে শ্রেণীবদ্ধ শিবির সৈন্যকে বাইতে ও ক্রমে দূরে গিয়া লক্ষ্য বহির্ভূত হইতে দেখিল । ২৬৭২

আবার সে ধনু ও যন্ত্রের বানদ্বয়ের মধ্যভাগে পিতৃব্যকে,

অচিন্ত্যঃ কো হেতুঃ কটকপ্রস্থিতে রিতঃ ।

যুগ্যাক্রান্ত কোথ জাতৃতীয়ো ধন্যবর্ষয়োঃ ॥ ২৬৭৪

পৃষ্ঠন্তেনা বদৎকশ্চিৎপামরোধ প্রমোদভাক্ ।

সংঘিনিবদ্ধো নগবৎ গতো লোঠনবিগ্রহো ॥ ২৬৭৫

সংদেহোজহন্তজ্রোহো ভয়মুন্মথতাং ব্রজেৎ ।

জাতিস্নেহেন তস্তাসীদুহুর্জমপহতিতম্ ॥ ২৬৭৬

সৈন্তে গতে শূন্ততয়া মিলিতৈবিহগৈঃ সরিৎ ।

কবস্তিস্তেন তৌ নীতৌ ক্রন্দতৌব ব্যকল্পত ॥ ২৬৭৭

শিবিকাক্রান্ত দেখিতে পাইল, কিন্তু দূরত্ব নিবন্ধন তাহাকে সে চিনিতে পারিল না । ২৬৭৩

সে ভাবিতে লাগিল “এখান হইতে কটকের প্রস্থানের কারণ কি ? ধন্য ও বর্ষচন্দ্রের মধ্যে তৃতীয় ব্যক্তিই বা কে ?” ২৬৭৪

অনন্তর তদীয় প্রশ্নের উত্তরে কোন ইংরাজ লোক প্রকৃত মুখে বলিল যে, সন্ধিবন্ধন হইয়া গিয়াছে, লোঠন ও বিগ্রহরাজ রাজধানীতে বাইতেছেন । ২৬৭৫

তাহাতে তাহার সন্দেহ অপনীত এবং জাতিস্নেহে দ্রোহ-ভয় যুদ্ধের জন্ত দুরীভূত হইল । ২৬৭৬

রাজসৈন্য প্রস্থান করিলে বিহগকুল বিরলতা বশতঃ মিলিত হইয়া নদীকূলে উচ্চৈঃস্বরে রব করিতে লাগিল ; তাহা যেন বন্দীস্বরের ক্রোশে কাতরা নদীর বোদন বলিয়া ভোজ বোধ করিয়াছিল । ২৬৭৭

লব্ধ এব মে দধ্যাক্ষ্যাহংস্থমবেত্য তে ।
 পূৰ্ণৈঃষুধাভ্যাস্তাঃ ক্রমাক্ষ্যাবধেতি সঃ ॥ ২৬৭৮
 স্বং নেতুং পার্থিবচমুং প্রত্যাবৃত্তাং নিনাদিনীম্ ।
 ক্ষতেস্তাভ্যাস্তরা ঘোষে নিবৰ্ণাণামশকত ॥ ২৬৭৯
 অথাভ্যাস্ত জীমূতবিতীর্ণতিমিরং জগৎ ।
 বধ্যামধ্যংদিনেনেব নিশীথব্যয়িতশ্চিহ্না ॥ ২৬৮০
 রাধমাসাবধি দধুস্ততঃ প্রভৃতি বারিদাঃ ।
 দীক্ষং কোণাং তুযারৌঘসজ্জাস্ত্রণকর্মণি ॥ ২৬৮১
 বিস্তরাত্যভব্যাহং নিবৰ্ণণ্যো হ্রিয়োজ্জিতঃ ।
 নিন্দনুশ্রমিতি ভোক্তাগ্রে ততো দম্মাকপাবিশং ॥ ২৬৮২

তাহার পর ভোজ ভাবিতে লাগিল “লব্ধ (অলকারচক্র)
 আমাকে বিপক্ষ হস্তে অর্পণ করিবে; যন্ত্র প্রভৃতি ক্রমে আমাকে
 অজ্ঞাত্য জানিয়া পুনর্ব্বার ধরিয়া ফেলিবে।” ২৬৭৮

তখন মধ্যে মধ্যে নির্ঝর রব তাহার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইলে
 তাহাকে ধরিবার জন্য প্রত্যাগত রাজসৈন্যের কোলাহল মনে করিয়া
 সে বিকল হইত। ২৬৭৯

অনন্তর মেঘমালায় আকাশ আচ্ছন্ন হওয়ায় জগৎ অন্ধকারে
 আকীর্ণ হইল, মধ্যাহ্ন যেন বিভাবরী শ্রীধারণ করিল। ২৬৮০

তদবধি বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত বারিদবৃন্দ পৃথিবীতে তুযার বর্ষণ-
 রূপ ধজে ভ্রমী হইয়াছিল। ২৬৮১

তাহার পর “আমি বিশ্বাসি বিনাশী নিষ্ঠুর এবং নির্জঙ্ঘ” এই
 বলিয়া অলকারচক্র নিজ নিন্দা করত ভোজের সঙ্গে উপবেশন
 করিল। ২৬৮২

সময়্যাপেক্ষাক্ষোভো মদ্যং সংস্তভ্য সালংহণিঃ ।

সাস্বয়নিব নাস্ত্যাগস্তবাজেতি জগাদ ঐম্ ॥ ২৬৮৩

উচে চ সংশ্রিতাপত্যজ্ঞাত্যাগাপদগতং ত্বয়া ।

জাতুবেতৎকৃতং তত্র গর্হাং নার্হসি কস্তচিৎ ॥ ২৬৮৪

তব দ্রোহস্পৃহা জ্ঞাচ্ছেন্ন নৃশংসঃ তদেদ্যমি ।

পরকৃত্যভবন্তমাদিয়ং কালানুরোধতঃ ॥ ২৬৮৫

রাজ্ঞচ হর্ষভূতর্ভবংস্তা ইব ন বা বধম্ ।

উচ্ছেদ্যঃ কিংতু সংযম্যা রাজধর্ম্মানুরোধিনঃ ॥ ২৬৮৬

স্বস্তাখ্যাতিশয়োর্বাদা রাজ্ঞচাধর্ম্মগামিতা ।

শেষং মাং বক্ষতা হস্ত নিষিদ্ধা ধীমতা ত্বয়া ॥ ২৬৮৭

ভোজ অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া যেন অক্লান্ত চিন্তা হইয়া
“তোমার অপরাধ নাই” এই বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা করিল । ২৬৮৩

এবং বলিতে লাগিল আশ্রিত, অপত্য ও জ্ঞাতি প্রভৃতি বিপন্ন
হওয়াতে তাহাদিগের আশ্রয় তুমি বাহা করিয়াছ, তাহা কোনজনকে
নিন্দনীয় নহে । ২৬৮৪

“তোমার যদি বিশ্বাসকে বলিদান করিবার, বাহ্যে থাকিত, তাহা
হইলে আমার প্রতি দয়া দেখাইতে না ; তবে পরে বাহা করিয়াছ,
তাহা কাগুরুত-বাহ্যতা-বশে ।” ২৬৮৫

“ভূপতি রাজধর্ম্মের মর্ম্মজ্ঞ, এজন্য তিনি হর্ষরাজের সন্তানের
জার আবাদিগের উচ্ছেদ সাধন করিবেন না, কিন্তু শাসনে
জাখিবেন ।” ২৬৮৬

“তোমার বুদ্ধিকে ধস্ত বলিয়া গণ্য করি, কারণ আমাকে তুমি

ইত্যুক্তবস্তং তং ত্যক্তলজ্জাভার ইবাবদৎ ।
 সাক্ষী কমেব সৰ্বত্র মমেতি সহতাং স্তব্ধং ॥ ২৬৮৮
 ক্ষণেন চ প্রহিণু মীমধুনে ভাভিদায়িনম্ ।
 তমেব হিমবৃষ্টান্তে বর্ত্তাসী হ্যুক্তবান্ যযৌ ॥ ২৬৮৯
 অগ্নি দম্ম্যাবিপৰ্য্যন্তেন্নত্যা জা-ন্নভোজনম্ ।
 ভোজহর্যেতি কেনাপি কথিতো ব্যাধিতাশনম্ ॥ ২৬৯০
 স্পৃশংস্চারণ চিরং প্রাপ্তমিদং বিক্রীতমিতি ।
 ধ্যানেন্জাতিতাদৃকংসং তয়োভুক্তমনন্তত ॥ ২৬৯১

পশ্চাতে রাখিয়া আপনার অগ্যাতি, সেই ছুই জনের বিপত্তি এবং
 রাজার অসদাচরণ নিবারণ করিয়াছ ।” ২৬৮৭

ভোজ এইরূপ বলিল দম্ম্য যেন লজ্জাভার হইতে বিমুক্ত হইয়া
 তাঁহাকে প্রশংসা করত “আপনি আমার সৰ্ববিষয়ে সৰ্বদা সাক্ষী”
 ইহা বলিল । ২৬৮৮

“আমাকে এখন ছাড়িয়া দাও” এই ভোজবাক্য শুনিয়া “তুমার
 বর্ষণের বিষয়ে তাহাই করিব” এই বলিয়া সে (দম্ম্য) চলিয়া
 গেল । ২৬৮৯

“আপনি ভোজন না করিলে সে (অলঙ্কার) আপনার জ্যেষ্ঠ
 বুদ্ধি বিরোধী হইবে” কোন ব্যক্তির এই উক্তি শুনিয়া ভোজ
 ভোজন করিলেন । ২৬৯০

অনেক দিনের পর অন্ন পাইয়া স্পর্শ করিয়া তিমি জাবিলেন
 “এই সেই বিক্রীত অন্ন, সেই দাশাদবয়ের দেহ-মাংস ভোজন
 করিলাম ।” ২৬৯১

দস্যস্ত হিমবৃষ্টেষু স্বাং প্রবেশ্যামি নিশ্চয়াৎ ।

স্বো বাজঃ বেতি কথয়ন্তৌ মাসৌ ন যুযোচ তম্ ॥ ২৬৯২

মাং জ্ঞাৎবেহ হিতং রাজ্ঞা কৃতারকৈর্হিমাভ্যয়ে ।

বিক্রীণাত্যেব মৎস্বতি ভোজোদাদগমনে স্বরাম্ ॥ ২৬৯৩

মিথং যং যং নিষেধায় গমনান্নোদপাদয়ৎ ।

দস্যস্তং তং সমুচ্ছেষ্য সাপরাধং ব্যপত্ত তম্ ॥ ২৬৯৪

উজোনান্নো বলহবাৎসংজাতং ভাদ্রমাতুরঃ ।

অভ্যধাবাল্যমাশাত্ত লবকবলকাবৃতঃ ॥ ২৬৯৫

এদিকে দস্য “ভুষার বর্ষণের বিরামে স্বগৃহে অবশ্য পাঠাইয়া দিব’ এই বলিয়া ‘অস্ত্র কিংবা কল্য’ করিয়া দুই মাস মধ্যে তাঁহাকে ছাড়িয়া দিব না । ২৬৯২

ভোজ চিন্তা করিতে লাগিলেন “আমাকে এখানে অবস্থিত জানিয়া জগতীপতি অভিযানে উত্তত হইলে অলঙ্কারকে (দস্য) আমাকে রাজকীয় করে বিক্রয় করিবে” এইরূপ কল্পনা করিয়া তিনি গমন করিতে স্বরাধিত হইলেন । ২৬৯৩

ভোজ তাঁহার প্রস্থানের জন্ত যে যে ছলনা অবলম্বন করিয়া ছিলেন, দস্য সেই সেই ছল ছেদ পূর্বক তাহার নিবারণার্থ তাঁহাকে কোষ দিতে লাগিল । ২৬৯৪

একঃ মাঘা বলহর হইতে উৎকৃষ্ট নারীর গর্ভে রাজবদনের জন্ম হয়, সে বাল্যকালে লবমান কল্যাণবরণে (কণ্ঠে) কাটাইয়া ছিল । ২৬৯৫

ভেজোবিস্কুর্জিতাংস্তত্তরীরাংকর্ষকযোপলে ।

দ্বৈরাজ্যে সৌমস্লে সৈন্তে পণ্ডিতপাবনতাং গতঃ ॥ ২৬৯৬

পিতুরাশ্রুতয়া রাজ্ঞা বর্কিতস্তদনস্তরম্ ।

এবেনকার্দিববয়াদীকারিত্বং ক্রমাক্রজন্ ॥ ২৬৯৭

বিমুখে রাজ্ঞি নাগেন খুয়াশ্রমভূবা কৃতে ।

তং রাজবদনো নাম বিজিঘৃক্ষু যরক্ষ তম্ ॥ ২৬৯৮ কুলকম্ ।

আনৃশ-শ্রং ভূত্যাভাবদলবত্তত্মাশ্র চ ।

প্রত্যরস্থিত্যসামর্থ্যং রাজ্ঞি সর্বে শশঙ্কিরে ॥ ২৬৯৯

অতোলংকারচক্রেণ কুর্ষতাত্যর্থমর্থনাম্ ।

দ্বৈরাজ্যেচ্ছো রাজবীজী তদা ন স সমর্প্যত ॥ ২৭০০

যুগ্মম্ ॥

সে সুসল রাজার সৈন্তে প্রবিষ্ট হইয়া বীরবৃন্দের বীৰ্য্য-পরীক্ষায়
দ্রুকে বিশেষ তেজঃ প্রকাশ দ্বারা প্রতিযোগিগণের উপরে
উঠিয়াছিল । ২৬৯৬

তাহার পর জয়সি হ তাহাকে জনকের বিশ্বাসযোগ্য কাব্যসমূহের
ভার দিয়া উন্নত পদে উঠাইয়াছিলেন । ২৬৯৭

খুয়াশ্রমবাসী নাগ নামক ব্যক্তির প্রতি ভূপতি বিরক্ত হইলে
রাজবদন রাজদ্রোহী হইয়া তাহাকে (নাগকে) রক্ষা করে । ২৬৯৮

রাজবদন রাজভৃত্য এবং লবত্ত নহে, সুতরাং সে রাজার প্রতি-
যোগিতা করিতে পারবে না, ইহাই সকল লোকের ধারণা ছিল । ২৬৯৯

এই কারণ অলংকারচক্র সেই রাজদ্রোহীর (রাজবদনের)
হস্তে পুনঃ পুনঃ প্রার্থনাসত্ত্বেও রাজদায়াদ ভোজকে সমর্পণ করে
নাই । ২৭০০

নীতঃ প্রত্যক্ষতাং দূরস্থিতেপ্যদয়নে স তম্ ।
 বিস্মৃষ্টবতি হৃৎকৃত্যক্তুমেনং ন সৌশকৎ ॥ ২৭০১
 রাজ্ঞা কৰ্ত্তুং বিনিময়ং ভোজস্ত প্রহিতো ধনৈঃ ।
 প্রাপ্য ব্রহ্মামলংকারো বিষয়াধিকৃতস্ততঃ ॥ ২৭০২
 তৎপাশ্বমুত্ততং গজং মাং সমুৎসৃজ্য যাসি চেৎ ।
 ভক্ষ্যামি তদন্বনেবমুচে ভোজস্ত ডামরম্ ॥ ২৭০৩
 স্বহৃৎ প্রভাতে ব্রক্ষ্যামীত্যেতাবমাত্র জল্পতি ।
 কোট্টাদিকৃৎত্বৈব নিশস্তর্য্যগ্রামে বিনির্ঘয়ো ॥ ২৭০৪
 ঘনবর্ষ্যপ্যমর্ষণে মার্গাশ্বেষী গবেষণম্ ।
 যাবচ্চক্রে ক্ষপাস্তে তং তাবচ্ছ্রাব নির্গতম্ ॥ ২৭০৫

যদিও উদয়ন দূরস্থ হইয়া ভোজকে মুক্তি দিয়াছিল, কিন্তু
 স্পষ্ট স্রোহী ডামর তাহাকে ছাড়িতে চাহিল না । ২৭০১

তৎপরে জনপদ কৰ্ম্মাধ্যক্ষ অলঙ্কার (ক) ব্রহ্মায় উপনীত হইল ;
 রাজা অর্থদ্বারা বিনিময়কারে ভোজকে গ্রহণ করিবার জন্ত তাহাকে
 পাঠাইয়াছিলেন । ২৭০২

তখন ডামর অলঙ্কারসমীপে যাইতে উত্তত হইলে ভোজ
 তাহাকে বলিল “তুমি যদি আমাকে ছাড়িয়া দিয়া যাও, তবে আমি
 প্রাণত্যাগ করিব।” ২৭০৩

অলঙ্কারচক্র “পরাদন প্রভাতে আপনার সহিত সাক্ষাৎ
 করিব” এই মাত্র বলিল, ভোজ কিন্তু কিছু না বলিয়া নিশাশেষে হুগ্ন
 হইতে নির্গত হইল । ২৭০৪

যখন, যামিনীশেষে ভোজ অধীর হইয়া অবিরল কুটি সন্বেও

(ক) এই ব্যক্তি বিচারাদ্য অলঙ্কারচক্র নহে, কিন্তু অলঙ্কার নামা জেলার
 ভারপ্রাপ্ত কৰ্ম্মচারী ।

অসাধ্য প্রতিমোদোথ তম্নহ্নুজগাম সঃ ।

প্রস্থিতং শারদাদেবীস্থানং যাবন্মিতাহুগঃ ॥ ২৭০৬

একসার্বগতো জাতী বিনা তৌ জ্ঞাতিমোষিতাম্ ।

দাক্ষিণ্যাদক্ষমঃ স্বাতুমগ্রে সাংগা ভবন্নিব ॥ ২৭০৭

প্রবচাঃ পঞ্চবান্‌বান্‌দ্বাদাদারদ্ধিমেষ তু ।

যুবাণ্যকল্পঃ কৌলীন্যমিতি যন্ত চ চিত্তদ্বন্দ্ব ॥ ২৭০৮

ভ্রূণাণ্ডগমনে খণ্ডিতেচ্ছঃ সংশ্রিত্য দারদান্ ।

সংযুগ্মস্বম্‌ধ্বমীরোধসা মার্গমগ্রহীৎ ॥ ২৭০৯ তিলকম্ ॥

কাপি শ্রানাস্থমচ্যাপ্রিযত্বাদংষ্ট্রাকুরোৎকটান্ ।

কচিৎককপ্রকাশালকালপাশাককারিতান্ ॥ ২৭১০

পথ অন্বেষণ করিতেছিল, তখন দম্ভ্য তাহার পলায়নবার্তা শুনিতে পাইল । ২৭০৫

দিবারম্ভে সে অল্পসংখ্যক অমুচর সঙ্গে লইয়া ভোজের পলায়ন-পথের সারদা দেবীর মন্দির পর্য্যন্ত অমুসরণ করিল, কিন্তু তাহার গতি-রোধ করিতে পারিল না । ২৭০৬

সমবেতভাবে সমাগত জ্ঞাতিষয়কে ছাড়িয়া তিনি অপরাধীর ভায়ে কুষ্টিভাঙা-করণে জ্ঞাতি-গৃহিণীগণের অগ্রে উপস্থিত হইতে পারিলেন না এবং ‘বৃদ্ধ (লোঠন)’ পাঁচ ছয় বার রাজ্য অাক্রমণ করিয়াছে, তিনি যুবা হইয়াও তাহা পারিলেন না’ শ্রবের এই নিন্দা মনে করিয়া ভ্রূণাণ্ড গমনের ইচ্ছা ত্যাগ করিয়া দারদমিগকে আশ্রয় করিয়া বণালসায় মধুমতীর ওট-পথ অবলম্বন করিলেন । ২৭০৭—২৭০৯

গন্তব্য পথে বিষম শীতপ্রযুক্ত তাঁহার নিদারুণ ভ্রূণোণ্ড উপস্থিত হইয়াছিল । কোথাও কুতাহ্নদন্ততুল্য হুচীমুখ প্রস্তররাশি

প্রভৃদ্ধিমসংঘাতগজবাহোবশান্ধচিং ।
 কাপি নির্বরফুৎকারনারাচক্ষুতবিগ্রহান্ ॥ ২৭১১
 কচিংসুস্পর্শপবনস্পষ্টশ্ফুটদম্বধান্ ।
 কাপাতপক্ষতহিমক্যোতিনিহতদৃপথান্ ॥ ২৭১২
 দূরাবরোহে প্রস্বতে শ্ফুটমপ্রস্বতে বিদন ।
 উধ্ববরোহমসকৃন্মত্মমানোপাধোগতেঃ ॥ ২৭১৩
 তুষারকালবিঘমান্ঘটসন্তান্পথি বাসরাম্ ।
 উল্লেখ্য স দরজাষ্ট্রনীমাস্তগ্রামমাসদৎ ॥ ২৭১৪ কুলকম্ ॥
 গুঢ়াপিতাস্রসামগ্রীহতা কিংচন্ডলাঘবম্ ।
 তং হৃদ্ধঘাটকোটেশঃ প্রণমানয়দধ্যাতাম্ ॥ ২৭১৫

কোথাও প্রভাকর জলদজালে রুদ্ধ হওয়ায় কাল নিশাক্রপী ঘোর
 অন্ধকার, কোথাও গজরাজরূপে তুষার স্তূপ পতিত । কোন-
 স্থলে নির্বরধারায় দেহ ক্ষত বিক্ষত হইতে লাগিল ; কোথাও
 মর্ম্মভেদী সমীরণস্পর্শে শরীরের চর্ম্ম শ্ফুটত হইল এবং কোথাও
 বা আতপাহত তুষাররাশি প্রথরাকারে পরিণত হইয়া নেত্রপীড়া
 জন্মাইতে লাগিল । তিনি বিস্তীর্ণ পথকে সঙ্কীর্ণ এবং
 অবরোধকে (অধোগমনকে) আরোহণ (উর্দ্ধগমন) বুঝিতে
 বুঝিতে তুষারকালমূলত বিপত্তি-জটিল পার্শ্বত্যা পথ অতিক্রম
 করিয়া ছয় সাত দিনে দরদ্ রাজ্যের সীমান্ত গ্রামে উপনীত
 হইলেন । ২৭১০—২৭১৪

হৃদ্ধঘাটের কোটাধিপ নিজ ব্যবহারার্থ সামগ্রী গোপনে, প্রণতি
 সহকারে তাঁহাকে অর্পণ করিয়া সংকার করিল । ২৭১৫

দূরস্থিতো বিড্‌দনীহন্তদুতৌক্তদাগমম্ ।
 প্রক্রিয়াং প্রাহিণোচ্ছত্রবাদিত্রাষ্টা নৃপোচিতাম্ ॥ ২৭১৬
 আদিষ্টদিষ্টবুদ্ধিশ্চ রাষ্ট্রে কোটাধিপেন সঃ ।
 অবায়য়ং স্বকোশস্ত্র স্বামিত্বং রাজবীজিনঃ ॥ ২৭১৭
 রাজায়মানো ভোজোথ রাজবাসগতোচিতম্ ।
 আনিত্তে রাজবন্দ্যপত্যেনাভ্যত্যা পক্ষতাম্ ॥ ২৭১৮
 স পিত্রৈকাস্ততো রাজোভিন্নেন প্রহিতোত্তুকম্ ।
 তেনাভ্যায়িনিীং যুগ্মপাশাশ্রয়পনোপমঃ ॥ ২৭১৯
 কার্য্যগৌরববিশ্বাসাভাববাতিকরোচিতম্ ।
 সংদিশ্য প্রাহিণোক্তং স ম স্বীকুর্কম চোৎস্বজন ॥ ২৭২০

দূরবর্তী বিড্‌দনীহ তদীয় দূতমুখে তাঁহার আগমন বার্তা শুনিয়া
 রাজোচিত ছত্র, বাজবহাদি পাঠাইয়াছিলেন । ২৭১৬

তিনি স্বায় দুর্গাদাক্ষ দ্বারা ভোজের অভিনন্দন করিয়াছিলেন এবং
 তদীয় হস্তে স্বায় ধনাগার হস্ত করিলেন । ২৭১৭

ভোজ রাজপ্রাসাদে রাজার স্থায় অধিষ্ঠান ও অহুষ্ঠান করিতে
 লাগিলে রাজবদনের পুত্র তাঁহাকে প্রণতি প্রদর্শন করিয়া পিতার
 পক্ষ হইবার জন্য প্রার্থনা করিল । ২৭১৮

তাঁহার পিতা রাজী হইতে বিছিন্ন হইয়া তাহাকে প্রেরণ
 করিয়াছিল এবং ভোজ তাহাকে কুটিল নীতিবিদ্ বলিয়া
 বুঝিয়াছিলেন । ২৭১৯

বিশ্বাসের ও কার্য্যের গুরুত্ব ভ্রংশ হইলে যেক্রপ হয়, তক্রপ
 বাক্যলাপ করিয়া তিনি তাহাকে বিদায় দিলেন, ভাগ বা স্বীকার
 কিছুই করিলেন না । ২৭২০

কিমাপ্তোহং কিমেকান্তভিন্নো রাজঃ শনৈরিতি ।
 মাং জ্ঞাস্তসীতি তং দৃষ্টেঃ স রাজবদনোহবদৎ ॥ ২৭২১
 তস্ত দাত্যঃ দর্শয়িতুং গোত্রিবৈরিমিষাম্মপে ।
 ক্রবাণেথ বিদোষকং নাগাত্তৈবজ্জহীক্ৰণে ॥ ২৭২২
 সামগ্রী নঃ শনৈঃ সৈর্য্যং ততঃ সাম্যমথ ক্রমাৎ ।
 আধিক্যং চাদধে তেষাং বিগ্রহৈঃ সৈর্য্যানিষ্ঠুঃ ॥ ২৭২৩
 তথা প্রতিষ্ঠাং স প্রাপ ততাপূর্ব্বস্ত ভূমিজাঃ ।
 দাত্তমেতা যথা ক্রীড়া' নাগনাগস্ত বাক্রবাঃ ॥ ২৭২৪
 স হি ত্যাগক্ষমাস্তভালোভাদিগ্ণভূষিতাম্ ।
 অভিঃম্যোহবম্মহ্যাত্তভূতিরিবেগ্মিয়ন্ ॥ ২৭২৫

তাহার পর রাজবদন দূত দ্বারা তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল "আমি
 ভূপতির বিশ্বস্ত বিৎস্ব। তাঁহা হইতে নিতান্ত ভিন্ন, ইহা আপনি ক্রমে
 জানিতে পারিবেন ।" ২৭২১

তাহার পর সে তদীয় দূত প্রতিজ্ঞা ভোগকে দেখাইবার জন্য
 জ্ঞাতিবিশেষ ছিলে রাজ-বিসিষ্ট নাগ প্রভৃতির সহিত সময়ে প্রবৃত্ত
 হইল । ২৭২২

সেই একাগ্র ব্যক্তি ক্রমে উপকরণ, তাহার পর শক্তি সঞ্চয় করিয়া
 তাহাদিগের সমকক্ষতা এবং সংগ্রাস দ্বারা আধিক্য লাভ
 করিল । ২৭২৩

সেই অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি একরূপ প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইল যে,
 নাগের স্বদেশবাসী বহুগণ তাহার দাসত্ব করিতে লজ্জা বোধ
 করে নাই । ২৭২৪

রাজবদন নবোত্থানশালী হইয়াও দাতৃত্ব, সহিষ্ণুতা সারল্য ও

হৈৰ্য্যং পৃথীহরাদীনাং সাশ্রুধাণাং ন কোতুকম্ ।
 আডম্বরো নিরালম্বস্তাত্ত্ব স্ত্যস্ত বিস্তৃতঃ ॥ ২৭২৬
 গ্রন্থমপুথুগানবৃদ্ধাংশ্চৌরাটবিকষোষিকৈঃ ।
 ক্রান্তগ্রামোধ তন্তো স ভোজাদীনপ্রতিপালয়ন ॥ ২৭২৭
 জহরন্তোত্তসংঘর্ষসেপ্যামাতামতেন বঃ ।
 ততো লুপ্তিপ্রিয়াদ্বা নীতিমত্রেপি ডামরাঃ ॥ ২৭২৮
 উদঘাতধ্বংসিনাং বিপ্লবেচ্ছা গোঠনবন্ধনে ।
 যাদাভেবাং তদানী সা জগাম শতশাপডাম্ ॥ ২৭২৯

নিঃস্পৃহতা প্রভৃতি গুণের দ্বারা চিরপ্রতিষ্ঠা জনের স্তায় শক্তি-
 সঞ্চালন করিয়াছিল । ২৭২৫

পৃথীহর প্রভৃতি আশ্রয় পাইয়া যে দৃঢ়প্রতিজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া-
 ছিল, তাহা বিস্ময়কর ব্যাপর নহে ; কিন্তু রাজবদনের নিরালম্বনে
 আডম্বরই স্ততিবাদাই । ২৭২৬

সে বনচর, ঘোষিক ও তদ্বর দ্বারা হুকুর দল বন্ধন করিয়া গ্রাম
 অধিকারপূর্ব্বক ভোজ প্রভৃতির প্রতীক্ষা করিতেছিল । ২৭২৭

• তাহার পর ঈর্ষ্যাপ্রণোদিত ও পরস্পর বিচ্ছিন্ন অমাত্যগণের
 পরামর্শ অনুসারে হুকুর বা লুপ্তনপ্রিয়তা নিবন্ধনই হুকুর, অজ্ঞাত
 ডামরগণ নীতিভ্রষ্ট হইয়াছিল । ২৭২৮

লোঠনের অবরোধনে যাদাদিগের বিপ্লব-বুদ্ধি অজুরোদ্গমে
 ধান হইয়া পড়িয়াছিল, এখন তাহা শত শাখার ব্যাপ্ত হইয়া
 উঠিল । ২৭২৯

ত্রিলোক জয়রাজ্য রাজ্য সংবদ্ধিতাবনি ।

অকাষ্ঠাং নৈব তপসা বিবশো চক্রমীলনাং ॥ ১

যো যুকানামিব স্বভ্রমাময়ানামিব ক্ষয়ঃ ।

দৈত্যানামিব পাতাং যাদসামিব সাগরঃ ॥ ২৭৩১

আশ্রয়ঃ সর্বদস্থানাং ত্রিলোকো মায়মোষণঃ ।

স দেবসরসধীশং সবিধবিল্লবং বাধাং ॥ ২৭৩২ যুগ্মম্ ।

কাজ্জলোথ তদাক্ষেপং ক্ষৌণীত্রাণার্থিনো দ্বিজাঃ ।

প্রায়ং নৃপতিমুদ্ভিষ্ট চক্রিরে বিজয়েশ্বরে ॥ ২৭৩৩

ত্রিলোক ও জয়রাজ্য রাজ্যের পালিত হইলেনও তমোদোষে (ক) আশ্রয়হারা হইয়া বিদ্রোহাচরণে বিরত হয় নাট। ২৭৩০

যেমন কীটকুলের (ছারপোকাকার) রক্ত, বাসিবুন্দের ক্ষয়কাস, দানবগণের রসাতল এবং জলহস্ত-জাতের (সমুদ্রের) সাগর, তদ্রূপ সমস্ত দস্যুর (অত্যাচারী ডাকাতের) আশ্রয় সেই শঠতালী ত্রিলোক, সে দেবদরস (জনপদ বিশেষ) পতির সহিত মিলিত হইয়া বিল্লাবাচরণ করিল। ২৭৩১—২৭৩২

সে সময় ব্রাহ্মণবর্গ রাষ্ট্র রক্ষার্থী হইয়া তাহার সমুচ্ছেদ কামনায় বিজয়েশ্বরে রাজ্য উদ্দেশে অনশনব্রত অবলম্বন করিল। ২৭৩৩

(ক) 'তপসা বিবশো' এই পাঠ করিয়া Dr. Stien "Succumbed to the hot excitement" অনুবাদ করিয়াছেন। তাহা অসঙ্গত; ইতরাং 'ভয়সা' পাঠ বোধে অনুবাদ হইল।

অকালদস্যনির্ঘাথং জ্ঞাত্তেভ্যর্থনাং ন তে ।

রাজ্যে গৃহস্তুতং সৌভূদাক্ষিণ্যাত্তংসভানুগঃ ॥ ২৭৩৩

প্রহৃতং পার্শ্বিবে সজ্জে জাঘাতো বিপ্রতেষভূৎ ।

স জাতোৎপাতপিটকো জয়রাজো বাপজ্ঞত ॥ ২৭৩৫

ভাগ্যবানেকতো জাতদস্যবৈবিক্যামীশিতা ।

ততো মডবরাজ্যং স বিপ্রপ্ৰীতৌ বিনির্ঘাধে ॥ ২৭৩৬

অমাত্যদন্তবৈমাতৈঃ সশাট্যং মঠৈঃস্বথ ।

দ্বিজৈর্নিষিদ্ধোলংকারো মন্ত্রী রাজ্যোদ্ধাতোদ্ধিতকাং ॥ ২৭৩৭

রাজা উপস্থিত সমরকে দস্যবৎসের অনুপযোগী জানিয়া তাহাদিগকে নিরস্ত থাকিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন ; কিন্তু তাহার তাহার (রাজার) কথা শুনিলা ; শেষে তিনি (রাজা) শিষ্টাচারের বশবর্তী হইয়া সেই দলের প্রার্থনার অনুমোদন করিয়াছিলেন । ২৭৩৪

যখন রাজা সমরসজ্জায় উজ্জত হইয়া প্রহানোগ্রুহ হইলেন ; তখন বিজোহিগণের নেতা জয়রাজা বিষম বিস্ফোটক রোগে আক্রান্ত হইয়া শ্রশানশায়ী হইল । ২৭৩৫

একমাত্র শত্রুর সমুচ্ছেদ হওয়ায় মডব রাজ্য নিকটক হইল এবং সিংহদেব সেই সৌভাগ্যানুখে বর্দ্ধিত হইয়া বিপ্রগণের সন্তোষ-সাধনের জন্ত সেই রাজ্যে গমন করিলেন । ২৭৩৬

অনন্তর অজ্ঞাত অমাত্যের কুপরামর্শে মোহিত হইয়া ব্রাহ্মণেরা অলঙ্কারের বিষেষী হইয়া রাজাকে তাহার প্রতিকূল হইবার জন্ত প্রার্থনা করিতে লাগিল ; ভূপতি সেইজন্ত অলঙ্কার মন্ত্রীকে স্থানান্তরিত করিলেন । ২৭৩৭

স ব্যবস্থাপনে দ্রুতস্থানাং সোক্তমঃ সদাঃ ।

সেপ্যাণাং প্রত্যভ্যন্তেহাং তদ্ব্যবসারিপোষকঃ ॥ ২৭৩৮

ত্রিলোকেশ্বরানং কুর্থাং কুত্বা দ্বৈরাগ্ন্যভজনম্ ।

প্রতিজ্ঞায়েতি নৃপতির্বিপ্রানুপ্রায়ান্নাবীরয়ং ॥ ২৬৩৯

তদ্ব্যবস্থায় ত্রিলোকেশ্বরেশ্বরশ্রীশ্রীকৃষ্ণদেবজয়ঃ ।

অনুভূতিমুখো গৃঢ়াময়ো রোগান্তরৈরিব ॥ ২৭৪০

জয়রাজাহুজং রাজা যশোরাজং নিবেশিতম্ ।

তদ্ব্যবস্থায় চক্ৰং ভ্রাতৃব্যং রাজকাভিধঃ ॥ ২৭৪১

অলঙ্কার দস্য (ডায়র) গণের অল্প বিপত্তি দূর করিতে সমুৎসুক ছিলেন, এজন্য ঈর্ষ্যান্বিত তদীয় সহযোগিগণ তাঁহাকে তাহাদিগের (দস্যাদলের) বিদ্রোহাভ্যাপারের পরিপোষক বোধ করিত। ২৭৩৮

“সিংহাসনপ্রার্থী বৈরীকে দমন করিয়া আমি ত্রিলোকেশ্বর উদ্ভূত করিব” এইরূপ প্রতিজ্ঞা করিয়া সিংহদেব ব্রাহ্মণদিগকে অনশন ব্রত হইতে বিরত করিলেন। ২৭৩৯

যেমন উৎকট রোগ প্রচ্ছন্ন থাকিয়া উপসর্গদম্ব দ্বারা ক্রমকে উদ্ভবিষ করে, তদ্রূপ ত্রিলোক ভূপতির ভয়ে অং সমাজের থাকিয়া অত্যন্ত শত্রুদ্বারা অত্যাচার করিতে লাগিল। ২৭৪০

রাজা জয়রাজের পর তদীয় অনুজ যশোরাজকে দেবসরসে স্থাপন করিলেন। ত্রিলোকেশ্বর উপদেশানুসারে রাজক স্বীয় ভ্রাতৃপুত্র সেই যশোরাজকে আক্রমণ করিল। ২৭৪১

জাতুং তং দেবসরসং দৃষ্ট্বারাত্যাশ্রিতং গতঃ ।

সজ্জপালোল্লসিতশৃঙ্গাংসংদিশ্ববিজয়োভবৎ ॥ ২৭৪২

জাতোদন্তস্ততোভ্যোত্য রিহ্লণো রণমুষ্ণম্ ।

জলক্ষীকটাক্ষাণাং প্রথমাভিধিতামগাং ॥ ২৭৪৩

মন্দরেণাথ তেনারিবারিরাশৌ বিলোড়িতে ।

কল্লোভূংসজ্জপালাক্লিস্তচ্ছারাজিলাহৃতৌ ॥ ২৭৪৪

জিতেপি রাজকে শ্বোক্ষ্যাং বিনানুগ্রাহকং ক্ষমঃ ।

ন বভূব যশোরাজঃ শূন্যে বাল ইবাসিতুম্ ॥ ২৭৪৫

প্রতীক্ষমাণো দৈরাজ্যপর্যাপ্তিং স্মাভুজেকরোং ।

ত্রিলোকঃ কালহরণং তৈস্তৈশ্চাদানতিক্রমৈঃ ॥ ২৭৪৬

সজ্জপাল বলদৃষ্ট-শত্রুকবলিত যশোরাজকে রক্ষা করিবার জন্ত দেবসরসে গমন করিলে বটে, কিন্তু তদীয় সৈন্যের অনপত্যতাবশতঃ বিজয়লাভে সন্দেহান হুটু পড়িল । ২৭৪২

তাঁহার পর রিহ্লণ সংবাদ পাইয়া যোরহর সংগ্রামে অগ্রসর হইবা-
মাঝে জয়লক্ষীর কোমল কটাক্ষপাতে পরম পুলকিত হইল । ২৭৪৩

রিহ্লণ মন্দর পর্বতের জায় গুরুতর শত্রু-সমুদ্র নহুনে আবৃত
হইলে (প্রবল শত্রুদিগকে মর্দন করিতে লাগিলে) সজ্জপাল বারি-
বন্দুসদৃশ ক্ষুদ্র অরাটিকে আকর্ষণ করত মেঘের জায় আত্মপরিচয়
দিয়াছিল । ২৭৪৪

রাজক পরাজিত হইলেও যশোরাজ নির্জনে নিলয়ে বালকের জায়
পৃষ্ঠপোষক ব্যতীত স্বরাজ্যে বাস করিতে সমর্থ হয় নাই । ২৭৪৫

ত্রিলোক বিশ্লেষ-শাস্তির সজাবনা বুঝিয়া নানাবিধ কপটচরণে
রাজাকে কালহরণ করাইতে লাগিল । ২৭৪৬

যথাকালং ততো গুটোপোচান্মণ্ডলকণ্ঠকান্ ।

স্বপক্ষস্থচীৰিশিখান্দিকু স্বাবিদিবাক্ষিপৎ ॥ ২৭৪৭

অথ পার্শ্বহরিষৌভূচ্চতুষ্কঃ কোষ্ঠকাহুজঃ ।

রাজ্ঞা ভ্রাত্ৰা সমং বন্ধঃ কারাগারাপলায়িতঃ ॥ ২৭৪৮

স তেন নিজজামাত্ৰা রক্ষিতঃ স্বোপবেশনে ।

অসংখ্যডামরযুতঃ শমাণাঃ সংপ্রবেশিতঃ ॥ ২৭৪৯ যুগ্মম্ ॥

আকর্ষ্য কুররস্তেব নিনাদং তস্ত ভেজিরে ।

ব্যক্ততাং দস্তশো গুণা ব্রহ্মা সফরা ইব ॥ ২৭৫০

দৃপ্যন্তং রাজবদনং বষ্টচন্দ্রোথ গর্গজঃ ।

ক্রয়োঃ প্রলয়োদ্বৃত্তং বেগাদ্রিয়িব বারিধির্ম্ ॥ ২৭৫১

শল্লকী (শজার) যেমন (দ্রুতগমন কালে) চারিদিকে শরীর
হইতে কণ্টক-ক্ষেপ করে, তদ্রূপ সে (ত্রিলক) সমর পাইয়া তাহার
স্বপক্ষীয় রাজ্যের গুপ্ত শত্রুদিগকে সর্বত্র প্রেরণ করিল । ২৭৪৭

সেই সময়ে রাজা পৃথ্বীহরের পুত্র, কোষ্টকের অমুজ যে চতুষ্ককে
তদীয় ভ্রাতার সাহিত কারাগারে আবদ্ধ করিয়াছিলেন, সে কারা
হইতে পলায়ন করিলে তাহার জামাতা ত্রিলক তাকে নিজাবংসে
আশ্রয় দিয়া অগণ্য ডামর নৈস্তুর সহযোগে শমাণায়ে প্রেরণ
করিল । ২৭৪৮। ২৭৪৯

যেমন কুরর পক্ষীর রব শুনিয়া সরোবরস্থ শফর (পুঁটি)
স্বপক্ষকুল জলতল হইতে উখানোন্মুখ হয়, তদ্রূপ গুপ্ত দহ্মা (ডামর)
গর্গ এখন ব্যক্ত হইয়া উঠিল । ২৭৫০

তাহার পর গর্গ-তনয় বষ্টচন্দ্র প্রলয়-কালোচ্ছলিত বারিধির

বর্দ্ধমানক্ষীয়মাণসহতী তো স্বজায়তাম্ ।

যশ্মে সজ্ঞানাহিমো তুষারাদিতটাবিব ॥ ২৭৫২

যষ্ঠস্ত জঃচন্দ্রশ্চ শ্রীচন্দ্রশ্চাত্তজো ততঃ ।

দূরবিপ্রকতো রাজমন্দিরাবাগুবেতনো ॥ ২৭৫৩

জ্ঞাতনিবৃত্ত্যপরাপ্তী ধূর্য্যকার্য্যবশপ্রিয়াৎ ।

প্রতীক্ষ্যাদগ্রজাদ্রাজঃ শক্তিভাবশুভাগমম্ ॥ ২৭৫৪

কটকাবিক্রতো রাজবদনাস্তিকমাগতো ।

অণ্ডর্য্যাবপি ভূভতুর্গাগতো প্রতিযোগ্যতাম্ ॥ ২৭৫৫

তিলকম্

বেগবোধকারী কুলস্থিত পর্ষদের তায় বলদৃষ্ট রাজবদনের গতিরোধ করিল । ২৭৫১

যেমন গ্রীষ্মকালে হিনাচলের প্রান্তদ্বয় কখন তুষারবৃত্ত কখন বা পঙ্কাকারে (তুষারের গলিতাবস্থায়) পরিণত হয়, তদ্রূপ উভয় পক্ষ সময়ে জয় ও ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে লাগিল । ২৭৫২

যষ্ঠচন্দ্রের অনুজঘন্য জঃচন্দ্র এবং শ্রীচন্দ্র রাজভবনের বৃত্তিভোগী হইয়াও তাহা হইতে দূরীকৃত হইয়াছিল ; রাজা গুরুতর কার্য্যের অহুরোধে যষ্ঠচন্দ্রের পক্ষপাতী হওয়ায় তাহার উভয়ে স্বীয় স্মৃতির অবসানবোধ ও অগ্রজ হইতে অনিষ্টের আশঙ্কা করিয়া রাজকটক হইতে পলায়নপূর্ব্বক রাজবদনের নিকটে উপস্থিত হইল ; নাবালক হইয়াও তাহার রাজার প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল । ২৭৫৩—২৭৫৫

শৈলপ্রস্থানপথিকৈরসংখ্যৈরথ আশকৈঃ ।

স পূর্বরাজকোশার্থী ভূতেশ্বরমলুষ্ঠয় ॥ ২৭৫৬

তদ্বরাক্রান্তশরণং বলবান্নিত্যবলম্ ।

অরাজকমিবাশেষ রাষ্ট্রং কষ্টাং দশামগাং ॥ ২৭৫৭

উদয়ং কম্পনাধীশং সিল্হণং চ ততো নৃপঃ ।

চতুর্দশমাশ্রিত্য নগরং বিবশোহবিশং ॥ ২৭৫৮

পার্থীহরিত্ত্বং দ্রুঃসাধ্যো মহাব্যাধিরিবোষধৈঃ ।

স্তম্ভিতোভূতমোঃ সৈন্তৈঃ সংহতুঃ ন ত্রশক্যত ॥ ২৭৫৯

রাজবদন পূর্ববর্তী রাজাদিগের ধনাগার অধিকার করিবার কল্পনায় পার্শ্বস্থ পথে অগণ্য খাশক সৈন্ত পাঠাইয়া ভূতেশ্বর (দেব-মন্দির) লুণ্ঠন করাইয়াছিলেন । ২৭৫৬

সে সময়ে সমস্ত রাষ্ট্র অরাজকপ্রায় হইয়া বিষম দশায় পতিত হইয়াছিল ; বাসভবনে তদ্বরের অত্যাচার হইত এবং প্রবলগণ দুর্বলকে ধ্বংস করিত । ২৭৫৭

তাহার পর ভূপতি বিষয় হইয়া কল্পনাধিপতি উদয় এবং সিল্হণকে চতুর্দশ সহিত সংগ্রাম করিতে আদেশ দিয়া নগরে (রাজধানীতে) প্রবেশ করিলেন । ২৭৫৮

যেদ্রুপ দ্রুঃসাধ্য মহাব্যাধি ঔষধে উপশমিত হয় না, কিন্তু স্তম্ভিত (যাপ্য) হইয়া থাকে ; তদ্রূপ পৃথীহরের পুত্র সেই উভয় সেনা-পতির সৈন্তগণের পরাক্রমে পরাভূত হইল না ; কিন্তু স্তম্ভিত (অচল) হইয়া রহিল । ২৭৫৯

কালাপেক্ষাং স্বপক্ষ্যাণাং দুবুদ্ভিং বামুক্কতঃ ।
 আসীন্নান্দ প্রতাপহং বিল্হণস্তাপি তৎক্ষণম্ ॥ ২৭৬০
 বিডডসীহস্ত বিজ্ঞাতভোজোদন্তো বাসর্জয়ৎ ।
 দূতানানেভুমুর্বাশান্নবহমুস্তরাপথে ॥ ২৭৬১
 অপি বিস্তেশবনিতারহোষ্টেব্রাত্যবেদিভিঃ ।
 অপি কিংমানুষপুরীগীতোদগারিদরীগৃহৈঃ ॥ ২৭৬২
 অপোক্ষ্যারালুকাস্তোমেঃ শীতাবেদিভিরেকতঃ ।
 অপি শৃঙ্গানিলৈঃ প্রীতানকুর্ক্কাঠৈরুত্তরানুককন্ ॥ ২৭৬৩
 হিমাদ্রিকচ্ছিন্নৈচ্ছেশাঃ প্রোথাস্তোষিশিশ্রিয়ুঃ ।
 দিশস্তরগৈ রুক্কন্তঃ স্কন্ধাবারং দরৎপতেঃ ॥ ২৭৬৪

তিলকম্ ।

সেইকালে স্বপক্ষীরগণের দ্রুতভিবিক্রমণতঃ হউক বা সময়ের
 অনুবোধেই হউক বিল্হণের প্রতাপ গর্ভ হইয়া পড়িয়া-
 ছিল । ২৭৬০

বিডডসীহ ভোজের সংবাদ পাইয়া উত্তরাপথের বহুতর ভূপগণকে
 আনিবার জন্য দূতগণকে পাঠাইয়াছিলেন । ২৭৬১

স্নেচ্ছরাজগণ হিমালয়ের যে সকল প্রান্ত প্রদেশ হইতে বেগে
 বহির্গত হইয়া অগণ্য অশ্বে দিগ্‌মণ্ডল আকীর্ণ করিতে করিতে
 দরদধিপতির স্কন্ধপরে আসিয়া উপনীত হইল, সেই সেই প্রদেশ
 কুবের-কামিনীর বিজন বিহারের আবাসভূমি কিংবা কিন্নরীর কণ্ঠ-
 সঙ্গীতে প্রতিধ্বনিত গুহাগৃহ বা প্রতপ্ত বালুকা-বারিধির (উত্তর
 স্কন্ধস্থিত) শুলীতল অপর পার অথবা পর্বতশৃঙ্গের শীতল সমীরণ
 দ্বারা সস্তর্পিত উত্তর কুন্ডর কতিপয় অংশ ছিল । ২৭৬২—২৭৬৪

রাজ্যং সংঘটনং যাবদ্যধাদেবং দরঙ্গ্ পঃ ।

দিগ্ভো ভোজান্তিকং তাবত্তৎসামন্তাঃ প্রপেদিরে ॥ ২৭৬৫

স পিপ্রিয়ে তানজাতালাপাষীক্য গিরিব্রজান্ ।

প্ৰীতিপ্রকটপ্রণয়ানবরুচান্ কপীনিব ॥ ২৭৬৬

জয়চন্দ্রাদয়ো রাজবদনপ্রহিতা অপি ।

কীৰ্ত্তাঃ কাশ্মীরিকাঃ পার্শ্বমন্তজনাজবীজিনঃ ॥ ২৭৬৭

অভ্যর্থহাবলচরপ্রমুখাংশচ বিদূরগান্ ।

অপুংগাংসাহলগিঃ স্বর্গৈঃ পরাঃ কোশেশতাং ভক্তম্ ॥ ২৭৬৮

ততঃ স্বজনিতোৎপিঞ্জতয়া নিশ্চোচচাক্রিকঃ ।

ভোজেন রাজবদনঃ সমগংস্তাপসাধবসম্ ॥ ২৭৬৯

যখন দরদদিপতি এইরূপে রাজসমূহের সম্মিলন করিলেন, তখন নানাদিক্ হইতে সামন্ত রাজগণ ভোজের নিকটে উপস্থিত হইল । ২৭৬৫

ভোজ অজ্ঞাত ভাষায় তাহাদিগের আলাপ বুঝিতে পারেন নাই, কিন্তু পরীক্ষিতমালা হইতে অবতীর্ণ বানরদলের দ্বায় তাহাদিগকে দেখিয়া প্রণয়ে পুলকিত হইয়াছিলেন । ২৭৬৬

রাজবদনের প্রেরিত জয়চন্দ্র ও অজ্ঞান কীর্ত্ত ও কাশ্মীরীয় বীরবর্গ সেই রাজকুমারের নিকটে উপস্থিত হইল । ২৭৬৭

সহলগ-সুত (ভোজ) ধনরাশির অধীশ্বর ছিলেন, এজন্য বহুতর স্ববর্ণমুদ্রা প্রদানে নিকটবর্ত্তী ব্যক্তিবর্গকে এবং বিদূরস্থ বগহর (রাজবদন) প্রভৃতিকে পরিপোষণ করিতে লাগিলেন । ২৭৬৮

তাহার পর রাজবদন স্বকীয় ষড়্‌মন্ত্রের স্বলস্বরূপ বিপ্লব ব্যাপ্ত হওয়াতে নির্ভয়ে ভোজের সহিত সমবেত হইল । ২৭৬৯

তায়োরকৃতকর্তব্যবিশেষেণেতরেতরম্ ।

জাতসৌষ্ঠবয়োঃ ক্ষিপ্ৰমবিস্বাসো ব্যাশীৰ্ষত ॥ ২৭৭০

অভ্যমিত্রীণতাং তন্তানিচ্ছতো দরদং বিনা ।

মদাৎসাহায্যকাটৈচ্ছামিতানেব স তান্হয়াম ॥ ২৭৭১

স্বাস্থ্যংসোঢ়াঙ্গিমাটোপাঃ কটকস্তান্ত নো দ্বিষঃ ।

তৎসাম্যমুন্নিবেত্ত্বা ভূকো ভূয়োপি যোগভিৎ ॥ ২৭৭২

তস্মাৎসৰ্ব্বাতিসারেণ রণমেকং মমেচ্ছতঃ ।

বিজয়াবজ্জয়াবাপ্তিরেবাহান্তরিতা মতা ॥ ২৭৭৩

বাজ্জহাৱেতি যন্তোজন্তদেহোথ হসন্মদাৎ ।

নিচ্ছো তদ্র দদং সৈন্তমুপেক্ষ্যাগগিনীশ্চমুঃ ॥ ২৭৭৪

তিলকম্ ॥

পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস বশতঃ তাহাদিগের কোন কার্য বিশেষ বড়িয়া উঠে নাই ; এক্ষণ তাহা অপনীত হওয়ায় কার্য সৌকর্য্য সত্ত্বর সংঘটিত হইতে লাগিল । ২৭৭০

ভোজ দরদধিপত্যকে না লইয়া শত্রুর সম্মুখে যাইতে অনিচ্ছা করিলে রাজবদন মদাবেগ (উপস্থিত) বশতঃ অল্প সংখ্যক উপস্থিত অশ্ব লইয়া সাহায্য করিতে অভিলাষী হইল । ২৭৭১

তখন ভোজ বলিতে লাগিল, “যদি বৈরিবর্গ আমাদের এই কটকের প্রথম আক্রমণ সহ্য করিতে পারে, তাহা হইলে উভয় পক্ষের অবস্থা সমান থাকিবে, অথবা এপক্ষের এক্রপ ছত্রভঙ্গ হইবে যে, পুনর্বার সর্বগম্মিগন হইবে না । এক্ষণ আমি সকলের সুস্থিত মিলিয়া একটা মাত্র যুক্ত করিতে চাই ; একদিন পরে জয় বা পরাজয় যাহা হয় হইবে । ভোজের এই কথার প্রতি উপহাস

স কটাক্ষে বিতীর্ণানুশ্রাব্যন্তেবাং প্রসৰ্পতাম্ ।

স রাজবীজী শুশ্রাব দরদ্রাজমধ্যাগতম্ ॥ ২৭৭৫

তৎসংগমায় ব্যাকুলে তন্নিব্ধকোটাভিকং পুনঃ ।

প্রাবেশঃ কলহরো মাতৃগ্রামং স তত্বলম্ ॥ ২৭৭৬

দিশন্ততো বীক্য বাটৈর্ভ্রান্তবাতমৃগা ইব ।

নিসর্গধীরধীর্গার্গিনৈর্ধৈর্য্যৎপর্য্যহৌঃ ॥ ২৭৭৭

তত্ত্ব সর্কেপি নীলাশ্বদামরাঃ শ্বে চ সৈনিকাঃ ।

বিপক্ষৈঃ সহ বটৈক্যাঃ সৈন্তান্দ্রাক্ষবো যযুঃ ॥ ২৭৭৮

করিয়া দর্পাক রাজবদন দারদ সৈন্তকে উপেক্ষা করিয়া সসৈন্ত
অগতির অভিমুখে অগ্রসর হইল । ২৭৭২—২৭৭৪

যখন রাজকুমার (ভোজ), গিরিসকটের প্রান্ত পর্য্যন্ত অগ্রসর
সেই সমস্ত স্বীয় সৈন্তের অঙ্গগমন করিলেন, তখন দরদদিগ্গতিব
আগমন-বার্তা শুনিতে পাঠিলেন । ২৭৭৫

তিনি তাহার সহিত সম্মিলিত হইবার জন্য পুনর্বার দুর্গে
(দুর্গঘাটের) নিকটে প্রত্যাগমন করিলে রাজবদন সেই সমস্ত সৈন্ত
সহযোগে মাতৃগ্রামে প্রবেশ করিল । ২৭৭৬

স্বভাব-ধীর গর্গকুমার (বটচক্রে) উল্লক্ষনকারী বাত-মৃগের
জ্যৈষ্ঠ চতুর্দিক্‌ব্যাপী শক্রদিগের বাজিরাজি (অশ্বসমূহ) দেখিয়াও
ধৈর্য্য বিসর্জন দিল না । ২৭৭৭

তাহার স্বীয় সৈনিক ও নীলাশ্ব দেশীয় ডামরগণ বিক্রোহার্থী
হইয়া বিপক্ষের সহিত এক-মন্ত্রণাযোগে সৈন্ত দল ত্যাগ করিয়া
পলায়ন করিল । ২৭৭৮

স তথা বিষমহোপি প্রতিষ্ঠিতো প্রার্থিতো নিজে : ।
 স্নানাননঃ প্রভুং দ্রষ্টুং ন ন কমোদীত্যভাবত ॥ ২৭৭৯
 স সূর্য্যবর্ণচক্রে ন জাতঃ কন্দিদধয়ে ।
 উপযোগ্যায় যো নাগান্নরাতিজনজন্মনাম্ ॥ ২৭৮০
 ভোজং সভাজয়িত্বা বিদ্রুদীহ সপাৰ্থিবঃ ।
 সারৈঃ সমং স সামন্তৈবিক্রয়্য ব্যসজ্জয়ং ॥ ২৭৮১
 ততো স্নেহগণাবীর্ণা ব্রজলংবাহয়ংস্চমুঃ ।
 প্রাণমাত্রাজ্বরিতঃ পৃষ্ঠে তত্ৰ বভূব চ ॥ ২৭৮২
 প্রাক্কৃতজগৎকোভে বলে তত্রাহুযাঘিনি ।
 উৎসাহাৎসালংগির্যেনে কুৎসাং হন্তগতাং মহীম্ ॥ ২৭৮৩

সে সেইরূপ বিপন্ন হইয়াও, স্বজনগণ প্রস্থানের জন্ত প্রার্থনা করিলে বলিল যে, “আমি স্নান মুখে প্রভুকে দর্শন করিতে পারি না ।” ২৭৭৯

মল্লের বংশজাত জগৎকে উপকার করে নাই, একপ কোন লোক সূর্য্যবর্ণচক্রে কুলে উৎপন্ন হয় নাই । ২৭৮০

তাহার পর বিদ্রুদীহ অজ্ঞাত প্রদেশে অধিপতিগণের সহিত সম্মিলিত হইয়া ভোজকে অভিনন্দন করিয়া, বিজয় করিবার জন্ত, সামন্ত রাজগণ ও সৈন্যের সহিত তাহাকে প্রেরণ করিলেন । ২৭৮১

ভোজ সেই স্নেহবহুল সৈন্য পরিচালনা করিতে করিতে রাজ-বন্দনের পশ্চাতে এতটুকু অহরে রহিলেন যে, একমাত্র যাতায় যথাস্থানে পৌছিতে পারেন । ২৭৮২

তাহার অহুগামী সৈন্য দ্বারা জগৎ কম্পিত কলেবর হইতে

বাজিভিস্তজিতো ম্লেচ্ছবাজৈশ্চ বলমূর্জিতম্ ।

স্থানে সমুদ্রধারাথো নির্বন্ধাথ তৎপদম্ ॥ ২৭৮৪

স রাজবদনস্তাদৃশ, জয়াগ্ধ্যাবলোজ্জ্বলঃ ।

মৃত্যাদস্তাস্তরে দিষ্টং বর্ষচক্রং স্বত্রত ॥ ২৭৮৫

ততঃ প্রাবৃটপয়োবাহকতোদীপপাণ্ডিত্যম্ ।

সংজায়তে স্য বসুধা সমীকৃতজলস্থলা ॥ ২৭৮৬

ধরিত্রীপানপাত্রেস্তঃশীধুপূর্ণে দধুজ্জমাঃ ।

ময়া লক্ষ, শিখামাত্রা বলম্নৌলোৎপলোপমাম্ ॥ ২৭৮৭

লাগিল, তাহাতে সফলমুত উৎসাহিত হইয়া সমস্ত মহীমণ্ডল
হস্তগত বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন । ২৭৮৩

অনন্তর তিনি শঙ্কাস্থিত হইয়া অশ্বারোহী ও ম্লেচ্ছ নরপতিগণের
দ্বারা গঠিত স্বীয় প্রবল সৈন্যদিগকে সমুদ্রধারা নামক স্থানে সমি-
বেশিত করিলেন । ২৭৮৪

রাজবদনও সেই দুর্জয় তুরঙ্গ সৈন্তের নেতা হইয়া বর্ষচক্রকে
মৃত্যুমুখে পতিত (সন্নিহিত) বলিয়া ভাবিতে লাগিল । ২৭৮৫

তাহার পর বর্ষাগমে বিপুল বারিবর্ষণে প্লাবিত হইয়া সমুদ্রতীর
কলেবর জলস্থল একাকারে পরিণত হইল । ২৭৮৬

তখন তরঙ্গরাজ জলময় হওয়ায় কেবল অগ্রভাগগুলি (পত্র-
শোভিত) লোকের লক্ষ্য হইতে লাগিল ; তাহারা বেন সলিলরূপ
সুরাপূর্ণ পৃথিবীরূপ পান পাত্রের উপর চঞ্চল নীলোৎপলের ন্যায়
ভাসিতোচ্ছিল বলিয়া বোধ হইত । ২৭৮৭

যষ্ঠস্ত সঙ্কটং জাননুভূচ্ছেদৈবলৈঃ সমম্ ।

অথোনয়দ্বারপতিং তং চ ধৃতং ব্যসজ্জয়ৎ ॥ ২৭৮৮

বাহিনীন্দ্রমাগৌ তো পদবীমনুসস্রতুঃ ।

মার্গে ধনং জয়ন্তেব শৈনেঃ পবনাঃ জৌ ॥ ২৭৮৯

লম্বাষুদেহবরে দূরং বাহিপূর্ণে চ ভূতলে ।

স্বাতেব বিদ্যাদৃশেভ্যস্তাতননিঃস্বনা ॥ ২৭৯০

শোভামাত্রোদিতাগর্হপরিবর্হীবহিকৃতঃ ।

তত্রাবিভক্তকটকঃ পার্থিবঃ সমজায়ত ॥ ২৭৯১

অনাহো রাজবদনে সত্ত্বাংষ্টস্তয়োঃ পুরা ।

অত্রাপরো ন নিক্ষেপ্যো রাষ্ট্রবীজীতি দারদান ॥ ২৭৯২

তাহার পর জয়সিংহ যষ্ঠচন্দ্রর সঙ্কটাবস্থা জানিয়া অবশিষ্ট বাহিনীর সহিত দ্বারপ্রভু উদয় এবং হত্যাকে পাঠাইয়া দিলেন । ২৭৮৮

তাহারা উভয়ে অর্জুনের অনুগামী সাত্যকি ও ভীমসেনের ক্রায় বাহিনীর দ্বারা পথ অবরোধ করিয়া তদভিমুখে অগ্রসর হইল । ২৭৮৯

জিহ্বাং অবিরত প্রভা ও শব্দ বিস্তার করত নিত্যন্ত লম্বমান-মেঘসমাচ্ছন্ন আকাশমণ্ডল হইতে জল প্রাবিত ভূতল পর্য্যন্ত যেন ঐশিত মালাকারে দেখা দিতে লাগিল । ২৭৯০

সে সময়ে সিংহদেব সৈন্যদিগকে সংবিভক্ত করিয়া যুদ্ধের জন্ত স্থানে স্থানে পাঠাইতে পারিলেন না, স্বহারা তাহারা (সৈন্যগণ) শোভামাত্র প্রদর্শনের জন্ত সমুজ্জল পরিচ্ছদের (ছত্র চামরাদি) ক্রায় রহিয়াছিল । ২৭৯১

ত্রিলোক পূর্বাংশ রাজবদনের বল বীর্য্যে আশ্বাশ্রুত ছিল, সে দূতগণের দ্বারা দারদদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছিল যে, এখানে অস্ত্র

ত্রিলোকঃ সন্দিগ্ধশূন্যৈত্বং পার্থীহরিং নরম্ ।

তয়োরেকস্ত সামর্থ্যাদৈচ্ছন্তঃ হস্তপাতিনম্ ॥ ২৭২৩

যুগ্মম্ ॥

অভিস্তিগিথিহানৈখ্যকল্পং বলহরস্ত তৎ ।

তাদৃথিলোকা সামর্থ্যমথ রাজশ্চ সৰ্ব্বতঃ ॥ ২৭২৪

বিভক্তাশেষেইসেকস্ত তত্র ওত্রাহিসংকটে ।

জ্ঞাতাপ্রতিসুমাধেয়চ্ছিন্নমুদ্রদুর্নয়ঃ ॥ ২৭২৫

অক্লেশবিদাচারশ্চিরং স্বানৈঃ স গোপিতম্ ।

বহির্দ্বর্ষমত্যকাদ্বিতীয়মপি কণ্টকম্ ॥ ২৭২৬

তিলকম্ ॥

কোন রাজকুমারকে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই এবং পৃথীহরের পুত্রকে (চতুর্দকে) বর্জিত করিয়া তাহাদিগের (চতুর্দ ও রাজবদনের) মধ্য হইতে অন্ততরের বল কোশলে ভোজকে মুষ্টিমধ্যে রাখিতে ইচ্ছা করিয়াছিল । ২৭২২—২৭২৩

সে বলহরের বলকে শূন্যে চিত্রাকনের ন্যায় বিফল বুঝিয়া এবং সেই উপস্থিত শত্রুসঙ্কে সমস্ত সৈন্য চতুর্দিকে ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেওয়াতে রাজার ছিদ্র (বিপত্তি) অপ্রাত্কার্য্য ভাবিয়া স্বীয় দুর্নীতিকে আর তখন ঢাকিয়া রাখিতে পারিল না । প্রকাণ্ড শল্লকীর (সজার) স্তায় বাহা বহাদিস ব্যাপিয়া নিজ অঙ্গে ঢাকিয়া রাখিয়াছিল, ত্রিলোক সেই করাল দ্বিতীয় কণ্টককে (শত্রু) (ক) বাহিরে ছাড়িয়া দিল । ২৭২৪—২৭২৬

ধ্বাঙ্কেষুধরজালাদ্যমহাবাতে রজোভয়ঃ ।

স্বপক্ষভেদয়োজ্ঞাতিকর্ণেঞপমহোত্তমঃ ॥ ২৭৯৭

কুলচ্ছেদকৃতো রাজসুত্র তত্রাতিসংকটে ।

অশান্তজাগরোত্যর্থমনর্থপরিপোষকঃ ॥ ২৭৯৮

সোথ শূরপুরেবকস্মাদহভিঃ সহ ডামরৈঃ ।

ভেন সম্পূরিতঃ পৃথীহরজো লোঠকোপত্তং ॥ ২৭৯৯

তিলকম্ ॥

তত্ত্ব সংঘটতঃ কস্মাৎ প্রয়াতং বৈকৃতং চিরাৎ ।

পালীভঙ্গে তটশ্বেব প্রাবৃট্পূর্ণস্ত লক্ষ্যতাম্ ॥ ২৮০০

সেই পৃথীহরের পুত্র লোঠক ওস্তাধা (ত্রিলোক সাহায্যে)
প্রোৎসাহিত হইয়া বিবিধ ডামর দল লইয়া শূরপুরে অকস্মাৎ উপনীত
হইল। তাহার হঠাৎ আগমন ঘোর ঘন ঘটাক্ষর প্রবল
বাত্যাকালে উখিত রজোরশির জ্বায় ভয়াবহ বলিয়া বোধ হইতে
লাগিল এবং তাহার স্বপক্ষ মধ্যে ইতোপূর্বে ভেদোৎপাদন করাতে
বড় যত্নকারীদিগের অনেব উত্তম বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা ছিল তাহা,
এবং তাহার সেই সেই সঙ্কট সময়ে রাজা তদীয় বংশীয় ব্যক্তি-
দিগকে যে বিনাশ করিয়াছেন, তাহা তাহার হৃদয়ে জাগিতে
লাগিল। ২৭৯৭—২৭৯৯

বর্ষাকালে প্রাপ্ত ভঙ্গে সলিলপূর্ণ জলাশয়ের তটের জ্বায়
ত্রিলোকের চিরসঞ্চিত হরভিষকি আজ লোকলক্ষ্য হইয়া
পড়িল। ২৮০০

নিদ্রাগোপেজ্জঠরপ্রমাদনিহতং জগৎ !

সমেতমিব তৎসৈন্যং প্রত্যভাজ্জলদাগমে । ২৮০১

যাবদ্ধিঃ পার্বতে নেদৃক্সংখ্যাতুমপি তদ্বলম্ ।

ত্যক্তব্যকল্পে স্তম্ভয়োধমধ্যগতৈরপি ॥ ২৮০২

তাবন্তিরনুগৈঃ পিঞ্চদেব ইন্দ্রাদিপো বুধি ।

তদ্বোধান্তাম্যহরিতঃ সারিতচাতিধীষাধাৎ ॥ ২৮০৩ যুগ্মম্ ॥

তদোজ্জলৈশ্চিতাচক্রেবিষ্মতৈস্তটিনীজলে ।

মৃতানামপি সংস্কারঃ ক্রিয়মাণ ইবাভবৎ ॥ ২৮০৪

ইতি বিশ্বতমৃত্যুঃ স কুর্বলেকাহমাহবম্ ।

কথংচিদাষ্টৈশ্চৈবজ্জাভগ্নসারোপসারিতঃ ॥ ২৮০৫

সেই বর্বাগমে সংগৃহীত (লোঠকের) সৈন্য সন্দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন সমস্ত জগৎ নিদ্রাগত (মহার্ঘবে) জগৎপতির জঠর হইতে হঠাৎ বহির্গত হইয়া পড়িয়াছে । ২৮০১

দ্রক্ষাধিপতি পিঞ্চদেবের উপকরণশূন্য যুদ্ধোপযোগী এত অল্প অল্পচর ছিল, যে তাহা গণনার বহির্ভূত, তথাপি সে তাহা লইয়া সংগ্রামারম্ভ করিয়া লোঠকের সেনাদিগকে শমনসদ্বন্ধের প্রবাসী ও নদীর জল-তল-শাধী করিয়াছিল । ২৮০২—২৮০৩

তাহার পর তটিনীর তটে স্থিত সৈনিক (স্থল নিহত) গণের প্রজ্জ্বলিত চিতাবলীর প্রতিবিম্ব জলতলে পতিত হওয়ায় বোধ হইতে লাগিল, যেন তাহারা জলমগ্ন মৃতগণের সংস্কার করিতেছে । ২৮০৪

লোঠক এইরূপে মরণ বিশ্বরণে একদিন যুদ্ধ করিল ; পরদিন সৈন্তগণ ছিন্ন ভিন্ন হইয়া পড়িলে স্বজনগণ তাহাকে কোন প্রকারে সমরাদান হইতে অপসারিত করিল । ২৮০৫

পুরে স শূন্তে সৈন্যানি সংগৃহস্থস্তত্র সৰ্ব্বতঃ ।
 দ্বিত্বৈরহোভিনগরং সুখগ্রাহমগ্নত ॥ ২৮০৬
 ইচ্ছাং পদ্মপুরাধিন্দে মন্দস্তং ত্রিলকোহনয়ঃ ।
 পৃষ্ঠস্থৈর্যশোরাজকম্পনাধীশয়োভিরাং ॥ ২৮০৭
 ন ভূতৈস্তদ্বিধঃ সিন্ধুচাশ্চকম্মিসংমতে ।
 বিধেয়াশ্রলবস্ত্রস্ত ডামরে হোলডৌকসি ॥ ২৮০৮
 দ্বৈরাজো সুসসলস্তাপি নৈবাদৃশ্যত তাদৃশঃ ।
 অনর্থো বাদৃশ্যস্তদ্বৈ ৩২সুতস্ত সমস্ততঃ ॥ ২৮০৯
 চতুষ্কমবধীৰ্য্যাত্ম রাজ্ঞা পাদগদোপমম্ ।
 বিলুপ্তপ্রেষিতং গ্রীবাগণ্ডতুলাং বাপোহিতুম্ ॥ ২৮১০

সে বাক্তি শূন্ত নগরে (শূরপুরে) চতুর্দিক্ হইতে সৈন্য সংগ্রহ করিয়া দুই তিন দিন মধ্যে নগরকে অনায়াসে হস্তগত করিবার উপনুক্ত বলিয়া বোধ করিয়াছিল । ২৮০৬

সে পদ্মপুর আক্রমণের অভিলাষ করিয়াছিল, কিন্তু ত্রিলক পৃষ্ঠবর্তী যশোরাজ এবং কম্পনাপতির ভয়ে তাহাতে ব্যাঘাত ঘটাইয়াছিল । ২৮০৭

অগ্ন্যস্ত্র লবস্ত্র তাহার আচ্ছাদিত থাকিলেও হোলডুবাসী একমাত্র ডামর অসম্মত হওয়ায় তাহার ভূত্যাগ সেরূপ কার্য্যে (আক্রমণে) অগ্রসর হইল না । ২৮০৮

সুসসল-সুভের (জয় সিংহের) রাজ্যকালে চারি দিকে যেরূপ অনর্থপাত হইয়াছিল, তদীয় পিতার (সুসসলের) শাসনকালে সেরূপ রাষ্ট্রবিপ্লব হয় নাই । ২৮০৯

তদনন্তর রাজা পানকোটের স্থায় চতুর্দিকে ভুচ্ছবোপে অবতীর্ণ

প্রস্থিতস্তং প্রমাথায় শম্যাতৈঃ সৌম্যবধ্যত ।

ব্রজনুপ্রাগ্জ্যোতিষং হস্তং পার্থঃ সংশপ্তকৈরিষ ॥ ২৮১১

অধাবচ্চাভ্যমিত্রীণস্তানুব্যাবৃত্তা নিপাতয়ন্ ।

পদ্মাকরোন্মুখঃ পৃষ্ঠলগ্নান্ ভুলানিব দ্বিপঃ ॥ ২৮১২

বর্ণশাস্তেন গমিতা ত্রিগামা তেন রামুশে । (ক)

গর্জনকুল্যার্পিতারাতিপ্তনানাশসংক্রিয়ে ॥ ২৮১৩

তৎকল্যাণপুরং প্রাহে বিশস্তং সৌগ্রমাগতঃ ।

করোধীভ্যেত্য ভূয়োপি বলৈর্ভরিতদিম্মুখঃ ॥ ২৮১৪

করিয়া গলগণ্ডের ছায় (গুরুতর) লোঠনকে দূর করিবার জন্ত
রিহলগকে পাঠাইয়াছিলেন । ২৮১০

বেক্রপ সংসপ্তক (খ) গণ প্রাগ্জ্যোতিষপতির নিধনার্থ
অর্জুনের অনুসরণ করিয়াছিল, তদ্রূপ শমালসমূহ লোঠক-
নির্ধ্যাতনে প্রস্থানকারী রিহলগের অনুগামী হইয়াছিল । ২৮১১

যেমন হস্তী পদ্মপূর্ণ সরোবরোন্মুখ হইয়া পৃষ্ঠলগ্নঃ ভ্রমরাবলীকে
মুখ ফিরাইয়া শুণ্ডাঘাতে নিপাত করে, তদ্রূপ সে শত্রুর দিকে
ধাবমান হইয়া ফিবিয়া ফিরিয়া বৈরি-বিমর্দন করিতে লাগিল । ২৮১২

সে সমরশাস্ত্র হইয়া সেই যামিনী রামুশে (স্থানবিশেষ)
যাপন করিল। সেখানে কল্লোলিনীর কলধ্বনি বিপক্ষ বাহিনীর
সিংহনাচের ছায় প্রতীয়মান হইতে লাগিল । ২৮১৩

সে প্রভাতকালে কল্যাণপুরে প্রবেশ করিতে লাগিলে লোঠন
পুনর্বার লৈলু দ্বারা দিগ্‌মণ্ডল ব্যাপ্ত করিয়া তাহারঃ অভিযুধ রোধ
করিল । ২৮১৪

(ক) রামুশে ইতিভাং ।

(খ) সেদাবিশেষ, প্রতিজ্ঞারূপ অনবরত যুদ্ধশীল ।

আপত্নেব চারাতিপদাতীনসংমুখাগতান্ ।
 দৃষ্টনট্টাঘাচ্ছাগানিবাগ্রেহজ্জগলো গিলন্ ॥ ২৮১৫
 উদ্বৃত্তমাক্রতস্তেব তস্তাপাতে পদাতিভিঃ ।
 ততঃ রিহ্লগঃ পর্গেহেমন্ত ইব পাদপঃ ॥ ২৮১৬
 পশ্চতস্তস্ত তে বিদ্রবস্তো জিহ্মা ন জিহ্মুঃ ।
 দেহস্পৃহাপারমিত্যে কস্তোচিত্যমনত্যয়ম্ ॥ ২৮১৭
 আশৈরখাপমৃত্যু নৈবরর্থিতো রিহ্লগোব্রবীৎ ।
 নয়নপ্রজাসৃজা সাম্যং স্বামিভক্তিস্বভেঃ স্মিতম্ ॥ ২৮১৮
 হী...বাবিশেষেপি জস্তোজস্তোষদীশিতা ।
 ভৃত্যভাবেপি যো লুপ্তকৃত্যো ধিকৃষ্ট জীবিতম্ ॥ ২৮১৯

যেমন অজগর ছাগদিগকে অগ্রে পাঠলেই গ্রাস করে, সে
 (লোঠন) তরুণ অরাতির পদাতি সৈন্তগণকে সম্মুখে দেখিবামাত্র
 ছিন্ন ভিন্ন করিয়া ফেলিল । ২৮১৫

হেমন্তকালে প্রচণ্ড বায়ুবিকোচে পত্রাবলী যেমন পাদপকে
 পরিত্যাগ করে, তরুণ তাহার আকস্মিক-আগমনবিজ্ঞাসে পদাতির
 রিহ্লগকে ছাড়িয়া গেল । ২৮১৬

এই সকল শঠ তাহার সমক্ষে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিতে বিস্ময়াত্র লজ্জা-
 বোধ করিল না । তাহার প্রাণরক্ষাস্পৃহা প্রবল, তাহার কর্তব্য-
 বুদ্ধি কোথায় ? ২৮১৭

তখন প্রহানোত্তম স্বজনগণ রিহ্লগকে পলায়ন করিতে অনুরোধ
 করিলে সে প্রভূভক্তিস্বতির অমুরূপ বিমল যুহুশস্ত্রে বদন বিকাশ
 করিয়া বলিতে লাগিল । ২৮১৮

“প্রাণীর জন্মগত বৈলক্ষণ্য না থাকিলেও শক্তিবিশেষের যোগে

জাতং রক্তস্রবঃ শাশ্বরাজিনীলাজভোজনম্ । (ক)

জরাকৈরবগৌরং চ রাজঃ পাদানপ্রপত্ত্ব যান্ ॥ ২৮২০

স্নায়ন্ত তেষু ক্রভঙ্গভঙ্গব্রাজিসুভির্ভবেৎ ।

কথং লক্ষ্মীবিলাসৈরুদথৈগুরবিড়ম্বিতম্ ॥ ২৮২১ ॥ যুগ্মম্ ।

এষা কাপুরুষাসেব্যা দীরাপাং নৈব পদ্ধতিঃ ।

যদায়াসলবজ্রাসাংসৌখ্যৈবমুখ্যভাগিতা ॥ ২৮২২

বস্ত্রাপাসন এব শীতজনিতজ্ঞাসৌখ্য তীর্থানুভিঃ

নানৈ ফ্লাদস্তথোপলক্ষিতসমব্রহ্মানুভাবোপমা ।

বৈহ্বল্যং সমরে বপুর্বিজহতামেবং কিলোপক্রমে

কৈবল্যাখ্যস্তথোপলক্ষ্যপরমা পশ্চাৎপুনর্নিবৃতিঃ ॥ ২৮২৩

স্বামী হইয়া থাকে ; এরূপ (শক্তি-বিশেষসম্পন্ন) স্বামীর ভৃত্য হইয়া যে কর্তব্য কৰ্ম না করে, তাহার জীবনে ধিক্ ।” ২৮১৯

“যে রাজার চরণ আশ্রয়ে কুব্ শাশ্বরাজিরূপ নীল নলিন-সুশোভিত মাদৃশ জনের বদনরূপ সরোবর জরারূপ স্নেহ কমলাকারে পরিবর্তিত হইয়াছে, সেই রাজচরণ অগ্নি মলিন হইয়া পড়িলে ক্রভঙ্গরূপ ভঙ্গবিরাজিত (মাদৃশ ভৃত্যগণের) মুখচ্ছবি বিড়ম্বনায় বিরূপ হইবে না কি ? ২৮২০—২৮২১

“সামান্য কষ্টে কাতর হইয়া যে পরম সুখভোগে পরাভূত হই, সে কাপুরুষ কখনই বীর নহে । ২৮২২

বসনবিমোচনকালে শীতের ভয় হয় বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ যখন তীর্থজলে স্নান করেন, তখন অতুল আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন,

এবমুক্তা পরানীকমেকাবী স ব্যগাহত ।

গৃহ্ণংশরান্হরিপ্রোথস্থাসসংদিগ্ধশৃংকৃতান্ ॥ ২৮২৪

স্বর্ণংসরুপ্রভাজালহরিতালোজ্জলোহভজৎ ।

খড়্গপট্টনটন্তস্ত রণরজোত্তরকৃতাম্ ॥ ২৮২৫

তৎখড়্গস্ত যতঃ খড়্গাজীবৈর্জালচ্ছলাদ্রবম্ ।

উখায় লগ্নং শত্রুণাং তৃণৈশৃণমণেরিব ॥ ২৮২৬

আজৌ তম্নুজগ্মুস্তে যৈবগম্যন্ত বৈরিণঃ ।

তির্য্যকো লক্ষ্যতাং যাতান্তেবাং প্রাণাশৃণাতপি ॥ ২৮২৭

তদ্রূপ সময়ে যাহারা তনু ত্যাগ করেন, প্রথমে তাহারা বিহ্বল হইয়া পড়েন, কিন্তু পরিণামে কৈবল্য (মুক্তি) নামক পদম সুখসন্তোগ করিয়া থাকেন ।” ২৮২৩

ইহা বলিয়া সে অশ্বের নাসাশ্বাস তুল্য শব্দ (শী শী) করায় শর লইয়া একাকী শত্রুসৈন্যমধ্যে প্রবেশ করিল । ২৮২৪

রণ-রঙ্গ ভূমিতে খড়্গ তাহার প্রধান সঙ্গী (নটস্থানীয়) হইয়া স্বর্ণময় মুষ্টি (খড়্গের) দ্বারা হরিতাল সুষোভিতের ত্রায় নানাক্রপ অভিনয় করিতে লাগিল । ২৮২৫

তৃণ যেমন তৃণমণিতে (তৃণাকর্ষক প্রস্তরবিশেষ) সংলগ্ন হয়, তদ্রূপশত্রুগণের খড়্গাচ্ছেদ সময়ে তাহার অসিবিনির্গত-বহ্নির শিখা-চ্ছলে উহাদিগের জীবন বহির্গত হইয়া যেন তদীয় খড়্গের দিকে আকৃষ্ট হইয়া মিলিয়া গেল । ২৮২৬

যাহারা অরিকূলকে তৃণভোজী পশু বিবেচনা করিয়া তাহার (বিহ্বলগণের) অহুগামী হইল, তাহাদিগের তৃণতুল্য প্রাণ পর্য্যন্ত অদৃশ্য হইয়া গেল । ২৮২৭

সংপ্রবিষ্টৌ যুথানুয্যোঃ কৈশ্চিদ্ব্যার্গৈঃ স নিগতঃ ।
 ত্রিমে: সংমিলিতান্ত্রস্ত শ্রোত্ররক্তৈরিবোধকম্ ॥ ২৮২৮
 শখংকুর্বনপরাবৃত্তী: শ্রমশাস্ত্র্যে বিনির্গতঃ ।
 প্রক্ষীণভূয়িষ্ঠবলো লকোৎসেকো রিপাবভূৎ ॥ ২৮২৯
 পৃষ্ঠতঃ স পপাতাথ চতুষ্ক: পুঙ্কলৈর্বলৈঃ ।
 সাহায্যকাগতং শোভাং যং যং কংচিদমন্তত ॥ ২৮৩০
 তস্তোভ্যমদ্যস্তারিসৈন্তস্তাগেবিরেক্ষণাৎ ।
 ন সংরন্তে শিখণ্ডীষ পরং তাণ্ডবিতোভবৎ ॥ ২৮৩১
 ভৌ বাহাবথ পর্য্যায়ৈরুখপৃষ্ঠং প্রদর্শয়ন্ ।
 সৌহৃদ্যগোচ্রাধি মহাজিহ্ম'থনেচ্ছিতটাবিব ॥ ২৮৩২

তিনি যেমন মুখ মুদ্রিত করিলে জল তাহার শ্রোত্র-বিষয় নিয়া
 বহির্গত হয়, রিহ্লণ তদ্রূপ যুত্যানুখে প্রবিষ্ট হইয়াও কয়েকটা পথ
 দিয়া বাহির হইতেছিলেন । ২৮২৮

তিনি পুনঃ পুনঃ আক্রমণ করিয়া শ্রমশাস্ত্রির জন্ত রণক্ষেত্র
 হইতে একটু অন্তরিত হইলেন, কিন্তু তাহার বহুতর সৈন্ত ক্ষয়
 হওয়াতেও বৈরনির্গাতনে উৎসাহ হ্রাস হয় নাই । ২৮২৯

তাহার পর চতুষ্ক বহুতর সৈন্ত লইয়া তাহার পুরোভাগে উপস্থিত
 হইল; তাহা দেখিয়া রিহ্লণ প্রথমে ভাবিল যে, তাহার সাহায্য
 করিবার মানসে কোন সেনাপতি উপনীত হইয়াছে । ২৮৩০

সে যিমুখী সর্পের ভায় অগ্র ও পশ্চাদ্বর্তী সৈন্তানিচয় দেখিয়া
 ক্রোধে উত্তেজিত হইল না; কিন্তু ময়ূরের ভায় (হর্ষে) নৃত্য করিতে
 লাগিল । ২৮৩১

মন্দর পর্বত ধ্বংস যখনকালে অর্ণবের উভয় প্রান্তকে পর্য্যাকুল

কীলনিশ্চলযোজ্যমায়সকৃদ্বাস্তবে দ্বয়োঃ ।

কুবিল্ল ইব.....তুরংগমতুরাঘিতঃ ॥ ২৮৩৩

ভাসঃ প্রত্যগ্রহীতস্ত তমেকপতনাবয়ম্ । (ক)

একতোন্তোধরং দ্বীপস্তেব কুলবিলোদগমঃ ॥ ২৮৩৪

ভেন বৈরিচমৃচ্চক্রে লুলিতানুধকুণ্ডলা ।

ক্রীড়তা চণ্ডবেগেন পুরুষায়িতুমক্ষমা ॥ ২৮৩৫

ত্রাসপাণ্ডুর্দ্বিধাং বক্রকুন্তান্বেদাস্তস্যা চিতান্ ।

স কুবর্নভূভুজং জানে ভূয়ো রাজ্জ্যেষ্ঠ্যধেচয়ং ॥ ২৮৩৬

করিয়া তুলিয়াছিল, তিনি তদ্রূপ পর্যায়ক্রমে সমুখ ও পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত সৈন্তের সেই ব্যুহদ্বয়কে বিক্ষোভিত করিলেন । ২৮৩২

শতুর (গোঁজের) ভ্রাতৃ নিশ্চল সৈন্ত শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে তিনি অস্বারোহণে দ্রুতবেগে পুনঃ পুনঃ ভ্রমণ করত স্পন্দন-রহিত-পূরনী (সূত্র-সংযোজন যষ্টি) দ্বয়ের মধ্যে ধাবমান তন্তুবায়েব ভ্রাতৃ দৃষ্ট হইতেছিলেন । ২৮৩৩

যেক্রপ দ্বীপের কুলস্থিত প্রণালী এক মুখ দিয়া জলপ্রবাহ সাধরে গ্রহণ করে, তদ্রূপ শকুনিরা তাহার (গৃধ্রজাতীয় মাংসালী পক্ষী) একদল বিপক্ষ সৈন্তের সবেগ আগমন (মাংসভোজনের জন্ত) আহ্বান করিতে লাগিল । ২৮৩৪

তিনি তীব্রবেগে রণক্রীড়ায় মত্ত হইয়া রমণীতুল্য শত্রুসেনার কুণ্ডলসদৃশ অস্ত্রগুলিকে আকুল করিয়া তুলিয়া তাহাদিগকে পৌরুষ শক্তির পরিচালনে পরাভূত করিয়াছিলেন । ২৮৩৫

বিজ্ঞান বিপক্ষবর্গের ভদ্র-বিষয় বচন ঘণ্টাবারিতে ব্যাপ্ত করিয়া

স চ পার্শ্বীহরিশ্চাত্তামন্তোত্তমস্ত কপাক্ষণে ।

সজ্জৌ যাস্ত্রিকবেতালাদিব রক্ষগবেষিণৌ ॥ ২৮৩৭

সাহারকাগতান্ধাকী(ক)রুতান্নাপতিসৈনিকান্ ।

অন্তোদ্যঃ সোকরোচ্ছত্রং বনমার্গাবগাহিনম্ ॥ ২৮৩৮

পর্যন্তশোচান্শ্চিন্তা ত্রিল্লকাদীনধায়য়ৌ ।

সজ্জপালতৃতীয়ম্নিকিবসে রিল্লগান্তিকম্ ॥ ২৮৩৯

নৃপপ্রতাপম্পিতঃ স তাভ্যাং পর্যাশোষাত ;

বনান্তঃ শুচিগুলাভ্যাং ঘৃণক্ষীণ ইব ক্ষমঃ ॥ ২৮৪০

যেন রাজাকে পুনর্বার রাজ্যে অভিবিক্ত (জলদ্বারা স্নাত) করিলেন । ২৮৩৬

তিনি এবং পৃথ্বীহরের পুত্র (লোঠক) উভয়ে পরস্পরের ছিদ্রাঘেষণে যাস্ত্রিক (যন্ত্র দ্বারা ভূতাদির উপদ্রবশাস্তিকারী, ওঝা) ও বেতালের ত্রায় অবহিত হইয়া সেই রজনী অতিবাহিত করিলেন । ২৮৩৭

পর দিনে রাজসৈনিকগণ সাহায্যার্থে আসিলে তাহাদিগকে নির্লিপ্ত রাখিয়া তিনি লোঠককে বলপ্ররোগে বনপথে পাঠাইয়া দিলেন । ২৮৩৮

তাহার পর তৃতীয় দিবসে সজ্জপাল ত্রিল্লক প্রভৃতির হুরভিষকি বৃক্ষদ্বা বিহ্লগের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল । ২৮৩৯

লোঠক পূর্বেই রাজ্যের প্রত্যেক স্থান হইয়া পড়িয়াছিল ; এক্ষণে এই বীরদ্বয়ের (বিহ্লগ এবং সজ্জপালের) বিক্রমানলে বনমধ্যে জ্যৈষ্ঠ ও অশ্বিনের প্রবল তাপে ঘৃণকৃত তরুণ ত্রায় দগ্ধপ্রায় হইল । ২৮৪০

চিতানল ইবাসারৈয়ু'তৈঃ শনমনাশ্রিতঃ ।

উদয়েন শনৈর্নিশ্চৈ চতুষ্কোপি মিতোন্নতাম্ ॥ ২৮৪১

দারদং(ক)...বলং দৃপ্যোদ্ধেমসংনাহবাহিভিঃ ।

হইয়ববরোরোহাজিকুহরাদাহবোদ্বখম্ ॥ ২৮৪২

তুরুকলোকেনাক্রান্ত'দেশাংস্তবশমীষুঃ ।

শকমানৈর্জনৈর্জাতি কুৎসা স্লেচ্ছাবৃত্তেব ভূঃ ॥ ২৮৪৩

প্রয়াণমাত্রাস্তরিতে ধাত্তে দ্বারপতাবপি ।

সাহসং নিঃসহায়স্ত তৎখড়্গৈরগ্রতোহভবৎ ॥ ২৮৪৪

বৃষ্টিধারায় অনিবার্য চিতানলের ত্রায় চতুর্ককে উদয় যুদ্ধদ্বারা
ইঠাৎ প্রশমিত করিতে না পারিয়াও ক্রমে ক্রমে তাহার তেজোহ্রাস
করিলেন । ২৮৪১

অনন্তর সেই প্রবল দারদ সৈন্য সুবর্ণাবরণধারী অশ্বে আরোহণ-
পূর্বক পর্বতকন্দের হইতে অবতীর্ণ হইয়া সমরাভিমুখী হইল । ২৮৪২

তুরুকদিগের (খ) আক্রমণে সমস্ত দেশ তাহাদিগের বশীভূত
হইয়াছে, ইহা আশঙ্কা করিয়া লোকে বুঝিল যেন সমুদায় রাজ্য
স্লেচ্ছ আকীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে । ২৮৪৩

ধাত্ত এবং দ্বারপতি (উদয়) একমাত্র যাত্রাপথের ব্যবধানে
ধাকিলেও তাহাদিগের অগ্রগামী অসিধারা নিঃসহায় যষ্ঠচন্দ্রের সাহস
সঞ্চার হইল । ২৮৪৪

(ক) তবলং দৃশ্যং ইতি পাঠঃ সাধীয়ান্ ।

(খ) গ্রন্থান্তরে 'তুরুক' শব্দের বহুল প্রয়োগ আছে, রাজতরঙ্গিনীতে
অন্তরূপ ।

অলংকনকসংনাহং তৎসৈন্তং স বিযোহরুণং ।

কচজ্জালাবলিং দাবং সনির্ঝর ইবাচলঃ ॥ ২৮৪৫

বিধুয় জয়চন্দ্রাদীনগ্রপ্রস্থানরোধিনঃ ।

বলবাহল্যদীপ্তাশ্তে ব্যাগাহস্তাহবাবনিম্ ॥ ২৮৪৬

তেষাং হযসহস্রাণি ত্রিংশদ্বিশতুংগর্গৈঃ ।

রংহস' প্রতিজগ্রাহ নিজগ্রাহ চ গর্গজঃ ॥ ২৮৪৭

তস্তাস্ত্রহৃদিদৃশে পৌরুষ' তদমানুষম্ ।

একেকস্তাগ্রতো যৎস বৈশ্বরূপ্যমিবাদধে ॥ ২৮৪৮

অশ্ববদ্ধাগবিন্তস্তবক্রান্তে বিজ্রতাঃ কণাৎ ।

জগাহিরে কাপুরুষা গিরীনকি' পুরুষা ইব ॥ ২৮৪৯

নির্ঝরোদ্ধারী গিরি যেমন আভ্যমান দাবানল নির্ঝাপন করে, সে সেইরূপ স্বর্ণালকৃত শত্রুসৈন্তের গতিরোধ করিল । ২৮৪৫

তাহারা (দাবদেরা) সৈন্তসংখ্যার বাহুলাবশতঃ উল্লাসে উৎফুল্ল হইয়া সশুখরোধী হযচন্দ্র প্রত্যেকের অপসারিত করিয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিল । ২৮৪৬

গর্গজনর (ষষ্ঠ চন্দ্র) বিশ ত্রিশটী অশ্বারোহী লইয়া তাহাদিগের সহস্র সহস্র অশ্বারোহীকে সবেগে আক্রমণ করত পরাস্ত করিয়া দিল । ২৮৪৭

বিপক্ষবর্গ তাহার একরূপ অলৌকিক পৌরুষ প্রত্যক্ষ করিয়াছিল যে, একমাত্র হইয়াও প্রত্যেকের সম্মুখে সে যেন বিশ্বরূপ (সর্বব্যাপী) বিষ্ণুর স্তায় সশরীরে (৩ক সময়ে) দেখা দিয়াছিল । ২৮৪৮

সেই কাপুরুষগণ অশ্ববদ্ধার অগ্রভাগে মুখ তুলত করিয়া মুহূর্ত্তমধ্যে পলায়ন করিয়া কিল্লরের স্তায় পর্বত মণ্ডে লুকায়িত হইল । ২৮৪৯

অভূমিজ্ঞতয়া শাঠ্য্যৈষ জাতঃ পরাভবঃ ।

স্বস্তদন্মান্পুংস্কৃত জরং প্রত্যাহরিস্যথ ॥ ২৮৫০

ইত্যুক্তা রাজবদনজয়চন্দ্রাদিভিনিশি ।

তথৈতি মিথ্যাকথনদারদা বিদ্রবোনুধাঃ ॥ ২৮৫১ ॥ যুগ্মং ॥

প্রবেশ্য ধনুর্দ্বারেশৌ দূরং বলহরৌ বলী ।

ঐচ্ছৎসন্নভিসংধাতুং কৃদ্ধা পশ্চাত্যপকৃতীঃ ॥ ২৮৫২

স্বক্কাবারণে সার্বিং চ দরদাং রাজবীজিনাম্ ।

বিধাতুং বিদধে বুদ্ধিং তং ততস্তারীমূলকে ॥ ২৮৫৩

চিকীর্ষতি ততস্তস্মিন্মতেষ্বন্ধেষু দম্বায়ু ।

উৎসেহে সালংগিঃ কুংসং রাজ্যং নিশ্চিতনিজিতম্ ॥ ২৮৫৪

রজনীতে রাজবদন এবং জয়চন্দ্র প্রভৃতি দারদাদিগকে বলিল,
“তোমাদিগের স্থানীয় অবস্থাঃ অনভিজ্ঞতা এবং শত্রুদিগের শঠতা
নিবন্ধন পরাভব ঘটিয়াছে, কল্যাণাদিগকে অগ্রণী করিয়া জয়লক্ষ্মীর
পুনরুদ্ধার করিও”। এই কথা শুনিয়া তাহারা “তাংহাই হইবে” এই
মিথ্যা অঙ্গীকার করিয়া (বাস্তবিকপক্ষে) পলায়নে উত্তত
হইল । ২৮৫০।২৮৫১

এই সময়ে পরাক্রান্ত বলহর ধনু ও দ্বারপাতিকে (উদয়) দূরে
আনয়ন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাদ্ভাগ অবরোধ করিয়া আক্রমণ
করিতে ইচ্ছা করিয়াছিল । ২৮৫২

তাহার পর সে দারদ সৈন্তের স্বক্কাবাদের সাহিত ভোজকে তার-
মূলকে (স্থান বিশেষে) রাখিবার উপায় ভাবিতে লাগিল । ২৮৫৩

তিনি সেইরূপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে যখন ডামরদল মদ্যাক্ত হইয়া

জয়াভাবেপানন্তেদৃশ্যামন্তসহিতাংস্ততঃ ।

ভব্যোন্নি ভবিতোভ্যং বিচিন্ত্যোংসিষিচে চ সঃ ॥ ২৮৫৫

পদ্মনাথাদ্বিরদরনৈরাগ্ৰিঃ পদ্মবন্ধো-

রিন্দো স্পর্শিত্যদয়তি বপুঃ খণ্ডশঃ স্বং ত্রিয়েত ।

তাপন্ত্যজ্যেত চ কচিরমাতাগিভিঃ স্বয়ংকাস্তে-

উদ্রাভঙ্গং বাসনসময়ে সংভবেদপ্রতর্ক্যম্ ॥ ২৮৫৬

যো ডাগরতয়া তিক্ষোঃ শখংকুচ্ছেপ্যাপেক্ষম্ ।

টিকাদীনাং চ কৌটুয্যভূততুর্দৌগ্ধমুর্ধনি ॥ ২৮৫৭

পড়িল, তখন সল্লসুত (ভোজ) মনে করিলেন যে, সমস্ত রাজ্য আমি জয় করিলাম । ২৮৫৪

“জয় না হইলেও যখন অনন্ত সানন্ত আমার সঙ্গে রহিয়াছে, তখন বিজয় অবশ্যস্বাধী” এই ভাবিয়া সে গরগৌরবে উৎকুল হইল । ২৮৫৫

গজদন্তগুলি পদপুঞ্জের উন্মুলন করে ; একত্র পদ্মমধু সূর্য্যের তাহার অত্রিয় ; কিন্তু রাত্রিতে চক্ৰালোক দেখা দিলে উক্ত দশনগুলি খণ্ড খণ্ডাকারে বিভক্ত হইয়া পড়ে ; তখন উর্হাদিগের উন্মুলন কোথায় ? শুভ্র নিবন্ধন সুধাকর ও তাগদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া বসিল । আবার সেই সময়ে (চন্দ্রোদয়ে) উজ্জল প্রভার আকর ও জলন স্বভাব সূর্য্যকান্ত মণি হতপ্রভ হইয়া পড়ে, সুতরাং সন্ধ্যা সময়ে অ-তর্কিত ভাবে অনিষ্ট আসিয়া উপস্থিত হয় । ২৮৫৬

উভয়ের মধ্যে একজন—যে নাগ নীর ডায়রত্ব নিবন্ধন তিস্রু বিবিধ বিপদে উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছিল এবং টিক প্রভৃতির সহিত কুটুস্থি-ভাঙবোধে রাজদ্রোহীদিগের অগ্রগণ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিল এবং অত

অলবন্ত তন্নানন্তসামান্যচর্চবর্ধনাৎ ।

ততঃ কৃচ্ছোপযোগীচ্চ বিশ্বাসস্তেব মূখনি ॥ ২৮৫৮

ভৌ নাগরাজবদনৌ ব্যসনাবসরে তদা ।

চিত্রং স্বকার্যতাংপর্যাদভূতাদরতাং গতো ॥ ২৮৫৯

তিলকম ॥

স্বয়ং বিধেয়ং নাগোক্তকৃতং তং বীক্ষ্য বিপ্লবম্ ।

অদূরমর্থমন্তোন কৃতং কবিরিবাস্তচৎ ॥ ২৮৬০

স্মাভূদ্বিপক্ষং স্বং পক্ষীকর্তৃং কৃপ্তাননং ততঃ ।

সংত্যজ্য রাজবদনং মাং ভজস্বৈত্যভাবত ॥ ২৮৬১

সংপ্রাপ্তং বঃ প্রতীক্ষধং তেজো বলহরাস্বজম্ ।

যুগ্যাধিক্রুঢ়ং কিং নারীমেব তাং যামিকো যথা ॥ ২৮৬২

যে রাজবদন লবন্ত নহে বলিয়া অসাধারণ বিশ্বয়াবহ কার্য এবং বিপদের সময়ে উপকার করিয়া ভূশতির বিশ্বস্তগণের মস্তকে উঠিয়াছিল, সেই নাগ ও রাজবদন এইরূপ বিষয় সময়ে অদ্ভুত স্বর্ণপরতায় পণ্ডিত হইল, ইহাই বিশ্বয়ের বিষয় । ২৮৫৭—২৮৫৯

কবি যেমন স্ব প্রতিভাপ্রসূত বিষয় অত্র কবির রচিত দেখিলে অনুতাপ অনুভব করেন, তদ্রূপ তখন নাগ আপনার উদ্ধাবিত সেই বিপ্লব অন্তকে অনুষ্ঠান করিতে দেখিয়া অনুশোচনা করিতে লাগিল । ২৮৬০

অনন্তর রাজোদ্রোহী ভোজকে অপক্ষে আনিবার জন্য সে সরল ভাবে বলিল “রাজবদনকে ত্যাগ করিয়া আমাকে অবলম্বন করুন” । ২৮৬১

নাগ তাহাদিগকে আদৃত বলিল “যে রূপ রাজিকালে প্রহরী

ইতি, তে সংদিশন্তং চ ব্যহঙ্গবিধায় তম্ ।

কামধেনুসমং নাগং ছাগাগ্নেষাদ্বিধি...ষৎ ॥ ২৮৬৩

সর্বঃ স্বকার্য্যতাৎপর্যাৎ প্রবর্ত্তেত প্রিয়াপ্রিয়ে ।

স্নেহবৈরেত্তদীয়ে তু ন কিংচিদধিগচ্ছতি ॥ ২৮৬৪

জ্যোতিস্তজ্জিতকান্তি দন্তবুগলং বাধ্যং সুধাদৌধিতে-

দানাস্তাদধিগা প্রিয়া মধুলিহাং কুন্তস্থলী কুন্তিনঃ ।

বা...শ্বেষ বিরোধভাজনসিদ্ধশ্চেত্যত্র নেন্দো রতি-

স্তম্ভাপ্যায়কুণ্ডে হিতোন্মতি নাপ্যস্ত দ্বিরেকা দ্বিষঃ ॥ ২৮৬৫

১৫৯০

(রক্ষী) রাজপথে রমণীর মুখাপেক্ষী হইয়া থাকে, তোমরা কি তদ্রূপ তোমাদিগের নিকটে তেজো বলহরের পুত্রের যানযোগে আগমনের অপেক্ষা করিতেছ ?" ২৮৬২

তাহারা এই কথা শুনিয়া নাগকে উপহাস করিতে লাগিল ; কারণ কেহ কামধেনু ত্যাগ করিয়া ছাগলকে আলিঙ্গন করে না । ২৮৬৩

সকল লোক স্বকার্য্যানুরোধে অনুকূল বা প্রতিকূল (অন্তের) অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়, অন্তের তোষ বা রোধ তাহার লক্ষ্য নহে । ২৮৬৪

গজের দন্তদ্বয় শুভ্রতার চন্দ্রের প্রতিস্পর্শা, একান্ত সুধাকর গজদশনের বৈকল্য বিধান করেন, করীর কুন্ত মদ- (করিকুন্ত নিঃসৃত) লোলুপ ভ্রমরাবলির অতিপ্রিয় ; পদ্মিনী নিজশত্রু গজের অনিষ্টকারী হইলেও বিধুকে ভালবাসেনা ; আবার ভ্রমরও মধুদাতা পুষ্পের বৈরী বলিয়া হস্তীর প্রতি অনুরাগ ত্যাগ করে না (এইরূপ জগতে প্রত্যেকেই স্বার্থাক্ষ ; পরের ইষ্টানিষ্ট তাহাদিগের লক্ষ্য নহে) । ২৮৬৫

প্রতিষ্ঠালোঠিনং কর্ত্ব্যং ততো বলহরস্ত সঃ ।
 আক্ৰম্য বৈরং সংরেভে তেন ভূভৃদ্ধিতেচ্ছদা ॥ ২৮৬৬
 স তথা দারদ্রাণ্যায়ান্নভিন্নো ভূভৃজৈষ বঃ ।
 সভোজান্নান্নবদনো হস্তাদিত্যভ্যাগ্নিভৈঃ ॥ ২৮৬৭
 দরদ্রাজানকানীতনেতাগৌ কম্পনাপতী ।
 প্রখ্যাতক্ষেমবদনমন্তু... ভিধাবৃত্তৌ ॥ ২৮৬৮
 'দ্রুস্ত্রয়োজসনামা চ কোট্টেশো মদ্রিতং রহঃ ।
 ক্রবাণাস্তদ্বাহস্তস্ত লোজেনাস্তরবেদিনা ॥ ২৮৬৯
 ক্ষাটিকেনেব সৈন্তেন তেনাগ্নে কক্ষমশ্যথ ।
 দিধক্ষুরাজার্কমতো বিড্ডসীহেহেনেহপতং ॥ ২৮৭০

তাহার পর নাগ ভূপতির পক্ষপাতী হইয়া বসহরের প্রতিষ্ঠা লোপ
 করিতে চিরজীবনের জন্য প্রতিজ্ঞাকৃত হইল । ২৮৬৬

সে পরাজিত দারদ্রদিগকে নিজলোক দ্বারা বলিয়া পাঠাইল যে,
 রাজবদন ভূপতি হইতে বিচ্ছিন্ন হয় নাই (গুপ্ত সম্ভাব আছে), সে
 ভোজের সহিত ভোমাদিগকে হত্যা করিবে" । ২৮৬৭

দরদ্রাজানক বিড্ডসীহ বিখ্যাত ক্ষেমবদন এবং মধুভদ্রনামক যে
 দুইজন কম্পনাপতিকে স্বীয় সৈন্তের নেতা করিয়া আনিয়াছিল,
 তাহারা এবং কোটপতি ওজস এই তিন জনে শঙ্কাক্রমে সেই গুপ্ত
 সন্ন্যাসী বালায় দিলে অন্তরঙ্গ ভোজ তাহা শুনিয়া উহাদিগকে উপহাস
 করিতে লাগিল । ২৮৬৮। ২৮৬৯

ভূপতিরূপ মার্কণ্ডেয় প্রচণ্ড প্রভা সেই ক্ষটিকসম্মিত সৈন্তের
 সম্মুখভাগে বদ্ধ হইয়া বিড্ডসীহরূপ শুক কাঠে পতিত হইল । ২৮৭০

পার্শ্ববানর্থজুশ্চিন্তাময়দগ্ধপরিহতঃ ।

স যৎকৃষ্ণকপাক্ষীগসোমসাম্যং সমাধয়ো ॥ ২৮৭১

রোগগ্রস্তে রণপ্রাণে পৃষ্ঠগোপ্তরি ভর্তৃরি ।

তথাভিযোজ্যে স্থানে চ ভয়ভর্য্যরতাং গতে ॥ ২৮৭২

আহারস্থং বলহবং বিহার্য নিখিলান্ততঃ ।

পলায়্যত ঠৈরন্ত্রেহুবিগাহ্য (ক) হরিভির্গিরীন ॥ ২৮৭৩

ইগ্গম্ ॥

দৃষ্ট্বা বহুমতং প্রাতরাগস্তাঃ পুনর্বয়ম্ ।

কথ্যিষ্যতি সংপ্রার্থ্য সালুচণিং সহ তেহনয়ন ॥ ২৮৭৪

প্রাকপীতকোণো বৈবশ্চাৎস তেষামমুগোহভবৎ ।

লষ্টকার্য্যস্ত বৈহবল্যং স্বত্রে মজ্জম্বিদমধে ॥ ২৮৭৫

কারণ সে (বিডডসীচ) রাজার অপচয় চিন্তায় আকুল থাকায় ক্ষয়রোগে আক্রান্ত হইয়া কৃষ্ণকক্ষের চত্বের ভায়ে দিন দিন ক্ষীণ হইতে লাগিল । ২৮৭১

দারিদ্র সৈনিকগণের পৃষ্ঠরক্ষক এবং রণকালে অগ্রণী যে প্রভু, সেই রোগপীড়িত হইয়া পড়িল এবং আক্রমণ-স্থান শঙ্কাসমূহ হইল ; ইহা দেখিয়া তাহার সাক্ষর পর দিবসে ভোজনকালে বলহর্যকে ভাগ করিয়া অস্বারোগে পরিত্র মধ্যে পলায়ন করিল । ২৮৭২-২৮৭৩

তাহারা সঙ্কলন-তনয়কে (ভোজকে) সর্কজনের আদর্য্যীয় দেখিয়া প্রাতঃকালে “প্রত্যাগমন করিবে” বলিয়া আগ্রহসংকারে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া চলিল । ২৮৭৪

সে পূর্বে কোশপান (খ) করিয়া প্রতিজ্ঞাকৃত হওয়ায় এখন বিষণ

(ক) পলায়িক তেহন্ত্রেহুঃ ইতি বুজাতে ।

(খ) শাস্ত্রীয় বিধানানুসারে যত্র পাঠাদি পূর্বক গভুধ পরিমিত বলপানঃ ইহা কোশদিব্য বা শাস্ত্রীয় অভিজ্ঞা ।

মুহঃ সর্বাশিরোজিক্রুরূপগুণিব জলন্ ।

অবরোহনচ্ছাষুলোপানান্নানিতং মুহঃ ॥ ২৮৭৬

জ্ঞাতেন পতিতেনৈব মুহূর্বোন্মা গহীসয়ম্ ।

ত্রজতন্তু বৈলক্ষ্যাদলক্ষ্যকমভূমুখম্ ॥ ২৮৭৭

দখ্যো চ দিখ্যো যে শব্দং প্রভাবং বয়মীদৃশম্ ।

বাজো দৃষ্টোপানান্নান্না জানীমো মর্ত্যধর্মতাম্ ॥ ২৮৭৮

প্রতিভাপ্রোচ(ক)নির্ভীততত্ত্বানাং নান্নথা শিরঃ (খ) ।

মহাকবীনায়েতাদৃক্ প্রতাপানলবর্ণনে ॥ ২৮৭৯

হইয়া তাহাদিগের অনুগামী হইল বটে ; কিন্তু কার্য্যাসিদ্ধি না হওয়ায়
গর্ত্তময় ব্যক্তির জ্ঞায় হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল । ২৮৭৫

যখন তিনি কোন দিকে গমনোক্ত হইতেন, তখন লজ্জায় মুখ
অবনত হওয়ায় তাঁহার নয়নদ্বয় কেহ দেখিতে পাইত না, কখন সকল
শিরায় শোণিত প্রবাহিত হওয়ায় মুখ খণ্ডন যেন জ্বলিতে থাকিত,
কখন বা জল পিচ্ছল সোপানস্থ প্রস্তরের জ্ঞায় তাঁহার শরীর নিয়গামী
হইতেছে বলিয়া বোধ হইত, কোন সময়ে যেন আকাশ পড়িয়া ভূমির
সমান হইয়াছে, ইহাও ভাবিতেন । ২৮৭৬—২৮৭৭

তিনি আরও ভাবিতেন যে “অমরা ভ্রয়োভয়ঃ রাজার ঈদৃশ প্রভাব
প্রত্যক্ষ করিয়াও তাঁহাকে যামুঘ (সাধারণ) বলিয়া বুঝিতেছি ;
একজ্ঞ যাদৃশ অজ্ঞ শিকারীর যোগ্য” । ২৮৭৮

বস্তুর স্বরূপ চিত্র করিতে যাহা নিগর প্রতিভাশক্তি প্রবল

(ক) প্রোচি ইতি সমীচীনম্ ।

(খ) ‘শিরঃ’ ইত্যত্র ‘শিরঃ’ ইতি উচ্চিভম্ ।

রাজ্যঃ প্রতাপশিখিনঃ কণাঃ ক্ষৌণৌ ন সন্তি চেৎ ।

তৎকস্মাদ্বয়মাতাঃ পদন্তাসেপ্যধীরতাং ॥ ২৮৮০

অনেকশোভৈবীরাণাং পীতধারাদুড়বরে ।

শোভঃ প্রাদুর্ভূতো ন শ্রান্তজ্বালাসংজ্ঞকং বিনা ॥ ২৮৮১

কিমন্তব্রেণ শুদ্ধমমালাক্ষ্যং প্রোন্মিবদৃশঃ ।

মার্গামার্গবিভাগস্ত পরিজ্ঞানে বিমূঢ়তা ॥ ২৮৮২

মধুমত্যান্তটেষ্ঠমিষ্মিবর্জ্য দরদঃ স্থিতান্ ।

বীটীজবনিকাচ্ছন্নঃ সোবাপ্যাথ তটেঃবসৎ ॥ ২৮৮৩

ক্রমাদুৎখাঃখেন্দৈন্তুর্নীজা স্বশিবিস্তরম্ ।

তত্রৈষ্যতেতি সংধাতুং যোহদ্রোহঃ স্পৃহান্তরৈঃ ॥ ২৮৮৪

কেবল সেই সকল মহাকবি ঈদৃশ (অলৌকিক শক্তিশালী) নরপতির প্রতাপ-বহির বর্ণনার পট্ট" । ২৮৭৯

“যদি পৃথিবীতে রাজার গৌরব বহির ফুলিঙ্গ পতিত না থাকিত, তবে আমরা পদক্ষেপ করিতে লজ্জিত হই কেন ?” । ২৮৮০

“যদি তাদৃশ ফুলিঙ্গের সজ্জা না থাকিত, তাহা হইলে বীর বৃন্দের শরীরসমূহ অসি ধারারূপ সলিল পান করিয়াও শুষ্ক হইয়া যাইত না” । ২৮৮১

“রাজার গৌরব-বহির ধুমোদগমে লোক-নেত্র যদি অন্ধকারাচ্ছন্ন না হইত, তবে পথ ও অপথের (সৎ ও অসত্যের) পরিজ্ঞানে লোকে ভ্রমাক্রম হইত না” । ২৮৮২

তিনি যমুবাতির অপরতীরে দায়দগিনিকে রাখিয়া তরঙ্গরূপ বনিকার অন্তরালে বিরলে বাস করিতেছিলেন । ২৮৮৩

ক্রমে বেদ (তীহার) অপনীত হইলে দায়দগণ তীহারকে

নৃপং তেবাং হৃগণ্যার্থবর্ষণং নয়নপুবাং ।
 উপজীবিতুমিচ্ছাভুক্তকণবণিজয়া ॥ ২৮৮৫
 ন'নেহ বিগ্রহস্তায়ং প্রত্যাসন্নো হিমাগমঃ ।
 মধুমাংসি বিস্তামঃ পুনরারক্ক্ষিস্তমাম্ ॥ ২৮৮৬
 কালক্ষেপেক্ষমত্বং চেমুটর'ষ্টা সনাধুনা ।
 স্বাস্ত্রনিদয়ো বলিনস্তিলকস্তোপবেশনেঃ ॥ ২৮৮৭
 রাজানং রাজবদনঃ শ্রিতস্তৈরিত্যসাধতঃ ।
 উঠৈবাতঃ স্বরাষ্ট্রান্তবৃত্ত্যা বহুং নরাশ্চু্যৈঃ ॥ ২৮৮৮

তিলকম্ ॥

(ভোজকে) নিজ শিবিরে লইয়া গেল এবং বিদ্রোহবুদ্ধি হৃদয়ে রাখিয়া আপাততঃ সান্ত্বনা দ্বারা বশে রাখিতে ইচ্ছা করিল । ২৮৮৪

বিদ্রোহীদলে ভেদ জন্মাইবার অভিসন্ধিতে রাজা অপরিমিত অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন ; দারিদ্র্যগণ তাহাতে ভোজকে অহস্তে রাখিয়া রাজা হইতে লাভ করিতে (নিষ্কর পাইত) অভিলষী হইয়াছিল । ২৮৮৫

“সময়ের সময় নহে ; শীত ঋতু আগতপার ; চৈত্রমাসে আমরা পুনর্বার অদম্য উত্তমে অভিযানে প্রবৃত্ত হইব । যদি ‘আপনি কালক্ষেপ করিতে অসমর্থ হন, তাহা হইলে ভূট রাজ্যের পথে শোষণশালী জিন্নকের আশ্রয়ে এখন রাখিয়া আসি, রাজবদন এখন রাজার আশ্রিত ।” এই সকল কথা উক্ত নরাদমণ্য শাস্ত্রী সুহকারে করিয়া স্বরাজ্য মধ্যে তাঁহাকে বন্দী করিতে অভিলষী হইয়াছিল । ২৮৮৬—৮৮

অপি রাজপুরীরাণাং কোটীনাং তৈর্হি জীযতে ।

দৈর্ঘ্যং নিদাঘদাত্রাণাং (ক) বিয়োগদিবসৈরিব ॥ ২৮৮৯

তথ্যাতমুপালেতে দূতৈর্বলহরোধ তম্ ।

প্রগৌ নিহিতবাং স্বশ্রীতি জ্যোতিঃবটাকরঃ ॥ ২৮৯০

উৎসাহাদাহবগোপি স তথা গার্গিমগ্রিমম্ ।

আয়াস্তং চ নৃপানীকমু...হাস্য বাচিত্ত্বয়ং ॥ ২৮৯১

অকস্মাদ্বিক্রতদরজাজভোজাদিবর্তিয়া ।

ন ব্যাদীর্ঘত্বং যজ্ঞোপধ্যাপ্তোত্তংকিলাক্ষনম্ ॥ ২৮৯২

আড়ম্বরালম্বনস্ত ভেদেপ্যক্ষিমবিগ্রহঃ ।

যদযুদ্ধে কৃতং সিধ্যোত্তংকস্তামানুবং বিনা ॥ ২৮৯৩

যেক্রপ ছন্দয়বিদারী বিরহ বাসর নিদাঘ দিনের বাবরাক্তিকর দৈর্ঘ্যকে অতিক্রম করে, তক্রপ দারদদিগের কাপটা রাজপুরবাসীদিগকে পরাস্ত করিল । ২৮৮৯

ভোজ সেইরূপে চলিয়া গেলে, বলহর দূতগণ দ্বারা তাঁহাকে ভিরঙ্কার করিয়া পাঠাইল, “আপনি আমাকে কুপে নামাইয়া দিয়া রজু কাটিয়া দিলেন” । ২৮৯০

সে সেইরূপ সম্বন্ধে সমরক্ষেত্রে থাকিয়া অগ্রে চন্দ্রকে এবং পরে রাজসৈন্তকে সমাগত দেখিয়াও বিন্দুমাত্র ত্রিস্কন্ধ হইল না এবং উৎসাহপূর্ণ হইল । ২৮৯১

দরজাজ ও ভোজ প্রভৃতির পলায়ন-সংবাদ শ্রবণেও রাজধনন যে বিহ্বল হয় নাই, ইহাই তাহারে পর্যাপ্ত ধৈর্যের পরিচয় । ৮৯২

প্রধান সহায়শূত্র ইহঁরাও সে যে বিষয় সাহসে অবিলম্বে যুদ্ধ

হালান্নরোধাসংঘিৎসু ধনুদ্বারাধিপাবণ ।

সোবোঅয়ছিলস্বন ভোজপ্রত্যাগমাশয়া ॥ ২৮২৪

ততোলংকারচক্রঃ স নেতু সালংগিয়াযয়ৌ ।

জ্ঞাতেয়ান্দারদাবেত্য প্রার্থিতাপরিপস্থিনীঃ ॥ ২৮২৫

বৃদ্ধা তদনুবক্ষেপি দ্রোহনির্বন্ধিনীঃ সভাঃ ।

অগ্রহীন্মার্গসেত্বগ্রে নিধনাদ্যবসাদিতাম্ ॥ ২৮২৬

ভূতৈঃ সহ যুবপ্রায়ৈর্বাফ্য তং মর্ত্যমুত্ততম্ ।

দরাতুর দরদ্রাজসৈন্ত্যং তদৈক্যমাবয়ৌ ॥ ২৮২৭

ব্যপোহন্তৌব লহরীবাচতিঃ কলং সরিং ।

কল্লৈ লাক্ষালনোল্লাপৈর্নির্নিদেষ দরদ্বলম্ ॥ ২৮২৮

করিয়াছিল, অমানুষ শক্তি না থাকিলে তাহা কেবল আড়ম্বর (বাহ চাকচিক্য) অবলম্বনে কাণ্ডার হইয়া থাকে ? ২৮২৩

তৎপর অবস্থানুসারে ধন্য ও দ্বারপতি (উনয়) সন্ধির অভিলାষী হইলে সে ভোজের পুনরাগমনের আশা বিলম্ব করিতে লাগিল ২৮২৪

অনন্তর অলঙ্কারচক্র, বিজ্ঞসীহকে জ্ঞানিবোধে প্রার্থনার অনুকূল ভাবিয়া ভোজকে লইতে আসিল এবং দারদর্শনের নিকটে উপনীত হইয়া প্রার্থনা করিল । কিন্তু তাহাদিগের দলকে তাহার পুনঃ পুনঃ প্রার্থনার প্রতিকূল ও বিপ্লববুদ্ধিসম্পন্ন বুদ্ধির সেতুর সম্মুখে প্রাণপাত পণ করিয়া তাহাদিগের সহিত সম্মুখে প্রবৃত্ত হইল । ২৮২৫—২৮২৬

বহুতর যুবক ভৃত্য লইয়া তাহাকে মরণোত্তর দেখিয়া দারদ সৈন্ত-
গণ ভীত ও দুঃখিত হইল । ২৮২৭

বলহরী নদী যেন লহরী-বাহ উচ্ছালনে কলহ নিবারণ এবং

হ্রোষিতঃ স্বাবরোধৈশ্চ সৌৰ্য্যৈশ্চ স্নেহপাৰিবেঃ ।

সৈন্তৈঃ কদনভীতৈশ্চ বিড্ডসীহোথ তৎ জহৌ ॥ ২৮৯৯

পুৰঃসৰ্বৈৰ্ভয়সেতুপাটৈঃ পাবঃ পরং ততঃ ।

বিদ্রাবিতানি স প্রাপ ভিক্ষংস্তূৰ্য্যাবৈৰ্দ্দিনঃ ॥ ২৯০০

অসামৰ্থ্যে বন্ধখিত্তা শস্ত্ৰ চাৰ্থিতসংঘিনা ।

আনীতো বিড্ডসীহেন দূতঃ প্রোক্তোথ ভূপতেঃ ॥ ২৯০১

অমানুষ্যভাবেন ওষন্তংসামিনা ভবেৎ ।

প্রাতিসীলিকসামন্তবুদ্ধ্যা স্পর্ধাস্ত ধীবরঃ ॥ ২৯০২

তরঙ্গ-গর্জনে দ্বারা দারিদ্র্য সৈন্তদিগকে ভীতকর করিতে লাগিল । ২৮৯৮

অনন্তর বিড্ডসীহ অন্তঃপুর ললনাগণের কথায় লজ্জিত, স্নেহরাজ-গণের ঈর্ষাদূষিত ব্যবহারে ও প্রাণিবধ-ভীত সৈন্তগণের আচরণে বিরক্ত হইয়া ভোজকে পরিত্যাগ করিল । ২৮৯৯

তখন অলঙ্কারচক্র বাস্তবনিতে দিগ্ভ্রমল ব্যাপ্ত করিয়া পলায়িত সেতুরক্ষকদিগকে অগ্রে লইয়া বলহরীর (নদীর) পর পায়ে উত্তীর্ণ হইল । ২৯০০ (ক)

বিড্ডসীহ নিজ সৈন্তের দৌর্জল্য বুঝিয়া সন্ধিপ্রার্থী হইয়া রাজ-দূতকে আনয়ন করিয়া বলিতে লাগিল । ২৯০১

“আপনার প্রভু অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন ; যতক্ষণ তাঁহার অপার

(ক) হলে ‘বিদ্রাবিতানি’ পাঠ আছে, তাহাতে কোনরূপে অর্থ সঙ্গতি হয় না ; ‘বিক্রতে’ সহ এই পাঠ হইয় করিয়া অনুবাদ করা হইল । ইংরাজী অনুবাদকণ্ড প্রথমের অসঙ্গতি স্বীকার করিয়া ভাগ করিয়াছেন ।

অগ্রক্ষেপায়ুসংধান এব যাস্তো যমাস্তিকম্ ।
 জয়রাজোন্মি বামুখ্য প্রভাবাবেদকৌ দিবি ॥ ২৯০৩
 তেন দিবাত্মভাবেন নির্জয়োপি জয়ো যম ।
 পাশুস্ত কুলবিভ্রংশাতীর্থো পতনমুন্নতিঃ ॥ ২৯০৪
 অথায়াতঃ পুরে স্থিত্বা কংচিংকালং নিজেবিশং ।
 যমরাষ্ট্রমসংকীর্তিলসবন্দনমালিকম্ ॥ ২৯০৫
 অবুদ্ধা ভোজমায়াস্তং সংধিং তত্ৰৈব বাসরে ।
 সার্কং দ্বারেশধৃত্যভাং স রাজবদনোপজ্জাতং ॥ ২৯০৬

মহিমা একজন বীরেরও (সামান্য জনেরও) হৃদয়ঙ্গম না হয়, ততকাল সে তাঁহাকে প্রতিবেশী (বাটীর নিকটবর্তী) সামান্য সামন্ত রাজ (জমিদার আদির স্থায়) ভাবিয়া তুচ্ছ বোধ করিতে পারে ।” ২৯০২

“জয়রাজ যমভবনে যাইয়া তাঁহার বিশ্বাসাশ্রীত মহিমার কীর্তন করিয়াছে; এখন আমি তথায় (বমালয়ে) গমন করিব ।” ২৯০৩

“যেমন পথিক তীরচ্যুত হইয়া তীর্থতোরে পতিত হইলেও সদগতি (স্বর্গ) লাভ করে, তদ্রূপ তাঁহার নিকটে আমার পরাজয়ও শরম লাভ ।” ২৯০৪

তাঁহার পর বিজ্ঞানসীহ নিজ নগরে আসিয়া কিছুকাল থাকিয়া যম জনপদে প্রবেশ করিল ; সেখানে তাঁহার পার্থিব অবমাননা অভিনন্দন-মালার স্ত্রাব শোভা পাইয়াছিল । ২৯০৫

সেই দিনেই রাজবদনও ভোজের আগমন-বার্তা না পাইয়া ধস্তা ও উদয়ের সহিত সন্ধি করিয়া বসিল : ২৯০৬

অখাপং হং ব্যবৃত্য যষ্ঠং প্রষ্ঠং মনস্বিনাম্ ।
 আদায় ভাবভাভাং প্রাবিক্রান্তং ক্ষমাপতেঃ ॥ ২২০৭
 অহংকারাদ্বিমোহাচ্চা বিমর্ষণে বহিষ্কৃতো ।
 উপেক্ষামক্ষতে ভোজে ভজতে রাজবীজিনি ॥ ২২০৮
 অক্লান্ত হতোংকণ্ঠভাজাপি প্রভুশাসকঃ ।
 অনিশেষীকৃত্যরাতির্ন বাষ্পতং রিলংগঃ ॥ ২২০৯
 প্রভোঃ পুরস্তাংকার্যাস্তে তেন হাতুমশক্যত ।
 প্রসাদাক্ষাজ্জিহ্বা স্নেহেনেব ভোক্তব্যং নহি কচিৎ ॥ ২২১০
 দ্বিধা কৃত্য যেন যুদ্ধে পৃথীহরস্তুতষথী ।
 মগধেন্দ্রাকৃতিভীমেনেব কার্যক্ষমাতবৎ ॥ ২২১১

তাহারা দুইজনে (এক ও উদয়) অখারোহণে আগত তাহাকে
 কিরাইয়া দিয়া মনস্বীদিগের মাতৃ বর্ষকে সঙ্গে লইয়া রাজসম্মিধানে
 উপনীত হইল । ২২০৭

সেই ব্যক্তিদ্বয় অহংকারে হউক বা বুদ্ধিবংশে হউক, বিবেচনা-
 বর্জিত হইয়া রাজ দায়াদ ভোজের অক্ষত অবস্থার প্রতি দৃষ্টিদান
 করিল না । ২২০৮

প্রভু উৎকণ্ঠিত হইয়া পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিলেন রিলংগ শত্রুকুল
 নির্মূল না করিয়া প্রত্যাগমন করিল না । ২২০৯

পাচক যেমন প্রভুর ভোজন শেষ না হইলে পুরস্কার প্রার্থনায়
 তদীয় অগ্রে দাঁড়াইতে পারে না, রিলংগ তদ্রূপ শত্রুশেষ নাশ না
 করিয়া রাজার সম্মুখে উপস্থিত হইল না । ২২১০

ভীমের বিক্রমে জয়সন্ধের শরীরের ভায়ে তাহার পরাক্রমে
 পৃথীহরের পুত্রদ্বয় পরস্পরে বিচ্ছিন্ন হইয়া অকক্ষণ্য হইয়া পড়িল । ২২১১

মাতৃকৃষ্ণিণিব ঘোৰ্বাং তেনাজৌ লোষ্টিকঃ কৃতঃ । (ক)

খাণ্ডবে খণ্ডিতঃ সৰ্প ইব গাণ্ডীবিनावিশং ॥ ২৯১২

ভজংচতুষ্কঃ সংকোচং দুৰ্ভেদং ত্রিলকালয়ম্ ।

স্বকায়কৰ্পরঃ দৰ্পোজ্জ্বিতঃ কুম্ভ ইবাবিশং ॥ ২৯১৩

নিঃশেনীকৃতকাযঃ স শৌর্য্যেণৈব মহীপতেঃ ।

• পার্শ্বং পাদনখজ্যোতিঃপটুবন্ধাপ্তয়ে যয়ো ॥ ২৯১৪

প্রতাপৈনুপতেরিখং বিপ্লবঃ শোষিতোপ্যভূৎ ।

অমাত্যমতিদোষেণ ভূয়ঃ প্রাহুস্বত্রাকুরঃ ॥ ২৯১৫

দণ্ডাহৌ রাজবদনো দানেনাপ্যায়িতো যতঃ ।

নিৰ্ভয়ং ভোজমায়াহং প্রতিজগ্ৰাহ তং পুনঃ ॥ ২৯১৬

খাণ্ডব কাননে গাণ্ডীবীর (অৰ্জুনের) শরাহত সৰ্পের তায় লোষ্টক প্রস্তুত হইয়া মাতৃকৃষ্ণির তায় স্বদেশে প্রবেশ করিল এবং চতুষ্ক ইত্যদৰ্প হইয়া সঙ্কুচিত কুম্ভের স্বদেশে কৰ্প রর (খোলের) তায় অভেদ ত্রিলকালয়ে আশ্রয় লইল। ২৯১২—২৯১৩

এইরূপে বিক্লগ শৌর্য্য সহকারে কার্য্য সমূহ শেষ করিয়া ভূপতির পদপ্রান্তে ন্যস্তক হস্ত করিবার জন্ত (অভিবাদন বাসনায়) উৎসীত হইল। ২৯১৪

এই প্রকারে মহীপতির মহিমায বিপ্লব-বিষবৃক্ষ শুষ্ক প্রায় হইয়াও অমাত্যদিগের বুদ্ধিবলমে পুনর্বার অঙ্কুরিত হইয়া উঠিল। ২৯১৫

• কারণ, তাঁহারা দণ্ডাই রাজবদনকে ধনদানে আপ্যায়িত করায়,

উৎকোচপরিণামাত্তং সোথ হাপচ্চতি স্ম তন্ম ।

দিদ্বাগ্রামাভিধে স্থানে খাশকানাং নিবেশনে ॥ ২৯১৭

ইত্যেন মব্রক্ষুশ্চদায়াস্তো নানুগামিনঃ । (ক)

মিতানুযায়ী দ্বারেশঃ প্রায়ান্তদোচিব্রান্মম ॥ ২৯১৮

সোৎকম্পঃ সাহসস্রোতঃপাতেনীয়ত নৌরিব ।

ত্রিল্লকেনাপি স শৈথ্যং নীতিরজ্জুপ্রসারণাৎ ॥ ২৯১৯

ব্যসনোল্লাসবৈবশ্যং বিশাম্পতুর্ক্যচিস্তয়ৎ ।

যেনাব্যবহাপ্রাথমাং স জালঃ পুনরগ্রহীত ॥ ২৯২০

সে ভোজ আগমন করিলে, তাহাকে নির্ভয়ে পুনর্বীর স্বপক্ষে গ্রহণ করিল । ২৯১৬

এবং নিজস্ব (রাজার নিকট হইতে উৎকোচ) গ্রহণের আশায় তাহাকে খাশকদিগের রাজ্যের অন্তর্গত দিদ্বাগ্রামে রাখিয়া দিল । ২৯১৭

সে ভোজকে বলিল “আপনি যদি কল্যা (গত দিনে) আসিতেন ; তাহা হইলে দ্বারপতি (উদয়) অল্প অনুচর বইয়া আপনার এই অনুচরের (আমার) নিকট হইতে প্রস্থান করিতে পারিত না । ২৯১৮

সে (রাজবদন) যখন সাহস-স্রোতের মধ্যে পড়িয়া নৌকার ছায় কাঁপিতে লাগিল, তখন ত্রিল্লক নীতি-রজ্জু প্রসারণে তাহাকে স্থির করিল । ২৯১৯

অলঙ্কারচক্র প্রভৃতি মণ্ডিগণ প্রকৃতিস্থ করিলেও স্বভাবচক্র ত্রিল্লক অপরিহার্য নিজ কোটিল্য ত্যাগ করিতে পারিল না ; সেই পাণ্ড

(ক) “ইত্যেন মব্রক্ষুশ্চদায়াস্তো” এই পাঠ মূলে আছে, ‘বঃ’ (আগামী দিন) পাঠ অসঙ্গত ; সুতরাং ‘ইঃ’ (গতদিন) পাঠ গ্রহণে অনুবাদ হইল ।

অলঙ্কারাদিভিঃ স্বাস্থ্যে স্থাপ্যমানোপি মদ্রিভিঃ ।

অত্যজ্ঞৈরন কোটিল্যমজিতায়েব দুর্গ্রহম্ ॥ ২২২১

গণ্ডং বৈজ্ঞ ইবাপাকং তবমজ্ঞায় পার্শ্বিণঃ ।

পক্কাগুণিবারেভে রিপুন্ পাটয়িতুং পরান্ ॥ ২২২২

আগন্তব্যং ত্রয়া পশ্চাত্তাং স্বস্মাসু প্রকম্পতাম্ ।

ভোজমুক্তে ত্যলঙ্কারচক্রোৎগাদিপ্লবোত্ততঃ ॥ ২২২৩

তং জয়ানন্দবাড়াখ্যো দস্যুরানন্দবাড়জঃ ।

অন্যুর্বিক্রমোদগ্ৰাঃ পরেহপি ক্রমরাজ্যজাঃ ॥ ২২২৪

অগ্রস্থিতো রাজগৃহোলঙ্কারঃ স্বল্পসৈনিকঃ ।

বালুকাসেতুকল্পস্তং ভজ্ঞে সিদ্ধুর্যৈরিব ॥ ২২২৫

‘বিপদের সময়ে রাজা অধীর হইয়া পড়েন’ ইহা ভাবিয়া পুনর্বার
বিপ্লব উদ্বীপনায় প্রথম নেতৃত্ব গ্রহণ করিল । ২২২০—২২২১

বৈজ্ঞ যেমন অপর ফেটিক উপেক্ষা করিয়া পকরণে হস্তক্ষেপ
করে, তদ্রূপ রাজা তাহাকে অযোগ্যবোধে অবজ্ঞা করিয়া অত্যাচার
পরিপক্ক বিপক্ষ সমুচ্ছেদে বন্ধপরিকর হইলেন । ২২২২

“আমরা সঙ্কটাপন্ন হইলে আপনি পশ্চাদ্ আগমন করিবেন”
ভোজকে এই বলিয়া অলঙ্কারচক্র বিপ্লব-ঘটাইবার জন্ত প্ররোচনা
করিল । ২২২৩

আনন্দ বাড়ের পুত্র জয়ানন্দ বাড় নামক দস্যু (ডায়র) এবং
অত্যাচার ক্রম রাজ্যবাসী বিক্রমশালী ডায়রগণ তাহার অনুগামী
হইল । ২২২৪

রাজপুরুষ অলঙ্কার স্বল্প সৈন্য লইয়া তাহাদিগের সম্মুখে রহিল
‘বটে, কিন্তু স্রোতস্বিনীর স্রোতের অগ্রে বালুকা-সেতুর (বাঁধের)
জায় তাহাতে (ভঙ্গপ্রবণ) তাহাকে দেখা যাইতে লাগিল । ২২২৫

স তু রামঃ রাজ্যাজিক্ষেভসম্ভাবনাং বিশাম । (ক)

উদপাদয়দেকাকী কুরুবহুভিরাঃবম্ ॥ ২৯২৬

আগানিরভসক্ষুভাদ্রক্ষঃসম্ভদক্ষিণম্ ।

বঃ জগাম গঞ্জাত্মমঙ্গসাপক্ষিতঃ ॥ ২৯২৭

স তুলকুটমিব তৎ কটকং বিকটং দ্বিগাম্ ।

কিমত্বং প্রৈরয়ং কাপি প্রভঞ্জন ইবাঙ্গসা ॥ ২৯২৮

গ্রাসায় গৃধ্রকঙ্কাদিপল্লিতাত্ত্ব তত্যজে ।

আনন্দবাড়স্থলুঃ স হত্বা তেনেষুণা বধে ॥ ২৯২৯

সে একাকী হইয়াও বহু বীরগণের সহিত সমর করিয়া লোকের মনে প্রথমে বলরামের ন্যায় বিজয় সম্ভাবনা জন্মাইয়া দিয়াছিল । ২৯২৬ (ক)

সমরক্ষেত্র অজ্ঞকাল মধ্যে রক্তে পূর্ণ হইয়া পানিলোলুপ রাক্ষস-গণের মন্দিরা মন্দির হইয়া পড়িল । ২৯২৭

অধিক আর কি ? যেমন বায়ু-মূৰ্ছিতমধ্যে তুলারশিকে ছিন্ন ভিন্ন করে, সে তরুণ বিকট শত্রুসৈন্যকে তৎক্ষণাৎ দূরীভূত করিয়াছিল । ২৯২৮

সে শরাঘাতে আনন্দ বাড়ের তনয়কে নিহত করিয়া গৃধ্র শকুনি প্রভৃতিকে ভোজনের জন্ত প্রদান করিল । ২৯২৯

(ক) রামেরাজ্যজি ইতি পাঠার্থে সঙ্গতিঃ স্থাৎ ।

(খ) মূলে “সতুরাম—রাজ্যজি” এই জুট পাঠ আছে, কিন্তু ‘রাম’ পদের পর ‘চ’ শব্দ যোজনা হইলে অর্থ হয় ; তাহা করা হইল, ইংরাজী অনুবাদ তাহাই আছে ।

ভোজ্যোখানুকামস্ত জিঘ্রকোঃ স্নাত্ত্বজ্জ ৩৭ ।

পক্ষপ্রধাবৎ ক্রকরব্যাধিত্যয়ো ব্যবর্জিত ॥ ২৯৩০

অনুডডয়নসামর্থ্যঃ শ্রাগ্যতি ক্রকরো যথা ।

ধাবন্ পক্ষে পংন্ ব্যাধোপানুপাবন্ পথান্বহন্ ॥ ২৯৩১

প্রসঙ্গে সাহসশ্চিবৎ ভোজঃ ক্লৈবামগাৎ সদা ।

তৎপ্রাপ্তুমিচ্ছুভূপোপি মতিমোহং মুহুমূর্ছঃ ॥ ২৯৩২

যগ্ম ॥

দিয়াগ্রামস্থিতে ভোজে স রাজবদনেপাগাৎ ।

পুনঃ কিং চোরচণ্ডালাঃ শ্রেয়সীতাক্রিমীশিভূঃ ॥ ২৯৩৩

ডামরা ভগ্নসজ্জাতা ভূয়ঃ পূর্বাধিকাং ততঃ ।

কহাং তে প্রথয়ামাসমূহর্য্যাং শৌর্য্যশালিনঃ ॥ ২৯৩৪

যেমন ক্রকর (তিত্তির জাতীষ) পক্ষী উড়িবার শক্তি না থাকায়
ব্যাধি অনুসরণ করিলে কর্দমের দিকে ধাবমান হইয়া ক্লান্ত হইয়া
পড়ে এবং ব্যাধিও পক্ষে পতিত হইয়া তাহাকে ধরিতে পারে না ;
তদ্রূপ অবস্থা (ক্রকর-ব্যাধিত্যয়) হইতে উখান অভিলাবী ভোজ্যও তাহার
বন্ধন (বন্দী করণ) প্রায়সী রাজার ন্যে উপস্থিত হইল । ভোজ
শৌর্য্যের সর্বোৎসাহ সময়ে কাপুরুষ হইয়া পড়ে, রাজাও পুনঃ পুনঃ
বুদ্ধিভ্রংশবশতঃ বন্ধনজালে তাহাকে জড়িত করিতে পারে
না । ২৯৩০—২৯৩২

ভোজ দিয়া গ্রামে অবস্থান করিলে “চোর চাণ্ডালগণ আবার
ক্রকর হিতকারী হইল” এই রাজবান্ধব রাজবদনকেও ভুলিতে
হইল । ২৯৩৩

ডামরাদিগের দল ভাঙ্গিয়াছিল বটে ; আবার তাহারা শৌর্য্য-

তে দ্বারপতিমারাতং সোঢ়ুং শেকুর্ন কেবলম্ ।

অশটৈকারাহৈবৈব্যবস্তাংপর্যাহুদয়েজয়ন ॥ ২৯৩৫

তেষাং ত্রাণার্থমন্তেষামুখানার্থমথায়তো ।

কুষ্ঠোলঙ্কারচক্রেণ নীবিং দদ্বা স সাল্হণিঃ ॥ ২৯৩৬

তেষাং পরেহ্যঃ পার্শ্বং স যিযাস্তুরসক্লদদা !

হায়াশ্রমং শ্রাস্তসৈন্তো দ্বারেশোহবুদ্ধ তং তদা ॥ ২৯৩৭

অজ্ঞানমিব তেবা 'ন ব্যাজসন্ধিং নিবন্ধবান্ ।

যিষাং কুতোপ্যগাতির্যাক্ স্থিতং সস্তারমূলকম্ ॥ ২৯৩৮

বলধনে পূর্বাপেক্ষা অধিক ভাবে বন্ধপরিকর হইয়া বারংবার ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল । ২৯৩৪

দ্বারপতি উপস্থিত হইয়া আক্রমণ করিলে তাহারা কেবল তাহা সহ করিয়াছিল, তৎপরতা প্রদর্শনে বহুবার দুর্জয় বৃদ্ধ করিয়া তাহাকে বিপর্যাস্ত করিয়া তুলিল । ২৯৩৫

তাহার পর অলঙ্কারচক্র আঙ্গান করাতে ভোজ তাহাদিগের (ডামরগণের) রক্ষণ এবং অগ্ন্যস্ত্র যোদ্ধগণের পৃষ্ঠপোষণ করিতে প্রতিভূ প্রদান করিয়া সেখানে আসিল । ২৯৩৬

সে হায়াশ্রমে আগত হইয়া পরদিন যখন তাহাদিগের সমীপে বাইবার জন্ত নিরস্তর বস্তুমান হইতে লাগিল, তৎপূর্বে তাহার সৈন্তসমূহ ক্লান্ত হইয়া পড়িল, দ্বারপতি তাহা জানিতে পারিল । ২৯৩৭

সে (দ্বারপতি উদয়) তাহা (ভোজের আগমন) ঘেন না জানিয়াই ডামরগণের সহিত কপট সন্ধি করিয়া বসিল ; তৎপর কোন চলনার সম্বিহিত তারমূলকে (ভোজের অবস্থিতি স্থানে) উপনীত হইল । ২৯৩৮

তস্মিন্স্থত্র স্থিতে দূরাং কুতন্ত্যামপি পুংকৃতিম্ ।
 শ্রবণা ভোজোহবদং সাং কিমপি বাকুলীভবন্ ॥ ২২৩৯
 নিজেবিহস্তমানোপি ত্রাসাত্ত্রাসাদহেতুকাং ।
 ব্যরংসীং সম্ভ্রমামাসৌ চক্রে সম্ভ্রান্ত বাজিনঃ ॥ ২২৪০
 ত্রস্তোহলঙ্কারচক্রো দশগ্রাম্যগ্রতো দ্রুতম্ ।
 ক রাজপুত্র ইতোবাং কথয়িত্বা পলায়িতঃ ॥ ২২৪১
 উদতিষ্ঠন্ততো গ্রামমধ্যাতুর্য্যধ্বনির্গাহান্ ।
 আক্কেলাবেদকঃ সেনানিনাদশ্চ ক্ষপামুখে ॥ ২২৪২
 অলঙ্কিতো ধ্বান্তমধোভেজে ভোজঃ পলায়নম্ ।
 শ্বকর্ভব্যেধলঙ্কারচক্রো মুদীয় সন্দেহে ॥ ২২৪৩ :

সেখানে অবস্থিত হইলে ভোজ সাংসময়ে দূরস্থ কোন স্থান
 হইতে সমুখিত মৈত্র কোলাহল শুনিয়া বাকুলভাবে বলিল “বিপক্ষেরা
 সমরসজ্জায় আসিতেছে” । ২২৩৯

তাহার অপক্ষগণ সেই অকারণ ত্রাসের জন্ত উপহাস করিতে
 লাগিল ; কিন্তু সে তাগাতে শঙ্কানুগ হইল না ; অশ্বারোহীদিগকে
 সমজ্জ করিয়া রাখিল । ২২৪০

তাহার পর অলঙ্কারচক্র ভীত হইয়া “রাজপুত্র কোথায়” এই
 বলিয়া দশগ্রামীর দিকে দ্রুতপদে পলায়ন করিল । ২২৪১

তাহার পর রজনীর প্রারম্ভেই গ্রামের মধ্য হইতে রণধ্বনি
 ও সেনানিচয়ের তুমুল সিংহনাদ (সংগ্রামস্থচক শব্দ) সমুখিত
 হইল । ২২৪২

তাঁহা শুনিয়া ভোজ অক্ষরমধো অস্ত্রের অলঙ্কিতে পলায়ন

দন্তো দ্বারাধিপেনাঘির্গিরিবন্ধ প্রকাশয়ন ।

ধ্বাস্তধ্বস্তান্নানাং তেবাং তদাত্তুপকারকঃ ॥ ২২৪৪

দ্বারাধিপস্ত কাম্যস্তঃ সন্ধিং ভোজপ্রতীক্ষয়া ।

শ্রদ্ধা তমথ বৃত্তান্তং ভঙ্গং তে ডামরা যযুঃ ॥ ২২৪৫

অসন্ত্যজরপত্যাদিবন্ধং ধীরোচ্চলাশ্রয়াং ।

আজিং ভোজোলঙ্কারচক্রেণামঙ্গলাবহম্ ॥ ২২৪৬

.....

ভোজস্তত্রাপ্যভূতর্ষান্নাহারাদিসুখান্বিতঃ ॥ ২২৪৭

করিল এবং অলঙ্কারচক্র পর দিনে সংগ্রাম করিবারজন্তু কর্ত্তন করিল । ২২৪৩

অন্ধকারে তাহাদিগের পলায়ন-পথ আকীর্ণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু উদয়ের প্রদত্ত অগ্নির আলোক তাহাদিগের পক্ষে উপকারী হইল । ২২৪৪

ডামরগণ উদয়ের কৃত সন্ধি-অনুসারে ভোজের প্রতীকার ক্ষণকালের জন্য ক্ষমাশীল (যুদ্ধ করিতে বিরত) ছিল, এক্ষণে এই বৃত্তান্ত শুনিয়া তাহারাও একেবারেই ভঙ্গ দিল । ২২৪৫

* ভোজ অপত্যাদির স্নেহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া ঘোরতর পর্বত-আশ্রয় করিল এবং অলঙ্কারচক্রের সাহায্যে সংগ্রাম করা অমঙ্গলকর ভাবিয়াও সে আশা ত্যাগ করিল না ।

* * * * *

ভোজের সেখানে রণপিপাসা (লালসা) বলবতী থাকায় আহারাদিজনিত সুখাভাব হইল না । ২২৪৬—২২৪৭।

বাণাঘ্নিজস্ত্রিপুরনির্দহনে প্রতাপঃ
 পাথোনিধেঃ প্রমথনে বড়বাঘ্নিজগ্না ।
 আসাত্ত মন্দরনগেন সমাগমং হি
 ন কাপি পন্নগপতে: সুখসখ্যামাসীৎ ॥ ২৯৪৮
 ক্ষুৎপিপাসাশ্রমং হস্তং প্রাপ্তঃ স্ববিষয়াবনৌ ।
 অলঙ্কারাত্মজৈভূয়ো বন্ধুঃ ভোজোভালব্যত ॥ ২৯৪৯
 পিতৃর্মতেন বুদ্ধ্যা বা স্বয়া তত্ত্ববিধিংসতঃ ।
 সোভিলঙ্কার্য নির্ধাতঃ প্রাপাথ বিষয়াস্তরম্ ॥ ২৯৫০
 ততো বলহরেণৈব কৃতাত্ নিশ্চিত্য কার্গ্যাবিং ।
 অনাস্তোত্তলবন্তেষু দিমাগ্রামং পুনর্যর্থৌ ॥ ২৯৫১

ভুজগরাজ বাম্বুকি মন্দরগিরির সহিত মৈত্রী-বন্ধনে মিলিত হইয়া
 কোথাও সুখলাভ করিতে পারে নাই ; ত্রিপুর দাহকালে শকরের
 শরাগ্নির সস্তাপে এবং সাগর-মহু-ন-সময়ে বাড়ববহ্নির জ্বালায় জর্জরিত
 হইয়াছিল । ২৯৪৮

ভোজ ক্ষুধা, পিপাসা ও শ্রম গ্লানির অপনোদনাভিলাষে অলঙ্কার-
 চক্রেব রাহো উপস্থিত হইলে তদীর তনয়গণ তাহাকে পুনর্বার বন্দী
 করিতে বাঞ্ছা করিল । ২৯৪৯

পিতার মতানুসারে হউক বা স্বীয় অভিসন্ধিতে হউক, তাহার।
 (অলঙ্কারচক্রেব পুত্রগণ) তাহা করিতে উদ্যোগী হইলে ভোজ
 তৎসমুদায় বৃত্তিতে পারিয়া দেশান্তরে প্রস্থান করিল । ২৯৫০

তাহার পর পরিণামদর্শী ভোজ অস্তাত্ত লবন্তগণের প্রতি
 আত্মশূদ্ধ-হইয়া বলহরকে কার্যোপযোগী বৃত্তিয়া দিমাগ্রামে পুনঃ-
 প্রস্থান করিল । ২৯৫১

দ্বারাধিপোহিতোদ্ধারবীরোপাত্তাস্তরে ক্ষমঃ ।

চক্ষুরোগেণ ভগ্নাভিব্যোগোকস্মাদ্বাদীহত ॥ ২১৫২

ভোজায় দাতুমৈচ্ছতো ডামরস্তে স্নতে দদৌ ।

পশ্যাওরে গুল্লণায় রাজজায় চ নির্জিতঃ ॥ ২১৫৩

রোগোচ্চণ্ডতয়া দণ্ডপ্রয়োগাবসরে কৃতে ।

তত্র সাম প্রযোজ্যেব দ্বারেশো বিবশোহবিশং ॥ ২১৫৪

অভিব্যোগক্ষেণ তস্মিন্ বযৌ ভারসহঃ ক্ষয়ম্ ।

দুর্নামকামরক্ষামঃ বর্ষচন্দ্রোপি গর্গজঃ ॥ ২১৫৫

তত্রামরাবিত্তেবার্ত্তোদ্রেকৌ তমলুজং নিজম্ ।

চক্রাতে বসুধাং দুঃস্থামানন্দাষ্টিকশদ্রবৈঃ ॥ ২১৫৬

ইত্যবকাশে দ্বারপতি (উদয়) বৈরিবিদারণে বদ্ধপ্রতিজ্ঞ হইলেও অকস্মাৎ নেত্ররোগে আক্রান্ত হইয়া সমরচালনে অক্ষম হইয়া পড়িলেন । ২১৫২

ডামর (অলঙ্কারচক্র) পূর্বে ভোজকে যে কস্তাদ্বর দান করিতে কল্পনা করিয়াছিল, এখন পরাজিত হইয়া তাহাদিগের বিবাহ পর্যাণ্ডি ও সুলহণ নামক রাজ-পুত্রদ্বয়ের সহিত দিল । ২১৫৩

দ্বারনাথ (উদয়) দাক্ষিণ রোগের আক্রমণে হতাশ হইয়া শত্রু আরণের (যুদ্ধের) পরিবর্ত্তে মৈত্রী (সন্ধি, শান্তি) সংস্থাপন করিয়া নগরে প্রবেশ করিলেন । ২১৫৪

সেই ক্ষুদ্রতর কলহকালে গর্গজনয় বর্ষচন্দ্রও বিষম অশ্বরোগে আক্রান্ত হইয়া কালকবলে পতিত হইল । ২১৫৫

তাহার রোগকালে স্নযোগ পাইয়া তদীর অনুজদর (জয়চন্দ্র ও

ত্রিলকঃ অবলৈরনৈঃ সহাভেদং প্রবন্ধয়ন্ ।
 নাগ্রহীদ্বিগ্রহৈকাগ্রঃ সাক্ষ্যনামপি ভূপতেঃ ॥ ২৯৫৭
 যন্তে নিষ্ঠাং গতে রোগময়ে দ্বারপতাবপি ।
 নিমুক্তঃ ক্লাভুজা ধত্তো নিরগান্তারমূলকম্ ॥ ২৯৫৮
 ভোজশ্চ্যুতোমৃতোহ্রোমাং বলিনাং গোচরে পতেৎ ।
 প্রাপ্তপ্রতিষ্ঠো নিস্তীর্ণো দেশাধ্বাসাধ্যতাং ব্রহ্মেৎ ॥ ২৯৫৯
 ইতি সন্ধিস্তা সামায়েকরূপায়ৈস্তং জিহ্মকুণা ।
 ক্লাভুজা মন্যসংরম্ভো বিদধে সোভিষ্যুগভাক্ ॥ ২৯৬০
 যুগ্মম্ ॥

শ্রীচন্দ্র) উৎসাহে উৎকল হইয়া আক্রমণ ও অত্যাচারাদি দ্বারা
 রাষ্ট্রের অশেষ অনিষ্ট করিতে লাগিল । ২৯৫৬

ত্রিলক সমরসাধনে প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়া অত্যাচর প্রবল পুরুষগণের
 সহিত সখ্য সংস্থাপন করিল বটে, কিন্তু রাজার শাস্তিসূচক প্রস্তাব
 গ্রহণ করিল না । ২৯৫৭

যন্তের লোকলীলা সমাপ্ত এবং উদয় কুশল্যায় শাসিত হইলে
 ধন্য বিপ্লববারণের জন্ত রাজনিয়োগ প্রাপ্ত হইয়া তারমূলকে যাত্রা
 করিল । ২৯৫৮

“ভোজ রাজবদনের হস্তচ্যুত হইলে অত্যাচর প্রবল পরাক্রান্ত
 ডামরগণের সঙ্গে যোগদান করিয়া প্রতিপত্তিশালী হইতে পারে,
 কিংবা দেশ হইতে নিজক্রান্ত হইয়া দেশান্তরে গেলে বশীকরণের বহির্ভূত
 হইবে,” এই ভাবিয়া রাজা তাহাকে সামাদি উপায় প্রয়োগে আয়ত্ত
 করিতে অভিলাষী হইলেন এবং তৎসাদনের ভার ধন্তের উপর অর্পণ
 করিলেন । ২৯৫৯—২৯৬০

অজ্ঞাতোদর্কবৈশমা দুর্নীতিঃ সা মহীভুজাম্ ।
 ব্যাধিত্যাবাধত ছিন্নপুচ্ছাকৃষ্টেব পন্নগী ॥ ২৯৬১
 বলিনং রাজবদনং নৃপং চাবৈত্য নিক্কলম্ ।
 আভ্যন্তরাশ্চ বাহ্যাশ্চ বিক্রিয়াং যং ক্রমাগ্নয়ুঃ ॥ ২৯৬২
 ছিদ্ৰাজ্ঞরাগি স্থলভানি সর্দৈব হন্ত
 পাতালবন্ধসরণেবৈ দণ্ডনীতেঃ ।
 বহীভবন্ প্রসরমন্তরসম্প্রবিষ্টা
 যাত্যপ্রতর্কানিদমাং পতনং ভজেদা ॥ ২৯৬৩
 ভোগত্যাগোজ্ঞিতো রাজ্ঞা কীণার্থোহসৌ ব্রজেদিতঃ ।
 উক্তে তামুং বলহরস্তত্ত্ব বৃত্তিমকারয়ং ॥ ২৯৬৪

পরিণাম-দ্রষ্টব্য এই দুর্নীতি না বুঝিয়া প্রয়োগ করায়, তাহা, গর্ভ
 হইতে আকৃষ্ট অচ্ছিন্নপুচ্ছ ভুজগীর ত্যায় মুখ যিরাইয়া, তাঁহাকেই দংশন
 করিল । ২৯৬১

ফলতঃ তাহাই হইল । অন্তরঙ্গ (আত্মীয়) ও বহিরঙ্গ (উদাসীন,
 নিরপেক্ষ) ব্যক্তিগণ রাজবদনকে প্রবল ও ভূপতিকে বলবিহীন মনে
 করিয়া ক্রমে বিকৃত ভাবাপন্ন হইয়া পড়িল । ২৯৬২

পাতাল-পথের ত্যায় দণ্ডনীতি বহু ছিদ্ৰসঙ্কুল, তাহার অন্তঃপ্রবিষ্ট
 ব্যক্তি হয়ত রূপপথ পাইয়া বহির্গত হইতে পারে, না হয় অনবধানতা-
 বশতঃ তাহার পতনও হইতে পারে । ২৯৬৩

ভোজকে ত্যাগ করিবার জন্য ভূপতি বলহরকে (রাজবদনকে)
 বলিলে সে উদ্বুদ্ধ প্রদান করিল যে, অর্থাভাবে ভোজ স্বতঃপ্রযুক্ত

তাং লক্ষপ্রসরাং মায়াং রাজপক্ষে বিনোদ্য সঃ ।

যুক্তান্তরাণি সংলেভে প্রমোক্তুং নীতিকৌশলাং ॥ ১৯৬৫

সন্ধিং পদে পদে বন্ধা সন্ধিং বলহরাদিভিঃ ।

কুর্কন্ গতাগতং ধন্যো জনস্তাবাপ হাশ্বতাম্ ॥ ২৯৬৬

শম্বদিবর্তমানশ্চ রাজকার্যাস্থ নাবধিম্ ।

অদ্বষ্টঘটীয়দৃশ্যন্তেষামসাদ সঃ ॥ ২৯৬৭

তস্য চক্রে ইবোদভ্রান্তে কর্তব্যো তৈক্ষ্ণ্যভাগপি ।

ভেত্তুং প্ররোঢ়ুং বাপ্যাসীম্নয়ো বাণ ইবাঙ্কমঃ ॥ ২৯৬৮

হইয়া এখান হইতে প্রস্থান করিবে । এই বলিয়া সে ভূপতি হইতে তাহার (ভোজের) প্রতির ব্যবস্থা করিয়া দিল । ২৯৬৪ (ক)

রাজার পক্ষে ভোজকে হস্তগত করিবার জন্য তৎপ্রযুক্ত ছিল সফল হইল দেখিয়া সে বৃটনীতি অবলম্বনে উপায়ান্তর প্রণেগে বন্ধপরিকর হইল । ১৯৬৫

ধন্য, বলহর প্রভৃতির সহিত পদে পদে সন্ধিবন্ধন করত যাতায়াত করিতে করিতে, নৌকের উপস্থানাস্পদ হইয়া পড়িল । ২৯৬৬

সে অদ্বষ্ট (বৃপ) স্থিত ঘটীদগ্ধের (জল তুলিবার বল) রজ্জুর স্থায় নিয়ত বৃণমান রাজকর্য্যের অন্ত পাইল না । ২৯৬৭

যেমন চক্রে ঘুরিতে লাগিলে স্মৃতিশ্রু শরও তাহা ভেদ করিতে বা প্রাণষ্ট হইতে পারে না, তদ্রূপ রাজার নীতি-কৌশল বিপর্য্যস্ত উদ্দেশ্য সাধনে অকৃতকার্য্য হইতে লাগিল । ১৯৬৮

* ক মূলে “ভোগ ভ্যাগোজ্জিতঃ” এই পাঠ আছে । তাহা অসঙ্গত বোধে উপেক্ষিত হইল । “ভোজ ভ্যাগোজ্জিতঃ” এইরূপ পাঠ অমূল্য হইল ।

নীতরাজদ্বয়োব্যগ্রঃ শেবঠৈশ্চকস্ত বিগ্রহে ।

চতুরঙ্গ ইব ক্রীড়াম্বনোহভূদিশাম্পতিঃ ॥ ২২৬৯ (ক)

বকলক্যঃ প্রদানার্থং ততশ্চ ছদ্মনা পরান্ ।

ভঙ্কতো বাজিপত্তাদি নাপ্যাসীম্মাপ্যজীগণৎ ॥ ২২৭০

দস্যবৃথতসঙ্গেষু শীতাপায়প্রতীক্ষিযু ।

নাগাদিলহঃ শ্বেবান্মূলনমশকত ॥ ২২৭১

সংমথ্যাশিথিলামিত্রো ভাবে (খ) সূত্রিতবিগ্রয়ে ।

তস্মিন্ দীবতি মধ্যে চ শব্দং সোহবপতাকুলঃ ॥ ২২৭২

রাজা জয়সিংহ রাজদ্বয়কে (লোঠন ও বিগ্রহরাজকে) পূর্বে
আরক্ত করিয়াও এখন শেষ একজনের সহিত সমরে চতুরঙ্গ-
ক্রীড়া- (শতংখ জাতীয় খেলা) করীর তায় বাঁকুল হইয়া
পড়িলেন । ২২৬৯

সেজন্তু তিনি অর্থ প্রদানে শত্রুকে বশীভূত করিবার ছলনা ও
কল্পনা ভাগ করিলেন এবং বিপক্ষগণ অথ পদাতি প্রভৃতি নষ্ট করিলে
তাহা গণ্য করিলেন না । ২২৭০

দস্যরা (ডামরেরা) দলবদ্ধ হইয়া শীতাবসানের প্রতীক্ষা করিতে
লাগিলে বলহর (রাজবদন) নাগ হইতে আপনাদিগের উচ্ছেদ
আশঙ্কা করিতে লাগিল । ২২৭১

নাগ ও ধাতু যথাসাধ্য পরস্পরের প্রতি প্রশরবন্ধন দৃঢ় রাখিয়া

(ক) চতুরঙ্গ খেলা ৪টি রাজা লইয়া হয় । ১ম রাজা অপর দুই রাজাকে জয়
করিলেও ৩র্থ রাজাকে ধরিতে না পারিলে তাহার নিস্তার নাই, এই জন্ত উক্ত
উপমা প্রসঙ্গত হইয়াছে । এই বিষয়ে ব্যাস-মুখিষ্টির-সংবাদ, যথা—“বিশ্বনায়ে
নৃপেশচ স্বকীরেচ নৃপত্রয়মন্ । প্রাপ্তোতিতু যদাতস্ত চতুরাজৌ তদাত্তবেৎ ॥”

(খ) “মিত্রভাবে” ইতি শব্দ । এই পাঠ অবশ্যসংগত অনুবাদ হইল ।

সম্মত্যা সাক্ষিঃ ভোজেন ধত্তং সমদিশন্ততঃ ।

বদ্ধার্ণয়ত নাগং মে ভোজং দাস্ত্যামি বন্ততঃ ॥ ২৯৭৩

ভূরিকার্ষ্যকৃতং স্বস্ত বন্ধনার্থাবহং রিপোঃ । (ক)

ধন্তো ব্যসনবৈকশ্যাক্ষিয়ং নাবুদ্ধ তস্ত তাম্ ॥ ২৯৭৪

পার্শ্বিবাঃ স্বার্থসংসিদ্ধিহরাবিরতসম্বয়া ।

ধিঘাবিস্তকং যৎকিঞ্চিং কুর্কন্তীতি ন নৃতনম্ ॥ ২৯৭৫

কাকুৎস্থোপি প্রিয়াপ্রার্থী ব্যগ্রঃ স্ত্রগ্রীবসংগ্রহে ।

বীরোবিধেয়ং স্বার্গাক্ষয়দং বানিত বালিনঃ (খ) ॥ ২৯৭৬

বিক্রমচরণে অগ্রসর হইতে লাগিলে, সে (বলহর) ক্ষণে ক্ষণে ব্যাকুল হইয়া কঁাপিতে লাগিল । ২৯৭২

তাহার পর ভোজের সহিত পরামর্শ করিয়া ধতকে বলিয়া পাঠাইল যে, “তুমি যদি নাগকে আবদ্ধ করিয়া আমার হস্তে অর্পণ করিতে পার, তাহা হইলে আমি ভোজকে তোমাদিগের হস্তে ত্রস্ত করিব ।” ২৯৭৩

ধত্ত বিপৎপাতে হতবুদ্ধি হইয়া বুঝিতে পারিল না যে, রাজবদনের এই ছুরভিষক্তি তাহার অশেষ কার্যোদ্ধারের ও স্বীয় শত্রু নাগের বন্ধন সাধনের উপায় । ২৯৭৪

রাজারা কার্য্যসিদ্ধির জন্ত অকুল হইয়া সংপথ হইতে চ্যুত হইয়া থাকেন এবং তদনুসারে কিছু কিছু জ্ঞানকৃত পাশাচরণও করেন, ইহা নৃতন নহে । ২৯৭৫

রামও প্রণয়িনী পত্নীর (সীতার) উদ্ধার অভিলাষে স্ত্রগ্রীবের

• (ক) ‘বান্’ ইতি সঙ্গচ্ছতে । “বহু” ইতিভাৎ, এই পাঠে অনুবাদ হইল ।

(খ) ‘বীরো বিধেয়ম্’ ইতি দ্রষ্টৃ ভাৎ । মূলে “বীরোবিধেয়ম্” পাঠ হইলে ভাল হয় । তদনুসারে অনুবাদ হইল ।

সংহত্য সত্যনিত্যং রাজ্যগর্ভাবিত্তকণীঃ ।

আচার্য্যং পাণ্ডবো রাজা ধর্মনিরোপাঘাতরং ॥ ২৯৭৭

আভিস্কৃবিগ্রহানিত্যদ্রোক্ষুনাংগস্ত বিগ্রহঃ ।

স্বার্থাপেক্ষী তটস্থস্ত তৎ কালং ন বিগর্হিতঃ ॥ ২৯৭৮

অগৃহীত্বা তু ভূভর্জা কক্ষিতোজাপণে পণম্ ।

সোহবর্হস্তীত্যভূতশ্রমহ্যশ্রমতিমতাং মনাক ॥ ২৯৭৯

বধা তৎ কৃত্যমায়ত্যাং হিতং জাতং তথৈব চেৎ ।

বিচার্য্যাকারি রাজা তচ্ছেমুযীদ্রমমানুযী ॥ ২৯৮০

সহিত সখ্যপ্রার্থী হইয়া স্বার্থান্ধতাবশতঃ বীরধর্ম বিসর্জন দিয়া
বালীকে বধ করিয়াছিলেন । ২৯৭৬

ধর্মরাজ যুধিষ্ঠিরও রাজ্যলোভে কলুষিত চিত্ত হইয়া স্বীয় সত্যনিষ্ঠা
পরিত্যাগ করিয়া আগর্য্য (গুরু) দ্রোণকে নিহত করাইয়া-
ছিলেন । ২৯৭৭

সুতরাং যে ব্যক্তি ভিক্ষুর সময় হইতে নিরস্তর বিগ্রহ করিয়া
রাজার চিরদ্রোহী, সে বর্তমানে স্বার্থসিদ্ধির জন্ত নিরপেক্ষ (শত্রু
নহে ও মিত্র নহে) থাকিলেও তাহাব নিগ্রহসাধন নরপতির পক্ষে নিন্দ-
নীয় হয় নাই ; কিন্তু তিনি বলহরের প্রস্তাবিত ভোজ সমর্পণের কোন
পণ না লইয়া তাহাকে বন্ধ করিতে উদ্যত হওয়ায় বিজ্ঞবর্গের
বিক্রোশ বিবক্তির কারণ হইয়াছিলেন । ২৯৭৮—২৯৭৯

যদি রাজার সেই কার্য্য পরিণামে হিতকর হইত,
তাহা হইলে তাঁহার অলৌকিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া
যাইত । ২৯৮০

ৱভিন্ন ইব ভোজন্ত নাগং সমদিশদ্বথা ।
 দিৎসুর্কলহরং রাজ্ঞে হৃদপর্ণপণেন যাম্ ॥ ২৯৮১
 বন্ধমশ্রদ্ধধানোহস্ত রাজ্ঞস্তাসাদসৌ শ্রয়েৎ ।
 স বিদম্ভ মাধ্যস্থ্যমিতি তং হি তথাবদৎ ॥ ২৯৮২
 যষ্টচক্রে গতে নিষ্ঠাং জয়চক্রেণ পার্শ্বিণিঃ ।
 সংগৃহীতেন তং নাগং পার্শ্বং প্রাবেশয়ন্ততঃ ॥ ২৯৮৩
 পক্ষীকৃতঃ স্মাভূজায়ং হৃদাদস্মান্ ভয়াদিতি ।
 চলন্তমপি তং ভোজন্তমুদ্বিগ্নমরোধয়ৎ ॥ ২৯৮৪
 তথেকি জানন্নপি তং কৃষ্টোন্মোহৈতরনীশতাম ।
 যাতঃ কিমপি হন্তেতি দূতৈর্নাগোপ্যভাষত ॥ ২৯৮৫

তখন ভোজ যেন রাজবদনের সহিত শক্রতা দেখাইয়া নাগকে বলিয়া পাঠাইল যে, “বলহর তোমার বিনিময়ে (তোমাকে লইবার পণে) আমাকে রাজহস্তে অর্পণ করিতে অভিলাষী হইতেছে” । ২৯৮১

নাগ আশ্ববন্ধনে (বন্দীভাবে) অবিশ্বাস করিয়া ভূপতির ভয়ে তাহার (ভোজের) ঔদাসীন্ধ্য অবলম্বনের কল্পনা বুঝিয়া তাহাকে উদ্ধাপ বলিয়া পাঠাইল । ২৯৮২

যষ্টচক্রের লোক-লীলার শেষ হইলে রাজা জয়চক্রে হস্তগত করিয়া তদ্বারা নাগকে আশ্ব-পার্শ্বে আনয়ন করিলেন । ২৯৮৩

জয়চক্র নাগকে রাজসমীপে লইয়া বাইবার সময়ে ভোজ আশঙ্ক্য ক্রমে তাহাকে যাইতে নিষেধ করিল এবং বলিয়া পাঠাইল যে, “রাজার হস্তগত হইয়া এই ব্যক্তি (জয়চক্র) আমাদিগের সর্বনাশ করিবে” । ২৯৮৪

নাগ উদ্ধৃত্তরে দূতমুখে বলিয়া পাঠাইল “আপনার কথা সত্য, কিন্তু

নিয়তং নিয়তিশ্রোতোগর্ভে জন্তোনিমজ্জতঃ ।

কথ্যমানং তটস্থেন শ্রোতুং ন শ্রবণৌ ক্ষমৌ ॥ ২৯৮৬ (ক)

নাগে বন্ধে তৎকুট্টৈষৈর্ভীতৈরেতা সমাশ্রিতঃ ।

মারীশালী বলহরৌ দুর্দর্শঃ সমপশ্যত ॥ ২৯৮৭ (খ)

ভোজনিক্রববিক্রেমঃ তমাদায় যযৌ ততঃ ।

রিহ্লপেন সমং ধত্তৌ ধাববলহরাস্তিকম্ ॥ ২৯৮৮

সান্তর্হাসৌ মোহঃস্তৌ প্রাণনাগং দত্ত য়ে ততঃ ।

ভোজং দীপ্তামি ব ইতি ক্রবন্ ভ্রাময়তি স্ব সঃ ॥ ২৯৮৯

কি করি ? ইহারা আমাকে টানিয়া লইয়া বাইতেছে । হায় ! আমার কোন সাধ্য নাই ।” ২৯৮৫

যখন প্রাণিগণ নিয়তি-শ্রোতের গর্ভে পড়িতে থাকে ; তখন তাহাদিগের কর্ণকুহরে তটস্থের (তীরস্থ, পক্ষান্তরে মধ্যস্থ, নির্লিপ্ত) কোন কথাই স্থান পায় না । ২৯৮৬

নাগ বন্দী হইলে তাহার কুঁহগণ ভীত হইয়া কপটাচারী বলহরের আশ্রয় গ্রহণ করিল ; তাহাতে সে দুর্দান্ত হইয়া উঠিল । ২৯৮৭

অনন্তর ধনুও রিহ্লন ভোজের বিনিময়-লভ্য নাগকে লইয়া দ্রুত-পদে বলহরের নিকট উপস্থিত হইল । ২৯৮৮

“তোমরা অগ্রে আমার হস্তে নাগকে অর্পণ কর ; পরে আমি তোমাদিগের নিকটে ভোজকে প্রদান করিব” এই কপট বাক্যে বলহর মনে মনে হাসিয়া তাহাদিগকে ভুলাইতে ও ঘুরাইতে লাগিল । ২৯৮৯

(ক) ‘শ্রবণক্ষম’ ইতি সাধীয়ঃ

(খ) “দুর্দর্শ” ইতি স্থাৎ ।

যুদ্ধমূলতয়া দূরং দুর্দ্ধৰ্ষো যোদ্ধুমাগতম্ ।
 সৰ্বং তচ্চ ভরোঃ নৈত্ত্বং নিন্ত্বে কৃত্যবিশেষতাম্ ॥ ২৯৯০
 বর্ষযুদ্ধাপকর্ষাদি...খিন্নো তৌ ততোভ্যাধাৎ ।
 ইতোপস্থতছোঃ কুর্যাৎ যুবয়োর্মতিমিত্যসৌ ॥ ২৯৯১
 একপ্রাণান্তুরিতে স্থিতরোঃ পথি চাক্ষোঃ ।
 কার্ষাস্তঃপাতৈববশ্চে তয়োর্মতিবিমোহনম্ ॥ ২৯৯২
 কাচিৎকলহরস্তাসীৎ পর্যাশ্চির্দৈর্ঘ্যসঙ্করেঃ ।
 নিশ্চোত্তাশ্চতনে কালে বীরগাং বিরলৈশ্চ যা ॥ ২৯৯৩
 তথা হারিতমার্গায় সাহসাৎ পাশ্বমীষুবে ।
 দ্রুহতি স্ম ন ধন্যায় লোভাক্ষৌদ্রায় নাপি যঃ ॥ ২৯৯৪

একান্ত স্থিরাধ্যবসায় সম্পন্ন সেই বলহর উক্ত মন্ত্রিদ্বয়ের যুদ্ধার্থে
 সমস্ত সৈন্যদিগকে আপনার আয়ত্ত করিয়া রাখিল । ২৯৯০

তদনন্তর বৃষ্টিপাত ও সমর-ব্যবস্থাদির বৈষম্যে তাহার বিরক্ত
 হইয়া পড়িলে সে বলিল “তোমরা এহান ত্যাগ করিলে আসি তোমা-
 দিগের মতানুবর্তী হইব” । ২৯৯১

তদনুসারে তাহার একদিনের গন্তব্য পথ ব্যবধানে অবস্থিতি
 করিলে সে তাহাদিগের বুদ্ধিভ্রম জন্মাইয়া কার্যাবধারণে অক্ষম করিয়া
 তুলিল । ২৯৯২

বলহরের যে প্রকার দৈর্ঘ্য ও মহাপ্রগতা পর্যাাপ্ত পরিমাণে ছিল,
 তাহা বর্তমানকালে বীরগণের মধ্যে বিরল । ২৯৯৩

ধন্য পথ হারাইয়া তাহার পার্শ্বে সাহস সহকারে উপস্থিত হইলে
 : সে তাহার এবং লোভাক্ষৌদ্র হইয়া ভোজেরও কোন অপকার করিল না
 এবং ভাবিতে লাগিল যে, “মন্ত্রিগণ যদি ভ্রমবশতঃ নাগকে আমার হস্তে

মতিমোহেন নাগং চেকদ্রার্শে সচিবাস্ততঃ ।
 কুর্য্যং তং স্বপদেভ্যর্থ্য চকারেতি চ চেতসি ॥ ২৯৯৫
 নাগাসাম্মিখ্যলক্কিদিদ্যার্থং গুটবৈকৃতঃ ।
 ভ্রাতৃব্যোহিপাতয়ন্নগং ধাত্মাষ্টলৌষ্টিকাভিধঃ ॥ ২৯৯৬
 সচিবৈর্নিহতে নাগে নিহেত্ব হিতমোহিতৈঃ ।
 দুর্ঘন্বিতং নরপতেঃ শৈবঃ পঠৈশ্চ বাগহীত ॥ ২৯৯৭
 স্বজাতীয়বধক্ৰোধাদ্বিকৃতৈঃ সর্কডামরৈঃ ।
 নাগানুগৈশ্চাশ্রিতোহভূতগো বলহরো বলী ॥ ২৯৯৮
 দেহিনো ব্যসনাপাতবৈবস্তাদ্রমভোপথি ।
 অকার্য্যং কুর্কৃতঃ কার্য্যং সিদ্ধঃ সংসাধয়েদ্বিধিঃ ॥ ২৯৯৯

কৃত করে, তাহা হইলে আমি অনুরোধ করিয়া তাহাকে স্বপদে
 সংস্থাপন করিব” । ২৯৯৪—২৯৯৫

তাহার পর নাগের ভ্রাতৃপুত্র লৌষ্টিক ধাত্ম প্রভৃতির সহিত গোপনে
 বড়-বল্ল করিয়া তাহার (নাগের) অসম্মিধানে পূর্বাধিকৃত অর্থ জাতকে
 চিরহস্তগত রাখিবার কামনায় তাহার (নাগের) বধসাধন
 করিল । ২৯৯৬

সচিবচয় অকারণে অপকার-বুদ্ধিতে প্রতারিত হইয়া এইরূপে
 নাগের নিধন সাধন করিলে স্বপদ ও বিপদবর্গ ভূপতির দুর্নীতির
 নিন্দাবাদে প্রবৃত্ত হইল । ২৯৯৭

অনন্তর নাগের অনুচরবর্গ এবং ডামরগণ স্বজাতীয় বধ ক্রোধে
 বিরুদ্ধ হইয়া বলহরকে আশ্রয় করিল, তাহাতে সে প্রবল হইয়া
 উঠিল । ২৯৯৮

যখন যমুনা বিপৎপাতে বিবশ ও ভ্রান্ত হইয়া অপথে পদার্পণ

উদ্ভদ্যঃসচবিস্ততানবতয়া বন্ধাবধানে মন-
 স্তান্মার্গনমণেবশস্ত রতসাক্ষদ্বৈ পবিত্র'মাতঃ ।
 অন্তোপাতিতকোশপৃষ্ঠলুষ্ঠনাং সন্দর্শিতাঙ্গকতে-
 র্জকোইশ্ত তনোতি দুর্গতিশমং রমানুলোভো বিধিঃ ॥ ৩০০০
 তথা নিরনুসন্ধানং নাগং ধীসচিবৈবহতম্ ।
 নাবুদ্ধ ভোজঃ সজ্জাত্রাসস্বৈবং ব্যকল্পয়ৎ ॥ ৩০০১
 লক্কবর্ণস্ত নাবর্ণীবহং কশ্মোদমীশিতুঃ ।
 অলকপণবন্ধস্ত বাঙ্কিতাপ্তো বিশঙ্ক্যতে ॥ ৩০০২
 যশ্চ যুদ্ধমিতি ব্যগ্রং হর্ষাদান্ধ্যমবাপি যঃ ।
 ভোজমন্ত্রকরস্থোয়মশকো হন্তথা মম ॥ ৩০০৩

করিতে উদ্ধৃত হয়, তখন চিরসহায় বিধাতা তাহার কার্য সাধন
 করিয়া দেন । ২৯৯৯

আহা ! তাঁহার কার্য কেমন সুন্দর ! তিনি প্রসাদপ্রকল্প
 হইলে চিত্তব্রংশ সম্ভাবন'র এবং সঞ্চিত ধনের অপহরণে অধীর, হতবুদ্ধি
 এবং পতনোন্মুখ ব্যক্তির দুর্গতিদাহ দূর করিয়া অবৈকল্যের শান্তি
 বিধান করেন । ৩০০০

এদিকে ভোজনাগের মল্লিগগকৃত নিধনের কারণ জানিতে না
 পারিয়া ভীত হইয়া এইরূপ ভাবিতে লাগিল । ৩০০১

“যাহার সন্ধিবন্ধন সমাপ্ত হয় নাই, ঈদৃশ মনীষী নরেশের পক্ষে
 অলীষ্ট লাভের জন্ম এই গর্হিত কার্য অসম্ভব । ‘ভোজ যুদ্ধ
 করিতে আগ্রহ ও হর্ষ প্রকাশ করাতে আমি তাহাকে
 জৌমাদিগের হস্তে অর্পণ করিতে নিঃশঙ্ক হইতেছি, নচেৎ
 অস্ত্রের হস্তগত থাকিলে আমার বশে থাকিত না’, এই বলিয়া ধনু

উক্তেতি মোহনকল্পমুখ্য।.....শি সন্দিগ্ধেৎ ।

ইতি মাং রাজবদনঃ স্থিতস্তনু নমন্তথা ॥ ৩০০৪ যুগ্মম্ ॥

আ ভিকুবিপ্লবান্দ্রোহস্থভিক্ষস্তানুবন্ধিনঃ ।

কিং রাজবদনোপোষ লোভাং সম্ভাবাতে ন ভূঃ ॥ ৩০০৫

অথাবিশন্ধিনস্তাসব্যদোসাগান্ত খাশকাঃ ।

রক্তার্জকুন্তিত্তাজিবি, কোশপানং প্রচক্রিরে ॥ ৩০০৬

প্রাদুর্ভুতভিয়ঃ ক্ষিপ্তরক্ষিণোমুখ্য তিষ্ঠতঃ ।

বিশ্বাসার্থং বলহরো বিবলঃ পার্শ্বমামযৌ ॥ ৩০০৭

অমাত্যমতিজাডেন নষ্টে কুণ্ঠেথ কৃত্যবিৎ ।

শ্রমযতন্তনে নীতঃ সংবোভেসম্মমো নৃপঃ ॥ ৩০০৮

প্রভৃতি মুখ্য শ্লোগগকে ভুলাইয়া রাজবদন আমাকে বলিয়া পাঠাইয়াছে যে ‘আপনি অকারণ আমাকে অবিশস্ত ভাবিতেছেন ; ইহা নিশ্চয়ই অসত্য ।’ ৩০০২—৩০০৪

ভিকু-বিপ্লব হইতে আরম্ভ যে বিদ্রোহ-ভোজ্যের বিতরণ অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিতেছে ; এই রাজবদন কি তাহার লোলুপ ও আশ্রয়স্থান নহে ?” ৩০০৫

তাহার পর এইরূপ উৎকণ্ঠাকুল ভোজ্যের ত্রাস ও অবিশ্বাস নাশের জন্য খাশকগণ রক্তাক্ত চৰ্ম্মে পদ স্থাপন করিয়া কোশদ্রব্য (কোশ-পরিমিত জল পান পূর্বক প্রতিজ্ঞা) করিল । ৩০০৬

শঙ্কাকুল ভোজ্য আহরকার জন্য রক্ষী রাখিয়া অবস্থান করিতে লাগিলে বলহর তাহার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য একাকী তাহার পার্শ্বে উপনীত হইল । ৩০০৭

অমাত্যগণের অল্প বুদ্ধি দোষে কার্য্য ক্ষতি হইতে লাগিলে

চৈত্রঃ পাদপমণ্ডলস্ত ওটিনীতোদ্রস্ত বর্বাগমঃ
 সংকারো গুণগৌরবস্ত নয়নাপ্রমণোস্তি কাসেবনম্ ।
 ঐশ্বর্য্যস্ত মহোত্তমো জয়নিধের্গোঢ়াবিনাদগ্রতঃ
 কর্তব্যস্ত চ সিংহদেবনৃপতিম্মানো ন তদ্বাবহঃ ॥ ৩০০৯
 প্রবাহেণেব কৃত্যস্ত হঠেন হরতোস্তরে ।
 প্রাতিলোম্যং শ্রিতবত। পারং গম্বুং ন পার্য্যতে ॥ ৩০১০
 অতো ধূর্তো নৃপো মুগ্ধ ইতি জ্ঞাতোবিত্তিধ্বনা ।
 মোক্ষ্যং প্রদর্শয়ন্তেষাং যততে স্মাভিসন্ধয়ে ॥ ৩০১১

নীতি-নিপুণ নৃপতি হতবুদ্ধি হইয়া পড়িলেন না, অবলম্বনে স্বকার্য্য
 সাধনে উদ্যোগী হইলেন । ৩০০৮ (ক)

যেমন বৃক্ষাবলীর পক্ষে চৈত্রমাস (বসন্তকাল), নদীজলের বর্ধনে
 বর্ষাকাল, গুণগৌরববিধরে সংকার, নেত্রপ্রীতির পোষণে সমীপে
 অবস্থান, ঐশ্বর্য্য রক্ষণে অসাদারণ উত্তম্ এবং জয়লাভে অক্ষোভা
 অধ্যবসায়, তদ্রূপ রাজকার্য্যের পক্ষে সিংহদেব নরপতি বাধা বিপত্তি
 সম্বন্ধেও নৈসর্গিক শাস্তি প্রয়োগে পৃষ্টি সাধনে তৎপর । ৩০০৯

শ্রোতবতীর . শ্রোতের ছায় কার্য্যের প্রতিকূল প্রবাহ পারগমনের
 (সিদ্ধি সাধনের) বাধা দান করে : এই জন্ত বৈরিগণ রাজাকে ধূর্ত ও
 নিকৌশল অকার্য্যে বলিতে লাগিলে তিনি তাহাদিগকে নিজনির্ভুক্তিতা
 প্রদর্শনে প্রতিকূলতা না দেখাইয়া অতীষ্ট সাধনে অগ্রসর হইতে
 লাগিলেন । ৩০১০—৩০১১

(ক) “উত্তমঃ নীতিঃ” এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল । যুলে কিঞ্চিৎ
 বদ্বাক্য আছে :

স হি নন্তং প্রদানেন ভগ্নন্ ভোজান্তিকস্থিতীন্ ।

ওস্তাবিশ্বাসপাত্রং সন্তস্তাভিতোনং ॥ ৩০১১

গন্ধেন বাসিতোংসঙ্গঃ কুংসার্যঙ্গনান্ ।

প্রজ্ঞলন্ত্যো বিভব্যন্তে তটিনোপি কবাটিভিঃ ॥ ৩০১৩

নীড়স্তান্তঃ সরক্স সর্কতোহিভয়ং স্পৃশন্ ।

জালে দ্বারা গ্রবন্ধে চ নির্গমে পতনং বিদন্ ॥ ৩০১৪

তামোত্তথা খগো ভোজস্তথান্তঃস্থবিশ্বসন্ ।

বহির্ভূপেন কক্খা প্রস্থানেপাতঙ্গভয়ন্ ॥ ৩০১৫

বৃথাম্ ॥

তদা স নৌঃস্থ্যভিযিতাং প্রাপ্তঃ প্রৈক্ষত ন ক্ষম্ ।

মনোবিনোদনং কিঞ্চিৎ কৃত্যং লোবদরোচিতম্ ॥ ৩০১৬

তিনি উৎকোচ প্রদানে ভোজের পার্শ্ববর্তী লোকদিগকে বশীভূত করিয়া ফেলিলে তাহার তাহার (ভোজের) অবিশ্বাসী ও ত্রাসস্থানীয় হইয়া পড়িল । ৩০১২

হইবাঃই কথা । হস্তীগ নদীর তটেও সিংহের গন্ধগ্রাণে অন্ধ (দিক্ বিদিক্ জ্ঞানশূন্য) হইয়া নদীবক্ষে যেন জলদগ্নি দেখিয়া থাকে । ৩০১৩

বিহঙ্গ যেমন বহুত্রয় রক্তসকুল নিজ নীড় দেখিলে সর্পঃয়ে এবং দ্বারদেশে জালবন্ধন দর্শনে বহির্গমনে পতনাশঙ্কায় আকুল হয়, ভোজও তরুণ অন্তরঙ্গ (বজন) গণকে অবিশ্বস্ত এবং বহিঃপথ ভূপতির অপরূপ বৃক্সা ভয়ে বিহবল হইয়া পড়িল । ৩০১৪—৩০১৫

সেই সময়ে সেই হতভাগ্য ভোজ ক্ষণকালের জন্ত ইহলোক ও পরকালের উপযোগী কোন চিত্তবিনোদন উপায় অবলোকন করিতে পারিল না । ৩০১৬

উগ্রাতিবসমুদ্রবদি পরস্ত দুঃখঃ

হস্তাঙ্গখং ব্যাধয়তি প্রসভার্জিবাম্ ।

বন্ধঃ সরোজকুহরে বিরহার্জুনাদৈ-

শ্চক্রাতিবস্ত্র মধুপোদিকমেতি দৈত্তম্ ॥ ৩০১৭

রণে পূর্ণব্রণাশ্রানশোণিতো লুনকুস্তলঃ ।

ফেনোদগাধ্যাননঃ ক্রন্দংস্তেনৈকঃ প্রৈক্ষত দ্বিজঃ ॥ ৩০১৮

স পৃষ্ঠো (ক) বিপ্লুতির্নীতঃ সর্কস্বং বিক্ষতং তথা ।

স্বং ডামরৈর্নিবেষ্টেনং নিনিদ ত্রাতুমক্ষমমুশা ৩০১৯

অদৌঃস্থার্জুননাস্তস্ত দুঃখেন ব্যণিতোহম্বহম্ ।

ঘটিতার্জব্রণ ইব প্রাহ স্মেতি স সাঙ্ঘয়ন ॥ ৩০২০

হৃদশাগ্রস্ত ব্যক্তিও অপরের যাতনা দর্শনে অধিকতর ভাবে মর্ম্মাহত হইয়া থাকে, কারণ মুদ্রিত পদ্য মধ্যে মধুকর বন্ধ ও বিপ্লু হইয়া চক্রবাকের বিরহ-বিলাপ শুনিয়া দ্বিগুণ কাতর কণ্ঠে রব করে । ৩০১৭

এই সময় রোক্তমান এক ব্রাহ্মণ ভোজের নয়নপথে উপনীত হইল ; তাহার কলেবর ক্ষত ও রক্তাক্ত এবং কুস্তলকলাপ ছিল । ৩০১৮

তাহাকে কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল যে, বিদ্রোহী ডামরেরা তাহার সর্কস্ব হরণ করিয়া লইয়া আঘাত করিয়াছে । ইহা বলিয়া প্রতীকারাক্ষম ভোজকে নিন্দা করিতে লাগিল । ৩০১৯ (খ)

ভোজ আপনার যাতনাতেই সর্কদা অস্থির তাহাতে ব্রাহ্মণের

(ক) 'নীতসর্কস্ব' ইতি ত্রাৎ ।

(খ) মূলে "নীত সর্কস্ব" এই পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল ।

গর্হাহোশ্মি ন তে ব্রহ্মন্ যোহুগ্রাহোহমীদৃশঃ ।

বিষমে বর্তমানশ্চত্যাথ সোপি তমব্রবীৎ ॥ ৩০২২

হুগ্রাহোমুনা ক্ৰুহি কোথঃ পার্শ্বিৎ পুত্র তে ।

সারাসারবিদো যুনঃ কুলে জাতস্ত্র মানিনঃ ॥ ৩০২২

প্রাণান্ সন্দেহমারোপ্য প্রণম্য প্রাকৃত্যশয়ান্ ।

পীড়য়িত্বা বিশঃক্লেণৈঃ কার্য্যং কিমিব পশ্যসি ? ॥ ৩০২৩

যশ্চ তে প্রতিভাত্যেব জ্ঞেতবো বিদতো ন কিম্ ? ।

অদ্বিশৌচঃ স সারঙ্গঃ পরশৌর্য্যামিমজ্জনে ॥ ৩০২৪

বিলাপ-বাণীতে আশ্রয়ণ ঘটনে (টাটকা ঘা ঘাটিলে) ব্যথিত ব্যক্তি :
জ্বর আরও ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে সান্তনা বাক্যে বলিলেন । ৩০২০

“ঠাকুর, আমি এক্ষণে নিগ্রহে পতিত, স্মৃতরাং অমুগ্রহের পাত্র :
আপনার নিন্দাযোগ্য নহি ।” তহুত্তরে সে ব্রাহ্মণ বলিল । ৩০২১

“রাজকুমার আপনি মাননীয় বংশে উৎপন্ন যুবপুরুষ ও হিতাহিত
জ্ঞানসম্পন্ন । বলুন, কিজন্য এই বিষম ব্যাপারে প্রবৃত্ত
হইয়াছেন ? ৩০২২

“নিজ প্রাণকে সংশয়-সঙ্কটে পাত করিয়া অদম জনগণের নিকটে
অবনত মস্তক হইয়া এবং প্রজাকুলকে কষ্ট দিয়া কি অভীষ্ট সাধন
করিভেছেন ? । ৩০২৩

“বাহাকে জয় করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছেন, তিনি যে অনল-
পরীক্ষিত হরিণের (ক) জ্বর শত্রুগণের শৌর্য্যানল সহ্য করিতে
তৎপর, তাহা কি আপনি জানেন না ?” । ৩০২৪

(ক) বাধগণ যুগ্ম কালে বনের কোন অংশে অগ্নি দান করিয়া হরিণগণকে
বাড়িরে আনয়ন করিয়া জালে বদ্ধ বা বাণে বিদ্ধ করে । যে চতুর হরিণ অগ্নিতে
ভীত ন, হইয়া আশ্রয়লা করে, সেই অগ্নি শৌচ বা অমল-পরীক্ষিত ।

যজ্ঞশাস্ত্রলাকাপি বিকলা তদ্বিনীত ।

ইন্দ্রীবরদলদ্রোণা ঘটনং ফাটিকশ্মনঃ ॥ ৩০২৫

পৃথ্বীহবাবতাসাদিপ্ৰত্যনীকিজিতঃ পরে ।

কে নামাস্ত্র ন সজ্বৰ্ষে ক্ষুদ্রপ্রায়া দরিত্রতি ॥ ৩০২৬

কিং দৃপ্য এব বুদ্ধাপি কৃত্যং দৈবাজ্ঞাজীবিনাম্ ।

ভূত্যাশয়াঃ ফণিগ্রাহিগৃহীতা ইব ভোনিঃ ॥ ৩০২৭

জাতৈঃ শ্রাবলয়োধহে ফণিকুলৈর্দিগ্ভোগিভির্দৈবমুখা

ব্যালগ্রাহিবিকাসিতস্ত কুহরৈর্গ্রামস্ত হা গৃভূতে ।

এতান্ ভিক্ষয়িতুং ন তু প্রথয়িতুং তে জীবিকায়ৈ জন-*

ক্রাসার্থং নহু কারয়ন্তি হি দৃণেনির্মজ্জনোন্নজ্জনম্ ॥ ৩০২৮

“লৌহ-শলাকাও যেখানে কিছুই করিতে পারে না ; সেই ক্ষুদ্রিক
প্রস্তর কি নীলোৎপলের পত্র গ্রহারে বিদীর্ণ হয় ? ” । ৩০২৫

“যিনি পৃথ্বীতর ও অবতার (ভিক্ষাচর) প্রভৃতিকে পরাস্ত করিয়া-
ছেন ; তাঁহার সংবর্ষে কোন্ শত্রু দীন হীনের ত্রায় না হইয়া দাড়া-
ইতে পারে ? । (ক) । ৩০২৬

“আপনি বিপ্লবজীবীদিগের অবস্থা অবলোকন করিয়াও কেন
ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করিতেছেন ? আপনি অশুচরগণের হস্তচাণিত হইয়া
বিষবৈজ্ঞানীত ভুক্তদের ত্রায় আশ্রয়রিচয় দিতেছেন । ” ৩০২৭

“হায় রে, সর্পশাবকগণের দুর্দশা ! তাহারা ভূমণ্ডলধারী শেখ-
নাগের বংশে জাত হইয়া গণ্ডগ্রামের গর্ভে কইতে বিষবৈজ্ঞান-
(সাপুড়ীয়া) দ্বারা ধৃত হইয়া থাকে ; উহারা ঐ সকল সর্পকে পেটিকা
(টপেটরা বা কাঁপি) কইতে বাহির করিয়া লোকের ঘে অনর্থক ভীতি

(ক) ডামর ভক্তেরা ভিক্ষাচরকে অবতার বলিত ।

ইতু ক্রবন্তঃ তং সাস্বদিত্বা ভোজো ব্যসজ্জয়ৎ ।

তদেব (ক) চাপ্ত ব্যাকোশবিবেকঃ সমপত্ত্বত ॥ ৩০২৯

ভব্যায়ত্নং প্রশমমহিমোল্লাসনে হস্ত হেতু-

র্জীবানাং তু ক্রবমপরথা মর্দিবঃ ক্রুরতা বা ।

স্পৃষ্টে পাদৈরমৃতমহসঃ স্ত্রাং কঠোরঃ হিমাংশো-

র্ঘ্যতি গ্রাবাপ্যহহ রভসাদর্জিতাং চন্দ্রকান্তঃ ॥ ৩০৩০

রাজভাভিজনে জাতোহপ্যলজ্জত্বমশিক্ষিতঃ ।

সোস্তুয়ং অস্ত রাজশ্চ মুহুর্নহদচিস্তয়ৎ ॥ ৩০৩১

উৎপাদন করে, তাহা তাহাদিগের (ব্যাণগ্রাহিগণের) জীবিকোপ-
যোগিনী ভিক্ষার অন্তই, ঐ সকল বদ্ধ ভুজঙ্গের গৌরবের জন্ত
নহে' । ৩০২৮

ইহা বলিবামাত্র ব্রাহ্মণকে সাস্ত্রনা করিয়া ভোজ বিদায় করিয়া
দিল এবং ভৎক্ষণাৎ তাহার বিবেকবুদ্ধির বিকাশ হইল । ৩০২৯ (খ)

সজ্জনের সংসর্গে মহায়াবই হৃদয় দ্রবীভূত হয় ; ইতরের স্বাভা-
বিক ভাবই থাকে । স্রবাকরের কোমল কিরণ স্পর্শে চন্দ্রকান্ত মণি
প্রস্তুত হইয়াও হঠাৎ অর্জিত হইয়া পড়ে ; আহা ! কিন্তু পদার্থান্তর
পূর্বাভাসই থাকে । ৩০৩০

ভোজ ভূপতি বংশজাত হইয়াও নিলজ্জত্ব শিক্ষা করে নাই, সে
অন্ত তাহার চিন্তে তাহার ও রাজার মধ্যে গুরুতর প্রভেদের চিন্তা
পুনঃ পুনঃ উদিত হইতে লাগিল । ৩০৩১

(ক) 'তদেব ইতি যুক্তম্ ।

(খ) 'মূলে 'তদেব' এই পাঠ নকৃত বোধ করিয়া অনুবাদ করা হইল ।

গুণৈঃ শৌৰ্য্যনয়ত্যাগসত্যসম্বাদিভিঃ প্রভোঃ ।

পূৰ্বেণ্যবীভূজঃ খৰ্ব্বা ক্ষুদ্রাঃ স্পৰ্দ্ধাসু কে বয়ম্ ॥ ৩০৩২

তত্ত প্রভাবদীপ্তেপি সময়ে ক্ষান্তিনীতলা ।

শক্তিঃ ক্ষয়জড়ত্বেপি মুগ্ধানাং নো মহোদ্ব্যতা ॥ ৩০৩৩

ক্ষেড়াগ্নিতাপনিবিড়োরগসঙ্গমেপি

তুঙ্গস্ত চন্দনতরোরপি নীতলত্বম । (ক)

কালে হিমন্তুপরিপিঞ্জরসংজ্ঞরেপি

নিম্নস্ত কূপকুহরস্ত মহোদ্ব্যযোগঃ ॥ ৩০৩৪ *

কুতোপি পর্যয়াৎ কার্য্যং স্তপ্তং নৃপময়ং বিনা ।

প্রাপ্য কস্ত পুনঃ প্রাপ্যমপ্যাক্ষ্যা ন বাধিতুম্ ॥ ৩০৩৫

সে ভাবিতে লাগিল “শৌর্য্য, রাজনীতি, ত্যাগশীলতা, সত্যসেবা মহাপ্রাণতাদি স্থলে যে প্রভু পূৰ্ব্বতন নরনাথগণকে পরাস্ত করিয়াছেন, তাঁহার সহিত স্পৰ্দ্ধা করিতে মাদৃশ ক্ষুদ্র ব্যক্তি কে ?” ৩০৩২

“তিনি প্রভাব দ্বারা প্রদীপ্ত হইলেও সময়ে ক্ষমশীলতা দ্বারা কমণীয় হইতে পারেন, কিন্তু মাদৃশ মূৰ্খ—দৈন্য দ্বারা জড় (পরাভুখ) হইলেও—চিরকালই অতি ভীত থাকে ?” ৩০৩৩ (খ)

“কেনই না হইবে ? কারণ, উন্নত চন্দনতরু নিদারুণ তুঙ্গল বিধানলের চিরসংসর্গেও সৰ্ব্বদা সান্তিশয় নীতল থাকে ; কিন্তু নীত সময়ে যখন সকল বস্তু সস্তাপসম্পর্কশূন্য হয়, তখন নিম্নতম কূপ কুহরে গুরুতর উত্তাপ অনুভূত হইয়া থাকে ।” ৩০৩৪

“যিনি স্বকার্য্য সাধন হইলে কোন কারণে নিদ্রিত জনের জ্ঞায়

(ক) ‘অতি নীতলত্বম্’ ইতি বুদ্ধম্ ।

(খ) মূলে ‘অতি নীতলত্বম্’ পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল ।

ব্রহ্ম নিৰ্বারবারি শুভ্রমচলৈঃ স্বীয়েন ভূয়ঃ কচি-
 লভাং লভ্যমথাক্রতঃ কলুষতাদুর্লভং প্রকৃষ্টং ন তৎ !
 নিৰ্যাস্তিৰ্ভরনিয়গামু নভসঃ প্রাপোত নিত্যং দধৎ
 প্রালেয়ত্বমুপেত্য শুক্লিমধিকাং নাদ্রেহিমাংদ্রেনগৈঃ ॥ ৩০৩৬
 তদর্থঃ যব গ্রথিতো যোনর্থো গ্রথিতাশ্বনঃ ।
 স তেন অস্থতাং নেতুমর্থিতো ন স্পৃশেজ্জবম্ ॥ ৩০৩৭
 শ্লোষায যোশ্চ দ্ববৰ্হমদাদমুগ্নিন্
 অস্থে স্ব তেন শিখিনা গ্লপিতঃ সমীপম্ ।
 অভোতি চন্দনতরোদ্বিবহ্নিদাহ-
 শাষ্টেত্য যদি প্রিয়কৃদেব ন তস্ত কিং শ্রীৎ ॥ ৩০৩৮

নিশ্চেষ্ট রহিয়াছেন, সেই ভূপতি ব্যতীত কেহ কিছু করিতে পারে
 না।” ৩০৩৫

“মেঘ হইতে বিমল বারি বৃষ্টিরূপে সকল পৰ্ব্বতেই পড়ে ; কিন্তু
 অন্যান্য পৰ্ব্বতে পতিত হইয়া প্রথমে নিৰ্বরে ও পরে পৰ্ব্বতীয় নদীর
 স্পর্শে উহা প্রকৃতা হইতে বঞ্চিত হয় ; হিমালয়ে বাহা পড়ে, তাহা
 (স্থানগৌরবে) তুষার (বরফ) আকারে পরিণত হইয়া অধিকতর
 অল্প শোভা বিতরণ করে” । ৩০৩৬

“কোন জন চন্দনতরুকে দাহ করিবার কামনায় বনে বহ্নিদান
 করে, পরে আত্মগ্নানিতে আকীর্ণ হইয়া বহ্নি বারণ করিতে সেই তরুর
 সমীপে উপনীত হয় ; তাহা হইলে সে কি তাহার প্রিয়কারী নহে ?”
 ইহাও ভাবিতে বাগিল “যে ভূপতির অনিষ্টের অবতারণা করিয়াছে,
 সেই যদি তাহার শাস্তির জন্ত তাহার শরণাগত হয় ; তাহা হইলে
 তিনি যোগপূরবশ থাকিবেন না” । ৩০৩৭—৩০৩৮

সমগ্রো হৃগ্গতাবহদপশ্চৈব ভূপতিম্ ।

লোকনাথং তমুদ্বর্কঃ শীতং ধনুঃ পুনঃ পুনঃ ॥ ৩০৩৯

রাজপ্রসাদনোপায়াদৌ বলহরাস্তিকম্ ।

রাজদূতমথায়ান্তমে যকং ব্যলোকয়ৎ ॥ ৩০৪০

দরদেশং ব্রজন্ দৃষ্ট্বা হৃপ্রাক্ প্রজ্ঞাতুমস্তিকম্ ।

স নমস্তং তমানীয় তং শ্বেত ইবাব্রবীৎ ॥ ৩০৪১

রাজ্ঞঃ কিমন্তসন্ধাতৈ ন সন্ধিবন্ধাসৌ ময়া ।

প্রাৈজৈহি ভিষজা ভোজ্যাতুরাঘ সমীপ্যতে ॥ ৩০৪২

তন্তস্তাশ্রদধানস্ত নন্দাস্থরস্ত জানতঃ ।

প্রত্যয়োৎপাদনং তৈষ্টৈস্তরালপৈঃ কিঞ্চন ব্যাধাৎ ॥ ৩০৪৩

“যেমন কোন ব্যক্তি (অশ্বরাদি) লোকপতি বিষুর প্রতি বারং-
বার বৈরাচরণ করিয়াও পূর্ক পুণ্যফলে পরিণামে পরিজ্ঞান পায়,
তদ্রূপ এই লোকনাথ (রাজা) মাদৃশ বিদ্রোহীর প্রতি দয়াপরবশ
হইয়া উদ্ধার করিবেন ” । ৩০৩৯

এইরূপে ভোজ রাজার প্রসাদনোপায় অন্বেষণ করিতে লাগিলে
একদা একজন রাজদূতকে বলহরের নিকটে আগমন করিতে
দেখিলেন । ৩০৪০

• দয়দের দেশে যাইবার কালে ভোজ পূর্কে এই দূতকে দেখিয়া-
ছিলেন । রাজদূত তাঁহাকে অভিবাদন করিলে তিনি সহাস্ত বদনে
তাঁহাকে বলিলেন । ৩০৪১

“ভূপতির অস্ত্রাশ্র লোকের সহিত সন্ধিবন্ধনে কি ফল ? তিনি
আমার সহিত সন্ধি করুন । বিজ্ঞ ব্যক্তিয়া বৈজ্ঞ দ্বারা আত্মরূকে
আহাৰ্য্য অর্পণ করাইয়া থাকেন ।” ৩০৪২

দূত পরিহাস বচন বুঝিয়া তাহার বাক্যে আত্ম স্থাপন করিল না,

নির্দম্ভভাবিতৈ রুঢ়বিশ্বস্তঃ স কথাস্তরে ।

অথ ভিগম্য রাজানং স্তবন ভোজ্যমভ্যহত ॥ ৩০৪৪

রাজপুত্রাভিজাতস্ত পাদচ্ছায়াস্ত লভ্যতে ।

স্বদেশে ব কল্যাণপ্রকৃতেঃ পুণ্যভাগিভিঃ ॥ ৩০৪৫

অনুবৃত্ত্যভিমুখ্যপি তস্তাপোহৃত বৈকৃতম্ ।

জ্যোৎস্নয়েব শরদ্ধামুপরিভাপৌষ্যমন্তসঃ ॥ ৩০৪৬

অপি স্মরসি (ক) চাক্ষুশে নিমুক্তোহস্মি মহীভূজা ।

বিশতন্তে দরদেশমভূবং পুরতঃ পুরা ॥ ৩০৪৭

ও হাসিতে লাগিল । তখন বিবিধ আলাপ দ্বারা সে (ভোজ)

তাহার কিয়ৎপরিমাণে তা জাইয়া দিল । ৩০৪৩

অনন্তর রাজদূত ভোজের অকপট আলাপে বিশ্বস্ত হইয়া অবসর
পাইয়া ভূপতির প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল । ৩০৪৪

“রাজপুত্র, সৎশসন্তুত মঙ্গলময় সুবর্ণগিরি (স্বমেরু) সদৃশ এই
মহীপতির পাদচ্ছায়া পুণ্যলব্ধ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন” । ৩০৪৫

“যে রূপ শারদীয় স্তম্ভাস্তম্ভ সলিলের উচ্চতা কোমল কোমল
দ্বারা উপশান্ত হয়, তা সামান্যরূপ আরাধনায় তাহার চিত্তমালিঙ্গ
অপনীত হইবে” । ৩

“যখন আপনি দরদেব দেশে গমন করিতেছিলেন, তখন আমি
রাজাজায় চরুপে আপনার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলাম ; তাহা কি
আপনার স্মরণ আছে ?” ৩০৪৭

ততোঃনিবৃত্তো বৃত্তান্তং মুখ্যমাখ্যায়িতাবকম্ ।

কালং ক্ষেপ্তুং কথাদৈর্ঘ্যং নয়নমধ্যে তমভ্যধাম ॥ ৩০৪৮

ক্ষুভ্ধবক্রামশ্রান্তান্দেব তানবলোক্য মাম্ ।

নিন্দতঃ শ্বাসুগান্ ভোজো নির্ভংশৈবং তদাব্রবীৎ ॥ ৩০৪৯

স দৈবতমিবাশ্মাকং কুলালকরণং প্রভোঃ ।

বয়ং ত্বস্কৃতো যন্ত নাপ্লুমঃ পাদসেবনন্ ॥ ৩০৫০

গণ্যাঃ পর্য্যস্তনিসারাস্তংসম্বন্ধাদিমে বয়ম্ ।

চন্দনভ্রাস্তিকুং কাষ্ঠং যৎ শ্রান্তদগন্ধকাসিতম্ ॥ ৩০৫১

তচ্ছ ত্বৈব দয়ার্জত্বং ত্বয়ি যাতঃ স লক্ষিতঃ ।

পৃচ্ছন্ পিতেব কিং গৰ্ভরূপো বভূবীতি মাং পুনঃ ॥ ৩০৫২

“সে স্থান হইতে প্রত্যাগত হইয়া আপনার বিষয়ে প্রধান বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিবার অবসরে সময় ক্ষেপের জন্য কথা বাড়াইয়া (তাঁহাকে) বলিলাম” । ৩০৪৮

“দেব, ক্ষুধা তৃষ্ণাতুর ও গমনশ্রান্ত অনুচরগণ আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিলে ভোজ আমাকে দেখিয়া তাহাদিগকে তিরস্কার করিয়া কহিলেন” । ৩০৪৯

“সেই প্রভু আমাদের *উপান্ত দেবতা ও কুলের আভরণ ; আমরা পাপী ; এজন্য তদীয় পাদসেবনে বঞ্চিত হইয়াছি । যেমন সামান্য কাষ্ঠ চন্দনের গন্ধ সংস্পর্শে লোকের চন্দনভ্রাস্তি জন্মাইয়া থাকে, তদ্রূপ আমরা অন্তঃসারশূন্য হইয়াও তাঁহার (রাজার) সম্বন্ধ গন্ধে লোকসমাজে গণ্য হইতেছি” । ৩০৫০—৩০৫১

“এই কথা শুনিয়াই আপনার প্রতি তাঁহার দয়াদ্রবীভূত, চিত্ত

তন্নিশমৌষভোজন্ত দ্রবীভূতমভূতনঃ ।

সৌভর্য্যকোপ্যপশ্যন্তং সাক্ষয়ন্তমিবাগ্রতঃ ॥ ৩০৫৩

সুব্যক্তমাত্রাসম্বোধমুদ্বৃত্তেন বিহীয়তে ।

তদ্বিৎ কারণজ্ঞানাদন্তঃকরণবেদনম্ ॥ ৩০৫৪

অশ্রদ্ধানস্ত্যমিচ্ছাং ভোক্তব্যাকুচ্ছবর্তিনঃ ।

প্রতীদুতীকৃতে তস্মিন্ দত্তো ন প্রত্যয়ং দধে ॥ ৩০৫৫

দেবিতাভূতথা নাগবৃত্তান্তে ভবেত্তথা ।

মহীভূজং হোহয়িতুং মাংসং দীব্যতে ময়া ॥ ৩০৫৬

পরিলক্ষিত হইল, কারণ, তিনি পিতার আশ্রয় ‘সে বালক কি বলিল’ ইহা আমাকে আবার জিজ্ঞাসা করিলে ।” ৩০৫২

ইহা শুনিয়াই ভোজের চিত্ত বিগলিত হইয়াছিল ; সে বাস্তবত অস্তরে যেন ভূপতিকে সম্মুখে সাস্থনা করিতে উপনীত হইতে দেখিতে পাইল । ৩০৫৩

একান্ত অজ্ঞ এবং পরম প্রাজ্ঞ উভয়েই অন্তর্বেদনার অভিজ্ঞ হইল না ; প্রথমের বোধাবোধ শক্তির অভাব এবং দ্বিতীয়ের তত্ত্বজ্ঞানের সম্ভাবই কারণ । ৩০৫৪

সেই দূত ভোজের বৃত্তান্ত বাহক হইয়া ধন্যের নিকটে উপস্থিত হইলে সে তদীয় বাক্যে বিশ্বাস করিল না ; কারণ, ভোজ কোনরূপ বিপদে নী পড়িয়া সক্ষির প্রসঙ্গ করিতেছে, ইহা সম্ভাবনা-রহিত । ৩০৫৫

ভোজ সক্ষিবন্ধনে আবদ্ধিত হইয়াও বলহরের সহিত মৌখিক মৈত্রী রাখিবার জন্য কপট সরলতা প্রদর্শনপূর্বক গোপনে তাহাকে বলিল যে, “নাগের ব্যাপারে যেকোন খেলা হইরাছে, ইহা সেইরূপ

মা ভূমিস্থায়িত্যেবমুক্তা বলহরং রহঃ ।

ব্যাকার্জবেন ভোজস্ত সন্ধিবন্ধায় তদ্বরে ॥ ৩০৫৭

যুগ্মম্ ॥

তৎকালযোগাসাচিব্যচক্রিকাচতুস্তথা ।

তেনাস্ত দৈশিকাপত্র্যমেকো দূতো ত্রয়োজ্যত ॥ ৩০৫৮

স বাচকতয়া নিত্যস্বতন্ত্রচক্রিকাং স্বয়ম্ ।

আচরেনিতি নাশকাং ভোজে বলহরোহভজৎ ॥ ৩০৫৯

পার্শ্বিঃ প্রার্থিতঃ সন্ধিঃ দূতমাগ্নঃ পুত্ৰীকতে ।

প্রত্যাগতেন তেনেতি ততো ভোজোভাধীয়ত ॥ ৩০৬০

তত্রাসম্মিহিতাত্মাপ্তঃ স্ত্রীর্জাদপ্রতিভামপি ।

ধাত্রীং নোনান্ভিধানাং স্বাং রাজোভ্যর্গং ব্যসর্জয়ৎ ॥ ৩০৬১

হইবে, আমি রাজাকে মোহিত করিবার মানসে এই কপট ক্রীড়ায় প্রবৃত্ত হইতেছি ।” ৩০৫৬—৩০৫৭

সে অবিলম্বে উক্ত বর্মোপযোগী ও চক্র চত্বর (ষড়্বজ্জ নিপুণ) একজন দৈশিকের (বিদেশবাসীর) পুত্রকে দূতকার্য্যে নিযুক্ত করিল । ৩০৫৮

বলহর ভোজের প্রতি কোন সন্দেহ করিল না ও ভাবিল, তাহার দূত বালক ও সন্ধিকা পৃথকভাবে অবস্থিত ; সুতরাং ষড়্বজ্জ করিতে সমর্থ নহে । ৩০৫৯

সেই বালক দূত প্রত্যাগত হইয়া ভোজকে কহিল, “আমি রাজাকে আপনার সন্ধির প্রার্থনা জানাইলে তিনি একজন বিশ্বাসী উপযুক্ত (সন্ধিবন্ধনে নিপুণ) দূত পার্শ্বিতে বলিয়াছেন । ৩০৬০

তখন অত্র কোন বিশ্বাসী ক্রব নিকটে না থাকায় ভোজ—নোনা

মুতেন পিত্রা মাত্রা চ হীনে তমহুযাতয়া ।

মাতৃকৃত্যং যমাত্রাসীচ্ছৈশবেঃমাননীয়য়া ॥ ৩০৬২

পত্ন্যঃ প্রীতৈত্য বিসন্ধানধ্বংসাকল্পাদিকল্পনাং ।

সখীকৃত্যং সপত্নীনাং যয়া শান্তৈর্যয়া কৃতম্ ॥ ৩০৬৩

হাসোল্লাসো (ক) হি কার্য্যাণাং বোগ্যকৃত্যাপ্তনিশ্চরাং ।

ন যং সৃষ্কত্রিয়াং স্মাত্তং সম্ভাত্তং জাতু বীক্ষতে ॥ ৩০৬৪

যন্তুধেণ প্রজাভিচ্চ কৃতং রাজ্ঞোভিষেচনে ।

আশাস্তং বা মহাদেবী পট্টবন্ধং সমাদধে ॥ ৩০৬৫

নারী নিজ খাজীকেনারীহ নিবন্ধন প্রতিভাশক্তি না থাকিলেও
“(নিকুপায় হইয়া) রাজার নিকটে পাঠাইয়া দিল। ৩০৬১

পিতার পরলোকপ্রাপ্তিতে মাতা তাহার অনুগৃহীত হইলে সেই
(নোনা) তাহার (ভোজের) শৈশবে মাতৃকার্য্য করিয়া পূজনীয়া
হইয়াছিল। ৩০৬২

খাত্রী রাজসমীপে চলিয়া গেলে ভোজ কৰ্ণধিকা মহিষীকে
মধ্যবর্ত্তিনী রাখিয়া প্রস্তাবিত সন্ধিবন্ধনের বন্ধনা করিল এবং
তাঁহাকে তজ্জন্ত সীমান্তে আনয়নের নিমিত্ত অনুরোধ করিলে তিনি
তদ্রূপ ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। মহিষীর যে সকল মহত্ব (গুণাবলী)
মনে করিয়াই সে তদীয় মনোহৃত্যর এবাস্ত অনুরাগী হইয়াছিল,
তাহা এই :—

তিনি (রাজ্ঞী) পতির প্রীতি প্রদানের জন্ত দীর্ঘা ও মান
পরিহার পূৰ্ব্বক সখীর স্তার :সপত্নীগণের বেশবিন্যাস করিয়া দিতেন।
তাঁহার কর্তব্যধারণ একরূপ দৃঢ় ছিল যে, ভূপতি সৃষ্কত্রিয় বংশজাত

অপত্যপ্রিয়তাভোগলোভভর্কুপ্রসাদনৈঃ ।

প্রেম্যমাণাপ্যকার্ষ্যেষু বুদ্ধিবৃত্তা ন ধাবতি ॥ ৩০৬৬

স্বভ্রাতৃত্ব চ সন্ধানে জাতে ভর্তরুভিন্নধীঃ । (ক)

ভাগ্যোদয়েষুৎসুক্লা বা চাখণ্ডিতসদ্ব্রতা ॥ ৩০৬৭

আবাল্যাষ্টাববিদ্বর্তুঃ কুন্ত্যতুন্তুতৌ ন সা ।

কার্যমধ্যং বিগাহেত মানাভিজনরক্ষিণী ॥ ৩০৬৮

ইতি কল্লণিকাদেব্যা মাধ্যম্যে স ধিঃ ব্যধাৎ ।

প্রস্থানপদবাত্রাং সা সীমস্তাপ্রাপণাবধি ॥ ৩০৬৯

কুলকম্ ॥

গুণৈশ্চ লগ্নকবিত্তাদিপার্ক্যং মধ্যপাতিনম্ ।

পাথেরার্থ পৃথুশূন্যলাজি কোশাদি চান্ননঃ ॥ ৩০৭০

সেই পত্নীকে কি সম্পদে বা বিপদে কখনও বিচলিত দেখিতে পাইতেন না। জয়সিংহের অভিষেকসময়ে তাঁহার (রাজ্যের) স্বস্তর (সুসঙ্গ) ও প্রজাপুঞ্জের অভিপ্রায়ানুসারে তিনিই মহাদেবীপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। অপত্যবাৎসল্য, ভোগবাসনা ও পতি-প্রসাদ প্রাপ্তির অনুরোধে তাঁহার মতি অকার্ষ্যে অগ্রসর হইত না। স্বপক্ষ ও অগ্র লোকের সঙ্গে সদ্ভাব সংস্থাপনে স্বামীর সহিত তাঁহার মত-ভেদ ঘটিত না এবং ভাগ্যোদয়ে গর্বিতা হইয়া সদ্ব্রত ভঙ্গ করিতেন না। তিনি সর্বদা আপনার অভিজাতা ও সম্মানের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কপট কার্যের মধ্যে প্রবেশ করিতেন না এবং বাল্যকাল হইতে পতির মতি গতি বুঝিয়া কার্য্য করিতেন। ৩০৬৩—৩০৬৯

রাজ্য প্রস্তাবিত মাধ্যম্যতা বন্ধার জন্ত পণস্বরূপ অর্থজাত এবং

প্রাপয়ামাস বিষ্ণাঃপ্রকৃষ্টাভিজানোদুবান্ ।

পালনার্থং রাজপুত্রান্বেবীবৎ সর্বসম্বদম্ ॥ ৩০৭১

যুগ্মম্ ॥

বাচকং তদগ্ৰহীত্বা তামাগমং পার্শ্বিবেব সঃ । (ক)

ধাত্রীং স কারয়কৃত্তো বদেচ্ছাসিন্ধিনিশ্চয়াম্ ॥ ৩০৭২

বিহিতপ্রত্য্যস্তত্ভাঃ সত্তঃ স্তাত্ত্ব মহীপতিঃ ।

রাজধর্মস্ত চ বসম্মাসীন্দোলকুলাশয়ঃ ॥ ৩০৭৩

স হি দধৌ নিক্ষিরোধো বৈরাগ্যোগাথ মায়য়া ।

সকটান্মোচিতব্যাহসৌ যায়ৎ কালেন বিক্রিয়াম্ ॥ ৩০৭৪

আপনার কোষ হইতে পাণেঘ স্বরূপ স্বর্ণাদি ও ভোজ্যের রক্ষা
সঙ্গশজাত আঁটি জন রাজপুত্রকে (রাজপুত্রকে) উপযুক্ত সজ্জা
সহকারে পাঠাইয়াছিলেন । ৩০৭০—৩০৭১

ধন্য উক্ত সংবাদ লইয়া রাজার নিকটে উপস্থিত হইয়া ধাত্রীকে
ভোজ্যের প্রার্থনাসিদ্ধির আশ্বাস প্রদান করিলেন । ৩০৭২

ভূপতি ধাত্রী-দুতীর বাক্যে তৎক্ষণাৎ বিশ্বাস করিতেন, কিন্তু
রাজধর্মের (রাজনীতির) আদেশে দোহুলায়ান চিত্ত হইয়া
পড়িলেন । ৩০৭৩

তিনি ভাবিতে লাগিলেন, ভোজ্য গ্রহণ বৈরাগ্য প্রভাবে ব
ছলনাবশতঃ শাস্তিপ্রিয় হইয়াছে বটে, কিন্তু সকট হইতে মুক্ত করিয়া
দিলেও কালে সে বিকৃত ভাব অবলম্বন করিবে" । ৩০৭৪ (খ)

(ক) ‘বাহিষ্কৃত্য’ ইতি বৃক্ম ।

(খ) “মোচিতব্যোহসৌ” এইরূপ পাঠ অবলম্বনে অনুবাদ হইল
“মোচিতব্য” হইলে অর্থ সঙ্গতি হয় না ।”

অনিঃশেষিতজীমূতজালমাঘির্ভবন্ রবিঃ ।

অনুনঃক্লেশশেষঞ্চ বিবেকো ন ক্ষুরেচ্চিরম্ ॥ ৩০৭৫

মৃদ্ধামিরম্মৃদুসন্ধাননাগবাধাদবেত্য নঃ ।

অস্থত্ৰ (ক) সিক্তং যয়া তেনেয়ং নিয়মায়ি বা ॥ ৩০৭৬

লক্সক্ষেপরিষ্কীর্ণে শক্রে যুনি গণাশ্রিতে ।

ক্ষত্রধর্মস্থিতে নেদৃগ্ধিবেকঃ কাপি লক্ষ্যতে ॥ ৩০৭৭

অবল্লি কোকুমং পুষ্পমপুষ্পং কীরিণঃ ফলম্ ।

অকালপর্যায়াপেক্ষং বৈরাগ্যং বা মহাঅনাক্ষ ॥ ৩০৭৮

ন ত্যাজ্যো রাজপুত্রোসাবেবং মারানিধিষদি ।

এবং বিবর্কশ্চৈতন্নিয়দৃষ্টে কিং দশোঃ ফলম্ ॥ ৩০৭৯

‘জীমূতজাল একেবারে অনিশেষ না হইলে রবি এবং ক্লেশচয়ের সম্পূর্ণ বিলয় না হইলে বহুকাল স্থায়ী হয় না । ৩০৭৫

অথবা অকারণে নাগের নির্যাতনে (প্রাণনাশে) আমরাগকে অবোধ বুদ্ধিয়া স্বার্থসিক্তির জন্ত এই শঠতার সৃষ্টি করিয়াছে ।” ৩০৭৬

“যে ব্যক্তি সর্বজনের লক্ষ্য, শক্তিশালী, কার্যদক্ষ, বহুলোক বল-সম্পন্ন, যুবক এবং ক্ষত্রিয়ধর্ম পালন তৎপর, তাহার জীদশ বৈরাগ্য-বুদ্ধি কুত্রাপি দৃষ্ট হইল না । ৩০৭৭

“ইহাঁও অসম্ভব নহে ; যেক্রপ কুক্ষুমকুম্ম লতার এবং কীরী রকের ফল পুষ্পের অপেক্ষা করে না , তক্রপ মহাআদিগের বৈরাগ্য-বয়ঃক্রমের বাধ্য নহে ।” ৩০৭৮

“যাহা হউক সে শঠ বা সরল (পরবর্ত্তনশীল) যাহাই হউক না কেন, দেখিয়া চক্ষুর সাফল্য করা যাউক ।” ৩০৭৯

রাজী রাজাঅজ্ঞাচিতে প্রতিষ্ঠাভক্ষ্যসিনঃ ।
 ধাতুপ্রভাৰাৎ স্পষ্টমন্ত্ৰং কাৰ্য্যং ন যত্নতে ॥ ৩০৮০
 অটিলং কুটিলং স্পষ্টং শব্দং সৰ্ব্বৈৰ্ন লক্ষ্যতে ।
 কান্তাকুন্তলনিঃস্রবী তৌয়বিন্দুরিবাক্রমঃ ॥ ৩০৮১
 ইতি ধাত্বা রাজধর্ম্যং সত্যপ্রজ্ঞোচিতং ব্যাধাৎ ।
 ধন্তবিল্লিগম্যোঃ কাৰ্য্যং প্রত্যাবজ্ঞাবিসর্জয়ন্ ॥ ৩০৮২
 শব্দৈবাবশ্যং দার্ঢ্যায় সাহল্যনিদ্বাং দিদৃক্ষতে ।
 সমাশ্লম্যদেহত্যাক্তা ধন্তো দূতৈরনীযত ॥ ৩০৮৩

“রাণী ও এই রাজপুত্রগণের বিবেচনায় ভোজকে ত্যাগ করিলে রাজকীয় গৌরবের হানি হইবে এবং সরলভাবে তাহাকে গ্রহণ করা বাতীত উপায়ান্তর নাই ।” ৩০৮০

* “নদী জলের বক্রগতি হইলেও তাহা সকল লোকের লক্ষ্য হয় না ; কিন্তু কামিনীর কুন্তলগলিত সলিল বিন্দুই সকলের আলোচ্য হইয়া পড়ে । বৃহৎ কর্ম করিতে গেলে সামান্য ভ্রম গণ্য নহে, তাহা হইয়াও থাকে ; ক্ষুদ্র কর্মে অপচারই আলোচ্য ।” ৩০৮১ (ক)

এই রাজধর্ম (রাজনীতি) ও বিজ্ঞ জনোচিত সিদ্ধান্ত সম্বাদন করিয়া তিনি অল্প মন্ত্রীদিগকে বিদায় দিয়া ধন্ত ও “বিল্লিগণের ইহা কর্ণ-গোচর করিয়াছিলেন । ৩০৮২

“সন্তানের পুত্র স্বীয় কার্যের দৃঢ়তার জন্য আপনাকে দেখিতে অভিলষী হইয়াছেন” এই কথা ভোজের দূত বলিলে ধন্ত তথায় উপস্থিত হইল । ৩০৮৩

(ক) মূলে পাঠের একান্ত বৈষম্য ; কষ্টকল্পনার অনুবাদ হইল । এই স্থানে সমস্ত পূর্বকৃতন অনুবাদকরণ পরাস্ত ।

মা ভৈরবৈবসংস্কৃতং সৈন্তাদিতি মিতানুগঃ ।

অবস্থিতি তটিনাঃ স দীপান্ততৎপ্রতীক্ষয়া ॥ ৩০৮৪

সদ্বিৎ সা জাহ্নুদয়ান্তা ভূত্বা বর্ষাক্রতে হিমে ।

গগনালিকিভির্ভীমা তরঙ্গৈঃ সমপতত ॥ ৩০৮৫

অবাস্তুৈবৈষ্যামলজ্যভাবং যাস্ত্যপি দন্তিনাম্ ।

রুদ্ধঃ সিক্তা ভূৎ সোধ বিবাহ রন্ধৈবিশাং বশে ॥ ৩০৮৬

সিক্তোদ্ধতভয়তন্তোৈবৈক্যাপ্ততীরভূবোদ্ধরে ।

তে দিতীরোপমাং (ক) প্রাপুঃ পিত্তিতাঃ জাহ্নুবাসসঃ ॥ ৩০৮৭

“আপনি এই সন্ধির প্রসঙ্গে সৈন্যদর্শনে ভীত হইবেন না, এইরূপ বলায় সে অল্প সৈন্য লইয়া নদীর দ্বীপ মধ্যে অবস্থান করিতে লাগিল । ৩০৮৪

সে সময় নদীতে জাহ্নুপ্রমাণ মাত্র জল ছিল, কিন্তু গ্রীষ্মে হিম (বরফ) গলিত হওয়ায় গগনগামী তরঙ্গসমূহ উহাকে ভয়াবহ করিয়া তুলিল । ৩০৮৫

নদী যেন ঈর্ষ্যাবশতঃ বিকটাকার হইয়া হস্তিগণেরও অলজ্য হইয়া উঠিল ; তখন সে (ধনু) ছিদ্রাশ্বেষী শত্রুদিগের হস্তে রুদ্ধ হইয়া পড়িল । ৩০৮৬

নদীর জল উভর তীর ভূমিতে তরঙ্গাকারে উপনীত হওয়াতে দ্বীপ মধ্যস্থিত ক্ষুদ্র বসনাবৃত ধনু ও তদীয় অনুচরদিগকে সমুদ্র কেনের স্থায় প্রত্যয়মান হইতে লাগিল । ৩০৮৭

(ক) ‘দিতীরোপমান’ ইত্যুচিতম্ ।

ধনকামাঃ সহস্রাণি ভোজন্ত পতিতে বলে ।

স্থিতবস্তি নিহন্ত তং তথাস্থিতমচিন্তয়ে ॥ ৩০৮৮

দৃগ্ভ্যাং সঙ্কমদীনাভ্যামবশ্যাস্ত্য স্পৃশস্বিষ ।

কর্ণে সল্হণশ্চুস্তান্ সত্তর্জ্য বৃজিনোহব্রবীৎ ॥ ৩০৮৯

নির্দন্তমশ্ব বিলম্বাক্ষাৎতো বিহিতে বিধেঃ । (ঘ)

নিরতাগে নিপাতঃ স্থারিয়তং নিরয়ে পুনঃ ॥ ৩০৯০

হতেশ্বিন্ধত্ভ্যশ্চ ন চ শক্তিকরঃ প্রভোঃ ।

নৈকপক্ষকয়ে তাক্ষ্যরংহঃ সংহারমহতি ॥ ৩০৯১

ভোজের বহু সহস্র খাশক সৈন্ত ধাত্তকে এইরূপে বিপন্ন দেখিয়া
বিনাশ করিতে বাঙ্হা করিল । ৩০৮৮

সরল হৃদয় সল্হণ শ্রুত সচকিত ও কাওরনয়নে তাহাদিগের দিকে
দৃষ্টিদান করিয়া সেই পানচরণ ইহাতে বারণ করিবার জন্ত কাণে
কাণে কহিল । ৩০৮৯

“যে জন সরল বিশ্বাসে আমাদিগের নিকটে উপস্থিত হইয়াছে,
তাহাকে বিনাশ করিলে আমাদিগের নরকে নিপাত নিশ্চয়ই
হইবে” । ৩০৯০

“ইহার বধসাধনে নৃপতির প্রভাবের বিন্দুমাত্র হানি হইবে না ;
কারণ তাহার বহু ভৃত্য বর্তমান আছে ; একটীমাত্র পক্ষ বিনষ্ট
হইলে গরুড়ের বেগগতির হ্রাস হয় না” । ৩০৯১

অপিবা বাচ্যতা রাজ্ঞামেবং বিস্কবোধনাং । (ক)

তুলাস্তল্যেন কর্তব্যং কিমভুধ্যায় বধ্যতে ॥ ৩০২২

যথায়ং বৃত্তয়েনত্বকশা রূপং (খ) নিবেষতে ।

তথা মমাপি যত্নোদয়ং তৎসেবাসাদনে যতঃ ॥ ৪০২৩

যুক্তমিত্যাদি তেনোক্তা অপি নিশ্চলনিশ্চয়াঃ ।

তে শ্রুতিদ্ব্যস্ত নির্বন্ধাং প্রতিজ্ঞায়াশ্চনো বধম্ ॥ ৩০২৪

রাত্রৌ তথৈবানারিদ্ভ্যাচ্ছিন্নং তদ্রক্ষিতুং ততঃ ।

কারিতাঃ কোশপানং তে তমর্থং সোজ্জি বোধিতঃ ॥ ৩০২৫

“আরও, ইরূপে বিশ্বাসঘাতকতা করিলে রাজাদিগের নিন্দা হয় ; কোন জন কর্তব্য চিন্তা করিয়া সমকক্ষ লোককে এইরূপ বিপাকে ফেলিতে পারে ।” ৪০২২ (গ)

“কারণ, ব্যক্তি যেক্ষণ স্বীয় জীবিকা যাপনের জন্ত নৃপতির সেবা করিতেছে, তদ্রূপ আমিও তাঁহার পরিচর্যা প্রাপ্তির জন্ত প্রয়াস পাইতেছি” । ৩০২৩

যখন উক্তরূপ যুক্তিযুক্ত বাক্য শ্রবণেও তাহার সংকল্প ত্যাগ করিল না, তখন সে (ভোজ) আহ্নাহার্যার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহা-দিগকে নির্বন্ধ সহকারে হত্যা করিতে নিষেধ করিল । ৩০২৪

উপস্থিত বিপত্তি হইতে বিমুক্তি লাভের জন্ত সে খাণকদিগকে কোশপান (কোশ পরিমিত জল পানপূর্বক দিব্য) করাইয়া ধাত্রের নিকটে উপস্থিত হইয়া আত্মাভিপ্রায় ব্যক্ত করিল । ৩০২৫

(ক) ‘বন্ধনাং বা বাধনাং’ ইতি সনীতীনম্ ।

• (খ) ‘ভূপম্’ ইতি স্থাং ।

(গ) মূলে “বধ্যতে” পাঠের স্থানে ‘বাধ্যতে’ পাঠ করণা করিয়া অনুবাদ করা হইল । “বধ্যতে” ভাস্ক পাঠ । •

ভেনাবেদিভনির্যাজতয়া ধীরো মহীপতিঃ ।

অনুধ্যায়াম সন্ধিক্ষঃ সন্ধিসিদ্ধিমমুখ্যধীঃ ॥ ৩০২৬

অজ্ঞাতনিশ্চয়াসিদ্ধের্বিনাস্তঃকরণং পরৈঃ ।

অথ প্রাণ্যাপয়দেবীং সামাশ্র্যং তারমূলকম্ ॥ ৩০২৭

রাজধর্মবিধেয়তাদবার্যাকুরশঙ্কিনী । (ক)

প্রস্থানপ্রার্থনাং ভর্তৃঃ সাঃ স্বীকৃত্য ততোহব্রবীৎ ॥ ৩০২৮

অসাম্যাত্তেজমাত্যেযু কুন্ত্যালোকনাং সত্ত্বং ।

আর্যপুত্র স্রিচার্যোসিঃবিস্তম্ভঃ কিং-বিরোধিনাম্ ॥ ৩০২৯

যত্ন ভোজের অকপট অভিব্যক্তি রাজার নিকটে জানাইলে
বিচক্ষণ ও স্থিরবুদ্ধিসম্পন্ন ভূপতি সন্ধি-সিদ্ধি বিষয়ে সন্ধিদ্ধ হইয়াও
তাহার সাধন বিষয়ে চিন্তা করিতে লাগিলেন ; তাহার পর স্বীয়
উদ্দেশ্য অত্বে না জানাইয়া তিনি মন্ত্রিগণ সমভিব্যাহারে মহাদেবীকে
(কহনিকাকে) তারমূলকে পাঠাইলেন । ৩০২৬। ৩০২৭

মহিষী মহীপতির আজ্ঞানুসারে প্রস্থান করিতে স্বীকার করিলেন,
কিন্তু রাজধর্মের (রাজনীতির) কূট কঠোরতায় অনিবার্যতার আশঙ্কা
করিয়া বলিলেন :—৩০২৮

“আর্যপুত্র, যখন মাতুলগণ্য অমাত্যগণের গার্হতাচরণ (খ) একবার
দেখা গিয়াছে, তখন বিপক্ষবর্গের প্রতি বিশ্বাসস্থাপন বিচার করিয়া
স্থির করা কর্তব্য নহে কি ?” । ৩০২৯

(ক) ‘দ্রোণা’ ইতি যুক্তান্তে ।

(খ) যত্নাদি মন্ত্রিগণ কৃত নাগের বধ, ইহাই দেবীর লক্ষ্য বলিয়া বোধ হয় ।

যদা নির্যাহুযোন্মেষাং শেমুখীং ত্বং বিগাহিতুম্ ।
 প্রথতে হু কথং কারং মূর্ত্তং মর্ত্ত্যধর্ম্মিণাম্ ॥ ৩১০০
 দেহোপকরণং তে প্রাণৈর্ম্মম বিচিন্ত্যতে ।
 সতীধর্ম্মস্ত সহতে রাজধর্ম্মস্ত নোচিতম্ ॥ ৩১০১
 ব্যক্তিতান্ত সদাচারং কলিকৃত্যং দ্বিধি ত্বয়ি ।
 প্রারকো দেব ভোজেন হিমাদ্রৌ হিমবিক্রমঃ ॥ ৩১০২
 ন গৃহ্নাতি সমং বেতি স্বস্তাত্তস্ত ন চাত্তরম্ ।
 নিবৃত্তমদদোষোত্ত প্রায়েণ প্রাকৃতো জনঃ ॥ ৩১০৩
 পুত্রমন্ত্যাবিরোধাদিহৃদ্যাক্ষ্য প্রধাবতি ।
 সাধবাচাগোপি ভূপালঃ ক্রুদ্যান্ বিস্রজরাধনে ॥ ৩২০৪

“কিরূপে বাহ্যভাব দর্শনে মহুস্যাগণের হৃদয়ের অন্তস্তল নিহিত
 অভিব্যক্তি অবগত হওয়া যাইবে ?” । ৩১০০

“আমি আত্মপ্রাণপাত করিয়া আপনার দেহবক্ষণে কৃতনিশ্চয়া,
 ইহা সতীধর্ম্মের কথা, কিন্তু রাজধর্ম্মের ব্যবস্থা অন্তরূপ ।” ৩১০১

“দেব, ভোজ আপনার ত্রায় শত্রুর প্রতি বিদ্বেষের পরিবর্তে
 সদাচার প্রদর্শন করিয়া হিমালয় পর্বতে তুষার বিক্রয় আরম্ভ
 করিয়াছে ।” ৩১০২

“অধুনা মদমত্ত নীচ লোকেরা প্রায়ই শাস্তিপথে পদার্পণ করে
 না এবং আপনার ও অপরের প্রীভেদ বুদ্ধিতে পারে না ।” ৩১০৩

“সদাচারী রাজাও পুত্র, মন্ত্রী এবং পত্নী প্রভৃতির কুমন্ত্রণায়
 ক্রোধাক্ত হইয়া বিশ্বস্ত বধে অগ্রসর হইয়া থাকেন ।” ৩১০৪ (ক)

(ক) মূলে “পুত্র মন্ত্রবিরোধাদি” এই পাঠ আছে ; তাহাতে ‘অবিরোধে
 শত্রুর পরিবর্তে ‘অবরোধ’ ধরিয়া অনুবাদ হইল । নচেৎ কোনমতেই অর্থ
 হয় না ।

সময়ালঙ্ঘনামোঘসিরা দেবেন পীয়তে ।

লোকত্রয়ৈকপাত্রেশ্বিন্ যশা নুনং ময়া সহ ॥ ৩১.৫

ভ্রাতবাসংকয়ে'পেক্ষ্য প্রাণায়ান্ত্রদাশয়ঃ ।

মমৈবান্বাদঃস্ত্যাদান্না হ্যন্তরিপুরাস্থিতিঃ ॥ ৩১.৬ (ক)

ইতু্যক্তা। বিতরাং সত্যসকঃ সাধ্বীং ধরাপতিঃ ।

শান্তশকামকৃত্বা তাং মাতামহ্মাত্রয়োজয়ৎ ॥ ৩১.৭

ভকং সর্কানয়ঃ ত্রাতুং প্রয়োক্তুং বেদনং নৃপং ।

সংরন্তে ক্রিময়ং ধ্যায়ত্যন্তঃ সর্কৌপ্যচিস্তয়ৎ ॥ ৩১.৮

“লোকনাথ, আপনি অঙ্গীকার পালনে কৃতসংকল্প হইয়া আমার সহিত ত্রিভুবনরূপ পাত্রে যশঃসুধা নিশ্চয়ই পান করিতেছেন ।” ৩১.৫

“পক্ষান্তরে, আমি যদি আশ্রিত ব্যক্তিকে আত্মজীবন বিসর্জন দিয়া রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে যশঃ আন্বাদন করিতে করিতেই ব্রহ্মলোকে যাইতে সমর্থ হইব ।” ৩১.৬

ইহা বলিয়া সাধ্বী মহাদেবী বিরতা হইলে সত্যপ্রিয় নরপতি তাঁহার (রাজ্যায়) আশঙ্কা নিবৃত্তি করিলেন না এবং তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আদিষ্ট কার্য্যে পাঠাইলেন । ৩১.৭

তখন সমস্ত সোকে মনে মনে ভাবিতে লাগিল “যে সকল অমঙ্গলের মূল, (ভোজ) তাহাকে কি ভাবিয়া আশ্রয় বা বৃত্তি দান করিতে এই ভূপতি অভিলাষী হইয়া উত্তমভঙ্গ করিতেছেন ।” ৩১.৮

(ক) ভ্রাতব্য রক্ষণোপেক্ষ্য-প্রাণায়ান্ত্রদাশয়ঃ ।

মমৈবান্বাদঃস্ত্যাদান্না হ্যন্তরিপুরাস্থিতিঃ ।

এইরূপ করিত পাঠে অনুবাদ হইল । মূলের ও Dr. Stein এর পাঠে অর্থসঙ্গতি হয় না ।

উপায়েষু প্রযুক্তেষু দেবীসংশ্রেয়ণাবধি ।
 নাতদন্ত প্রয়োক্তব্যং যদবাশিষ্যত কচিৎ ॥ ৩১০৯
 সপক্ষভেদাদ্ভুক্তুঃ সৰলত্বাবলম্বয়োঃ ।
 পরীক্ষকত্বাচ্চ কেচিন্মাধ্যস্থোনাবসন্ কচিৎ ॥ ৩১১০
 তেপাল্লো বা মহাস্তোত্রা ক্ষীণদাক্ষিণ্যশৃঙ্খলাঃ ।
 ভোজগৃহৈঃ সৎসাবন্ধনং কন্থাং সর্কেপি ডামরাঃ ॥ ৩১১১
 তে হচ্ছিন্নতটস্থত্বাদ্ভৈরাজ্যোন্মান্বিতদৃশঃ ।
 ভোজঃ সজ্জাত ইত্যাপ্ত মাধ্যস্থ্যং পরিজহ্নিরে ॥ ৩১১২
 ত্রিলোকো ভোক্তৃসাবিধং তনুজং প্রাহিণৌদ্রুতম্ ।
 প্রবেশয়চ্ছমালাঞ্চ চতুর্দং পুঙ্কলৈকলৈঃ ॥ ৩১১৩

দেবাকে প্রেরণ করাতেই তাঁহার সমস্ত উপায় প্রাকৃত হইয়াছে, এখন আর প্রয়োগাপযোগী অবশিষ্ট কিছুই নাই । ৩১০৯

রাজার স্বশক্তির সহিত বিচ্ছেদ বশতঃ যে সকল ডামর তদীয় বল পরীক্ষার (প্রবলতা বা দুর্বলতার অবগতির) জন্য নিলিপ্তভাবে অবস্থান করিতেছিল ; তাহারা সকলেই অল্প বা বহু সংখ্যক হইলেও তখন উচ্ছিন্ন হইয়া ভোজের পক্ষে যোগ দিল । ৩১১০। ৩১১১

“আমরা উদাসীনভাবে থাকিতে উপস্থিত বিপ্লবে ভোজ একরূপ দুর্বল হইয়া পড়িয়াছে,” এই ভাবিয়া তাহারা উদাসীনতা ত্যাগ করিল । ৩১১২

ত্রিলোক স্বীয় স্ত্রীকে ভোজেয় নিকটে এবং চতুর্দকে প্রচুর সৈন্য সমভিষাগারে শমানায় পাঠাইয়া দিল । ৩১১৩

যে ভিক্ষুবিপ্লবপ্যাসন রাজদাক্ষিণ্যরক্ষিণঃ ।

বিরোধিসবিধং প্রাপ্তস্তেপি নীলাশ্বডামরাঃ ॥ ৩১১৪

লহরাদেবসরসাকোলাড়াতশ্চ ডামরাঃ ।

ত্রয়ো নীলাশ্বতশ্চৈক্য ডামরী পর্য্যশিষ্যত ॥ ৩১১৫

ন ব্যরংসীদ্ধিমং তত্ত্বলবন্তে সল্হণেৰ্বলে ।

পতৎপ্রাবৃদ্রমন্তৌষষোষোষোষাবিবোদাতঃ ॥ ৩১১৬

ভোজন্ত দেবীমায়ান্তীং শ্রদ্ধা বলহরন্ততঃ ।

ঋষং সন্ধিঃসুয়া বদ্ধ ইতি সুব্যক্তমভ্যধাৎ ॥ ৩১১৭

এতাবন্তি দিনান্তাসীং পুংসো ভ্রময়িতা পুমান্ ।

সম্বন্ধিনীনাং মাধ্যস্থ্যে স্বকুলাং কৌতুখা ভবেৎ ॥ ৩১১৮

যাহারা ভিক্ষু-বিপ্লব কালে নরপতির পক্ষপাতী ছিল, সেই সমস্ত নীলাশ্ব প্রদেশীয় ডামরদল বিপক্ষের সহিত সম্মিলিত হইল । ৩১১৪

কেবল লোহর, দেবসরস এবং হোলাড়ার তিনজন ডামর এবং নীলাশ্ব প্রদেশীয় একমাত্র ডামরী শত্রুপক্ষে যোগদান করে নাই । ৩১১৫

যেমন বর্ষাকালে সিদ্ধু মধ্যে জলপ্রবাহের শব্দ অবিরত উঠিত হয়, তদ্রূপ ভোজের সৈন্তের দিকে লাবণ্যগণ সতত খাবিত হইতে লাগিল । ৩১১৬

ভোজ দেবীর আগমন-বার্তা শুনিয়া বলহরকে সুব্যক্তভাবে বলিল “আমি সন্ধিবন্ধনে প্রতিজ্ঞাকৃত হইয়াছি । ৩১১৭

“এতদিন পুরুষে পুরুষে সংঘর্ষণ চলিতেছিল ; এখন যখন স্ববংশীয় মহিলাগণ মধ্যস্থ হইয়াছেন, তখন কে তাহা ভঙ্গ করে ?” ৩১১৮

কুলচূড়ামণিঃ প্রেমুণা স যত্নৈব প্রবর্ততে ।
 কিং শ্রাদগণ্যপ্রায়ানাং কার্কশ্যং তত্র মাদৃশাম্ ॥ ৩১১৯
 যচ্চ মায়ামিমাং ক্রথ তত্তথাস্বস্মি বন্ধিতঃ ।
 বিশ্বাস্তৈব ভবিষ্যামি নাকীর্তীনাং নিকেতনম্ ॥ ৩১২০
 মা চ ভূবিজয়াশা বঃ সম্ভেতা নিখিলা ইতি ।
 অদ্রাক্ষ চেদৃশাং বৃহামবরুক্ষ্যাম বোন্নতেঃ ॥ ৩১২১
 যুক্তিবুদ্ধমিদং চাত্তচোক্তবান্ বহু নিশ্চরাং ।
 নাশক্যতাশ্চথা কৰ্ত্তুং ভোজো বলহরাদ্ভিঃ ॥ ৩১২২

“যখন আমাদের কুলের গৌরবমণি প্রেমপ্রবণ হইয়া এইরূপ
 আচরণে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তখন মাদৃশ তৃণতুল্য জনের কর্কশতা কি
 শোভা পায় ?” ৩১১৯

“তোমরা আমাকে শঠ বলিতেছ ; তাহাই স্বীকার্য্য ; প্রতারণিত
 (সন্ধি করিলে) হইতে পারি, (তাহা হইলেও) আমি এখন বিশ্বাস
 জন্মাইয়া (তাহা ভঙ্গ করিয়া) অকীর্তির নিকেতন হইতে পারিব
 না ।” ৩১২০

“সকলেই মিলিত হইয়াছে বলিয়া বিজয়াশা করিও না । এরূপ
 বৃহ আমি দেখিয়াছি বটে ; কিন্তু উন্নতিপথে উত্থিত হইতে পারিব
 না ।” ৩১২১

ভোজ এইরূপ যুক্তিপূর্ণ নানা কথা বলিতে লাগিলে বলহর
 প্রভৃতি তাহাকে কিছুতেই পরিবর্তিত (মত বিষয়ে) করিতে পারিল
 না । ৩১২২

দ্বিত্রাহাস্তরিতেষিত্তপ্রমাথেরথা কথম্ ।

ফলকালৈসি সংবৃত্ত ইতি তং চাবদমূপাঃ ॥ ৩১২৩

তারমূলস্থিতে রাজ সসৈন্তো ধত্তরিল্পণো ।

রাজপুত্রৈঃ সহ ততঃ পাকিগ্রামমবাপতুঃ ॥ ৩১২৪

প্রাপ্তাববেত্য তৌ নতান্তীরেবাচি কৃতস্থিতী ।

পরশ্বিন্ কুলগহনে ভোজোপ্যোতাবুপাশিৎ ॥ ৩১২৫

অশ্রান্তং বিশতো দিগ্মুখেভ্যন্তংকটকং ভটান্ ।

পশ্চন্তঃকেপি সন্ধিং ন শ্রদ্ধধ্বনপ্তেক্ষিলে ॥ ৩১২৬

হঠপ্রবিষ্টাশ্মিধ্যাতুমক্ষমানন্নসৈনিকান্ ।

ধত্তাদীন্ রাজবদনো হস্তং শব্দচিন্তয়ৎ । ৩১২৭

প্রদেশাধিপতিগণ তাহাকে বলিতে লাগিল—“দুই তিন দিন মধ্যে যখন শত্রুর সংক্ষয় সিদ্ধপ্রায় প্রতীয়মান হইতেছে, তখন ফলপ্রাপ্তির সময়ে আপনার এক্ষণ মত পরিবর্তন কেন হইল ? । ৩১২৩

নৃপতি তারমূলকে অবস্থান করিতে লাগিল, ধত্ত ও রিল্পণ সসৈন্তে রাজপুত্র (রাজপুত) দিগকে সন্ধে লইয়া পাকিগ্রামে পৌছিল । ৩১২৪

তাহাদিগকে নদীর দক্ষিণতীরে অবস্থান আনিতে পারিয়া ভোজ ও দুর্গম উত্তর কূলে শিবির সংস্থাপন করিল । ৩১২৫

বিবিধ দিক্ হইতে বীরবর্গ অবিরত ভোজের কটকে প্রার্থা হইতেছে, ইহা দেখিয়া নৃপতির সৈন্তের মধ্যে কতকগুলি সন্ধিবন্ধে বিশ্বাস স্থাপন করিল না । ৩১২৬

‘ধত্ত প্রভৃতি হঠাৎ অন্ন লৈন্ত লইয়া এইখানে প্রবেশ করিয়া

ছিদ্রা সূর্য্যপুৰাং সেতুং রাজঃ সৈন্তং জিঘাংসবঃ ।

মহাপদ্মসরোনৌষু নিভৃতং কেচনাবসন্ ॥ ৩১২৮

অন্ত্রে তৎসাহসোদন্তাঘ্ৰেণিণঃ পতনোদ্গুধাঃ ।

দৈবঃ শৈর্ষ্যগৈর্গন্তত তত্র তত্বত্বভূদসম্মতাঃ ॥ ৩১২৯

আত্মন্দং ভাজিলেয়াস্তাঃ পুরে শঙ্করবর্ষণঃ ।

শমালাক্ষিপ্তিকাষাণ্ডিঃ ডামরাঃ সমচিন্তয়ন্ ॥ ৩১৩০

প্রাপ্য মহাসরিং কুগং ত্রিল্লকাস্থৈরগণ্যত ।

নীলাশ্বডামরৈর্কীশা কাৰ্য্যা চ নগরাস্তরে ॥ ৩১৩১

এক্ষণ বহির্গমনে অসমর্থ হইয়াছে' ইহা বুঝিয়া রাজবদন তাহাদিগকে চত্যা করিবার জন্য অনবরত ভাবিতে লাগিল । ৩১২৭

কেহ কেহ নরপতির সৈন্তবিনাশ বাসনায় সূর্য্যপুরের সেতুচ্ছেদ করিয়া মহাপদ্ম (বর্তমান বোলর) সরোবরে নৌকায় গুপ্তভাবে অবস্থান করিতে লাগিল । ৩১২৮

অত্যাশ্র রাজদ্রোহিণ রাজবদনের এই শৌর্য্য প্রদর্শনের সংবাদ পাঠিয়া আক্রমণোদ্দেশে যথাযথ পথে অবস্থান করিতে লাগিল । ৩১২৯

ভাজিলেয় প্রভৃতিস্থানের ডামরগণ শঙ্কর বর্ষার নগর (বর্তমান পতন) এবং শমালাবাসীরা (ডামরগণ) ক্ষিপ্তিকা অবরোধ করিতে অভিলাষী হইল । ৩১৩০

ত্রিল্লক প্রভৃতি মহাসরিতের তটকে অধিকৃত বলিয়া গণ্য করিতে লাগিল এবং নীলাশ্ব প্রদেশীয় ডামরেরা নগরাক্রমণে উত্তত হইল । ৩১৩১

কিমত্তদ্ রাজগৃহাণাং সমং সৰ্বৈ জিহ্বাসবঃ ।

কারগুবানাং তৌয়াস্তর্কেষ্টিতানামিবাভবন্ ॥ ৩১৩২

সন্দিগ্ধশিক্ষিতং কার্যং সৰ্বতঃ সমত্ৰাং তদা ।

প্রাপ বৃষ্টেরবগ্রাহগ্রহযোগাস্তুরহিতেঃ ॥ ৩১৩৩

পদে পদে রাজচম্পথায়োথানমিচ্ছতঃ ।

চ্ছিন্দন্ বলহরশ্চেচ্ছাং ভোজো বাগ্রভ্রমগ্রহীৎ ॥ ৩১৩৪

ক্ষণে ক্ষণে বিসন্ধানধায়িনা তেন বশচন ।

বাধ্যমানস্ত্রাস্তুরায়ঃ সন্নিধান্ বাচীর্য্যত ॥ ৩১৩৫

ঘটনামুদঘৰ্ষৌ যৌ যৌ বিরোধঃ কটকদ্বয়াৎ ।

সদৈকাগ্রঃ স্বয়ং ভোজস্তং তং ত্বরিতমচ্ছিনৎ ॥ ৩১৩৬

অধিক আরাক বভব্য, জলমণ্ডো পরিবেষ্টিত হংসকুলের জায়
রাজপুরুষদিগের বিনাশের জন্য সকলেই এক সময়ে বন্ধপরিকর
হইল । ৩১৩২

তাহা হইলেও সকলেই স্বয়ং কৌশলপ্রয়োগে সন্দেহসমাকুল
হইয়া অনাবৃষ্টি ও অনুকূল (বর্ষণজনক) গ্রহযোগে বৃষ্টির সাক্ষ্য লাভ
করিল । ৩১৩৩

বলহর পদে পদে রাজসৈন্তের ধ্বংস সাধনে এবং আয়োথানে
উত্তম দেখাইতে লাগিলে ভোজ ন্যাকুল হইয়া তাহার বিঘ্নাচরণ
করিতেছিল । ৩১৩৪

আবার বলহরও সন্ধিবন্ধনের প্রতিকূলাচরণে অভিলাষী হইয়া
ক্ষণে ক্ষণে তাহার বাধা জন্মাইতে লাগিল । ৩১৩৫

উভয় কটক মধ্যে যে যে বিরোধ ঘটবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, ভোজ
দৃঢ় সংকল্প সহকারে তৎক্ষণাৎ স্বয়ং তাহা নিবারণ করিয়া দিল । ৩১৩৬

দূত্যে চ কল্পকহে বা বেরবন্ রাজবজ্জকাঃ । (ক)
 ভয়েন প্রযযুস্তে বর্ধৈকল্যাং কার্য্যসঙ্কটে ॥ ৩১৩৭
 কর্ণে তৎ কথয়ন্তি হৃন্দুভিরবৈ রাষ্ট্রে যত্নকোষিতং
 তন্নাস্ত্রাজতয়া বদন্তি করুণং যন্মাত্রাপাবান্ ভবেৎ ।
 শ্লাঘস্তে তদুদীর্ঘাতে বদরিণাপ্যগ্রেণ মর্শ্যাস্তকু-
 ত্তে কেচিন্নর শাঠ্যমৌল্যানিদয়ন্তে ভূভূতো বজ্জকাঃ ॥ ৩১৩৮
 ভাণ্ডস্তাণ্ডবমণ্ডপে কটুকথাবীচিষু কহ্যাকবি-
 গোষ্ঠিখা স্বগৃহাস্তনে শিখরিভূগর্ভে খটাকুঃ ক্ষুটুম্ ।
 পিণ্ডীশ্বরতয়া বিটশ্চ পটুতাং ভূভূদগৃহে গাহতে
 গচ্ছন্তি হৃদকটুকচ্ছপতলাং চিত্রং ততোহগ্রতঃ ॥ ৩১৩৯

তখন যাহারা মন্ত্রণা দান ও দৌত্য কর্ম দ্বারা রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহারা কার্য্যের সঙ্কট অবস্থা দেখিয়া ভয়ে হতবুদ্ধি হইয়া পড়িল । ৩১৩৭

যাহা দেশমধ্যে ঢকাবাদনে ব্যক্ত হয় ; সেই (সর্বজনবিদিত) বাক্য যাহারা রাজার কর্ণে (গোপনে) কহে ; যাহারা শরীর অবনত করিয়া করুণ ও ক্ষীণ কণ্ঠে এভাবে আলাপ করে, যাহাতে প্রভু (সর্বসমক্ষে) লজ্জিত হইয়া পড়েন ; এবং যাহারা স্বামীর অল্পমাত্র অপ্রিয় ব্যক্তির উপর মর্শ্বেভেদিনী কটুক্তি প্রয়োগ করিয়া আত্মশ্লাঘা বোধ করে, সেই অজ্ঞ ও শঠেরাই রাজার চাটুকার হয় । ৩১৩৮

যাহারা নাট্যশালায় (রঙ্গভূমিতে) রসরঙ্গকারী ভাণ্ড (বিদূষক বা ভাঁড়), কটুকথাকেত্রে (গালাগালির আড্ডায়) কহ্যাকবি

• (ক) 'বেরবন্' ইতি যুক্তম্ ।

শূরোজ্জেকবিপৰ্য্যাসাচ্ছাত্তোয়া স্নাত্তত্ততঃ ।

বাসরঃ শরণীচক্রে তুলস্তোতুলমঙ্গসা ॥ ৩১৪০

ভাহুর্দন্তপদোন্মোদ্রীভূর্গোবলয়াস্তরে ।

স্নাত্তজিরোপিতকরো রক্তমণ্ডলতাং দধে ॥ ৩১৪১

অহস্ত্রিযামাযুখমোরপি মধ্যস্থয়া দধে ।

সঙ্কায় বন্দনীয়স্বং জনস্ত ব্যঞ্জিতাঙ্কলেঃ ॥ ৩১৪২

(ছড়ানার), নিজহৃদয়নে গোষ্ঠ কুকুর, (ক) পর্তত কন্দরে খট্টাকু (পত্তবিশেষ), এবং রাজসভায় বিট (ব্যক্তবাক্যবিশারদ) সেই সকল পিত্তীশূর (কাপুরুষ বা পটুক) গণ বৈষম্য উপস্থিত হইলে হুদাকৃষ্ট (জলাশয় হইতে উত্তোলিত) কচ্ছপের ছায় সঙ্কচিত (জড়শত) হইয়া পড়ে ; ইহা অপেক্ষা আশ্চর্য্য আর কি ? । ৩১৩৯

এখন সায়ং সময় উপস্থিত, দিনালোক প্রভুর (রাজার) প্রতাপের ছায় ক্রমে প্রশান্ত ভাব ধারণ করিয়া অন্তাচলের উচ্চশৃঙ্গে বিশ্রামার্থে প্রস্থান করিল । ৩১৪০

দিনমণি (নবমণির ছায়) ভ্রাতা অরুণকে কিয়ৎকালের জন্য পৃথিবীতে রাখিয়া লোহিত শরীরে অন্তাচলের শিখরদেশে আশ্রয় করিলেন । ৩১৪১

জনগণ কৃতান্তলি করে দিন ও যামিনীর মধ্যপাতিনী মধ্যস্থা মহা-রাজীর ছায় সঙ্কায় দেবীর বন্দনা করিতে লাগিল । ৩১৪২

(ক) গোষ্ঠ কুকুর স্থানে থাকিয়াই খেউ খেউ করিতে শুৎপর ; অল্পমাত্রা

কবাটিদৈন্তৈর্কিস্ফোটাশ্চক্ৰকাঠৈঃ শিরোদগমঃ ।

স্বয়ং পয়সাং পত্যা দধে রাজ্জ্যদয়োন্মুখে ॥ ৩১৪৩

সদৈন্তেষ্ণবিন্দেযু হীনবন্দোপজীবনৈঃ ।

কবাটিনাং কটেষেব যট্পদৈর্ঘটিতং পদম্ ॥ ৩১৪৪

অদৃষ্টকার্যপর্যন্তান্তত্তে বিষমস্তি তাঃ ।

সরিত্তে সর্কটকাঃ পর্য্যাপ্যন্ত মল্লিগঃ ॥ ৩১৪৫

ন কিঞ্চিৎ প্রত্যভাৎ...স্বং লঘু ভ্রান্তং চ জানতাম্ ।

ওষেন হ্রিয়মাণানামিবৈষামবলম্বনম্ ॥ ৩১৪৬

তীরে পরস্মিন্ সরিতো বসন্ বলহরঃ পুনঃ ।

রুদ্ধঃ কন্দলিতাকন্দো বুদ্ধিঃ সাল্হণিনাসক্লং ॥ ৩১৪৭ (ক)

স্বয়ং পয়সাং পত্যা দধে রাজ্জ্যদয়োন্মুখে (পক্ষান্তরে কৃতকার্যপ্রায়) হইতে লাগিলে গজদন্ত গুলি ফুটিয়া উঠিল, চক্ৰকান্ত মনি ঘেন আনন্দে (জয় সিংহের অভীষ্ট সিদ্ধি জনিত) গলিয়া গেল এবং সমুদ্র উচ্ছ্বাসে উৎফুল্ল হইয়া উঠিল । ৩১৪৩

অরবিন্দকুল মুদ্রিত হইলে ভৃঙ্গগণ তথায় মকরন্দ লাভে বঞ্চিত হইয়া মত্ত গজযুথের গণ্ডস্থল আশ্রয় করিল । ৩১৪৪

এদিকে অমৃত্যবর্ণ সসৈন্তে নদীতীরে থাকিয়া কার্য্যের অন্তিম অবস্থা না দেখিয়া বিশ্রান্তি বোধে বিষন্ন হইয়া পড়িল । ৩১৪৫

তাহারা নিজ দৌর্বল্য ও ভ্রম বুঝিয়াও প্রবাহে পতিত কৃষ্টির তায় কোন অবলম্বনই ভাবিয়া পাইল না । ৩১৪৬

অপর পারে বলহর বসিয়াছিল বটে, কিন্তু বারংবার আক্রমণোন্মুখ হইয়াও ভোজের বারণে সে পারিল না । ৩১৪৭

কার্য্যতিপাতান্নায়াতং মদ্বিগাং তন্নিভং বলম্ ।

তন্তু প্রবর্তমানস্ত সুখোচ্ছেদং বভূব যৎ ॥ ৩১৪৮

বিতস্তাসিদ্ধসম্ভেদবাভ্রায়াং নগরে বথা ।

তথা তথাপতজ্রাত্রৌ লোকঃ শ্রান্তো ব্যবর্তত ॥ ৩১৪৯

লৈথৈর্ভায়সংহারথগুনায় বিসর্জিতৈঃ ।

সাস্তুরৈগ্রধিতাবাহৈর্নানাগ্রৈ রাজবীজিনঃ ॥ ৩১৫০

শাঠ্যাষ্টৈরহুসরৈস্তমুলোৎপাদনৈরপি ।

ধীরো ধৈর্য্যান্নিশ্চয়াদ্বা স্বৈঃ স ক্রষ্টুং ন পারিতঃ ॥ ৩১৫১

সামন্তানামাগতানামবিস্তম্বাদসম্ভবম্ ।

তুচ্ছকোরং নিপত্যাশু কুর্ষ্যাদত্যাহিতং ক্রবা ॥ ৩১৫২

সে বুঝিয়াছিল যে, মদ্বিগণ কার্য্য শেষ ভাবিয়া অল্প সৈন্য সঙ্গে
আনয়ন করিয়াছে, সুতরাং তাহা অনায়াসে উচ্ছেদ করা
যাইবে । ৩১৪৮

সেই নগরে বিতস্তা ও সিদ্ধ সঙ্গমে স্থানের বাত্রিগণ শ্রান্ত হইয়া
ঘামিনী বাপন করিতে লাগিল । ৩১৪৯ (ক)

ভায়রগণের দল ভাঙ্গিবার জন্ত নানা প্রকার বাহ ও আভ্যন্তরিক
বার্তাবাহী পত্র প্রেরিত হওয়ায় রাজপুত্রগণকে ব্যাকুল করিয়া
তুলিল । ৩১৫০

ভাহার কপটাচারী অহুচরগণ তুমুল আন্দোলন করিয়াও ভোজকে
দৃঢ়সংকল্প হইতে বিচ্যুত করিতে পারিল না । ৩১৫১

সে উপস্থিত প্রদেশপতিদিগকে বিশ্বাস করিত না এবং হিন্নচিত্তে
ভাবিতে লাগিল “বলহরের প্রতি অবজ্ঞাপ্রদর্শন করিলে এ ব্যক্তি

(ক) মূলে ‘তথা তত্র এই পাঠ করানায় অনুবাদ হইল ।

কৃত্যে চ কদনোদ্ধারেনেন সৰ্বং সমুন্নিবেৎ ।

দ্বিজানামিব দম্ব্যনাং সমুহস্তেন সৰ্ব্বতঃ ॥ ৩১৫৩

ইতি নির্দ্যায় দুষ্কক্ষুরিব ভোজঃ ক্ষপাত্যয়ে ।

কুর্খঃ সাহসমিত্যুক্তা নিন্তে বলহরং সমম্ ॥ ৩১৫৪

তিলকম্ ॥

তেষাং তদৰ্থায়াতানাং সামন্তানামভোজনে ।

দাক্ষিণ্যাদিতি নাভোজি তেনাপ্যভিজনস্পৃশা ॥ ৩১৫৫

তথা স মত্যা বৈমত্যং তমজ্জাহ্না তু মূত্রিণঃ ।

নিশ্চ্যাত্যাস্তেন জাতমমতন্ত নয়াত্যয়ম্ ॥ ৩১৫৬

ক্রোধাক্ত হইয়া হঠাৎ রাজসৈন্যের মধ্যে পড়িয়া অশেষ অনিষ্ট ঘটাইতে পারে এবং ইহার উদ্দীপনায় প্রায়োপবেশনে সমবেত ব্রাহ্মণগণের ছায় ডামরগণ জীবনাশায় জলাঞ্জলি দিয়া উত্তেজিত হইয়া ‘উঠিবে’ এই চিন্তা করিয়া বিদ্রোহাভিলাষীর ছায় রজনী প্রভাতে রাজসৈন্য আক্রমণের কপট ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া বলহরকে শাস্ত করিল । ৩১৫২—৩১৫৪ (ক)

তদীয় উপকারার্থে আগত সামন্তগণ ভোজন না করিলে সেই অভিজাত ভোজ শিষ্টাচারানুরোধে কোনমতে খাদ্য গ্রহণ করিল না । ৩১৫৫

মন্ত্রিগণ তাহার প্রতি অবিবস্ত হইয়া তাহাকে তাহাদিগের স্বমত-বিরোধী বলিয়া বুঝিয়াছিল । ৩১৫৬

(ক) মূলে ‘বলহরং সমম্’ আছে ; ‘সমম্’ স্থলে তালব্য শকার হইবে, দম্ব্য নহে । নচেৎ অর্থের অসঙ্গতি অনিবার্য ।

পক্ষিপক্ষুর্টাক্ষালশকরক্ষুরিতেপাধ্যাৎ ।

তেষামাসবিধাঙ্কদং প্রধাবদহিতভ্রমম্ ॥ ৩১৫৭

কূলে পরস্মিন্ কুলিষ্ঠাঃ স্বাভিসন্ধাননিবৃট্টৈঃ ।

সমভাব্যত তৈর্নাত্তো যথান্ধৈর্যোভিঃকভাক্ ॥ ৩১৫৮

মরুৎ কাংকুংসুদৃত্ত কপেষ্টীর্ণান্বধেঃ পিতা ।

ততান তেষাং দূতানাং সরিৎ পারগতো বসম্ ॥ ৩১৫৯

কীৰ্ণকর্ণজরাংশ্চারীন্ পীংকুতৈস্তীরভূত্ৰহাম্ ।

আশ্রিত্যেত্রিদ্বেকেনেখং নিল্যুস্তে তাং নিশীথিনীম্ ॥ ৩১৬০

ক্ষপান্তে স্নাদরোক্তংসহেমতামরসভ্রমম্ ।

উদগচ্ছতো রবেৰ্য্যাবচ্চিচ্ছিত্বন করচ্ছটাঃ ॥ ৩১৬১

সেই কারণে তাহারা পক্ষীর পক্ষফালনে ও শকরী মৎস্তের ক্ষুরণে শকর আক্রমণ আশঙ্কা করিয়া ভ্রমে পতিত হইতে লাগিল । ৩১৫৭

উৎকর্ষাকুলচিত্তে তাহারা চিন্তা করিতেছিল যে, নদীর পরপার-বর্তী চক্রবাক ব্যতীত আর কেহ তাহাদিগের তুল্য দুঃখভগ্ন নাই । ৩১৫৮

পবনদেব বেক্স স্বতনয়ের (হনুমানের) দৌত্যকালে সিদ্ধ-তরঙ্গে সাহায্য করিয়াছিলেন, তদ্রূপ তিনি এই সকল দুঃভের নদী পার গমনে সাহায্য করিয়াছিলেন । ৩১৫৯

তাহারা শক্রগণের সম্মিধানে থাকিয়া ব্যাত্যাবিলোড়িত তীরতর-রাজির শব্দে বধিরপ্রায় হইয়া সেই বামিনী বিনিদ্ৰ অবস্থায় যাপন করিয়াছিল । ৩১৬০

বজ্রনী প্রভাতপ্রায়া বটে, কিন্তু তখন উদগোমুখ দিনমণির

চক্রাঙ্ঘবিবাহলোকসশোকানামিবাগলং ।

কটুলাক্ষিপুটাত্যাবমেষং নাস্তচ্চ বীক্ণ্যাম্ ॥ ৩১৬২

মিতপন্ডিত্যুতস্তাবত্তরকচ্ছাদিনির্গতঃ ।

স বীরস্বরয়ত্নাকবাহানুদন্তজিহ্বা স্পৃশন্ ॥ ৩১৬৩

রোদ্ধুকামাণ্ডামরীয়ান্ বীরান্ দৃষ্টের্বিলোকিতৈঃ ।

সর্বতো ধাবতঃ কুর্কন্ যোধান্ প্রতিহতৌজসঃ ॥ ৩১৬৪

পারশ্বধী চাক্ৰবেষো যুবা সংমুখমাপত্তন্ ।

যুগ্মাধিকৃষ্টৈঃ শৈক্ষি সংপ্রাপ্তঃ সরিত্তন্তম্ ॥ ৩১৬৫

কুলকম্ ॥

অদৃষ্টপূর্বং তং দৃষ্ট্বা শীথগোল্লিখিতালকম্ ।

কুঙ্কমালেপিনং চৈতে ভোজোয়মিতি মেনিরে ॥ ৩১৬৬

কিরণমালায় পূর্ব পর্বতের শিখরে স্বর্ণ কমলের শোভান্বিত
হয় নাই এবং চক্রবাকের বিয়হ দর্শনে শোকসন্তপ্ত লতাসুন্দরীর
মুকুলরূপ নয়ন হইতে শিশিররূপ অশ্রু নিপতিত হয় নাই, এই সময়ে
তাহাদিগের দৃষ্টিপথে পতিত হইল যে, শিবিকাকূট, স্তবেশ ও কুঠার-
ধারী একজন বীর যুবক পরিমিত পদাতি সমভিব্যাহারে বন হইতে
বহির্গত হইয়া তাহাদিগের দিকে আসিবার জন্ত নদীতীরে উপস্থিত
হইল । সে ব্যক্তি ক্ষিপ্ৰগমনের নিমিত্ত শিবিকাবাহকগণের মস্তকে
চরণ-তাড়না করিতেছে এবং নিবারণকারী ডামরুগণের দিকে অবজ্ঞা-
চক্ষে অবলোকন করিয়া অপসারণ করিতেছে । ৩১৬১—৩১৬৫

তাহারা সেই অদৃষ্টপূর্ব পুরুষের চন্দনচর্চিত ললাট ও কুঙ্কমলিপ্ত
শরীর সন্দর্শন করিয়া তাহাকে ভোজ বলিয়া বিবেচনা করিল । ৩১৬৬

অতিবাহী নিশাং রাজবদনং তং বিমোহয়ন্ ।

প্রাতশ্চ তরসামন্থ্য স তথা সংমুখো হতুং ॥ ৩১৬৭

প্রকিষ্টযুগাং তোয়াস্তঃ পারাদ্ধাবিতবাজিনঃ ।

ধনাদয়স্তমভ্যেত্য মুদিতাঃ পর্য্যবারয়ন্ ॥ ৩১৬৮

উদভূতুমূলঃ শব্দস্ততঃ কটকয়োদয়োঃ ।

একত্রাক্রান্তিমুখরঃ পরত্রানন্দনির্ভরঃ ॥ ৩১৬৯

নাদমাকর্ষ্য সংগ্রামবদ্যাদিগ্ভ্যঃ প্রধাবিতৈঃ ।

তং পটৈর্জ্বলিতং বীজ্য মূর্ছ্যাতাভ্যত ডামরৈঃ ॥ ৩১৭০

তস্তাতিনন্দনানাপপ্রমুখা প্রক্রিয়াভবৎ ।

অদৈন্তশুদ্ধধনাদিষুজ্জ্বলিতানজক্রমা ॥ ৩১৭১

সে রাজবদনকে (বলহরকে) ছলনায় ভুলাইয়া সে রাত্রি অতিবাহিত করিল এবং প্রভাত মাত্রেই হঠাৎ তাহাকে সম্ভাবণ করিয়াই তাহাদিগের নিকটে উপস্থিত হইল । ৩১৬৭

সে শিবিকারোহণে সলিলে অবতরণ করিলে ধন প্রভৃতি পার হইতে প্রসন্নচিত্তে অশ্বসকলানে তাহার নিকটে গিয়া পরিবেষ্টন করিল । ৩১৬৮

উভয় কটক মধ্যে তখন তুমুল কলরব উখিত হইল, একপক্ষে হাহাকার ও অন্য পক্ষে আনন্দধ্বনি শুনা যাইতে লাগিল । ৩১৬৯

কোলাহল শ্রবণে ডামরের দল চতুর্দিক হইতে সমরবোধে সবেগে উপস্থিত হইয়া ভোজকে শব্দ সহিত সম্মিলিত দেখিয়া যন্তকে হস্তাঘাত করিতে লাগিল । ৩১৭০

ধন প্রভৃতি ভোজকে দ্রীত্যহুসারে যথাযোগ্য সম্ভাষণ ও অভ্যর্থনা দ্বারা সৎকার করিয়াছিল । ৩১৭১

প্ৰবমানং মনোহৰ্ষং বেগাৎ সংস্তুভ্য সৰ্বতঃ ।

অথৈখং স্তবতা তত্তং স ধত্তেনাভ্যধীয়ত ॥ ৩১৭২

রাজপুত্র পবিত্ৰেয়ং পৃথিবী হৈর্য্যশালিনা ।

জয়া ধাম্মা স্তমনসাং মেকুণা বা মহীভূতা ॥ ৩১৭৩

গৰ্ব্বাঞ্জয়তি সৰ্ব্বাসাং নিৰ্ব্বিকারতয়া বসন্ ।

বিক্রিয়োপহতং গোস্তে ক্ষীরং তং ক্ষীরবারিধেঃ ॥ ৩১৭৪

কস্ত পুংকোঁকিলস্তেন জ্বাং বিনাধমমধাতঃ ।

নির্গত্য নিজকুল্যানাং সিদ্ধং মধ্যাবগাহনুন্ ॥ ৩১৭৫

সদাচারস্ত ভবতা প্রথমং প্রহতে পথি ।

ন তচ্চিত্রং সঙ্করামশ্চরমং চেত্ততোবিকন্ ॥ ৩১৭৬

তাহার পর ধন উচ্ছৃঙ্খিত আনন্দ-সাগরকে বলপ্রয়োগে রুদ্ধ
করিয়া ভোজকে প্রশংসা করত বলিতে লাগিল । ৩১৭২

“রাজপুত্র, সুমেরু যেরূপ স্থিরভাবে দেবতাগণের আবাসস্থল ও
পৃথিবীকে রক্ষা করিতেছে, আপনি তদ্রূপ স্থির-মতি-সম্পন্ন ও জ্ঞানিগণের
আশ্রয়স্থল ; আপনার গুণেই আজ এই পৃথিবী পবিত্র-হইল । ৩১৭৩

“আপনার বাক্য ক্ষীর সিদ্ধের দুগ্ধের স্থার বিকাররহিত, (পরি-
বর্তনশূন্য) একত্র স্থিরতায় সমস্ত বচনের (অন্ত জনের) গৰ্ব্ব ধ্বংস
করিয়াছে ”। ৩১৭৪ •

“কোঁকিল যেমন বিহঙ্গাধম কাককে পরিত্যাগ করিয়া স্বকূলে
সঙ্গ হয়, আপনি তদ্রূপ পামরগণকে পরিহারপূর্বক স্বজনের মধ্যে
প্রাবশ করিতেছেন, ইহা আর কেহ পারে না ।” ৩১৭৫

• “আপনিই সদাচার পথের প্রথম অগ্রণী । পরে, আমরা বহু বিচরণ
করিলেও তাহা বিশ্বয়কর ব্যাপার হইবে না ।” ৩১৭৬

ইত্যাদি প্রস্থতালাপদভোজাপোধিরোহ সঃ ।

জয়োত্তরঙ্গং তুরগং স্তবস্তিস্তরনীযত ॥ ৩১৭৭

লবণাঃ কতিচিৎ ক্রোধাদিক্রোশস্তস্তদা যযুঃ ।

স্বকুলৈরনীয়মানং তং কাকা ইব পিকাস্তিকম্ ॥ ৩১৭৮

স এবমেকবিংশকে জ্যৈষ্ঠস্ত দশমেহনি ।

ত্রয়স্ত্রিংশদ্বর্ষদেশ্যঃ সমগৃহ্যত ভূভুজা ॥ ৩১৭৯

রাজ্ঞী কৃতপ্রণামং তং প্রিয়ং পুত্রমিবাগতম্ ।

অভ্যনক্লুচ্ছাস্তভূত্যমশ্রাহারমকল্পয়ৎ ॥ ৩১৮০

এই প্রকার বহু বাক্যের তিনি উত্তর দিলে, তাহারা যুদ্ধজয়ী
এক অশ্বে তাঁহাকে আরোহণ করাইয়া স্ত্রিগীতিসহকারে লইয়া
যাইতে লাগিল । ৩১৭৭

তখন লবণ্যগণ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কয়েক ক্রোশ পর্য্যন্ত তাঁহার
অনুগমন করিয়া নিবৃত্ত হইল ; তাহাতে লোকেরা, স্বজাতির দিকে
ধাবমান কোকিলের অনুসরণকারী কাকুলের ছায়, তাহাদিগকে
ভাবিতে লাগিল । ৩১৭৮

এইরূপে জয়সিংহ একবিংশ অঙ্গে ঃ(লৌকিক) জ্যৈষ্ঠের দশম
দিবসে ভোজকে হস্তগত করিলেন । তখন তদীয় বয়ঃক্রম পঁতত্রিশ
বৎসর । ৩১৭৯

ভোজ উপস্থিত হইয়া রাজ্ঞীকে প্রণাম করিলেন এবং তিনি
(রাজ্ঞী) বিদেশাগত তনয়ের ছায় তাঁহাকে সম্মেহ সন্তোষণ করিয়া
ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন । তখন তদীয় ভূত্যবর্গ ক্লাস্ত হইয়া
পড়িয়াছিল । ৩১৮০

ইন্দুবংশাবিসংবাদিশুণগ্রামমবেক্ষ্য তম্ ।

প্রাগদৃষ্টবতী মেনে বধিতে সা বিলোচনে ॥ ৩১৮১

শুণৈরশাঠ্যদাক্ষিণ্যমাধুর্ধ্যাঐবকুজ্রিটৈঃ ।

তস্ত্রাবিশদশীলং স ক্ষমাপতিরমত্নত ॥ ৩১৮২

মুখরাগং (ক) মনোবৃন্তের্দারৌজ্জল্যং গৃহশ্রিয়ঃ ।

ভক্তুশ্চভাবস্তাচারে। যোষিতামনুমাপকঃ ॥ ৩১৮৩

দিনক্ষয়ব্যজিতাধবক্লমং প্রস্থাতুমুৎসুকম্ ।

রাজোভ্যর্গং বিশেত্যেনং দাক্ষিণ্যং কোপি নাত্রবীৎ ॥ ৩১৮৪

কথঞ্চিদ্রক্ষমাধ্যস্থ্যবৈমর্ত্যৈঃ সচিৎবৈবথ ।

স স্মাদিস্কুর্নরপতিরশাস্ত্রেভোভ্যধীয়ত ॥ ৩১৮৫

চক্রবংশোচিত তদীয় গুণগ্রাম দেখিয়া মহিবীর মনে হইল যে, ইহাকে পূর্বে অবলোকন করিতে না পারায় নয়নের নিরর্থকতা ঘটিয়াছে । ৩১৮১

ভোজ ও রাজ্যের সরলতা, ঔদার্য্য এবং প্রসাদ প্রভৃতি গুণ দর্শনে তাঁহাকে এবং তদীয় অল্পরূপ পতি ভূপতিকে নির্মল চরিত্রের অবতার বলিয়া অনুমান করিয়াছিল । ৩১৮২

মুখরাগ মনোবৃন্তির দ্বারের উজ্জলতা গৃহস্থীর এবং সতীনারী পতির স্বভাবের পরিচায়ক । ৩১৮৩

দিবাদসানে গমনশ্রান্তি পুরিহার করিবার কামনায় ভোজ ইনাস্তরে গমনোৎসুক হইলে কেহই লজ্জায় তাঁহাকে রাজার নিকটে যাইবার জন্ত বলিতে পারিল না । ৩১৮৪

তাহার পর মস্তিগণ কোনরূপে মধ্যস্থতার অন্তরায়রূপ লজ্জাকে জ্ঞাধ করিয়া তাঁহাকে রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিল । ৩১৮৫

(ক) 'মুখরাগেণ' ইতি স্মৃৎ ।

রাজোভ্যাং বিশেষ্যন্তেকপোদবাতোপমং বচঃ ।

তন্তস্ত শ্রোত্রশকূল্যাং তদা শঙ্কুকিয়াং ব্যাধাং ॥ ৩১৮৬

চিরাত্তাড়িতমর্শেব সমাখ্যাত্তক্ষতাথ নঃ ।

মধ্যস্থানাং স্থিতং স্থৈর্য্যং দাক্ষিণ্যদোষ্ঠয়োঃ পরম্ ॥ ৩১৮৭

প্রাণানুমুক্তোন্তেকক্ষভাষণান্তস্ত সাস্তুনৈঃ ।

মনস্বঃ বিক্রিয়াং নিত্ব্যর্কিনয়ানতমৌলয়ঃ ॥ ৩১৮৮

আচারং চৈনমগ্নিক্ষমপি নাঘ্যং বচস্বিনম্ ।

ন কোপি প্রতিবাক্যেন শক্যং জেতুমমতত ॥ ৩১৮৯

অথ স্বাস্তিস্থিতস্বামিবৈবশ্চং দর্শয়ামিব ।

দর্শনাংস্তবনৈর্দত্তো বীরঃ স্নিগ্ধমভাষত ॥ ৩১৯০

সেই বাক্য আদেশস্বরূপ বলিয়া বোধ হওয়ায় তাঁহার কর্ণকুহরে শঙ্কু (গোঁজ) সন্নিভ হইয়া প্রবেশ করিল । ৩১৮৬

তাহাতে তিনি বহুক্ষণ মগ্নাহত হইয়া রহিলেন, পরে আশ্রস্ত হইয়া মধ্যস্থগণের মুখমণ্ডলে -(ওষ্ঠ প্রান্তে) ঔদার্য্যপূর্ণ স্থৈর্য্য (শান্তি) অবলোকন করিলেন । ৩১৮৭

আবার তাহার কক্ষ বাক্যের প্রয়োগ প্রয়াসী হইলে তিনি (ভোজ) প্রাণ পরিত্যাগে কৃতনিশ্চয় হইলেন, তাহাতে তাহার অবনত মস্তকে তাঁহার সাস্তুনা করিয়া কোন প্রকারে চিত্তচাকল্য দূর করিল । ৩১৮৮

ভোজ অপ্রীতিকর আচরণ করিলেও কেহই তাঁহাকে সঙ্গত বাক্যের সহজ দান করিয়া নিরস্ত করা সাধ্য বলিয়া বোধ করিল না । ৩১৮৯

অনন্তর ধাতু মধুদংশরে তাঁহাকে বাহা বলিতে লাগিল, তাহাতে অশ্রুতর অঙ্গরে তাহার অন্তর্নিহিত ওড়ভক্তির অভিযুক্তি হইতেছিল । ৩১৯০

পদ্ধতী রাজধর্ম্মাণাং সদাচারে স্থিতাঃ তে । (ক)

জানতোপি কথং মোহঃ ক্রমাযাতেষু বস্তৃষু ॥ ৩১১১

কিং সন্ধিঃ সোভিধীয়েত যত্র সন্ধেয়দর্শনম্ ।

অকৃত্বা গম্যত ইতি প্রাজ্ঞো কথমজীগমঃ ॥ ৩১১২

অনন্ততনভূভর্ভৃশূলভে ভূভূজাং তব । (খ)

জ্ঞাত্বা সম্বোজ্জলং জ্ঞাতিধর্ম্মজাতপ্রবর্তনম্ ॥ ৩১১৩

নাত্ত দন্তশ্রয়স্তত্তাঃ প্রীতির্হৈর্য্যথলোভয়ঃ ।

আদরাদর্শনবৈষম্যে নিঃস্বাদস্তাপি কাঃ শ্রিয়ঃ ॥ ৩১১৪

অস্ত্রোপজীবনাচ্চা ত্রীঃ সাত্ৰাজ্যাসাদনায় সঃ । (গ)

প্রকাশো বিধিতো যোর্বাক্যোপাৎ স্তাজ্জলতঃ স কিম্ ॥ ৩১১৫

“আপনি রাজধর্ম্মের রীতি ও সদাচারের অবস্থিতি জানিয়াও উপস্থিত ক্ষেত্রে মোহপ্রাপ্ত হইতেছেন?” । ৩১১১

“সন্ধেয় ব্যক্তির সহিত সাক্ষাৎ না করিয়া গেল কি সন্ধি বলা যাইতে পারে? ইহা :কর্তব্য হইলে পূর্বে বিবেচনা করা উচিত ছিল । ৩১১২

“ভূপতির সহিত আপনার যে সদজ্ঞাতি ভাব দেখা যাইতেছে, তাহা ইদানীন্তন রাজগণের মধ্যে সুলভ নহে; সুতরাং ইহাতে দন্ত, গর্ক ও মোহাদির নাম গন্ধ নাই; কেবল অকৃত্রিম সৌহার্দ ও আদরের আতিশয্যই প্রকাশ পাইতেছে খলার কথা এখানে স্থান পায় না” । ৩১১৩-৩১১৪

“এই সৌহার্দ সজীব রাখিলে যে সম্পদ পাওয়া যাইবে, তাহা

(ক) ‘স্থিতিম্’ ইতি যুক্তম্ ।

• (খ) ‘শূলভয়’ ইতি সাধু ।

(গ) ‘স’ ইতি সঙ্গতম্ ।

নির্বাণগোষ্ঠিনিষ্ঠং শমিনামাশ্রয়েষু যৎ ।

তৎ পৰ্যদ্যস্ত রাজর্ষেজ্জনান্ বৃন্দানুবন্ধিনঃ ॥ ৩১৯৬

এবং স্বগৃহসংপ্রাপ্যপ্রায়োনিঃশ্রেয়সস্ত তে ।

হ্যনৈঃ প্রিয়ঃ সমাপ্যার্থ কিং ত্রাদত্তৈর্ষহীধরৈঃ ॥ ৩১৯৭

মুঞ্চা ন কেচন পরে গণিতাঃ ফণিভাঃ

কালানুকূলনিজকুণ্ডলত্যাগো যে ।

শ্লিষ্যস্তি চন্দনতরুংশিশিরামিদামে

মাঘেপ্যুশীতমনসং বিবরং বিশস্তি ॥ ৩১৯৮

প্রাপোপকরণং রাজ্ঞো রাজ্ঞী রাজাত্মজাশ্চ যে ।

‘তদ্বিতে যদনৌচিত্যং তেযামৌচিত্যমেব তৎ ॥ ৩১৯৯

সাম্রাজ্য লাভে হইবে না ; সূর্য্য হইতে যে আলোক পাওয়া যায়, তাহা কি প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ হইতে পাওয়া যায় ?” । ৩১৯৫

“শান্তিকামী সংযমিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া যে নির্বাণ (মুক্তি বা একান্ত দুঃখনিবৃত্তি) লাভ হয়, জনসজ্জ্ব সেবিত এই রাজর্ষির সভায় তাহা সুপ্রাপ্য ; তবে স্বগৃহে বসিয়া এইরূপ সম্পদ ও নির্বাণ পাইলে আপনি অত্র নরপতির আশ্রয় গ্রহণ কেন করিবেন ?” । ৩১৯৬-৩১৯৭

“কালানুসারে স্বার্থরক্ষার জন্য সমস্তই কর্তব্য ; ফণিগণ নিদারুণ নিদাঘে সমস্তই হইয়া শূন্যতল চন্দন তরুকে ‘অবলম্বন’ করে ; আবার মাঘের সেই শীতে তীত হইয়া বিবরে প্রবেশ করিয়া থাকে । ৩১৯৮

“রাজার জীবনের উপাদান যে মহিষী ও রাজকুমারকুল, তাঁহারাষ্ট আপনার হিতের জন্য অল্পচিত্তকে উচিত বলিয়া ভ্রম করিবেন । ৩১৯৯

ত্যক্তোন্নবৈকৃতং পাথ ইব কথিতশীতলম্ ।
 অহুতাপেন তে কৃত্যং ভূয়ো বৈরস্তমেঘাতি ॥ ৩২০০
 তথা সমর্থাসামর্থ্যায় প্রত্যাখ্যায় ভারতীম্ ।
 কুষ্ঠশাঠ্যলবস্ত্রহৌ প্রস্থানার্থং স মহম্বয়ঃ ॥ ৩২০১
 পথি সংগ্রথিতস্তোত্রাষ্টাশ্বত্থান্ বীক্ষ্য সর্বতঃ ।
 অজায়তাত্ সংরক্তকৃত্যসাপুঙ্গবদাঢ্যধীঃ ॥ ৩২০২
 পদাতিচরণক্ষুণ্ণরেণুব্যাজাদনৃশ্রুত ।
 বস্তুক্ষরাতলং বন্ধসন্ধীষ নভসা সমম্ ॥ ৩২০৩
 দধৌ বিজ্ঞতরো ভোজঃ কচ্চিৎসংপ্রাপ্প্রুয়াৎ নৃপম্ ।
 কচ্চিদমুখ্য (ক) বিদ্রোহত দর্শনং বিশ্রলম্ভকৈঃ ॥ ৩২০৪

“আপনি এখন বিকল্প হইলে যে জল কাঁথাকাঁথে পরিণত হইয় উন্মাবিকার পরিহার করত শীতল হইয়া গিয়াছে, তাহা আবার আপনার অহুতাপে বিরস হইয়া পড়িবে” । ৩২০০

ভোজ তদীয় যুক্তিবৃদ্ধ বাক্যের সহস্রের দানে সমর্থ হইলেন না এবং নির্বিকার চিত্ত হইলেন বটে ; কিন্তু যাইতে দৈধ ক্রমিতে লাগিলেন । ৩২০১

তৎপর চারিদিকে তদ্রূপ অধিবাসিগণের মুখে স্বীয় গুণ গান শ্রবণ করিয়া তিনি স্বকৃত কার্য্যকে সজ্ঞত বলিয়া অবধারণ করিলেন । ৩২০২

তৎকালে পদাতি সৈন্তের পদোচ্চিত ধূলিপটল দর্শনে বোধ হইতে লাগিল যেন ভূতল নভস্তলের সঙ্গে সন্ধিবন্ধনে সমুত্তৃত হইল । ৩২০৩.

তিনি যাইতে যাইতে ভাবিতে লাগিলেন, “আমি কি রাজদর্শন লাভ করিব ? প্রত্যয়কগণ কি তাহাতে বিগ্ন ঘটাইবে ?” । ৩২০৪

(ক) ‘কচ্চিদমুখ্য’ ইতি সমীচীনম্ ।

আরাধয়ন্ প্রভুং ধারি নাস্ত্যগ্ৰাস্তরিতো বিটৈঃ ।
 স্বামিনাং ক ইবাপ্নোতি গুণাবিক্করণক্ষণম্ ॥ ৩২০৫
 শীতোপচারকরণাদ্ধিতো ভবেয়-
 মোর্কাদ্ধিতস্ত জলধেঃ প্রসূতং ধিয়েতি ।
 স্রোতো হিমাঙ্গিপয়সো বিনিপাত এব
 গ্রাসীকৃতং তিমিভিরাহিতমেব তৎ স্রাৎ ॥ ৩২০৬
 ইত্যাদিচিন্তাস্তৈমিত্যাং পুরক্ষোভাঙ্গলক্ষয়ন্ ।
 সৈন্তস্ত রুদ্ধাশ্বতয়াবুদ্ধাসন্নং নৃপাশ্পদম্ ॥ ৩২০৭
 নাতিপ্রাংস্তং নাতিকৃশং সূর্য্যাংগুষ্ঠামলাননম্ ।
 সরোজকর্ণিকাগৌরং শিথিলম্ভথবিগ্রহম্ ॥ ৩২০৮

রাজভবনে উপস্থিত হইয়া প্রভুর সেবা করিতে গেলে শঠেরা
 বিষ ঘটাইয়া থাকে, তাহাতে স্বগুণবর্ণনের সুযোগ কেহই পায়
 না । ৩২০৫

“বাড়ববহ্নি-সন্তপ্ত সিদ্ধুর শরীর-দাহ শাস্তি এবং তদ্বারা তদীয়
 (সিদ্ধুস্বকী) প্রীতিপ্রাপ্তির অভিলাষে হিমাদ্রির শীতল সলিল
 সমুদ্রের দিকে ধাবিত হয় বটে, কিন্তু পতনমাত্রে সেই জল তিমিগণের
 উদরভ্যন্তরে প্রবেশ করে ।” ইত্যাদি দুশ্চিন্তায় ভোজ আকৃষ্ট থাকায়
 নগরের কোলাহলাদি তদীয় লক্ষ্য হয় নাই । যখন সৈন্তেরা ঘোটকের
 গতিগোধ করিল, তখন তাঁহার রাজপ্রাসাদ নিকটবর্তী বলিয়া বোধ
 হইল । ৩২০৬—৩২০৭

রাজা হর্ষোপরি দণ্ডায়মান ও অমাত্যগণে পরিবেষ্টিত হইয়া
 অশ্ব হইতে অবতীর্ণ ভোজকে আসিতে দেখিতে পাইলেন । তাঁহার
 (ভোজের) শরীর নাতি দীর্ঘ, নাতি কৃশ, বর্ণ পদ্মের কর্ণিকার স্যায়

ককুদ্বং ককুদোংসেধিক্ক্ষমায়াভবক্ষসম্ ।

শ্রাশ্রণানতিদীর্ঘেণ ব্যক্তগুণগলোন্নতিম্ ॥ ৩২০৯

উন্নতং পক্ববিশোষ্ঠং বিস্তীর্ণানুৰ্ণালিকম্ ।

তির্য্যগ্ধিপ্রেক্ষা.....ধীরমম্বরগামিনম্ ॥ ৩২১০

সমাহিতাংস্ত্র্যকোক্ষীমমৌলিং শ্রীধগুবক্ষসম্ ।

সীগন্তস্তানচুহিত্বা বেথয়া চন্দ্রগৌরয়া ॥ ৩২১১

অশ্বাবকৃতং হৃদ্যাস্থ(ক)সচিবৈঃ পরিবারিতম্ ।

অনন্ততুল্যায়াস্তং তমবৈক্ষ্যত পার্থিবম্ ॥ ৩২১২ (খ)

কুলকম্ ॥

প্ৰীতিবিস্ফারিতদৃশা রাজ্ঞা পৃষ্টস্ততঃ সভাম্ ।

সোদ্যাকুরোহ সন্মাদাং কোতুকোংকক্করৈর্জ্ঞৈঃ ॥ ৩২১৩

গৌর, শ্রুখমণ্ডল আতপে স্নান, আকার বিবাদভিন্ন, স্বক্ক উন্নত, বক্ষঃস্থল বিশাল, অনতি দীর্ঘ শ্রাশ্রণোভায় কণ্ঠ ও গণ্ডদেশ উন্নত দেখা যাইতেছিল, নাসিকা উন্নত, গুষ্ঠাধর পক্ববিশ্বসদৃশ, মস্তকে উষ্ণীষ, ললাটে চূড়াচুখী চন্দন তিলক এবং বক্ষঃস্থল চন্দনানু-লেপনে সুশোভিত। ভোজ এইরূপ অবস্থায় কবচাচ্ছাদিত শরীরে ইতস্ততঃ দৃষ্টি দান পূর্বক মম্বর গতিতে যাইতেছিলেন। ৩২০৮—৩২১২

অনন্তর রাজা প্ৰীতিগ্রকুল নয়নে দৃষ্টিপাত করিলে তিনি সভায় প্রবেশ করিলেন ; তখন কোতুহলাবিষ্ট ও উদ্গ্রীব হইয়া জনগণ সভাগৃহ সমাকুল করিয়া তুলিল। ৩২১৩

• (ক) 'হৃদ্যস্থঃ' ইতি সঙ্গচ্ছতে ।

(খ) 'পার্থিবঃ' ইতি শৃষ্ঠু ।

স্পৃষ্ট। পাদৌ নিষগ্নোগ্রে নৃপস্তানীয় পাণিনা ।

খড়্গাধেজুং পাণিবন্ধামাসনাগ্রে সমার্পয়ং ॥ ৩২১৪

পাণিং সফলিবল্লীকং বিবৃতাগ্রাঙ্গুলিধয়ম্ ।

ততোস্ত চিবুকোপান্তে বিক্ৰান্তন্ পার্থিবোত্রবীং ॥ ৩২১৫

ন বিগৃহ্য গৃহীতোসি নাধুনাপি ন বধ্যসে । (ক)

তদঙ্গ কস্মাদ্ গৃহীমঃ শস্ত্রমেতত্ত্বয়র্পিতম্ ॥ ৩২১৬

ব্যজ্রিজ্ঞপৎস ভূপালং দেব শস্ত্রস্ত ধারয়ম্ ।

স্বামিসংরক্ষণং স্বস্ত পরিভ্রাণস্ত কারয়ম্ ॥ ৩২১৭

দেবে নিজপ্রতাপায়িগুপ্তসপ্তসরিং পভৌ ।

সেবাবকাশো বিরলঃ স্বশস্ত্রস্তাপি দৃশ্যতে ॥ ৩২১৮

লোকান্তরেপি শরণং চরণাশ্রয়ণং প্রভোঃ ।

তত্রাত্র লোকে কিং কার্য্যং ত্রাণোপকরণৈঃ পঠৈঃ ॥ ৩২১৯

ভোজ রাজসকাশে বসিয়া হস্তদ্বারা তাঁহার পদস্পর্শ করিলেন এবং স্বীয় করহিত ছুরিকা রাজ্যাসনের অগ্রে রাখিয়া দিলেন । ৩২১৪

অনন্তর রাজা সুলক্ষণ (শুভচিহ্ন) সম্পন্ন দক্ষিণ হস্তের অঙ্গুলিদ্বয় দ্বারা তদীয় চিবুকস্পর্শ করিয়া কহিলেন : “বৎস, সময় দ্বারা তোমাকে বন্দী করি নাই এবং এক্ষণেও বন্ধ করিতেছি না ; তবে তোমার অর্পিত অস্ত্র আমি কেন গ্রহণ করিব ?” । ৩২১৫—৩২১৬

ভোজ উত্তর প্রদান করিল “দেব, অস্ত্রধারণের উদ্দেশ্য—আত্ম-ভ্রাণ ও প্রভুর সংরক্ষণ । আপনি স্বীয় প্রতাপ-অগ্নিতে সপ্ত সমুদ্রকে বক্ষা করিতেছেন ; সুতরাং মাদৃশ জনের সেখানে শস্ত্রসেবার

রাজা জগাদ তং সঙ্কল্পদীপক্কেধুনা ভবান্ ।
 নিবৃত্তকৃত্যো বাদীব কৃত্যং নো বর্ততে পয়ম্ ॥ ৩২২০
 ভোজ্যে বভাবে দাক্ষিণ্যজননায়ামুনা প্রভোঃ ।
 স্থষ্টাদৃতে (ক) ময়া কিঞ্চিম্বোপচারার্থমুচ্যতে ॥ ৩২২১
 কিং তে ন চিন্তিতং ছুষ্ঠং কিং কিং ন কৃতমপ্রিয়ম্ ।
 যদসিদ্ধং ন তদ্যত্নমগাদিত্যবধারণ্যতাম্ ॥ ৩২২২
 মিৎ ন মল্লাশ্বয়ে কশ্চিৎ কারণেষুদিতো ভবান্ ।
 বিদগ্ধঃ স্মানমুকুলং প্রাগ্যং বয়ং চর্মচক্ষুঃ ॥ ৩২২৩
 বদা যদা দেব বাঙ্কামকাস্ত্ৰ ভবদপ্রিয়ে ।
 ভূমিস্তদা তদা ভূতা পাত্রং কম্পশ্চ ভূয়সঃ ॥ ৩২২৪

অবকাশ হয় না। ভবাদৃশ ব্যক্তির চরণসেবক মাদৃশ জনের
 পরলোকেও বিপদ নাই; তবে ইহলোকে রক্ষণের জন্য উপকরণে
 প্রয়োজন কি ?” ৩২১৭—৩২১৯

রাজা প্রত্যুত্তর করিলেন “উপস্থিত ধর্মপরীক্ষার প্রতিযোগিতায়
 তুমিই কৃতকার্য, এক্ষণে আমাদের অবশিষ্ট কর্তব্য কিছুই
 নাই” ৩২২০

ভোজ বলিল “প্রভো, আমি আপনার যেরূপ বলবীর্ষ্য অনুভব
 করিয়াছি, ওদ্ব্যতীত অত্র কিছু স্ততিবাদ করিতে চাহিতেছি না ৩২২১

“আমি আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট চিন্তা ও অপ্রিয় অনুষ্ঠান
 করিয়াছি, ওদ্ব্যতীত যাহা সিদ্ধ করিতে পারি নাই, তাহা সকলে
 জানিতে পারে নাই; ইহা এক্ষণে মনে রাখা কর্তব্য” ৩২২২

“আপনি প্রজা শ্রষ্টৃ (ব্রহ্মাদি) গণের মধ্য হইতে একজন

(ক) ‘স্থষ্টাদৃতে’ ইতি সাধু।

যাবৎ কবীনাং নির্ভীতি প্রতিভানেন ভাষয়ঃ ।

দেবাভবন্নঃ প্রত্যক্ষঃ প্রতাপস্তাদৃশস্তব ॥ ৩২২৫

ন শেখরে ন প্রদরে ন দরেণ্যজ্জিতো ময়া ।

প্রালেয়ে (ক) ভূততঃ কুঞ্জে সংজ্ঞয়ৎ প্রতাপজঃ ॥ ৩২২৬

ভতঃ প্রভৃত্যবনতিপ্রণয়ঃ শরণৈষণঃ ।

সিদ্ধঃ সন্ধ্যায়ি বক্ষ্যত্বাদেব দূরস্থিতেন মে ॥ ৩২২৭

অথাভেদাভিগাষণে পাপাশ্চৎ ফিল চেষ্টিতম্ ।

ক্ষুরন্তান্নাত্রকব্যাক্ত্যে ন তু তদ্বিগ্রহা গ্রহাৎ ॥ ৩২২৮

আদিয়া মল্লবংশে অভ্যাদিত হইয়াছেন ; আমরা জ্ঞাননয়নবর্জিত,
এজন্ত পূর্বে না বুঝিয়া প্রতিকূলাচরণ করিয়াছি” । ৩২২৩

“দেব যখন যখন আমি আপনার অপ্রয়াচরণে ইচ্ছা করিয়াছি,
তখন তখন ভয়ানক ভূমিকম্প হইয়াছে” । ৩২২৪

“কবিকুলের কল্পনা যে পর্য্যন্ত যাইতে পারে, ততদূর পর্য্যন্ত
আপনার প্রদীপ্ত প্রতাপ আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি” । ৩২২৫

“প্রভুর প্রভাবজনিত সন্তাপ কি শরীরের শিথরে, কি গহ্বরে,
কি বিবরে, কিংবা তুমারাবৃত গিরিগহনে, কোন স্থানেও আমাকে
আক্রমণ করিতে ছাড়ে নাই” । ৩২২৬

“মহারাজ, সেই অবাধি আপনার শরণার্থী হইয়াছে বটে, কিন্তু
দূরস্থিতি নিবন্ধন সন্ধিবন্ধনে করিতে পারি নাই” । ৩২২৭

“আমি স্বীয় অস্তিত্ব প্রকাশের জন্য যে কিছু পাপাচরণ করিয়াছি,
আহা সন্ধির জন্তই, কিন্তু যুদ্ধের নিমিত্ত নহে” । ৩২২৮

(ক) ‘প্রালেয়ভূততঃ’ ইতি স্থাৎ ।

ত্বং সৰ্ব্বকাদিমে দিগ্ৰু প্রতীক্ষাঃ স্মাভূজাঃ বয়ম্ ।
 সঙ্গাদগঙ্গাস্তমঃ কাচকুন্তসন্তাবনা ভুবি ॥ ৩২২৯
 অতাপি স্তোততে সাহেবাহবয়েন দিগন্তরে ।
 তৎ সন্তানভবোনন্তঃ সমূহঃ ক্ষত্রজন্মানাম্ ॥ ৩২৩০
 ত্বয্যার্পিতে পার্শ্বতীয়ভূত্বং সঙ্কল্পদানিনঃ ।
 কদম্বাশনদুর্ভোগাশ্বত্থৈঃ খেদোন্মুখৈঃ ॥ ৩২৩১
 ইতীদৃশাভিঃ স্তুতিভিঃ প্রমাণমথবা প্রভুঃ ।
 ইত্যুক্তা ভূপতেমুর্দ্ধ্বা সোগৃহ্মাচ্চরণৌ পুনুঃ ॥ ৩২৩২
 প্রণামসম্ব্রমস্তোষণীষশীর্ষং ততো নৃপঃ ।
 তস্তোথিতস্ত শশিরোবাসসা সমবস্ত্রাং ॥ ৩২৩৩

“আপনার সহিত সৰ্ব্বক নিবন্ধন আমরা দিগন্তবর্তী ভূপতিবর্গের
 অর্চনীয় হইতেছি, গঙ্গাসলিল কাচকলশেও পৃথিবীতে পূজা হয় । ৩২২৯

“সেই বংশে উৎপত্তি বশতঃ অতাপি অসংখ্য ক্ষত্রিয় সাহেব
 নামে (সাহেব বংশজাত) বিখ্যাত হইয়া পৃথিবীতে প্রভা প্রকাশ
 করিতেছে” । ৩২৩০

“আপনার সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রদর্শন করিতে গিয়া পার্শ্বতীয়
 (দারদ রাজ প্রভৃতি) প্রদেশপতিগণের সঙ্গী হইতে হইয়াছিল,
 তাহাতে কেবল কদম্ব (কুৎসিত খাণ্ড) ভোজনে দ্বারা কষ্টভোগ
 ব্যতীত আর কিছু লাভ হয় নাই” । ৩২৩১

“প্রভুর বেক্রপ সৌজাত্য ও স্বীয় দোষক্ষালন, সৰ্ব্বকী বক্রদা
 তৎসমুদায় ব্যক্ত করিলাম । অধিক আর কি, প্রভুই প্রমাণ—হর্দা,
 কৰ্ভা ও বিদাতা, এই বলিয়া ভোজ পুনর্বার নরপতির চরণে মস্তকে
 স্থাপন করিল । ৩২৩২

প্রণামের ব্যগ্রতায় তাহার মস্তকের উষ্ণীয় স্থলিত হইল । অনন্তর

স্বাং তাক্ষ শস্ত্রীং তন্নাস্তামুংসঙ্গে সাঙ্ঘয়ন্ ব্যধাৎ ।

তস্তাসংক্ষোভগান্ভীৰ্য্যাস্তমূচে চ নিষেধিনম্ ॥ ৩২৩৪

দত্তং (ক) ময়া বিভূহি বা ত্বমেতে পূজয়াথ বা ।

ন শস্ত্রগ্রহবৈমুখ্যং কার্য্যং মচ্ছাসনং ত্বয়া ॥ ৩২৩৫

অবক্ষ্যশাসনো মানীত্যমুব্রাতি তে ব্যধাৎ ।

শস্ত্রৌ (খ) রাজানুগঠৈব্য বন্দিত্বা কামকালবিৎ ॥ ৩২৩৬

ততো নির্য্যত্বগণবস্ত নশ্মগঃ সাঙ্ঘনস্ত চ ।

চিরসেবীব তৎকালং রাজ্ঞো জায়ত ভাজনম্ ॥ ৩২৩৭

সে উখিত হইলে নয়নাথ স্বীয় মস্তকের বস্ত্র দ্বারা ভোজের শীর্ষদে স্পর্শোভিত করিয়া দিলেন । ৩২৩৩

সেই অবিচলিত গান্ধীৰ্য্যশীল মহীপতি তাহাকে সাঙ্ঘনা করি তাহার বারণ না শুনিয়া পরিত্যক্ত শস্ত্র ক্রোড়দেশে রাখিয়া কহিলে লাগিলেন । ৩২৩৪

“আমি যে শস্ত্রদ্বয় দিতেছি, তাহা ধারণ কর বা সম্মানার্থ রাখি দাও, শস্ত্রগ্রহণে অগ্রমত করিও না আমার আদেশ তোমা প্রতিপালন করা কর্তব্য । ৩২৩৫

যখন অপ্রতিহতাজ্ঞ অবনিপতি বারংবার অনুরোধ করিলে লাগিলেন, তখন ভোজ রাঙ্গাদেশ প্রত্যাখ্যান, তদীয় আঞ্জালজ্ঞ ও উপরোধক বুঝিয়া বন্দনাপূর্ব্বক শস্ত্রদ্বয় গ্রহণ করিল । ৩২৩৬

তদনন্তর সে সেই সময়েই চিরপরিচিতের জায় রাজার এক প্রিয়পাত্র হইয়া পড়িল যে, তিনি (রাজা) তাহার সহিত স্খ

(ক) ‘দত্তে’ ইতি বৃক্তম্ ।

(খ) ‘সাহেব’ ইতি সাধু ।

অন্তঃ প্রবিষ্টো ধনোথ স্বাৰ্চামকথয়ৎ কৃতী ।
 কৃত প্রণামো ভূপাল ত্বদগুণাকৰ্ণনং বিনা ॥ ৩২৩৮
 ন প্রাণা দ্রবিশং নাহু গণ্যং নিৰ্বিক্রিয়া পুনঃ ।
 সংক্রিয়া স্বামিনোপ্যৰ্থে তস্মাৎ পার্থিব চিন্ত্যতোম্ ॥ ৩২৩৯
 তথাপি কথ্যমানং তন্ন ত্ৰাং সম্ভাবনাত্তুবি ।
 যদাঙ্গিঃশ্চিন্ত্য তস্মাভিরিতি ভূপোপ্যভাষত ॥ ৩২৪০
 ক্ষণমুচ্চাবচাং চৰ্চ্চাং বিরচ্য বিশাম্পতিঃ ।
 ভোজেন সার্কিং শুদ্ধান্তঃ বড্ভাদেব্যাস্ততো যযৌ ॥ ৩২৪১
 কৃতপ্রণামস্তাং বীক্ষ্য সৌজত্বাদিগুণোজ্জ্বলাম্ ।
 স রাজপারিজাতং তং মেনে কল্পসত্যবৃত্তম্ ॥ ৩২৪২

সংলাপ, পরিহাস ও সাস্তুনা বাক্য ব্যয় করিতে কুণ্ঠিত হইলেন না । ৩২৩৭

তাহার পর ধনুবাদাই ধনু প্রভুর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিল । রাজ তাহার প্রশংসা করিতে লাগিলে সে বলিল “মহারাজ প্রভুর কার্য্য সম্পাদনই আমার কর্তব্য, তাহাতে জীবন ধন ও অভিমান, কিছুই গণ্য করি না ; তবে দেব, ইহাই মনে রাখিবেন” । ৩২৩৮।৩২৩৯

রাজা আবার বলিলেন “তুমি না থাকিলে কখনই যে একাধি হইত না, তাহা আমাদিগের আলোচ্য” । ৩২৪০

রাজা এইরূপে কিছুকাল নানারূপ বাক্যলাপ করিয়া ভোজের সজ্জিত বড্ভা দেবীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন । ৩২৪১

ভোজ তাঁহাকে প্রণাম করিয়া তদীয় সৌজত্ব প্রভৃতি গুণ দর্শনে

মাত্তোয়ং দেবি সৌজত্ৰজ্ঞাতোভ্যামিহাগতঃ ।

বিশিষ্যতেসৌ পুত্রেষু স্মাভ্যতোষেত্যভাষত ॥ ৩২৪৩

সভাজনায় সৌজত্ৰনিধিভোজ্যাবিতস্ততঃ ।

উদুঢ়কার্যভাষণং দারাগামপ্যাগাদ্ গৃহাম্ ॥ ৩২৪৪

অভাগীন্নিপুণা রাজ্ঞী ভোজং রাজ্ঞা সহাগতম্ ।

অধুনৈব নৃপস্তাপ্তঃ সংবৃত্তোসীতি সন্নিতম্ ॥ ৩২৪৫

লজ্জস্মিতমুখী পত্ন্যঃ প্রণত্যা স্বাগতোক্তিবু ।

দদত্যেবোত্তরং ভোজং নির্দিষ্টপ্যভাষত ॥ ৩২৪৬

অর্ঘ্যপুত্র ন বিস্মায্যং প্রত্যাখ্যাতাপ্তমদ্বিতম্ ।

“মানৈকশরণস্তাস্ত জ্ঞাতিপ্ৰীতিপ্রবর্তনম্ ॥ ৩২৪৭

বিবেচনা করিতে লাগিল,” এই পারিজাত তরুরই উপযুক্ত কল্ললতিকাই এই রাজ্ঞী ।” ৩২৪৩

রাজা কহিলেন, “রাজ্ঞি, ভোজ সৌজত্ৰ: ও জ্ঞাতি স্নেহবশতঃ এখানে আসিয়াছে, এজত্ৰ-ইনি সংকারের পাত্র ।” রাণী উত্তর করিলেন “ইনি আমার পুত্রগণ হইতে অধিক ।” ৩২৪৪

তাহার পর শিষ্টাচারী রাজা ভোজকে সঙ্গে লইয়া প্রস্তাবিত সন্ধির ভারবাহিনী সেই কল্ললিকা দেবীকে সম্ভাষণ করিতে তদীয় ভবনে প্রবেশ করিলেন । বৃদ্ধসম্পন্ন রাজ্ঞী রাজসঙ্গী ভোজকে দেখিয়া সন্নিত মুখে কহিলেন, “এখন তুমি রাজার আপ্ত (বিশ্বস্ত) হইয়াছে” । ৩২৪৫

অনন্তর তিনি প্রণিপাত দ্বারা স্বামীর স্বাগত উক্তির উত্তর দিয়া ভোজকে :অঙ্গুলি লক্ষ্য করিয়া লজ্জাজনিত মুহু হাস্ত সহকারে কহিলেন । ৩২৪৬

“অর্ঘ্য পুত্র, ইনি মানরক্ষার জন্ত আপ্তজনের (স্বপক্ষের)

পূর্বোপকর্ষ সলিলং বৃদ্ধাবস্পৃশতোঽহম্ ।

পদ্মান্ স্কুলপদ্মানাং যুক্তং জেতুং ভবাদৃশাম্ ॥ ৩২৪৮

কার্যকৃচ্ছ্রেবসন্নানামমুখ্যাগমনং বিনা ।

সিধ্যোদৌগ্ধত্বসংরক্ষা নেহ প্রত্যাগমশ্চ নঃ ॥ ৩২৪৯

উদীপে রক্ষতস্তীরং শরীরাশ্রয়িনী ভবেৎ ।

ঋৎ বনস্পতের্বীরুত্তম্পিতানুপাতিনী ॥ ৩২৫০

পতিগত্যনুগামিত্বং প্রাপানং পরিচিন্তিতম্ ।

তথা কার্যং যথা ন স্থাজ্জাতব্যস্তানুতথান্ননঃ ॥ ৩২৫১

কথায় কর্ণপাত না করিয়া জ্ঞাতি সৌহার্দে সম্মিলিত হইয়াছেন, ইহা আপনি বিস্মৃত হইবেন না” । ৩২৪৭

“পদ্ম যেমন প্রত্যহ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া পূর্বোপকারী জলকে স্পর্শ করে না, তদ্রূপ বংশশ্রী—ভবাদৃশ ব্যক্তির পক্ষে—স্বগুণে, পদ্মকে পরাজয় করা । (পূর্বোপকারীর উপকার সাধন) প্রার্থনীয় । ৩২৪৮

‘আমরা যেক্রপ সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, ইনি আগমন না করিলে আমাদের প্রতিষ্ঠা রক্ষা এবং এখান হইতে রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন ঘটত না । ৩২৪৯

“জল প্লাবনকালে যে বৃক্ষের তীর রক্ষা করে, লতা তাহাকে আশ্রয় করিবা জীবন রক্ষা করে বটে, কিন্তু বৃক্ষের পতনে তাহার নিপাত অবশ্যাস্তাবী । ৩২৫০

• “পত্নীর প্রাণ পতির অনুগামী, ততরাং তাহার রক্ষণে অন্ত্যচেষ্টা না হয়, তাহাই আপনার কর্তব্য ।” ৩২৫১

রাজা জগাদ তাং দেবি সর্বকর্তব্যাসাক্ষিনী ।

অন্থথা প্রতিপত্তিং মে ত্রমপ্যস্ত ন মন্তসে ॥ ৩২৫২

নিগৃহীতবতো দুষ্টৌ সৃজ্জিমল্লার্জ্জুনাবপি ।

নিস্তাপং মম নাগ্ধাপি প্রাপ্তানুশয়মাশয়ম্ ॥ ৩২৫৩

অগ রাজ্জার্থিতঃ স্বাতুং পরাৰ্কো ধাম্মি সাহুগঃ ।

ভোজো নামন্ততান্ত্র রাজধাত্তাং হিরাং স্থিতিম্ ॥ ৩২৫৪

বিদূগাশ্রয়নির্গৌশ্চ ভাবাপ্রচুরদর্শনৈঃ ।

আরাধনং ধরাভর্তুরসাধ্যং ধ্যাতবান্ হি সঃ ॥ ৩২৫৫

রক্ষিত্তনগ্রহীৎ স্ফাপান্ হিরঞ্চ সমকল্পয়ৎ ।

অন্যাতাং নৃপং কার্য্যান স্তরীরাধনাগমে ॥ ৩২৫৬

রাজা বলিলেন, “দেবি, তুমি আমার সমস্ত কার্য্য প্রত্যক্ষ করি
তেছ, এজন্য ভোজ বিষয়ে আমার অস্থমত বুদ্ধিও না” । ৩২৫২

“আমি দুর্জয় ও দোষী সৃজ্জি এবং মলার্জ্জুনের নিগ্রহ করিয়াছি
বটে, কিন্তু স্বাধাতে অমৃতপু আমার অন্তঃকরণ অগ্ধাপি শাস্তি লাভ
করে নাই ।” ৩২৫৩

তার পর ভূপতি ভোজকে অনুচর সমভিব্যাহারে একটি
উৎকৃষ্ট অটালিকায় বাস করিতে অনুরোধ করিলেন; কিন্তু অন্ত্র
কোথাও স্থায়িতাবে থাকিতে ইচ্ছা করিল না, রাজধানীই তাহার
বাসের জন্ত বাঞ্ছনীয় হইয়াছিল । ৩২৫৪

সে বিবেচনা করিল যে, দূরে বাস, রক্ষকরহিত অবস্থা ও বিরল
দর্শন দ্বারা রাজার দেবা স্মরণপর্য্যন্ত হইবে । ৩২৫৫

সে রাজার নিকট হইতে বহুতর রক্ষক গ্রহণ করিল এবং আরা-
ধনা দ্বারা প্রভুর পরিতোষ সাধনের জন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইল । ৩২৫৬

বিজ্ঞায় ভাবং প্রীতেন রাজ্ঞা দত্তং ততো গৃহম্ ।
 সর্কৌপকরণাপূর্ণং রাজধানীস্থরেভজং ॥ ৩২৫৭
 রাজাপি মমতাস্কীতপ্রীতিভিঃ সৈঃ পৰৈবস্তুথা ।
 উপাসিতস্তত্র রতিঃ চিরাশ্রিত ইবাযযৌ ॥ ৩২৫৮
 ভোগবেলোচিতাশ্চর্য্যদর্শনাদৌ নৃপোপি তম্ ।
 • প্রিয়ং পুত্রমিবাস্মাদুদুতৈঃ পার্শ্বং নিনায় চ ॥ ৩২৫৯
 জগ্রাহ দক্ষিণে পার্শ্বে ভুজানং জ্ঞাতিগৌরাং ।
 স্পর্শাস্বাদিতভোজ্যাদিদানেনৈব ব্যসজ্জয়ৎ ॥ ৩২৬০

রাজা তাহার অভিপ্রায় বুঝিয়া প্রীত হইলেন এবং রাজধানীতে
 বাসের জন্য সর্কৌপকরণ পূর্ণ ভবন প্রদান করিলেন । সেখানে সে
 বাস করিতে প্রবৃত্ত হইল । ৩২৫৭

রাজা চিরাশ্রিত ও প্রীতিপ্রকুল ভূগর্ভগ ও অত্র লোক দ্বারা
 উপাসিত হইয়াও ভোজের অচিরজাত পরিচর্যাতে অত্যন্ত আকৃষ্ট
 হইয়াছিলেন । ৩২৫৮

পুত্রের প্রতি লিপ্তার বেকার অমুরাগ হয় ভোজের প্রতি ভূপতির
 তাদৃশ অমুরাগ হইল । ভোজনকালে ও বিস্ময়কর বস্তু দর্শন প্রভৃতির
 প্রয়োজন হইলে তাহাকে মনে করিয়া দূতগণ দ্বারা নিজ নিকটে
 আনাইতেন । ৩২৫৯

জ্ঞাতিগৌরবে দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া ভোজন করাইতেন এবং
 আশ্বাসন ও ভোজ্য বস্তুর স্পর্শমাত্র করিয়া তাহাকে পাঠাইয়া
 দিতেন । ৩২৬০

অকৃত্রিমং তথা মেহমুবাহ জনকো যথা ।

লড়িতং জ্ঞাতিবত্তস্মিন্দ্বালাপত্যকৈঃ সমম্ ॥ ৩২৬১

তমেবালম্বত ব্যক্তিং সোপি বৃদ্ধিং যথা যথা ।

রাজা সপরিবর্হোপি বিস্রম্ভমবিগর্হিতম্ ॥ ৩২৬২

আসন্নভ্যস্তরাভিন্না যে দ্বৈধে তানদর্শয়েৎ ।

রাজ্যং বিরক্তিং স্বস্তারিবাহুলাঞ্চ ব্যসজ্জয়েৎ ॥ ৩২৬৩

অকৃত্রিমাৎসমাধানাৎ কারণানাং সভাস্তরে ।

ন প্রত্যভীজ্জড়ো নাপি ধ্বষ্ঠো নাপি বকব্রতঃ ॥ ৩২৬৪

ভোজের প্রতি রাজা জনকযোগ্য অকৃত্রিম মেহ প্রদর্শন একপ
ভাবে করিতে লাগিলেন যে, তাহার বালক অপত্যগণ তাহার সহিত
স্বজনের ভায় ক্রীড়া ও ব্যবহার করিত । ৩২৬১

ভোজের সরল আচরণে রাজা পরম প্রীত হইয়া সভামধ্যে
পরিজনগণের সমক্ষে তাহার উপর অবিচলিত বিশ্বাস স্থাপন করিতে
কুণ্ঠিত হইতেন না । ৩২৬২

যে সমস্ত অস্ত্রবন্ধ (আসন্ন বন্ধ) বৈষম্য সময়ে রাজার অহিতকারী
ছিল, তাহাদিগের প্রতি ভূপতির ঐবরাগ পরিহার করিয়া সৈ শত্রু
সংখ্যার হ্রাস করিয়াছিল । ৩২৬৩

জনতা মধ্যে কোন ঘটনা ঘটিলে সে অকৃত্রিম বিচার দ্বারা তাহার
সামঞ্জস্য করিয়া স্বীয় সারল্যের একপ পরিচয় দিত যে, লোকে তাহাকে
তদ্বারা অতিবুদ্ধি বা হতবুদ্ধি বা বকব্রতী (কপটাচারী) ইত্যার
কিছুই বুঝিত না । ৩২৬৪

প্রমাদস্থলিতে হীনাতিরিক্তে চ ভূপতেঃ ।

কার্যো নাবদধে ক্ষুদ্রঃ কবিতের মহাকবেঃ ॥ ৩১৬৫

ন বিক্রমকথাসল্লদানাত্তৈঃ স্বং ব্যকথত ।

প্রাগবৃত্তমন্তরা পৃষ্ঠঃ সোপস্বারক নাভ্যবাৎ ॥ ৩২৬৬

বিচারকাৎ প্রভোঃ সাম্যসকুলাত্বাদিচাটুভিঃ ।

• ধীরাধ্বৈর্দৃষ্টিপাতৈরপুনর্ভাসিনো বাধাৎ ॥ ৩২৬৭

তথা স্পৃষ্টোপানুস্তানানায়োভূদবগাহিতুম্ ।

ন শেকুন্তং যথা জ্ঞানান্মবিৎ পিণ্ডনাদয়ঃ ॥ ৩২৬৮

যেমন মহাকবির কবিত্বের স্থলন হইলে সাধারণ লোকে তাহাতে মনোনিবেশ (দোষ দর্শন) করে না; তদ্রূপ পৃথিবীপতির প্রমাদবশতঃ কার্য্যের গুরু লাঘব ঘটিলে সে উদাসীনতা অবলম্বন করিত । ৩২৬৫

সে স্বীয় শৌর্য্য ও বদান্ততা প্রভৃতির উল্লেখে আত্মগুণখাপন করিত না এবং পূর্ব বৃত্তান্তের বিষয় জিজ্ঞাসা করিলে সংক্ষেপে উত্তর দিত । ৩২৬৬

চাটুবাঙ্গীরা ত্রাহাকে রাজার জ্ঞাতি ও সমকক্ষ বলিতে গেলে সে ধীর গম্ভীর দৃষ্টিপাত দ্বারা তাহাদিগকে নিরস্ত করিত ও আর তাহা বলিতে দিত না । ৩২৬৭

সে সর্বদা নানা প্রকৃতি লোকের সংসর্গে থাকিয়াও জীদ্বশ গম্ভীর স্বভাবসম্পন্ন ছিল যে, পাষণ্ড, ভণ্ড (পরিহাস নিপুণ) ও কুজ্ঞাতি নিপুণ প্রভৃতি তদীয় হৃদয়ের অন্তস্থলে প্রবেশ করিতে পারিত না । ৩২৬৮

অগ্নেধবসিতালোককোভাদিবিশরাক্ষযু ।

প্রায়েণাবসথং গচ্ছত্বকামপি নাতনোৎ ॥ ৩২৬৯

যথা যথাস্ত্র বিশস্তাভুপোভুচ্ছিথিলাগ্রহঃ ।

তথা তথৈব সিদ্ধোচ্চ ইব নাধাবদ্বক্তৃত্বম্ ॥ ৩২৭০

সদৈবাগ্রেসরোত্তর পশ্চাৎকপদোভবৎ ।

অনিষিক্ষোপি শুকাস্তমদ্রাগারাবগাহনে ॥ ৩২৭১

বিজ্ঞপ্যোপয়িকাবাপ্তিপ্রার্থনং দরং স্বয়ম্ ।

দূরীচক্রে পরাপেক্ষাং শব্দং সংশয়িতাশয়ঃ ॥ ৩২৭২

অনাশ্বসময়ে তস্ত্র ন যযুঃ পথি রক্ষিণঃ ।

ন স্বপ্নবৃত্তমপ্যাসীদনাবেজং মহীভুজে ॥ ৩২৭৩

শোক কোভাদিজনিত অবসাদ সময়ে লোকে তদীয় গৃহগমনে সঙ্কোচ বোধ করিত না । ৩২৬৯

বিশ্বাসবশতঃ ভূপতি তাহার বিষয়ে নিয়ম শৈথিল্য করিলেও সে অশিক্ষিত অশ্বের স্তায় (বলুগা শিথিল করিলেও) নির্দিষ্ট সীমা (গভীর বাহিরে) উচ্ছৃঙ্খল ভাবে অতিক্রম করিত না । ৩২৭০

সে যদিও অগ্রত গমনে সর্বদা ভূপতির অগ্রবর্তী থাকিত, কিন্তু নিবেশ না থাকিলেও অন্তঃপুরে ও মন্ত্রভবনে রাজার পশ্চাদ্গামী হইত । ৩২৭১

রাজার সন্দেশে সঙ্গত প্রার্থনা আপনিই করিত, সন্দিক্ধচিত্ততা বশতঃ অস্ত্রের অপেক্ষা করিত না । ৩২৭২

অসময়ে রক্ষিণগণ তাহাকে পথে দেখিতে পাইত না এবং সে স্বীয় স্বপ্ন বৃত্তান্ত রাজাকে নিবেদন করিত । ৩২৭৩

মন্ত্যন্তঃপুরিকাাদীনাং পরস্পরবিগর্হণম্ ।

নাবর্ণয়বিস্তৃতিঞ্চ দুঃস্বপ্নমিবানয়ং ॥ ৩২৭৪

সচেতনোপি দুর্নশ্মগোষ্ঠীম্বনুরণন্ বচঃ ।

অবদৎ ক্ষুরদপাত্তকিটানাং নাম লাঘবম্ ॥ ৩২৭৫

এবং শুদ্ধানুভাবস্ত তস্ত কৃতেন কৃতাবিং ।

পুত্রেভ্যোপ্যধিকাং প্রীতিং মিহন্ ভেজে ক্রমামৃপঃ ॥ ৩২৭৬

কলিকালমহীপালহস্তরঃ সিংহভূজা ।

সোয়ং গোত্রপরিভ্রাণে নবঃ সেতুঃ প্রবর্তিতঃ ॥ ৩২৭৭

ইখং বিদ্রাবিতাশেষোপদ্রবস্থলকস্ততঃ ।

অগ্নিপ্ৰোষমপি স্বাস্থ্যাহেতুং ভূভূদচিস্তয়ং ॥ ৩২৭৮

সে সচিব ও অন্তঃপুরিকা প্রভৃতির পরস্পর কুৎসা করিত না
এবং দুঃস্বপ্নের ভ্রায় উহা ভুলিয়া যাইত । ৩২৭৪

সে সাবধান ভাবে ভণ্ড সমাজে বাসিয়া তাহাদিগের বাক্যের এক্রপ
যথে সমর্থন করিত যে, তাহাতে তাহারা তাহার আন্তরিক অবজ্ঞা
প্রদর্শন (তাহাদিগের প্রতি) বৃদ্ধিত । ৩২৭৫

কার্য্যজ্ঞ নরপতি বিশুদ্ধ বুদ্ধি ভোজের এইরূপ প্রীতিকর কার্য্যে
ক্রমে জেহপ্রবণ হইয়া পুত্রাদিগের অপেক্ষাও তাহার প্রতি অধিক
অনুরাগ প্রদর্শন করিতে লাগিলেন । ৩২৭৬

রাজসিংহ স্বীয় জ্ঞাতি দক্ষণরূপ যে এই নবসেতু প্রতিষ্ঠিত
করিলেন, তাহা কলিকালের মহীপালগণের গঞ্জে ভুলজ্য । ৩২৭৭

জয়সিংহ এইরূপে বহুতর উপদ্রব দূর করিলেন বটে, কিন্তু শেষে
ত্রিলোকের উপদ্রবে এক্রপ অশান্তি উৎপাদন করিয়াছিল যে, তিনি
দপেক্ষাও অগ্নিদাহকেও স্বাস্থ্যকর বলিয়া ভাবিতে লাগিলেন । ৩২৭৮

অসৌ হি নির্হিমোর্বীভূমার্গে কালে পলায়নম্ ।
 শাঠ্যং সবশ্চ দুঃসাধ্যং বহুং ধ্যায়ন্ বালম্বত ॥ ৩২৭৯
 অতঃ সুরমেধা যাত্ৰায়াং যাবৎ ক্ষণমপৈক্ষত ।
 সজ্জপালেনাবিচারাত্তাবৎ প্রারম্ভি ধাবনম্ ॥ ৩২৮০
 তল্লাধিষ্ঠানম্ভটঃ স দেবসরসোদ্বৈবঃ ।
 বহুভিঃ সহিতঃ সৈন্তৈশ্মার্তীণ্ডে বিদধে পদম্ ॥ ৩২৮১
 নির্নিরোধঃ প্রবেশঃ স প্রদেশঃ পরিপস্থিনাম্ ।
 বাহাশ্চ যোধা নিঃসারা দর্পান্নেতি বিদেদ সঃ ॥ ৩২৮২
 ত্রিলকাকুচরা যুদ্ধমসম্মিহিতসায়কঃ ।
 তেন সাদিৎ বিলধিরে'ন চাহীযন্ত পৌরুষম্ ॥ ৩২৮৩
 নিঃসীমসৈন্তসহিতো লবত্ৰোক্ত্র ডামরে ।
 তত্র সর্কান্তিসারেণ ধাবতো যুগ্মে ক্রুধা ॥ ৩২৮৪

কিন্তু তখন পার্কতা পথ তুষার (বরফ) নির্মুক্ত থাকায় সেই
 শঠের পলায়ন অনায়াসে হইবে, এই ভাবিয়া বিচক্ষণ ভূপতি
 অভিযানে বিলম্ব করিতে লাগিলেন, সজ্জপাল এই সময়ে তাহা না
 ভাবিয়া অভিযানে ধাবমান হইল । ৩২৭৯।৩২৮০

সে রাস্তাদানী হইতে অল্প ও দেবসরস হইতে বহুতর সৈন্ত সঙ্গে
 লইয়া মার্তীণ্ড নগরে শিবির সম্মিবেশ করিল । ৩২৮১

সে স্থান শত্রুর সুখপ্রবেশের যোগ্য এবং দেবসরসের সৈন্তগণ
 অকর্মণ্য, ইহা আত্মাভিमानে তাহার মনে উদয় হইল না । ৩২৮২

ত্রিলকের অকুচবর্গ শরশূন্ত থাকিলেও তাহার সহিত সমরে প্রবৃত্ত
 হইল এবং বিক্রমদর্শনে পরাঙ্মুখ হইল না । ৩২৮৩

সজ্জপালের সৈন্তগণ মহোত্তম সহকারে অগ্রসর হইতে লাগিলে

লুপ্তিতদ্রবিণাপূর্ণাস্তে দেবসরসৌকসঃ ।

সর্কে ততঃ সঙ্কপালং বিক্রতাঃ পরিজাহ্নিরে ॥ ৩২৮৫

দ্বিবং সম্বর্তবর্ষাভ্যাঃ সর্কত্র ঞ্জড়িতেভবন্ ।

অধিষ্ঠানে ভট্টা এব কুলশৈলা ইবোদ্ধতাঃ ॥ ৩২৮৬

তে তীক্ষ্ণতীক্ষ্ণতরণৌ সোঢ়ারাতিরুম্বাশ্চিরম্ ।

বহুগ্নিতবস্তোত্মাংস্তত্র তত্রাহবে হতাঃ ॥ ৩২৮৭

ক্ষতেষু যুধি সর্কেষু ভিন্দানৈর্মণ্ডলং নিভৈঃ ।

শূরেষু তত্র মার্ভিগোপ্যাসীদবিরলব্রণঃ ॥ ৩২৮৮

ডামর (ত্রিলোক) অসংখ্য সৈন্য লইয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া সমরে প্রবৃত্ত হইল । ৩২৮৪

দেবসরসের সৈন্যগণ লুপ্তিত দ্রব্য জাত লইয়া সঙ্কপালকে পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিল । ৩২৮৫

প্রলয় সময়ের জলপ্রাবনের ত্রায় বিপক্ষের বাণবর্ষণে সমস্ত মন্ব হইয়া গেল, কেবল রাজনগরীর সৈন্যসমূহ কুলাচলের ত্রায় উন্নত ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল । ৩২৮৬

তাহারা দিবাকরের প্রথর প্রভামধ্যে দীর্ঘকাল বিপক্ষদিগের বীৰ্য্য সহ করিয়া অবশেষে বহুতর শত্রুর বন সাধন করিয়া সেই সময়ক্ষেত্রে ভিন্ন স্থানে আত্মশরীরপাত করিল । ৩২৮৭

সেই সময়ক্ষেত্রে শত্রুক্ষত (নিহত) হইয়া যে সমস্ত বীরগণ আর্তিগুণ্ডল ভেদ করিয়া উঠিয়াছিল, সূর্য্যদেব তাহাদিগের সংঘর্ষণে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছিলেন । ৩২৮৮ (ক)

ক) সমরস্থ বীরগণ সূর্যালোকে গমন করিয়া অথ ভোগ করে ।

বরাজাজৌ সাজ্জশালিগয়পালো হতেষু যঃ ।
 ত্রিষু বাজিষু চাতুর্থাং পদাতিনোপলক্ষিতঃ ॥ ৩২৮৯
 তৎ প্রাথমোপলক্ষাচ্ছর্জজ্ঞান্দনুজঃ শিশুঃ ।
 নিনায় বিস্ময়ং বীরান্ দৃষ্টাসংখ্যমহাহবান্ ॥ ৩২৯০
 দক্ষিণং দোর্দ তচ্চক্রে যদ্যমং কম্পনাপতেঃ ।
 মহেভাস্তাপয়তর্কঃ কুর্যাদ্ভয়রদান্ বিধুঃ ॥ ৩২৯১
 স ধাবন্বাজিনা রাজদেকদোঃফুরিতায়ুধঃ ।
 সধুমদগো দাবাগ্নিঃ সপক্ষেহদ্রাবিব স্থিতঃ ॥ ৩২৯২
 তং বৈরিতুমুলে বাণব্রণভঞ্জনসৌ পুনঃ ।
 পৃষ্ঠাদলোঠয়ন্বাজী তদন্বাবকপদ্ধতিঃ ॥ ৩২৯৩

সঞ্জপালের পুত্র জয়পালের সন্মুখবর্তী অখারোহিত্রয় নিহত হইলে সে
 পদাতি বেশধারণ করিয়া কোণলক্রমে আত্মজীবন রক্ষা করিল । ৩২৮৯
 তাহার অল্প বয়স্ক অনুজ জর্জ এই যুদ্ধেরই প্রথম যোদ্ধা, সে
 অসংখ্য সমরদর্শী বীরগণকে বিস্ময়ে মগ্ন করিল । ৩২৯০

কম্পনাপতির (সঞ্জপালের বামহস্ত) যেরূপ কার্য্য করিয়াছিল,
 দক্ষিণ হস্ত (ত্রিলক ছেদন করায়) তাহা করে নাই, মার্ভগু কেবল
 প্রচণ্ড গজযুধকে তাপেই সন্তপ্ত করেন, কিন্তু চন্দ্র তাহাদিগের দন্ত-
 গুলিকে ভঙ্গ করিয়া থাকেন । ৩২৯১

যখন সে একহস্তে অস্ত্র লইয়া অখারোহণে ধাবিত হইল, তখন
 তাহাকে পক্ষবিধিষ্ট পর্বতে ধূমদগুধারী বনবাহির ছায় বোধ হইতে
 লাগিল । ৩২৯২

সময়ের সঙ্কট সময়ে অখ বিপক্ষের অন্ত্রাঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া
 তাহাকে পৃষ্ঠ হস্তে ফেলিয়া দিল । ৩২৯৩

বর্ষগৌরবভূপৃষ্ঠকাঠিআঘাতপীড়িতঃ ।

স বিসংজ্ঞো বিষন্নাত্মনয়ান্নাত্যাঃ বিনিহৃতঃ ॥ ৩২২৪

কটকে সর্বতো নষ্টে মার্জীওপ্রাক্নাস্তরে ।

বিরোধসাক্ষি ক্ষিপ্তঃ। তং তাবপাসরতাং ততঃ ॥ ৩২২৫

তত্রস্থং.....নান্মভূৎ প্রস্থিতং পৃথুলৈর্কর্কসৈঃ ।

তাবন্তিঃ প্রাপ্যমপ্যাশু ডামরং পিণ্ডিতং বাধাৎ ॥ ৩২২৬

স্বাপালে বিজয়ক্ষেত্রং প্রাপ্তে ত্রোটিঃবেশ্মনঃ ।

সজ্জপালে লবন্যশ্চ বসতীনিয়দাহয়ৎ ॥ ৩২২৭

স তাদৃগপি ভূপালে ক্রুদ্ধে বক্রীকৃতক্রবি ।

অদধিদ্ৰো গিরিদ্ৰোগীশ্রেণিভূমলভাশনঃ ॥ ৩২২৮

কঠিন কবচের ও ভূপৃষ্ঠের আঘাতে হতজ্ঞান হইয়া পড়িল, তখন তাহার তনয়দ্বয় শত্রু মধ্য হইতে তাহাকে স্থানান্তরে লুইয়া গেল । ৩২২৪

চতুর্দিকে সৈন্যগণ পলায়ন করিতে লাগিলে তাহারা বৈরিগণের অলক্ষিত ভাবে তাহাকে আর্তিও দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে ফেলিয়া পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিল । ৩২২৫

রাজা বহুসৈন্য সঙ্গে লইয়া প্রস্থান করিলেন ; সেই সমস্ত সৈন্য অনায়াসে ত্রিলোকক অবরুদ্ধ করিয়া রাখিল । ৩২২৬

রাজা বিজয় ক্ষেত্রে উপস্থিত হইলে সজ্জপাল লবণ্যের গৃহ ভূমিসাৎ করিয়া পরে ভস্মসাৎ করিল । ৩২২৭

ত্রিলোক ভূপতির সর্বোপ ক্রন্দীতে পতিত হইয়াও পার্শ্বত্যাগ প্রদেহ হইতে আহাৰ্য্য আহরণ করিয়া অনায়াসে জীবন ধারণ করিয়াছিল । ৩২২৮

সংবৃত্তো নিঃসহায়শ্চ পরিগ্রহবহিষ্কৃতঃ ।

আপং সুলভপাণ্ডিত্যভূত্যোপালম্বভাজনম্ ॥ ৩২৯৯

নিরুত্তরশাসোথ স্নাপকোপকপেক্ষায়াং ।

নিরালম্বতয়া তস্ত স স্বশীর্ষফলার্থনাম্ ॥ ৩৩০০

বড্ডাদেবীতনজানাং জ্যাঘাংসং গুল্লপাভিদম্ ।

শ্রীমাংল্লোহররাজ্যেথ স্নাবৃষা সোভ্যবেচয়ং ॥ ৩৩০১

ষট্‌সপ্তহায়নো রাজতনয়ঃ স বয়োধিকান্ ।

চুতাকুরো জীর্ণতক্রনিবেশানজয়দন্তৈঃ ॥ ৩৩০২

অভিষেকুং সূতং দেব্যা যাতায়াঃ স্নাভুজো ব্যধুঃ ।

শিরঃশোণাশ্মাকিরশৈশচরণৌ যাবকাকরণৌ ॥ ৩৩০৩

সে শেষে সহায়হীন, পত্নীবিচ্যুত এবং ভৃত্যগণের বিপৎ-সময়-
সুক্লভ প্রগল্ভ তিরস্কারের ভাজন হইয়াছিল । ৩২৯৯

সে নিকপায় হইয়া স্বীয় হস্তাঙ্গুলি ছেদ (হঠাৎ আত্মসমর্পণের
চিহ্ন) করিয়া রাজার কোপ-কপির (ক্রোধরূপ বানরের) নিকট হইতে
নিজ মস্তকরূপ ফল প্রার্থনা করিল (মস্তক রক্ষা করিল) । ৩৩০০

অনন্তর নরশ্রেষ্ঠ নরপতি বড্ডা রাজ্যের গর্ভজাত জ্যেষ্ঠ তনয়
সুল্লগণকে লোহর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন । ৩৩০১ (ক)

সেই ত্রয়োদশ বর্ষীয় চুতাকুরকল্প রাজকুমার গুল্লগৌরবে পুরাতন
তরুর আয় বয়োবৃদ্ধ রাজগণকে পরাস্ত করিয়াছিলেন । ৩৩০২

রাজ্যী স্বতনয়ের অভিষেক উপলক্ষ্যে গমন করিলে সামন্ত

(ক) জয় সিংহের নামাক্তিত মুদ্রার আয় সুল্লগণের স্বনাম চিহ্নিত মুদ্রা
এখনও দৃষ্টিগোচর হয় ।

তদ্রাতিষিক্তে বসুধামুগ্রবেগ্রহশোষিতাম্ ।

দেবীভাবাভিষেকার্থমিবাসিদ্ধন্ পয়োমুচঃ ॥ ৩৩০৪

ভূয়োপি রাজবদনো বিপ্লবোৎপাদনোৎসুকঃ ।

অমন্দমবচক্কন্দ জয়চক্ৰং নৃপাঞ্জয়া ॥ ৩৩০৫

নাগভাতৃত্যসহিতা গার্গেরনুপ্রবেশিনঃ ।

পশ্চাৎ প্রসর্পিণীঃ সেনাঃ সৌবদীৎ সঙ্কটেশ্বনি ॥ ৩৩০৬

গার্গিঃ পরিভবন্নানানন্তিষ্ঠন্দিনৈস্ততঃ ।

নাগভাতৃত্যুতাগ্রহমবগ্নাল্লোষ্টকং মুখে ॥ ৩৩০৭

নৃপতিগণ স্ব স্ব মস্তকক্লান্ত পদ্মরাগ মণির কিরণছটায় তদীয় চরণের
অলঙ্কর রাগ সম্পাদন করিয়াছিল । ৩৩০৩

শূলহণ অভিষিক্ত (মঙ্গল স্নান দ্বারা সংস্কৃত) হইলে মেঘমালা
যেন মহিষীরূপে অভিষেক করিবার জন্ত অনাবৃষ্টি বিশোষিতা ধরাকে
বর্ষণ বারিতে সিক্ত করিতে লাগিল । ৩৩০৪

এ সময়ে রাজবদন বিদ্রোহ উদ্ভাবনে উদ্যুক্ত হইয়া উঠিল ।
জয়চক্ৰ রাজ্যান্তরে তাহাকে দমন করিতে গেলে, সে তাহাকে
প্রবলভাবে আক্রমণ করিল । ৩৩০৫

সে (রাজবদন) সঙ্কট পথে জয়চক্ৰকে পশ্চাৎ আগমন করিতে
দেখিয়া নাগের ভ্রাতৃ পুত্রের সহিত সম্মিলিত পৃষ্ঠবর্তী সেনানিচরকে
সংহার করিল । ৩৩০৬

সেই পরাজয়ে জয়চক্ৰ কিছু দিন স্নানমুখে থাকিয়া শেষে নাগের
ভ্রাতৃতনয়গণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ লোষ্টককে সমরে বন্দী করিল । ৩৩০৭

দুর্গমতাদনাক্রান্তমন্ত্ৰৈর্বেগাং প্রবিশু চ ।
 দধু। স দিগ্নাগ্রামস্ত নিরগাল্লঘুবিক্রমঃ ॥ ৩৩০৮
 তথাপি রাজবদনো ন শৌর্যাং পর্যাহীযত ।
 ন সন্দেহে ন চুক্ৰোধ শক্যমশ্রু বিনির্গমম্ ॥ ৩৩০৯
 অহন্তহনি হীনাভিঃ সেনাভিন্যপতন্নৃপে ।
 জয়চক্রমুখাচ্ছদম্মথান্ধবধীভবৎ ॥ ৩৩১০
 স্তানায়কোথ নিঃসীমনথবাহুপ্রসারণঃ ।
 বণশস্ত্রেব তং তীক্ষ্ণগুটং ত্র্যস্তুরঘাতয়ৎ ॥ ৩৩১১
 তন্নুগুণ্ডলেখনে লুঠতা খণ্ডঃ কৃতঃ ।
 বটিতি ক্রটিতঃ শাস্ত্র্যমিবাস্ত্র ক্ষুরণোন্মুখঃ ॥ ৩৩১২

হাহা দুর্গম বলিয়া অন্তের আক্রমণ হইতে পরিত্যক্ত ছিল, সেই
 দিগ্নাগ্রামে সে বেগে প্রবেশ করিয়া অল্পবিক্রম প্রদর্শনে তাহা দধু
 করিয়া নির্গত হইল । ৩৩০৮

তাহা হইলেও রাজবদন হতোৎসাহ হইল না, সন্ধিও করিল না
 এবং জয়চক্রের পলায়নে অনুতপ্ত হইল না । ৩৩০৯

প্রত্যহ সৈন্ত ক্ষয় হইতে লাগিলে সে জয়চক্রের সম্মুখে বারংবার
 বাধা প্রাপ্ত হইতে লাগিল । ৩৩১০

যাহার নথ ও বাহুর গতি (বড় বহু) কল্পনাভীত, সেই পৃথিবী-
 পতি শুণ্ড যাতকগণকে প্রেরণ করিয়া বণক্ষেত্রেই রাজবদনের লোক-
 লীলা শেষ করিয়া দিলেন । ৩৩১১

তাহার মুণ্ডচ্ছেদের সঙ্গেই বিকাশোন্মুখ তদীয় সৌভাগ্য-ভরুর
 নিপাতন ঘটিল । ৩৩১২

পৃথীহরকুলচ্ছেদস্বচ্ছন্দা মেদিনীপতিঃ ।
 অবধীলোঠনমপি ছন্নদণ্ডপ্রযুক্তিভিঃ ॥ ৩৩১৩
 একবারং বেষ্টিতোপি রক্ষিতস্তিল্লকেন সঃ ।
 ভূমিভূমীতিপাশস্ত নিপাতেনাভির্কিনা ॥ ৩৩১৪
 মল্লকেশ্বরজ্যামডডচন্দ্রাদয়োভবন্ ।
 জীবন্ যুতাশ্চ শাস্তাশ্চ দারিদ্র্যোপপ্লবাদ্ধিতাঃ ॥ ৩৩১৫
 অবিচিন্ত্যোচ্চলক্ষ্যগিভূতঃ প্রাণান্ বিনশ্বরান্ ।
 ঐশ্বর্য্যাক্টিমূঢ়ত্বাবনিবৃত্যব্যবস্থিতৌ ॥ ৩৩১৬
 মঠেভূমিতকোশত্বং তত্তদ্রাজ্যশ্রাদ্ধগতে ।
 কুলোদবহো বিহিতবান্ সিংহদেবো ব্যবস্থিতির্ম্ ॥ ৩৩১৭

গুগুম ॥

পৃথীহরের কুলচ্ছেদচ্ছলে মহাপতি গুপ্তঘাতক দ্বারা লোঠনকে
 নিপাত করিলেন । ৩৩১৩

সে ইতঃপূর্বে একবার বিপন্ন হইলে ত্রিলোক দ্বারা রক্ষিত হইয়া-
 ছিল ; কিন্তু এবার ভূপতির কূটনীতি-পাশে পতিত হইয়া লোঠনকে
 প্রাণ হারাইতে হইল । ৩৩১৪

মল্লকোষ্ঠ, ক্ষর, জুষা এবং মডডচন্দ্র প্রভৃতি দারিদ্র্য হুঃখে দগ্ধ ও
 যুতপ্রায় হইয়াছিল । ৩৩১৫

উচ্চল ভূপতি জীবনের ক্ষণ ভঙ্গুরত্ব না বুঝিয়া ও রাজ্যভোগের
 স্থায়িত্ব বোধ করিয়া যে মঠের জন্য কোন স্থায়িনী ব্যবস্থা করেন
 নাই এবং উত্তরকালবর্তী নৃপতিগণও পরিমিত অর্থব্যয়ে বাহ্যিক
 (সেই মঠের) কিঞ্চিদাত্র ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ; অক্ষণ সেই

সুজ্জাবিহারং পৈতৃব্যং পিতৃর্দেবগৃহজয়ম্ ।

তচ্চার্কিসিদ্ধং প্রাসাদং পরিপূর্ণং ব্যাধাম্পঃ ॥ ৩৩১৮

স এব গ্রামসামগ্রীমহাপণসমপঠৈঃ ।

নির্দোষপারিষতাদিহত্মাশ্চৈচ্চাত্ত্বধীর্ক্যাধাং ॥ ৩৩১৯

অবরোধেন্দুবদনাং মৃত্যুমুদিশ্চ চন্দলাম ।

প্রত্যষ্টাপি মঠে নুনশ্রীর্দ্বারেবারিতাতিথিঃ ॥ ৩৩২০

প্লুষ্ঠো নগরনির্দোহঃ সোপি সূর্য্যমতীমঠঃ ।

পূর্কাদিকোপগর্ষণেণ তেনৈব নিরমীযত ॥ ৩৩২১

সজ্জাতে সজ্জপালশ্চ ততো লোকান্তরাশ্রয়ে ।

কম্পানে নিদধে রাজ্ঞা গয়পালস্তদাশ্রয়ঃ ॥ ৩৩২২

কুলের ধুরন্ধর সিংহদেব সেই মঠের চিরস্থায়িনী সুব্যবহার বিধান করিলেন । ৩৩১৬ ৩৩১৭

তিনি পিতৃব্যের সুজ্জাবিহার, জনকের দেবালয়ত্রয় এবং অর্দ্ধ নির্মিত প্রাসাদের সম্পূর্ণতা সাধন করিলেন । ৩৩১৮

তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া নিজ নির্দোষ পারিষদ ও প্রিয়জনগণকে বিবিধ গ্রামে গৃহ ও পণ্যশালা প্রদান করিয়াছিলেন । ৩৩১৯

তিনি পরলোকপ্রবাসিনী চন্দ্রমুখী চন্দলা নাম্নী নিজ পত্নীর উদ্দেশে একটা মনোহর মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন, তাহার দ্বার অতিথিগণের জগৎ সর্বদা মুক্ত থাকিত । ৩৩২০

নগরের বিষয়াবহ সেই সূর্য্যমতী মঠ পূর্কাদিকোপগর্ষণে অধিক আয়তন-বিশিষ্ট করিয়া তিনিই নির্মাণ করিয়াছিলেন । ৩৩২১

অনন্তর সজ্জপালের পরলোক প্রাপ্তি ঘটিলে তদীয় তনয়, গয়পালকে কম্পানের প্রভুপদে নিযুক্ত করিলেন । ৩৩২২

বিপাকসুকুমারোপি দুঃসহঃ স্নহুনাভবৎ ।

বিস্ফারিতঃ স সৌম্যেন শরদ্ধাহুরিবেন্দুনা ॥ ৩৩২৩

গ্রীষ্মোদ্যদোষবিষমেষবিশেষবৃন্তে-

শ্বেষোদয়ে তটঃরোস্তটিনীপ্রবাহঃ ।

পশ্চান্নকাণ্ডতড়িপতনেন নাশং

নাশংসতি স্বসলিলস্ত বিভূতীলাভম্ ॥ ৩৩২৪

আ ভিক্ষুক্ষপণাভোজসঙ্কনাদপি ভূভুজঃ ।

বিধুরে কার্যভারাণাং যোহভূদুচধুরঃ পরম্ ॥ ৩৩২৫

তস্ত তস্মিন্নপূরতে ক্ষীণপ্রক্ষীণকণ্টকে ।

স ধত্তো নাত্তসামাত্তপ্রেমা প্রময়মাযযৌ ॥ ৩৩২৬

সঙ্কপাল কক্ষ প্রকৃতির লোক ছিল, পরিণত বয়সে কোমল স্বভাব হইয়া পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু এক্ষণে শরৎকালের চক্রেব ত্রাণ কমণীয় স্বভাব সম্পন্ন তদীয় পুত্রকে পাইয়া লোকে সূর্যাসদৃশ তাহার পিতাকে ভুলিয়া গিয়াছিল । ৩৩২৩

নিদারুণ নিদাঘকালে যখন অস্বরে অশ্রুদের উদয় হয়, তখন আকস্মিক বিপৎপাতে তটতরুর বিনাশ আশঙ্কা করিয়া নদী-প্রবাহ হীয় সলিলের বৃদ্ধি বাস্তুনা পরিত্যাগ করে (আত্ম অপচয় স্বীকারেও মহতেরা আশ্রিত রক্ষণ করেন) । ৩৩২৪

ভিক্ষুর বিনাশ হইতে ভোজের আত্ম-সমর্পণ পর্যন্ত রাজার দুর্ব্বল কার্যভার যে দৃঢ়ভাবে বহন করিয়াছিল এবং সঙ্কপাল অসিকুল নির্মূল করিয়া পরলোকে প্রস্থান করিলে সেই ধত্ত তাহার প্রতি অসামাত্র প্রীতিবশতঃ অনুসরণ করিল (কালকবলিত হইল) । ৩৩২৫, ৩৩২৬

ভাঙ্গুলমায়াক্রিকতাং নীহা সুনাময়ানিব ।
 আর্পিপনুধুবট্টং জীবং যন্ত নিজঃ স্মৃতঃ ॥ ৩৩২৭
 স জগজ্জীবিতেনাপি রক্ষণীয়ঃ ক্ষমাপতিঃ ।
 পদে পদে বিপক্ষয়ো প্রজোদ্ধরণধীরধীঃ ॥ ৩৩২৮
 ব্যাধিতস্ত বিনিদ্রোপি সংসঙ্গানুলেচ্ছুভিঃ ।
 নাস্তক্ষণে তস্ত পার্শ্বাৎ কৃতজ্ঞোহবাচলমূপঃ ॥ ৩৩২৯
 প্রিয়প্রজ্ঞামাত্যস্ত স্বরূপবিপরীততা ।
 তস্ত কক্ষিঃ ক্ষণং জাতা জনজীবিতদা ভবেৎ ॥ ৩৩৩০
 ভূভূজামপি মাস্কাতৃমুখানাং নিধনে ন যাঃ ।
 দুঃখং যযুঃ প্রজান্তাসাং সমভাবি তদা সুখম্ ॥ ৩৩৩১

যাহার তনয় রাজকার্যের জন্ত আত্মপ্রাণপাত করিয়াছিল এবং প্রজারক্ষক প্রভুর বিপৎকালে জগতের জীবনদানেও পদে পদে তাঁহাকে রক্ষা করা যাহার কার্য্য ছিল, সেই ধন্য কৃষ্ণ শয্যায় শায়িত হইলে কৃতজ্ঞ নরপতি তদীয় কল্যাণকামী স্বজনগণের সহিত রাত্রি জাগরণ করিয়াছিলেন এবং অন্তিমকাল পর্য্যন্ত তাহার শয্যা পার্শ্ব হইতে পদক্ষেপ করেন নাই । ৩৩২৭—৩৩২৯ . . .

সেই প্রজাপ্রিয় অমাত্য ধনুকের কোন সময়ে প্রকৃতি বিপর্য্যয় ঘটিয়াছিল, সেজন্য তিনি শেষ সময়ে প্রজাগণের প্রজা-প্রাণাপহারী হইয়াছিলেন । মাস্কাতৃ প্রভৃতি রাজগণের মৃত্যুতে যাহারা দুঃখ বোধ করিয়াছিল, সেই প্রজাপুঞ্জ সে সময়ে সুখী

স্বৈরাজ্যোপপ্লুতে রাষ্ট্রে নবশ্রু নৃপভৈরভূৎ ।
 অপ্যাহতং যৎ সাচিব্যাং তস্ত সর্কান্তিসঙ্গতিং ॥ ৩৩৩২
 কালো বলী ব্যবহৃতে নহু তদ্বশেন
 পূৰ্বাপরাচরণবিস্মরণেন কস্ত ।
 শক্তিঃ ক্ষিতেৰ্কনকশ্মলি যোগ্যতায়াম্
 নির্দারণে মুরজিতস্ত বরাহতায়াম্ ॥ ৩৩৩৩
 নগরাধিকৃতো ভূত্বা স্তজ্জৌ নির্কাপিতে পুরা ।
 চিরপ্রকৃড়াং যো দেশস্তাব্যবস্থাং ত্ববারয়ৎ ॥ ৩৩৩৪
 ভ্রষ্টঃ ক্রয়েষু দীন্যাব্যবহারৌ ব্যবস্থয়াশ
 নিগৃহ তং ভ্রংশকার্যনির্মিতগুঃ প্রবর্ততে ॥ ৩৩৩৫

ধন্তের মন্ত্রিত্বকালে সমস্ত বিপ্লব বিদূর হওয়ায় নবীন ভূপতির
 অধিকার সময় নিরুপদ্রবে অতিবাহিত হইয়াছিল । ৩৩৩২

কালের অদীন কার্য্য, পূৰ্বাপর ঘটনাবলীর দিকে দৃষ্টিপাত করিলে
 কে তাহা অস্বীকার করিবে ? বিষ্ণু শেষ (সর্প)রূপে পৃথিবী
 ধারণে সমর্থ হইলে তদীয় শক্তি বন্যাহারতার সময়ে স্পষ্ট পরিচয়
 দিয়াছিল । ৩৩৩৩

স্তজ্জৌ প্রাণ-প্রদীপ নির্কাপ হইলে ধন্ত নগরাধিকারী হইয়া দেশের
 চিরাগত দুর্ব্যবস্থা দূর করিয়াছিল । ৩৩৩৪

ক্রয় কার্য্যে দীন্য (মুদ্রা) ব্যবহার বিবর্তিত হওয়ায় সে সুব্যবস্থা
 দ্বারা তাহার পরিহার করত পুনর্বার দীন্য চালাইয়া বিশৃঙ্খলাচ্ছদ
 দিয়াছিল । ৩৩৩৫

পরিণীতাজনাশীলব্রংশে গৃহপতেরভূৎ ।

দণ্ডপ্রবৃত্তিৰ্য্য তেন সা বিচার্য্য নিবাসিতা ॥ ৩৩৩৬

একান্ততো হিতো ভৃত্বা বিশামেবং পুনর্য্যধাৎ ।

নগরাবিক্রিয়াং লব্ধ্বা স এব পরিণীড়য়ন্ ॥ ৩৩৩৭

বদ্ধাভিনর্তকীভিষ্ঠ পরিণীতগৃহস্থিতৌ ।

সংপ্রাক্তান্ কথ্যমানান্ হঠেনাদণ্ডয়দহন্ ॥ ৩৩৩৮

কিং বো তবেদ্বলেশানাং তুষাণামিব চিন্তনৈঃ ।

অদ্রোহালোভয়োভূমিন তাদৃগপরোহভবৎ ॥ ৩৩৩৯

ভিক্ষুমল্লার্জ্জুনৌ কালানুভৃত্য শ্রিএবানপি ।

নানৌ জহৌ স্বামিহিত্য নগৌ তাবপি নাবধীৎ ॥ ৩৩৪০

পরিণীতা কামিনীর চরিত্রস্থলন হইলে গৃহপতির যে দণ্ড হইত,
সেই বিচার করিয়া তাহার তিরোধান করিয়াছিল । ৩৩৩৬

কিন্তু পুনর্য্যার সেই প্রজাকুলের একান্ত হিতৈষী ধন্য নগরনেতা
হইয়া তাহাদিগের পীড়ন করিয়াছিলেন । ৩৩৩৭

যে সকল লোক নর্তকীগণকে আবদ্ধ রাখিয়া পরিণীতা পত্নীর দ্বায়
গৃহধর্ম্ চালাইত, ধন্য তাহাদিগকে গুরুতর দণ্ডদান করিতেন । ৩৩৩৮

তুষের দ্বায় অথ আদ্র কর্ম্মচারিগণের আলোচনায় কি হইল ?
ধন্য কোন অংশে দোষী হইলেও আর কৈহ তত্ত্বল্যে সাধু ও নিঃস্বার্থ
ছিল না । ৩৩৩৯

সে সময়ানুরোধে ভিক্ষু ও মল্লার্জ্জুনের অনুগামী ছিল বটে, কিন্তু
তাহা হইলেও প্রভুর হিতাচরণে বিরত কিংবা তাহাদিগকে (ভিক্ষু ও
মল্লার্জ্জুনকে নিহত করিতে প্রবৃত্ত হয়, নাই । ৩৩৪০

অক্ষীণত্যাগহীনস্ত বিভূতিসময়েপ্যভূৎ ।

সংস্কারোপদ্বিকং নাশ্ত পর্যাশুং নিধনে ধনম্ ॥ ৩৩৪১

কৃতজ্ঞতায়াং রাজ্ঞোজ্ঞাং পর্যাশুং কিমুদীৰ্য্যতাম্ ।

যো জীবিত ইবানীতান্ সম্বিভেজেনুজীবিনঃ ॥ ৩৩৪২

লোকাস্তরাতিথিং বিজ্ঞাভিধামুদ্दिश बल्लभाम् ।

ধনুস্ত বিজ্ঞনামাখ্যবিহারারম্ভকারিণঃ ॥ ৩৩৪৩

পরলোকং প্রয়াতস্ত নির্দীপপ্রতিপূরণম্ ।

স্থিতং ব্যবস্থিতেঃ কঞ্চ বিনিয়োগং চকার সঃ ॥ ৩৩৪৪

যুগ্মক

ভূত্কার্মিকতাবাপ্তকৃতোৎসৈকবানবৈঃ । (ক) *

দুইদৈকবৃত্তিভিরপি প্রবৃতে পুণ্যকৰ্ম্মণি ॥ ৩৩৪৫

সে একরূপ বদান্য ছিল যে, অদীন অবস্থায় তাহার মৃত্যু হইলেও
শ্রাদ্ধাদির উপযোগী অর্থ পাওয়া যায় নাই । ৩৩৪১

রাজার কৃতজ্ঞতার বিষয় আর কি বলিব ? তিনি মৃত কৰ্ম্মচারি-
গণের প্রতি জীবিতের ন্যায় ব্যবহার দেখাইতেন । ৩৩৪২

ধন্য স্বীয় প্রিয়া পত্নী বিজ্ঞার নাম প্রতিষ্ঠার জন্য সেই নামে
বিহার আরম্ভ করিয়া পরলোকে প্রস্থান করে, কিন্তু সে উহার
নিৰ্ম্মাণকার্য শেষ করিবার জন্য স্থায়ী ব্যয়ের ব্যবস্থা করিয়া
গিয়াছিল । ৩৩৪৩।৩৩৪৪

যাহারা বুদ্ধমাত্র জীবী, তাহারা রাজার ধৰ্ম্মাচরণে আকৃষ্ট হইয়া
সমতিসম্পন্ন ও পুণ্য কৰ্ম্মাহুষ্ঠানে রত হইয়াছিল । ৩৩৪৫

(ক 'বানবৈ' রিতি যুক্তম্ ।

বিপক্ষাণাং স্তুভিক্ষেণ তুরুকবিষয়াশ্রয়াৎ ।
 জন্মভূমেবৃন্তয়ে যৈঃ ক্রৌর্যাদভ্যন্ন শিক্ততম্ ॥ ৩৩৪৬
 যোপি বৃত্তিং বিরোধাজ্জিহ্বাশ্রে স্তস্মলভুভুজি ।
 কলহাবসরেষেব কশ্মীরেসু প্রাণেদিবৈ ॥ ৩৩৪৭
 গোত্রৈ তেবাং ক্ষত্রিয়াণাং জাতঃ কমলিয়ানুজঃ ।
 রাজবীজী সজ্জিয়াখ্যঃ প্রতিষ্ঠাং স্বাখ্যায়াকরোৎ ॥ ৩৩৪৮
 বিতস্তাপুলিনে বাণলিঙ্গে তেন নিবেশিতে ।
 জায়তে স্বর্দ্ধুনীরোধঃসং প্রকৃত্যধিবৃদ্ধধীঃ ॥ (খ) ৩৩৪৯
 তদীয়ঞ্চ মঠকৈব তপোধনবিভূষিতম্ ।
 *দৃষ্ট্ৱা নিবর্ততে রুদ্রলোকালোকনকৌতুকম্ ॥ ৩৩৫০
 লোঠেনৈন্ত প্রতিষ্ঠানামধস্তদ্রবিণার্পণে ।
 ন তেনাগতনে কালে সংরুদ্ধে শুদ্ধবুদ্ধিনা ॥ ৩৩৫১

যাহারা তুরুক দেশে বসতি নিবন্ধন নির্ভুরাচরণ ব্যতীত আর কিছু
 শিক্ষা করে নাই এবং স্তস্মল ভূপতি গৃহে ব্যাপৃত হইলে সেই কল
 কালে কাশ্মীর দেশে আগমন করিয়াছিল, সেই সকল ক্ষত্রিয় কুলে
 উৎপন্ন কমলিয়ার অনুজ কুমার সজ্জি বিতস্তা ওটিনীর পুলিন প্রদেশে
 যে দুইটা বাণলিঙ্গ ও একটি মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, তাহা গজাতীরস্থ
 বিমুক্তি ক্ষেত্র বলিয়া বোধ হয় । ৩৩৪৬—৩৩৪৯ .

স্মৃনিগণ পরিবেষ্টিত সেই মঠ দর্শন করিলে 'রুদ্রলোক' দর্শনের
 বাসনা বিরহিত হয় । ৩৩৫০

প্রস্তাবিত সময়ের অল্প লোকের শ্রাদ্ধ সে পরের প্রতিপত্তি হরণ
 ও অশ্রদ্ধা দ্বারা ধন দান করে নাই । ৩৩৫১

(ক) 'সংপ্রকৃত্যধিবৃদ্ধধীঃ' ইতি বুজ্যতে ।

উদয়ন্ত প্রিয়া চিন্তাভিধানা কম্পনাপতেঃ ।
 পুলিনোর্বীং বিতস্তায়া বিহারেণ বাভূষয়ৎ ॥ ৩৩৫২
 প্রাসাদপঞ্চকবাজাত্ত্বিহারস্থিতঃ করঃ ।
 উদন্ত ইব ধর্ম্মেণ প্রোভূত্বাঙ্গুলিপঞ্চকঃ ॥ ৩৩৫৩
 সাক্ষিবিগ্রহিকো মজ্জকাথোলঙ্কারসোদরঃ ।
 সমর্থস্তাভবৎ প্রষ্ঠঃ শ্রীকণ্ঠস্ত প্রতিষ্ঠয়া ॥ ৩৩৫৪
 মঠাগ্রহারদেবৌণোজীর্ণোদ্ধারাদিকর্ম্মভিঃ ।
 অমুজা সুমনা নাম রিল্হণস্তাসদন্তুল্যম্ ॥ ৩৩৫৫
 ভূতেশ্বরে মঠং কুরা ত্রিগ্রাম্যামপ্যপাতয়ৎ ।
 তোয়ং কনকবাহিনী বিতস্তায়াশ্চ যঃ পিতৃন ॥ ৩৩৫৬
 প্রদেশকশ্যপাগারাভিধানে নীলভূঃ সরিং ।
 জিগীষয়েব জাহ্নব্যা যত্র পূর্বাং দিশং গতী ॥ ৩৩৫৭

কম্পনাপতি উদয়ের পতিব্রতা পত্নী চিন্তা বিতস্তাতট বিহার
 নির্মাণ দ্বারা বিভূষিত করিয়াছিলেন । ৩৩৫২

উক্ত বিহারের প্রাসাদপঞ্চক দেখিলে ধর্ম্মের উত্তোলিত হস্তের
 পঞ্চাঙ্গুলি বলিয়া প্রতীয়মান হয় । ৩৩৫৩

অলঙ্কারের সহোদর সাক্ষিবিগ্রহিক মজ্জ মঠ ও শ্রীকণ্ঠের (শিবের)
 মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন । ৩৩৫৪

তাহার অমুজা সুমনাঃ মঠ, অগ্রহার, দেবালয় প্রতিষ্ঠা ও জীর্ণোদ্ধার
 প্রভৃতি সংকর্ম্মের দ্বারা রিল্হণের সাদৃশ্য লাভ করিয়াছিলেন । ৩৩৫৫

তাঁহার পুণ্য কর্ম্ম অগণ্য ; তিনি ভূতেশ্বর এবং ত্রিগ্রামীতে একটা
 মঠনির্মাণ করিয়া কনকবাহিনী এবং বিতস্তা নদীতে পিতৃলোকের
 উদ্দেশে তর্পণের সুব্যবস্থা সম্পাদন করিয়াছিলেন এবং যে স্থানে

উত্তারায় গবাদীনাং যঃ সেতুং তত্র বন্ধয়ন্ ।

নির্ম্মমে নির্ম্মলং কৰ্ম্ম সংসারোত্তরণকৰ্ম্ম ॥ ৩৩৫৮

নগরেপি স্নানামাক্ষরূষাঙ্কাগারকারিণা ।

মঠো যেন কৃতো ব্রহ্মজটাদ্রবটাপ্রয়ঃ ॥ ৩৩৫৯

মন্মেষ্বরং স সৌবর্ণামলসার চকার যঃ ।

সোমতীর্থ তথা তোয়োত্তানমুদ্যোতিতাস্তিকম্ ॥ ৩৩৬০

অত্র ক্ষমভূজো বংশে বংশোন্নত্যধনাদিবু ।

সাস্থ্যত্বমমাত্যানাং ধনপ্রাণাদিহারিণঃ ॥ ৩৩৬১

ক্রুধ্যন্নবাসনাধ্যাসাস্থয়া বাসবোপি বা ।

প্রাভ্রংশয়দ্ভিবো দেবো মাক্ষাতারং ধরাভূজম ॥ ৩৩৬২

নীলোদ্ভবা উৎপন্ন (নাগ) নদী যেন জাহ্নবীর সহিত স্পর্শা করিয়া
—পূর্বাভিমুখে গিয়াছে, সেই কশ্যপাগার নামক স্থানে গোমহুঘাদির
উত্তরণের নিমিত্ত সেতু নির্মাণ করিয়া দিয়া তিনি অপার সংসার
সমুদ্রের নিমিত্ত নিজ পারগমনের নিমিত্ত নির্ম্মল উপায় উদ্ভাবন
করিয়াছিলেন । ৩৩৫৬—৩৩৫৮

তিনি নগরে বহুতর সম্মাসীপূর্ণ একটি মঠ স্থাপন করিয়া-
ছিলেন । ৩৩৫৯

তিনি সুবর্ণালঙ্কৃত মন্মেষ্বর লিঙ্গ, সোমতীর্থ জলাধার ও উত্তান
প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন ॥ ৩৩৬০

এই বংশের রাজগণ অমাত্যবর্গের বংশবৃদ্ধি ধন সমৃদ্ধি প্রভৃতি
দর্শনে অসুখাপরবশ হইয়া তাহারিগের ধনপ্রাণাদি হরণ করিতেন । ৩৩৬১

এমন কি, ইন্দ্র নবীন আসনে উপবেশন বশতঃ মাক্ষাতাকে স্বর্গ
হইতে পৃথিবীতে পাত করিয়াছিলেন । ৩৩৬২

অবিপ্লুতমতিভূত্যান্ কৃতোন্নতাবতোদ্বহম্ ।
 দৃষ্ট্বা ধাতব্ধমাহাশ্রয়বিক্ষিত্ত প্রীয়তে নৃপঃ ॥ ৩৩৬৩
 কলশস্থাপতে: প্রাজ্ঞোপজ্ঞঃ ভূত্যোশ্চ বিল্বহণঃ ।
 কুর্ক্বন স্বর্ণতপত্রাণাং প্রতিষ্ঠাং প্রীতিকার্যহভূৎ ॥ ৩৩৬৪
 স্বর্ণতপত্রাং সুরেশ্বর্যাং শিবয়ো: সমবেতয়ো: ।
 সঙ্গীপারাত্রিকামত্রমৈত্রীমেতি সঘণ্টিকম্ ॥ ৩৩৬৫
 বন্ধোহিমাংদ্রেদ্ব্যধিত: স্রুতাজামাতরৌ শিবৌ ।
 স্বর্ণছত্রচ্ছলান্নেকমৃদ্ধ্যাত্মমুপাগত: ॥ ৩৩৬৬
 উদ্দিশ্য বহিরুদ্ধদুত্তমমাত্মবোনি-
 দ্বন্ধো ময়াজঘটনং দয়িতেন গোষ্ঠীয়া: ।

কিন্তু এই রাজা দিন দিন স্বীয় ভূত্যবর্গকে ধর্মকার্যে একান্ত
 আসক্ত ও উন্নত দেখিয়া নিজ মহিমার বৃদ্ধি বুঝিয়া প্রীত
 হইলেন । ৩৩৬৩

ইহার বিজ্ঞ ভূত্য বিল্বহণ কলশ ভূপতির আশ্রয় স্বর্ণছত্র প্রতিষ্ঠা
 করিয়া ইহার প্রীতি প্রদান করিয়াছে । ৩৩৬৪

সে সুরেশ্বরী ক্ষেত্রে হরগৌরীর মন্দিরের উপরিভাগে একটা
 স্বর্ণছত্র সংস্থাপন করিয়াছিল । সেখানে দেবতার আরতির জন্ত প্রদীপ
 পাত্র ও ঘণ্টা বন্ধার ব্যবস্থা তদ্বারা হইয়াছিল । ৩৩৬৫

সেই হরগৌরী মূর্তির উপরি ভাগে স্বর্ণবস্ত্র আতপত্র দর্শনে
 বোধ হইত যে, সুরেশ্বর তদীয় বন্ধু হিমাঙ্গির প্রতি প্রীতি বশতঃ
 তাহারাজামাতা ও কন্যা হর পার্বতীর মস্তক চুষন স্বর্ণছত্রচ্ছলে
 করিতেছেন । ৩৩৬৬

আবার সেই ছত্র গমনের দহনোদ্দেশে হরনেত্র সমুৎপন্ন অগ্নিরূপে

সন্ধং তদত্র করুণামুযয়েতি হেম-

ছত্রচ্ছলাঙ্করদৃশচলিতোয়িকর্কম্ ॥ ৩৩৬৭

চত্ৰং তত্র চ দিল্হণেন বিহিতং রৌক্যং মহাক্ষ্মিণী-

প্রেয়োমন্দিরমূর্কি, নক্ষমধুনাভ্রং পরিভ্রাজতে ।

কৈব্যাণ ক্ষতজাবপানজহুবা নষ্টা ততঃ স্বামিনা

প্রাপ্তং চক্রমবেক্ষিতুং সুরুচিদং ভাস্বানিবাভাগতঃ ॥ ৩৩৬৮

তীর্থে মনুধজিং খগধ্বজদৃঢ়াজ্যোজিতাচার্য্যকে

সাধারাভরণং ক্রিয়াপরিপতিস্বর্ণাতপত্রং প্রভোঃ ।

ভাত্যেকশ্চ শিখাহিকুং কৃতিবনদগঙ্গাজরেণুপমং

কেশাস্তহিতমেঘপার্শ্বগতড়িং পিণ্ডাভমস্ত্র চ ॥ ৩৩৬৯

আকাশে উখিত হইয়া যেন হরগৌরীর যুগল মূর্তি প্রদর্শন করত
— কামের পুনরুৎপত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে । ৩৩৬৭

বিষ্ণু মন্দিরের উপরিভাবে রিল্হণ স্থাপিত সুবর্ণময় আতপত্র এখন
শোভা পাইতেছে । তাহা দেখিয়া বোধ হয় যে, অম্বরগণের রক্ত-
পানজনিত মদে মত্ত হইয়া হরি যে সুদর্শন চক্রকে হারাইয়াছিলেন,
তাহার পুনরুদ্ধার হুওয়ায় স্বর্ঘ্য সেই রক্তাক্ত চক্র যেন দেখিবার জন্য
সমীপে উপস্থিত হইয়াছেন (স্বর্ঘ্যামণ্ডলম্পর্শী) । ৩৩৬৮

সেই সুরেশ্বরী তীর্থ হরিহরের সখ্য ক্ষেত্র ; এখানে উভয়ে "স্ববর্ণ
(নিজমল) সহকারে অধিষ্ঠিত । প্রতিষ্ঠিত নীলকান্তমণিখচিত এই
স্ববর্ণছত্র আবার শিবেশ্বর শিরঃস্থিত সর্পের নিঃশ্বাসোখিত গঙ্গার পদ্ম
রেণুক্ষেপে এবং কেশবের বিছাদ বলয় শোভিত মেঘমালায় স্নায় কুস্তলা-
কারে আত্মপরিচয় দিয়া উভয়ের (হরিহরের) একত্র অধিষ্ঠান উদ্দেশ্য-
বশ করিতেছে । ৩৩৬৯

সৌবর্ণজ্বহিণীশুকপৰ্পরপূরে (ক) সংস্থিত্তাচ্ছত্রক-
 ব্যাকোশ্চ সমুদগকপ্রতিকৃতৌ দীর্ঘাঘিত...ধনে ।
 সঙ্কোচনম্বুজিরীটকৈটভরিপুশ্চামাসিতালংক্রিয়া
 সদ্ভদ্রাকরয়োঃ পিধানকরণিং স্বর্ণাতপত্রং গতম্ ॥ ৩৩৭০
 তং লোহরমহীপালমম্বজায়ন্ত ভূভূজঃ ।
 রডাদেব্যো গুণোদারাস্চত্বারশ্চতুরাঃ সূতাঃ ॥ ৩৩৭১
 গুল্ফেণোপরাতিভ্যো রাঘবণেব লক্ষণঃ ।
 অভিন্নভাবঃ সংবুদ্ধিং বর্ততে লোহরে শ্রয়ন্ ॥ ৩৩৭২
 ললিতাদিত্যদেবেন জয়াপীড়ো হি দারকঃ ।
 ভরতেনেব শত্রুঘ্নঃ পাল্যমানঃ প্রবর্ততে ॥ (খ) ৩৩৭৩

সেই ছত্র পুনর্বার স্বর্ণ ও নীলকান্ত মণির প্রভায় চন্দ্রশেখর-ও
 ও কৃষ্ণের কমনীয় কান্তির একত্র সমাবেশের পরিচয় প্রদান
 করিতেছে । ৩৩৭০

লোহর রাজ গুল্ফেণের পর রডা দেবীর গর্ভে আর চারিটা সুপুত্র
 জন্ম গ্রহণ করে । ৩৩৭১

গুল্ফেলের সহিত অপরাতিভ্য—রামের সহিত লক্ষণের স্থায়ী—
 লোহরে বুদ্ধি পাইতে থাকেন । ৩৩৭২

জয়াপীড় ললিতাদিত্য দেবের সহিত—ভরতের সহচর শত্রুঘ্নের
 স্থায়ী—পালিত হইয়া বুদ্ধি পাইতে লাগিল । ৩৩৭৩

(ক) 'পুটে' ইতি সাধু ।

(খ) 'প্রবর্ততে' ইতি সঙ্গত্বতে ।

পাৰ্থিবাহঙ্করাচ্চাক্ষয়মক্ষারাত্তশঙ্করঃ ।

পঞ্চমঃ ক্ষিতিভৃক্ষ্মো বালাতপ ইবোদিতঃ ॥ ৩৩৭৪

চপলৈঃ শৈশবাচ্ছুদ্ধানুভাবজ্ঞাং সসৌষ্ঠবৈঃ ।

লভিতৈর্ললিতাদিত্যো ভিত্তীরপ্যার্জয়ত্যহো ॥ ৩৩৭৫

দন্তরক্ষাঞ্জনং তাম্রাবরং গৌরং তদাননম্ ।

সবালাতপভৃগাক্ষবর্ণপঙ্কেহায়তে ॥ ৩৩৭৬

আলাপান্তস্ত মহাঅ্যগর্ভা বাল্যাক্ষুটো অপি । (ক)

অমৃতার্জি ভ্রুবাক্ষারো মধ্যমানস্ত বারিধেঃ ॥ (খ) ৩৩৭৭

সূর্য্যবরূপ রাজা হইতে বালাতপরূপ যশস্কর নামা পুত্র উদিত
হইল । ৩৩৭৪

ললিতাদিত্যের শৈশবসুলভ চাপলা ও লালিত্য প্রভৃতি গুণ
দর্শনে চিত্ত দ্রবীভূত হয় । ৩৩৭৫

তাহার গৌরবর্ণ মুখমণ্ডল, তাম্রবর্ণ অধর ও রক্ষাঞ্জন (রক্ষা-
কঙ্কল) শ্ৰুশোভিত হওয়ায় বালাতপ ও ভ্রমর অনঙ্কত পদ্মের আয়
দেখা যায় । ৩৩৭৬

তাহার বাল্যনিবন্ধন আলাপ অস্পষ্ট হইলেও মহাঅ্যাপূর্ণ;
গুলিলে মধ্যমান অর্ণব হইতে অমৃতগোহার হইতেছে বলিয়া বোধ
হয় । ৩৩৭৭

(ক) 'বাল্যাক্ষুটো' ইতি সমীচীনম্ ।

(খ) 'অমৃতার্জা ইবোদ্ গায়া' ইতি সাধারণ পাঠঃ ।

মহাভিজনসঙ্গাতো রাজশুভ্রঃ স শৈশবে ।
 অভিধন্তেভূভাবেন ভব্যোনাগামি জুস্তিকম্ ॥ ৩৩৭৮
 অত্যর্থমণ্ডনশিখণ্ডিশিখোপি ত্রোয়-
 স্পর্শাসহাঙ্কিতকলাপিকলাপভঙ্গ্যা ।
 বাপীং নিপীতসঙ্গিলো বলিতং প্রয়াতি
 চেষ্টোক্তভাবমহিমা বরবর্ণিভাবঃ ॥ ৩৩৮০
 চতশ্রো মেনিলা রাজলক্ষ্মীঃ পদ্মশ্রিয়া সমম্ ।
 সঙ্গাতা কমলা চান্দ্র কণ্ঠাঃ সংকৃতভ্রাতৃভয়ঃ ॥ ৩৩৮১
 বিনোদলীলোত্তরৈনৈত্তৈত্তিত্যাকান্তৈরপত্যৈকৈঃ ।
 দ্বোতীতাবনবর্চো ত্রৌ প্রাবৃটপুষ্পাকরাবিব ॥ ৩৩৮২
 তীর্থায়নপুতেস্মিন্ মণ্ডলেখণ্ডিতৈর্য্যৈঃ ।
 রডডাদেব্যা এব যাতা ভাগ্যভাবং বিভূতয়ঃ ॥ ৩৩৮৩

সেই অভিজাত রাজকুমার শৈশবেই তেজোবিশেষের দ্বারা ভাবী
 জীবনের পরিচয় দিতেছে । ৩৩৭৮।৩৩৭৯ (ক)

মেনিলা, রাজলক্ষ্মী, পদ্মশ্রী ও কমলা নামী তাঁহার চারিটা শুকলা
 জন্মে । ৩৩৮০

চির সম্মীয় ও আনন্দের ক্রীড়-কানন তুল্য সেই চারিটা সন্তান
 সেই দম্পতিকে বর্ষা ও বসন্তের সঙ্গমস্থলীর ছায় করিয়া তুলিয়া-
 ছিল । ৩৩৮১

রডডা রাজ্যের বিভবই এইরূপে তীর্থ ও মন্দিরাদির জন্য বিপুল
 ব্যয়ে সংকৃত ও পবিত্র হইয়া সার্থক্য সম্পাদন করিয়াছিল । ৩৩৮২

(ক) এই যোকের পূর্বার্ধের সহিত পরার্ধের কোনরূপে অর্থসঙ্গতি হয় না।
 একত্ব অনুবাদ পরিত্যক্ত হইল ।

কৃতানুযাত্রা সা দেবযাত্রাসু ক্রিতিপাকনা ।
 রাজলক্ষ্মীবিবাভাতি রাজসামন্তমন্ত্রিভিঃ ॥ ৩৩৮৩
 সতীদেশে তীর্থসার্থাস্থ্যজন্তান্তা নিমজ্জনে ।
 নানাসক্ৰসতীমূর্তিস্পর্শনোৎসুক্যমজসা ॥ ৩৩৮৪
 চিত্রে কালেত্র যাত্রাসু দ্রষ্টুং বৃষ্ট্যুত্তরৈঃ সদা ।
 যৎ প্রাবৃড়িব...ৎ জীমূতৈরহুগম্যতে ॥ ৩৩৮৫
 সা পার্শ্বেষু তীর্থেষু নানায় প্রস্থিতা ধ্রুবম্ ।
 ঈশ্বর্যবর্ধমিবাষ্টীর্থৈঃ প্রাদৃশ্চেত তদীর্ষয়া ॥ ৩৩৮৬
 অত্রংগিহাম চ গিরীম চ কুলঙ্কবা নদীঃ ।
 মুদঙ্গী হুর্গমা মার্গে তীর্থোৎসুক্যেন বেভ্যসৌ ॥ ৩৩৮৭

যখন সেই রাজপত্নী তীর্থযাত্রায় গমন করিতেন, তখন সামন্ত রাজ-
 গণও মন্ত্রিবর্গ তদীয় অনুগমন করিতে লাগিলে তাঁহাকে মূর্তিমতী
 রাজলক্ষ্মীর ভায় বোধ হইত । ৩৩৮৩

সেই সতী দেশে (কাশ্মীরে) (ক) তাহার নানাসময়ে তীর্থ-
 সমূহ ভদীর অঙ্গস্পর্শজনিত পবিত্রতা প্রাপ্ত হইয়া অত্র সতীসংহতির
 মূর্তি স্পর্শের স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া থাকে । ৩৩৮৪

তীর্থ যাত্রাকালে মূর্তিমতী বর্ষা দেবী (ঋতুর 'অধিদেবতা')
 ভাবিয়া মেঘমালা রুষ্টি সহকারে তাঁহাকে ঝড়সরণ করিত । ৩৩৮৫

বোধ হয়, তাঁহাকে পার্শ্ব তীর্থে নান করিতে দেখিয়া স্বর্গীয়
 তীর্থসমূহ যেন দীক্ষাপূর্বক বর্ষণ করিয়া বারণ করে । ৩৩৮৬

সেই কোমলাঙ্গী রাজ্ঞী তীর্থগমনের অন্ত্যস্ত উৎসুক্য বশতঃ

(ক) কাশ্মীরকে 'সতীদেশ' কহে, কারণ ইহা সতীলক্ষ্মী ভবানীর অধিষ্ঠান
 ভূমি ।

সুবহীভিঃ প্রতিষ্ঠাভির্জ্যোত্বৈশ্চ ধীরয়া ।

তয়া চিত্রং চতুরয়া পশুর্দিদা বিলজ্জিতা ॥ ৩৩৮৮

অতাপি বিষ্করং কীরণবকাস্তিস্কটাস্থলাং ।

যো ভা তীব সুধানুতিসিতখেতাশ্মনির্গতঃ ॥ ৩৩৮৯

উপমন্তোরদন্তায়া দারিদ্র্যোপজ্জ্বাপহঃ ।

রুদ্রো রুদ্রেশ্বরো নান্না শ্রীমান্ কশ্মীরভূষণম্ ॥ ৩৩৯০

জগৎ সৌন্দর্য্যসারং স সস্বর্ণামলসারকঃ ।

শান্তাবসাদপ্রাসাদোদ্ধারশ্চ বিহিতস্তয়া ॥ ৩৩৯১

সত্ত্বানামিব ভূত্যানাং কোপৌর্বা বিকীর্ণে নৃপে ।

উদম্বতীব শরণং সিদ্ধুর্হৈশবতীব সা ॥ ৩৩৯২

পথের মধ্যে গগনস্পর্শী গিরি ও কুলভেদিনী নদীর দিকে দৃষ্টি দান করেন না । ৩৩৮৭

সেই সূচতরা ও হিরপ্রতিজ্ঞা রাজ্ঞী বহুতর প্রতিষ্ঠা ও সংস্কার কার্যের দ্বারা পশু (অচলা, সীমাবদ্ধা) দিদাকে লজ্বন করিয়াছেন । ৩৩৮৮

যিনি দারিদ্র্যাদঙ্ক উপমন্তুর পিপাসা শান্তির জন্তু কীর সমুদ্রের বিমল দুগ্ধধারা প্রবাহিত করিয়াছিলেন, সেই রুদ্র শরচ্ছত্রসদৃশ খেত প্রস্তর নির্মিতাকারে যেন তাহাই লোকদিগকে মনে করাইয়া কশ্মীরের অলঙ্কাররূপে রুদ্রেশ্বর নামে অতাপি দেদীপ্যমান রহিয়াছেন, তদীয় প্রাসাদকে রমণীয় বস্তুর সারাংশ ও স্বর্ণালঙ্কার ভূষিত করিয়া দিয়া রাজ্ঞী সংস্কারকার্যের চরমোৎকর্ষ প্রদর্শন করিলেন । ৩৩৮৯—৩৩৯১

সিদ্ধু বাডুববহ্নি সন্তপ্ত হইলে জলজন্তুগণ যেমন গজাকে আশ্রয়

হিরপ্রসাদে ভূপালে নিগ্রহানুগ্রহৌ কলাৎ ।

ভূভুজামপি সংবৃত্তাববিচ্ছিন্নস্তদিচ্ছয়া ॥ (ক) ৩৩৯৩

সোমপালানুজ্ঞো ভূভুদভূপালঃ প্রাপিতস্তয়া ।

মানিত্তা মেনিলাদেব্যো বিবাহেন মহার্হিতাম্ ॥ ৩৩৯৪

উৎপত্তিভূতিস্বলভানুভবো ন ভূয়া

কস্ত্রাপ্যাহো ব্যতিচরত্যনুভাবভাবঃ ।

তেজস্তমোবিলুঠনত্রত্মম্ভানো-

শ্চেদং তদুখমকরোত্তমসোপি চক্রম্ ॥ ৩৩৯৫

ভুবনানুতসাম্রাজ্যমার্জুনো ভূভুজাভবৎ ।

প্রাতিভাব্যং দৃঢ়ং রত্নাক্রান্তসন্মণ্ডলাবনিঃ ॥ ৩৩৯৬

করিয়া শান্তিলাভ করে, তদ্রূপ সিংহদেব রুষ্ট হইলে অনুজীব জন
তাহার (রাজ্যকে) শরণ লইয়া সমাশ্রয় হইত । ৩৩৯২।৯৩

রাজার প্রসাদলাভের একটা রীতি আছে ; তাহার ব্যতি-
ক্রম ঘটে না, একান্ত সামন্ত ভূপর্গণের নিগ্রহ ও অনুগ্রহ রাজ্যের
ইচ্ছানুসারে হইত, তাহার ঋণ হইত না । ৩৩৯৪

সেই আনুগোঁরব রক্ষিণী রাজ্ঞী সোমপাল নৃপতির স্নাত
ভূপালের সহিত মেনিলা দেবীর বিবাহ সম্পাদন করিয়া বংশের
মর্যাদা রক্ষা করিয়াছিলেন । ৩৩৯৫

যে শক্তি স্বস্থানে অপ্রতিহত ; তাহার স্থানান্তরেও কখনও সঙ্কুচিত
হয় না । রবির তেজঃ কেবল উদয়াদির তমোদয়ন করে না, কিন্তু
সমস্ত জগতের অন্ধকার রাশির অপহরণ করিয়া থাকে । ৩৩৯৬

উটারাং মেনিলাদেব্যাং পরিণেতুবভূদপি ।
 পিতা বৈমত্মসংস্রজ্য নিক্ষ্যাজং রাজ্যাদায়কঃ ॥ ৩৩৯৭
 রাজা প্রাজিধরস্তাকৌ তরসা ভূভূজোহুজঃ ।
 বৈরিতিনিহতস্তাগ্রে বৈরসংশোধনোত্ততঃ ॥ ৩৩৯৮
 রড্ডাং শরণমেত্যৌচৈর্ম্যানোংকট্যো ঘটোংকচঃ ।
 ভেজে রাজ্যশ্রিয়ং প্রাপ্য চিত্রং রাজ্যশ্রিয়ং পরাম্ ॥ ৩৩৯৯
 কুলকম্ ॥
 কৃতসাহায়কোমাতৈ রাজঃ সপ্রজ্জিমঙ্গদম্ ।
 রাজ্যং প্রাপ্তং শরণদ্রাতৃজ্ঞহং পঞ্চবটো নৃপম্ ॥ ৩৪০০
 অলঙ্ঘন্যন্তংপ্রভাবাং ক্ষারদানানুনির্ভরাং ।
 সরিতং খড়্গবল্লীক কৃষ্ণাং বিশ্বেষিগৌচরাম্ ॥ ৩৪০১

রাজার অল্প ভ্রাতাকারে সাম্রাজ্য ও রত্নলাভ হইতে লাগিল । তদীয় জামাতা ভূপাল পিতার বিরক্তিভাজন ছিলেন । বিবাহের পর সোমপাণ তাঁহাকে সরলভাবে সমস্ত রাজ্য অর্পণ করিলেন । ৩৩৯৭

বৈরিগণ সময়ে প্রাজিধর নৃপতিকে নিহত করিলে তাহার অল্পজ ঘটোংকচকে বৈরপ্রতীকার প্রার্থনায় রাজশ্রীর* (রড্ডা দেবীর) শরণাপন্ন হইয়া রাজ্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল ॥ ৩৩৯৮ ৩৩৯৯

পঞ্চবট নৃপতি রাজ সচিবগণের সহায়তা দ্বারা ভ্রাতৃদোহী অঙ্গদ ও পজ্জিকে বিনাশ করিয়া রাজ্যলাভ করে । জয়সিংহের বিপুল বিক্রম শত্রুকুলকে আকুল করিয়া কৃষ্ণা (কৃষ্ণগঙ্গা) এবং শত্রুর হস্তস্থিত অসিলতা অতিক্রান্ত করাইয়াছিল । ৩৪০০ ৩৪০১

দ্বিতীয়স্তোরশাভতুর্বকীর্তিনির্জয়াম্বজং ।

দেবপ্রভাবাত্তোদাগ্রমত্যাগ্রপুরমগ্রহীং ॥ ৩৪০২

শীতোক্ষবারণশশিতোতকল্লোণিতান্ততঃ । (ক)

বহবো বাহিনীনাথাঃ প্রথামিখং প্রপেদিরে ॥ ৩৪০৩

সমাব্যবিশতী রাজ্যাবাপ্তেঃ প্রাগভূতুজো গতাঃ ।

তাবত্যেবাপ্তরাজ্যস্ত পঞ্চবিংশতিবৎসরে ॥ ৩৪০৪

ইয়দৃষ্টমনশ্চত্র প্রজাপুণ্যৈর্মহীভুজঃ ।

পরিপাকমনোজ্ঞঃ স্বেয়াঃ কল্লাতিগাঃ সমাঃ ॥ ৩৪০৫

তিনি স্বপ্রভাবে দ্বিতীয় উরশাপতিকে পরাজয় করিয়া যোদ্ধা পরিপূর্ণ অত্যাগ্রপুর হস্তগত করেন । ৩৪০২

এই সকল কার্যে তদীয় বহুতর সেনানী শশিসন্নিভ স্বীয় শুভ্র ছত্রচ্ছটার নিগন্ত উজ্জল করত গৌরব খ্যাতি লাভ করিয়াছিল । ৩৪০৩
রাজ্যপ্রাপ্তির পূর্বে জয়-সিংহের দ্বাবিংশতি বৎসর অতীত (তাঁহার বয়ঃক্রম ২২ বৎসর ছিল) হইয়াছিল, এক্ষণ বর্তমান পঞ্চ-বিংশ অঙ্গে (লৌকিক অঙ্গ—৪২২৫) তাঁহার রাজত্বকাল সেই দ্বাবিংশতি বৎসরপূর্ণ হইল । ৩৪০৪

প্রজাপুঞ্জের গুণ্যবলে আমরা এই মহীপতির রাজ্যকালে যাহা দেখিলাম, তাহা অল্প কুজ দৃষ্টিগোচর হয় না ।

অশীর্ব্বাদ করি ইঁহার রাজত্ব-পরিণাম মধুর হইয়া এই কল্প অতিক্রম করিয়াও স্থায়ী হউক । ৩৪০৫

অন্তোপি প্রদহৎস্বভাবশনৈ রাশানশ্মায়তে
 গ্রাবোন্তঃ শ্রবতি দ্রবত্বমুদিতোদ্রেকেষু চাবেযুষঃ ।
 কালশাস্ত্রলিতপ্রভাবরভসং ভাতি প্রভুত্বৈহত্বতে
 কস্তামুত্র বিধাতৃশক্তিঘটিতে মার্গে নিসর্গঃ স্থির ॥ ৩৪০৬

জল তরল স্বভাব বটে, কিন্তু কখন তাহা পাষাণের ত্যায়
 কঠিনাকারে পরিণত হয়, আবার পাষাণও সলিলরূপে দ্রবী-
 ভূত হইয়া থাকে । কালের এই বিস্ময়কর (পরিবর্তনশীল)
 আধিপত্যে কাহারও স্বভাব স্থিরতর থাকিতে পারে না ।
 নিয়তির এই নিয়ম । ৩৪০৬

অষ্টম তরঙ্গের নরপতিগণ ও তাঁহাদিগের রাজত্বকাল ।

উচ্চল—খৃঃ ১১০১।১১, এগার বৎসর; রজ্জ-শাস্ত্রাজ—১১১১ খৃঃ
 ৮-৯ ডিসেম্বর, এক রাত্রি ও এক গ্রহর দিন ; শঙ্কর—১১১১-১১১২
 ৩ মাস ২৭ দিন ; সুসঙ্গ—খৃঃ ১১১২-২০ (রাজ্যভ্যাগ) ; ভিক্কা-
 চর খৃঃ ১১২০-২১, ৬ মাস ১২ দিন ; সুসঙ্গ (পুনর্বার রাজ্যগ্রহণ)
 খৃঃ ১১২২-২৮ ; জয়সিংহ (সিংহদেব) ১১২৮-১১৫০ ।

পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য ।

পরিশিষ্ট ।

প্রাধাতে অধিকৈপ্যর্ধসমাষ্টকশতে কলে: ।

কশ্মীরেষান্ত গোনন্দ: পার্থানাং সেবয়া নৃপ: ॥ ১

সুহৃদামোদরোস্তাথ তস্ত পত্নী যশোমতী ।

গোনন্দোত্তমস্তত্বেতাপি ততোতীত্য মহীপতীন ॥ ২

পঞ্চত্রিংশত্তমজ্ঞাতানুগ্রহাভিজন্যনাতিধান্ ।

রাজাভবল্পবো নাম তুহুস্তস্ত কুশস্তত: ॥ ৩

যৌ খগেন্দ্রসুরেন্দ্রাখ্যৌ পুত্রপৌত্রাবমুখ্য তু ।

গোধরোথান্নকুলজ: সুবর্ণাখ্যস্তদাত্মজ: ॥ ৪

কলির ছয়শত তিগ্গার (৬৫৩) বৎসর অতীত হইলে কাশ্মীর দেশে গোনন্দ পাণ্ডবগণের আশ্রিতভাবে আধিপত্য (রাজত্ব) করিয়াছেন (ক) । ১

তাহার পুত্র দামোদর, তদীয় পত্নী যশোমতী । দামোদরের তনয় দ্বিতীয় গোনন্দ । ২

তাহার পর পঞ্চত্রিংশ জন রাজা কাশ্মীরের রাজ্যাসনে অধিকৃত হইলেন । তাঁহাদিগের কংশ, নাম ও চরিত্র অজ্ঞাত । তাহার পর লব রাজা হইলেন, কুশ তদীয় পুত্র । ৩

কুশের পুত্র খগেন্দ্র, তাহার পুত্র সুরেন্দ্র । তাহার পর অত্র বংশজাত গোধর, সুবর্ণ তাঁহার তনয় । ৪

(ক) "অধিকৈ" কলে "এধিকৈ" পাদ বোজনায় অব্যবহা হইল । নচেৎ স্বকৃতি হয় না ।

তজ্জনা জনকোপাসীংহনুঃ শচ্যাঃ শচীনরঃ ।
 অথশোকোভবতুভূজাজ্ঞোত্র প্রপিতৃব্যজঃ ॥ ৫
 তজ্জৌ জলৌ ঃঃ সৎদিগ্ধবংশো দামোদরন্ততঃ ।
 তুল্যঃত্রয়োথঃহকাত্তাস্ত্রককাভিজনোদ্রবাঃ ॥ ৬
 অভিযন্ত্যতৃতীয়শ্চ গোনন্দোথ বিভীষণঃ ।
 তাবিক্রতিদ্রাবশ্চ পিতাপুত্রৌ ক্রমামৃপৌ ॥ ৭
 অত্রৌ বিভীষণঃ সিদ্ধ উৎপলাধ্যশ্চ তৎসুতঃ ।
 পশ্চাত্ততো হিরণ্যাকো হিরণ্যকুল ইত্যুভৌ ॥ ৮
 রাজা বসুকুলন্তস্ত হনুঃ খ্যাত্ত্বিকোটীহা ।
 ॥ ৯

সুবর্ণের পুত্র জনক, তদীয় পত্নী শচীর গর্ভে শচীনর । তৎপর
 তাহার (শচীনরের) পিতৃব্যের পিতৃ পুত্র অশোক । ৫

তৎপরবর্তী জলৌকাঃ এবং দ্বিতীয় দামোদর, শেষোক্ত ব্যক্তির
 বংশ অবিজাত । হক কনিক প্রভৃতি তিন জন তৎপরবর্তী তুরক জাতীয়
 রাজা । ৬

তাহার পর অভিযন্তা, তৃতীয় গোনন্দ এবং তদীয় পুত্র বিভীষণ ।
 তাহার পর ইক্সজিৎ, তৎপুত্র দাবণ । ৭

তৎপরবর্তী দ্বিতীয় বিভীষণ, তৎপুত্র উৎপলাক, তৎপর
 হিরণ্যাক ও হিরণ্যকুল । ৮

তাহার পুত্র বসুকুল, তদীয় পুত্র নিহিরকুল, এই ব্যক্তি তিন
 কোটি লোকের প্রাণ সংহার করিয়াছিলেন, এজন্য ‘ত্রিকোটীহা’
 নামে বিখ্যাত । ৯

ক্ষিতিনন্দো বকাস্বজো বহ্ননন্দস্তদাস্বজঃ ।

নরোত্তোকস্ততো গোপাদিত্যগৌৰ্ণকৌ ক্রমাৎ ॥ ১০

ভাস্মিরেন্দ্রাদিত্যোভূত্বংপুত্রোক্ষয়ুধিষ্ঠিরঃ ।

তস্মিন্‌প্রভংশিতে ভূত্যয়ুজাভিকনসংভবঃ ॥ ১১

ভূপঃ প্রতাপাদিত্যোভূজলোকোপি তদাস্বজঃ ।

তুঙ্গীনো নিঃসূতে তজ্জো বিজয়োক্তকুলোদ্ভবঃ ॥ ১২

জয়েন্দ্রস্তংসূতোপুত্রঃ সচিবঃ সংধিমানভূৎ ।

যুধিষ্ঠিরস্ত পৌত্রেশ গোপাদিত্যাস্বজননা ॥ ১৩

শ্রীমেঘবাহনেনাথ গোনন্দস্তোদিতঃ কুলে ।

ততঃ প্রবরসেনোভূভূপঃ কশ্মীরমণ্ডলে ॥ ১৪

তৎসুহৃশ্চ হিরণ্যোভূৎপালয়নক্ষিতিমণ্ডলম্ ।

মাতৃগুপ্তোভবদন্তরাজ্যন্তেন শকারিণা ॥ ১৫

বকের পুত্র ক্ষিতিনন্দ, তাহার তনয় বহ্ননন্দ । তৎপুত্র ২য় নর, তৎপুত্র অক্ষ, তৎপুত্র গোপাদিত্য, তাহার সূত গৌৰ্ণক । ১০

তৎপুত্র নরেন্দ্রাদিত্য, তাহার পুত্র অক্ষরাজ যুধিষ্ঠির । ১১

তিনি ভূত্যবর্গের ষড়্‌বঙ্গে সিংহাসনচ্যুত হইলে অস্ত্র বংশজাত প্রতাপাদিত্য এবং তদীয় পুত্র জলোকা ক্রমে রাজা হইলেন । ১২

তাঁহার তনয় তুঙ্গীল অপুত্র অবস্থায় পরলোক প্রাপ্ত হইলে অস্ত্র বংশজাত বিজয় রাজা হন । তাঁহার পুত্র জয়েন্দ্র । তিনি অনুপুত্র ; একান্ত তদীয় মন্ত্রী সন্ধিমান রাজ্য লাভ করেন । তাহার পর গোনন্দ্র বংশে গোপাদিত্যের পুত্র এবং যুধিষ্ঠিরের পৌত্র শ্রীমেঘবাহন জন্ম গ্রহণ করেন । তাহার পর ২য় প্রবরসেন কশ্মীরের রাজা হইলেন । ১৩—১৫

ততঃ প্রবরসেনোত্তরমাণস্যাজঃ ক্রিতিম্ ।
 লেভে হিরণ্যভাতব্যস্তস্ত পুত্রো যুধিষ্ঠিরঃ ॥ ১৬
 ততো নরেন্দ্রাদিত্যশ্চ রণাদিত্যশ্চ ভূপতিঃ ।
 ক্রমাদভূতাং তৎপুত্রো বিক্রমাদিত্যভূপতিঃ ॥ ১৭
 বালাদিত্যশ্চানন্দভবধিক্রমাদিত্যনন্দনঃ ।
 বালাদিত্যস্ত জামাতা ততো হর্লভবর্দ্ধনঃ ॥ ১৮
 হুমুর্লভকস্তস্ত চন্দ্রাপীড়োভবত্ততঃ ।
 তারাপীড়োমুজয়াস্ত মুক্তাপীড়োস্ত চানুজঃ ॥ ১৯
 ভূপাবাস্তাং কুবল্যাপীড়ো বৈমাতুরোস্ত চ ।
 বজ্রাদিত্যঃ সূতো রাজো মুক্তাপীড়স্ত তৎসূতো ॥ ২০
 পৃথিব্যাপীড়সংগ্রামাপীড়াবাস্তাং মহীভূজো ।
 জয়াপীড়োস্ত মন্ত্রী চ জজ্জঃ পুত্রাবাপ ক্রমাৎ ॥ ২১

তৎপর মাতৃগুপ্ত, শক শক্র প্রবরসেন তাঁহাকে রাজ্য দান করেন । তাঁহার পর তৌরমাণের তনয় ২য় প্রবরসেন, তৎপর হিরণ্যের ভাতৃপুত্র, তাঁহার পুত্র ২য় যুধিষ্ঠির । ১৬

তৎপর ক্রমে নরেন্দ্রাদিত্য ও রণাদিত্য ; শেষোক্ত ব্যক্তির পুত্র বিক্রমাদিত্য । ১৭

তাঁহার পুত্র বলাদিত্য, তাঁহার জামাতা হর্লভ বর্দ্ধন । ১৮

তৎপুত্র হর্লভক, তৎপুত্র চন্দ্রাপীড়, তদীয় অমুজ দয় তারাপীড় ও মুক্তাপীড় (ললিতাদিত্য) । ১৯

তাঁহার পুত্রকয় কুবল্যাপীড় ও বজ্রাদিত্য, উভয় বৈমাত্রেয় ভ্রাতা । ২০

তাঁহার পর পৃথিব্যাপীড় ও সংগ্রামাপীড় তদীয় পুত্রকয় ক্রমে রাজা হয় । জয়াপীড়ের রাজত্বকালে জজ্জ মন্ত্রিস্ব করে । ২১

ললিতাপীড়সংগ্রামাপীড়ো জ্যেষ্ঠাশ্রমস্ততঃ ।

ত্রিচিণ্ডাটজয়াপীড়ঃ কল্পাপান্যন্তবোভবৎ ॥ ২২

অভিচারেণ তৎ-হত্বা সাংমত্যাচিত্রেতরম্ ।

উৎপল্যৈর্দৈবসংগ্রামপীড়ৈর্জ্যোত্স্নাতুলৈঃ কৃতঃ ॥ ২৩

ভ্রাতৃঃ পুত্রোজিতাপীড়ো জয়াপীড়স্ত উৎপদৌ ।

অনঙ্গাপীড়নামা চ সংগ্রামাপীড়শ্রমস্ততঃ ॥ ২৪

তমুৎপাঠ্যোৎপল্যাপীড়োজিতাপীড়নন্দনঃ ।

অবস্থিবন্দ্যে শুরেণ তং নিবার্যথ মন্ত্রিণা ॥ ২৫

নষ্টোৎপলস্ত বিনধে সন্মোক্ষো সুখবন্দ্যজঃ ।

হনুঃ শংকরবন্দ্যে স পোশালস্তস্ত চান্দ্রজঃ ॥ ২৬

— ২২ তৎপরবর্তী জ্যেষ্ঠ জয়াপীড়ের পুত্র হয়—ললিতাপীড় ও সংগ্রামাপীড় । ললিতাপীড়ের পুত্র ত্রিচিণ্ডাট জয়াপীড়, শৌভিক গর্ভে উৎপন্ন । ২২

উৎপল প্রভৃতি মাতুল পরম্পরের সম্মতিক্রমে অভিচার (তন্ত্রোক্ত মারণ কৰ্ম) দ্বারা তাঁহাকে বধ করিয়া তাহার পক্ষে ক্রমে জয়াপীড়ের ভ্রাতৃপুত্র বিজয়াপীড় ও সংগ্রামপীড়ের পুত্র অনঙ্গপীড়কে প্রতিষ্ঠিত করে । ২৩।২৪

অনঙ্গপীড়কে সিংহাসনচ্যুত করিয়া অজিতাপীড়ের পুত্র উৎপল্যাপীড়কে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করা হয় । শূর নামা সচিব তাঁহাকে উচ্ছেদ করিয়া উৎপলের পৌত্র এবং সুখবন্দ্যার পুত্র অবস্থি বন্দ্যকে কান্দীয়াসনে সংস্থাপিত করে । তৎপুত্র শংকরবন্দ্য, তদীয় তনয় পোশাল ক্রমে রাজা হইলেন । ২৫।২৬

যথাগৃহীতঃ প্রাভূক্ত তদভ্রাতা সংকটোক্তিঃ ।
 সুরঙ্গাখ্যা তয়োমীতি তং বিনাশ্রাথ ভূভুজম্ ॥ ২৭
 শুববর্ম্মপ্রনপ্তাং পদ্মং তদ্বিপদাতয়ঃ ।
 চক্রনির্জিতবর্ম্মাণং ততঃ পার্শ্বস্ততঃ ক্রমাৎ ॥ ২৮
 চক্রবর্ম্মা শুববর্ম্মা চেতি নির্জিতবর্ম্মজঃ ।
 চক্রবর্ম্মাণ্যতীতেষ পাপীশ্বার্থাস্বজঃ ক্রমাৎ ॥ ২৯
 উন্নতাবস্তিবর্ম্মালীভুৎপুত্রৈ শুববর্ম্মণি ।
 রাজ্যাদব্রহ্মে দ্বিজৈশ্চক্রে রাজ্যে মন্ত্রী যশস্করঃ ॥ ৩০
 প্রপিতৃব্যাস্বজস্ততঃ বর্ণটন্তুনয়োরু তম্ ।
 রাজ্যে বক্রোজিব সংগ্রামস্তসৌ নিশ্চাত তং ততঃ ॥ ৩১

গোপালের ভ্রাতা সঙ্কটকে রাত্রে হস্তিতে লইয়া রাজ্য করাইয়
 এবং তৎপরে তাহাদিগের মাতা সুরঙ্গা রাজপদ প্রাপ্ত হইলেন । ২৭

সুরঙ্গাকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া ক্রমে ও মন্ত্রিবংশীয় পদাভিগণ শুব-
 বর্ম্মার প্রপৌত্র পার্শ্ব এবং নির্জিত বর্ম্মাকে (ক) রাজ্য করিয়াছিল । ২৮
 নির্জিত বর্ম্মার পুত্রবয় চক্র বর্ম্মা ও শুব বর্ম্মা ক্রমে রাজ্য হয় ।
 চক্র বর্ম্মার পরে ২য় পার্শ্ব । ২৯

তৎপর দুর্য্যোনি উন্নতাবস্তি বর্ম্মা । তদীয় পুত্র শুব বর্ম্মা ব্রাহ্মণগণ
 দ্বারা রাজ্য হ্রীত হয় এবং মন্ত্রী যশস্কর তৎপরে প্রতিষ্ঠিত হয় । ৩০

তৎপর তদীয় পিতৃব্যের প্রপৌত্র বর্ণট, তৎপর বশস্করের তনয়
 বক্রপদ (বক্রচরণ) সংগ্রাম । ৩১

অমৃত্যুঃ পৰ্বগুপ্তাখ্যো রাজাং দ্রোহেণ লব্ধবান্ ।

কেমগুপ্তঃ স্ততোভাসীদভিমন্তৌ তদাশ্রজে ॥ ৩২

শান্তে মাত্রে পাল্যমানে নন্দিগুপ্তে চ তৎসুতে ।

ততস্ত্রিভুবনে ভীমগুপ্তে চাকুরচেইয়া ॥ ৩৩

পৌত্রে ভয়ৈব নিহতে শরস্বতীদাখ্যায় কতে ।

রাজ্যে সংগ্রামরাজোপি ভ্রাতৃব্যোস্তে নৃপঃ ক্রুতঃ ॥ ৩৪

ইন্দ্রিয়াজানন্তনৈবাবান্তাং তস্তাশ্রজৌ ততঃ ।

কলশেনন্ততময়ঃ ক্রমাত্তুগৌ তদাশ্রজৌ ॥ ৩৫

উভাবুৎকর্ষকর্ষাখ্যাবপি সিংগাঠ্য ভূপতিম্ ।

হর্বদেবং তমুদামবিক্রয়োনন্তঃশতঃ ॥ ৩৬

তদন্তে পৰ্বগুপ্ত নামা ময়ী বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা রাজা হয় ।
তৎপুত্র কেমগুপ্ত, তৎপুত্র অভিমন্ত্য মাতার কর্তৃককালে বৃত্ত হুখে
পতিত হয় । ৩২

সেই নির্ভরা রমণী সিংহা ক্রমে তদীর পৌত্র নন্দিগুপ্ত, ত্রিভুবন
ভীমগুপ্তকে নৃপংস ব্যবহারে নিহত করিয়া ভ্রাতৃপুত্র সংগ্রাম রাজকে
শেষে রাজা করে । ৩৩-৩৪

তাহার তনয় হয় হরিরাজ ও অনন্ত দেব । তাহার পুত্র কলশ ।
কলশের পুত্রের উৎকর্ষ ও হর্ব ক্রমে রাজা হয় । ৩৫

হর্বদেবকে উন্নতন করিয়া উৎকট বিক্রম উচ্চল সিংহাসন দ্বারা
করে । ৩৬

পারিশিষ্ট ।

দাতু পুত্রকামনায়াঃ সসমুদায়কৃত্যঃ ।
 যদা তদানীন্তনো ভূতভাষকমোহিতঃ ॥ ১৭
 চোদেৎ ২৭-২৮৮১* তুহানিমিত্তঃ ৩৩৩ : ।
 শঙ্করোদাত্তনামাঙ্কুরাধ্যঃ কনিকো নৃপঃ ৩৮
 গগুগন নিমিত্তে তদ্বিষয়ে বৈমাত্রেয়প্যকৃৎ ।
 ত্রৈলোক্যমাত্ততুর্ভূতা নিবন্ধা তৎ বলী ॥ ৩৯
 কুমসল্যাখোদ্রাহীদ্রাধ্যঃ যাদ্বিকুলসোদ্রঃ ।
 বিবর্তনঃ পাতিতে তদ্বিন্দ্যাজ্যন্তৈতনুশঃ কৃৎ ॥ ৪০
 নন্দানান্দ্রকৃত্তনশা ত্রিকাচরাধ্যঃ ।
 পুনর্নিপাত ৩৭ শ্রীশ্রীকো সসমুদায়কৃত্তি ॥ ৪১

দিদ্যায় নীচপুত্র বে কুমল রাজ, তাহার পৌত্র বদ্ব হইতে উচ্চল
 উৎপন্ন হন । ৩

যখন সেই উচ্চল বিশ্বাসবাহক ভূতগুণ দ্বারা নিমিত্ত হন, তদ্বি-
 শিষ্টের কোষ্ঠে স্তত বজ্র। কল্যাণের জন্য শঙ্করাজ নামে রাজা
 হইয়াছিল । ৩৮

যখন রাজ্য সঙ্গ দ্বারা নিমিত্ত হন, উচ্চলের বৈমাত্রেয় দ্বারা বহু
 (যদন) রাজা হন । তাহার কল্যাণকর করিয়া মন্দারক উচ্চলের
 রাজা কুমসল রাজ্য গ্রহণ করেন । কৃত্যবর্ণ বিবর্ত হইয়া তাহাকে রাজা
 কনিক করিয়া হইবারের পৌত্র ত্রিকাচকে ছয় মাসের জন্য রাজ্য
 স্থাপন করে । কুমসল রাজ তাহাকে (ত্রিকাচবে) নিকসিন

* কনিকের পুত্রের রাজ্য হস্তগত করিলেন । ৩৯—৪১

রাজতরঙ্গিনী ।

ক্রমান্বয়ে কবিবরৈঃ সৈবাক্যোদ্ভবিতঃ হতে ।

লবণ্যগণবিবাহঃ ৪ হৃদ্য ভিক্ষাচর ভূপতিঃ ॥ ৪২

হুতঃ সূসলনভুতভূঃ সংপ্রত্যপ্রতিমকমঃ ।

নন্দরসেনেনীমায়ন্ত জয়সিংহো মহীপতিঃ ॥ ৪৩

গোদাবরী সরিষিবোন্ত মূলেন্তরঙ্গৈ-

বকৈঃ সপদি সপ্তভিরাপন্তা ।

শ্রীকান্তরাজবিপুলাভিজনা কিমধ্যঃ

বিজ্ঞানৈঃ কিলতি রাজতরঙ্গিনীয়ম্ ॥ ৪৪

সমাপ্তোহয়ং গ্রন্থঃ ।

দুগুণ লবণ্যগণ বিব্রোহ উত্থাপন করিয়া তাহাকে নিহত করিল । সেই সময়স্থ লবণ্য এবং ভিক্ষাচর ভূপতিকে নিহত করিল । সুসল রাজের সুপুত্র অপ্রতিহতশক্তি মহামতি জয়সিংহ মহীপতি শাসনগুণে পৃথিবীর শ্রীতি উৎপাদন করত সম্প্রতি বিরাজমান আছেন । ৪২।৪৩

যথা গোদাবরী বারিতুমূল স্তরঙ্গৈঃ

সপ্তমুখে পশিরাছে সাগরের অঙ্গে ।

এই রাজতরঙ্গিনী তথা কবিরাম

কান্তবাক্য বংশাবলিঃ কিলতি বিজ্ঞানৈঃ ॥ ৪৪

সমাপ্তোহয়ং রাজতরঙ্গিনী ।

